শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

৫/৪/৩৮

22

শ্রী উমানন্দ সরকার

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সারসংগ্রহ সংস্কৃত ভাষ্য, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ
এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে শাস্ত্রসমন্বয়ে
লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি শ্লোকের
তাৎপর্য্য বোধ প্রয়াস।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ,
আলোচিত।

উৎসব আফিস, বেনারস সিটি হইতে
শ্রীননীলাল রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

প্রথম হইতে ৪র্থ ফর্ম্মা। প্রিণ্টার—শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
কটন প্রেস, ৩৭নং হ্যারিসনরোড কলিকাতা।

৫ম ফর্ম্মা হইতে ৮ম ফর্ম্মা। প্রিণ্টার—শ্রীরামশরণ ভট্টাচার্য্য,
নববিভাকর প্রেস, ৯১।২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯ম ফর্ম্মা হইতে ১২শ ফর্ম্মা। প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়
মেটকাফ্ প্রেস, ৭৬নং বলরামদের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩শ ফর্ম্মা হইতে সমস্ত মহালক্ষ্মী প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়। ৺কাশীধাম।

*

বিজ্ঞপ্তি ।

গীতাভ্যাস, গীতাধ্যান, গীতা বিচার, গীতা পঠন, পাঠন, শ্রবণ, "গীতা" এই কথা উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করা, এমন কি গীতা একখানি সঙ্গে রাখা ইহার অপূর্ব্ব ফল গীতা মাহাত্ম্যে প্রচারিত হইয়াছে।

এই ঘোর কলিযুগে সংসার লইয়া লোকে বড়ই বিব্রত। কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ এই জাতি প্রাণেপ্রাণে ভগবান্ হইতে বঞ্চিত হইতে চায়না—ভগবান্ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেনা—ঋষিগণ না জানি কোন্ ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইয়া এই সমাজ গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন—এই জাতি কাল ধর্ম্মে নিতান্ত অধঃপতিত হইলেও ভগবান্ ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারেনা। "গীতা মাহাত্ম্য" বড়ই আশ্বাস দিতেছেন তাই আজ সহায়হীন এই জাতি—এই জাতির সকলেই—কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, এমন কি বালক পর্য্যন্ত সকলেই "অধ্যায়ং শ্লোক পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ" এই প্রকার উক্তিতে প্রলুব্ধ হইয়া গীতার এক অধ্যায়, এক শ্লোক এমন কি এক শ্লোক পাদও পাঠ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে।

আবার কোথাও কোথাও সাধনার সুবিধা জন্য শ্রীগুরু কৃপা করিয়া বলিয়া দিতেছেন প্রতিদিন সাধনা করিয়া বুঝিতে পার বা না পার ভক্তি ভাবে কিছু কিছু "গীতা" পাঠ করিও। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তোমায় শক্তি দিয়া দিবেন—তোমার মধ্যে ভাব আনিয়া দিবেন। তখন তুমি দয়াময়ের দয়া অনুভব করিয়া সাধনা করিতে সমর্থ হইবে—হইয়া গীতার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এই ঘোর দুর্দ্দিনে একবারে জীবনে হতাশ হইয়া যাইবেনা।

তপস্যাই এই জাতির জাতীয়ত্ব। স্বাধ্যায়ও ক্রিয়া যোগের অঙ্গ। করিয়া দেখিলে বুঝা যায় স্বাধ্যায় দ্বারা তপস্যা এবং ঈশ্বর প্রণিধানের সুবিধা হয়, সাধনায় রুচি হয়, চিত্ত ক্ষণকালের জন্যও বিষয় বিষ ছাড়িয়া কি এক অমৃত আস্বাদন করে।

পূর্ব্বোক্ত কারণের কোন একটি কারণে আমিও গীতা পাঠে চেষ্টা করি। ভক্তি নাই বলিয়া শুধু পাঠে তৃপ্ত না হইয়া একটু বুঝিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু বুঝিব কিরূপে? শ্রীভগবান্ যোগস্থ হইয়া গীতা উপদেশ করিয়াছিলেন। যোগস্থ হইলে চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ অবস্থা লাভ করে। চিত্ত একাগ্র হইলে

যে সূক্ষ্ম বিচার ইহাতে প্রকাশিত হয়—সাধনা বর্জ্জিত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, সে সূক্ষ্ম বিচার, সে সূক্ষ্ম ধ্যান, সে সূক্ষ্ম চিন্তায় ত পৌঁছিতে পারেনা। আমরা ত সাধনা বর্জ্জিত। আমাদের স্বাধীন চিন্তা ত সাধনা শূন্য ব্যভিচারী চিত্তের জল্পনা কল্পনা মাত্র। আমাদের চিন্তার উপর আমাদের বিশ্বাস কি? আজ চিত্ত যাহা চিন্তা করে, কাল তাহার বিপরীত মীমাংসা করে। তাই মনে হইয়াছিল আমার ব্যভিচারী চিন্তাকে, গুরু বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধাবান্, সাধনসম্পন্ন সাধকের চিন্তা স্রোতের দিকে যদি ফিরাইতে পারা যায়—তবে বুঝি আমার কল্যাণ হইতে পারে। এই কারণে এই প্রয়াস। বুঝিতেই চেষ্টা করিয়াছি—বুঝাইতে চেষ্টা করি নাই—কেথাও কোথাও যদি শিক্ষা দিবার ভাব আসিয়া থাকে তাহা আমার দুর্ব্বলতা, আমার মূঢ়তা। ভক্ত, সাধু, সজ্জন, কৃতবিদ্য মহাজন গণের কৃপাপাত্র আমি—শিক্ষা দিবার যোগ্যতা আমার নাই।

যোগ্যতার অভাব সত্বেও যে প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কারণ তাঁহাকেই জানাইতেছি। আমাকে সৎপথে যদি তিনি চালাইয়া লয়েন তবেই সৎপথে অগ্রসর হইতে পারিব, নতুবা কোন আশা নাই।

এখন আরও দুই একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি।

উৎসব*পত্রিকায় "গীতা" প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম চারি অধ্যায় লইয়া প্রথম খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে স্থানে স্থানে নূতন প্রশ্নোত্তর দেওয়া হইল। কোথাও কোথাও নূতন কিছু সন্নেবেশিত হইল।

গীতা সমগ্র মানব জাতির গ্রন্থ। ইহা মানব প্রকৃতির স্বচ্ছ দর্পণ। জগতের যেখানে যে প্রকৃতির মনুষ্য থাকুনা কেন—গীতা দর্পণে সকলেই আপন আপন মুখচ্ছবি দেখিতে পাইবেন—যদি আপনাকে আপনি কেহ বুঝিতে চাহেন।

মানব প্রকৃতির স্বচ্ছন্দভাবে যে স্পন্দন তাহার নাম দেবভাব—অসচ্ছন্দ ভাবে যে স্পন্দন তাহার নাম আসুরভাব। বেদ যেমন প্রকৃতি ও বিকৃতি ছন্দে ব্রহ্মাণ্ড স্পন্দনের ইতিহাস, গীতাও সেইরূপ দেবাসুর সম্পদে মানব প্রকৃতির স্পন্দনের ইতিহাস। এ ইতিহাসে কোথাও সাম্প্রদায়িকতা নাই।

গীতা শুধু মানব প্রকৃতিই দেখাইতেছেন না—কিরূপে মানুষ আপন আপন প্রকৃতি বুঝিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে—করিয়া কিরূপে চিরশান্তি

---

* উৎসব মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ১॥০। উৎসব আফিস, বেনারস সিটি।

লাভ করিতে পারে গীতা তাহাও দেখাইতেছেন। অধিক কি বলা যাইবে, যাহা মানবের প্রয়োজন গীতা জ্বলন্ত অক্ষরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। অপূর্ব্ব গ্রন্থ এই গীতা। অপূর্ব্ব উপদেশ এই গীতা গ্রন্থের। মানব জাতির পরিপূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম গ্রন্থ এই গীতা। সকল জাতির ধর্ম্মের সূত্র গীতাতে আছে। তাই সকল জাতিই গীতার আদর করেন। তাই জগতের প্রধান প্রধান ভাষায় গীতা প্রচারিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিত "গীতা পরিচয়" গ্রন্থখানি এই গীতার ভূমিকা। সেই পুস্তকেই মঙ্গলাচরণ উৎসর্গাদি করা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গীতা পরিচয় খানি এই সঙ্গে আদিতে বাঁধাইয়া লইলেই ইহা সম্পূর্ণ হইল।

গীতাপূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত-সমর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। উৎসবে দ্বিতীয়খণ্ড চলিতেছে। ১৩১৬ সালের ৩।৪ মাসেই ইহা সমাপ্ত হইবে। আর যদি ভগবান্ সময় দেন তবে শ্লোক নির্ঘণ্ট ও গীতা উত্তরাধ্যায় এই উৎসব পত্রিকায় ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

গীতা পরিচয়ের শেষ পৃষ্ঠায় প্রাচীন ও আধুনিক যে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারগণের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া গীতা বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি তাহার উপরেও অন্য একটি নাম উল্লেখ করিতেছি। ১৪।১৫ বৎসর পুর্ব্বে যখন এই গীতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন এই মহাপুরুষের পুস্তক আমার দেখা ছিলনা। ঘটনা চক্রে দুই তিন বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার নিকটে যাহা শিক্ষা পাইতেছি এবং তাঁহার রচিত পুস্তকে যে শাস্ত্রশ্রদ্ধা ও শাস্ত্র সমন্বয় দেখিতেছি তাহা আর অন্যত্র কোথাও দেখি নাই। যে মহাপুরুষ আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা মত ব্যবহার সর্ব্বদা সকলের অনুকরণের বস্তু, তাঁহার পুস্তক হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি—গীতার তত্ত্ব প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা বলিয়া আমি তাহা ভাল করিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই। আমি শিক্ষার্থী, আমার ত্রুটী অনেক, এই জন্য আমি সকলের কৃপাপাত্র। আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এইমাত্র নিবেদন করি যেন আমি শ্রীভগবানের চরণ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি যেন অপরাধ আর না হয়। যতদিন আমার কর্ম্ম থাকে যেন প্রতি কর্ম্ম আমি তাঁহার সন্তোষ জন্য করিতে বিস্মৃত না হই। অলমতি বিস্তরেণ।

৺কাশীধাম।
১৩১৬ সাল, ২৮শে বৈশাখ।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকার লিখিত অন্যান্য পুস্তক ও উৎসব সংবাদপত্র।

উৎসব আফিস, বেনারস সিটি—এই ঠিকানায়, পাওয়া যায়।

১।	উৎসব মাসিকপত্র ও সমালোচনা	বার্ষিক মূল্য ১॥০
২।	গীতা পরিচয়	মূল্য ॥০
৩।	গীতা প্রথমখণ্ড ৪৩৬ পৃষ্ঠা	মূল্য ৩৲

(নির্দ্ধারিত সময়ে অগ্রিম মূল্য দিয়া উৎসবের গ্রাহক হইলে গীতা ৩৲ টাকা স্থলে ২৲—গীতার পরের অংশ ১৩১৬ সালের উৎসবে চলিতেছে।)

৪।	গীতা পূর্ব্বাধ্যায় বা ভারত-সমর প্রথমখণ্ড	মূল্য ৸০
৫।	ভদ্রা কাগজে বাঁধাই	মূল্য ১৲
	(কাপড়ে বাঁধাই)	মূল্য ১।০
৬।	সাবিত্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
৭।	বিচার চন্দ্রোদয় (সরল বেদান্ত গ্রন্থ)—	১।০

উৎসব প্রবন্ধাবলী, মনোনিবৃত্তি, শোকশান্তি, কৈকেয়ী প্রভৃতি পুস্তক আকারে শীঘ্রই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উৎসব কার্য্যাধ্যক্ষ—
উৎসব আফিস,
বেনারস সিটি।

শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরুঃ ॥

অধ্যায় নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

সৈন্য দর্শন বিষাদ যোগ।

( ) শ্লোকাঙ্ক। শ্লোকের সহিত টীকার প্রশ্নোত্তর ও দ্রষ্টব্য।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় সংবাদ—(১)। পাণ্ডব সৈন্য দর্শনে দুর্য্যোধন দ্রোণ সম্বাদ (২-১১)। ভীষ্মের উৎসাহ দান (১২)। কুরুপাণ্ডব বীরগণের শঙ্খবাদন (১৩-১৯)। অর্জ্জুনের যুদ্ধ আয়োজন (২০-২৩)। শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য (২৪-২৫)। অর্জ্জুনের সৈন্য দর্শন (২৬-২৭)। শোকে অর্জ্জুনের অঙ্গ বিকার (২৮-২৯)। শোকে অর্জ্জুনের মনোবিকার (৩০)। শোক মোহাচ্ছন্নের বিচার (৩১-৪৩)। প্রথম—স্বজন বধে অশুভ (৩১-৩৫)। দ্বিতীয়—স্বজন বধে পাপ (৩৬-৩৭)। পাপ-কুলক্ষয় জন্য (৩৮)। পাপ-ধর্ম্ম নাশ জন্য ও অধর্ম্ম প্রাবল্যে (৩৯)। অধর্ম্মে কুলস্ত্রী দুষ্টা ও বর্ণশঙ্কর (৪০)। পিতৃ—পিণ্ডতর্পণ লোপ ও পিতৃগণের পতন (৪১)। জাতি ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নাশে অনন্ত নরক (৪২-৪৩)। শোক সংবিগ্ন মানসে অর্জ্জুনের অস্ত্র ত্যাগ (৪৪-৪৬)। যুদ্ধ পাপ—কারণ (১) যুদ্ধ বেদ বিরুদ্ধ (২) যুদ্ধ স্মৃতি বিরুদ্ধ (৩) যুদ্ধ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ (৪) যুদ্ধ আত্মতুষ্টি বিরুদ্ধ (২৮ পত্র) ক্ষেত্রজ পুত্র পিণ্ডাধিকারী (৩১ পত্র)। পিণ্ডোদক ভিন্ন প্রেতত্ব ত্যাগ নাই (৩২-৩৩ পত্র)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

কর্ত্তব্যে শিথিল প্রযত্ন অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনা বাক্য—(১-৩)। মোহান্ধ অর্জ্জুনের ভয়—স্বধর্ম্ম ত্যাগ—পরধর্ম্ম গ্রহনেচ্ছা (৩-৬)। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যে সংশয়-ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয়ার্থ প্রশ্ন (৭-৮)। শোক নিবারণ উপায়-সাংখ্য

যোগ কথন। প্রথম—আত্মা অবিনাশী, আত্মার জন্য শোক মূর্খতা (১১-১২ —দ্বিতীয়-আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি জন্য ব্যাকুলতা মূর্খতা (১৩) তৃতীয়—আত্মা দেহ নাশ জন্য শোক মূঢ়তা (১৪)। সুখ দুঃখের উৎপত্তি (১৪)। সুখ দুঃখ সহ্য করা-ও উহাতে নির্ব্বিকার থাকা মোক্ষের লক্ষণ (১৫)। আত্মাই আর সমস্তই অসৎ—সৎ ও অসৎ বিচারে শোক শান্তি (১৬-৩০)। ক্ষত্রিয়ের ত্যাগ পাপ ও অকীর্ত্তি (৩১-৩৬)। ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া-মৃত্যু ভয় না রাখি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য (৩৭-৩৮)। কর্ম্মযোগ-কর্ম্ম কৌশল নিষ্কাম কর্ম্ম (৩৯-৫০ নিষ্কাম কর্ম্ম ও সমাধি (৫১-৫৩)। স্থিতপ্রজ্ঞ বা সমাধিস্থ যোগীর ব্যবহা (৫৪-৫৫)। ব্যুত্থিত যোগী (৫৬-৫৭)। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—যোগীর প্রথম কা (৫৮-৬১)। পাপের উৎপত্তি ও কার্য্য (৬২, ৬৩-৬৭)। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (৬৮) সিদ্ধ পুরুষের বিষয়ে বিচরণ এবং ব্রাহ্মীস্থিতি (৬৩-৬৬)—(৬৯-৭২)।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্ম যোগ।

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কি কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? (১-২)। ব্রহ্মনিষ্ঠায় জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগ আবশ্যকতা (৩)। কর্ম্ম ভিন্ন নৈষ্কর্ম্ম বা জ্ঞান নাই—হট করিয়া কর্ম্মেন্দ্রি রোধের দোষ (৪-৫)। অগ্রে সন্ন্যাস পরে ধ্যান যোগে চিত্ত শুদ্ধি অসম্ভব (৬ মূর্খের সন্ন্যাস নাই (৭-৮)। নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্মে কর্ম্ম বন্ধন না—যজ্ঞ কি—যজ্ঞ সৃষ্টি (৯-১০)। যজ্ঞের প্রয়োজনীতা—জগচ্চক্র (১১-১৬ জগচ্চক্র অনুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য—না করিলে অঘায়ু ইন্দ্রিয়ারাম (১৬ আত্ম তৃপ্তের কর্ম্ম আপনা হইতে থাকেনা (১৭-১৮)। মুমুক্ষুর নিষ্কাম (১৯)। জ্ঞানীর লোক সংগ্রহার্থ কর্ম্ম না করায় দোষ (২০-২৫)। অজ্ঞা প্রতি কর্ম্ম উপদেশ—জ্ঞান উপদেশের দোষ (২৬)। জ্ঞানী ও অজ্ঞা কর্ম্মের বিশেষত্ব—প্রকৃতির গুণ কর্ম্ম বিভাগ (২৭-২৯)। কর্ম্মার্পণ (৩ গীতোক্ত কর্ম্ম যোগ অনাস্থাকারীর দুর্গতি (৩১-৩২)। কর্ম্ম বিঘ্ন—প্রকৃতি প্রকৃতির বল—প্রকৃতি নিগ্রহ (৩৩-৩৪)। স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম (৩৫)। কি? কামই পাপ—জ্ঞানের প্রধান বিঘ্ন কাম (৩৬-৩৯)। কামের দুর্গ (৪ আত্ম জ্ঞান জন্য কাম জয়—তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সংযম (৪১)। ইন্দ্রিয়—মন— —আত্মা ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষের আশ্রয়ে কর্ম্মকরা ভিন্ন কাম হয়না (৪২-৪৩)।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞান যোগ।

যোগ প্রচার—কালে নাশ—দ্বাপরে পুনঃ প্রচার (১-৩)। ভগবানের জন্ম ও অবতার কারণ (৪-৮)। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম চিন্তার ফল (৯-১০)। ভগবানের পূজা ও অন্য দেবতার পূজা (১১-১৩)। জাতিভেদ (১৩)। ভগবান স্রষ্টা হইয়াও অস্রষ্টা (১৪)। মুমুক্ষুর দৃষ্টান্ত (১৫)। কর্ম্ম—অকর্ম্ম—বিকর্ম্ম (১৬-১৭)। কর্ম্মাকর্ম্ম তত্ত্ব (১৮)। কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের প্রশংসা (১৮-২৪)। দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কোন একটিও জীবের কর্ত্তব্য (২৫-৩১) কর্ম্মযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ (৩২-৩৩)। জ্ঞানলাভের উপায়—জ্ঞানের অধিকারী (৩৪), (৩৭-৩৯)। জ্ঞান লাভের ফল—জ্ঞান মাহাত্ম্য (৩৬-৩৭)। জ্ঞানের স্বরূপ (৩৮)। জ্ঞানে অনধিকারী—তাঁহার অবস্থা (৪০)। উপদেশ শ্রবণ পরে কর্ম্ম যোগ অভ্যাস—বিনা কর্ম্মে কাম জয় হয় না (৪১-৪২)।

পঞ্চম অধ্যায়।

সন্ন্যাস যোগ।

সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) উত্তম কি যোগ (কর্ম্মানুষ্ঠান) উত্তম (১)। কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম যোগ শ্রেষ্ঠ (২)। কর্ম্ম যোগীই নিত্য সন্ন্যাসী—সাংখ্য ও যোগ অভেদ (৩-৫)। যোগ ভিন্ন সন্ন্যাস দুঃখের হেতু (৬)। যোগ যুক্তের অবস্থা—যোগী, সন্ন্যাসী কিরূপে? (৭-১০)। যোগীর কর্ম্ম আত্ম শুদ্ধি জন্য (১১)। নিষ্কাম কর্ম্মী ও সকাম কর্ম্মী (১২)। শুদ্ধ চিত্ত সন্ন্যাসীর দেহে বাস সুখের (১৩)। কর্ম্মের নিয়ন্তা—পাপপুণ্যের ফল দাতা—ভোক্তা (১৪-১৫)। অজ্ঞানের নাশ কিরূপে হয় (১৬)। জীবন্মুক্তের অবস্থা (১৭-১৮, ২১-২৪)। বাহ্য সুখ হেয়, দুঃখের কারণ (২২)। যোগ যুক্ত কে? রিপুঞ্জয় (২৩)। যোগীর সুখ ও গতি (২৪)। জীবন্মুক্তির অধিকারী (২৫-২৬)। যোগ লাভ জন্য গীতোক্ত প্রথম সাধনা (১) প্রাণায়াম (২৭)। ইন্দ্রিয় জয়, মনোজয়, ইচ্ছা ভয় ক্রোধ নাশ, জ্ঞান (২৮-২৯)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধ্যান যোগ।

নিষ্কাম কর্ম্মীই একাধারে, সন্ন্যাসী ও যোগী—প্রাণস্পন্দন নিরোধের

উদ্দেশ্য সঙ্কল্প ত্যাগ (১-২)। যোগারোহনেচ্ছু ও যোগারূঢ়ের কার্য্য (৩)। যোগারূঢ় কে? আত্মার উদ্ধার নিজের কার্য্য (৪-৬)। যোগারূঢ়ের অবস্থা—প্রকার ভেদ—কে শ্রেষ্ঠ? (৭-৯)। গীতোক্ত দ্বিতীয় কর্ম্ম—যোগারূঢ়ের সাধনা—সমাধি অভ্যাস (১০)। সাধনার স্থান—আসন—উপবেশন—প্রণালী—অভ্যাস—ফল (১১-১৫)। যোগীর আহার ভ্রমণাদির নিয়ম (১৬-১৭)। যোগীর নিয়ম কতদিনের জন্য? (১৮)। যোগ যুক্তের অবস্থা (১৯-২০)। যোগের লক্ষ্য-সীমাশূন্য সুখ (২১-২২)। গীতোক্ত যোগ কি? তল্লাভার্থ তীর্থ পুরুষার্থ (২৩)। গীতোক্ত যোগ জন্য তৃতীয় কর্ম্ম (২৪-২৫)। যোগবিঘ্ন—লয়, বিক্ষেপ, স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য—ফল (২৬-২৭)। যোগীর সুখ—তত্ত্বমসি মহাবাক্যান্তর্গত ত্বম্পদার্থ বিবেক (৩০)। তত্ত্বমসির তৎ পদার্থ বিবেক (৩১)। তৎ ও ত্বমের অভেদ বিবেক (৩২)। পরম যোগী কে? পরম যোগের অধিকার (৩২-৩৪)। পরম যোগ লাভ জন্য পুরুষকার—অভ্যাস ও বৈরাগ্য (৩৫-৩৬)। যোগ ভ্রষ্টের গতি (৩৭-৩৯)। যোগ ভ্রষ্টের দুর্গতি অসম্ভব (৪০)। যোগ ভ্রষ্টের পরজন্মে গতি—সাধনা—সিদ্ধি (৪১-৪৫)। তপস্বি—পরোক্ষ জ্ঞানী—কর্ম্মী—পরম যোগী (৪৬)। পরম যোগী ও বৈষ্ণব (৪৭)।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞান যোগ।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য মিলিত ভগবৎজ্ঞান দুর্ল্লভ (৩)। ভগবানের অষ্ট প্রকৃতি—অপরা ও পরা (৪-৭)। অপরাতে পরার স্থান (৮-১১)। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাব ও ভগবান (১২-১৩)। মায়া দুরত্যয়া তথাপি ভক্ত নির্ভয় (১৪)। ভক্ত না হইবার কারণ (১৫)। কিরূপ লোক ভক্ত? (১৬)। জ্ঞানী ভক্তই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—অন্যান্য ভক্তের গতি (১৭-১৯)। অন্য দেবতার উপাসক ও তাহাদের গতি (২০-২২)। ভগবৎ উপাসনা ও অন্য দেবতার উপাসনায় ফল প্রার্থক্য (২৩-২৪)। ভগবানে মনুষ্য বুদ্ধি কেন হয় (২৫-২৭)। বিনা পাপ ক্ষয়ে ভগবৎ ভক্তি দৃঢ় হয় না (২৮)। সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা (২৯) মৃত্যুকালেও ঈশ্বর লাভ (৩০)।

অষ্টম অধ্যায়।

অক্ষর ব্রহ্ম যোগ।

ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? (৩)। অধিভূত কি? অধিদৈব কি?

দেহে অধিযজ্ঞ কে? (৪)। অন্তকালে ভগবৎ স্মরণের ফল (৫-৬)। সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তা—ভগবৎ স্বরূপ লাভ (৭-৮)। ভগৎ স্মরণের প্রক্রিয়া (৯-১১)। পরমানন্দ লাভের উপায়—প্রণব উপাসনা (১২-১৩)। দীর্ঘকাল অনন্যমনে স্মরণ—হরি সুলভ (১৪)। পুনর্জ্জন্ম অভাব (১৫-১৬)। ব্রহ্মার অহোরাত্র সৃষ্টি ও লয় (১৭-১৯)। সনাতন ভাব—অব্যক্ত—অক্ষর (২০-২২)। ভক্তি দ্বারা ভাবরূপী ভগবান লাভ (২২)। মরণান্তে আবৃত্তি—অনাবৃত্তির পথ—দেব যান--পিতৃযান--ক্রমমুক্তি (২২-২৬)। সর্ব্বদা যোগ যুক্তের অবস্থা (২৭-২৮)।

নবম অধ্যায়।

রাজ বিদ্যা রাজগুহ্য যোগ।

সদ্য মুক্তির পথ— ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি (১)। ব্রহ্মবিদ্যা—সাধন সহজ—ফল অনেক (২)। ব্রহ্মবিদ্যার সাধনও ফলে অবিশ্বাস—ফল মৃত্যু (৩)। ঈশ্বর সৃষ্টভূত ও ঈশ্বর অবস্থান (৪-৬)। লয় ও সৃষ্টি (৭-৮)। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা (৯)। প্রকৃতি—জগৎ সৃষ্টি—পরম ভাব (১০-১১)। ঈশ্বর অবজ্ঞার ফল (১২)। ঈশ্বর বিশ্বাসীর গতি (১৩-১৪)। জ্ঞান যজ্ঞ—এক—পৃথক—সমস্তই ঈশ্বর (১৫-১৯)। সকাম উপাসনার ফল—পুনরাবৃত্তি (২০-২১)। ভক্তের জন্য ঈশ্বরের যোগ ক্ষেম বহন (২২)। অন্য দেবতা পূজার সহিত ঈশ্বর পূজার পার্থক্য (২৩-২৫)। ঈশ্বর ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণার্পণ তৎ ফল (২৬-২৯)। অতি পাপীরও আশা ভক্ত নির্ভয় (৩০-৩১)। স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং ভক্ত (৩২-৩৩)। ভক্তির প্রণালী (৩৪)।

দশম অধ্যায়।

বিভূতি যোগ।

ভক্তির প্রবাহ কিরূপে থাকে? বিভূতি যোগ অভ্যাস (১)। সৃষ্টি স্থিতি সংহার.রূপ ভগবৎ বিভূতি দুর্জ্ঞেয় (২)। ভগবৎ প্রভাব—জ্ঞানের ফল (৩)। সর্ব্ব জীবের ভাব ভগবান হইতে জাত (৪-৬)। বিভূতির জ্ঞান দৃঢ় হইলে যোগযুক্ত হওয়া যায় (৭-৮)। ভাবে ভজন কিরূপ? তাহার ফল (৯-১১)। গুরু বাক্য ও শাস্ত্র বাক্য অভেদ জ্ঞানে হর্ষ (১২-১৩)। ভগবান দুর্জ্ঞেয় আপনাকে আপনি জানা (১৪-১৫)। অনন্ত বিভূতি মধ্যে কোন্ কোন্ ভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য (১৬-১৮)। প্রধান প্রধান বিভূতির উল্লেখ (১৯-৪০)। বিভূতি অনন্ত-ইহাও একাংশে (৪১-৪২)।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুনের মোহ নাশ (১)। ভগবৎ মাহাত্ম্য শ্রবণের মোহনাশ শক্তি (২)। মোহ নাশের পর পুরুষোত্তম রূপ দর্শনেচ্ছা (৩-৪)। বিশ্বরূপ প্রদর্শন (৫-৭)। দিব্য চক্ষু (৮)। দিব্য চক্ষু প্রাপ্তিতে দিব্যরূপ দর্শন (১০-১৪)। বিশ্বরূপের বর্ণনা (১৫-৩০)। স্থূল ধ্যানের পর ঐ মূর্ত্তির প্রতি প্রশ্ন (৩১)। কালমূর্ত্তি গ্রহণের কারণ—মনুষ্য, ঈশ্বর-সঙ্কল্প-সাধন যন্ত্র (৩২-৩৪)! ভগবানকে সকলে ভাল বাসিতে পারে না কেন? (৩৬)। ভগবানই সমস্ত (৩৭-৪০)। না জানিয়া সখা ইত্যাদি সম্বোধন জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (৪১-৪৪)। দর্শনের পর চির পরিচিত মূর্ত্তি দেখার সাধ (৪৫-৪৬)। সাধনা দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন হয় না (৪৮)। পরিচিত সৌম্য মূর্ত্তি (৪৯-৫০)। পরিচিত মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তের প্রীতি (৫১)। ভক্তির প্রাধান্য (৫৪)। কিরূপে ভগবান পাওয়া যায় (৫৫)।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি যোগ।

সগুণ সাকার বিশ্বরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ না নিরাকার অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা শ্রেষ্ঠ? (১)। বিশ্বরূপে সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ (২)। অক্ষর উপাসক আপন ক্ষমতা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় (৩-৪)। অনধিকারীর অব্যক্ত উপাসনায় ক্লেশ (৫)। বিশ্বরূপের উপাসককে ভগবৎ সাহায্যে উদ্ধার পাইতে হইবে (৬-৭)। বিশ্বরূপে মন বুদ্ধি স্থাপনে দেহান্তে ভগবৎ প্রাপ্তি (৮)। বিশ্বরূপের ধারণা না পারিলে অভ্যাস যোগ—অভ্যাস যোগ না পারিলে' মৎ কর্ম্মপরায়ণতা'—তাহাও না পারিলে সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগ রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম অজ্ঞের জন্য (৯-১১)। অবিবেচনা পূর্ব্বক অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান পূর্ব্বক অভ্যাস ভাল—জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞের সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগ ভাল (১২)। সর্ব্ব প্রকার সাধকের গুণ (১৩-২০)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ।

ক্ষেত্র কি? ক্ষেত্রজ্ঞ কে? (১)। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞান (২)। ক্ষেত্রের স্বরূপ, ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, ক্ষেত্রের বিকার, বিকারের কারণ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব—ইহা জানিবার বিষয় (৩)। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে ঋষিদিগের মত (৪)। ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৫-৬)। জ্ঞান ও জ্ঞানের বিংশতি প্রকার সাধন (৭-১১)। জ্ঞেয় কি? (১২-১৭)। ভক্ত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানে জীবন্মুক্ত (১৮)। প্রকৃতি ও পুরুষ—বিকার ও গুণ (১৮)। কার্য্য, কারণ ও প্রকৃতি—সুখ, দুঃখ ও পুরুষ (২০)। পুরুষের প্রকৃতি ভোগ ও পুনঃ পুনঃ জনন মরণ (২১)। দেহস্থ পরমাত্মা (২২)। প্রকৃতি ও পুরুষের

জ্ঞান লাভে জীবন্মুক্তি (২৩)। জীবন্মুক্তির উপায়—ধ্যান যোগ, সাংখ্য যোগ এবং কর্ম্ম যোগ (২৪)। গুরু অবলম্বন (২৫)। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে স্থাবর, জঙ্গম (২৬)। পরমাত্মার স্বরূপ (২৭-৩৩)। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভেদ জ্ঞান এবং প্রকৃতি হইতে মুক্তিতে পরম পদ প্রাপ্তি (৩৪)।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয় বিভাগ যোগ।

জ্ঞান অনুষ্ঠান প্রশংসা (১-২)। সর্ব্বভূতোৎপত্তি—প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে (৩-৪)। দেহীর বন্ধের কারণ তিন গুণ (৫)। সত্ত্ব রজ তম গুণের বন্ধন (৬-৯)। গুণের উদ্ভব ও গুণের প্রকাশ (১০-১৪)। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হইলে গতি কি? (১৫)। রজস্তম বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে গতি কি? (১৬)। গুণের ফল—গুণবানের গতি (১৭-১৮)। গুণই কর্ম্মের কর্ত্তা—জীবের সাক্ষীত্ব ভাবের ফল (১৯)। গুণ বর্জ্জিতের লাভ (২০)। গুণাতীত কে? গুণাতীতের ব্যবহার (২২-২৫)। গুণাতীত হইবার উপায়—ভক্তি যোগ (২৬)। ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (২৭)।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম যোগ।

সংসার বৃক্ষ (১-২)। সংসার বৃক্ষের মুখ্য মূল অনুসন্ধানে ব্রহ্ম লাভ (৩-৪)। ব্রহ্ম লাভের অধিকারী (৫)। ব্রহ্ম পদের স্বরূপ (৬)। জীবের জন্ম—দেহান্তর—সংসার (৭-৯)। জীবাত্মা দর্শনে অধিকারী কে? (১০-১১)। পরম পদের স্বরূপ—পরমাত্মার বিভূতি (১২-১৫)। ক্ষর—অক্ষর ও পুরুষোত্তম (১৬-১৮)। পুরুষোত্তম কে? (১৯)। বুদ্ধিমান কে? কৃত কৃত্য কে? (২০)।

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ।

দৈবী সম্পদ-২৬টি গুণ (১-৩)। আসুরী সম্পদ ৩টি (৪)। উভয় সম্পদের ফল (৫)। আসুরী সম্পদে আচার শৌচ ইত্যাদির অভাব (৭)। আসুরী সম্পদে জগৎ কি? (৮)। আসুরী স্বভাবের গতি—দুঃখ (৯-১৭)। আসুরী স্বভাবে ঈশ্বর কি? (১৮)। ঈশ্বর দ্বেষীর গতি (১৯-২০)। নরকের দ্বার—নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় (২১-২২)। শাস্ত্র অমান্যকারীর গতি (২৩-২৪)।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ।

শ্রদ্ধা আছে অথচ শাস্ত্র মানেনা ইহারা কিরূপ? (১)। স্বভাবত শ্রদ্ধা ত্রিবিধা (২)। শ্রদ্ধার উৎপত্তি (৩)। সাত্ত্বিক রাজস ও তামস কাহারা (৪)।

আসুরী নিষ্ঠায় অবস্থিত কে? (৫-৬)। আহার—যজ্ঞ—তপ—দান ইত্যাদি ভেদ (৭)। আহার—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস (৮-১০)। যজ্ঞ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস (১১-১৩)। তপস্যা—কায়িক, বাচিক ও মানস (১৪-১৬)। তপস্যা—সাত্ত্বিক—রাজস ও তামস (১৭-১৯)। দান—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস (২০-২২)। ওঁ তৎ সৎ দ্বারা কর্ম্ম শুদ্ধি (২৩)। ওঁকার মাহাত্ম্য—ব্রহ্মবাদী (২৪)। "তৎ" পদের মাহাত্ম্য—মোক্ষাকাঙ্ক্ষী (২৫)। "সৎ" মাহাত্ম্য (২৬-২৭)। শ্রদ্ধা শূন্য ওঁ তৎ সৎ (২৮)।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ সন্ন্যাস যোগ।

সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব (১)। সন্ন্যাস ও ত্যাগের অর্থ (২)। যজ্ঞ—দান—তপ রূপ বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ অনুচিত (৩-৫)। ফল কামনা ত্যাগই ত্যাগ—নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ অকর্ত্তব্য (৬-৭)। রাজস ত্যাগ ও সাত্ত্বিক ত্যাগ (৮-৯)। সাত্ত্বিক ত্যাগীর অবস্থা (১০)। সাত্ত্বিক ত্যাগ দেহাত্মাভিমানীর পক্ষে দুষ্কর (১১)। অত্যাগীকে কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়—সন্ন্যাসীর ভোগ নাই (১২)। কর্ম্মের কারণ পাঁচটি—আত্মা নিঃসঙ্গ (১৩-১৬)। আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া যিনি জানেন তিনিই সুমতি (১৭)। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কে? কর্ম্মের আশ্রয় কি? (১৮)। সাত্ত্বিক, রাজস, তামস জ্ঞান (১৯-২২)। সাত্ত্বিক রাজস ও তামস কর্ম্ম (২৩-২৫)। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ত্তা (২৬-২৮)। সাত্ত্বিকী—রাজসী ও তামসী বুদ্ধি (২৯-৩২)। সাত্ত্বিকী—রাজসী ও তামসী বৃত্তি (৩৩-৩৫)। সুখ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক রাজস ও তামস (৩৬-৩৯)। ত্রিগুণ হইতে কেহই মুক্ত নহে (৪০)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্মপ্রার্থক্য (৪১)। ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম (৪২)। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম (৪৩)। বৈশ্যের ও শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম (৪৪)। আপন আপন কর্ম্মে সিদ্ধি (৪৫-৪৬)। স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ও স্বভাবজ কর্ম্ম (৪৭-৪৮)। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি—ব্রহ্ম প্রাপ্তি—জ্ঞান সম্পত্তি (৪৯-৫০)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জন্য কর্ম্ম (৫১-৫৩)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর পরাভক্তি—পরে তত্ত্বতঃ ব্রহ্মজ্ঞান (৫৪-৫৫)। জ্ঞানে অনধিকারীর জন্য ঈশ্বর শরণ-তজ্জন্য কর্ম্ম ও গতি (৫৬-৫৮)। প্রকৃতির বল (৫৯-৬০)। সর্ব্বভূতে ঈশ্বর কিরূপে স্থিত (৬১)। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ায় শান্তি (৬২)। গুহ্য জ্ঞানের কথা (৬৩)। গীতার গুহ্যতম উপদেশ (৬৪-৬৬)। গীতোক্ত উপদেশের অধিকারী—গীতা ব্যাখ্যা কর্ত্তা—পাঠক ও শ্রোতা (৬৭-৭১)। অর্জ্জুনের মোহ নাশ (৭৩)। সঞ্জয় কৃত গীতা প্রশংসা (৭৪-৭৮)।

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ

গীতা-পাঠক্রম ।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥

সমস্ত উপনিষদ্ গাভী। গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উহাদের দোগ্ধা! শ্রীঅর্জ্জুন বৎস! যাঁহাদের বুদ্ধি উত্তম তাঁহারা দুগ্ধভোক্তা। মহৎ গীতামৃত-উপনিষদ্‌গাভীর দুগ্ধ।

শ্রীভগবান্ আপনি বলিতেছেন "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। যে ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা, বিশুদ্ধা, শ্রীভগবান্ যাহাকে বলিতেছেন ইহা আমার হৃদয়—সেই শ্রীকৃষ্ণহৃদয় স্পর্শ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ—অন্তরে বাহিরে একটু পবিত্র হও। স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান কর—বহিঃপবিত্রতা আসিবে। ইহাতেই হইল না, অন্তঃপবিত্রতা চাই। মনে মনে চিন্তা কর শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে যাইতেছ, তিনি কত পবিত্র! আর তুমি কি? অন্যে তোমায় না জানিতে পারে কিন্তু তুমি তোমায় জান। কত দোষ আছে, কত পাপ হইয়া গিয়াছে, কত অপবিত্রতা আশ্রয় লইয়াছে—কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যাইবে? কাতর হইয়া একবার শ্রীভগবানের গুণরাশি স্মরণ কর—তিনি যে কাঙ্গালের হরি, তিনি যে পাপীতাপীর আশ্রয়, তিনি যে দীনবন্ধু, তিনি যে অগতির গতি। তিনি ভিন্ন পাপী তাপী আর কোথায় যাইবে? কার কাছে দাঁড়াইবে? তিনি পাপীকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, অপবিত্রকে পবিত্র করেন।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥" ৯।৩০

ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখগলিত আশ্বাসবাণী। "অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" (৪।৩৬) যদি তুমি যাবতীয় পাপিগণের অপেক্ষা অধিক পাপকারীও হও, অধিক কি "যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" (৯।৩২) যাহারা পাপিষ্ঠ কুলজাত অথবা যাহারা স্ত্রীলোক, বৈশ্য, বা শূদ্র, তাহারাও তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত হয় না।

ইহাতেও যদি তোমার কাতরতা না আইসে, পাপ করিয়াও যদি অনুতপ্ত না হও, তবে কাতরতা আসিল না বলিয়া দুঃখিত হও। দুঃখিত হইয়া তাঁহার

প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে সাধুনির্দ্দিষ্ট আচরণ অনুষ্ঠান কর তোমার শুভ হইবে, তুমিও যে শ্রীভগবানের কৃপাভাজন-ইহা অনুভব করিতে পারিবে।

মহাজনেরা বলিয়াছেন প্রথমেই প্রণাম। "মাং নমস্কুরু" ইহা অতি সহজ সাধনা। প্রণাম করিয়াই শ্রীগুরু স্মরণ কর। মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট এই তিনই এক। মন্ত্রই ইষ্টদেবতা—জীবন্ত গুরু বোধে ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা কর। বাহিরে এই যে গুরুমূর্ত্তি দেখিতেছ, ভিতরে ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বর। প্রকৃতি-পুরুষ, চৈতন্য-শক্তি একাধারে জড়িত। ইনি জ্ঞানস্বরূপ, ইনি আনন্দস্বরূপ। ইনিই আত্মদেব, ইনিই আত্মারাম। ইনি সমস্ত জানিতেছেন, ইনি সমস্তই দেখিতেছেন। "দয়মান দীর্ঘনয়নে" তোমার দিকে নিরন্তর চাহিয়া আছেন। তুমি অন্যদিকে "দৃশ্যমার্জ্জন কর" দৃশ্যদোষদর্শনে অন্য সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আপনার মনকে আপনার মনোমধ্যেই একাগ্র কর, মনের জ্যোতির্ম্ময় সত্তার দিকে, মনের দ্রষ্টার দিকে চাহিয়া দেখ, সত্যই দেখিবে করুণাপূর্ণ লোচনজ্যোতিঃ তোমার উপর নিপতিত। সত্য সত্য দেখিতে না পাও কল্পনায় ভাবিতে সচেষ্ট হও। তোমাদের চারিচক্ষু মিলিত হউক। দেখিবে সমস্ত দেবতাময় ইনিই সব সাজিয়া আছেন—নানামূর্ত্তিতে তোমার মঙ্গল কামনা করিতেছেন তবে ভক্তিভরে বলিতে দোষ কি—

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥
ব্যাসং বশিষ্ঠ নপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমোনমঃ॥
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরোহরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥

যে ব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইনি তোমার জন্য এই চিরপ্রফুল্ল কুসুমস্তবক সাজাইয়া রাখিয়াছেন—ভাল করিয়া ভাব দেখি এ মূর্ত্তি কত সুন্দর! এই স্মেরানন, এই পয়ঃপীনঘনশ্যামমূর্ত্তি, এই ছল ছল ভাস্করদ্যুতি ভগবান্ ব্যাস

কত করুণাময় ; করুণায় আঁকিয়া দেখ জলভরা মেঘ হেন 'ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র' ব্যাসমূর্ত্তিতেই তিনি দেখা দিয়াছেন—দোষ কি যদি বল—

"নমোহস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ" ॥

এই প্রজ্বালিত জ্ঞানময় প্রদীপালোকে দেখ দেখি কি তোমার সম্মুখে—দেখ দেখি কত সুন্দর—

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

সত্য কথা এ বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজগোপীর সর্ব্বস্বধন। বড় মধুর কিন্তু এই শ্রীমূর্ত্তি। যে সব সাজে সে এও সাজে। ভাবের ঘরে সর্ব্বদা এক থাকিলেও ইহা সত্য যে—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥

পরমভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ভাবনা কর, সম্মুখেই কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তর। অগণিত কুরুসৈন্য, অনুত্তরঙ্গ জলধির মত তোমার সম্মুখে কুরুক্ষেত্রপ্রান্তরে দাঁড়াইয়াছে। আর যে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গীতা উপদিষ্ট হইয়াছিল—আজিও কুরুক্ষেত্রে যে স্থানের স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে—ভাবনা কর তুমিও সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান। যে স্থানে শ্রীঅর্জ্জুন যোড়করে সজলনয়নে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন—এ সেই স্থান। সম্মুখে সেই নিত্যবৃন্দাবনলীলাকারী গোপীজন বল্লভ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীভগবান্ আত্মদেব ছদ্মবেশ ধারণ করিতেছেন—কল্পনায় আঁকিয়া দেখিতে থাক—অর্জ্জুনের জন্য, ভক্তের জন্য, নিত্যকুরুক্ষেত্রযুদ্ধব্যস্ত তোমার জন্য, ভক্তবৎসল আপনার মনোহর বেশ খুলিতেছেন—তোমার রথে সারথি হইবেন বলিয়া। শিখিপিচ্ছ খুলিয়াছেন, বনমালা খুলিয়াছেন—মোহন বেণু ছাড়িয়াছেন—আর একে একে এ সমস্ত সাজসজ্জা তোমার হস্তে দিতেছেন—যুদ্ধের পরাবস্থায় আবার তুমি তাঁহারে ঐ মনোহর সাজে সাজাইবে বলিয়া।

শ্রীভগবানের সাজসজ্জা হস্তে ধারণ করিয়া, এ সুন্দর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া কি তোমার চক্ষে জল আসিতেছে না? অতি সযতনে অতি গোপনে হৃদয়-পুরে এই সত্যসঙ্কল্প আত্মারামের এই মনোহর নিত্যসাজসজ্জা বিভূষিত ভাবনাময় মূর্ত্তি রাখিয়া দাও। এখন দেখ দেখি কোন্ দৃশ্য? সব গলিয়া—অর্দ্ধনারীশ্বর, মন্ত্র, গুরু, তুমি—সব গলিয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন মূর্ত্তি তোমার নিকটে।

শ্রীঅর্জ্জুন ভগবানের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন—শিখিপিচ্ছ লুক্কায়িত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশপাশ উন্মুক্ত হইয়াছে; চূড়াবন্ধনাভ্যস্ত কেশগুচ্ছ, এখনও পূর্ব্ববৃত্তি ত্যাগ করে নাই, গুচ্ছে গুচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ সর্পশিশুর মত মাতৃফণাতল হইতে মুখকমলে ছুটিয়া আসিতেছে, আর শ্রীভগবান শিখরতারকাখণ্ডবিমণ্ডিত আকাশখণ্ড সুগঠিত অঙ্গুলি দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া দিতেছেন—ইহা কত সুন্দর। পীতধটী চন্দ্রসুশীতল ভাস্করজ্যোতি গৈরিকবস্ত্রমত প্রকাশিত হইয়াছে। আর কিছুই পূর্ব্বের মত দেখাইতেছে না। কেবল বনমালা নীলকান্তমণি-বিজড়িতপদ্মবীজ-গ্রথিত মালার মত গৈরিক বস্ত্রোপরি শোভা পাইতেছে।

শ্রীভগবান্ সহাস্য-আননে কোমলদৃষ্টিতে অর্জ্জুনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কৃপা বিতরণ করিতেছেন—যেন কি বলিবেন। শ্রীঅর্জ্জুন নিজের বিষাদ জানাইতে উদ্যত হইয়াছেন। উপরে ঘনসংলগ্ন অশ্বত্থপল্লবরাজি মৃদু পবনভরে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে—আর দুই চারিটী সূর্য্যরশ্মিকে অবকাশ প্রদান করিতেছে। সমষ্টিবিচ্ছিন্ন দুই একটী সূর্য্যকিরণ—কখন চরণ-কমল, কখন মুখকমল স্পর্শ করিতেছে পরক্ষণেই অদৃশ্য হইতেছে,—পাছে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের পীড়াদায়ক হয় বলিয়া—এ দৃশ্য কত সুন্দর!

আর একবার ভাবনা কর আর কিছুই নাই—তুমি, গুরু, অর্দ্ধনারীশ্বর, ব্যাস সকলের পরিবর্ত্তে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ। এক্ষণে ভক্তিভরে আবার প্রণাম কর। প্রণাম করিয়া সাধুজনপ্রদর্শিত ভক্তি-অঙ্গ অঙ্গন্যাসাদি যদি সমাপন কর তাহাতে দোষ কি? করিয়া দেখ—আপনাকে অর্জ্জুনস্থানীয় কল্পনা করিয়া ধীরে ধীরে গীতামন্ত্র অঙ্গন্যাস করন্যাস সমাপন করিয়া সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি জন্য ভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীভগবানের উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা কর। তিনিই তোমার হৃদয়ে ভাবের স্ফুরণ করিয়া দিবেন—তোমার অনুষ্ঠান তুমি কর—তিনি সর্ব্বদাই কৃপা করিতেছেন—তুমি তাঁহার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে থাক—তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারিবে।

এখন গীতাপাঠ। প্রথমেই শুচি হইয়া ভক্তির কার্য্য কর ঃ—

ঋষ্যাদি ন্যাস ঃ—

ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালা মন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষিঃ, । অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষস' ইতি বীজম্। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইতি শক্তিঃ 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ' ইতি কীলকং শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

করন্যাস ঃ—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্যএব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোয়ং সনাতন ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ।
পশ্য মে পার্থরূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ইতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি করতল করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥

হৃদয়াদি ন্যাস ঃ—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি হৃদয়ায় নমঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুং।
পশ্য মে পার্থরূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি অস্ত্রায় ফট্।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ইতি দিগ্‌বন্ধঃ।

ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী
মম্ব! ত্বামনুসংদধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

নমোঽস্তুতে ব্যাসবিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২
প্রপন্ন পারিজাতায় তোত্রবেত্রৈক-পাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেসরং হরিকথা সম্বোধনা বোধিতম্!
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহংবন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগা।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

ওঁশ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

টীকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

—অন্বয় সূচক।
শ=শ্রীশঙ্করাচার্য্য
শ্রী=শ্রীধরস্বামী
ম=শ্রীমধুসূদন সরস্বতী
আ=শ্রীআনন্দগিরি

ব=শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
নী=শ্রীনীলকণ্ঠ সূরী
বি=শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
হ=শ্রীহনূমৎ স্বামী
যা—শ্রীযামুনাচার্য্য

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ

শ্রীশ্রীগুরুঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সৈন্যদর্শন বিষাদযোগঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ব ব
হে সঞ্জয়। সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিবিনষ্টরাগদ্বেষত্বং তথ্যং
ব ম ম
বদেত্যর্থঃ। যুযুৎসবঃ পূর্ব্বে যোদ্ধুমিচ্ছবোঽপি সন্তঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে
আ আ শ্রী
ধর্ম্মস্য তদ্বুদ্ধেশ্চক্ষেত্রমভিবৃদ্ধিকারণং তত্র কুরুক্ষেত্রে কুরোঃ
নী আ
ধর্ম্মস্থানে সমবেতাঃ মিলিতাঃ মামকাঃ মদীয়া দুর্য্যোধনাদয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ-
ম আ বি বি
এব যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিম্ অকুর্ব্বত, কৃতবন্ত স্তদ্ব্রূহি। ননু যুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব অতো যুদ্ধমেব কর্ত্তুমদ্যতাস্তে তদপি কিমকুর্ব্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ, ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। "যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" ইতি জাবালশ্রুতেঃ। "কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্" ইতি শতপথ শ্রুতেশ্চ। তৎক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধম্। অতস্তৎসংসর্গমহিম্না যদ্যধার্ম্মিকাণামপি দুর্য্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্ম্মে মতিঃ স্যাৎ, পাণ্ডবাস্তু স্বভাবতএব ধার্ম্মিকাস্ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতমিত্যুভয়েষামপি বিবেক উদ্ভূতে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে। ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয়ং প্রতিজ্ঞাপয়িতুং ইষ্টোভাবো বাহ্যঃ। আভ্যন্তরস্তু সন্ধৌ সতি পূর্ব্ববৎ সকণ্টকমেব রাজ্যং ম[illegible]ত্মজানামিতি মে দুর্ব্বার

এব বিষাদঃ। তস্মাদস্মাকীনো ভীষ্মস্ত্বর্জ্জুনেন দুর্জ্জয় এবেত্যতো
বি
যুদ্ধমেবশ্রেয়স্তদেব ভূয়াদিতি তন্মনোরথোপযোগী দুর্ল্লক্ষ্যঃ।”১

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়! যুদ্ধ কামনা করিয়া ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ কি করিয়াছিলেন? ॥১॥

প্রঃ গীতাকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলা হয় কেন?

উঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে যে পথের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছেন, কোন বিষা যোগী সেই উপদেশ মত চলিলেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দ লাভ করিবেন। গীতার প্রথ অধ্যায়ে বিষাদযোগ, শেষ অধ্যায়ে মোক্ষ-সন্ন্যাসযোগ। গীতাশাস্ত্রে সনাতন ধর্ম্মের উল্লে আছে, জীবের পূর্ণ কর্ত্তব্যের কথা আছে এবং সর্ব্বপ্রকার সাধনার কথা আছে। অন্য পক্ষ জীব আত্মরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াই শোক মোহে আচ্ছন্ন হয়। শোক-মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হৃতরাজ্য উদ্ধার জন্য পুরুষা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আমার আত্মরাজ্য কোথায়? গেল কেন? কে হরণ করিল? এখন আমি কোথায় কিরূপে স্বরাজ্য অধিকৃত হইবে? মহামোহ আমার আত্মরাজ্য হরণ করিয়াছে, মহামোহে অনুচর—কাম ক্রোধাদি আমাকে পীড়ন করিতেছে। যেখানে বিচারের অভাব, সেইখানে মহামোহের রাজত্ব। বিচার করিলে অত্যন্ত মলিন স্ত্রীদেহভোগজন্য ব্যাকুলতা কি থাকে না, বিচার করিলে দেহ নষ্ট হইবে বলিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা হয়? পুরুষার্থপ্রয়োগে কামাদিশত্রুপক্ষীয় সেনাপতি-সমূহকে জয় করিতে হইবে, এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে হইবে। কামনা-নিবৃত্তিই জীবের হৃতরাজ্য উদ্ধারজন্য প্রধান কার্য্য। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি অবলম্বনে সংসারী জীবও প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমার্গে উঠিতে প্রয়াস পাইলেই নিজহৃদয়ে কুরুক্ষেত্র সমর অনুভব করে। অন্তঃসমরে যিনি দেহরথে শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করিতে পারিয়াছেন তিনিই যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

প্রঃ। গীতার প্রশ্ন উত্তর ছন্দে কেন? কথা বার্ত্তা কি ছন্দে হয়?

উঃ। প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দেখ।

প্রঃ। যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগোপদেশের সম্ভাবনা কোথায়?

উঃ। তখনও যুদ্ধ আরব্ধ হয় নাই, পূর্ব্বে "গীতাপরিচয়ে" * ইহা আলোচিত হইয়াছে।

প্রঃ। যুদ্ধ হইতেছে কুরুক্ষেত্রে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রহিয়াছেন হস্তিনাপুরে—কিরূপে সঞ্জ কুরুক্ষেত্রের সংবাদ দিতেছেন?

উঃ। যখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন দশদিন যুদ্ধ হই গিয়াছে। সঞ্জয় প্রথম হইতেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। স্বচক্ষে ভীষ্মের শরশয্যা দেখি আসিয়াছেন। ইহার বহুপূর্ব্বে গীতা উপদিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যখন ভীষ্মের শরশয্যার সংবাদ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন তখন সঞ্জয় বলিলেন—"মহারাজ! আমি প্রত্যক্ষ ও যোগবলে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও অমিততেজ ভূপতিগণের যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন, শোক করিবেন না।" এক্ষ যাহা ঘটিতেছে তাহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছি। দিব্যদৃষ্টিদাতা ব্যাসদেবকে প্রণাম করি সঞ্জয় যুদ্ধের সংবাদ দিতেছেন—"কিরূপে ব্যূহ রচনা হইয়াছিল, যুদ্ধারম্ভপ্রভাতে ভীষ্ম সৈন দিগকে কিরূপে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, সূর্য্যোদয়ে কিরূপে উভয়পক্ষের সেনাগণ সজ্জা

---

* গ্রন্থকারকৃত গীতা-পরিচয় পুস্তকে সমস্ত গীতার সাধনা প্রণালী, সাধ্যবিষয় ও স্থা কাল পাত্রাদির বিচার লিখিত হইয়া[illegible]।

বন্দনাদি সমাপন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়াছিল, অর্জ্জুন কিরূপে বাসুদেবের ইঙ্গিতে ঠিক যুদ্ধের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন্।” এই সমস্ত শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিমকুর্ব্বত” এস্থানে ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়—কিরূপে যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছিল। “ধর্ম্মক্ষেত্রে” বিশেষ। দ্বারা কোন গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে না, শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি প্রভৃতি পূজ্যপাদ টীকাকারগণ ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় অভিপ্রায় সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, মহাভারতের সহিত ইহার সামঞ্জস্য হয় না। কৃষ্ণ-দৌত্যের সময় যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন “ধৃতরাষ্ট্র লোভবশতঃ রাজাংশ প্রদান না করিয়াই সন্ধি স্থাপনের বাসনা করিয়াছেন।” ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায় উদ্যোগপর্ব্ব ৭১ অধ্যায়।

প্রঃ। মহাভারতের কোন্ স্থানে গীতা সন্নিবেশিত ?

উঃ। ভীষ্ম পর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে গীতা পর্ব্বাধ্যায় আরম্ভ। আবার গীতাপর্ব্বাধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে গীতাউপনিষদ্ আরম্ভ।

প্রঃ। গীতার উপদেশ ভগবান্ অর্জ্জুনকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ব্যাস কিরূপে জানিলেন এবং সঞ্জয়ই বা কিরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন ?

উঃ। ব্যাসদেব জীবন্মুক্ত। যোগবাশিষ্ঠে দেখা যায় “বশিষ্ঠদেব ব্যাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রামকে বলিতেছেন—দেখ রাম! সম্মুখে এই যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে দেখিতেছ, ইনি জীবন্মুক্ত। আমরা ইঁহাকে কল্পনায় সদেহমত দেখিতেছি।” জীবন্মুক্ত ঈশ্বরের সমান ক্ষপতাপন্ন। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত কিন্তু জীবন্মুক্ত বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করেন। অন্য পার্থক্য কিছুই নাই। যোঃ বাঃ—উৎপত্তিপ্রকরণে দেখা যায়—জীবন্মুক্ত বিষয়ব্যবহারে বিদ্যমান থাকিয়াও রাগদ্বেষশূন্য, সর্ব্বব্যাপারে অবিচলিত, সর্ব্বদা সুশীতল শান্তিপূর্ণ এবং সর্ব্ব পদার্থে আপনার পূর্ণতা অনুভব করেন। “তিনি সূর্য্যরূপে উত্তাপ দিতেছেন, বিষ্ণুরূপে জগত্রয় রক্ষা করিতেছেন, রুদ্ররূপে সংহার করিতেছেন। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান, কালত্রয়ে অবস্থিত দৃশ্যমাত্রই তিনি।” এজন্য শ্রীকৃষ্ণের বাক্যসমূহকেও ব্যাসের বাক্য বলা হইয়াছে। ব্যাসকে এই নিমিত্ত নারায়ণ বলা হয়। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন, এই শক্তি-সঞ্চার ব্যাসদেবের পক্ষে বিশেষ আশ্চর্য্য কথা নহে। “গীতা পূর্ব্বাধ্যায়ে” আমরা ইহা স্পষ্ট করিয়া আলোচনা করিয়াছি।”

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

$\underline{\text{পাণ্ডবানাং}}$ $\overset{\text{ম}}{\text{পাণ্ডুপুত্রাণাং}}$ $\underline{\text{অনীকং}}$ $\overset{\text{ম}}{\text{সৈন্যং}}$ $\underline{\text{ব্যূঢ়ং}}$ $\overset{\text{ম}}{\text{ব্যূহরচনয়া}}$ ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিঃ $\overset{\text{ম}}{\text{স্থাপিতং}}$ $\underline{\text{দৃষ্ট্বা}}$ $\overset{\text{ম}}{\text{চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়ীকৃত্য}}$, $\underline{\text{তু}}$ শব্দেন পাণ্ডবানাং ভয়প্রসঙ্গো নাস্তীত্যেতৎ $\overset{\text{আ}}{\text{দ্যোত্যতে}}$, $\underline{\text{আচার্য্যং}}$ $\overset{\text{ব}}{\text{ধনুর্ব্বিদ্যাপ্রদং}}$ $\overset{\text{ব}}{\text{দ্রোণম্}}$ $\underline{\text{উপসঙ্গম্য}}$ $\overset{\text{ম}}{\text{স্বয়মেব}}$ তৎসমীপং গত্বা নতু স্বসমীপে

ম ম ম
তমাহূয়, এতেন পাণ্ডবসৈন্যদর্শনজনিতং ভয়ং সূচ্যতে ভয়েন স্বরক্ষার্থং
তৎসমীপগমনেঽপি আচার্য্যগৌরবব্যাজেন ভয়সঙ্গোপনং রাজনীতি-
ম ব
কুশলত্বা দিত্যাহ রাজেতি। রাজা রাজনীতি-নিপুণঃ দুর্য্যোধনঃ তদা
আ ম আ শ্রী আ
তস্মিন্ সংগ্রামোদ্যমকালে বচনম্ অর্থসহিতং বক্ষ্যমাণং বাক্যম্
ব বা আ
অল্পাক্ষরত্ব গম্ভীরার্থত্ব সংক্রান্তবচনবিশেষম্ অব্রবীৎ উক্তবান্ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—পাণ্ডব সৈন্যকে বূ্যহবদ্ধ দেখিয়াই রাজা দুর্য্যোধন সেই যুদ্ধোদ্যম কালে আচার্য্যের সমীপে গমন করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ২

প্রঃ। রাজা আচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইতে পারিতেন; নিজে গমন করায় কি সূচিত হইতেছে?

উঃ। নিজে গমন করায় রাজার ভয় ও উদ্বেগ সূচিত হইতেছে। কিন্তু আচার্য্যের নিকট গমন করায় শিষ্যের দোষ হয় না। ইহা দুর্য্যোধনের ভীতি সঙ্গোপক রাজনীতি-কুশলতা

প্রঃ। 'অব্রবীৎ' অর্থে 'বাক্যবলা' তবে 'বচনম্ অব্রবীৎ' কেন?

উঃ। বচন শব্দে সংক্ষিপ্ত অথচ বহু অর্থযুক্ত বাক্য।

প্রঃ। ব্যূহ কি?

উঃ। সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থান ভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবী ভুজাম্ ॥

"যুদ্ধার্থ সৈন্য রচনাকে ব্যূহ কহে। আধুনিক ইয়ুরোপীয় সময়ে সেনাপতির প্রধান কার্য্যই ব্যূহ রচনা।" বঙ্কিমচন্দ্র

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

আ আ
হে আচার্য্য পাণ্ডুপুত্রাণাম্ পাণ্ডুপুত্রৈর্যুধিষ্ঠিরাদিভিরানীতাম্
ব
এতাং অতিসন্নিহিতাং প্রাগল্‌ভ্যেনাচার্য্যমতিশূরঞ্চ ত্বামবিগণয্য-
ব আ আ
স্থিতাম্ মহতীং অনেকাক্ষৌহিণীসহিতাং চমূং সেনাং ধীমতা
ম
(শত্রোরপি সকাশাৎ ত্বদ্ব[illegible]পায়ভূতা বিদ্যা গৃহীতেতি তস্য ধীমত্ত্বম্)

তব শিষ্যেণ (ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্ব্বিদ্যামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বম্) দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন (ত্বদ্বৈরিণা দ্রুপদেন ত্বদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুত্রো যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডাদুৎপাদিতোঽস্তীতি) ব্যূঢ়াং ব্যূহ-রচনয়া স্থাপিতাম্ পশ্য অপরোক্ষী কুরু। শিষ্যাপেক্ষয়া গুরোরাধিক্যং সর্ব্ব-সিদ্ধমেব। ব্যূঢ়াং তু ধৃষ্টদ্যুম্নেনেত্যনুক্ত্বা দ্রুপদ-পুত্রেণেতি কথনং দ্রুপদপূর্ব্ববৈরসূচনেন ক্রোধোদ্দীপনার্থম্॥ ২॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র দ্বারা ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবদিগের এই মহতী সেনা দর্শন করুন॥ ২॥

প্রঃ। বিপক্ষের প্রশংসাসূচক 'ধীমতা' শব্দ প্রয়োগে দুর্য্যোধনের কোন্ অভিপ্রায় সূচিত হইতেছে?

উঃ। প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া স্নেহাধিক্য বশতঃ পাছে আচার্য্য যুদ্ধ না করেন, এই ভাবিয়া দুর্য্যোধন আচার্য্যের ক্রোধ উদ্দীপনা করিতেছিলেন—বলিতেছিলেন 'গুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবেরা ত্বৎ সমীপে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, বিশেষ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিষ্য হইয়াও কৌশল করিয়া গুরুর বধোপায় জানিয়া লইয়াছে এবং এক্ষণে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া গুরু-বিনাশে আসিয়াছে।

প্রঃ 'চমূ' কি?

উঃ ৫০০ (১ হস্তী + ১রথ + ১ অশ্ব + ৫ পদাতি) = ৫০০হস্তি + ৫০০ রথ + ৫০০ অশ্ব + ২৫০০ পদাতিতে এক সেনা। ১০ সেনাতে এক পৃতনা। ১০ পৃতনাতে এক বাহিনী। ইহাদের সাধারণ নাম সেনা বাহিনী পৃতনা ধ্বজিনী চমূ বরূথিনী। উদ্যোগ সৈন্য নির্য্যাণ পর্ব্বাধ্যায় ১৫৪ অধ্যায়।

মহাভারত।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ॥ ৬॥

অত্র [শ্রী] অস্মাং [আ] সেনায়াং মহেষ্বাসাঃ [শ্রী] ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসা [শ্রী] ধনূংসি, [ম] মহান্তোঽন্যৈরপ্রধৃষ্যা ইষ্বাসা যেষাং তে তথা দূরতএব পর-সৈন্যবিদ্রাবণ-কুশলাঃ [ম] যুধি [ম] যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন-সমাঃ [শ্রী] ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ [শ্রী] তাভ্যাং সমাঃ [ম] তুল্যাঃ [ম] বহবঃ শূরাঃ [আ] শস্ত্রাস্ত্র-কুশলাঃ [ম] সন্তি, তানেব নামভিনির্দ্দিশতি—[শ্রী] মহারথঃ যুযুধানঃ [শ্রী] সাত্যকিঃ, বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ। বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ। নরপুঙ্গবঃ [শ্রী] নরশ্রেষ্ঠঃ পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ। বিক্রান্ত যুধামন্যুশ্চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ [ম] অভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ [ম] দ্রৌপদীপুত্রাং [ব] যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্য-শ্রুতসেন-শ্রুতকীর্ত্তি-শতানীক-শ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ পঞ্চ-[ব] পুত্রাঃ চ [ব] শব্দাদন্যে চ [ব] ঘটোৎকচাদয়ঃ [ম] পঞ্চপাণ্ডবাস্ত্বতিপ্রসিদ্ধা এবেতি ন গণিতাঃ, যে গণিতাঃ সপ্তদশ অন্যেঽপি তদীয়াঃ সর্ব্বএব মহারথাঃ [ম] সর্ব্বেঽপি মহারথা এব [ম] নৈকোঽপি রথ্যর্দ্ধরথোবা ॥ ৪।৫।৬ ॥

'এই সৈন্যমধ্যে শূর, বাণ-ক্ষেপ-কুশল, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য মহারথ, যুযুধান বিরাট, দ্রুপদ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ ইঁহারা সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬।

প্রঃ। (১) যুযুধান (২) বিরাট (৩) দ্রুপদ (৪ ধৃষ্টকেতু (৫) চেকিতান (৬) কাশীরাজ (৭) পুরুজিৎ (৮) কুন্তিভোজ (৯) শৈব্য (১০) যুধামন্যু (১১) উত্তমৌজা (১২) সৌভদ্র (১৩) দ্রৌপদীর পুত্রগণ ইহাদের সংক্ষেপ বিবরণ কি ?

উঃ। ঐ ঐ নাম গীতা উত্তরাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

প্রঃ মহারথ অতিরথ রথী ও অৰ্দ্ধরথের লক্ষণ কি ?
উঃ একো দশসহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্।
শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥
অমিতান্ যোধয়েৎ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ।
রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথস্তু সঃ॥ শ্রী।

যিনি একাকী দশ সহস্র ধনুৰ্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণ, তিনি মহারথ। যিনি একাকী অপরিমিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অতিরথ। যিনি এক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন তিনি রথী। রথী অপেক্ষা ন্যূন বীরের সহিত যিনি যুদ্ধ করেন তিনি অৰ্দ্ধরথী।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

ম নী
হে দ্বিজোত্তম তু অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ শ্রেষ্ঠাঃ
ব ম
বলবুদ্ধিশালিনঃ বুদ্ধ্যাদিবলশালিনঃ তান্ ময়োচ্যমানান্ নিবোধ
ম ম শ্রী
নিশ্চয়েন মম বচনাদবধারয়, যেচ মম সৈন্যস্য নায়কাঃ নেতারঃ,
ব নী আ
তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং তে তুভ্যং ব্রবীমি বিজ্ঞাপনং করোমি॥৭॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের মধ্যেও যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। এবং যাঁহারা আমার সৈন্যের নায়ক, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম আপনাকে বলিতেছি॥ ৭॥

প্রঃ দুর্য্যোধন কি অভিপ্রায়ে নিজ শ্রেষ্ঠ সেনানায়কদিগের নাম উল্লেখ করিলেন ?

উঃ পাছে আচার্য্য মনে করেন 'যদি পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া ভয় পাইয়া থাক, তবে রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া যুদ্ধ না করিলেই হয়, এই ভাবিয়া অন্তর্ভীতি আচ্ছাদন করিয়া দুর্য্যোধন কৌশলে স্বপক্ষের বীরপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিতেছেন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশাস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী শ্রী
ভবান্ দ্রোণঃ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ সমিতিং সংগ্রামং

---

* [স্তথৈবচ ইতি বা পাঠঃ]

জয়তীতি সংগ্রামবিজয়ী কৃপশ্চ অশ্বত্থামা দ্রোণপুত্রঃ বিকর্ণঃ চ মদ্‌ভ্রাতা কনিষ্ঠঃ সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ ভূরিশ্রবাঃ জয়দ্রথঃ সিন্ধুরাজঃ ॥

অন্যে চ শল্য-কৃতবর্ম্মপ্রভৃতয়ঃ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে মৎপ্রয়োজনায় ত্যক্তজীবিতাঃ জীবিতত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃ স্যাত্তদা তমপি কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ নানাবিধান্যনেক-প্রকারাণি শস্ত্রাণি খড়গাদীনি আয়ুধানি প্রহরণানি প্রহরণসাধনানি গদাদীনী ইতিযাবৎ যেষাং তে যুদ্ধবিশারদাঃ যুদ্ধে নিপুণাঃ ॥ ৮।৯ ॥

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আরও অনেক বীর আমার জন্য জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বহুবিধ অস্ত্রধারী এবং যুদ্ধ-বিশারদ ॥ ৮। ৯ ॥

প্রঃ দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ অশ্বত্থামা বিকর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ ইঁহারা কে ?
উঃ উত্তরাধ্যায় দেখ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

তৎ তথাভূতৈর্ব্বীরৈর্যুক্তম্ ভিষ্মাভিরক্ষিতম্ ভীষ্মেণ অতিসূক্ষ্ম-বুদ্ধিনা অভিত্য সর্ব্বতোরক্ষিতম্ অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তম্ অপরিমিতম্‌, অনন্তম্‌, একাদশাক্ষৌহিণীপরিমিতম্‌ ইতিভাবঃ ভীমাভি-রক্ষিতং ভীমেনচাতিচপলবুদ্ধিনা রক্ষিতম্‌ এতেষাং পাণ্ডবানাং তু ইদং বলং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং পরিমিতং সপ্তাক্ষৌহিণী-মাত্রাত্মকত্বাৎ ন্যূনম্‌। তস্মাদস্মাকমেব বিজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত ইহাদিগের সৈন্য পরিমিত ।১০।

প্রঃ ভীম কে ?

উঃ গীতা উত্তরাধ্যায় দেখ।

প্রঃ অপর্য্যাপ্ত ও পর্য্যাপ্ত কথার অর্থ কি ?

উঃ ১। অনেক টীকাকারই অপর্য্যাপ্ত অর্থে অপরিমিত ও পর্য্যাপ্ত অর্থে পরিমিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সরল অর্থ। কিন্তু কেহ কেহ ইহার বিভিন্ন অর্থ করেন—যথা "অপর্য্যাপ্তং" "তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি"—শ্রীধরঃ।

২। অপর্য্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ—বিশ্বনাথঃ।

৩। "দুর্য্যোধনো ভীমাভিরক্ষিতং পাণ্ডবানাং বলম্ অবলোক্য আত্মবিজয়ে অস্য বলস্য পর্য্যাপ্ততাম্ আত্মীয়বলস্য তদ্বিজয়ে চ অপর্য্যাপ্ততাম্ আচার্য্যে নিবেদ্য অন্তরে বিষণ্ণোঽভবৎ" রামানুজঃ। ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

শ্রী　　　　　শ্রী
সর্ব্বেষু চ অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাংস্বাং
শ্রী　　　　　ব
রণভূমিং পরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভবদাদয়ঃ
আ　　　　　আ　　　　　নী
ভীষ্মম্ এব সেনাপতিং অভিরক্ষন্তু সর্ব্বতো রক্ষন্তু ! অস্য সেনাপতে-
শ্চাঞ্চল্যে সর্ব্বাপি সেনা আকুলীভবেৎ, তৎস্থৈর্য্যে স্থিরা চ ভবেদতঃ
নী
স এব রক্ষ্যঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশদ্বারে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

প্রঃ 'ভীষ্মকে রক্ষা করুন' এরূপ বলা কেন হইল ?

উঃ ভীষ্ম সেনাপতি, তিনি শত্রুর সহিত যখন যুদ্ধ করিবেন, সেই সময়ে অন্য দিক্ হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ না করে, এ জন্যই ব্যূহরচনা। ব্যূহদ্বারে অন্যান্য উপযুক্ত বীর পুরুষের স্থাপনও আবশ্যক। এক এক ব্যূহের বহুদ্বার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এক সময়ে বহুসেনাপতি যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

আ　　　　　আ
তস্য আচার্য্যং প্রতি সংবাদং কুর্ব্বতঃ দুর্য্যোধনস্য হর্ষং বুদ্ধি-

আ নী আ
গতমুল্লাসবিশেষং যুদ্ধোৎসাহমিতি যাবৎ সংজনয়ন্ সম্যগুৎপাদয়ন্
শ্রী শ্রী
প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ভীষ্মঃ উচ্চৈঃ মহান্তং সিংহনাদং
ম বি ম
বিনন্ত কৃত্বা সিংহইব বিনদ্য ইতি যাবৎ শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২ ॥

তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া সিংহের মত গম্ভীর শব্দ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

প্রঃ সেকালে সংগ্রামে শঙ্খ কিরূপে ব্যবহৃত হইত ?

উঃ যুদ্ধের পূর্ব্বে সেনাপতিগণ শঙ্খধ্বনি করিতেন।

প্রঃ দুর্য্যোধন আচার্য্যের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ভীষ্ম শঙ্খধ্বনি করিলেন কেন ?

উঃ দুর্য্যোধনের বাক্যে দ্রোণ কোন উত্তর করিলেন না। ভীষ্ম দ্রোণ অপেক্ষা আত্মজন। ভীষ্ম 'কুরুবৃদ্ধ' এজন্য প্রবীণ ও বহুদর্শী। তিনি দুর্য্যোধনের ভীরুতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং মনের ভাব জানিয়াছিলেন। তিনি 'পিতামহ' এজন্য তাঁহার স্নেহ অধিক, দ্রোণের মত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি 'প্রতাপবান্' ভীষ্ম ভিন্ন পাণ্ডবদিগের ভয় উৎপাদন করিয়া দুর্য্যোধনকে উৎসাহান্বিত করিতে অন্য কে আর সমর্থ ?

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রী
ততঃ সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ
শ্রী বি শ্রী
পণবাঃ মর্দ্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা এব
শ্রী শ্রী শ্রী
তৎক্ষণাদেব অভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ স শব্দঃ শঙ্খাদি-শব্দঃ তুমুলঃ
ব ব
একাকারতয়া মহান্ অভবৎ আসীৎ ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, মাদল, পটহ, গোমুখ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহসা বাদিত হইল এবং সেই শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩॥

প্রঃ ভীষ্মের যুদ্ধোৎসাহে কি হইল ?

উঃ ভীষ্মের উৎসাহ দেখিয়া অপর বীরপুরুষগণ মাতিয়া উঠিল। চারিদিকে শঙ্খাদি বাজিয়া উঠিল—রণভূমি সেই তুমুল শব্দে পরিপূরিত হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

রা
ততঃ তং ঘোষমাকর্ণ্য শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতিস্যন্দনে অগ্নি-
ম আ শ্রী
দত্তে দুষ্প্রধৃষ্যে রথে স্থিতৌ ব্যবস্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব কৃষ্ণা-
আ রা শ্রী
র্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ অপ্রাকৃতৌ পাঞ্চজন্যদেবদত্তৌ প্রদধ্মতুঃ প্রকর্ষেণ
শ্রী
দধ্মতুঃ বাদয়ামাসতুঃ ॥১৪॥

পরে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খবাদন করিলেন ॥১৪॥

প্রঃ অর্জ্জুনের রথ এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খ সম্বন্ধে ইতিহাস কি? মাধব নামের সার্থকতা কি?

উঃ অর্জ্জুনের রথের নাম কপিধ্বজ। হনুমান রথ-চূড়ায় থাকিয়া অর্জ্জুনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খাণ্ডব-দাহন কালে চতুর্থ লোকপাল বরুণদেব, ভগবান্ হুতাশনের প্রার্থনায় ঐ রথ প্রদান করেন। কৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত। ইহাদের ইতিহাস পরে দ্রষ্টব্য। মাধব শব্দের মা কথার অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি। "তিনি মৌন ধ্যান ও যোগাদিদ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্তি দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মাধব" (মহাভারত ৬৯ অধ্যায় উদ্যোগপর্ব্ব)।

প্রঃ গীতা কৃষ্ণকে ভগবান্ বলিতেছেন। ভগবান্ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতেছেন, এজন্য তিনি কি পক্ষপাতী নহেন?

উঃ ভগবানের পক্ষপাত কোথাও নাই। পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়কেই ভগবান্ সমান ভাবে উপদেশ দিতেছেন। পাপী তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করে না, কিন্তু পুণ্যবান্ সর্ব্বদাই ভগবানের উপদেশ মানিয়া চলেন, এ জন্য পুণ্যবানের রথে ভগবান্ সারথি। দুর্য্যোধন যদি পাপবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবানের সাহায্য চাহিত, তবে ভগবান্ তাহাই দিতেন। ইহা হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হইত না। পাপী পাপবৃত্তি দূর করিবার সঙ্কল্প না করিয়া যদি ভগবানের সাহায্য চায়, তবে সাহায্য পায় না। যতটুকু পাপ ত্যাগ করে, ততটুকু সাহায্য পায়।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

শ শ ম
হৃষীকেশঃ হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরকঃ
ব ম
শ্রীকৃষ্ণঃ পাঞ্চজন্যম্, ধনঞ্জয়ঃ (দিগ্বিজয়ে সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা ধন-
ম
মাহৃতবান্ ইতি সর্ব্বথা এব অয়ং অজেয়ঃ) দেবদত্তম্। ভীমকর্ম্মা
ম
ভীমং হিড়িম্ববধাদিরূপং কর্ম্ম যস্য তাদৃশঃ বৃকোদরঃ বহ্বন্নপাকাৎ
ম
অতি বলিষ্ঠো ভীমসেনঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ। কুন্তীপুত্রঃ কুন্ত্যা
ন
মহতা তপসা ধর্ম্মমারাধ্য লব্ধঃ স্বয়ঞ্চ রাজসূয়যাজিত্বেন মুখ্যো রাজা
শ্রী
যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং নকুলঃ সুঘোষং সহদেবশ্চ মণিপুষ্পকং নাম
শ্রী শ্রী শ্রী
শঙ্খং দধ্মৌ। পরমেষ্বাসঃ পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য মহা-
ব শ্রী
ধনুর্দ্ধরঃ কাশ্যঃ কাশীরাজশ্চ মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটশ্চ
বি বি
অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ সাত্যকিশ্চ দ্রুপদঃ
শ্রী
দ্রৌপদেয়াশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বশঃ
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥১৭।১৬।১৭।১৮॥

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র-নামক শঙ্খ বাদন করিলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খবাদন করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রাতনয়—হে পৃথিবীপতে—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খবাদন করিলেন ॥১৫।১৬।১৭।১৮॥

প্রঃ। পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় ও বৃকোদর নামের সার্থকতা কি?

উঃ। উত্তরাধ্যায় দেখ।

প্রঃ। হৃষীকেশ, ধনঞ্জয়, ভীম, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি নাম পরে পরে বলার কারণ কি?

উঃ। আনন্দগিরি বলেন—অগ্রে কৃষ্ণার্জ্জুনকে যুদ্ধাভিমুখে দেখিয়া সমররসিক ভীমসেন যুদ্ধ ভিমুখী হইয়া শঙ্খবাদন করেন, তদ্দৃষ্টে যুধিষ্ঠির পরে নকুল ও সহদেব শঙ্খবাদন করেন। নামানুসারে ইহাদের বীরত্বের ক্রমও দেখা যায়।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়াণি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥ *

সঃ তুমুলঃ অতিভৈরবঃ ঘোষঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদঃ নভশ্চ অন্তরীক্ষং চ পৃথিবীঞ্চৈব ভুবনং লোকত্রয়ং সর্ব্বমেব অভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং দুর্য্যোধনপ্রমুখাণাং ভবৎপুত্রাণাং হৃদয়ানি অন্তঃকরণানি ব্যদারয়ৎ হৃদয়বিদারণতুল্যাং ব্যথাং জনিতবান্। "তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্" ইতি পাঠান্তরম্, তথাস্মে বিশেষেণ হ্যনুক্রমেণ নাদয়ন্ নাদযুক্তং কুর্ব্বন্ ইতি তস্যার্থঃ ॥১৯॥

আকাশ ও পৃথিবীকে তুমুলরূপে ধ্বনিত করিয়া সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে! ॥ ২০ ॥

হে মহীপতে অথ রিপুশঙ্খনাদকৃতোৎসাহভঙ্গানন্তরং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ ব্যবস্থিতান্ যুযুৎসয়াবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ হনূমতা মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতানুগৃহীতো ভয়গন্ধশূন্যঃ অর্জ্জুনঃ তদা তৎকালে শস্ত্রসম্পাতে শস্ত্রাণাং ইষুপ্রাসপ্রভৃতীনাং সম্পাতে প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে সতি ধনুরুদ্যম্য যুদ্ধায় গাণ্ডীবমুত্তোল্য হৃষীকেশং ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন সর্ব্বান্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞং শ্রীকৃষ্ণম্ ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যম্ আহ উক্তবান্ ॥১৯॥

---

* তুমুলোব্যনুনাদয়ন ইতি বা পাঠঃ।

হে রাজন্! অনন্তর দুর্য্যোধনাদি রাজন্যবর্গকে সমরার্থ অবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্রপাত অভিপ্রায়ে ধনু উত্তোলন পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥১৯॥

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুতে ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

হে অচ্যুত [আ] (ভগবতঃ স্বরূপং ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতীতি [আ]।) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে [ম] বন্ধূনামেবং পরস্পরং যুদ্ধোদ্যোগে [ম] কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং [নী] কে বা মাং জেতুং যতন্তে, ময়া বা কে জেতব্যা ইতি [নী] যাবৎ। যোদ্ধুকামান্ নতু [ম] অস্মাভিঃ সহ সন্ধিকামান্ অবস্থিতান্ [ম] নতু [ম] ভয়াৎ প্রচলিতান্ [ম] এতান্ প্রতিপক্ষত্বেন [আ] প্রতিষ্ঠিতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ অহং [আ] নিরীক্ষে [আ] নিরীক্ষিতুমহং ক্ষমঃ স্যাম্ [আ] উভয়োঃ সেনয়োঃ স্বপক্ষপ্রতিপক্ষ- [ম] ভূতয়োঃ সন্নিহিতয়োঃ মধ্যে [ম] মে মম [ম] রথং স্থাপয় তাবৎ [আ] ইতি প্রদেশে রথস্য স্থাপনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ [আ]। দুর্ব্বুদ্ধেঃ স্বরক্ষণোপায়মজানতঃ [ম] [ম] কুধিয়ঃ [ব] ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধে [ম] যুদ্ধভূমৌ স্থিত্বা [আ] প্রিয়চিকীর্ষবঃ প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবঃ যে [আ] কেচিৎ এতে [আ] রাজানঃ অত্র কুরুক্ষেত্রে [আ] সমাগতাঃ তান্ [ব] যোৎস্যমানান্ নতু শান্তিকামান্ [নী] যাবৎ অহং অবেক্ষে দ্রক্ষ্যামি [শ্রী] তাবৎ [শ্রী] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় [শ্রী] যতো [ব] মদ্যুদ্ধপ্রতিযোগি-নিরীক্ষণং যুক্তমিতি [ব] ॥২১।২২।২৩॥

হে অচ্যুত, এই রণোদ্যমে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে? যে পর্য্যন্ত আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ না করি, তাবৎ উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। কুবুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে সমস্ত রাজা এই কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত, সেই সকল যুদ্ধকামীদিগকে যতক্ষণ না দেখি, তাবৎ উভয় সেনামধ্যে আমার রথ স্থাপন কর॥২১।২২।২৩॥

প্রঃ। উভয় সেনামধ্যে যে স্থান ছিল, তাহার পরিমাণ কত?

উঃ। "পঞ্চযোজনবিস্তৃত মণ্ডলাকার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে নানাদ্রব্য-সম্পন্ন শিবির সন্নিবেশিত হইল" ১৯৩ উদ্যোগ পর্ব্ব।

প্রঃ। ভক্ত কি ভগবানের উপর জোর করে? অর্জ্জুন ভগবানকে আদেশ করিতেছেন কিরূপে?

উঃ। "অর্জ্জুনেন সারথ্যে সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে। কিং হি ভক্তানাং অশক্যং যৎ ভগবানপি তন্নিয়োগম্ অনুতিষ্ঠতি। যুক্তং হি ভগবতো ভক্তপারবশ্যম্" আনন্দগিরি। ভগবান্ সর্ব্বথা ভক্তাধীন।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

হে-ভারত ধৃতরাষ্ট্র গুড়াকেশেন[ম] গুড়াকায়া নিদ্রায়া ঈশেন জিত-নিদ্রতয়া সর্ব্বত্র সাবধানেন অর্জ্জুনেন এবমুক্তঃ[ম] আদিষ্টঃ[বি] প্রবর্ত্তিতঃ[ব] হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন[ম] সর্ব্বেষাং নিগূঢ়াভিপ্রায়জ্ঞঃ[ম] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ ভীষ্মদ্রোণয়োঃ[শ] সম্মুখে[ম] সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাম্ রাজ্ঞাং[শ্রী] চ প্রমুখতঃ সম্মুখে[ম] রথোত্তমম্ অগ্নিদত্তং দিব্যং[ম] রথং স্থাপয়িত্বা উবাচ হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ ভবদ্ভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থং[আ] সংগতান্ কুরূন্[আ] কুরুবংশ-প্রসূতান্ পশ্য ॥২৪।২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন হে রাজন্! গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এইরূপ বলিলে তিনি উভয় সেনামধ্যে ভীষ্মদ্রোণ এবং সমুদায় রাজন্যবর্গের সম্মুখে মহারথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! এই সমবেত কুরুদিগকে অবলোকন কর ॥২৫।২৬॥

প্রঃ। পার্থ নাম কেন?

উঃ। পরিশিষ্ট দেখ।

প্রঃ। গুড়াকেশ এবং হৃষীকেশ শব্দের সার্থকতা কি?

উঃ। হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ন্তাপি গুড়াকেশেন আদিষ্টঃ—অহো প্রেমবশ্যত্বং ভগবত ইতি ভাবঃ। সাক্ষান্মায়ায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স চাপি যেন প্রেম্না বিজিত্য বশীকৃতঃ তেনার্জ্জুনেন মায়াবৃত্তির্নিদ্রা বরাকী জিতেতি কিং চিত্রম্ ইতি ভাবঃ" বিশ্বনাথ।

গুড়াকেশ অর্থে জিত-নিদ্র। হৃষীকেশ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক ভগবান্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রকাশক, মায়ার নিয়ামক ভগবান্, যে অর্জ্জুনের প্রেমাধীন তিনি যে মায়ার বৃত্তিরূপা নিদ্রাকে জয় করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ভগবান্ অর্জ্জুনের এতই প্রেমাধীন, যে যখন জয়দ্রথ-বিনাশের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সকলেই অর্জ্জুনের আত্মহত্যা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যখন দারুক চিন্তামগ্ন, শিবিরে একাকী উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের মৃত্যু আশঙ্কার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, "দারুক! অর্জ্জুন-শূন্য পৃথিবীতে আমি ক্ষণকালও অবস্থান করিব না জানিও"। মহাভারত।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

পার্থঃ তত্র সৈন্যদর্শনে উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃ-প্রভৃতীন্ অথ পিতামহান্ ভীষ্মসোমদত্তাদীন্ আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্ মাতুলান্ শল্যশকুনিপ্রভৃতীন্ ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনাদীন্ পুত্রান্ লক্ষণাদীন্ পৌত্রান্ নপ্তৄন্ লক্ষণাদিপুত্রান্ সখীন্ অশ্বত্থামজয়দ্রথপ্রভৃতীন্ বয়স্যান্ শ্বশুরান্ দ্রুপদপ্রভৃতীন্ সুহৃদশ্চ এব কৃতোপকারান্ কৃতবর্ম্মভগদত্তপ্রভৃতীন্-অপশ্যৎ ॥২৬॥

পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত উভয় সেনামধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ্‌গণকে অবলোকন করিলেন ॥২৬॥

প্রঃ। 'অথ' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত ? সখা ও সুহৃদ শব্দের কোন পার্থক্য আছে কি ?
উঃ। অথ অর্থে তথা এবং।

"সমানঃ খ্যায়তে ইতি সখা" সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট আত্মীয়ের নাম সখা।
শুভং হিতং হৃদয়ং যস্য সঃ সুহৃদ্। শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়ের নাম সুহৃদ্।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

ম ম
সঃ কৌন্তেয়ঃ কৌন্তেয় ইতি স্ত্রীপ্রভবত্ব-কীর্ত্তনম্। অবস্থিতান্
আ আ
সেনাদ্বয়ে ব্যবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন যথোক্তান্ পিতৃপিতামহাদীন্
আ শ্রী নী শ্রী
সমীক্ষ্য অবলোক্য পরয়া মহত্যা কৃপয়া স্নেহেন আবিষ্টঃ গৃহীতঃ
আ ম ম
পরম-কৃপাপরবশঃ সন্ বিষীদন্ বিষাদমুপতাপং প্রাপ্নুবন্ ইদম্ অব্রবীৎ
আ ব
ভগবন্তমুক্তবান্। স্বসৈন্যে পূর্ব্বমপি কৃপাস্তি পরসৈন্যে ত্বপরাপি
ব
মাভূদিত্যর্থঃ ॥২৭॥

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন রণস্থলে অবস্থিত সেই সমস্ত সুহৃদ্বর্গকে অবলোকন করিয়া অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া দুঃখ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥২৭॥

প্রঃ। ১।২৫ শ্লোকে 'পার্থ' এবং ১।২৭ শ্লোকে 'কৌন্তেয়' এইরূপ সম্বোধনের সার্থকতা কি ?

উঃ। অর্জ্জুন স্ত্রী-জাতিসুলভ কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মাতৃনামাঙ্কিত করিয়া ডাকিতেছেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।*
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

অর্জ্জুন উবাচ, হে কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ
শ্রী শ্রী
সম্যগ্ অবস্থিতান্ ইমান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মমগাত্রাণি মদী-
শ্রী নী
য়ানি করচরণাদীনি সীদন্তি নিশ্চেষ্টানি ভবন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

---

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমবস্থিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

অর্জ্জুন কহিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু এই স্বজনগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮॥

প্রঃ। কৃষ্ণ নামের অর্থ কি?

উঃ। কৃষ্ণ নামের অর্থ অনেক।

১। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
২। কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ য সঃ কৃষ্ণঃ।

প্রঃ। বিষাদযোগীর অবস্থা কি?

উঃ। বিষাদযোগ উপস্থিত হইলে করচরণাদি অবসন্ন হইয়া যায়, গাত্র দগ্ধ হইতে থাকে, মুখ শুষ্ক হয়, শরীরে কম্প হয়, মনুষ্য স্থির থাকিতে পারেনা, মন ঘূর্ণিত হয় ইত্যাদি।

প্রঃ। বিষাদযোগীর বিচার কিরূপ?

উঃ। বিষাদযোগ উপস্থিত হইলে মানুষের বুদ্ধি শোকমোহাচ্ছন্ন হয়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা হয়। কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া অনধিকার চর্চ্চায় আলস্যে জীবন কাটাইতে ইচ্ছা হয়। বিষাদযোগীর বিচার ঠিক হয় না।

প্রঃ। বিষাদগ্রস্ত কর্ত্তব্য-বিমুখকে কর্ম্ম করাইতে হইলে কিরূপ যুক্তি দ্বারা তাহাকে কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করা যায়?

উঃ। স্বধর্ম্ম করিতে হইলে যদি যুদ্ধাদি প্রাণি হিংসাও করিতে হয় তাহা করাও কর্ত্তব্য কিন্তু পরধর্ম্ম গ্রহণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে দেখাইতেছেন কর্ম্ম প্রকৃতি কর্ত্তৃক কৃত হয়। জীব প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। জীব অভিমানে দেহ বা প্রকৃতিকেই "আমি" বলিয়া লয়। ঘটমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশকে নিজের স্বরূপ মনে না করিয়া ঘটকেই স্বরূপ মনে করিয়া লয়। দেহাত্মাভিমানই প্রধান ভ্রম। এই ভ্রমেই জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে। যখন প্রকৃতি বা দেহ তুমি নও তখন প্রকৃতির কার্য্যও তোমার কার্য্য নহে। কাজেই কর্ম্মের ফল যে সুখ দুঃখ, ইহাও তোমার নহে। কর্ম্ম একজনের, আর ফল অন্যের ইহা হয় না। ভগবান্ বলিতেছেন আমার প্রকৃতিকে আমি কর্ম্ম করাইতেছি, তুমি প্রকৃতিতে অভিমান কর কেন? তোমার স্বরূপ যে আমি আমাতে অভিমান কর। সাধনা দ্বারা ইহা অভ্যাস করিতে করিতে পরোক্ষ অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ হইবে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা বিষাদগ্রস্ত জীবকে কর্ম্মের জন্য উৎসাহিত করিতে হয়।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

মে মম শরীরে বেপথুঃ [শ্রী] কম্পঃ চ রোমহর্ষঃ রোম্নাং [আ] গাত্রেষু পুলকিতত্বম্, [শ্রী] রোমাঞ্চঃ চ জায়তে হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে [শ্রী] নিপততি। ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ [শ্রী] সন্তপ্যতে। [ম] গাণ্ডীবভ্রংশেনাধৈর্য্য-লক্ষণং দৌর্ব্বল্যং ত্বক্পরিদাহেন চান্তঃসন্তাপো দর্শিতঃ ॥২৯॥

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, এবং চর্ম্মও দগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

হে কেশব অবস্থাতুং ব স্থিরোভবিতুং ন চ শক্নোমি ম তত্র হেতুঃ মে ম মম মনশ্চ ভ্রমতি ইব। বিপরীতানি নিমিত্তানি শ্রী অনিষ্টসূচকানি আ বামনেত্রস্ফুরণাদীনি পশ্যামি ম অনুভবামি ॥৩০॥

হে কেশব! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমার মনও যেন ঘুরিতেছে, আমি বিপরীত দুর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

হে কৃষ্ণ শ্রী আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ম পুরুষার্থং চ ন অনুপশ্যামি বিজয়ং রাজ্যং চ সুখানি চ কাঙ্ক্ষে। বিজয়ে ব মম প্রবৃত্তির্ন যুক্তা রন্ধনে যথা ভোজনেচ্ছাবিরহিণঃ। তস্মাদরণ্যনিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘ্য-জীবনত্বং ব ভাবীতি ॥৩১॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শুভও দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি বিজয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না ॥৩১॥

প্রঃ। পুরুষার্থ প্রয়োগে মনুষ্য সমস্তই লাভ করে। যোদ্ধা ও যোগী কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারেন?

উঃ। যোগযুক্ত পরিব্রাজকও সংগ্রামে হত বীর সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করেন। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ" ইতি।

৪

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

হে গোবিন্দ[ব] (গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ বিন্দতীতি[ব]) নঃ অস্মাকং[শ্রী] রাজ্যেন কিং ? রাজ্যাদিকং[আ] ন কাঙ্ক্ষিতম্[ম], ভোগৈঃ সুখৈঃ জীবিতেন[ম] জীবিত[ম]-সাধনেন বা কিম্ ? যেষাং বন্ধূনাম্[ম] অর্থে নঃ অস্মাকং[ম] রাজ্যং, ভোগাঃ, সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতম্, তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা এবচ পিতামহঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ ভার্য্যাণাং[আ] ভ্রাতরো ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ[আ] তথা, সম্বন্ধিনঃ কুটুম্বিনঃ প্রাণান্ ধনানিচ প্রাণাশাং[ম] ধনাশাং চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ। হে মধুসূদন মহীকৃতে মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে[ম] কিং নু ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি ঘ্নতঃ অস্মান্[শ্রী] মারয়তঃ অপি এতান্ ন হন্তু মিচ্ছামি। হে জনার্দ্দন ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্[ম] ভ্রাতৃন্ নিহত্য নঃ অস্মাকং[ম] কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা[ব] স্যাৎ ॥৩২।৩৩।৩৪।৩৫॥

হে গোবিন্দ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, ভোগ সুখেই বা কাজ কি ? জীবনেই বা প্রয়োজন কি ? যাহাদের নিমিত্ত আমাদের রাজ্য,

ভোগ বা সুখ প্রার্থনা সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত। হে মধুসূদন! ইহারা আমাদিগকে বধ করিলেও পৃথিবীর নিমিত্ত কেন, ত্রিভুবন রাজ্যের নিমিত্তও ইহাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? ॥৩২-৩৫॥

প্রঃ। গোবিন্দ, জনার্দ্দন, মধুসূদন নামের সার্থকতা কি?
উঃ। উত্তরাধ্যায় দেখ।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

এতান্ আততয়িনঃ [আ]অগ্নিদোগরদশ্চেত্যাদিলক্ষণোপেতান্ হত্বা স্থিতান্ [ম]অস্মান্ পাপম্ এব [ব]বন্ধুক্ষয়হেতুকম্ আশ্রয়েৎ। তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ হি যস্মাৎ হে মাধব স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম ভবেম[ম]। মাধবেতি লক্ষ্মী-পতিত্বাৎ নালক্ষ্মীতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতুমর্হসি ইতি ভাবঃ[ম] ॥৩৬॥

আমরা আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলেও আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে। সেই হেতু সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করা আমাদের উচিত নহে। হে মাধব! স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব? ॥৩৬॥

প্রঃ। আততায়ী কে? আততায়িবধে পাপ আছে কিনা? যদি না থাকে, তবে আততায়ী হইলেও ইহাদের বধে পাপ আছে, অর্জ্জুনের এই বিচার সঙ্গত কিনা?

উঃ। অগ্নিদো গরদশ্চৈব শাস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ বশিষ্ঠ সংহিতা।

গৃহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষদাতা, বধার্থ শস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূ-সম্পত্তিহারী, স্ত্রী অপহারী, এই ছয় প্রকারের মনুষ্য আততায়ী। অর্থশাস্ত্র মতে আততায়িবধে পাপ নাই।

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন"॥ স্মৃতি।

---

* স্ববান্ধবান্ ইতি বা পাঠঃ।

স্মৃতি বলেন আততায়িবধে পাপ নাই। অর্জ্জুন বলিতেছেন আততায়ি হইলেও ইহাদের বধে পাপ আছে। অর্জ্জুনের যুক্তি এই—ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে পাপ হয় না। এই যুদ্ধকার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কারণ যে চারিটি লক্ষণ দ্বারা কর্ম্মকে ধর্ম্মসঙ্গত বলা যায়, তাহার কোন লক্ষণই এই কার্য্যে নাই। যে কার্য্য বেদসম্মত নহে, স্মৃতিসম্মত নহে, যে কার্য্যে আত্মতুষ্টি নাই, যে কার্য্য শিষ্টাচারসম্মত নহে, সেই কার্য্যই পাপকার্য্য।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ মনু

এই স্বজনবধকার্য্য বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতৃপ্তি ইহার সব গুলিরই বিরোধী।

(১) ইহা বেদবিরুদ্ধ—যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না। এই জন্য এই যুদ্ধ ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

(২) ইহা স্মৃতিবিরুদ্ধ—কারণ স্মৃতিকর্ত্তা যাজ্ঞবল্ক্যমতে স্মৃতি ও ন্যায়ের বিরোধে ন্যায়মত গ্রাহ্য এবং অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।

স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

যদিচ অর্থশাস্ত্র মতে "নাততায়িবধে দোষোহন্তর্ভবতিকশ্চন" অর্থাৎ আততায়িবধে বধকর্ত্তার কোন ও দোষ নাই, কিন্তু অর্থশাস্ত্র কেবল লৌকিক উপকারের জন্য। বহু লোকের মহান্ উপকার যাহাতে হয়, তাহাই অর্থশাস্ত্র মতে ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্ম। যদিও এই যুদ্ধে আত্মীয় বিনাশ হইলেও দুর্য্যোধনাদি পাপীর বিনাশে জগতের মহৎ ইষ্ট হইবে বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মসঙ্গত বলা যায়, তথাপি এই অর্থশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তে শ্রুত্যুক্ত "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" বাক্যের বিরোধী। এজন্য শ্রুতিবাক্যই গ্রাহ্য। এই জন্য এই যুদ্ধ ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

(৩) আত্মতুষ্টি-বিরুদ্ধ—এই কার্য্যে আমার কিছু মাত্র আত্মতুষ্টি নাই, বরং পুনঃ পুনঃ আত্মগ্লানি হইতেছে।

(৪) শিষ্টাচার বিরুদ্ধ—আচার্য্য, গুরু, স্বজনাদিবিনাশ যে শিষ্টাচারবিরোধী ইহাত সকলেই জানেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮

যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ শ্রী লোভেন উপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং শ্রী তে এতে শ্রী দুর্য্যোধনাদয়ঃ কুলক্ষয়কৃতংদোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি, শ্রী তথাপি হে জনার্দ্দন কুলক্ষয়কৃতংদোষং

প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ [ম]বন্ধুবধফলযুদ্ধরূপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্। [শ্রী]নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ [শ্রী]কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। ॥৩৭।৩৮॥

যদিও লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কুলক্ষয়কৃত দোষ ও বন্ধুহিংসা-জনিত পাপ দেখিতেছে না, তথাপি হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত-দোষ-দর্শন-কারী আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্তি-জ্ঞান কেন না হইবে? ॥৩৭।৩৮॥

প্রঃ। অর্জ্জুন যুদ্ধের আর কি কি দোষ দেখাইলেন?

উঃ। জানিতেছি এই যুদ্ধে কুলক্ষয় হইবে এবং মিত্রদ্রোহ হইবে অতএব ইহা পাপ। মনু বলিয়াছেন—

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈ র্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্য-জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-বান্ধবৈঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভি র্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥

ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আচার্য্য, অতিথি, আশ্রিত, আতুর, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়, কুটুম্ব, দাসাদির সহিত বিবাদ অকর্ত্তব্য। আর যদিও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি" অর্থাৎ আহূত হইলে ক্ষত্রিয় দ্যূতক্রীড়া ও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না, এই বিধি দেখা যায়, তথাপি যে কার্য্যের পরিণামফল জ্ঞাতিবধ, সেরূপ কার্য্য শাস্ত্র অনুমোদন করেন না। শাস্ত্র-সঙ্গত কার্য্যেও পাপ আছে সত্য, অথর্ব্ব বেদেও শত্রু নিধনের জন্য শ্যেনহননরূপ 'অভিচার' বিধি আছে, "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"। কিন্তু অভিচার কার্য্য জন্য নিরপরাধ শ্যেনপক্ষীহননে যেরূপ পাপ, স্বজনসংহারে তদপেক্ষা পাপ অতি গুরু। এজন্য যুদ্ধ করা উচিত নহে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ [শ্রী]পরম্পরা প্রাপ্তাঃ কুলধর্ম্মাঃ [ম]কুলোচিতা ধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি [ম]কর্ত্তুরভাবাৎ। উত অপি ধর্ম্মে নষ্টে [ম]অগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠাতৃ-[ম]পুরুষনাশেন কৃৎস্নম্ অপি কুলম্ অবশিষ্টংবালাদিরূপম্ অধর্ম্মঃ অভিভবতি [শ্রী]প্রাপ্নোতি। ॥৩৯॥

বংশনাশে চিরাগত কুলপ্রচলিত ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আর ধর্ম্মনষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমুদায় কুলকে অধর্ম্ম অভিভূত করে। ॥৩৯॥

প্রঃ। উপস্থিত সময়ে কুলক্ষয়ের কোন চিহ্ন দেখা যায় কি ?

উঃ। ধর্ম্ম একরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য ব্রাহ্মণমধ্যে প্রায় নাই। এমন কি বালক পর্য্যন্ত অধর্ম্ম দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। জন্মকালে সংস্কার পর্য্যন্ত হয় না, নিত্যক্রিয়া প্রায় রহিত হইতে চলিয়াছে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি অধর্ম্ম (বি) এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তি (বি) হে বার্ষ্ণেয় স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণান্তরমুপাসীনাসু (নী) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে। ॥৪০॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মদ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিতা হয়। হে বার্ষ্ণেয় স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে। ॥৪০॥

প্রঃ। উপস্থিত সময়ে দুষ্টা স্ত্রী এবং বর্ণসঙ্কর দেখা যায় কি ?

উঃ। তখন যাহা পাপ বলিয়া ধরা হইত, এখন তাহাই সামাজিক নিয়ম বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই স্ত্রী পুরুষের প্রায় সর্ব্বত্রই সমান স্বাধীনতা। "স্ত্রীদেবাঃ" হইলে এখন দোষ নাই বরং গুণ। আর বর্ণসঙ্কর হইলে বরং সামাজিক উন্নতিই হয়, কোথাও কোথাও ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণ ও চামারে পরিণয় হইলে বলশালী সন্তান হইবে ইহাই অধুনাতন ব্যবস্থা। এখনকার কাহারও কাহারও মত, সব জাতি এক হইলেই দেশের মঙ্গল।

প্রঃ। কোন্ রাজার রাজত্বকালে সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয় এবং কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

উঃ। বেণ রাজার রাজত্বকাল হইতে বর্ণসঙ্কর আরম্ভ হয়। সঙ্করজাতি অনুলোম প্রতিলোম ব্যাপারে জন্মে। যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত তালিকা দিতেছেন।

ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়াণী – মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতি
ব্রাহ্মণী + ক্ষত্রিয় = সূতজাতি
ব্রাহ্মণ + বৈশ্যা = অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতি
ব্রাহ্মণী + বৈশ্য = বৈদেহিক জাতি
ব্রাহ্মণ + শূদ্রা = নিষাধ বা পার্ধত জাতি
ব্রাহ্মণী + শূদ্র = চণ্ডাল জাতি
ক্ষত্রিয় + বৈশ্যা = মাহিষ্য জাতি
ক্ষত্রিয়াণী + বৈশ্য = মাগধ জাতি
ক্ষত্রিয় + শূদ্রা = উগ্র বা আবুরী জাতি
ক্ষত্রিয়াণী + শূদ্র = উগ্র বা আঘুরী জাতি
বৈশ্য + শূদ্রা = করণ জাতি, ক্ষত্তৃ জাতি
বৈশ্যা + শূদ্র = মাহিষ্য জাতি, আয়োগব

আবার মাহিষ্য হইতে করণীর গর্ভে রথকার জাতি ইত্যাদি।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

আ ম
সঙ্করঃ বর্ণসঙ্করঃ কুলঘ্নানাং কুলস্যচ নরকায় এব ভবতি হি /.
শ্রী শ্রী ম
যস্মাৎ এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ লুপ্তাঃ পিণ্ডস্য
ম ম ম
উদকস্যচ ক্রিয়া যেষাং তে সন্তঃ নরকায় এব পতন্তি ॥৪১॥

বর্ণসঙ্কর সকল কুলঘ্নদিগের এবং সমস্ত কুলের নরকের হেতু। যে হেতু ইহাদের পিতৃগণ পিতৃতর্পণরহিত হইয়া নরকেই পতিত হন ॥৪১॥

প্রঃ। উদকক্রিয়া ও পিণ্ডক্রিয়া কাহাকে বলে?
উঃ। ব্রাহ্মণাদির নিত্য করণীয় তর্পণকে উদকক্রিয়া বলে।
দেবলোক, পিতৃলোক ও ঋষিলোকাদির তৃপ্তির জন্য জলাঞ্জলি দানের নাম তর্পণ।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ স্বতঃ।
পিবন্তি লেহ-নিঃস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ।" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

শ্রাদ্ধে পিতৃ লোককে পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধফলাফল সম্বন্ধে হরিবংশ দ্রষ্টব্য। যে যাতনা-সঙ্কুল স্থানে পাপিগণ মৃত্যুকালে নীত হয়, তাহাকে নরক বলে। দেবী-ভাগবতে নরক-বর্ণনা বিস্তারিত রূপে দৃষ্ট হয়।

"পাপকৃদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।"

প্রঃ। বর্ণসঙ্কর হইলেই যদি পিতৃলোক নরকস্থ হয়, তবে কুরুপাণ্ডব বংশ নরকস্থ না হয় কেন? অর্জ্জুন নিজেই বর্ণসঙ্কর। ইন্দ্র কর্ত্তৃক ইনি জন্মলাভ করেন। আবার ব্যাস নিজে বর্ণসঙ্কর, কারণ পরাশর ও ধীবরপালিতা কন্যা সত্যবতী হইতে ইঁহার জন্ম। পুনশ্চ পরশুরাম যখন এক বিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়াতে সন্তান উৎপাদন করেন, অতএব সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ বর্ণসঙ্কর। ইহাদের পিতৃলোক কি সমস্তই নরকস্থ হইবে? আরও যোগী সন্ন্যাসিগণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন না, তাঁহাদের পিতৃ-পুরুষগণ কি নরকস্থ হইবেন?

উঃ (১) শ্রুতি বলেন "নশেষো অগ্রে অন্যজাতমস্তি" অন্যস্মাজ্জাতং শেষোঽপত্যং নাস্তীতি তদর্থঃ। নিযুক্ত স্ত্রী দ্বারা জাত পুত্রকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলে। একবার মাত্র উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ দ্বারা এই রূপ পুত্র জন্মে। অর্জ্জুনাদি ক্ষেত্রজ পুত্র। আবার যেখানে স্ত্রী অনিযুক্তা অথচ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সেখানে পুত্র পিতার বংশ প্রাপ্ত হয়। যেমন বেদব্যাস ব্রাহ্মণ। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্যাসজাত হইলেও কিন্তু ক্ষত্রিয়। ক্ষেত্রজ পুত্র পিণ্ডাধিকারী। কিন্তু কেবল প্রবৃত্তিজাত নীচজাতীয় পুরুষ দ্বারা সন্তান হইলে তাহার পিণ্ডাধিকার নাই।

(২) সন্ন্যাসী ও যোগীর অধিকার বিভিন্ন। ইহারা মোক্ষাভিলাষী। শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয়। জ্ঞানে জীব ও ব্রহ্মের একতা। জ্ঞানে নিজের অস্তিত্ব নাই। পিতৃ লোকাদির ত কথাই নাই।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ সনাতনাঃ জাতিধর্ম্মাঃ [শ্রী] বর্ণধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ উৎসাদ্যন্তে [শ্রী] লুপ্যন্তে। [শ্রী] চকারাৎ আশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি [শ্রী] গৃহ্যন্তে ॥৪২॥

কুলঘ্নদিগের এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ম্ম ও বংশধর্ম্মাদি উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় ॥৪২॥

প্রঃ। জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, ও আশ্রমধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উঃ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকে জাতিধর্ম্ম বলে।

ভগবান মনুর মতে—

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—অধ্যয়ন, দান, অধ্যাপন, যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ।

ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, প্রজারক্ষা, বিষয়াসক্তি।

বৈশ্যের কর্ম্ম—অধ্যয়ন, যজ্ঞ, পশুরক্ষা, সুদের ব্যবসায় ও কৃষি।

শূদ্রের কর্ম্ম—অসূয়াশূন্য হইয়া ত্রিবর্গের শুশ্রূষা। বংশপরম্পরাগত ইষ্টমন্ত্র ও ইষ্টদেবতার সেবাই কুলধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, ও ভিক্ষা এই আশ্রমচতুষ্টয়-অন্তর্গত কর্ম্মই আশ্রমধর্ম্ম।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

হে জনার্দ্দন উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাম্ উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপ-[শ্রী]লক্ষণম্ নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম [ব] শ্রুতবন্তো বয়ং [ম] আচার্য্যমুখাৎ ॥৪৩॥

হে জনার্দ্দন! আমি শুনিয়াছি যাহাদের জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় তাহারা নিয়ত নরকে বাস করে ॥৪৩॥

প্রঃ। নিয়ত নরকবাস কিরূপে হয় ?

উঃ। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥

শ্রীধর স্বামী বলেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকে গমন হয়। মৃত্যু হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেত কাল। মৃত্যু সময়েই জীবের আতিবাহিক দেহ হয়। পরে প্রেত পিণ্ড দানের পর প্রেতদেহ এবং সপিণ্ডীকরণের পর ভোগদেহ পাইয়া স্বকর্ম্মফলে প্রেত

স্বর্গে বা নরকে গমন করে। যখন পিণ্ডোদকক্রিয়া ব্যতীত জীবের প্রেতত্ব পরিহার হয় না, তখন কুলধর্ম্মাদি নষ্ট হইলে জীবের পাপবৃদ্ধি হয় অথচ প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না বলিয়া পাপক্ষয় হয় না। পিণ্ডোদকও পাপক্ষয়ার্থ। পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধাদিবিরহিত হইয়া নিরন্তর নরকে বাস করেন।

অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রী
অহোবত বৃহৎ কষ্টম্, বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুংব্যবসিতাঃ যৎ
যস্মাৎ রাজ্য-সুখলোভেন স্বজনং হন্তুং উদ্যতাঃ ॥৪৪॥

হা কষ্ট! আমরা মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি, যেহেতু রাজ্য-সুখলোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

প্রঃ। শ্রাদ্ধাদি লোপ হইলে পিতৃপুরুষের পতন এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন কতই ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ত লোকে শ্রাদ্ধাদি করেই না, ইহাদের উপায় কি?

উঃ। ইহারা উপস্থিত জীবনে দারুণ যন্ত্রণা পাইতেছে, ইহাদের পুত্র কন্যা জীবিত অবস্থাতেই ইহাদের কিরূপ দুর্দ্দশা করিতেছে দেখ, কিন্তু ইহাদের মৃত্যুর পর যে দুঃখ তাহা মনে করিলেও শঙ্কিত হইতে হয়। ঘোর নাস্তিক্য ভাবে আক্রান্ত হইয়াই লোকে শ্রাদ্ধাদি লোপ করিতেছে। ইহারা মনে করে স্বর্গনরকাদি নাই, প্রেতত্ব হয় না। শাস্ত্র বলিতেছেন আছে—এবং প্রেতত্বের ক্লেশাদিও বর্ণন করিয়াছেন। যদি না থাকে তবে কোন কথাই নাই আর যদি থাকে তবে অল্প একটু ক্লেশের জন্য অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ঋষিগণ জ্ঞানী ছিলেন এখনকার লোকের তপস্যা নাই, আচার নাই, হৃদয় পবিত্র নহে, এই সমস্ত লোকের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। গীতা ও শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি স্বেচ্ছাচার করেন তাঁহার অনন্ত দুঃখ।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যু স্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ *

শ্রী শ্রী
যদি অপ্রতীকারং অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং অশস্ত্রং মাং
ম ম
স্বপ্রাণত্রাণায় ব্যাপারমকুর্ব্বাণং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে
শ্রী শ্রী শ্রী
হন্যুঃ হনিষ্যন্তি তৎ হননং মে মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ।

যদি সশস্ত্র দুর্য্যোধনাদি আমাকে আত্মরক্ষায় উদাসীন এবং অস্ত্রবিহীন দেখিয়া যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার পরম হিতকর ॥ ৪৫ ॥

---

* প্রিয়তরং নু কিম্ ইতি বা পাঠঃ]।

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

১ আ
সঞ্জয় উবাচ এবং উক্ত্বা অর্জ্জুনঃ শোকসংবিগ্নমানসঃ শো
আ আ
মোহাভ্যাং পরিভূতমানসঃ সন্ সঙ্খ্যে যুদ্ধমধ্যে সশরং চাপং বিসৃ
আ আ রা
শরেণ সহিতং গাণ্ডীবং ত্যক্ত্বা রথোপস্থে রথোপরি উপাবি
আ
উপবিষ্টবান্ ॥৪৬॥

সঞ্জয় কহিলেন—এই বলিয়া অর্জ্জুন শোকাকুলচিত্তে যুদ্ধ মধ্যে সশর
ত্যাগ করিয়া রথোপরি বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

ওঁতৎসৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম-
পর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুন-
সৈন্য-দর্শন-বিষাদ-যোগোনাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট।

প্রশ্ন। গীতার প্রশ্ন উত্তর ছন্দে কেন? তখন কি সকলে ছন্দে কথা কহিত?

উত্তর—ছন্দ কি ইহা জানিলে এ প্রশ্ন অনাবশ্যক হয়। শরীরের প্রতি পরমাণুর পর্য্যন্ত একটী একটী ছন্দ আছে। জগতের প্রতি পদার্থের ছন্দ আছে। ছন্দে থাকাই আনন্দ। যিনি যত পবিত্র, তাঁহার শরীর বাক্য ও মন ততই ছন্দে থাকে। বেদের একটী নাম ছন্দ। গায়ত্রি "ছন্দসাং মাতঃ"। প্রকৃত ভাবে ছন্দোবদ্ধ বাক্যই বেদ। প্রণবের প্রকৃত স্পন্দনে বেদ, বিকৃত স্পন্দনে জগৎ।

অণুগীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন আমি "যোগস্থ" হইয়া তখন গীতা উপদেশ করিয়াছিলাম। ইহাতে বুঝা যায় তিনি সময়ে সময়ে যোগস্থ থাকেন সময়ে সময়ে থাকেনও না। "যোগশ্চিত্তবৃত্তের্নিরোধঃ।" চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলেই যোগ হয়। যোগ যুক্ত হইলে 'তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্'। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা 'দ্রষ্টা' স্বরূপে থাকিয়া মায়া মানুষ হইয়া লীলা করেন। ইহাই তাঁহার অবতারত্ব। যোগস্থ জনের বাক্য ছন্দে উচ্চারিত হইবেই। শ্রীভগবান্ ছন্দোবন্ধে যে কথা কহিয়াছিলেন, এরূপ ভাবে ইহা বুঝিতে আপত্তি কি? বেদ ছন্দে আবদ্ধ। উপনিষদের বহু শ্লোক ও গীতার শ্লোক প্রায়ই এক। বহুশাস্ত্রে এক শ্লোকও দেখা যায়। যাঁহাদের দেহ বাক্য ও মন এক ছন্দে স্পন্দিত হয় তাঁহাদের ভাব একই হইবে—এক ভাষা হইবে। বহু জনের স্পন্দন এক ভাষাতেই বাহির হইবে।

ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণ রচনা করিবার সময় মুখবন্ধ করিতেছেন "প্রণম্যধ্যানসংযুক্তং রামায়ণ মুদীরয়েৎ।" এখনকার পুস্তক লেখা, চরিত্র আঁকা, কল্পনা করিয়া। যতকিছু দেখা হইয়াছে তাহারই সুন্দর অংশ বা কুৎসিৎ অংশ কল্পনায় বাড়াইয়া বা কমাইয়া লেখা হয়; কিন্তু ধ্যান করিতে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর চিত্তের সহিত এক হইয়া যাইত। শুধু একজনের নহে, যত জনের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতেন, ততজনের চিত্তের উপর নিজের চিত্ত পতিত হইত। কাজেই বলা হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে যেমন যেমন কথা হইয়াছিল—এমন কি যিনি যাহা মনে ভাবিয়াছিলেন, ব্যাসদেব তাঁহাদের সকলের সহিত একচিত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সমস্তই জানিয়াছিলেন; আবার সঞ্জয়কেও ঐ শক্তি দিয়াছিলেন বলিয়া সঞ্জয় তাহা জানিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল চরিত্রের সকল বাক্য ছন্দে উচ্চারিত হইতে পারে না—কারণ 'সু কু' সকল চরিত্রই কিছু ছন্দে থাকে না। পুস্তক রচনাকালে ছন্দে বাক্য উচ্চারণ করা শ্রেয়ঃ বলিয়া রচয়িতা সকলকেই ছন্দে কথা কহাইতে পারেন। এই কারণে বলা যায় ভগবান্ ব্যাস কোথাও ছন্দে থাকিয়া নিজে রচনা করিয়াছেন, কোথাও ভগবানের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে যেমন ছন্দোবন্ধে কথা বাহির হইয়াছে, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সে কালে সমস্ত পুস্তকই যে ছন্দে রচিত হইত ইহা অসভ্যতার চিহ্ন নহে, বরং সভ্যতার চিহ্ন। এখনকার লোকের ব্যভিচার এত অধিক, যে লোকে ছন্দে থাকিতে পারে না। তখন হৃদয় শুদ্ধ ছিল, ভগবদ্ বাক্যে সন্দেহ ছিল না, কাজেই শরীর বাক্য ও মনকে ছন্দে স্পন্দিত করিতে অনেকেই অভ্যাস করিতেন, অনেকেই পারিতেন। বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তি ও পরা অবলম্বনে ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলে ছন্দোন্নত থাকা হয়। সে কালের মহাত্মগণ প্রায়ই বাক্যকে ছন্দে স্পন্দিত করিতে পারিতেন, যাঁহারা পারিতেন না তাঁহারাও ছন্দে রচনা করিতে চেষ্টা করিতেন। ভগবান্ শ্রীবাল্মীকি তমসা তীরে ক্রৌঞ্চ মিথুন-শোকে যাহা

উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাও ছন্দোবদ্ধ হইয়াই উচ্চারিত হইয়াছিল। শোক অনেক সময়ে সাধু হৃদয়কে ছন্দে লইয়া যায়।

যেখানে ছন্দ সেইখানেই আনন্দ। যেখানে ছন্দোভঙ্গ সেইখানেই দুঃখ। কোন মানুষের কথা মিষ্ট, কাহারও গীত মিষ্ট ইহার কারণ যিনি যত ছন্দে থাকেন তাঁহার চিত্ত আনন্দময়কে বা আনন্দময়ীকে ততই স্পর্শ করিয়া স্পন্দিত হয় বলিয়া বেদের মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ। একটী অক্ষর এদিক ওদিক করিলেই ছন্দোমত স্পন্দন হইল না, কাজেই মন্ত্রজপের সম্যক্ ফল হইল—না। যাঁহারা নিজের ইচ্ছামত বাক্য প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর উপাসনা করেন, তাঁহাদের ছন্দ থাকে না বলিয়া কার্য্যও হয় না। মন্ত্রজপ এই জন্য শাস্ত্র বিধিমত হওয়া আবশ্যক। মন্ত্র জপ করিতে করিতে রূপদর্শন হইবেই। কারণ যাহাতেই চিত্ত সমাধান করা যাউক না কেন চিত্ত সমাধান করিলেই বস্তুর স্বরূপ দর্শন হইবেই। নামে চিত্ত সমাধান করিলে নামীর দর্শন অবশ্যই হইবে; সকল বস্তুর মূলে শ্রীভগবান আছেন বলিয়া। বিজ্ঞান পরীক্ষিত সত্যও ইহা, যে যেখানে শব্দ সেইখানে রূপ থাকিবেই। প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে রূপ আছে। মন্ত্র জপে যেমন যেমন স্পন্দন হয় দীর্ঘ অভ্যাসে তেমন তেমন রূপেরও প্রকাশ হয়। নামের সঙ্গে নামী সর্ব্বদা আছেন—অধিক অভ্যাসে চিত্তে ভাসিয়া উঠেন—ভাবের সহিত জপ করিলে কথাও কহেন।

ছন্দতত্ত্ব বড় আনন্দপ্রদ। গুরুমুখে ইহা শ্রবণ করিয়া মনন করিলে বহু সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে এবং বেদও কৃপা করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ—সাংখ্যযোগঃ।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১ ॥

নী নী
তথা "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইত্যুক্তপ্রকারেণ
অ ম
স্বজনমরণপ্রসঙ্গদর্শনেন কৃপয়াবিষ্টং "মমৈতে" ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ
নী
স্নেহবিশেষঃ কৃপা তয়া কৃপয়া স্নেহেন নতু দয়য়া পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছা-
নী ম আ ম নী
রূপয়া আবিষ্টং ব্যাপ্তং অধিষ্ঠিতম্ অতএব বিষীদন্তং সীদন্তি
নী আ
মম গাত্রাণি" ইত্যাদিনা উক্তরূপং বিষাদং প্রাপ্নুবন্তম্ শোচন্ত-
ম ম ম
মিত্যর্থঃ অতএব কৃপা-বিষাদবশাৎ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ অশ্রুভিঃ পূর্ণে
আ ম ম অ
আকুলে সমাকুলে দর্শনাক্ষমে চেক্ষণে যস্য তং অশ্রুব্যাপ্ততরলাক্ষং তং
ম শ্রী আ
অর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ মধুনামানমসুরং সূদিতবানিতি মধুসূদনো
আ ম আ আ
ভগবান্ দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তা ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যম্ উবাচ উক্তবান্ নতূ-
ম
পেক্ষিতবান্ ॥১॥

মধুসূদন উক্তপ্রকারে স্নেহার্দ্রাহৃদয়, বিষাদমগ্ন, অশ্রুপূর্ণাকুললোচন সেই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

জ্ঞাতব্য] প্রঃ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কি বলা হইবে ?

উ.। দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া ।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥শ্রী

শোকসন্তপ্ত অর্জ্জুন যুদ্ধাদিক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিরূপ পরধর্ম্মগ্র ইচ্ছুক। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ না হইলে শোক মোহ সমূলে বিনষ্ট হয় শ্রীভগবান্ তাই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষ অধ্যায়ে বলিতেছেন। আত্মা কি এই বিচার ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা জন্মে।

প্রঃ। কৃপা, করুণা, দয়া ইহাদের পার্থক্য কি ?

উঃ। করুণা ও দয়া এক। যত্নপূর্ব্বক পরক্লেশহরণের যে ইচ্ছা, তাহাই করুণা বা দয় "যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে। ইচ্ছা ভূমি সুরশ্রেষ্ঠ ! সা দয়া পরিকীর্ত্তিত

[পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসা

কিন্তু মোহ জন্য "আমার আমার" করিয়া মমতা বা স্নেহের নাম কৃপা। "মৈ

ম

ইতি বা মোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ কৃপা।"

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

নী শ্রী ব
হে অর্জ্জুন স্বচ্ছস্বভাব ! কুতঃ কুতোহেতোঃ ত্বা ত্বাং ক্ষত্রি
বি ব
চূড়ামণিং বিষমে অত্র সংগ্রাম-সঙ্কটে ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং অনার্য্যজুষ্ট
বি ব ব
আর্য্যৈঃ সুপ্রতিষ্ঠিতলোকৈঃ মুমুক্ষুভিঃ ন জুষ্টং ন সেবিতং অস্বর্গ
বি বি ম
অকীর্ত্তিকরং ঐহিক-পারত্রিক-সুখপ্রতিকূলং কশ্মলং শিষ্টবিগর্হি
ম বি বি
ত্বেন মলিনং মোহং সমুপস্থিতং প্রাপ্তমভূৎ ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন, এই সংগ্রাম-সঙ্কটে কেন তোমা এতাদৃশ ইতরজনসেবিত ঐহিক-পারত্রিক-অসুখকর মোহ উপস্থিত হইল ? ২

প্রঃ। ভগবান্ কাহার নাম ?

উঃ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥
উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্রমোক্ষ ভগ অর্থ। ভগ যাহাতে আছে তিনি ভগবান্। আরও জীবের উৎপত্তি, বিনাশ, সম্পদ্ বিদ্যা, অবিদ্যা যিনি জানেন তিনি ভগবান্।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ* নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ম ম ম নী
হে পার্থ পৃথাতনয় ক্লৈব্যং নচ শক্নোমবস্থাতুমিত্যুক্তরূপং নির্বী-
বি ব আ
র্য্যত্বং মাস্মগমঃ মা প্রাপ্নুহি, এতৎ ঈদৃশং ক্লৈব্যং ত্বয়ি সাক্ষান্মহেশ্বরে-
আ ম বি
ণাপি কৃতাহবে প্রখ্যাত-পৌরুষে, ন উপপদ্যতে ন যুজ্যতে, অন্যস্মিন্
ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপপদ্যতাং, ত্বয়ি মম সখ্যৌ তু ন উপযুজ্যতে।
ব শ্রী ম
হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং মনসো-
ম ম ম ব
ভ্রমণাদিরূপমধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা বিবেকেনাপনীয় উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়
ব
সজ্জীভব ॥৩॥

হে পার্থ, ক্লীবভাব ত্যাগ কর, ইহা তোমাতে শোভা পায় না। হে পরন্তপ তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও॥ ৩॥

প্রঃ। সাধারণ লোকে কর্ত্তব্যসম্পাদনে যে ক্লীবভাব প্রকাশ করে, তাহার সহিত অর্জ্জুনের ক্লৈব্যের কি কোন পার্থক্য আছে?

উঃ। "আর পারি না" সাধারণ লোকে এইরূপে কর্ত্তব্যকালে আলস্য ভয় ইত্যাদি প্রকাশ করে। ইহাই তাহাদের ক্লীবত্ব। অর্জ্জুনের হৃদয়দৌর্ব্বল্য এরূপ নহে। অর্জ্জন "পারিনা" বলিতেছেন না—বলিতেছেন "যুদ্ধ করিব না।" কাপুরুষেই বলে "পারি না" অর্জ্জুন নিজের সামর্থ্য অবগত ছিলেন। সকলকে বিনাশ করিতে তিনি সমর্থ। ধর্ম্মভাববশে তিনি গুরু ও স্বজনবধাদি হইতে বিরত হইতে চাহেন। ইহা ধর্ম্মজনিত বৈরাগ্য।

প্রঃ। অর্জ্জুন মনুষ্যবিনাশভয়ে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন না। নরহত্যা নিষ্ঠুর কার্য্য, ভগবান এই কার্য্য জন্য অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিতেছেন কেন?

উঃ। যেমন পালন ও সৃষ্টি, জগতের নিয়ম, সেইরূপ বিনাশও জগতের নিয়ম। যেখানে একটি বিষাক্ত অঙ্গুলি ছেদন করিলে জীবন রক্ষা হয় সেখানে অঙ্গুলিছেদন আবশ্যক। ধর্ম্মই জগতের জীবন। ধর্ম্মহীন মনুষ্য জগৎরূপ শরীরী পদার্থের বিষাক্ত অঙ্গ। এজন্য ধর্ম্মবিঘ্নকারী মনুষ্য যখন কোনও ক্রমে ধর্ম্মপথে না আইসে, তখন ভগবান্ তাহাদিগকে বিনাশ করেন। এ বিনাশও জগতের রক্ষার জন্য, দুর্য্যোধন কিছুতেই ধর্ম্মপথে আসিবে না, দুর্য্যোধনকে ভগবান্ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তন হয় নাই। এজন্য দুর্য্যোধন পাপী। পাপীর বিনাশ আবশ্যক যদি সে পাপত্যাগ না করে। বিশেষ ভগবান্ অর্জ্জুনকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন মাত্র। যাহা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য, তাহাই বলিয়া দিতেছেন। তিনি প্রবর্ত্তক নহেন ইহা পরে আরও স্পষ্ট আছে।

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চমধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

শ্রী ব ম
হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন হে মধুসূদন, মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধন-
ম
দ্বয়ং শোকব্যাকুলত্বেন পূর্ব্বাপরামর্শবৈকল্যাৎ, কথম্ অহং সংখ্যে
আ ম আ
রণে পূজার্হৌ কুসুমাদিভিরর্চ্চনযোগ্যৌ ভীষ্মং পিতামহং দ্রোণঞ্চ
ব ম ম ম
বিদ্যাগুরুং ইষুভিঃ সায়কৈঃ প্রতিযোৎস্যামি প্রহরিষ্যামি। যতস্তৌ
পূজার্হৌ কুসুমাদিভিবর্চ্চন-যোগ্যৌ, পূজার্হাভ্যাং সহ ক্রীড়া-
স্থানেঽপি বাচাপি লীলাযুদ্ধমনুচিতং কিংপুনর্যুদ্ধভূমৌ শরৈঃ
ম বি
প্রহরণমিত্যর্থঃ। অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেব দাতুমর্হামি,
বি
নতু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি কিরূপে রণক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম দ্রোণের সহিত বাণদ্বারা যুদ্ধ করিব ? ॥ ৪ ॥

প্রঃ। কিছু দিন পূর্ব্বেইত অর্জ্জুন ভীষ্মদ্রোণাদির সহিত বিরাট রাজ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনত এসমস্ত যুক্তি ছিল না ?

উঃ। সেই সময়েও দুর্য্যোধনের উপর মাত্র ক্রোধ ছিল। ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদিকে প্রথমে অর্জ্জুন প্রহার করেন নাই। শেষেও সম্মোহন অস্ত্রে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু এ যুদ্ধ ভয়ানক হইবে অর্জ্জুন বুঝিয়াছিলেন, এজন্য প্রাণনাশ আশঙ্কায় শোকমোহাচ্ছ হইয়াছিলেন।

প্রঃ। মধুসূদন অরিসূদন এক শ্লোকে দুই বিশেষণ কেন ?

উঃ। শোক বশতঃ অর্জ্জুনের এরূপ সম্বোধনে পুনরুক্তি-দোষ হয় নাই।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

ব
মহানুভাবান্ মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽনুভাবো বেদাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যাদি-
ব আ শ্রী
হেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্ গুরূন্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ অহত্বা পরলোক-
শ্রী আ শ্রী
বিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা হি ইহলোকে ব্যবহারভূমৌ নতু পরলোকে

ভৈক্ষ্যমপি [ম] ক্ষত্রিয়াণাং নিষিদ্ধং ভিক্ষয়া প্রাপ্তমন্ন মপি [বি] ভোক্তুং শ্রেয়ঃ [ম] প্রশংস্যতরম্, [ব] ঐহিকদুর্য্যশোহেতুত্বেঽপি [ব] পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ। তু তুশব্দোঽপ্যর্থে কিন্তু অর্থকামান্ অর্থলুব্ধান্ [বি] গুরূন্ হত্বা ইহএব [ব] লোকে [শ্রী] রুধিরপ্রদিগ্ধান্ [শ্রী] রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ [শ্রী] লিপ্তান্ [ব] রুধিরমিশ্রান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় [শ্রী] অশ্নীয়াম্। [বি] এতেষাম্ অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্গুরুত্বমস্ত্যেব। অতএব এতদ্বধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো-দুষ্কৃতমিশ্রঃ [বি] স্যাদিতি ॥৫॥

মহানুভব গুরুগণকে বিনাশ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও শ্রেয়ঃ। কিন্তু অর্থলোভী গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকেই ইহাদের রুধিরলিপ্ত ভোগ সকল উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

প্রঃ। গুরুজন কাহারা।

উঃ। উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাচৈব মহীপতিঃ।
মাতুলঃ শ্বশুর স্ত্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ।
বন্ধুজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরুবঃ স্মৃতাঃ॥

অর্জ্জুনঃ। যাঁহাদিগকে ফুল চন্দন দিয়া অর্চ্চনা করা উচিত কিরূপে শরদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব ?

ভগবান্। যদি তুমি দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে আপনার প্রাপ্য রাজ্য উদ্ধার জন্য যুদ্ধ না কর তবে তুমি ক্ষত্রিয় কিরূপে ? আরও বিচার্য্য এই যে ভিক্ষান্ন দ্বারা ক্ষত্রিয়ের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তবে বল দেখি তোমার দেহযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে ?

অর্জ্জুন। দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে গেলে ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজন তাহার পক্ষে যোগ দিবেন, কারণ তাঁহারা উহার অন্ন খাইয়াছেন। এস্থলে গুরুজনদিগকে বিনাশ করিতে হইবে ; তাই বলিতেছি মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া ক্ষত্রিয়-নিষিদ্ধ ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবনধারণও শ্রেয়ঃ।

ভগবান্। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ স্মৃতিঃ।

যদ্যপি গুরু অহংকারী, কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী হন তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত। ইঁহারা অধর্ম্ম পক্ষে যোগ দিয়াছেন বলিয়া ইঁহারা উৎপথগামী।

অর্জ্জুন। ইহাঁরা কি মহানুভব নহেন ?

ভগবান্। ভীষ্ম আপনিই বলিয়াছেন।

অর্থস্য পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থানকস্যচিৎ।
ইতিসত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥

পুরুষ অর্থের দাস। অর্থ কাহারও দাস নহে সত্য, আমি কৌরবের অর্থে বড়ই আবদ্ধ। আর দ্রোণাচার্য্য তোমার অস্ত্রবিদ্যার গুরু বটেন কিন্তু তিনিও অর্থলোভী ইহা কি বলা যায় না ?

অর্জ্জুন। তবে কি ইঁহারা গুরু নহেন ?

ভগবান্। যিনি মোক্ষজ্ঞান প্রদান না করেন তিনি গুরুজন হইলেও ভবভয়ত্রাতা গুরুস্থা নহেন।

অর্জ্জুন। তুমিই বল যে আসনে উপবেশন করিয়া ইহঁারা বিষয় ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া সেই আসনে বসিয়া যখন আমি বিষয় সেবা করিব তখন কি আমা ভোগ্য বিষয়ে উঁহাদের রুধিরে লিপ্ত থাকিবে না ?

ভগবান্। দুর্য্যোধনকে বধ করিতে গেলে যদি ইঁহারা অধর্ম্মকে রক্ষা করিতে আইসেন আ তুমি ইঁহাদের সহিত যুদ্ধ কর তবে তাহাতে তোমার অপরাধ কি ?

অর্জ্জুন। ইঁহাদের পক্ষে কোন প্রকার চরিত্র দোষ হইতে পারে না কারণ ইহাঁরা তেজস্বী। শাস্ত্র বলিতেছেন,

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

অতএব ইহাঁদিগকে বধ করিলে ইহাঁদের রুধিরলিপ্ত ভোগ লাভ হইবে। অতএ ভিক্ষাই আমার শ্রেয়।

নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বাজয়েম যদিবা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

শ্রী বি বি
নঃ অস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়য়োর্ম্মধ্যে কিং খলু গরীয়ঃ
ম আ নী
শ্রেষ্ঠং এতৎ চ ন বিদ্মঃ জানীমঃ যদ্বা জয়েম বয়ং এতান্ শত্রূন্
শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী
জেষ্যামঃ যদিবা নঃ অস্মান্ জয়েয়ুঃ এতে দুর্য্যোধনাদয়ঃ জেষ্যন্তি।
নী নী আ আ
কিঞ্চ ইষ্টনাশাজ্জয়োঽপি পরাজয়রূপ এব যতঃ যান্ বন্ধূন্ এব
ম
হত্বা ন জিজীবিষামঃ জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ কিংপুনর্ভোগান্‌ভোক্তুং
ম ম ম
ইত্যর্থঃ, তে ধার্ত্তরষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধিনো ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ প্রমুখে
ম
সম্মুখে অবস্থিতাঃ ॥৬॥

যদি আমরা জয় করি, অথবা আমাদিগকে ইহারা জয় করে, ইহার মধ্যে আমাদের কোন্‌টি শ্রেয়ঃ জানি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া জীবিত থাকিতে অভিলাষ হয় না, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬ ॥

ভগবান্—তুমি যে ভিক্ষাই শ্রেয়ঃ বলিতেছে তাহা নিতান্ত ভ্রম। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই শ্রেয়ঃ।

অর্জ্জুন—যুদ্ধই বা শ্রেয়ঃ কিরূপে ? ইহারা জয়ী হউক বা আমরা জয়ী হই ইষ্টনাশ করিয়া

জীবনে কি লাভ ? ইষ্টনাশ পরাজয়মধ্যেই গণ্য। এজন্য ইহাদিগকে বধ করিয়া বাঁচিতে চাই না। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার আর কোন কর্ম্মে ইচ্ছা নাই সকল কর্ম্ম যেন আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি কোন্ বিষয়ে অধিকারী বুঝিতে পারিতেছি না।

ভগবান্—তোমার বিষাদ-যোগ পূর্ণ হইয়াছে। যদি এই অবস্থা তোমার স্থায়ী হইত, তবে তুমি জ্ঞান লাভ করিতে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তুমি জ্ঞান শ্রবণে অধিকারী।

অর্জ্জুন—আমিত শুনিয়াছি সেই ব্যক্তির মোক্ষে অধিকার, যিনি "বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাঽখিলবেদার্থোঽস্মিন্‌জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জ্জন-পুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্টানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"

ভগবান্—জ্ঞানে যে ব্যক্তি অধিকারী তাহার কর্ম্ম গুলি ভাল করিয়া ধারণা কর, আমি দেখাইয়া দিতেছি, তোমার সেই সেই অবস্থা আসিয়াছে।

অর্জ্জুন—আচ্ছা জ্ঞানে অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা বলিতেছি, তুমি দেখাইয়া দিও—আমার এই অবস্থা আসিয়াছে কিরূপে ?

(১) বিধি পূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন দ্বারা বেদার্থে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা।

(২) এই জন্ম বা জন্মান্তরের জন্য পুত্রেষ্ট্যাদি কাম্যক্রিয়া ও ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়া বর্জ্জন।

(৩) নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি।

(৪) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান, এই ছয় প্রথম সাধন, "ইহা মুত্র ফল ভোগ বিরাগ" দ্বিতীয় সাধন, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক তৃতীয় সাধন, এবং চতুর্থ সাধন মুমুক্ষা—এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানে অধিকারী।

ভগবান্—তোমার এই বিষাদযোগে সন্ন্যাস অবস্থা সূচিত করিতেছে।

(১) "কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ" ইত্যাদি শ্লোকে সূচিত হইতেছে যে বাহ্য বিষয় হইতে মনের নিগ্রহ হইয়াছে, ইহার নাম শম।

(২) "কিং ভোগৈঃ" ইত্যাদিতে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বুঝাইতেছে, ইহা দম।

(৩) "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদিতে লোভশূন্যতা বুঝাইতেছে, ইহা উপরতি।

(৪) "তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ" ইত্যাদিতে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা বা তিতিক্ষা।

(৫) "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ" ইত্যাদিতে ঐহিক ফলবৈরাগ্য।

(৬) "অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য" ইত্যাদিতে পারলৌকিক ফলবৈরাগ্য।

(৭) "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদিতে স্থূল দেহাতিরিক্ত আত্মবোধ।

(৮) "শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপি" ইত্যাদিতে ভৈক্ষ্যচর্য্যসন্ন্যাস।

(৯) "নচ শ্রেয়ঃ" ইত্যাদিতে আত্মাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহিতন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

আ

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ ইতি শ্রুতেঃ। কৃপণস্য ভাবঃ কার্পণ্যং দৈন্যং

আ
তেন দোষেণোপহতো দূষিতঃ স্বভাবঃ চিত্তমস্যেতি ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ
ব
ধর্ম্মে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়স্য মে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং বেত্যেবং
ব ব ব শ্রী
সন্দিহানং চেতো যস্য স ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বাং পৃচ্ছামি, অতঃ
ম ম ব
মে যন্নিশ্চিতং ঐকান্তিকমাত্যন্তিকঞ্চ শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎব্রূহি সখায়ং ত্বাং
ব শ্রী
কথমুপদিশামি ইতি চেৎ তত্রাহ অহং তে শিষ্যঃ শাসনার্হঃ ত্বাং প্রপন্নং
শ্রী শ্রী
শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥৭॥

আমি দীনতা-অভিভূত-চিত্ত হইয়া এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিহান হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহা আমার শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দাও ॥৭॥

প্রঃ। অর্জ্জুন উপদেশ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন ইহার অন্য প্রমাণ কি ?

উঃ। "আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত" অর্জ্জুনের এই ব্যাকুল ভাবই অর্জ্জুনের উপদেশগ্রহণের অধিকার সূচনা করিতেছে।

প্রঃ। "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ" ইহার স্পষ্টার্থ কি ?

উঃ ১। "তস্মাদেতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যামঃ" ইতি কার্পণ্যম্ শ্রীধরঃ। স্বজন-বিনাশে বাঁচিব কিরূপে, ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তির মত জীবন ব্যয়ে কাতর এই জন্য কৃপণ।

(২) যোঽল্পাং স্বল্পামপি বিত্তক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ "যোবা এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঅস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ ইতি শ্রুতিঃ" কৃপণ কথার লৌকিক অর্থ এই যে, যে নিজের অল্প ক্ষতিও সহ্য করিতে পারে না, আর ইহার বৈদিক অর্থ এই যে যে ব্রহ্মকে বিদিত না হইয়া পরলোকে গমন করে সেই কৃপণ। মমতা, অজ্ঞান, অভিমান ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। যে ব্যক্তি মমতা বা অভিমান বা অজ্ঞান ত্যাগ করিতে কুণ্ঠ সেই কৃপণ। এই দোষে যে ব্যক্তি অভিভূতচিত্ত সেই "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ"।

প্রঃ। অর্জ্জুন ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা কিরূপে ?

উঃ। যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনগ্রহণে প্রস্তুত বলিয়া তিনি ধর্ম্ম মূঢ়।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্ ।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

শ্রী ম শ্রী
ভূমৌ অসপত্নং নিষ্কণ্টকং শত্রুবর্জ্জিতম্ ঋদ্ধং সমৃদ্ধং শস্যাদি-

সম্পন্নঞ্চ রাজ্যং তথা সুরাণাম্ আধিপত্যং সুরেন্দ্রত্ব মপিচ অবাপ্য যৎ কর্ম্ম মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং সর্ব্বদা সন্তাপকরং শোকম্ অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ দূরীকুর্য্যাৎ, তদহং নহি প্রপশ্যামি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তৎ তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামি ইত্যন্বয়ঃ ॥৮॥

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি দেবগণের আধিপত্য পাইলেও আমার ইন্দ্রিয়সন্তাপকর এই শোক অপনয়ন করিতে পারে এমন কিছুই আমি দেখিতেছি না ॥৮॥

ভগবান্ - অর্জ্জুন! আমি তোমার সখা। তুমি নিজেই বিচার করিয়া কর্ত্তব্য কর। আমি ত সহায় আছিই।

অর্জ্জুন—কৃষ্ণ তুমিই গুরু কিন্তু জ্ঞাতিবধে যে শোক হইবে রাজ্যই লাভ করি বা ইন্দ্রত্বই প্রাপ্ত হই, এ শোক দূর করিবার উপায় দেখিতে পাই না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীংবভূব হ ॥৯॥

সঞ্জয় উবাচ গুড়াকেশঃ জিতালস্যঃ পরন্তপঃ শত্রুতাপনোহর্জ্জুনঃ হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেনান্তর্যামিণং এবং প্রাগুক্তপ্রকারেণ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিনা উক্ত্বা নযোৎস্যে. ন সম্প্রহরিষ্যে অত্যন্তাসহ্যশোকপ্রসঙ্গাৎ ইতি গোবিন্দং সর্ব্ববেদজ্ঞং উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ। স্বভাবতো জিতালস্যে শত্রুতাপনে চ তস্মিন্নাগন্তুকমালস্যমতাপকত্বঞ্চ নাস্পদমাধাতীতি দ্যোতয়িতুংহশব্দঃ ॥৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনলস শত্রুতাপন অর্জ্জুন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে এই সকল কথা বলিয়া, 'হে গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না' এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদংবচঃ ॥১০॥

হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র হৃষীকেশঃ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ সেনয়ো রুভয়োর্ম্মধ্যে যুদ্ধায়োদ্যতয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তং মহতা সংরম্ভেণতু যু ভূমাগত্য দেহাত্মনোর্যাথার্থ্যাজ্ঞাননিমিত্তং বিষাদংমোহং প্রাপ্নুবন্ত তং অর্জ্জুনং প্রহসন্ ইব অকস্মান্নিরুদ্যোগং পার্থমালোক্য সখ্যভাবে পরিহাসবাক্যং বদন্নিব ইদং বক্ষ্যমাণম্ অশোচ্যান্ ইত্যারভ্য অহ ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি ইত্যাদি বচঃ অতি গম্ভীরার্থ বচনম্ উবাচ উক্তবান্ নতূপেক্ষিতবান্। ইবেতি তদৈব শিষ্যতা প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌচিত্যাদীষদধরোল্লাসং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হে রাজন্! উভয় সেনার মধ্যে শোকাবিষ্ট অর্জ্জুনকে হৃষীকেশ যে উপহাস করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥

প্রঃ। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, তিনি বিষাদগ্র তথাপি ভগবান্ হাসিলেন কেন?

উঃ। প্রায় সকল টীকাকারই এক এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন।

১। "উপহাসং কুর্ব্বন্নিব তদাশ্বাসার্থং" আনন্দ গিরিঃ।

২। প্রসন্নমুখঃ সন্ ইত্যর্থঃ—শ্রীধরঃ।

৩। অনুচিতাচরণপ্রকাশনেন লজ্জাম্বুধৌ মজ্জয়ন্নিব" মধুসূদনঃ।

৪। মূঢ়োঽপ্যয়মমূঢ়বদ্বদতীতি প্রহসন। ইতি নীলকণ্ঠঃ।

৫। অকস্মান্নিরুদ্যোগং পার্থমালোক্য পরিহাসবাক্যং বদন্নিব" রামানুজঃ।

৬। অহো তবাপীদৃগ্ বিবেক ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্ অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপা সিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্ ইত্যর্থঃ, বলদেবঃ।

৭। অহো তবাপ্যেতাবান্ খলু অবিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্য প্রকাশেন লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্, বিশ্বনাথঃ। সকল টীকাকারগণের বাক্য হইতে ইহা সংগ্র করা যায়—যে ভগবানের সখা হইয়াও অর্জ্জুন কিরূপ অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াছেন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে গৃহে বসিয়া যুদ্ধ উপেক্ষা করিলেই হইত। তাহা নহে, মহা আড়ম্বরে য উদ্যোগ করিয়া যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য আসিয়াছেন, তিনি অকস্মাৎ অস্ত্র শস্ত্র ফেলি 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহাই ভগবানের হাস্যের কারণ। কখন যাহা দেখা যায় না তাহা দেখিলেই একটু হাসি আসিয়া থাকে।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

শ
শ্রীভগবান্ উবাচ। অশোচ্যান্ ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্ম-
শ নী
দ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ তান্ দেহাদ্যুপাধি-
নী শ্রী
নাশেঽপ্যাকাশবৎ নাশরাহিত্যেন অশোচনীয়ান্ কুতস্ত্বা কশ্মল
শ্রী
মিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি ত্বং অন্বশোচঃ
নী
কথমেতে গুরবো ময়া হন্তব্যাঃ কথং বা তৈর্ব্বিনাহং জীবিষ্যামীতি
নী নী শ্রী শ
শোকং কৃতবান্ অসি এবং মূঢ়োঽপি পুনঃ চ প্রজ্ঞাবাদান্ বুদ্ধিমতাং
নী নী শ্রী
দেহাদন্যমাত্মানং জানতাং বাদান্ শব্দান্ "নরকে নিয়তং বাসঃ"
নী ম ব
'পতন্তি পিতরোহ্যেষাম্' ইত্যাদীন্ ভাষসে বদসি ন চ তে প্রজ্ঞা-
ব বি শ
লেশোঽপ্যস্তীতিভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং
শ হ
তে আত্মজ্ঞাঃ গতাসূন্ গতাঃ অসবঃ প্রাণা যেষাং তে গতাসবঃ তান্
হ শ শ শ
গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ ন অনুশোচন্তি
ব ম ম
ন শোচন্তি। ত্বমপি পণ্ডিতো ভূত্বা শোকং মাকার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥১২॥

দ্রষ্টব্য—ভগবান্ শঙ্কর এই শ্লোক হইতে গীতা ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আরম্ভেই বলিয়া রাখি—যোগ বাশিষ্টে দেখা যায় অর্জ্জুন জীবন্মুক্ত। ভক্তচূড়ামণি অর্জ্জুন সব জানিয়াও জীবের উপকারের জন্য অতি সহজ সহজ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাহারা অশোচ্য শোচনার অযোগ্য, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, অথচ বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ! পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতের জন্য শোক করেন না॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন—যুদ্ধে এই সমস্ত লোক মরিবে এই ভাবিয়াইত শোক করিতেছি আশোচ্য বিষয়ে শোক করিলাম কিরূপে ?

ভগবান্—যখন কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার (১) আত্মা হত হয় বলিয়া শোক ? (২) অথবা আত্মা দেহ ছাড়িয়া যায় বলিয়া শোক ? (৩) অথবা দেহটা বিনষ্ট বলিয়া শোক ?

অর্জ্জুন—যুদ্ধে কি ইহারা মরিবে না ?

ভগবান্—তাইত জিজ্ঞাসা করিতেছি—দেহ মরিবে ? না, আত্মা মরিবে ? দেহ মাটী, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতে এই দেহ গঠিত, খানিকটা মৃত্তিকা বা থাকিল বা গেল তাহাতে কাহার দুঃখ হয় ? আর আত্মা ? আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনাশী। তবে শোক করিবে কাহার জন্য ?

অর্জ্জুন—দেহটা যে একবারে কাষ্ঠের মত জড়, তাহাও যেমন ভাল করিয়া বুঝি সেইরূপ আত্মা যে, সুখদুঃখাতীত পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ চৈতন্য, তাহাও বুঝিতে পারি জড় ও আত্মার স্বরূপ কি তাহাইত ধারণা নাই।

ভগবান্—ইহাইত মূঢ়তা। এত দিন ধরিয়া সকল কর্ম্ম করিলে, কিন্তু আদত করিলে না। এই জন্যইত কার্য্যকালে মূঢ়ের মত অবস্থান করিতেছ। মূঢ় ব্যক্তিই করে, পণ্ডিতেরা জানেন যে চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্।

অর্জ্জুন—আমাকে চৈতন্য ও জড়ের স্বরূপ বুঝাইয়া দাও, তবেত আমার মোহ যাই কিন্তু আমি দুঃখের কথাইত বলিলাম, বিজ্ঞের মত কি বলিয়াছি ?

ভগবান্—চৈতন্য ও জড় কি ক্রমে বুঝিবে। তজ্জন্যই এই আয়োজন। যাহা তাহা ধীরভাবে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর ; সমস্তই বুঝিবে।

অর্জ্জুন—কিন্তু বিজ্ঞের মত কি বলিলাম, যে উপহাস করিলে ?

ভগবান—তুমি পণ্ডিতের কথাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ। দেহত্যাগ হইলেও আত্মা থাকে তাহাও স্বীকার করিতেছ, বলিতেছ, 'পতন্তি পিতরোহ্যেষাং' 'নরকে নিয় বাসঃ।' মৃত্যু হইলেই যদি আত্মারও বিনাশ হইত, তবে আর নরকভোগ হইবে কাহা এজন্য বলিতেছি নিত্যানিত্য-বস্তু-বিচার কর—আত্মা কি জান, দেখিবে মৃত বা জীবি জন্য শোকের কোন হেতু নাই।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥১২॥

অহম্ ইতঃ পূর্ব্বং জাতু কদাচিৎ ন আসম্ ইতি তু নৈব। নিত্যমেবাসমিত্যভিপ্রায়ঃ তথা ত্বং ন আসীঃ ইতি ন, কিন্তু সীরেব। ইমে জনাধিপাঃ রাজানঃ ন আসন্ ইতি ন কিন্তু সন্নেব অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমেচ সর্ব্বেবয়ং অতঃপরং অস্মাদনন্ত কালে ন ভবিষ্যামঃ ন স্থাস্যাম ইতি চন এব অপিতু স্থাস্যাম এবে জননমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ দেহনাশাদাত্মনাশঃ নাস্তী

নী নী
ভীষ্মাদয়ঃ ন শোচনীয়াঃ। নন্বু স্নেহস্থানাত্মত্বে কথং তৎপীড়য়ায়ং
পীড্যত ইতি, চেৎ যক্ষবৎ তদভিমানমাত্রাদিতি ভ্রমঃ। যদা হি
যক্ষঃ পরশরীরে বিশতি, তদা তৎপীড়য়া দেহ-পতি র্ন বাধ্যতে,
তস্য তদানীং দেহাভিমানাভাবাৎ, যক্ষস্তু বাধ্যতেঽভিমানসত্বাদিতি
নী
লোকে প্রসিদ্ধম্ ॥১২॥

আমি কখন ছিলাম না তাহা নহে, আর তুমি ছিলে না তাহা নহে, এই রাজন্যবর্গও ছিলেন না, এরূপ নহে। ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না, তাহাও নহে ॥১২॥

অর্জ্জুন—তুমি আমি ও এই সমস্ত রাজা যে এখন আছে, তাহাত দেখিতেছি, কিন্তু তুমি যে বলিতেছ আমরা পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ইহা কি ?

ভগবান্ঃ—আমাদের দেহ আছে ও আত্মা আছে। আমি ইহাদের আত্মার কথা বলিতেছি।

অর্জ্জুন—আমাদের এই আত্মাই কি পূর্ব্ব জন্মে অন্য দেহ ধারণ করিয়াছিলেন এবং পরজন্মেও অন্য দেহ ধারণ করিতে পারেন ? আমিত ইহা অনুভব করিতে পারি না, তুমি জান কিরূপে ?

ভগবান্—আমার আত্ম-জ্ঞান আছে বলিয়া আমি সমস্ত জানি, তোমার আত্ম-জ্ঞান নাই বলিয়া তুমি জান না। আমার সর্ব্বদা আত্মবস্তুতে লক্ষ্য আছে এ জন্য আমি বাহ্য সকল কার্য্যই করি, অথচ শোকমোহ আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার আত্মবস্তুতে লক্ষ্য নাই এ জন্য বাহ্য কার্য্য করিতে গেলে সুখ দুঃখ, মান অভিমান, জয় পরাজয়, শোক মোহাদিতে তুমি অভিভূত হইয়া পড়। “হরি বাহ্য সকল কার্য্যই করেন, কিন্তু সর্ব্বদা আত্মবস্তুতে তাঁহার লক্ষ্য থাকে। তিনি আত্ম-রিচারাদি সিদ্ধান্ত লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া পৃথিবীর কোন দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না ” যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ অধ্যায়।

অর্জ্জুন—এই আত্মজ্ঞান আমায় শিক্ষা দাও, তোমার মত হইয়া যাই।

ভগবান—আমি তোমায় ক্রম অনুসারেই আত্ম-জ্ঞান শিক্ষা দিব। পূর্ব্বে বলিলাম, আত্মার মৃত্যু নাই এ জন্য আত্মার জন্য শোক হইতে পারে না। এখন দেখাইব আত্মার দেহান্তর-গ্রহণেও শোক হইতে পারে না। প্রথমে শুনিয়া যাও, পরে তত্ত্ব অনুভব করিবে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

শ শ্রী শ
দেহিনঃ দেহবতঃ আত্মনঃ দেহাভিমানিনো জীবস্য অস্মিন্ বর্ত্তমানে
শ শ
দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা, যৌবনং
শ শ হ নী
যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা জরা বয়োহানির্জীর্ণাবস্থা বৃদ্ধত্বং, আত্মনঃ

যথাস্মিন্ স্থূলশরীরে কৌমারাদ্যবস্থাত্রয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং ভবতি
নতু তদ্ভেদেনাত্মভেদঃ যএবাহং বাল ইতি আসম্, ইদানীং বৃদ্ধোঽস্মি
ম নী শ
ইতি অনুভবামি ইতি দৃঢ়তরপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথা তদ্বৎ তেনৈব
ম ম শ
প্রকারেণ অবিকৃতস্যৈব সত আত্মনঃ দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ দেহাদন্যো
শ
দেহো দেহান্তরং তস্য প্রাপ্তিঃ এতস্মাদ্দেহাদত্যন্ত বিলক্ষণদেহ
ম ব শ্রী
প্রাপ্তিঃ ভবিষ্যতীতি। ন তাবদাত্মনো নাশঃ জাতমাত্রস্য পূর্ব্ব
শ্রী শ্রী শ
সংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অতঃ ধীরঃ ধীমান্ দেহ-স্বভাব
ব শ শ শ
জীবকর্ম্মবিপাকস্বরূপজ্ঞঃ তত্র এবং সতি ন মুহ্যতি, ন মোহমাপদ্যতে।

দেহীর এই দেহে যেরূপ কৌমার, যৌবন ও জরা লক্ষিত হয় সেইরূপ দেহান্তরপ্রাপ্তিও ঘটে। ইহাতে ধীর ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হয়েন না ॥১৩॥

অর্জ্জুন—তুমি আমায় পরে বুঝাইয়া দিও—আত্মা কিরূপে অবিনাশী। এখন স্বীকার করিয়া লইতেছি আত্মা অবিনাশী এজন্য শোকের বিষয় নহেন। কিন্তু আমার দেহান্তর ঘটিলে শোক না হইবে কেন? এখানে এইটী কথা আছে (১) আত্মার দেহান্তরে শোক হইবে কি না? (২) আত্মার দেহ ধারণ না করিলে যদি সুখ ভোগ না হয় তবে দেহ ত্যাগে দুঃখ আছে কি না? ১ম টীর বিচার কি?

ভগবান্—আত্মা এই দেহে কখন কৌমার অবস্থা, কখন যৌবন অবস্থা, কখন জরা অবস্থা লাভ করেন, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি অবস্থাও লাভ করিবেন, ইহাতে শোক কেন হইবে?

অর্জ্জুন—কেন? দেহান্তর প্রাপ্তি কি কৌমার যৌবনাদি প্রাপ্তির মত?

ভগবান্—কৌমার যৌবন জরাতে দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে, আত্মার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। অনুভব করিয়া দেখ, বাল্যকালের সেই 'আমি' এখনকার এই 'আমি' কি না? সব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে হস্ত, পদ, মুখ. নাসিকা এমন কি রুচি মন, বুদ্ধি, চিন্তা কিছুই বাল্যকালের মত নাই অথচ তখনকার আমি এবং এখনকার আমি এক। এইরূপ যখন আত্মার দেহান্তর ঘটিবে তখনও এই আমি থাকিবে। সাধনা ব্যতীত ইহা অনুভব করা যায় না সত্য কিন্তু ইহা যে সত্য তাহা যুক্তি দ্বারা অনুমান করা যায়। সদ্যোজাত শিশু জন্মিয়াই স্তন্য পান করে। "স্তন্যপান না করিলে জীবন ধারণ হয় না।" ইহা শিশু জানিবে কিরূপে? পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার শিশুর আত্মাকে চালিত করে বলিয়াই ত? শিশুর প্রবৃত্তি পূর্ব্ব সংস্কার জন্য। আর এই প্রবৃত্তি কি? প্রবৃত্তি ইষ্টসাধনজন্য চেষ্টামাত্র। সংস্কারও প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমান করা যায়, এই শিশুর আত্মা অন্য একটা দেহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে তাহার কোন কেহ ছিল ইহা শিশু না জানিতে পারে, তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না। মানুষটী ঠিক আছে, কেবল জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে ইহাতে দুঃখের বিষয় কি আছে?

অর্জ্জুন—বস্ত্র ত্যাগে ত কোন ক্লেশ নাই কিন্তু দেহ ত্যাগে ত ভয়ানক ক্লেশ।

ভগবান্—যে মূর্খ বস্ত্র খানিতে বড় আসক্ত, তাহার বস্ত্রত্যাগে বড় ক্লেশ সত্য, কিন্তু বস্ত্রে যাহার আসক্তি নাই তাহার আর ক্লেশ কি ?

অর্জ্জুন—তুমি যে বলিতেছ, আত্মার বিনাশ নাই বলিয়া আত্মা অশোচ্য, আর লোকে যাহাকে মৃত্যু বলে তাহাও পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণের মত দেহান্তর গ্রহণ মাত্র, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি দেহে অস্ত্রাঘাত হইলেও কি আত্মার দুঃখ হইবে না ?

ভগবান্—আত্মা আনন্দময়। আত্মা সুখী হইলেন বা দুঃখী হইলেন ইহা ভ্রম। প্রথমে দুঃখ কোথা হইতে জন্মে বিচার কর।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

শ্রী

হে কৌন্তেয় মাত্রাস্পর্শাঃ মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া শব্দাদয় যাভিঃ তাঃ শ মাত্রা শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি মাত্রাণাং ইন্দ্রিয়াণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতং উষ্ণং সুখং দুঃখঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি। শীতং কদাচিৎ সুখং, কদাচিৎ দুঃখং তথা উষ্ণং অপি অনিয়তস্বরূপং সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণং যস্মাৎ তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ তু আগমাপায়িনঃ শ আগমাপায়শীলাঃ উৎপত্তিবিনাশবন্তঃ ম তস্মাৎ অনিত্যাঃ ম অনিয়তরূপাঃ একদা সুখজনকস্যৈব শীতোষ্ণাদেরন্যদা দুঃখজনকত্বদর্শনাৎ এবং কদাচিৎ দুঃখজনকস্য অপি অন্যদা ম সুখজনকত্বদর্শনাৎ অতঃ তান্ শ শীতোষ্ণাদীন্ হে ভারত তিতিক্ষস্ব শ সহস্ব। শ তেষু হর্ষবিষাদং শ মাকার্ষীরিত্যর্থঃ। ম কৌন্তেয় ভারতেতিসম্বোধনদ্বয়েনোভয়কুলবিশুদ্ধস্য তবাজ্ঞানমনুচিতমিতি সূচয়তি। ব মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্ম্মতয়া বিধানাৎ যথা ক্রিয়তে তথা ভীষ্মাদিভিঃ সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাৎ ব কার্য্যমেব। ম অতঃ সুখদুঃখপ্রদান্ ভীষ্মাদিসংযোগবিয়োগরূপান্ মাত্রাস্পর্শানান্ ম তাংস্তিতিক্ষস্ব ॥১৪॥

হে কৌন্তেয় ! ইন্দ্রিয়গণের সহিত শব্দাদি বিষয়সমূহের সংযোগ হইলেই শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহারা আইসে, আবার যায়। ইহারা অনিত্য, হে ভারত তুমি ইহা সহ্য কর ॥১৪॥

অর্জ্জুন—অস্ত্রাঘাত ইত্যাদিতে দুঃখ আসিবেই, তুমি দুঃখ সহ্য করিতে বলিতেছ। কি বলিতেছ—এ দুঃখ আত্মার নহে, কারণ আত্মা আনন্দময়। দুঃখ কাহার এবং কিরূপে তাহা বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন! দেহ কাষ্ঠের মত জড়, আর আত্মা নিত্য, আনন্দময়; সর্ব্ব সুখদুঃখ-হর্ষবিষাদবর্জ্জিত। তবে দুঃখ কোথা হইতে আইসে, কাহারই বা দুঃখ হ ইহার একটু বিচার আবশ্যক। আমি তোমাকে প্রথমে স্থূল ভাবেই বুঝাইতেছি শ্রবণ কর

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—আত্মার সহিত দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রকৃতি আদির কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ আত্মাই চেতন অন্য সমস্ত জড়, আত্মার জড়ে অভিমানই সুখদুঃখাদির কারণ। অভিমান অহং দুঃখের মূল। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটি বিষয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিক জিহ্বা, ত্বক, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যকারী বাক্য, হস্ত, প পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে।

চক্ষু, রূপ দর্শন করিল, অর্থাৎ চক্ষুর সহিত রূপের সংযোগ হইল। রূপ সুন্দর হই মন সুখ অনুভব করিল, কুৎসিত হইলে দুঃখ অনুভব করিল। সুখ অনুভবে সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয় (পদ) রূপের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয়, পদ কর্ম্মে ন্দ্রিয়, মন উভয়াত্মক। চক্ষু বা জ্ঞানশক্তি জানাইয়া দিল কোথায় রূপ আছে, মন মাতি উঠিল, পদ বা কর্ম্মশক্তি ছুটিল রূপ দেখিতে। অন্য অন্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারও এইরূপ। মন যখ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে গিয়া পড়ে তখন তদাকারাকারিত হইয়া বিষয়কে অন্তর্ব্বর্ত্তী করে যদি মনের সংস্কার বিষয়ের অনুকূল হয় তবে সুখ. প্রতিকূল হইলে দুঃখ।

"যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ।"

জীব প্রিয় বাহ্যবিষয়ের সহিত যত দিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তত দিন শোক শলাকা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে থাকে। বাহ্য-বিষয়ে প্রীতিই দুঃখের হেতু। যত দি না ইহা ত্যাগ হয়, তত দিন দুঃখও যায় না। কোন কিছু গ্রহণ না করিলেও কোন কি ত্যাগ হয় না। নিত্য অনিত্য বিচার করিয়া নিত্য বস্তু গ্রহণ কর, অনিত্য বিষয় ত্যাগ হইবে ত্যাগের অন্য যুক্তিও আছে।

দুঃখ বা সুখ ক্ষণস্থায়ী আসে—যায়। এই আছে—এই নাই। এজন্য ইহারা অসং যাহা অসৎ তাহার প্রতি আসক্তিই দুঃখের হেতু।

তার পর সুখের স্মৃতি। সুখ যায়, সুখের স্মৃতি রাখিয়া যায়। সুখ ভোগ নিমি সংস্কার একটা থাকেই। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইল ইন্দ্রিয় বিষয় স্পর্শ করি একটা সুখ অনুভূত হইল, আবার তাহার অভাব হইল। সংযোগ ও বিয়োগের ম বর্ত্তি কালে সেই সুখ-স্মৃতি কোন কিছু উপলক্ষ করিয়া উদ্বুদ্ধ হয়। স্বপ্নবৎ আবির্ভূ হইয়া ক্ষণমাত্রে বিলীন হইয়া যায়, ইহাতেই একটা জ্বালা হয়।

"আদাবন্তেচ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপিতৎতথা।"

যাহা আদিতে নাই, অন্তেও থাকে না, তাহা যে বর্ত্তমানে রহিয়াছে, ইহা প্রমাণ হয় না স্বপ্ন, ভোগ কালে সত্যই বোধ হয়, কিন্তু স্বপ্ন-ভঙ্গে বুঝা যায় যাহা সত্য বলিয়া ভোগ হইয় ছিল, তাহা বাস্তবিক ছিল না। কিন্তু অজ্ঞানে মিথ্যা, সত্যের মত প্রতীত হইয়াছিল তাই বলা হইতেছে, যাহা আদি অন্তে নাই তাহা মধ্যেও নাই। মধ্যে যাহা "আছে' বলি বোধ হয়, তাহা স্বপ্ন-দৃষ্ট নগরের মত অলীক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুখ ক্ষণিক; এক্ষ দেখান হইল সুখ দুঃখ অলীক, অলীক ও ক্ষণিক বলিয়া সুখ দুঃখ পণ্ডিতগণের সেব্য নহে। আরও বিচার আছে যাহাতে দেখা যায় বিষয় ভোগ সেবনীয় নহে। "পরিণাম তা সংস্কারদুঃখৈ গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ" বিষয় ভোগের পরিণা তাপ, ভোগ কালেও ভয় ও দুঃখ। বিষয় ভোগের পরিণাম বিচার কর। বিষয়ের সহি

ইন্দ্রিয়ের যোগে সুখ দুঃখ অনুভূত হইল। যাহাতে সুখ অনুভূত হয়, তাহার উপর অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ হইলেই অনুরাগের বস্তু লাভে চেষ্টা হয়। চেষ্টা করিলেই বিষয় লাভও হয়। তখন ঐ অনুরাগই সুখরূপে পরিণত হয়। যদি অভিলষিত-বিষয় লাভের ব্যাঘাত ঘটে, তবেই দুঃখ জন্মে। প্রবৃত্তি-প্রশ্রয়ে যে সুখ তাহা সুখ নহে, দুঃখ। উপরে সুখের একটু প্রলেপ থাকে মাত্র। সুখ, নিবৃত্তি মার্গে। আরও দেখ, ভোগ তৃপ্তি জন্য যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, তাহার নিবৃত্তিতে দুঃখ—উপশম জনিত সুখ বোধ হয়, আর ভোগের আকাঙ্ক্ষাও লোভ ও অশান্তির হেতু, অশান্তিই দুঃখ। এ জন্য বলা যায় বিষয় অনুরাগের পরিণাম কেবল দুঃখময়।

এক্ষণে বিষয় ভোগকালেও যে ভয় ও দুঃখ তাহা বিচার কর। বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ সর্ব্বত্র জড়িত। সুখ ভোগের সময়েও মনে হয় যেন এই সুখ ফুরাইয়া না যায়। "এখনি চলিয়া যাইবে" ইহাই ভয় ও দুঃখ। ইহাতেই মন উদ্বিগ্ন হয়। আরও দেখ সুখানুভব-কালে তৎপ্রতিকূল বিষয়ে যে দ্বেষ, তাহা অপরিহার্য্য। ইহাই তাপ বা দুঃখ। সমস্ত তাপই দ্বেষজনিত। অনুরাগ যদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তাহার উপরেই দ্বেষ জন্মে। লোভ ও মোহ জন্য লোকে কর্ম্ম করে। লোভ ও মোহ যাহার প্রবর্ত্তক তাহাই দুঃখ ও তাপজনক। ভোগের শেষ ফলও বিষম দুঃখময়। বর্ত্তমানের সুখানুভব, সুখ-সমাপ্তি কালেও সংস্কার রূপে থাকিয়া যায়। সংস্কার প্রবুদ্ধ হইলেই স্মৃতি জাগে। স্মৃতিই আবার অনুরাগ রূপে পরিণত হয়। অনুরাগ হইতে মন বাক্য ও শরীরের চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টা হইতে পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্ম্মাশয়ের সৃষ্টি হয়; কর্ম্ম হইতে অন্য জন্মের জন্য সঞ্চিত সংস্কার সৃষ্ট হয়। ইহাই পুনঃ পুনঃ জনন মরণের হেতু। এজন্য দেখ কর্ম্মমাত্রেই দুঃখাত্মক। যখনই না কেন বিষয় ভোগ কর, সত্বরজ ও তমো গুণের বিরোধ ঘটিবেই। এজন্য সকল প্রকার বিষয়ভোগের সহিত দুঃখ বিজড়িত। তাই বলিতেছি দুঃখ সহ্য করিতে অভ্যাস কর, ক্রমে দুঃখ কিছুই নয় বুঝিয়া দুঃখ ত্যাগ করিতে পারিবে। এক কথায় বলি অভিমান বা অহং বোধই সর্ব্ব দুঃখের মূল এই অভিমান ত্যাগ কর, দুঃখ চিরতরে এড়াইবে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

শ ব
হে পুরুষর্ষভ এতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়ানু-
শ
ভাবাঃ যং সমদুঃখসুখং সমে দুঃখসুখে যস্য তং সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ
শ শ শ ম
হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি চালয়ন্তি পরমার্থতো
ম ব ব
ন বিকুর্ববন্তি সুখদুঃখমূর্চ্ছিতং ন কুর্ববন্তি ইতি যাবৎ সঃ হি নিত্যানিত্য-
শ শ
স্বরূপদর্শননিষ্ঠোদ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ অমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায় কল্পতে
শ
সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ্য ! এই সমস্ত মাত্রাস্পর্শ, যে সুখদুঃখ সমান অনুভবকা ধীর পুরুষকে চঞ্চল না করে, তিনি মোক্ষ পাইবার যোগ্য ॥১৫॥

অর্জ্জুন –আমাকে ত দুঃখ সহ্য করিতে বলিতেছ। মৃত্যু বিনাশ ইত্যাদি কিছুই বলিয়াছ, কিন্তু তুমি কি বলিতে চাও দুঃখটাও কিছু নয়? কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বল সহ্য করিলে কি হয়।

ভগবান্—সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একবার বলিব ১৩ অধ্যায় ৫।৬ শ্লো কিন্তু এখন বলিতেছি কি যে ধীর ব্যক্তি সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকেন তিনি অমরত্ব করেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে অমরত্ব লাভ হয়, বুঝাইয়া দাও দেখি।

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন! বাস্তবিক পরিপূর্ণ সুখস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন। একটি পাত্র জল-পূর্ণ থাকে, তবে কি তাহাতে অন্য বস্তু থাকিবার স্থান থাকে? সেই সচ্চিদানন্দ ব্র পূর্ণ। তাঁহাতে দুঃখাদি কিরূপে থাকিবে? আনন্দে নিরানন্দ কি থাকিতে পারে, আলো অন্ধকার কি থাকে, না জ্ঞানে অজ্ঞান তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু দুঃখ কিছুই নয়, ইহা একবারে অনুভব করিতে পারিবে না বলিয়া অজ্ঞানী যে দুঃখ পায় তাহার উৎপত্তি বলিয়াছি।

ব্যাসদেবের 'দোহাই' দিয়া লোকে শাস্ত্র অমর্য্যাদা করে। বেদে যাহা বলা হইয় বশিষ্ঠ ব্যাসাদি ঋষিগণ তাহাই বলিতেছেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন—সমুদায় শাস্ত্রেই জগ অস্তিত্ব ও অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার ক থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সম্পাদনে সমর্থ হয়েন, তিনি বেদ-নিষ্ঠিত পরব্রহ্ম করিতে পারেন। শান্তিপর্ব্ব ২৭০ অধ্যায়॥ স্বপ্নকালে কত কি দেখ, কত দেহ ধারণ যতক্ষণ স্বপ্ন থাকে, ততক্ষণ সমস্তই সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝিতে পা সমস্তই মিথ্যা। আত্মার মায়া অবলম্বনই দীর্ঘ স্বপ্ন, আত্মার দীর্ঘ-স্বপ্নে জগৎ ভাসিয় যাহা দেখিতেছ তাহা স্বপ্ন কল্পিত মাত্র। এজন্য দেহ মিথ্যা, দৃশ্য প্রপঞ্চ মিথ্যা। দৃশ স্বপ্নে দৃশ্যমান নগরীর মত ভ্রম-কল্পনা মাত্র—চিত্তস্পন্দন মাত্র। এক মাত্র নারায়ণই স চিত্তকে ভ্রম-দেহাদি হইতে ছাড়াইয়া লও, চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করুক, সমস্ত চিত্তবৃত্তির নি হউক, কোথায় জগৎ আর কোথায় দেহ! সুষুপ্তি কালে কি তোমার মনঃ-কল্পিত স্বপ্ন- থাকে?

মহামনঃ-কল্পিত দৃশ্যপ্রপঞ্চ আত্মাতে থাকে না, অজ্ঞানে থাকে। বিচার দ্বা বুঝিতে পার রজ্জুই আছে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানটা ভ্রম মাত্র। বিচার দ্বারা পুনঃ পুনঃ নি নিত্য বস্তুর স্বরূপালোচনা কর, দেখিবে—দেহও নাই জগতও নাই। যাহা মিথ্যা তা উপর অনুরাগ হইতে পারে না। জগৎ মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারিলে বৈরাগ্য আসিবে সুরাপায়ী যদি ক্রমাগত অভ্যাস করে—সুরা বিষ, সুরাভক্ষণে বিষ ভক্ষণ হয়, বিষের শেষে মৃত্যু হয়, তবে সে সুরা ছাড়িতে পারে। কামুক ব্যক্তি যদি স্ত্রীলোক দেখিলেই করে—স্ত্রীলোক নরকের দ্বার স্বরূপ, অজ্ঞানী পুরুষকে নারী নরকের দ্বারে পৌঁছাইয়া যদি বারম্বার বিচার করে "নারীস্তনভর নাভিনিবেশং মিথ্যা মায়া মোহাবেশং এত বসাদি বিকারং" একবারও যদি এ বিচারের ভুল না হয়, তবে পুরুষ কামাসক্তি ত্যাগ করি পারে। বৈরাগ্য আসিলেই চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করিবে। চিত্তকে ব্রহ্মে হুঁসিয়ার 'রা অভ্যাসের প্রয়োজন। চিত্তে যখন যাহা কিছু উদয় হয়, তাহারই বিচার আবশ্যক। "স চিত্তে যাহা ভাসমান হয় লোকে বিচার করে না বলিয়াই তাহাতে অভিভূত হয়"। ভগ বশিষ্ঠ দেবের এই উক্তি সর্ব্বথা সত্য। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে ব্রহ্মে সজাগ

দৃঢ় হয়। তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশে চিত্ত চঞ্চল হইতে পারে। চিত্ত এক বিষয় ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ে গমন করে, এক আকার ত্যাগ করিয়া যখন অন্য বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন তাহার অন্তরালে চিত্তের যে জাড্যবর্জ্জিত ভাব তাহাকেই তুমি নির্ম্মল চৈতন্য বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। অহরহঃ ঈশ্বর প্রণিধানে তুমি সর্ব্বদা 'সজাগ' থাক সর্ব্বদা 'হুঁসিয়ার' থাকিতে অভ্যাস কর—যখন যে সংস্কার চিত্তে ভাসমান হইবে, বিচার দ্বারা ঐ মিথ্যা সংস্কারের মুলোৎপাটন কর—অভ্যাস দৃঢ় হইলে দেখিবে জাগ্রত নহে, স্বপ্ন নহে, নিদ্রাও নহে, এরূপ অনির্ব্বাচ্য অবস্থায় তোমার যে সনাতন রূপ—সর্ব্বদা তুমি তাহাই। চিত্তে কোন বিষয়ের উদয় বা প্রলয় অনুভব করিও না। ক্ষোভ ও বিক্ষোভরহিত হইয়া যথাসুখে অবস্থান করিও, দেখিবে জগৎ মিথ্যা—যাহা দেখ বা শুন বা অনুভব কর—সমস্তই ভ্রম। সমস্ত যখন ইন্দ্রজাল, তখন স্বপ্নের 'হাহাহুহু'র সত্যতা কোথায়? জগতের সুখ দুঃখ বাস্তবিক আছে কি? অজ্ঞানে আছে বটে, স্বপ্নে আছে বটে, কিন্তু চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করিলে যখন জগৎ-নিদ্রা ছুটিয়া যায়, যখন চিত্তের স্পন্দন রহিত হয়, তখন আবার কি স্বপ্নের 'হাহাহুহু' থাকে? যত দিন অজ্ঞান, যতদিন স্বপ্ন, যত দিন চিত্ত-স্পন্দন, যতদিন মনের সঙ্কল্প, যত দিন কোন প্রকার চলন থাকিবে, ততদিনই জনন মরণ থাকিবে। যাহার কোন প্রকার গতি আছে, তাহারই মৃত্যু আছে। চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন হইলে কোন প্রকার গতি থাকে না—চিত্তরূপ লবণপুত্তলিকা ব্রহ্মসমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। কাজেই সুখও নাই দুঃখও নাই। সুখ দুঃখরূপ চিত্তস্পন্দন পরিবর্ত্তে এক আনন্দ সমুদ্র মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

যত দিন প্রকৃতিতে বা দেহে আত্মবোধ থাকিবে ততদিন সুখ দুঃখ থাকিবেই। লৌহের মধ্যে দাহিকা শক্তি থাকিলেও অগ্নি সংযোগ বিনা তাহার স্ফুরণ হয় না। প্রকৃতির মধ্যে গুণ ধর্ম্ম থাকিলেও পুরুষের সান্নিধ্য বিনা উহার স্ফুরণ হয় না। যখন আত্মা প্রকৃতিতে অভিমান ত্যাগ করেন, তখনই সুখ দুঃখ সমান বোধ হইয়া যায়। তাই বলিতে-ছিলাম—সুখ দুঃখ সমান বোধ যাঁহার হইল, তিনিই ব্রহ্মত্ব লাভ করিলেন অমরত্ব লাভ করিলেন। অতএব দেখ—সুখ হউক, দুঃখ হউক, অগ্রাহ্য করিয়া, শীত, উষ্ণ, জয় পরাজয়, সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার সন্তোষ জন্য কর্ম্ম কর—তাঁহাকে ভাল বাসি' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করি অন্য কোন প্রকার লাভ বা আশায় আশান্বিত না হইয়া কেবল তাঁহার সন্তোষ জন্য কর্ম্ম করি—ইহাতেই ক্রমে ক্রমে চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন হইবে। অথবা চিত্ত ব্রহ্মে রাখিবার জন্য যিনি সাধনা করিবেন, তাঁহাকে প্রথম অবস্থায় সুখে দুঃখে অবিচলিত হইয়া অভ্যাস রাখিতে হইবে, সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ক্রমে সুখ দুঃখ সত্য সত্যই অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। সুখ দুঃখ সমান হইয়া গেলেই জীবন্মুক্তি। এখন বুঝিলে সুখ দুঃখ সহ্য করিলে কি হয়?

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি। সত্যই, যুদ্ধ কালে যখন মন মাতিয়া উঠে, তখন অস্ত্রাঘাতও অনুভূত হয় না। সামান্য যুদ্ধ ব্যাপারে মন নিযুক্ত থাকিলে—যখন অঙ্গ ছিন্ন হইলেও অনুভব হয় না তখন চিত্ত যদি ব্রহ্মে রমণ করে—ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যায়, তখন যে কোন কিছু অনুভূত হইবে না ইহা বেশ বুঝা যায়।

ভগবান্—যাহা দেখ বা শোন, সমস্তই মায়াকল্পিত সমস্তই অসৎ। সৎ বস্তুতে থাকিতে অভ্যাস কর সুখ দুঃখ সমান বোধ হইয়া যাইবে, তুমি তোমার আনন্দস্বরূপ লাভ করিয়া চিরতরে অমর হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—চিত্ত ব্রহ্মে রাখিবার উপায় কি? কাহার চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন হয়? সেই ধীর ব্যক্তি কে যাঁহার সুখ ও দুঃখ সমান বোধ হইয়াছে?

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

শ্রী শ শ্রী
অসতঃ অনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ আত্মনি ভাবঃ
শ্রী শ শ বি শ
সত্তা ভবনমস্তিতা ন বিদ্যতে নাস্তি। সতঃ সত্যস্বরূপস্য আত্মনঃ
শ শ
অভাবঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাৎ। তত্ত্বদর্শিভিঃ
ম ম ম ম
যথার্থদর্শনশীলৈঃ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ নতু কুতার্কিকৈঃ তু শব্দোঽবধারণে
শ শ শ
অনয়োঃ উভয়োঃ অপি সদসতোঃ অন্তঃ নির্ণয়ঃ দৃষ্টঃ উপলব্ধঃ
শ
ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি
নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যা
শ
ভাসতে ইতি মনসি ব্যস্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥১৬॥

অসৎবস্তুর অস্তিত্ব নাই। সৎবস্তুর অবিদ্যমানতা নাই। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করিয়াছেন ॥১৬॥

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা কোন বস্তু সৎ কোন বস্তু অসৎ তা জানেন। তাঁহারা আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখ, শীত উ সমস্ত দ্বন্দ্বভাবকে অসৎ জানিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শিগণের চিত্ত ব্রহ্মে লগ্ন ব তাঁহারা অসৎ বস্তু দ্বারা বিচলিত হয়েন না। কিন্তু চিত্তকে ব্রহ্মবস্তুতে উত্তোলিত করি কৌশল কি আমায় বল?

ভগবান—সাংখ্যজ্ঞানী সৎ ও অসৎ বিচার দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মবস্তুতে ডুবাইয়া রাখি পারেন বলিয়া তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

অর্জ্জুন—সৎ ও অসতের বিচার কৌশল আমায় বল। আমিও নিত্য ও অনিত্য বিচার করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্—শোন। শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ ইত্যাদি অসৎ। ইহারা নিত্য থাকে না। বার উদয় হয়, আবার লয় হয় এই জন্য অনিত্য। যাহা কিছু অনিত্য তাহাই অ শীতোষ্ণাদি-মাত্রাস্পর্শা, যাহাকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না, সেই ব্যক্তি মোক্ষের উপ পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। এখন বলিতেছি অসৎ যাহা, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। যাঁহ তত্ত্বদর্শী তাঁহারা ইহা জানেন। তুমিও তত্ত্বদর্শিগণের দৃষ্টি আশ্রয় কর বুঝিবে শীতো দ্বন্দ্বভাব বাস্তবিক নাই। ইহা বুঝিলেই তিতিক্ষু হইবে।

অর্জ্জুন—তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি কিরূপে আশ্রয় করিব?

ভগবান্—"তৎ" ব্রহ্মকেই বুঝায়। ইহাই সৎ। এজন্য "তৎসৎ" মন্ত্র ব্রহ্মমন্ত্র। "ত

ইহা সর্ব্বনাম। সর্ব্বনাম ব্রহ্মকেই বলে। তৎএর যে ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব তাহাই তত্ত্ব। ব্রহ্মের ভাব বা প্রকৃত স্বরূপ যিনি দেখেন তিনি তত্ত্বদর্শী।

তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার দেখেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর।

কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। ইহা স্থূল কথা। স্থূল বলিতেছি এই জন্য যে যাহা অসৎ—যেমন এই জগৎপ্রপঞ্চ—তাহা নিষ্কারণ। ইহা পরে বুঝিও। এক্ষণে স্থূল কথাই বুঝিতে চেষ্টা কর।

তত্ত্বদর্শী দেখেন যে অসতের অস্তিত্ব নাই। কারণ অসতের অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে। যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাহা অসৎ। কার্য্যের অস্তিত্ব কারণের উপর নির্ভর করে। কারণটি অসৎ নাও হইতে পারে কিন্তু কার্য্যটি অসৎ হইবার কোন বাধা নাই। ঘটের একটী কারণ মৃত্তিকা। ঘট যখন না থাকে তখন মৃত্তিকাও যে না থাকিবে ইহা বলা যায় না। ঘট মৃত্তিকার বিকার। বিকার সর্ব্বথা মিথ্যা।

তত্ত্বদর্শী দেখেন যে সুখ দুঃখাদি কার্য্য। ইহাদের কারণ শীতোষ্ণাদি বোধ। সুখ দুঃখাদি অসৎ কিন্তু ইহাদের কারণ শীতোষ্ণাদির বোধ সৎ। আবার শীতোষ্ণাদির যখন কারণ অনুসন্ধান করা যায় তখন শীতোষ্ণাদি কার্য্য হইয়া পড়ে। শীতোষ্ণাদি কার্য্য মিথ্যা—ইহাদের কারণ যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ইহা সৎ। এই রূপে আবার ইহাদের কারণের নিকট বিষয়-ইন্দ্রিয়-যোগরূপ কার্য্য মিথ্যা। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি শ্রবণ কর।

মায়িক জগতের সমস্ত ঘটনা কার্য্য-কারণ-প্রণালী বদ্ধ। একবার যাহা কারণ তাহাই আরবার কার্য্য। ঐ কার্য্যের আবার কারণ আছে। আবার ঐ কার্য্য কারণ হইয়া যাইতেছে। ঘটের দৃষ্টান্ত আবার গ্রহণ কর।

ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, সমবায়ী কারণ দণ্ড চক্রাদি এবং উপাদান কারণ মৃত্তিকা। নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণ বাদ দিয়া উপাদান কারণ ধর। ঘটটি কার্য্য। কিন্তু ঘট গঠিত হইবার পূর্ব্বে ইহা ছিল না এবং নাশের পরেও ইহা থাকে না; কিন্তু মৃত্তিকা থাকে। যাহা কোন এক সময়েও থাকে না তাহা অসৎ। ঘট এক সময়ে ছিল না বলিয়া ইহা অসৎ। আবার মৃত্তিকার কারণ অনুসন্ধান কর, দেখিবে মৃত্তিকা যাহাতে লয় হয় তাহাই উহার কারণ। কারণেই কার্য্য লয় হয় এ জন্য কার্য্য অসৎ। মৃত্তিকা জলে লয় হয় সেই জন্য মৃত্তিকারূপ কার্য্য অসৎ, জলরূপ কারণ সত্য। আবার জলের কারণ অগ্নি, অগ্নির কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ আকাশ, আকাশের কারণ তন্মাত্রা, তন্মাত্রার কারণ অহং বিশিষ্ট সর্ব্ব-সংস্কার-যুক্ত চেত্যতা, ইহার কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণের কারণ এজন্য তিনিই সৎ—অন্য সমস্ত কার্য্য অসৎ। ব্রহ্ম কারণ, এজন্য তিনিই সৎ, অন্য সমস্ত কার্য্য অসৎ। ব্রহ্ম কারণ, প্রকৃতি কার্য্য। তাই ব্রহ্ম সত্য, প্রকৃতি মিথ্যা।

এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিও "কার্য্য কারণ ভাব মায়িক ব্যাপারেই প্রযোজ্য। কোন এক সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি অকারণরূপে বিরাজিত ছিলেন তিনি সৃষ্টি প্রারম্ভে মায়িক লীলা বশতঃ আপনাতে কারণ ভাব উত্থাপিত করার মত করিলেন। সেই কারণ ভাব অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞান। ইহা মায়া প্রভাবেই সমুত্থিত এবং পরম প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত। সেই অভিব্যক্তিই এক্ষণে জগৎ। অজ্ঞানের নাম প্রকৃতি। জগৎ অজ্ঞানের শরীর।"

তাই বলিতেছিলাম যাহার অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে তাহা অসৎ। কোন কার্য্যই কারণ ব্যতীত উপলব্ধ হইতে পারে না। মৃত্তিকাদির উপলব্ধি তাহার কারণ উপলব্ধির অধীন এজন্য মৃত্তিকাদি অসৎ। সমস্ত কার্য্যের আদি কারণটিই সৎ আর সমস্তই অসৎ।

আরও দেখ যাহা ব্যভিচারবিহীনা বুদ্ধিতে অনুভূত হয় তাহা সৎ, যাহা ব্যভিচারবিশিষ্টা বুদ্ধি গ্রহণ করে তাহাই অসৎ। এখানে বুদ্ধিকেও সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে। ঘট আছে পট আছে—এই ঘটপটাদি-বুদ্ধিরও ব্যভিচার আছে কিন্তু সৎবুদ্ধির ব্যভিচার নাই। সদ্বুদ্ধির বিনাশ নাই অসদ্বুদ্ধির বিনাশ আছে। অসদ্বুদ্ধির দ্বারা

শীতোষ্ণাদি অনুভূত হয়। সৎবুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এ বলা যায় বিকারভূত সকারণ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের বাস্তবিক ভাব বা সত্তা নাই কারণ উহ অসৎ এবং ব্যভিচারদোষদুষ্ট। কিন্তু সৎস্বরূপ আত্মার অভাব বা অবিদ্যমানতা কো নাই।

অর্জ্জুন—আত্মাই সৎ আর সমস্তই অসৎ বলিতেছ কিন্তু সকলেই ইহা বুঝি পারেনা কেন?

ভগবান্—সকলে যদি তত্ত্বদর্শী হয় তবে বুঝিতে পারে। পরে বলিব (৭।১৯) "বাসুদে সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ"।

অর্জ্জুন—অসৎ ও সতের ভেদ এখন ও আমি ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

ভগবান্—আচ্ছা আবার বলি শ্রবণ কর। অসৎ কাহাকে বলি না (১) যাহার অ অন্যের উপর নির্ভর করে (২) যাহা দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্ন। অসতের প্রথম লক্ষ বিষয় আলোচনা করিয়াছি দ্বিতীয় লক্ষণ শুন। আত্মাই সৎ, কারণ আত্মা দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন নহেন। অন্য যাহা কিছু তাহাই দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছিন্ন।

অর্জ্জুন—দেশ কাল পরিচ্ছিন্নতা কি?

ভগবান্—**দেশ পরিচ্ছেদ**। ঘটের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ঘট আকারবিশি কোন আকারবিশিষ্ট বস্তু সর্ব্বদেশে সমভাবে থাকেনা। এই সম্মুখবর্ত্তী ঘট এই স্থানে আছে! এই প্রকারে অসংখ্য ঘট সর্ব্ব দেশে থাকিতে পারে কিন্তু এই ঘটটির সর্ব্ব দে থাকা অসম্ভব। এজন্য ইহা দেশ-পরিচ্ছিন্ন। এক মাত্র আত্মাই সর্ব্ব দেশে আছে আকাশকে কেহ কেহ দেশ-অপরিচ্ছিন্ন বলেন সত্য কিন্তু শুদ্ধ দেশ-অপরিচ্ছিন্ন হইলেই সৎ হইবে তাহা নহে সঙ্গে কাল-অপরিচ্ছিন্নও হওয়া চাই। আকাশ সর্ব্বকালে থা না। মহাপ্রলয়ে আকাশ থাকে না।

কাল পরিচ্ছেদ। যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না,-বিনাশের পরেও থাকে অর্থাৎ যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে সমকালে থাকে না তাহাই কাল-পরিচ্ছিন্ন। এক মা আত্মাই সর্ব্বকালে আছেন। পরমাণুকে কাল-অপরিচ্ছিন্ন কেহ কেহ বলেন কিন্তু কা পরিচ্ছেদ না থাকিলেও ইহার দেশ পরিচ্ছেদ আছে। পরমাণু বহু। একটি পরমা কখন সর্ব্ব দেশে থাকে না। কেবল আত্মাই সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে আছেন।

বস্তু পরিচ্ছেদ। আত্মারই কেবল বস্তু-পরিচ্ছেদ নাই অর্থাৎ স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই। বৃক্ষের অঙ্গগত পত্র পুষ্প ফল অঙ্কুরাদির যে ভেদ তাহা স্বগত ভে এক বৃক্ষের সহিত অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ। বৃক্ষের সহিত মনুষ্য গ অশ্বাদির যে ভেদ তাহাই বিজাতীয় ভেদ।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভিঃ॥

যাহা অসৎ তাহার এই ত্রিবিধ ভেদ বা কোন না কোন ভেদ থাকিবেই। কেবল মা আত্মাই "ত্রিধাভেদভিন্নঃ"।

অর্জ্জুন—আচ্ছা, অসতের অস্তিত্ব নাই এ সম্বন্ধে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমিত বিরক্ত হইবে না?

ভগবান্—গুরু শিষ্যের উপর কখনও বিরক্ত নহেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্যের সন্দেহে লেশমাত্রও থাকে ততক্ষণ গুরু সহাস্যমুখে শিষ্যকে বুঝাইয়া থাকেন। তুমি বল কি জিজ্ঞাসা করিবে?

অর্জ্জুন—তুমি যে বলিতেছিলে ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্ব ছিল না এবং বিনাশে পরেও থাকিবে না ইহা কি ঠিক?

যদি বলা যায় ঘটসৃষ্টির পূর্ব্বে কারণমধ্যে এই ঘটের অস্তিত্ব ছিল—যদি বলা যায় কার

কালে এই জগৎ, বীজ মধ্যে অঙ্কুর অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে অবস্থিত থাকে তাহাতে কি দোষ হয়? কারণ যাহা একবারেই নাই তাহা কোথা হইতে আসিবে? বলা যাইতে কি পারে না কল্পাবসানে এই ব্রহ্মে অবস্থিত জগৎ পুনরায় বীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় উৎপন্ন হয়।

মহাকল্পক্ষয়ে দৃশ্যমান্তে বীজ ইবাঙ্কুরঃ।
পরে ভূয় উদেত্যেতৎতত্ত্ব এবেতি কিং বদ ॥ ১৯
এবম্বোধাঃ কিমজ্ঞাঃ স্যুরুত জ্ঞা ইতি চ স্ফুটম্।
যথাবদ্ভগবন্ ব্রূহি দৃশ্যমান্তে মহাশয়ে ॥ ২০

যোঃ বাঃ স্থিতি প্রথম সর্গ।

যাঁহারা বলেন, বীজে অঙ্কুর যেমন অদৃশ্যভাবে থাকে, মহাপ্রলয়েও এই দৃশ্য জগৎ পরমাত্মাতে তদ্রূপ অবস্থিত থাকিয়া পুনরায় তাঁহা হইতেই উদিত হয়, তাঁহারা কি অজ্ঞ না যথার্থ বুঝিয়াছেন? হে ভগবন্ আমার সংশয় নিবারণ জন্য এই বিষয় আপনি যথাবৎ বলুন।

ভগবান্—মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ বীজ মধ্যে অঙ্কুরের ন্যায় থাকে, যে এইরূপ বলে সে নিতান্তই অজ্ঞ—তাহার অদ্যাপি বালকতা আছে।

"ইদং বীজেঽঙ্কুর ইব দৃশ্যমান্তেমহাশয়ে।
ব্রূতে য এবমজ্ঞত্বমেতৎ তস্যাস্তি শৈশবম্ ॥

ঐ ২১

যাঁহারা বলেন ব্রহ্ম অবশ্যই সৎ কিন্তু জগৎ অসৎ হইলেও ইহা সতের মধ্যেই ছিল নতুবা আসিবে কিরূপে? ব্রহ্ম নির্ম্মল। কিন্তু নির্ম্মল ব্রহ্ম মধ্যেই সমল জগৎ থাকে। চৈতন্য মধ্যেই জড় থাকে নতুবা আসিবে কোথা হইতে—এই যাঁহাদের মত তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন।

অর্জ্জুন—কোথায় জগৎ ছিল ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত কঠিন। বীজ মধ্যে যদি বৃক্ষ না থাকে তবে বৃক্ষ কি শূন্য হইতে আসিল? তুমি ইহা আমাকে ধারণা করাইয়া দাও।

ভগবান্—'মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ বীজমধ্যে অঙ্কুরের ন্যায় অবস্থিতি করে, এই মত নিতান্ত অসঙ্গত, অলীক। "বীজে অঙ্কুরের ন্যায়, ব্রহ্মে জগৎ অবস্থিত থাকে এই বুদ্ধি নিতান্ত অসৎ; অসৎ প্রলাপার্থই ঐরূপ বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে।"

'বীজাঙ্কুর ন্যায়' ভ্রমাত্মক কেন বিচার কর। বীজ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু। সুতরাং তাহা হইতে যে দৃশ্য পত্রাঙ্কুরোদ্গম ইহা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অদৃশ্য ব্রহ্ম হইতে কিরূপে দৃশ্য জগৎ উৎপন্ন হইবে বল। আকাশ অতি সূক্ষ্ম। এই জন্য ইহা সকল বস্তুর অন্তরে বাহিরে রহিয়াছে। আকাশে সুমেরু পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে অথবা আকাশে সমুদ্র, তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে ইহা কি কখন সম্ভব? ইহাই যদি অসম্ভব হয় তবে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর, পরমাত্মাতে এত বড় একটা জগৎ কিরূপে থাকিবে? সাকার বটবীজাদিতে যে অঙ্কুর আছে ইহা যুক্তি সঙ্গত; কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে যে মহাদাকার জগৎ থাকে ইহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

আবার যদি বল ব্রহ্মই বীজভাব প্রাপ্ত হয়েন তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ যাহা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়া মনেরও অগোচর সেই স্বয়ম্ভূ আত্মা বীজতা প্রাপ্ত হইবেন কিরূপে? সেই অদ্বিতীয় সূক্ষ্মতম পরমাত্মা এত সূক্ষ্ম যে অসৎ বুদ্ধি তাঁহাকে "নাই" বলিতে কুণ্ঠিত হয় না—স্থূলবুদ্ধি তাঁহাকে অসৎ বলিয়া মনে ভাবে তিনি কিরূপে বীজভাব প্রাপ্ত হইবেন বল? যদি তিনি বীজভাব প্রাপ্ত না হয়েন তবে বীজাভাবে অঙ্কুরই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়। সেই অতিসূক্ষ্ম নিজবোধরূপ পরমাত্মাতে কোন কিছুই থাকিতে পারে না। আতপে ছায়ার অবস্থানের ন্যায় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে জড়বস্তুর অবস্থান নিতান্ত অসম্ভব। ফলে সূর্য্যে অন্ধকার, অনলে হিম, পরমাণুতে সুমেরু অবস্থানের ন্যায় সেই নিরাকার ব্রহ্মে কোন স্থূল বস্তুর অবস্থান একবারেই অসম্ভব। এই জন্য বলিতেছি যিনি ব্রহ্মকেই জগৎ কার্য্যের কারণ বলেন তিনি নিতান্ত মূঢ়। "কার্য্যস্য তৎ কারণতাং প্রযাতং

বস্তীতি যস্তস্য বিমূঢ় বোধঃ"। কার্য্য কারণভাব ব্রহ্মে নাই। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছিলা জগৎ নিষ্কারণ। এই জন্যই বলা হয় সর্পভ্রমটা ভ্রম মাত্র। সত্য সত্যই নাই রজ্জুই আছে।

আরও দেখ যদি বলা যায় যে ব্রহ্মে জগতের বীজ অবস্থিত থাকে তবে বল দেখি কো সহকারী কারণ দ্বারা সেই বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে। বীজ হইতে যে অঙ্কুর জন্মে তাহা মৃত্তিকা জল ইত্যাদি সহকারী কারণ থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে সহকারী কারণ কি?

এখন বোধ হয় বুঝিতেছ "প্রলয়কালে এই জগৎ প্রকৃতি-পুরুষে বিলীন ভাবে অবস্থি থাকিয়া পুনরায় চিত্ত হইতে প্রসূত হয় ইতাদি বাক্য বালকেরই সম্ভব, পণ্ডিতের নহে। এই জন্য বলিতেছি এই সরিৎশৈলাদিময় দৃশ্য জগৎ কোন কালে ছিল না, বর্ত্তমান সময়ে নাই এবং পরেও থাকিবে না।" যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্বই নাই। কেবল চিদাকা পরমাত্মাতে ভ্রান্তিমূলক জগৎজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। শীত উষ্ণ, সুখদুঃখাদি অস এজন্য ইহাদের অস্তিত্ব নাই। জগৎও অসৎ এজন্য ইহারও অস্তিত্ব নাই।

অর্জ্জুন—তবে এই যাহা দেখিতেছি তাহা কি?

ভগবান্—জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র। অজ্ঞানে ইহা দেখা যায় জ্ঞা ইহা নাই। যেমন স্বপ্নকালে কত কি দেখ, বাস্তবিক স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্রসর্পাদি তখন কোথা থাকে বল? আত্মা ভিন্ন যাহা তাহাই অনাত্মা, তাহাই অসৎ, তাহারই অস্তিত্ব নাই। আকাশে যে নীলিমা দেখ, বাস্তবিক আকাশ কিন্তু নীল নহে; মরুমরীচিকায় যে নদী-তর দেখ, বাস্তবিক কিন্তু মরীচিকায় জল-তরঙ্গ নাই। বাস্তবিক ইহা নাই বলিয়াই ইহা তিরোভাব হয়। শাস্ত্র বলেন, 'লৌকিক দৃষ্টিতে জগৎ বাস্তবিক, যুক্তি দৃষ্টিতে জগৎ অনির্ব্ব নীয় কিন্তু জ্ঞান দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা।' অসতের অস্তিত্ব আদৌ নাই। সৎ ও অসতে বিচার এইরূপ।

অর্জ্জুন—বলিতেছ রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম। এখা আমার জিজ্ঞাস্য এই যে উপমা কি সমান হইল? রজ্জুও আছে সর্পও আছে তাই রজ্জ সর্প ভ্রম হওয়া সম্ভব। কিন্তু যখন জগৎটা নাই তখন ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রমটা আসি কিরূপে?

ভগবান্—সত্য। কিন্তু একটি কথা লক্ষ্য কর। তুমি বলিতেছ সর্প দেখা হইয়া বলিয়া মন সেই সংস্কার লইয়া রজ্জুর উপরে একটা সর্প কল্পনা করে। ব্রহ্মই আছেন- জগৎ নাই তবে ব্রহ্মকে জগৎ রূপে কল্পনা করে কে? জগৎ নাই তথাপি জগতের কল্প আইসে কিরূপে?

অর্জ্জুন! তুমি ইহা সত্য বলিয়া জানিও যে মন কোন কিছু দেখিয়া একটা কল্প করিতে পারে ইহা সহজ বোধ্য কিন্তু কোন কিছু না দেখিয়াও মন একটা কল্পনা করি পারে। মনের এরূপ একটু অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি আছে। এক্ষেত্রে আবার এ ভ্রমটা কল্পনা করিতেছেন ব্রহ্ম আপনিই। ব্রহ্মে এ কল্পনা শক্তি নাই কে বলিল? ব্রহ্ম স শক্তিমান। ব্রহ্মের শক্তি বাহিরের কোন কিছু না থাকিলেও জগৎ মায়া জাল কল্প করিতে পারেন। কারণ তাঁহার মায়া অঘটন ঘটন পটীয়সী। তবে জগৎ ভ্রমকে লো সহসা ভ্রম বলিতে যে চায় না তাহার কারণ আছে। ভ্রম দুই প্রকার বিসম্বাদী ও অ সম্বাদী। রজ্জুটাকে দীপ সাহায্যে দেখিলেই বোঝা যায় এটা সর্প নহে। কিন্তু আকা যে নীল মত দেখায় ইহা বহুবার ভাল করিয়া দেখিলেও আকাশ যে নীল এই ভ্রম ভাঙ্গে না প্রথমটি বিসম্বাদী ভ্রম; দ্বিতীয়টি অবিসম্বাদী ভ্রম—ইহা একভাবেই থাকে, বিনা বিচারে ই যায় না। বিসম্বাদি ভ্রম ইন্দ্রিয় বিকলতা দূর করিলেই যায়, অবিমম্বাদীভ্রম বিচার বুদ্ধি ভি অন্য উপায়ে যাইবার নহে।

অর্জ্জুন—বড়ই বিস্ময়কর এই জগৎ দর্শন রূপ মায়িক কার্য্য। কিন্তু "নাভাবো বিদ্য সতঃ" সতের যে কোথাও অভাব নাই এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবে না?

ভগবান্—জগৎ নাই, সুখদুঃখ নাই, শীতোষ্ণ নাই, সংসার নাই—তথাপি ইহারা অ

মত দেখাইতেছে, বহু উৎপাৎ করিতেছে। প্রথমে বিচার আশ্রয় করিয়া ইহাদের অস্তিত্বে সন্দিহান হও। এই যে এত শোক করিতেছ, এত অভাব বোধ করিতেছ, এত ভবিষ্যৎ বিপদের ভয় কল্পনা করিতেছ—এ সমস্তই ত কল্পনা মাত্র। ইহা আমিও বুঝিতেছি, শাস্ত্রও বলিতেছেন। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ এই সন্দেহ উত্তোলন কর। যখনই লোকসঙ্গে আসিবে তখনই এই বিচার হৃদয়ে রাখ। কিন্তু 'নাই' বলিলেই 'নাই' হইবে না। যাহা আছে তাহার সাধনা অভ্যাস করিতে হইবে।

যখন একান্তে গুরুদত্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, তখন 'কিছু নাই' 'তুমিই আছ' এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থবিহারীকে চক্রে চক্রে শ্বাস সাহায্যে গুরু-আদেশ মত, নিত্য নিয়মিতভাবে ডাকিতে অভ্যাস কর। বৈরাগ্য ও অভ্যাস ইহাই। বৈরাগ্য ও অভ্যাস আরও দৃঢ় করিবার জন্য অন্য ক্রম যাহা আছে তাহাও অবলম্বন কর। এই যে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তুমি দেখিতেছ ব্রহ্মের তুলনায় ইহা কত ক্ষুদ্র বিচার কর। পরে বুঝাইব "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ" এই সমস্ত জগৎ আমার এক অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই অংশ কি ? সূর্য্য কিরণ মধ্যে অনন্তকোটি ত্রসরেণু যেমন ভাসিয়া বেড়ায় সেইরূপ এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমব্রহ্মের একদেশে কেশাগ্রশত-ভাগের ও শত ভাগের এক অতি সূক্ষ্ম ভাগে "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ" ধূলিকণার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সেই ধূলিকণার মত ভাসমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে তুমি, আমি, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ পৃথিবী। সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোন এক স্থানে এই ভারতবর্ষ। তাহার কোন এক স্থানে তোমার দেহ সংসার। একদিকে সীমাশূন্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব ধারণা কর, অন্য দিকে তোমার অস্তিত্ব, তোমার কোলাহল, তোমার নড়াচলা আন্দোলন, চিন্তা কর। বৃহৎ চক্রগতিতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার অস্তিত্ব মত জগৎচক্রে তোমার অস্তিত্ব ত দর্শনেই আইসে না। আর ব্রহ্মের অস্তিত্বে তুমি কোথায় তাহা কি খুঁজিয়া পাইবে ? এইরূপে বিচার কর, নিত্য অভ্যাস কর, ব্রহ্ম মহৎ ; তোমার জগৎ, তোমার দেহ, নিতান্ত ক্ষুদ্র—তাঁহার তুলনায় নাই বলিলেই হয়। ইহা বহুদিন অভ্যাস করিতে করিতে মহান্ ব্রহ্মেই দৃষ্টি পড়িবে। সাধনা দ্বারা ইহা দৃঢ় হইবে। এইরূপে সৎব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে প্রথমে অসৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হইবে পরে 'ইহা নাই, ব্রহ্মই আছেন' এই জ্ঞানলাভ হইবে। তাই শাস্ত্র বলেন তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর, দেখিবে অসৎ নাই এবং সতেরও অভাব কোথাও নাই।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

রা শ ম
যেন আত্মতত্ত্বেন চেতনেন সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সদ্রূপেণ স্ফুরণে-
ম ম শ নী
নৈকেন নিত্যেন বিভুনা সর্ব্বমিদং দৃশ্যজাতং ততং ব্যাপ্তং ঘটঃ সন্
নী নী ম শ
পটঃ সন্নিতি সর্ব্বস্য সদভেদানুভবৎ তৎ সৎ তু এব তু শব্দঃ সতো-
শ শ শ শ্রী
বিশেষণার্থঃ অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলং যস্যেতি বিনাশশূন্যং দেশ-
ম শ ম ম
কালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যং বিদ্ধি বিজানীহি। কস্মাৎ ? যস্মাৎ অব্যয়স্য
শ
ন ব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতি ইত্যব্যয়ং তস্যাব্যয়স্য নৈতৎ সদাখ্যং

ব্রহ্ম, স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিঃ
নাপ্যাত্মীয়েনাত্মীয়াভবাৎ, যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি, ন
শ ম বি শ
ব্রহ্ম ব্যেত্যতোঽব্যয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য নিত্যস্য অস্য ব্রহ্মণঃ ক
রা ম
পদার্থঃ কোঽপি আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূ
ম নী
হেতুর্ব্বা ন কশ্চিদিত্যনেন তদন্যস্য বিনাশহেতোরভাবো দর্শিত
নী শ
"দ্বিতীযাদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ বিনাশং অদর্শনমভাবং ক
ম শ
ন অর্হতি ন সমর্থো ভবতি। ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি

যে 'সৎ' দ্বারা এই সমস্ত দৃশ্যজাত পরিব্যাপ্ত সেই "সৎ" কিন্তু জানি অবিনাশী। [কারণ] অব্যয় এই ব্রহ্মের বিনাশ কোন পদার্থই করি পারে না ॥১৭॥

অর্জ্জুন—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" "সৎ" আত্মা সর্ব্বদা বিদ্যমান ইহা বলিতেছি আরও বলিতেছ "যেন সর্ব্বমিদং ততং" সৎবস্তু দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। আত্মা সমস্ত ব্যা আছেন কিরূপে?

ভগবান্—স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম ব্যাপক। পৃথিবী অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম, জল অপেক্ষা অ অগ্নি অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা আকাশ সূক্ষ্ম। এজন্য ইহারা পরে পরে অধিক ব্যাপ জড়ের মধ্যেও ইহা লক্ষ্য করা যায়। সৎ বস্তুই আত্মা। আত্মা নিরতিশয় সূক্ষ্ম। এই আকা কেও যখন সর্ব্বব্যাপী বলা যায় তখন চেতনস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, বোধরূপ সেই মহৎ বস্ত সর্ব্বব্যাপী তাহার আর সন্দেহ কি? পরে বুঝিবে, যে সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে, ক্ষুদ্র ঘটে আ আকাশ খণ্ডের মত মনে করিয়া তুমি অতি ক্ষুদ্র ভাবিতেছ তাহাই কিন্তু মহাকাশের সীমাশূন্য।

অর্জ্জুন—যাহা কিছু দেখিতেছি তাহাকেই কি এই আত্মা অন্তরে বাহিরে আচ্ছা করিয়া আছেন?

ভগবান্—শুধু দেখিতেছ কেন—যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শাদি করিতেছ, মনের দ্বারাও অনুভব করিতেছ তাহাও আত্মার ভিতরে। স্থূল ভাবে বলিতে গেলে ব হয় যেমন সূর্য্যকিরণ মধ্যে অনন্তকোটি ত্রসরেণু ভাসিয়া বেড়ায় সেইরূপ পরিপূর্ণ আ ভিতরে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূক্ষ্মভাবে সকল বস্তুর মূলে জ্ঞানস্বরূপ, বোধস্বরূপ এই চেতন আত্মা আছেন। তাঁহারই সত্তায় কল্পিত জগতের স্ফুরণ হইয়াছে। যাহার মূলে "জানা" বলিয়া বস্তুটি নাই, যে বস্তু জানিবার কেহই নাই তাহার অস্তিত্বই নাই। তুমিই দেখ, যে বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তো অনুভব সীমায় আইসে না, সেই বস্তুর তৎক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মধ্যে অস্তিত্ব ছিল না নিশ্চয়। তবেই কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে হইলে তাহার একজন জ্ঞাতা বা অনু

কর্ত্তা থাকা চাই। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যে পিপীলিকাটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারও একজন জ্ঞাতা আ ছন; আর তোমার মনের মধ্যে যে একটি অতি সূক্ষ্ম বাসনা জাগিতেছে তাহাও আত্মা জানিতেছেন—এমন সর্ব্বব্যাপী আর কি আছে বল? তিনিই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ ওতঃপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—সর্ব্বদা জাগ্রত তিনি, সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী তিনি,—এস তাঁহাকে প্রণাম কর।

অর্জ্জুন—তুমিই সেই। আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আচ্ছা তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই কি অবিনাশী?

ভগবান্—তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিতেছি। কিন্তু তুমি বলদেখি আমার এই পরিচ্ছিন্ন সাকার মূর্ত্তিকে তুমি ব্যাপক বল কিরূপে? আমিই সেই কিরূপে?

অর্জ্জুন—সূর্য্য কত ব্যাপক কিন্তু তাহাকে কত ছোট দেখায়। সেইরূপ কোন কিছুতে মনঃসংযোগ করিয়া একাগ্র হইতে পারিলে ব্যাপক বস্তুই ঘন হইয়া আকার ধারণ করে। আকাশ সর্ব্বত্রই নিরাকার। ইহা ঘন হইয়া সর্ব্বত্রই আকাশ ঘন সাকার মুর্ত্তি ধরিতে পারে। তুমিও ব্যাপক জ্ঞানানন্দ। স্বস্বরূপে থাকিয়াও তুমি মনের একাগ্রতা লাভ জন্য ঘন হইয়া মূর্ত্তিরূপে ভাস মাত্র।

ভগবান্—এখন সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী কিরূপে দেখ। যাহা সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাহার অভাব, অদর্শন, পরিচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তন হইবে কিরূপে বল? সাধারণতঃ বিনাশ অর্থে (১) অদর্শন (২) পরিবর্ত্তন। দেখ না কেন, অগ্নিযোগে দেহটা নষ্ট হইল, লোকে বলিল, দেহটা বিনষ্ট হইল। আবার রোগাদি দ্বারা দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও লোকে বলে, দেহটা নাশ করিয়াছে। সৎব্রহ্মের অদর্শনও নাই, পরিবর্ত্তনও নাই। জ্ঞানস্বরূপ তিনি সর্ব্বদা বিরাজমান, তাই তিনি অবিনাশী। আরও এক কথা, যেহেতু তিনি অব্যয় তাই কোন কিছুই তাঁহার বিনাশ ঘটাইতে পারে না।

অর্জ্জুন—আত্মা অব্যয় কিরূপে?

ভগবান্—যাহার উপচয় অপচয় নাই, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই তাহাই অব্যয়। যাহার অবয়ব আছে তাহারই ব্যয় আছে। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের কোন অবয়ব নাই। জ্ঞানস্বরূপ—বোধস্বরূপ যিনি, তাঁহার অবয়ব নাই। তাই আত্মা অব্যয়।

দ্বিতীয়তঃ, যেমন তাঁহার স্বতঃ কোন ব্যভিচার নাই সেইরূপ দেহাদি অবয়বশূন্য বলিয়া তাঁহার পরতঃও কোন ব্যভিচার নাই। দেবদত্ত আপনা হইতে কোন সুখ বা দুঃখ লাভ নাও করিতে পারে, কিন্তু ধনহানি প্রভৃতি হইতে ক্ষয়োদয় বোধ করিতে পারে; কারণ ধনাদির উপর তাহার "আমার বোধ" বা আত্মীয়তা আছে। আত্মার কিন্তু "আমার" বা আত্মীয়তা কোথাও নাই। সুতরাং পরতঃ ব্যভিচারও তাঁহার নাই। স্বতঃ পরতঃ বা 'আমি আমার' ব্যভিচার নাই বলিয়া তিনি অব্যয়।

অর্জ্জুন—অব্যয় বলিয়া, কোন পদার্থ আত্মার বিনাশ করিতে পারে না। এসম্বন্ধে কিছু কি বলিবে?

ভগবান্—আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এজন্য সর্ব্বব্যাপক। কিন্তু যিনি ব্যাপক তাঁহাকে কোন্ ব্যাপ্য বস্তু পরিচ্ছিন্ন করিবে? ব্যাপ্য বস্তু কি ব্যাপককে বিনাশ করিতে পারে? ঘট কি আকাশকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? ক্ষুদ্র কি বৃহৎকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়? যেমন চক্ষের সম্মুখে অঙ্গুলি আবরণ দিয়া বলা হয়, সূর্য্য বিনাশ বা অদর্শন করা গেল, চক্ষু বুজিয়া ভাবা গেল, আকাশ আর আমাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেইরূপ অজ্ঞান বশতই লোকে বলে ব্রহ্ম নাই; ব্রহ্মকে—আত্মাকে—জ্ঞানকে বিনাশ করা গেল। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ৫।১৫।

অর্জ্জুন—বুঝিতে পারিয়াও যেন ধরিতে পারিতেছি না। আত্মা ব্যাপক বলিতেছ। আমার আত্মাই যে সেই সীমাশূন্য বস্তু তাহার ধারণাত হয় না। আরও যাহা ব্যাপ্য সে কখন ব্যাপককে বিনাশ করিতে পারে না। পৃথিবীকে ব্যাপিয়া আছে জল, জলকে অগ্নি, অগ্নিকে

বায়ু, বায়ুকে আকাশ, আকাশকে আত্মা। কিন্তু তুমি বলিয়াছ “নাসতো বিদ্যতে ব্যাপ্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তথাপি কি প্রহেলিকা—যাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাই সেই সীমাশূন্য পরিপূর্ণ চৈতন্য বস্তুকে আবরণ করিতেছে কিরূপে ?

ভগবান্—তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর অগ্রে দিতেছি। ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ করি তথাপি এ বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা ব্যতীত দীর্ঘ অজ্ঞান-সংস্কার দূর হইবার অন্য নাই। শ্রবণ কর।

শ্রুতি বলেন “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ অজায়মানো জন্মাখ্যং বিকারমলভমানোঽপি জায়তে বিয়দাদিরূপেণাবির্ভবতি।” জন্ম নাই, পরিবর্ত্তন নাই তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এক আছেন কিন্তু “স্বয়মন্যইবোল্লসন্” ‘আমি অন্যমত’ এই এক উল্লাস। মায়া আশ্রয়ে কল্পনা। ফলে তাঁহার সত্তায় এই কল্পিত জগতের স্ফুরণ হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে হয় জগৎ জন্মিয়াছে কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে ইহার জন্ম কোথায় ? ইহার বীজ কোথায় ছিল ইহা জন্মিবে ? ইহার উপাদান কোথায় ছিল ? পরিপূর্ণ অতিসূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপ—জ্ঞান- ব্রহ্মে জড়ের অস্তিত্ব কোথায় ছিল ? তবে যে ইহা ভাসিতেছে দেখা যায় তাহা যেমন রজ্জু সর্প ভাসে সেইরূপ। দেখ মায়ার কার্য্য কিরূপ ? আকাশ সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তো সম্মুখে সর্ব্বদা কি আকাশ ভাসিতেছে দেখ ? এই সর্ব্বব্যাপী বস্তুটাকে বিনাশ করি অদর্শন করাইয়া রাখে কে ? “পানা” জল হইতে জন্মে কিন্তু জলকেই ঢাকিয়া রা রজ্জুর উপরে ভ্রমে সর্প ভাসে কিন্তু যে ভ্রম-সর্পের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই তাহাই দেখা রজ্জু দেখা যায় না। দেহ-ঘট যাহার অস্তিত্ব কেবল ভ্রমে আছে—এই দেহ-ঘট নাই যদি আছে বল, ইহাও ভ্রমে বলিতে হইবে। তথাপি পরিপূর্ণ সীমাশূন্য ব্রহ্মবস্তুর তুল ইহা কত বড়—না সূর্য্য কিরণে ভাসমান ত্রসরেণুর মত। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক স্থানে এই পৃথিবী, তাহার কোন এক দেশে এই দেহরূপ ভাসিতেছে ; ইহার অস্তিত্ব কি কল্পনায় আনা যায় ? তথাপি লোকে বলে দেহই আছে নাই। অজ্ঞানের প্রভাবেই এই হয়। অজ্ঞান যাহাতে ভাসে তাহাকেই বড় ক তোলে আর সমস্তই ক্ষুদ্র—শেষে আর কিছুই নাই সেই অজ্ঞানই আছে। শুনিতে পা অজ্ঞানী আপন ঘরে, আপনজন মধ্যে বসিয়া, আপন গণ্ডীতে থাকিয়া বলে, অন্য মানুষ আছে কে—সবাই ত আধ্‌না মানুষ—ফলে আমিই মানুষ আর সব নাই বলিলেও কেমন ? তাই বলিতেছি অসৎ এই জগৎ, এই দেহ, এই লোক সভ্য, ইহাদের অ সর্ব্বদা সন্দেহ তুল—ইহা কি আছে ? “আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা” এই দ্বারা সৎ বস্তুতে চিত্ত ডুবাইয়া রাখ। আনন্দ-ব্রহ্ম-সমুদ্রে মনোরূপ ঘট ভাসিতেছে অসৎ বস্তুজাত সঙ্কল্প বায়ুপূর্ণ আছে তাই ডুবিতে পাইতেছে না। “রিক্তীকুরু মনো ভাবনা-চণ্ডীকে ঘট হইতে বাহির কর, চিন্তা ত্যাগ কর, দেখিবে যে মন এই দেখাইতেছিল সেই মনোঘট আনন্দে ডুবিয়াছে ; লবণ পুত্তলিকা সমুদ্র মাপিতে গিয়া হইয়া গিয়াছে “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল তোমার আত্মাই যে অবিনাশী, সীমাশূন্য সর্ব্বব্যাপী ধারণা কিরূপে হয়।

অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, নিজবোধরূপ ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপী ইহার নিশ্চয় ধারণা পরোক্ষ জ্ঞান। “উহাই আমি” এই নিশ্চয় করাই অপরোক্ষ জ্ঞান। সর্ব্বব্যাপী আকাশ এক ঘট ভাসিতেছে। ঘটের বাহিরে ভিতরে আকাশ পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। মধ্যবর্ত্তী আকাশখণ্ড, আপনাকে পৃথক মনে করিয়া আপনার রূপ ছাড়িয়া ভাবিল নাই, ঘটই আছে। আমিই ঘট। অজ্ঞ জীব, আত্মা ভুলিয়া “দেহই আত্মা” আমি” এই অভিমান আনিয়াছে। আত্মা কি, আমি কি, জগৎ কি, এই কথা, এই সে পুনঃ পুনঃ শুনিতে অভ্যাস করুক, শুনিয়া শুনিয়া মনন করুক, মনন করিয়া

নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করুক তখন সে বুঝিবে ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশ ঘটের উপর অহং অভিমান ছাড়িয়া সীমাশূন্য আকাশে কিরূপে অভিমান করিবে। সাধক, মিথ্যা অসৎ দেহ হইতে অহং অভিমান উঠাইয়া লইলেই আপনি যে সীমাশূন্য ইহা ধারণা করিতে পারিবে। এই অহং ত্যাগের সাধনা তোমায় বলিব। গীতার উপদেশ জীবন্মুক্তি জন্য।

অর্জ্জুন—আরও জিজ্ঞাসা করিবার থাকে দেখি।

ভগবান্—কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? তোমার জন্যই এই আয়োজন। যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে জিজ্ঞাসা কর—“তুমি কি” আমি জানি। তথাপি তুমি জগৎজীবের স্থানীয় হইয়া প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দিতেছি।

অর্জ্জুন—“যেন সর্ব্বমিদং ততং” “অব্যয়” “অবিনাশী” এই বস্তুই ত আত্মা। এই আত্মা যেন দেহের ভিতরে আছেন বলিয়াই ত বোধ হয়। আত্মা ভিতরে না বাহিরে?

ভগবান্—নিজের স্বরূপ ভুলিয়া, আকাশ যদি ঘটটাকেই নিজের স্বরূপ ভাবে—মনে করে ঘটটাই আমি, তবে সে ঘটের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, আপনাকে বদ্ধ আকাশ খণ্ডই ভাবিবে। ঘটের মধ্যে যে আকাশ, সে এরূপ বদ্ধ হইবে, যে ঘটের বাহিরে যে সে আছে তাহা আদৌ ধারণা করিতে পারিবে না। অহং বোধটা দেহের উপর স্থাপন করিলেই—দেহে আত্মাভিমান করিলেই মনে হইবে আমার আত্মা দেহের ভিতরেই আছেন তিনি অতি ক্ষুদ্র। চৌদ্দপোয়া দেহের অতি ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে তিনি আবদ্ধ। দেহাত্মাভিমান ত্যাগ কর, বুঝিবে, তুমিই সেই সীমাশূন্য বস্তু। দেহটা কল্পনায় ভাসিয়া সত্যমত দেখাইতেছিল। ইহা মিথ্যা, আত্মাই আছে। অব্যক্ত তবস্থায় থাকাই ভিতর আর ব্যক্তাবস্থাই বাহির।

অর্জ্জুন—আর এক কথা। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, নিজবোধস্বরূপ। আমরা যে জ্ঞানের কথা কই—ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান—মঠের জ্ঞান এই জ্ঞানের ত উৎপত্তিও আছে, নাশও আছে। কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ আত্মার ত উৎপত্তি নাশ নাই। এই দুই জ্ঞানের সাদৃশ্য কোথায়?

ভগবান্—জীব যে জ্ঞানের কথা কয় তাহাতে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই জড়িত। ‘আমি বিদ্যুৎ দেখিতেছি’ ‘আমি গর্জ্জন শুনিতেছি’ ইত্যাদি স্থলে বিদ্যুৎ, গর্জ্জন ইত্যাদি আছে; দেখা, শুনা ইত্যাদি ব্যাপার আছে; আর আমি আছি। আমি সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা এক। কিন্তু বিদ্যুৎ, গর্জ্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে, ও দেখা শুনা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা অনুভব হইতেছে তাহা যেন ভিন্ন ভিন্ন।

অনুভবের বিষয় ভিন্ন বলিয়া অনুভব গুলিও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি এক অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ ‘আমিই’ বা আত্মাই আছেন। তাহার উপরে আকাশ, শব্দ, অগ্নি, রূপ ইত্যাদি, যে সমস্ত বহু ভাসিয়াছে তাহা বাস্তবিক নাই। তথাপি যে থাকার মত দেখাইতেছে তাহাই মায়া, তাহাই অজ্ঞান। যাহা নাই তাহাই আছে ইহার নাম মায়া। মা=নিষেধ বাচক, যেমন মাভৈঃ। আর আ=অস্তিবাচক। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিপূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা “অহং বহুস্যাম” আমি বহু হইব ইহা স্বরূপতঃ হয় না, অজ্ঞান সাহায্যে হয়। বহু সত্য সত্যই নাই এজন্য বহুর যে জ্ঞান তাহাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান ছাড়িয়া, এই দেখা শুনা ইত্যাদি ছাড়িয়া, যিনি দেখিতেছিলেন শুনিতেছিলেন তাহাতে আইস। যাহা কিছু দেখা হউক বা শুনা হউক বা স্পর্শ করা হউক এই কার্য্যগুলি ভিন্ন হইলেও যিনি এই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন অর্থাৎ কর্ত্তাটি তিনি এক। ইহাই আমি। আমি সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা এক, কারণ এক আমিই দেখা শুনা ইত্যাদি করিতেছিলাম, “বহুর যে জ্ঞান তাহাকে ত অজ্ঞান বলা হইল। এই বহুবস্তুজ্ঞানরূপ যে অজ্ঞান, তাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে। কিন্তু এই এক ‘আমি’ জ্ঞানেরও উৎপত্তি নাশ আছে বলিয়া মনে হয়, কারণ কখন আমি বোধ থাকে, কখন থাকে না। এই যে আমি

বোধটি ইহা বিচার কর। যখন এক আছে তখন আমি অনুভব কোথায়? পরিপূর্ণ যাহা তাহাতে আমি অনুভবও থাকে না। যখন আমি অনুভব জাগে তখন দ্বিতীয় একটা কিছু ভাসে—সেই দ্বিতীয়ের সহিত পৃথকত্ব বোধক "আমি" বা "অহং" ব্যবহৃত হয়। এখানে স্বরূপ ছাড়িয়া দ্বিতীয় কিছু "আমি" রূপে ব্যবহৃত হয়। এক ছাড়িয়া অন্য গ্রহণ, ইহার মধ্যে যে অবকাশ, তাহাই আকাশ। ভাল করিয়া ধারণা কর—যখন অহং জাগে তখন এই অহং বৃত্তি, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সৎবস্তুকে পরিচ্ছন্ন করিয়াই প্রকাশ করে। এই অহংবৃত্তির উৎপত্তি ও নাশ আছে; যাহার উপর অহং খেলা করে—অহং বৃত্তির উৎপত্তিও নাশ হইতেছে বলিয়া অহং বৃত্তির সহিত জড়িত যে চৈতন্য বা জ্ঞান তাহারও উৎপত্তি হইতেছে এবং নাশ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ফলে জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। জ্ঞানই ব্রহ্ম। জ্ঞান সর্ব্বদা অখণ্ড অবিনাশী, অব্যয়। যেমন ঘট পটাদি উপাধি নাশে তদুপহিত আকাশের নাশ হয় না সেইরূপ "অহং" উপাধি নাশে তদুপহিত "সৎ"এর নাশ হয় না। যেমন আকাশের উপাধি ঘট, সেইরূপ চৈতন্য বা জ্ঞানের উপাধি "অহং"। আকাশ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ থাকিলেও ঘটের মধ্যে আসিয়া পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়—সেইরূপ চৈতন্য বা জ্ঞান এক ও পূর্ণ হইলেও অহংবৃত্তি যোগে পরিচ্ছিন্ন মত বোধ হয়। কিন্তু সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান স্বরূপ আত্মার পরিচ্ছেদ কোথায়? এই জন্যই বলা হয় সেই এক অদ্বিতীয় চেতন জ্ঞানের অংশও নাই, অংশে অংশে পার্থক্যও নাই, উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। তিনি যেমন আছেন তেমনিই। বুঝিলে?

আর এক কথা—যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, সেইরূপ ইহা বলা যায় না যে ব্রহ্মের বিকার এই জগৎ। সৎব্রহ্ম মায়া বা অবিদ্যা আশ্রয়ে যেন জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েন ইহা তাঁহার খেলা। আবার যখন মায়া ছাড়িয়া দেন তখন যেমন থাকেন, তিনি তেমনই—যে সৎ, সেই সৎই থাকেন।

এখন বুঝিয়া দেখ আত্মজ্ঞান বা "আমি" জ্ঞানই জ্ঞান, আর জগতের খবরাখবর জ্ঞানই অজ্ঞান। জ্ঞানে অজ্ঞান নাই—আত্মজ্ঞানে দেহের মধ্যে বা জগতে কোথায় কি হইতেছে এই অজ্ঞান নাই। তবে জ্ঞানী যখন ইচ্ছা করেন তখন অজ্ঞানের সমস্ত খেলা, সমস্ত ভোজবাজী, সমস্ত তামাসা সমস্ত ইন্দ্রজাল দেখিতে পারেন। আর আপন জ্ঞানস্বরূপে থাকিয়াও মানুষ যেমন মিথ্যা স্বপ্নের গল্প করিতে পারে সেইরূপ মায়ার সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

অর্জ্জুন—আমি জ্ঞানস্বরূপকে ধারণা যেন করিতে পারিতেছি কিন্তু জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

ভগবান্—ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ জন্য নিত্য সাধনা দ্বারা চিত্তকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে তুলিতে হইবে। প্রত্যহ ব্রহ্মকে বিচার দ্বারা চিত্ত যখন স্পর্শ করিতে অভ্যস্থ হয়—প্রথমে আভাস ক্রমে আরও নিকটে নিকটে যাইতে শিক্ষা করে, এইরূপে অল্পে অল্পে চিত্ত বললাভ করিয়া যখন ব্রহ্মসংস্পর্শ করে, তখন অত্যন্ত সুখলাভ করে। মুখে শুনিয়াই বা পুস্তকে পড়িয়াই ইহা হয় না। কর্ম্মদ্বারা ইহা ভোগ করা চাই। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই আছেন ইহার নিশ্চয়জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞানকালে সাধনা প্রণব। পরে আমিই সেই, আমিই প্রণব, আমিই প্রণবানন্দ, আমি ব্রহ্ম, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। এখানে সাধনা নাই। অপরোক্ষানুভূতিই জীবন্মুক্তি।

অর্জ্জুন—ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ জন্য বলিতেছ প্রণব সাধনা করিতে। কিন্তু আমি যে স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না?

ভগবান্—জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিতে না পার ধ্যানে নামিয়া আইস। এখানকার সাধনার বস্তু ভাব-ব্রহ্ম বিজড়িত শব্দ-ব্রহ্ম। এখানে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রথম—তাহার উপরে পরম জ্যোতি ইহাই ব্যাপিয়া শব্দ। এ অবস্থায় সাধনা অর্দ্ধনারীশ্বর, শক্তিশিব। মন্ত্র অজপা।

অর্জ্জুন—প্রণব মন্ত্র ব্রাহ্মীস্থিতি জন্য। অজপা মন্ত্র অর্দ্ধনারীশ্বর জন্য বলিতেছ ?—প্রণব ও অজপা কি বিভিন্ন ?

ভগবান—সামান্য ভেদ। যিনি প্রণব তিনিই অল্প স্থূল হইয়াই অজপা। বৈখরী স্থূল মধ্যমা পশ্যন্তি, পরা, ক্রমে সূক্ষ্ম। ওঁকারই একটু চঞ্চলে হংস বা সোহং। সোহং ইহা হইতে 'স' 'হ' অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি অংশ বাদ দাও হইবে ওঁ। হংকার বাহিরে আসিতেছে তার তাণ্ডব করিতেছে ইহাই প্রকৃতি। "স" কার ভিতরে স্থির আছেন ইহাই প্রকৃতি উপহত পুরুষ বা চৈতন্য বা জ্ঞান্। স্থির পুরুষ, বক্ষ পাতিয়া না দিলে চঞ্চলার খেলা হয় না। স্থির সমুদ্র না থাকিলে চঞ্চল তরঙ্গ মালার খেলা হয় না। হংস নাম কেন জান "চরন্নিবানন্দ মীনান্ ভুঞ্জানো হংস উচ্যতে। হং কারেণ বহির্যাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ।

"সর্ব্ব স্বামিতয়া চাত্মা।" সকলের স্বামী বলিয়া তিনি আত্মা। তিনি পরম হংস, তিনি স্বামী। এই আত্মা হৃৎসরোবরে আনন্দস্বরূপ মীনগণকে ভোজন করতঃ তথায় বিচরণ করেন এই নিমিত্ত তিনি হংস। তিনি হং শব্দ দ্বারা বাহিরে গমন করেন, স শব্দ দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করেন। ভিতর বাহির ত বুঝিতেছ ? অব্যক্ত অবস্থাটির নাম ভিতর, আর ব্যক্ত যাহা তাহাই বাহির। আত্মাই হংস এই বীজ জপ করিয়া থাকেন। হংসের ধ্যান্ শুনিবে :—

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং
মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টং।
শ্রদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাবগাহং
নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায় ॥

অর্জ্জুন—বড় সুন্দর—কিন্তু রূপ কৈ ?

ভগবান—আরও স্থূল না হইলে অজপা সাধকের হয় না। অর্দ্ধনারীশ্বরের ধ্যান শুনিবে ?

উদ্যদ্ভানুস্ফুরিত তড়িদাকার মর্দ্ধাম্বিকেশং।
পাশাভীতিং বরদপরশুং সংদধানং করাব্জৈঃ।
দিব্যাকল্পৈর্ন বমণিময়ৈঃ শোভিতং বিশ্বমূলং
সৌম্যাগ্নেয়ং বপুরবতূনশ্চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রম্ ॥

ইহাও না পার অন্যপ্রকার ধ্যান করিও—

নীলপ্রবালরুচিরঃ বিলসৎ ত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎ পলক পালক শূলহস্তং।
অর্দ্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দুবদ্ধমুকুটং প্রণমামি রূপম্ ॥

অর্জ্জুন—বড় মনোহর কিন্তু—

ভগবান—কিন্তু তুমি যাহা চাও—আচ্ছা শ্রবণ কর

নবজলধরবিদ্যুদ্দ্যোতবর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদননয়নপদ্মৌ চারুচন্দ্রাবতংসৌ।
অলক তিলক ভালৌ কেশবেশপ্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনোরে—

অর্জ্জুন—"জানকী রাম চন্দ্রৌ"

ভগবান—অথবা "রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ" যাহাতে তোমার রুচি।

অর্জ্জুন—এই আমার সম্মুখেই সেই তুমি আমি তোমায় প্রণাম করি।

ভগবান—তুমি ভাবিতেছ গুহ্য কথা প্রকাশ করি যে ? উত্তরে বলি সে তোমার কাছে। স্থির শ্বাস যাঁহার ধারণা হইয়াছে তাঁহার জন্যই ওঁকার ক্রিয়া। যে যত চঞ্চল তার জন্য নীচের সাধনা। বলিলেই ত হইল না। করা চাই। করিতে গেলেই বুঝিবে নীচের

অবস্থায় থাকিয়া উপয়ের সাধনা হয় না। মুখে পাখীতেও প্রণব ধরিতে পারে। অনেক দূরে আসা হইয়াছে তোমার কর্ত্তব্য আরও দূরে।

এখন এই পর্য্যন্ত তোমার শোক নিবারণ জন্য যাহা বলিলাম স্মরণ রাখ। দ্বিতীয়ের একাদশ শ্লোকে বলিয়াছিলাম শোক তিনটি বিষয়ের জন্য হইতে পারে। (১) আত্মা মরিলে (২) আত্মার দেহান্তর হইলে (৩) আত্মার দেহের ক্লেশ বা দেহবিনাশ হইলে। দেখাইলাম আত্মা অবিনাশী এজন্য ভীষ্মাদির আত্মা বিনষ্ট হইবে বলিয়া শোক হইতে পারে না। আত্মার বা আত্মজ্ঞানীর অন্য দেহগ্রহণ, সেও পুরাতন বস্ত্রত্যাগের মত ; ইহাতেও শোক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আত্মা যে দেহ ধারণ করেন, সেই দেহের যে সমস্ত সুখ বা দুঃখ তাহাও মিথ্যা, এজন্য শোক হইতে পারে না। অবশিষ্ট রহিল দেহ—এখন দেহনাশে যে শোক হইতে পারে না ইহার তত্ত্ব তুমি বুঝিয়াছ তথাপি অতি স্থূল দেহ বিনাশ ভাবনার বিচার তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—ইহা পরে বলিও কিন্তু আত্মা অবিনাশী এবং দেহ ত নাই তথাপি অজ্ঞান চক্ষে যতদিন দেহ দেখা যাইতেছে ততদিন ইহাকে বিনাশশীলই বলিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি অবিনাশীর সহিত বিনাশশীলের মিলন কিরূপ ? পরমাত্মার দেহধারণ কিরূপ ?

ভগবান—"পরমাত্মা দেহ পরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হইলে তাঁহার সঙ্কল্প প্রভাবে শুক্র শোণিত রূপ পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি ও তন্মধ্যে জীবরূপে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়" অনুগীতা ২৪ অধ্যায়ে ইহা ভাল করিয়া বলিতে হইবে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

শ্রী শ
নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অনাশিনঃ দ্বিবিধনাশরহিতস্য সর্ব্বদা-
নী শ
প্রকাশরূপস্য অপ্রমেয়স্য ন প্রমাণসাপেক্ষস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈর-
শ হ শ ম শ্রী
পরিচ্ছিন্নস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ আত্মনঃ ইমে সর্ব্বে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা-
রা ন ম
দেহাঃ কর্ম্মফলভোগার্থতয়া ভূতসঙ্ঘাতরূপা বহুবচনাৎ স্থূলসূক্ষ্ম
ম
কারণরূপাঃ বিরাটসূত্রাব্যাকৃতাখ্যাঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মনঃ সর্ব্বে, শরীরাণি
শ
অন্তবন্তঃ অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ। যথা
মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে,
শ রা
স তস্যা অন্তস্তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদিবচ্চান্তবন্তঃ বিনাশ-
হ
স্বভাবাঃ উপচয়াপচয়াত্মকাঃ উক্তাঃ পণ্ডিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিরিত্যর্থঃ।
শ ন
তস্মাৎ যস্মাদেবং নিত্যোবিভুরসংসারী নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা

শ　　　　শ

তস্মাৎ হে ভারত যুধ্যস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ স্বধর্ম্মং
শ্রী
মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত এব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তেঽতস্তস্য কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে, "তস্মাদ্যুধ্যস্ব" ইত্যনুবাদমাত্রং বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

শরীরধারী, সর্ব্বদা একরূপ, অবিনাশী, প্রমাণের অতীত আত্মার এই সকল স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীর বিনাশশীল। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—দেখ দেখি কিরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্মে তুমি আমায় নিয়োগ করিতেছ?

ভগবান্—তোমার যাহা স্বভাব তাহাই তুমি করিবে। আমি কোন বিধি বা নিষেধ দিতেছি না। কিন্তু তোমার কর্ত্তব্যের প্রতিবন্ধক যাহা তাহাই অপনয়ন করিতেছি। অজ্ঞান হেতু তুমি স্বধর্ম্ম হইতে বিরত হইতেছ। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান। জ্ঞান হইলেই বুঝিবে আত্মা কি, দেহ কি, বিনাশ কার?

অর্জ্জুন—আত্মাকে দেখাইতেছ নিত্য, শরীরধারী, অনাশী ও অপ্রমেয়। কিন্তু তিনি যে-সমস্ত দেহ ধারণ করেন তাহার অন্ত আছে, তাহা বিনাশশীল "অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ।" যাহার বিনাশ হইবেই নিশ্চয়, ক্ষত্রিয়ের স্বভাব অনুসরণে সেই বিনাশশীল দেহের বিনাশ হইবে এই ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ না করা আমার উচিত নহে। এইজন্য স্বধর্ম্ম করিতে বলিতেছ এইত? কিন্তু দেহের স্বরূপ কি?

ভগবান—"অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ"—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত ব্রহ্মের এই স্থূল সমষ্টি, সূক্ষ্মসমষ্টি এবং কারণ দেহ—আত্মার এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণাখ্য দেহ সমূহের অন্ত বা শেষ আছে।

মনুষ্যের দেহ কর্ম্মফল ভোগ জন্য। ভোগের শেষ হইলে নিশ্চয়ই ইহার অন্ত হইবে। তবে দেহের উপর এত আস্থা কেন? ইহা স্বকর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া অন্ত হউক। তুমি আত্মা তুমি দেহ নও। ভীষ্ম দ্রোণাদিও আত্মা, দেহ নহেন।

স্বধর্ম্ম করিতে করিতে যদি এই অন্তবন্ত দেহের অন্ত হয় তবেই যথার্থরূপে প্রারব্ধ ভোগ হইয়া গেল। যেমন ব্রাহ্মণের দেহ কাম ভোগের জন্য নহে, ইহা ক্লেশ ভোগের জন্য, তপস্যার জন্য—যে ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা দেহের অন্ত করিবে সেই অনুপম সুখ প্রাপ্ত হইবে—

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্যত্বনুপমং সুখম্ ॥

সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের দেহ যুদ্ধে বিনাশ হইবারই জন্য। ক্ষত্রিয়ের প্রারব্ধ ভোগের ইহা অপেক্ষা সহজ পথ নাই। তাই বলিতেছিলাম দেহের স্বরূপ এই যে দেহ অসৎ ইহার উৎপত্তি ও নাশ আছে। তুমি আপন কর্ম্ম করিয়া চল, দেহ যাহা হয় হউক।

অর্জ্জুন—তোমার কথা বুঝিতেছি—তথাপি জিজ্ঞাসা করি আত্মা সৎ কিন্তু দেহ অসৎ। দেহ ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র। এই দুয়ের একত্র মিলনে তিনি শরীরী কিরূপে হইলেন?

ভগবান—তোমাকে প্রকৃত তত্ত্ব ত বলিয়াছি। মরুমরীচিকায় জল ভ্রম কেবল কল্পনা মাত্র। অসৎ দেহাদিও সেইরূপ সৎ আত্মায় কল্পিত মাত্র। সত্যসঙ্কল্প পুরুষ এক হইয়াও যখন বহু হইব ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্কল্প স্থূল হইয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহা তাঁহার মায়া মাত্র। আত্মমায়া দ্বারা, তিনি সর্ব্বদা আপন স্বরূপে থাকিয়াও এককালে বহু দেহ ধারণ করার মত হয়েন। এক সূর্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, প্রতীয়মান হয়েন সেইরূপ একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রতিফলিত হইতে দেখা

যায়। শ্রুতি বলেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" আত্মার সমস্ত দেহই কিন্তু অসৎ। যেমন পানা জল হইতে উৎপন্ন হইয়া জলকে ঢাকিয়া রাখে সেইরূপ দেহাদি অসৎ বস্তুও আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে। মরীচিকা ও জলবুদ্ধি পৃথক—ইহা প্রমাণ হইলেই যেমন জল ভ্রমের অন্ত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে দেহ পৃথক ইহা অনুভূত হইলেই দেহাদি ভ্রমের অন্ত হয়।

অর্জ্জুন—আত্মা হইতে দেহ পৃথক এই অনুভব কিরূপে আমার হইবে ?

ভগবান—আত্মার সম্বন্ধে শ্রবণ কর, আত্মার স্বরূপ মনন কর, আত্মার ধ্যান কর, ক্রমে দেহাত্মাভিমান সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা যখন আত্মারামের প্রসন্নতার উপরে লক্ষ্য পড়িবে—সকল কর্ম্ম করিবে কিন্তু আত্মবিস্মৃত না হইয়া—তখন সৎ আত্মার স্বরূপে লক্ষ্য দৃঢ় হইবে। দ্রষ্টা ভাব সর্ব্বদা থাকিবে। তখনই বুঝিবে আত্মা দেহ হইতে পৃথক। পরে ইহা বিশেষরূপে বলিব। তুমি ক্রমে বুঝিবে এক আত্মাই এই সমস্ত দেহ ধারণ করেন। আত্মমায়ায় 'অহং" অধীন হইয়া আত্মা দেহে অভিমান করেন। করিয়া দেহও বহু আপনিও বহু এইরূপ বোধ হয়। তুমি সর্ব্বদা আত্মার স্বরূপ আলোচনা কর। সৎ আত্মা নিত্য, সৎ অনাশী, সৎ অপ্রমেয় ইহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর।

অর্জ্জুন—নিত্য বলিলেই ত হয় আবার অনাশী কেন ? ইহা কি পুনরুক্তি নহে ?

ভগবান—ইহাদের অর্থগত পার্থক্য নাই সত্য তথাপি পূর্ব্বে বলিয়াছি অদর্শন ও পরিবর্ত্তন ভেদে নাশ দুই প্রকার। দ্বিবিধ নাশ রহিত বলিয়া আত্মা অনাশী। সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া আত্মা নিত্য।

অর্জ্জুন—আত্মা অপ্রমেয় কিরূপে?

ভগবান—"এই বস্তু এইরূপ" প্রকৃষ্টরূপে বস্তুর পরিমাণকে প্রমা জ্ঞান বলে। যাহা দ্বারা প্রমাজ্ঞান জন্মে তাহাই প্রমাণ। যেমন প্রত্যক্ষাদি আত্মাকে যাহা জানাইয়া দেয় তাহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু আত্মাই জ্ঞাতা জ্ঞাতাকে আবার কোন জ্ঞাতা জানাইবে ? ইনি নিজ বোধরূপ এজন্য স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাই অপ্রমেয়। আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া তোমার স্বধর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। "তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত" তুমি যুদ্ধ কর। আলস্য অনিচ্ছা ত্যাগ করিয়া ফলাফলে লক্ষ্য না করিয়া আমি তোমায় বলিতেছি বলিয়া আমায় ভাল বাসিয়া কর্ম্ম কর শুভ হইবে।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

নী শ নী
যঃ তার্কিকাদিঃ এনং প্রকৃতং দেহিনং আত্মানং হন্তারং হনন-
শ ম নী
ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং বেত্তি অহমস্য হন্তেতি বিজানাতি যশ্চ চার্ব্বাকাদিঃ
শ শ
এনং হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং মন্যতে
ম নী শ
বিজানাতি তৌ উভৌ ন বিজানীতঃ আত্মতত্ত্বং ন জ্ঞাতবন্তৌ। ন
ম ম শ
বিবেকেন জানীতঃ শাস্ত্রাৎ। কস্মাৎ যস্মাৎ অয়ং আত্মা ন হন্তি হনন-
শ শ
ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি ন হন্যতে ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥১৯॥

যে এই আত্মাকে হন্তা বা ঘাতক মনে করে—ও যে ইঁহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। কারণ ইনি হনন করেন না হতও হয়েন না ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—বুঝিলাম আত্মা কাহাকেও বিনাশও করেন না, কাহা দ্বারা বিনষ্টও হন না। এই জন্য যুদ্ধাদি ব্যাপারে শোক করা উচিত নহে। কিন্তু জগতে এই যে বিনাশ-ক্রিয়া চলিতেছে—মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি এখনই যাহা আরম্ভ হইবে এটা তবে কি?

ভগবান্—ছবিতে ছবিতে যদি মারামারি কাটাকাটি দেখান যায় তাহাকেই যথার্থ মনে করিয়া যে শোক করে তাহাকে অজ্ঞান বলিবে না ত কি বলিবে? অজ্ঞানেই ভূতের উৎপাৎ, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী। অজ্ঞান দূর কর—"কামল" রোগে যে সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দেখিতেছিলে সেই রোগ সারিয়া যাউক দেখিবে বিকার কোথাও নাই। উপরে সূর্য্য পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন, নিম্নে যে তাঁহার ছায়া জলের উপর ভাসিতেছে—জল চঞ্চল বলিয়া, সূর্য্যের প্রতিবিম্বকে চঞ্চল দেখাইতেছিল—দেখাইতেছিল যে সূর্য্যের ছায়া শত খণ্ডে বিভক্ত। চিত্তবায়ু বুদ্ধিরূপ জলকে সর্ব্বদা চঞ্চল করিতেছে। সেই জন্য বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য-ছায়া চঞ্চল বোধ হইতেছে। চিত্ত নড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে আত্মা যেন চঞ্চল। চিত্ত শান্ত কর, দেখিতে পাইবে সংসার আড়ম্বর মিটিয়া গিয়াছে। ভূতের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। পঞ্চ ভূত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যে শান্ত আনন্দময় আত্মা সর্ব্বকালে আছেন তিনিই আছেন—ভৌতিক কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইবেই নিশ্চয় কিন্তু লৌকিকদৃষ্টিতে কি মনে হইবে না যে এই কার্য্যে পাপ আছে শুধু আমার নহে তোমারও, কারণ তুমি করাইতেছ?

ভগবান্—অজ্ঞানদৃষ্টির নামই লৌকিক দৃষ্টি। মুখে বলিলাম—আত্মা আছেন, আর আমি জড় নহি, আমি আত্মা— এই মুখের কথায়, এই চিড়িয়ার বুলিতে কি আজ্ঞান দূর হয়? আজ্ঞানান্ধ মানুষ ও আত্মজ্ঞানীতে কত অন্তর দেখ। আত্মা সত্যসঙ্কল্প। তাঁহার সঙ্কল্প হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয়; কিন্তু তুমি আত্মজ্ঞানীর ভান করিয়া যদি বসিয়া থাক তবে তোমার শত সঙ্কল্পেও কোন কার্য্য হইবে না। এক্ষেত্রে 'তুমিই' সেই কিরূপে? তুমি মুখে ব্রহ্মজ্ঞানী মাত্র। তুমি অজ্ঞান—যাহা কিছু পাপ তাহাই অজ্ঞানজাত। তোমার জানা উচিত, আমি তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতেছি না। তোমার শোকমোহাদিরূপ সংসার কারণের নিবৃত্তি জন্য আমি যাহা বলিতেছি শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন।

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ংহন্তি'ন হন্যতে॥"

তুমি ক্ষত্রিয়। তোমার যুদ্ধ দ্বারাই সহজে প্রারব্ধ ক্ষয় হইবে। এই প্রারব্ধক্ষয়ের কৌশলটুকু শিখাইয়া দিয়া আমি বলিতেছি তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, ইহাতে কোন পাপ নাই। কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। আমিও তোমার সম্মুখে। এই স্থান হইতে দূরে গমন করিলে এবং আমার অদর্শন ঘটিলে তোমার স্বভাববশে সেই যুদ্ধই তোমাকে করিতে হইবে—তোমার এ ক্ষণিক বৈরাগ্য থাকিবে না। আমি তোমাকে স্বধর্ম্ম করিতেই বলিতেছি—অকর্ত্তা হইয়া কিরূপে ঈশ্বরের অধীনে আসিয়া স্বভাবত কর্ম্ম করিতে হয় আমি তোমায় তাহাই শিক্ষা দিতেছি। কর্ম্মের কৌশল শিক্ষা দিয়া যাহাতে তুমি কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ না হও, যাহাতে তুমি কর্ম্ম করিয়াও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাও সেই উপদেশ তোমায় করিতেছি। ইহাতে তোমারও পাপ নাই আর আমি সৎ উপদেশ করিতেছি, আমার পাপ কেন হইবে?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০ ॥

নী
"নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যুক্তং। তত্র ন হন্যত ইত্যেতদুপ-
নী শ
পাদয়তি তত্রস্থেনৈব দ্বিতীয়েণ মন্ত্রেণ ন জায়ত ইতি। অস্মিন্ মন্ত্রে "জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে-বিপরিণমতে-অপক্ষীয়তে-বিনশ্যতি" ইতি ষড়্-
শ আ
ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। তদেব সাধয়িতুং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে মন্যমানে শরীরে ইতি মন্ত্রান্তরমবতারয়তি নেতি।

ম শ নী শ
কদাচিৎ কস্মিন্নপিকালে অয়ং আত্মা ন জায়তে অভিনবোনোৎ-
শ শ শ
পদ্যতে। জনিলক্ষণাতুবস্তুবিক্রিয়া নাত্মানো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। কদাচিৎ
নী শ শ
ন ম্রিয়তে বা ন চ নশ্যতি বা শব্দশ্চার্থে। "ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা-
শ শ
বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়া প্রতিষেধৈঃ সম্বধ্যতে—ন কদাচিজ্জায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবং।
আ
অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অয়মাত্মা ভূত্বা ন ভবিতা, ন চাভূত্বা
আ ম ম শ
ভূয়ো ভবিতেতি যোজনা বা শব্দাদ্বাক্যবিপরিবৃত্তিঃ। অয়ং আত্মা
শ শ্রী শ্রী শ্রী
ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় উৎপদ্য ন ভবিতা ন ভবতি অস্তিত্বং ভজতে
শ
ন চ অভূত্বা ভূয়ঃ পুনঃ ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে। যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে, যোঽভূত্বা ভবিতা
শ
স জায়ত ইত্যুচ্যতে নৈবমাত্মা অতো ন ম্রিয়তে ন জায়তে চ।

অয়ং [রা]সর্ব্বদেহগত আত্মা অজঃ [ম]যোহভূত্বা ভবতি স উৎপত্তিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি। অয়ন্তু প্রাগপি সত্ত্বাদ্‌যতো নোৎপদ্যতেহতো [ম]অজঃ নিত্যঃ [ম]যোহি প্রাগ্‌ভূত্বা উত্তরকালে ন ভবতি স মৃতিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি। অয়ন্তূত্তরকালেহপি সত্ত্বাৎ যতো ন ম্রিয়তেহতো নিত্যঃ বিনাশাযোগ্য ইত্যর্থঃ। [ম]অত্র ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি প্রতিজ্ঞা, কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয় ইতি-তদুপপাদনম্। অজোনিত্য ইতি তদুপসংহার ইতি [ম]বিভাগঃ। [ম]আদ্যন্তয়োর্ব্বিকারয়োর্নিষেধেন মধ্যবর্ত্তিবিকারাণাং তদ্ব্যাপ্যানাং নিষেধে জাতেহপি গমনাদিবিকারাণামনুক্তানামপ্যুপলক্ষণায়াপক্ষয়শ্চ বৃদ্ধিশ্চ শাশ্বত শব্দেনৈব [ম]নিরাক্রিয়তে। শাশ্বত [ম]ইতি [শ]শশ্বত্তবঃ [ম]সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপচীয়ত ইত্যর্থঃ। যদি নাপক্ষীয়তে তর্হি বর্দ্ধতামিতি নেত্যাহ-পুরাণ ইতি। [শ]পুরাপি নব এবেতি পুরাণো [ম]ন হ্যধুনা নূতনাং কাঞ্চিদবস্থামনু[ম]ভবতি। [ম]যো হি নূতনাং কাঞ্চিদুপচয়াবস্থামনুভবতি স বর্দ্ধত ইত্যুচ্যতে লোকে—অয়ন্ত সর্ব্বদৈকরূপত্বান্নাপচীয়তে নোপচীয়তে বেত্যর্থঃ অস্তিত্ববিপরিণামৌতু জন্মবিনাশান্তর্ভূতত্বাৎ পৃথঙ্‌ ন [ম]নিষিদ্ধৌ। [ম]যস্মাদেবং সর্ব্ববিকারশূন্য আত্মা তস্মাৎ শরীরে হন্যমানে [ম]তৎসম্বন্ধোহপি কেনাপ্যুপায়েন ন হন্যতে ন হন্তুং শক্যত ইত্যুপসংহারঃ ॥ ২০ ॥

এই আত্মা কোন কালে জন্মেন না মৃতও হয়েন না। উৎপন্ন হইয়া আবার না হওয়া ইহা হইবে না অথবা না উৎপন্ন হইয়া আবার হওয়াও

হইবেন না। আত্মার জন্ম নাই, ইনি নিত্য, সর্ব্বদা একরূপ, ইনি শাশ্বত, সর্ব্বদা বর্ত্তমান, ইনি পুরাণ—পুরা হইয়াও নব, সর্ব্বদা নূতন, অপূর্ব্ব শরীর হনন করিলেও ইনি হত হয়েন না ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—আত্মার জন্মমৃত্যু নাই। ইহা ষড়্ভাব রহিত। ইহার এখন বা পরে আবির্ভাব নাই এই যে বলিতেছ ইহা কি শ্রুতিবাক্য ?

ভগবান—হাঁ।

অর্জ্জুন—ষড়্বিধ বিকার কি কি ?

ভগবান—বলিতেছি। কিন্তু তুমি সর্ব্বদা একটি ভাব স্মরণ রাখিও। যেরূপ আকাশের আশ্রয়ে মহাকাশ বর্ত্তমান সেইরূপ সকলের আত্মায় এক সৎ মহাত্মা আছেন। যদি বল কিরূপে ইহা স্বীকার করা যায় ? বলি শ্রবণ কর। এই যে দেহাদি দেখিতেছ ইহাদিগকে যতক্ষণ অনুভব করিতেছ ততক্ষণ ইহারা তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু যখন কোন বস্তু কোন সময়ের জন্য তোমার অনুভব সীমায় থাকে না তখন অন্ততঃ সেই কালের জন্য সেই বস্তু তোমার মধ্যে থাকে না। তবেই বলা যায় কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে হইলে সেই বস্তুর একজন জ্ঞাতা বা অনুভবকর্ত্তা থাকা চাই। জাগ্রত সময়ে না হয় তোমার দেহের জ্ঞাতা তুমি আছ কিন্তু বল দেখি যখন তুমি নিদ্রা যাও তখন তোমার দেহের অনুভবকর্ত্তা একজন যদি না থাকেন তবে এ দেহের অস্তিত্ব তখন কিরূপে থাকিবে ? সৎ মহাত্মাই সেই অনুভবকর্ত্তা। শুধু স্বপ্ন কেন জাগ্রত কালেও তোমার দেহ মধ্যে কত নাড়ী, কিরূপ রক্তের গতি, কিরূপ ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া, কিরূপ অন্নাদি পাক হইতেছে তুমি ইহাদের অনুভবকর্ত্তা নও। অথচ একজনের অনুভবে যাহা না থাকে তাহার অস্তিত্ব থাকে না। তাই বলিতেছি সকলের আত্মায় এক সৎ মহাত্মা আছেন। সেই সৎমহাত্মাই শাশ্বত সর্ব্বভূতাত্মার স্বরূপ অর্থাৎ সকলের আত্মা। তুমিও সকলের আত্মা আবার তুমি অর্জ্জুন নামধারী আত্মাও। আমিও সকলের আত্মা আমি মহাত্মা, আর তোমার আত্মা আমার অর্জ্জুন নামধারী এই মূর্ত্তি। আমি এই অর্জ্জুন-মূর্ত্তিতে কুরুকুল সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিব। বিষ্ণুর যে দেহ অর্জ্জুনাদি শরীরপরিগ্রহকারী তাহাই প্রাকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হর্ষ ইত্যাদি যাহা কিছু নরধর্ম্ম, যাহা কিছু অবিদ্যাজনিত অজ্ঞভাব তাহা প্রাপ্ত হইবে। সেই অজ্ঞভাব জন্য তুমি উভয় সৈন্যগত স্বজনগণকে মরণোন্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদভরে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে যাইতেছ। আর আমি উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধি জন্য অর্জ্জুন নামধারী আমার মূর্ত্তিকে স্বকীয় জ্ঞানময় কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধ দিয়া প্রবুদ্ধ করিতেছি। অর্জ্জুন বুঝিতেছ তোমার অনুভবে তোমার সমস্ত বস্তু সর্ব্বক্ষণ থাকে না কিন্তু সেই মহাত্মার অনুভবে থাকে, সেই মহাত্মাই সগুণ ব্রহ্ম। সেই সগুণ ব্রহ্মও আমি। তুমি আমারই। আমি যাহা বলিতেছি তুমি যাহাতে তাহাই করিতে পার তজ্জন্য অর্জ্জুনরূপধারী জীবভাবকে কৃপা করিয়া কৃষ্ণরূপ পরমাত্মভাবে আনিতেছি। যখন তুমি বুঝিবে তোমার এই অর্জ্জুনদেহে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা তখনই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণবাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিবেন তাহাই সানন্দে করিবে। এই কারণে বলিতেছি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি পরিণাম অপক্ষয় ও বিনাশ আত্মা এই ছয় বিকার শূন্য।

অর্জ্জুন—আহা ! কি সুন্দর ! তুমিই আমার আত্মা। আমি তোমায় ছাড়িয়া দেহকে আত্মা বলিয়া ক্লেশ পাইতেছি। তুমি কৃষ্ণ—তুমি আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছ। তোমার রমণীয় বাক্যে আমার চিত্ত রমণ করিতেছে—এই রমণীয় পরম ভাবই রাম। আমায় এই ভাব স্থায়ী করিয়া দাও।

ভগবান—বিনা জ্ঞানে ভাব স্থায়ী হয় না। জ্ঞান লাভ জন্য আত্মার কথা শ্রবণ মনন কর।

অর্জ্জুন—আচ্ছা তবে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। ষড়্‌বিধ বিকার আত্মার নাই তবে এ সমস্ত বিকার কাহার? আত্মাই বা এই সমস্ত বিকারশূন্য কিরূপে?

ভগবান—মনুষ্যাদি জীবের দেহ এবং দৃশ্যজাত অপর সমস্ত বস্তুর কলেবর—এই সমস্ত 'কলেবরই বিকারবিশিষ্ট। দেহই জন্মায়, শ্রুতি বলেন আত্মার জন্ম নাই। 'আত্মা' ন জায়তে।' জন্মই প্রথম বিকার। জন্ম থাকিলেই মৃত্যু আছে। যদি ঠিক ধারণা কর আত্মা জন্মেন না মরেনও না তবে পুত্রকন্যাদির জন্মে সুখ ও মৃত্যুতে দুঃখ ইহা তোমার হইতে পারে না। দেহটা—যেটা সর্ব্বদা মলিনও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী—এইটাই মানুষকে নরকভোগ করায়। এইটাই জন্মে, ইহাই মরে, এইটাই সর্ব্বদা অনিত্য।

অর্জ্জুন—আত্মার জন্মাদি নাই বুঝিব কিরূপে?

ভগবান—আত্মার কথা ত বহুদূরের—এমন কি সূক্ষ্ম দেহেরও কোন ধর্ম্ম নাই। স্থূল দেহেরই ধর্ম্ম জন্মাদি। আত্মার ধর্ম্ম "জন্ম" কিরূপে হইবে? যদি বল জন্ম আছে তবে মরণও আছে। তাহা হইলে আত্মা অনিত্য সিদ্ধ হইবে। তখন বলিতে হইবে পরলোক নাই। পরলোকে আত্মা ছিলেন না যদি বল, তবে তাহার কোন কর্ম্মও তখন ছিল না। তবেই দেখ আত্মার ইহ জন্মে কর্ম্মব্যতিরেকেও ভোগ হইবে। বালক জন্মগ্রহণ করিয়াই ভোগ করে। কিন্তু ভোগের মূলে যদি কর্ম্ম না থাকে তবে ভোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তার পর ইহজন্মের কর্ম্ম সমস্ত সকল মনুষ্যের এখানে ভোগ হইতে দেখা যায় না। যদি মৃত্যুতে আত্মা না থাকেন তবে ইহজন্মকৃত কর্ম্ম, ভোগ না হইয়াও নষ্ট হইল। যত ইচ্ছা পাপ কর না কেন তজ্জন্য তোমার বিশেষ দণ্ডও কিছু হইল না! লোকে বলিবে মরিলেই ত সব ফুরাইয়া যাইবে তবে প্রাণ যাহা চায় তাহাই করা যাউক। এইরূপে লোকে নাস্তিক হইবে। এজন্য বেদোক্ত কর্ম্ম অনাবশ্যক হইয়া পড়িবে। বেদ মিথ্যা ইহাই পূর্ণ নাস্তিকতা অতএব আত্মার জন্ম আছে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য।

অর্জ্জুন—জন্ম নাই এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দিয়া যদি আত্মার কথা বুঝাইতে?

ভগবান—আত্মা ভিন্ন এমন কোন বস্তু নাই যাহার জন্ম নাই।

তুমি পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নিতান্ত নির্ম্মল, নিতান্ত সূক্ষ্ম। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যে সর্ব্ব বস্তুকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপিয়া আছেন তাহা ২।১৭ শ্লোকে বুঝাইয়াছি।

জন্মটা কি বুঝিতে চেষ্টা কর। আত্মা কি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিও। ইনি জ্ঞানস্বরূপ, ইনি আনন্দরূপ। ইনি সর্ব্বব্যাপি—ইনি সর্ব্ব কালেই আছেন—আর সর্ব্ব কালে সমভাবে আছেন, ইনি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েন না। সমস্ত ইন্দ্রিয় বন্ধ করিলে ভিতরে ইহার প্রকাশ অনুভূত হয়। এই আত্মা স্বীয় মায়ায় দেহ গ্রহণ বা শরীর ধারণ করেন। শরীরধারণ ব্যাপারের নাম জন্ম। সর্ব্বব্যাপী বস্তুর শরীরধারণ তত্ত্বতঃ, কিরূপ সহজেই বুঝিতেছ। তথাপি দেহগ্রহণটা যদি জন্ম ধর তবে একখানি বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন বস্ত্র পরিলে যেমন বলা যায় না যে মানুষটা নূতন জন্ম ধরিল সেইরূপ দেহগ্রহণ বা ত্যাগে বলা যাইতে পারে না যে একটি নূতন আত্মা জন্মিল বা মরিল।

আরও দেখ আত্মাকে দেখা যায় না; দেহ দেখা যায়। জ্ঞানের আকার কিরূপ বল? অজ্ঞানী মনুষ্য চক্ষু দ্বারা দেহ দেখিয়া বলে আর একটি আত্মা জন্মিল। কিন্তু আত্মার আর একটি নাই আত্মা একটিই। চিদাভাসই খেলা করিতেছে। অনেকগুলি ঘটে একটি আকাশই যেন প্রবিষ্ট। কিন্তু ঘটের ভিন্নতা বশতঃ ঘটের যদি পৃথক্ পৃথক্ অভিমান আছে মনে করা যায় তবে ভিন্ন ভিন্ন ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশগুলি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অভিমান করিয়া আপনাদিগকে খণ্ড খণ্ড পৃথক পৃথক ঘটাকাশ মনে করে। আত্মাও যখন যে দেহে অভিমান করেন তখন যেন দেহানুযায়ী তাঁহার একটা নাম হয়। এইরূপে এক আত্মার যেন বহুনাম হয়, বহুরূপ হয়। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ গুলি পুনঃ পুনঃ দেহাত্মাভিমান যুক্ত

হইয়া একটি একটি আত্মা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা অজ্ঞানেই হয়। তত্ত্বতঃ এক আত্মাই আছেন। আত্মার বহু নাই।

আরও কল্পারম্ভে ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের দেহ উৎপন্ন হইয়া কল্পান্তে লয় হয়। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "নায়ংভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।" যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার আবার জন্মান্তর কি? দেহে আত্মাভিমান যত প্রবল হয় ততই দেহ জন্মিলে বা মরিলে মনে হয় আত্মার দেহান্তর হইল। অহং অভিমান-যুক্ত আত্মা বা জ্ঞানই জীব। দেহগ্রহণ না হইলেও অহং অভিমান হয় না। জন্মকালে অহং অভিমানযুক্ত দেহ অথবা দেহাত্মবোধবিশিষ্ট চেতন জীবই জন্মগ্রহণ করে বোধ হয়। আত্মার জন্ম নাই তাই ইনি অজ।

ষড়্‌বিকার আত্মার নহে দেহের।

১ম বিকার **জন্ম**—দেহ জন্মাইতেছে।

২য় বিকার **অস্তিত্ব**—দেহ পূর্ব্বে ছিল না এখন জন্মাইয়াছে ইহাই ইহার অস্তিত্ব। আত্মা চিরদিনই আছেন—পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন। আত্মার অস্তিত্ববিকার হইতেই পারে না।

৩য় বিকার **বৃদ্ধি**—দেহটা বালক হইল—ইহা বৃদ্ধি। আত্মা এক প্রকার। বালকও নহেন, যুবকও নহেন, বৃদ্ধও নহেন। যাহা একরূপ থাকে তাহার আবার বৃদ্ধি কি?

৪র্থ বিকার **পরিণাম**—বালক দেহ যুবক হইল—এই তাহার পরিণাম। আত্মার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। যাহা পূর্ণ তাহার বৃদ্ধিই বা কি? তাহার পরিবর্ত্তনই বা কি? পরিণামের স্থানই বা কোথায়?

৫ম বিকার **অপক্ষয়**—দেহ বৃদ্ধ হইতেছে—এই অপক্ষয়। আত্মা নিত্য আত্মা সর্ব্বদা সমভাবে আছেন ক্ষয় হইয়া বৃদ্ধত্বে আসিবে কে?

৬ষ্ঠ বিকার **বিনাশ**—দেহ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতেছে, এই বিনাশ। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ—নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মার বিনাশ কোথায়? আত্মা যখন অহং অভিমান করেন তখন সেই অহং, মনে করে জন্মিতেছি, জন্মাইয়াছি বৃদ্ধি পাইয়া বালক হইলাম, যুবা হইলাম, বৃদ্ধ হইলাম, মরিলাম, (এই সমস্ত অহং বা দেহাহং এর বিকার। যদি জিজ্ঞাসা কর আত্মা এরূপ অভিমান করেন কেন? কেন অভিমান করেন আমিই মানুষ, আমিই পুষ্প, আমিই আকাশ, আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই মহেশ, আমিই শক্তি, আমিই মাতা, আমিই সীতা, আমিই রাম, আমিই ব্রহ্ম, উত্তরে বলিব "অহং বহুস্যাম" ইহা অহং অভিমান হইলেই হয়। বহু হইবার পূর্ব্বে প্রথমে "অহং" বা "আমি" এক থাকে।

যখন স্ব স্বরূপে থাকেন তখন অহং পর্য্যন্ত থাকে না। অহং যখন না হইয়াছে তাহার পূর্ব্বের অবস্থা আপন শক্তির চলন—আপনাতে ঈক্ষণ। মণির যেমন ঝলক হয় সেইরূপ অনন্ত চিন্মণির এই চলন স্বভাবতঃ হয়, ইহাও কেহ বলেন। কেহ বলেন তিনি স্বাধীন। স্বাধীন যিনি তাঁহার যাহা কার্য্য তাহা কোন কারণের অধীন যদি বলা যায় তবে স্বাধীনতা থাকে না। স্বাধীন বলিয়াই ঝলক তুলেন। এই ঝলকই তাঁহার সঙ্কল্প। এই আদি সঙ্কল্পই তাঁহার মায়া। ইহাই নিয়তি। এই আদি সঙ্কল্পই চলন। ইহাই স্পন্দন। এই স্পন্দনই শব্দব্রহ্ম। ইহাই ওঁ। ওঁ স্পন্দনই গায়ত্রী। গায়ত্রী পুনঃ স্পন্দনই বেদ। বেদই ছন্দ। গায়ত্রী ছন্দমাতা। শ্রুতি বলেন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী—পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, সূর্য্য, চন্দ্র, সকলের মধ্যেই এই ছন্দ কার্য্য করিতেছে। গায়ত্রী স্বরূপ লক্ষণে ব্রহ্ম, তটস্থে সৃষ্টি। প্রথম স্পন্দন বা ছন্দে বা ঈক্ষণে যখন তিনি—আমি ইহা বা ইহা নহি এই ব্যাপারে দোলায়মান তখন ঐ কল্পিত দ্বিতীয় সম্বিতই মহামন। 'আমি ইহা' এই নিশ্চয়তাই বুদ্ধি। অজ্ঞান কল্পিত মায়িক ব্যাপারে আমি নিশ্চয় হইলে তাহাতে যে অভিমান সেই অভিমানই অহং। অহং হইলেই বহু হইল। কিন্তু যেমন কোন বৃদ্ধ আপন স্বরূপ সর্ব্বদা মনে রাখিয়াও বালক ভাব বা যুবক ভাব গ্রহণ করিয়া বালক ও যুবকের সহিত খেলা করিতে পারেন সেইরূপ আত্মা

বা জ্ঞান আপন স্বরূপে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিয়াও মায়া করিয়া বহুরূপে খেলা করিয়া থাকেন। সৃষ্টি সেই স্বাধীন পুরুষের লীলা মাত্র। এই যে মায়ার নৃত্য বা ছন্দ বা স্পন্দন এ নৃত্য তাঁহার অধীন। মায়া নিয়মের অধীন বলিয়া, মায়া ছন্দ মত তালে তালে নাচিতেছেন ধলিয়া, সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু আত্মা নিয়মের অধীন নহেন। কার্য্য-কারণ ভাব প্রকৃতিতে খাটে, আত্মাতে নহে। আত্মা অবিক্রিয় কাজেই শরীরের নাশে বা শরীরের বিকারে আত্মার কোন বিকার নাই। তরবারি দ্বারা আকাশকে যেমন ছেদন করা যায় না সেইরূপ আত্মাকে কিছুতেই ছেদন করা যায় না। আত্মার স্বরূপ জান,. আপনিই বলিতে পারিবে যুদ্ধে যে জীবহত্যা তাহা কি।

অর্জ্জুন—"অজোনিত্যঃ শাশ্বতঃ" এই যে বলিতেছ—আকাশকেও ত এইরূপ দেখায়।

ভগবান—আকাশের সহিত আত্মার স্থূল সাদৃশ্য কিছু আছে বটে কিন্তু মহাপ্রলয়ে আকাশ থাকে না। আকাশ স্থূল বস্তু—ইহার জন্মও আছে লয়ও আছে। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে শূন্য আকাশের থাকিবার স্থান নাই। লৌকিক দৃষ্টান্ত মত বুঝাইতে হইলে বলাযায় যিনি পূর্ণ, তিনি যখন পূর্ণতা বিস্মৃতি রূপ মায়া বিস্তার করেন তখন আপন ঝলক দেখিয়া "তাহাই আমি" রূপ যে "স্বয়মন্যইবোল্লসন্" হয় সেই ব্যাপারে স্বরূপের একটা পরিচ্ছেদ বা পূর্ণের একটা অপূর্ণতা রূপ যে মায়া তাহাতে কিছু যেন খালি থাকিল। আপনাকে ছাড়িয়া অন্যটিকে আমি বলিয়া ধরিতে গেলে মধ্যে একটা অবকাশ থাকে ইহাই আকাশ। আমি বা অহং যাহা তাহা অপূর্ণ। অপূর্ণ হইলেই কতকটা শূন্যতা থাকিবেই, এই অবকাশই আকাশ। আত্মার স্বরূপ বেশ করিয়া মনন কর, নিত্য কর, নিত্য শ্রবণ কর, নিত্য মনন কর, নিত্য নিদিধ্যাসন কর, দর্শন হইবে। যদি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে রস না পাও বুঝিবে তুমি অধিকারী নও।

একটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলি শ্রবণ কর। আত্মার সম্বন্ধে এত কথা বলিতে হয় কেন জান—আত্মার বা জ্ঞানের অহংভাব এবং মমভাব অর্থাৎ অহংতা এবং মমতা এই দুইটিই বন্ধন। আত্মা আপন স্বরূপে সর্ব্বদা আছেন তথাপি স্বাধীন পুরুষ মায়া তুলিয়া খেলা করেন। সঙ্কল্পই শক্তি, সঙ্কল্পই মায়া। ক্রমে শক্তি বা মায়ার স্পন্দনই "অহং" হয়। ক্রমে "আমার" মায়া, "আমার" দেহ, "আমার" ইন্দ্রিয় ইত্যাদি মমতা হয়। আমি মায়াতে "অহংতা" করিলেও মায়াকে বশে রাখি এবং 'আমার' 'আমার' রূপ মমতাও রাখি না সেই জন্য আমি মায়াধীশ ঈশ্বর আর তুমি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ দেহে অহংতা এবং মমতা উভয়ই করিয়াছ বলিয়া তুমি মায়াধীন জীব। মমতাটা অগ্রে ত্যাগ কর, অহংতা থাকিলেও ইহা তোমার অধীন হইয়া থাকিবে আর অহংতা ত্যাগ কর ব্রহ্মভাবে যাইতে পারিবে।

অর্জ্জুন—বাস্তবিক "আমার" "আমার" রূপ মমতাই আমাকে কর্ত্তব্যবিমুখ করাইতেছে। যুদ্ধে "আমার" আত্মীয় স্বজন মরিবে—আমার বন্ধু বান্ধব, দেহ ইত্যাদি কষ্ট পাইবে ইহাই মোহ। মমতা যাইবে কিরূপে বল।

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি আমার ভক্ত। তাই "মমতা" কিরূপে দূর হইবে জিজ্ঞাসা করিতেছ। ভক্ত বলেন হে প্রভু "আমার আর কেহ নাই। তুমি মাত্র "আমার" এখানে ভক্ত "মমতা" কে অন্ত সমস্ত বস্তুতে না রাখিয়া, অন্য সমস্ত হইতে "মমতা" দূর করিয়া আমাতেই "মমতা" করে। আর জ্ঞানী "অহংতা"কেও দূর করিতে চায়। দেহটা পর্য্যন্ত অহং নহে। অহং দেহ নহি—আমি দৃশ্য অদৃশ্য যাহা আছে তাহাই, আমি সগুণ ব্রহ্ম, অথবা আমি দৃশ্য অদৃশ্য ব্যতিরিক্ত সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য গুণাতীত ব্রহ্ম। জ্ঞানী ও ভক্ত মূলে এক অবস্থায় গমন করেন। ভক্তকে আমি জ্ঞান দিয়াছি, জ্ঞানী আপনি জ্ঞানলাভ করেন, এই প্রভেদ। তুমি আত্মার সম্বন্ধে আরও শ্রবণ কর অহংতা মমতারূপ বন্ধন তোমার ছুটিয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—বল।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্॥ ২১॥

রা শ রা
যঃ পুরুষঃ এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণং আত্মানং অজং আগু-
ম ম
বিকাররহিতম্ অব্যয়ম্ অবয়বাপচয়-গুণাপচয়রহিতং নিত্যং
শ ম শ
বিপরিণামরহিতং সর্ব্বদা বিগুমানং অবিনাশিনম্ অন্ত্যভাব-বিকার-
শ ম নী
রহিতং বেদ বিজানাতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং অপরোক্ষী করোতি
ম ম
অহং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যঃ পরমানন্দ বোধরূপ ইতি হে পার্থ স বিদ্বান্
ম ব শ নী
পুরুষঃ পূর্ণরূপঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি কথং কেন প্রকারেণ কং অন্যং
নী শ
ঘাতয়তি হননক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তয়তি অথবা হন্তারং প্রয়োজয়তি কং বা
শ নী
হন্তি হননক্রিয়াং করোতি ন কেনচিৎ প্রকারেণ কমপি ঘাতয়তি ন বা
নী বি
হন্তীত্যর্থঃ দ্বৈতাভাবাৎ। অত এবম্ভূতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমানোঽপি
বি
অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইতি ॥ ২১॥

যে পুরুষ এই আত্মাকে আগুবিকারশূন্য, অবয়ব অপচয়শূন্য, গুণ অপচয় শূন্য, অন্ত্যবিকারশূন্য পরিণামরহিত বলিয়া অপরোক্ষভাবে জানিয়াছেন সেই বিদ্বান পুরুষ কিরূপে কাহাকে বধ করিবেন বা বধ করাইবেন ? ২১ ॥

অর্জ্জুন—তুমি আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছ। লৌকিক দৃষ্টিতেও যে জ্ঞাতি-বধে পাপ নাই—এই কথা আবার বল।

ভগবান—অর্জ্জুন তুমি ভাবিতেছ তুমি বধের কর্ত্তা—আর আমি তোমায় এই বধকার্য্যে প্রেরণ করিতেছি—লৌকিক দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হইবে সত্য কিন্তু ইহাই অজ্ঞান। চক্ষুষ্মান্ যদি অন্ধকে পথ দেখাইয়া দেয় তবে তাহাতে কি চক্ষুষ্মানের পাপ হয় ? না পথ না দেখাইলে পাপ ?

অর্জ্জুন—পথ দেখান হইতেছে কিরূপে ?

ভগবান—"যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" যতদিন দুই দুই থাকে ততদিন অবিদ্যা। দ্বৈতভাবে সমস্তই বিভিন্ন—এ অবস্থায় যাবতীয় ক্রিয়াও থাকে। অজ্ঞান আছে—অদ্বৈতভাবের অনুভব নাই অথচ বৈধকর্ম্ম ত্যাগ করা হইতেছে ইহাতে পাপ

আছে। তুমি জ্ঞানী নও সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান দেখিতেছ—যদি তুমি আশ্রম ধর্ম্মত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও—অথবা কেহ যদি পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ অদ্বৈত ভাবে না গিয়াই আত্মকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহাতে তোমাদের পাপ হইবে। আমি বলিতেছি কর্ম্মকর কিন্তু "আমি করিতেছি" বা "অহংকর্ত্তা" এই অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করিও না। তোমার ইচ্ছামত কর্ম্ম করিও না আমার ইচ্ছামত কর্ম্ম কর। বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মই আমার ইচ্ছা। শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করাই নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করা। নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করাই পাপ। তাই বলিতেছি আমি কর্ত্তা নহি, ভগবান বলিয়াছেন বলিয়া করি—এইরূপে অহং অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই অদ্বৈত জ্ঞানের পরিচায়ক। আমি তোমাকে কর্ত্তব্য জ্ঞান দিতেছি। আমার উপর আত্ম সমর্পণ কর তোমার কোন দোষ হইবে না।

শ্রুতি বলেন বিদ্যাবস্থায়াং সর্ব্বকারক ব্যাপারং নিষেধয়তি 'যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" শ্রুতির এই শিক্ষাই জ্ঞান মার্গ। জ্ঞান মার্গেই বিদ্যালাভ হয়। বিদ্যাবস্থায় সমস্তই ব্রহ্ম। দ্বৈতপ্রপঞ্চ নাই। কেহ কর্ত্তাও নহে, কারয়িতাও নহে। জ্ঞানীর কোন কর্ম্ম নাই সত্য; কারণ যখন একই আছে তখন কে কাহাকে দেখিবে? যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে যিনি জানিয়াছেন জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ আত্মা অবিনাশী নিত্য অব্যয়—যিনি জানিয়াছেন জ্ঞানই নিজ বোধ রূপ সচ্চিদানন্দ, তাঁহার পাপ কোথায়? জ্ঞান পরিপক্ক হইলে জ্ঞানী মায়া অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করেন অথচ কর্ম্ম ফলে লিপ্ত হয়েন না।

তুমি আমার উপর নির্ভর করিয়া—আমার আজ্ঞা পালন করিতেছ মাত্র মনে রাখিয়া কর্ম্ম কর তোমার পাপ হইবে না। একবারে কেহ অদ্বৈতভাবে যাইতে পারে না—তোমাকেও তাহা বলিতেছি না। তুমি ভক্ত হইয়া তোমার সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিতে অভ্যাস কর ক্রমে আমার মত আত্মজ্ঞ হইয়া লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে ও করাইতে পারিবে।

যাহা কিছু কর না কেন—প্রতিবার কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে আত্মহৃদয়বাসী আমার দিকে চাহিয়া, আমার অনুমতি লইয়া, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমারই ইচ্ছাতে কর্ম্ম করিতে যাইতেছ ইহা স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর। প্রথমে কর্ম্ম ফল ত্যাগ হইবে পরে কর্ম্মত্যাগ হইবে পরে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

শ　　শ　　শ　　ম
নরঃ পুরুষঃ যথা লোকে জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি নিকৃষ্টানি
শ　　শ　　শ
বাসাংসি বস্ত্রাণি বিহায় পরিত্যজ্য অপরাণি অন্যানি নবানি অভি-
শ　　শ　　শ　　শ
নবানি গৃহ্ণাতি উপাদত্তে তথা তদ্বৎ দেহী আত্মা জীর্ণানি বয়সা
ম　　শ
তপসাচ কৃশানি ভীষ্মাদি শরীরাণি বিহায় পরিত্যজ্য অন্যানি

ম রা ম ম
দেবাদিশরীরাণি নবানি কল্যাণানি সর্ব্বোৎকৃষ্টানি সংযাতি সম্যগ্-
ম
গর্ভবাসাদিক্লেশব্যতিরেকেণ প্রাপ্নোতি। "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা
রা
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ধর্ম্ম যুদ্ধে শরীরং ত্যজতাং তেষাং ত্যক্তশরীরাদধি-
রা ব
কতরকল্যাণশরীর গ্রহণং স্থূলজীর্ণবাসস্ত্যাগেন নবীনবাসোধারণমিব
ব ম
আত্মনামতি সুখকরমেব। তথাচাত্যন্তমুপকারকে যুদ্ধে অপকারক-
ম
ত্বভ্রমং মা কার্ষীরিতি ॥ ২২ ॥

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র সকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ আত্মা জীর্ণশরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২

অর্জ্জুন—আত্মার স্বরূপ জানিলে শোক হয়না সত্য কিন্তু দেহের সহিত আত্মার বিয়োগ ঘটিলে ঐ বিয়োগজ শোক ত হইতে পারে ?

ভগবান—পুরাতন দেহটা গিয়া যদি নূতন দেহ কেহ পায় তাহাতে শোক কি? ছিন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে নূতন বস্ত্র পাইলে কাহার দুঃখ হয় ? ভীষ্মাদির শরীর পুরাতন হইয়াছে—আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছে বৃদ্ধ দেহে আর সুখ কি হইবে? কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধে ইহারা দেহত্যাগ করিলে গর্ভযাতনা বিনা ইঁহারা নূতন দেহ পাইবেন ইহাতে শোক কি ?

অর্জ্জুন—এ বিষয়ে প্রমাণ কি ?

ভগবান—আমার বাক্য এবং শ্রুতি। শ্রুতি বলেন "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা।" পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্ব লোকে বা দেবলোকে বা প্রজাপতি লোকে বা ব্রহ্মলোকে অন্য নবতর কল্যাণতর কলেবর লাভ হয়। অতএব এই আনন্দজনক ব্যাপারে শোক কি ?

অর্জ্জুন—বাস্তবিক বড় অদ্ভুত প্রহেলিকা। বস্ত্র মলিন হইলে মানুষ নূতন বস্ত্র পরিতেই ভাল বাসে কিন্তু দেহ পুরাতন হইলেও ইহাকে ছাড়িতে চায় না।

ভগবান—বস্ত্র যদি বহুমূল্য হয় তবে মানুষ তাহাতে তালি দিয়া রিপু করাইয়া ব্যবহার করিতে যেমন ভালবাসে দেহটাকেও বড় ভাল বাসিত বলিয়া—ইহাকে যোড়াতাড়া দিয়া রিপুদাগরাজি করিয়া রাখিয়া দিতে চায়। বস্ত্র বা দেহের প্রতি অত্যাসক্তিই ইহার কারণ। মনে ভাবে যাহারা আমায় চিনিত—তাহারা অন্য দেহ ধারণ করিলে আর চিনিবে না। কিন্তু দেহাসক্তি যাহাদের কমিয়াছে তাহারা দেহের দিকে লক্ষ্য করে না। দেহ মধ্যে যে আত্মা ছিলেন—জ্ঞানই যাঁহার প্রকৃতরূপ সেই আত্মাকে যিনি চিনিতেন তিনি বহুদেহে জ্ঞানরূপী ভাবরূপী আপনার পরিচিতকে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। দেহাত্মাভিমান ত্যাগ কর জ্ঞান স্বরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মার দিকে দৃষ্টি কর শোক থাকিবে না।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

শ বি শ
এনং প্রকৃত দেহিনং শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি ন ছিন্দন্তি নিরবয়বত্বা-
শ শ ম
ন্নাবয়ব বিভাগং কুর্ব্বন্তি পাবকঃ অগ্নিঃ এনং প্রকৃতমাত্মানং ন দহতি
শ শ্রী ম
ন ভস্মীকরোতি অমূর্ত্তত্বাৎ। এনং আপঃ অত্যন্তং বেগবত্যোঽপি
ম ম
ন ক্লেদয়ন্তি আর্দ্রীকরণেন বিশ্লিষ্টাবয়বং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি অস্পর্শত্বাৎ
ম ম
মারুতঃ বায়ুরতিপ্রবলোঽপি ন শোষয়তি ন নীরসং কর্ত্তুং শক্নোতি
নী
অস্নেহত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

ইঁহাকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না অগ্নি ইঁহাকে ভস্ম করিতে পারে না জল ইঁহাকে আর্দ্র করিতে পারেন না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—গৃহদাহ হইলে তন্মধ্যস্থ জন্তুত দগ্ধ হয় লোকেও দেখে শরীর নাশ হইলে জীবেরও নাশ হয়।

ভগবান—লোক যতদিন অজ্ঞানী থাকিবে ততদিন ঐরূপই দেখিবে। কিন্তু জ্ঞান হইলে বুঝিবে আত্মা নিরবয়ব—আত্মা নিরাকার। আকাশের মত যাঁহার অবয়ব নাই তাঁহাকে কি অস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায়? ,ইঁহার রূপ রসাদি কিছুই নাই, অগ্নি জল বা বায়ু ইঁহার কি অনিষ্ট করিবে?

অর্জ্জুন—আত্মা শব্দে তুমি কি জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিতেছ? না পরমাত্মা বলিতেছ?

ভগবান—"জীব নির্গুণ ও দেহ পরিশূন্য। কেবল ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভ্রম বশতঃ উঁহারে সগুণ ও দেহ যুক্ত বলিয়া গণনা করে। এক্ষণে যাহাতে ভ্রমদূর হয় ও জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারা যায় আমি সেই উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।" অনুগীতা ৩৪ অধ্যায় মহাভারত।

"ঐ জীবই শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ জীবই সমুদায় লোকের বীজ স্বরূপ। প্রাণীগণ উঁহারই প্রভাবে জীবিত থাকে" অনুগীতা ১৮ অধ্যায় মহাভারত।

"লোক বিধাতা ব্রহ্মা আত্মারূপে সমুদায় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায় সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ, ঐ সকল গুণ হইতে বিমুক্ত হইলে পরমাত্মা নামে কীর্ত্তিত হয়েন" মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়। বুঝিতেছ জীবাত্মা কে? পরমাত্মা গুণ আশ্রয় করিলেই জীবাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন। ক্রমে জীবাত্মা অহং জ্ঞান আশ্রয়ে আপনাকে আপনার স্বরূপ হইতে পৃথক্ মনে করেন। জীব যখন দেহে বাস ও দেহে অহং বুদ্ধি নিবন্ধন স্নেহ পরবশ হইয়া আপনার সহিত পরমাত্মার একত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ

হয় তখন সে সংসার সাগরে মগ্ন হয়। আর যখন পরমাত্মারে আপনার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে তখন সংসার মুক্ত হয়।" শান্তিপর্ব্ব ৩১৯ অধ্যায়।

ইহাও পরমাত্মার লীলা মাত্র। "সঙ্কল্প বলে ঐ চিৎই জীবভাব ধারণ করিলেও নিঃসঙ্কল্প ভাবে আপনাতে অবস্থান পূর্ব্বক এই জড়জগৎকে অজড় বাস্তব ভাবে ভাবনা করতঃ স্বরূপেই আছেন।" যোঃ বাঃ নির্ব্বাণ পূ ৩২ সর্গঃ।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতু মর্হসি ॥ ২৫ ॥

শ্রী শ ম ম
তত্র হেতুমাহ। অয়ং আত্মা যতঃ অচ্ছেদ্যঃ অতোনৈনং ছিন্দন্তি
ম ম
শস্ত্রাণি অদাহ্যোঽয়ং যতোঽতোনৈনং দহতি পাবকঃ যতোঽক্লেদ্যোঽয়ং
ম
অতো নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ যতোঽশোষ্যোঽয়ং চ অতোনৈনং শোষয়তি-
ম শ শ
মারুত ইতি ক্রমেণ যোজনীয়ম্। অয়ম আত্মা এব নিত্যঃ যস্মাদ-
শ
ন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতানি এনং আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মাৎ
শ বি বি শ
নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি সর্ব্বদেহগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ
শ্রী শ রা শ
স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ স্থিরত্বাৎ অচলঃ অপ্রকম্প্যঃ অচলত্বাৎ সনাতনঃ
শ ব
চিরন্তনঃ শাশ্বতঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ—আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ
বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদয়ঃ;
"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো
যস্তেজসি তিষ্ঠন্ তোজসোঽন্তরো যো বায়ৌতিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ"
ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া তদবিষয়ত্ব
ম
দর্শয়তি ॥ ২৪। ২৫ ॥

শ　　　ব　　　শ
অয়ম্ আত্মা অব্যক্তঃ চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যঃ অয়ম্ অবিকার্য্যঃ যথাক্ষীরং
ব
দধ্যাদিনা বিকারি, ন তথা অয়মাত্মা ষড়্ভাববিকারার্হঃ উচ্যতে।
শ　　　নী　　　নী
যস্মাৎ এবং উক্তপ্রকারেণ অয়মুচ্যতে তস্মাৎ এনং আত্মানং বিদিত্বা
নী
ন অনুশোচিতুম্ অর্হসি আত্মবিদ্ ভূত্বা স্বজনবিয়োগজং শোকং
শ
মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ২৪।২৫ ॥

কেননা ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য ইনি জল দ্বারা আর্দ্র হন না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক নীরস হন না। ইনি নিত্য সর্ব্বগত স্থির-স্বভাব, ইঁহার কম্পন নাই ইনি চিরদিন আছেন, থাকিবেন। ইনি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য. চিন্তার অগোচর। ইনি ষড়্বিধ বিকার শূন্য বলিয়া কথিত হয়েন। অতএব আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার জানিয়া শোক প্রকাশ করা উচিত নহে। ২৪।২৫।

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ অস্ত্র আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না কেননা ইনি অচ্ছেদ্য। পূর্ব্বশ্লোকে যাহা বলিয়াছ তাহার কারণ স্বরূপে এই শ্লোক বলিতেছ। ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। আরও বলিতেছ আত্মা নিত্য কিন্তু কেহ কেহ পরমাণুকেও ত নিত্য বলে?

ভগবান্—পরমাণুতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি নাই আত্মা কিন্তু সর্ব্বগত।
অর্জ্জুন—আকাশও ত সর্ব্বব্যাপী?
ভগবান্—আকাশের স্থিরত্ব নাই। আত্মা স্থাণু অর্থাৎ স্থিরস্বভাব।
অর্জ্জুন—পৃথিবীও ত স্থির—
ভগবান্—পৃথিবীর রূপান্তর আছে আত্মা কিন্তু অচল। ইনি সর্ব্বদা সমভাবে অবস্থিত।
অর্জ্জুন—এ সমস্তই কি শ্রুতিবাক্য?
ভগবান্—"অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা"।

আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ বৃক্ষ ইব স্তব্ধোদিবি
তিষ্ঠত্যেকঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো, য স্তেজসি তিষ্ঠন্ তেজসোঽন্তরো, যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ" ইতি শ্রুতয়ঃ।

অর্জ্জুন—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" ইত্যাদি সমস্তই পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই ত বলিতেছ?

ভগবান্—হাঁ জন্ম নাই মৃত্যু নাই এ আর কে হইবে—সর্ব্বগত অচল. ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—ইত্যাদি সমস্ত পরমাত্মাকেই বলিতেছি। পূর্ব্বে ভগবান্ বশিষ্ঠ বাল্মীকি ব্যাসাদির অভিপ্রায়েও ইহা দেখাইয়াছি। ব্যাসদেব অধ্যাত্ম রামায়ণে বলিতেছেন।

"জীবশ্চ পরমাত্মাচ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ" অরা ৪।৩১

পরমাত্মা সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন—

জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেন সংস্থিতম্
চৈতৈসেবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎসুধী
তস্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ ॥

উত্তর ৭, ৭৯—৮০

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

ব ব নী
অথ চ পক্ষান্তরে অপি তত্ত্বদৃষ্ট্যা শোকোনোচিত ইত্যুক্তম্,
নী শ্রী শ শ
ইদানীং প্রাকৃতজনদৃষ্ট্যাপি যদ্যপি এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং
শ্রী শ্রী ম
নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে কল্পয়সি, নিত্যং মৃতং
শ্রী নী
তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ বা মন্যসে মহাবাহো ইতি যুদ্ধার্থমুৎসাহয়তি
ব ব
তথাপি ত্বং এনং অহো বত মহৎপাপং ইত্যাদি বচনৈঃ শোচিতুম্
ম ম ম ম শ
অনুশোকং কর্ত্তুং ন অর্হসি ন যোগ্যো ভবসি। জন্মবতো নাশো
শ
নাশবতো জন্ম চেত্যেতাবশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত মনে কর, হে মহাবাহো, তাহা হইলেও তুমি শোক করিতে পার না ॥ ২৬।

অর্জ্জুন—নিত্যই কত আত্মা জন্মিতেছে কত আত্মা মরিতেছে ইহাত সাধারণে বলে। কোন পণ্ডিত কি এরূপ মত স্থাপন করিয়াছেন না কি?

ভগবান্—এক দিনে কত দেহ জন্মে তাহার ইয়ত্বা নাই, দেহের জন্মের সহিত আত্মার জন্ম হয়, আবার দেহের মৃত্যুতে আত্মারও মৃত্যু হয় এজন্য আত্মা দেহের ন্যায় নিত্যজাত ও নিত্যমৃত। এই মতটি চার্ব্বাকাদির।

অর্জ্জুন—চার্ব্বাক প্রভৃতি 'নিত্যজাত' অর্থে কি প্রতিপন্ন করেন?

ভগবান্—১। নিত্যং নিয়মেন জাতং নিত্যজাতং ইতি চার্ব্বাকপক্ষঃ
২। নিত্যং সর্ব্বদা জাতং ইতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীপক্ষঃ
৩। নিত্যশ্চাসৌ অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধাজ্জাতশ্চেতি তার্কিকাদি পক্ষঃ।

অর্জ্জুন—ইঁহাদের অভিপ্রায় কি?

ভগবান্—দেহাত্মবাদী বলেন ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ একত্র মিলিয়া চৈতন্যময় দেহ সঙ্ঘটিত করে সেই দেহই আত্মা। আর ঐ চারি ভূতের মিলন বশতঃই চৈতন্য উৎপন্ন হয় যেমন পান চূন খএর একত্র করিলে লাল হয় সেইরূপ।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই ক্ষণিক। এইমাত্র জ্ঞান জন্মিল তৎক্ষণাৎ লয় হইয়া গেল। কোন বস্তুরই স্থায়িত্ব নাই। একটি জ্ঞান লয় হইতে না হইতেই আর একটি জন্মিতেছে, আবার লয় হইতেছে আবার জন্মিতেছে। এইরূপ ক্ষণিক জ্ঞান ধারাবাহিক ক্রমে চলিতেছে। এজন্য জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাকে নিত্যজাত বা সর্ব্বদাজাত ও সর্ব্বদামৃত বলেন। যদি এইরূপও বল তথাপি ইহার জন্য শোক হইতে পারে না।

অর্জ্জুন—কেন ?

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭ ॥

শ্রী ব ব
হি যস্মাৎ জাতস্য স্বকর্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিযোগস্য মৃত্যুঃ
ব ব শ্রী ব
পূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়বিয়োগঃ ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ মৃতস্য চ তচ্ছরীরকৃত-
ব ব শ্রী
কর্ম্মহেতুকং জন্ম ধ্রুবং স্যাৎ তস্মাৎ অপরিহার্য্যে অবশ্যম্ভাবিনি
ব ম শ্রী ম
জন্মমরণাত্মকে অর্থে বিষয়ে ত্বং বিদ্বান্ ন শোচিতুমর্হসি শোকং
ম শ্রী শ্রী ব
কর্ত্তুং যোগ্যো ন ভবসি ত্বয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেঽপ্যেতে স্বারম্ভকে কর্ম্মণি
ব
ক্ষীণে সতি মরিষ্যন্ত্যেব॥ ২৭ ॥

যেহেতু জান্মলেই মৃত্যু এবং মরিলেই জন্ম নিশ্চিত সেই হেতু তুমি অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে শোক করিও না॥ ২৭

অর্জ্জুন—তত্ত্বজ্ঞানে তুমি বলিতেছ যাহার জন্ম আছে তাহারই মৃত্যু আছে—আত্মা কিন্তু "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" কাজেই আত্মার জন্ম নাই বলিয়া মৃত্যুও নাই। লোকে কিন্তু বলে আত্মা জন্মিতেছে দেখিতেছি, আত্মাই আবার মরিতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন আত্মা মরিলে আর দেহান্তর গ্রহণ করেন না, যদি ভাল কর্ম্ম করা থাকে তবে অনন্ত স্বর্গ হয়, আর মন্দ কর্ম্ম করিলে অনন্ত নরক হয়। এ সমস্তই দেহাত্মজ্ঞানী অজ্ঞানীর মত। কিন্তু তুমি বল দেখি মৃত্যু কি ? জন্ম কি ? জন্মের পরে মৃত্যু মৃত্যুর পরে জন্ম কেন হয় ?

ভগবান্—আত্মা নিত্য। আত্মাতে অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়যোগের নাম জন্ম। আত্মা হইতে পূর্ব্বশরীর ইন্দ্রিয়বিয়োগের নাম মৃত্যু। স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ কর্ম্ম অনুসারে জন্ম ও মৃত্যু হয়, আবার আরব্ধ কর্ম্মক্ষয় নিমিত্ত মৃত্যুর অবসানে আবার জন্ম হয়। কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য জন্ম অপরিহার্য্য।

মৃত্যুজন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে
অথবাব্দ শতাব্দে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্। ভাঃ ১০।১।২৬

অর্জ্জুন—কিরূপে মৃত্যু জয় করা যায় ?

ভগবান্—আত্মার মৃত্যু নাই ইহাত জান। তুমি আত্মাই। এজন্য যখন আপনাকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিবে তখনই মৃত্যু জয় হইল জানিবে। তুমি ব্যাকুল হইতেছ দেহের জন্য। দেহ কিন্তু কিছুতেই থাকিবে না। কারণ দেহ নশ্বর। তুমি ভাবিতেছ দেহ গেলেই ত সব গেল। তুমি আর আত্মাকে চিনিতে পারিবে না। ইহাই অজ্ঞান, ইহাই দেহাত্মবোধক। দেখ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ ধরিয়া আমার কত অবতার হইতেছে, দেহ পরিবর্ত্তন করিয়াছি কিন্তু ভাবরূপী আমি—আমি ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধরিয়া প্রকাশ হই। সকলেই ত আমায় চিনিতে পারে। তুমিও ভাবরূপী। যে দেহ ধরিয়া আইস না কেন আমি তোমাকে চিনিবই। আর স্বরূপে তুমি আমি সেই এক বস্তু তখন আর বিয়োগ নাই—সর্ব্বদাই একে স্থিতি। এই ভাব ধারণ করিতে পার না বলিয়াই দুঃখ। তুমি মৃত্যুর কথা ভুলিয়া নিরন্তর ভোগবিলাসে উন্মত্ত থাক, তথাপি মরিবে আবার সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শতবার মৃত্যু কামনা কর তথাপি তোমায় মরিতে হইবে। দেহই মরে। কিন্তু বস্ত্রখানি কেহ জোর করিয়া কাড়িয়া লইলেই দুঃখ। যে উহাকে আপন ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারে আপন ইচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে তাহার আর দুঃখ কি? তপস্যা উপাসনা বিচার দ্বারাই মৃত্যু জয় হয়। ২৭॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮॥

ম ম
হে ভারত ভূতানি পৃথিব্যাদিভূতময়ানি শরীরাণি তদেবং সর্ব্বপ্রকারেণাত্মনোঽশোচ্যত্বমুপপাদিতং,
ম
অথেদানীমাত্মনোঽশোচ্যত্বেঽপি
ম
ভূতসংঘাতকাত্মকানি শরীরাণ্যুদ্দিশ্য শোচামীত্যর্জ্জুনাশঙ্কামপনুদতি
ম ম ম ব
ভগবান্। অব্যক্তাদীনি আদৌ জন্মনঃ প্রাক্ অনুপলব্ধানি নামরূপবিরহাৎ
ম
ব্যক্তমধ্যানি মধ্যে জন্মানন্তরং মরণাৎ প্রাগ্ ব্যক্তানি
ম ব ব
উপলব্ধানি নামরূপযোগাৎ অব্যক্তনিধনানি এব নামরূপবিমর্দ্দনরূপে
ম ম নী
নিধনে পুনরব্যক্তান্যেব ভবন্তি আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি
তত্তথেতি ন্যায়েন মধ্যে ভাসমানান্যপি তানি রজ্জুরগবৎ অসন্ত্যেব,
নী নী শ
এবংবিধে তত্র তস্মিন্ বিষয়ে কা পরিদেবনা কো বা দুঃখপ্রলাপঃ।
নী নী ম
ন হি মরুমরীচিকাহ্রদো নষ্ট ইতি কশ্চিৎ তত্ত্ববিদ্ বিলপতি। তথা

পুরাণে অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। ভূতসংঘ ইতি শেষঃ।
ম
তথাচ শরীরাণ্যপ্যুদ্দিশ্য শোকো নোচিত ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

হে ভারত! এই পঞ্চভুতময় দেহ জন্মের পূর্ব্বে অব্যক্ত, জন্মের পরে মাত্র জ্ঞাত এবং মরণের পর আবার অব্যক্ত। সুতরাং এ বিষয়ে শোকের কারণ কি আছে?

অর্জ্জুন—আত্মা অশোচ্য ইহা দেখাইলে কিন্তু পঞ্চভূতময় দেহ সম্বন্ধেও ত শোক হইতে পারে?

ভগবান্—জন্মের পূর্ব্বে নামরূপ ছিল না বলিয়া দেহ অব্যক্ত ছিল—ইহার উপলব্ধি ছিল না। আবার মৃত্যুর পরে যখন নামরূপ থাকিবে না তখনও ইহার উপলব্ধি নাই। জন্মের পরে ও মৃত্যুর পূর্ব্বেই কেবল দেহ উপলব্ধ হয়। যাহা আদিতে অব্যক্ত অন্তেও অব্যক্ত তাহার যে ব্যক্তাবস্থা তাহাও তত্ত্বতঃ অব্যক্তই। এজন্য দুঃখ হইতে পারে না।

অর্জ্জুন—দেহটা কি তবে নাই?

ভগবান্—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" আদিতে এবং অন্তে যাহা নাই বর্ত্তমানে তাহা আছে ইহা কি প্রমাণ করিতে পার? জগৎ বা দেহ যাহা দেখিতেছ তাহা অজ্ঞানে। যথার্থ পক্ষে ইহার অস্তিত্ব নাই। শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মে জগৎ নাই মায়া শবলিত সগুণ ব্রহ্মে মায়া আছে বলিয়া জগত আছে।

অর্জ্জুন—মায়াবাদীর মত তুমিও ত ভয়ানক কথা বলিতেছ?

ভগবান্—জগৎ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যান তাহা শাস্ত্র করিতেছেন সত্য কিন্তু জগৎ ইন্দ্রজাল ইহা চিত্তস্পন্দন—কল্পনা ইহাও বলিতেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ যাঁহারা জানিয়াছেন, তিনি সচ্চিদানন্দ ইহাতে বুদ্ধি নিশ্চয় যাঁহার হইয়াছে, তিনি তটস্থ লক্ষণে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপে মায়িক ব্যাপারে শৃঙ্খলা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন। জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত, কথা শ্রবণ কর "সমুদায় শাস্ত্রেই জগতের অস্তিত্ব ও অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞ. ব্যক্তিরাই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা কোন কালে উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না"। শান্তিপর্ব্ব ২৭০।

ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ আমার এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। "দেহ আদিতে দর্শনের বিষয় ছিল না, উপলব্ধির বিষয় ছিল না কিন্তু সূক্ষ্মকারণরূপে বিদ্যমান ছিল"। ইহার অর্থ কি? বীজ মধ্যে যেরূপ বৃক্ষ থাকে সেইরূপ এই দেহও তৎকারণে লীন থাকে আর এই দৃশ্য প্রপঞ্চও বীজাঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মে লীন থাকে এই মত যাঁহাদের বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন তাঁহারা "বালকের মত অজ্ঞ। ঐ বাক্য শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই মোহজনক। ইহা মূঢ়দিগের জল্পনা মাত্র এবং ভ্রান্তির প্রকার ভেদ" যোঃ স্থিঃ ১—২১। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ শ্লোক দেখ।

এই ভ্রম মত হইতে শরীরের নিত্যত্ব, জগতের নিত্যত্ব আসিয়াছে। যাহা নিত্য তাহার বিনাশ হইতে পারে না। "নিত্য" শব্দের অন্য অর্থ বাদ দিয়া যে অর্থে বিনাশশূন্যতা ও পরিবর্ত্তনশূন্যতা বুঝায় তাহাই আত্মা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আত্মার বিনাশ নাই এবং পরিবর্ত্তন নাই বলিয়া ইনি নিত্য। জগতের বিনাশও আছে পরিবর্ত্তন ও আছে এজন্য ইহা নিত্য নহে। ব্যাসদেবেরও এই মত। ব্যাস্ দেব বলিতেছেন—

"মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে—রজ্জৌ ভুজঙ্গবৎ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন" সংসার ত্যাগে অসমর্থ অজ্ঞ জীব সংসার আসক্তি ছাড়িতে না পারিয়া অসৎ বস্তুকেও

"সৎ" রূপে প্রমাণ করিয়া সংসার করিতে চায়। অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত আদি গ্রন্থকেও প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে চায় না। গ্রন্থের 'বিষয় দেখিয়া বলা উচিত গ্রন্থ প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক। স্কন্দ পুরাণে ব্যাসদেব বহুবার বলিতেছেন "যাহারা সংসারী এবং মূঢ় তাহারা শত প্রমাণ দেখাইলেও অদ্বৈত স্বীকার করিতে পারে না।' ফলে সর্ব্বশাস্ত্রে পাওয়া যায় এই দেহ, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়। একমাত্র আত্মাই আছেন। সুষুপ্তি কি বুঝিলেই অদ্বৈত তত্ত্বের বিষয় কতকটা অনুভব সীমায় আসিতে পারে। কিন্তু অদ্বৈত ভাবে পৌঁছিতে হইলে সমাধি অভ্যাস করিতে হয় শুধু তর্কে হয় না।

অর্জ্জুন—কৌষীতকি ব্রাহ্মণে স্বপ্ন ও প্রবোধকালে জগতের লয় ও উদয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "স যদা স্বপিতি তদৈনং বাব সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। স যদা প্রবুধ্যতে তথৈ-তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাযথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ ইতি।

স্বপ্ন অবস্থায় সমস্ত নামাদি তাঁহাতেই লয় হয়। চক্ষু সমস্ত রূপ লইয়া তাঁহাতেই প্রবেশ করে, মন সমস্ত ধ্যান সহ তাঁহাতেই লয় হয়। আবার যখন জাগ্রত হন তখন সেই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, প্রাণ হইতে তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ জাগিয়া উঠেন এবং তাঁহা হইতে জগৎ জাগিয়া উঠে। আত্মাই সর্ব্বভূতের লয়স্থান ও উদয়স্থান।

ভগবান্—ইহা দ্বারা কি বলিতে চাও জগৎ বীজাঙ্কুর ন্যায়ে আত্মাতে থাকে?

অর্জ্জুন—শ্রুতি কি বলিতেছেন?

ভগবান্—তুরীয় ব্রহ্মে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি কি আছে? জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থা মায়া আশ্রিত আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। আত্মা মায়াকে আশ্রয় করিলে মায়া তাঁহার মধ্যে ইন্দ্রজাল দেখাইতে থাকে। আত্মা স্বাধীন পরাধীন নহেন। সমস্ত শক্তিও তাঁহাতে আছে। মায়া তাঁহার শক্তি। মায়াকে যখন গ্রহণ করেন তখন শক্তির চলন বা স্পন্দন হয়। আদি চলন ভাবনামাত্র। ভাবনাও স্পন্দন। স্পন্দনের নাম ছন্দ। আত্মার স্পন্দনই প্রণব। প্রণব হইতেই গায়ত্রী। গায়ত্রীকে ছন্দও বলে, গায়ত্রী আবার বেদমাতা। ছন্দ বা স্পন্দন হইতেই এই জগৎ হইয়াছে বলিয়া গায়ত্রীকে ছন্দসাংমাতঃ বলা হয়। ওঁকারকে বলা হইয়াছে ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপ-ব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। মাণ্ডুক্য। স্বরূপ লক্ষণে ওঁকার ব্রহ্ম। তটস্থ লক্ষণে ওঁকার ছন্দ। তাহা হইতেই গায়ত্রী। গায়ত্রীও ছন্দ বা বেদ। গায়ত্রী ছন্দ বা স্পন্দন হইতে সমস্ত জগৎ! গায়ত্রী বাক্ প্রাণ ভূ ইত্যাদি রূপা। এই যে ব্রহ্মের স্পন্দন—যে স্পন্দন বা ছন্দ হইতে এই দৃশ্য জগৎ ভাসিয়াছে তাহা কল্পনা মাত্র। ইহাই মায়া। জগৎটা মায়ার বিচিত্র রচনামাত্র। যাহা আপনিই আছেন তাহার মধ্যে জগতের স্থান কোথায়? জগৎ চিত্ত স্পন্দন কল্পনা মাত্র। তবেই দেখ পঞ্চভূতময় দেহ কি? তাহার বিনাশে শোকই বা কিরূপ? আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে তোমার শোক দূর হইবে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯॥

রা ম
কশ্চিৎ তপসা ক্ষীণপাপ উপচিতপুণ্যঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন-
ম শ শ
চরমশরীরঃ কশ্চিদেব নতু সর্ব্বঃ এনং আত্মানং আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যং

শ
অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিব
ম
আশ্চর্য্যেণাদ্ভুতেন তুল্যতয়া বর্ত্তমানং আবিদ্যকনানাবিধবিরুদ্ধধর্ম্মবত্তয়া
সন্তমপ্যসন্তমিব, স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপমপি জড়মিব, আনন্দঘনমপি
দুঃখিনমিব, নির্ব্বিকারমপি, অসবিকারমিব, নিত্যমপ্যনিত্যমিব, প্রকাশ-
মানমপ্যপ্রকাশমানমিব, ব্রহ্মাভিন্নমপি-তদ্ভিন্নমিব, মুক্তমপি বদ্ধমিব,
অদ্বিতীয়মপি সদ্বিতীয়মিব, অসম্ভাবিতবিচিত্রানেকাকার প্রতীতি-
ম ম
বিষয়ং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং আবিদ্যকসর্ব্বদ্বৈতনিষেধেন
পরমাত্মস্বরূপমাত্রাকারায়াং বেদান্তমহাবাক্যজন্যায়াং সর্ব্বসুকৃত-
ফলভূতায়ামন্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিফলিতং সমাধিপরিপাকেণ সাক্ষাৎ-
ম আ
করোতি। ইত্যনেন আত্মবিষয়দর্শনস্য দুর্ল্লভত্বং দর্শয়তা দ্রষ্টু-
আ রা
র্দৌর্ল্লভ্যমুচ্যতে তথা অন্য এব চ তথাবিধ কশ্চিৎ আশ্চর্য্যবৎ বদতি
নী
ব্যক্তুমশক্যমপি অনির্ব্বচনীয়েনৈব লোকাপ্রসিদ্ধেন রূপেণোপ-
নী ম ম
পাদয়তি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি সর্ব্বশব্দেন
অবাচ্যস্য অস্য উপদেষ্টাঽপি অত্যন্ত দুর্ল্লভঃ। চ অন্যঃ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ
নী
শৃণোতি ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি
প্রত্যক্ষেণ অনাত্মতয়া উপলব্ধমানস্য আত্মনঃ যৎ শ্রবণং তত্ত্বমস্যাদি
নী আ
বাক্যতাৎপর্য্যনির্ণয়েণ তদত্যন্তমাশ্চর্য্যম্ ইতি শ্রোতুর্ব্বিরলতা
ম
বিবক্ষিতা। কশ্চিৎ এনং শ্রুত্বা অপি শ্রবণমননাদিকং কুর্ব্বন্নপি ধ্যানেন
নী নী আ
চ সাক্ষাৎকৃত্বাঽপি নচ এব বেদ তত্ত্বতো ন জানাতি ইতি তদ্বিষয়সাক্ষাৎ
আ রা
কারস্যাত্যন্তায়াসলভ্যত্বং শরীরাতিরিক্তে আশ্চর্য্যস্বরূপে আত্মনি
রা
দ্রষ্টা বক্তা শ্রোতা শ্রাবয়িতা আত্মনশ্চ যঃ স দুর্ল্লভ ইতি॥ ২৯॥

শ

অথবা যোঽয়ং আত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্যতুল্যঃ যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবত্যতো দুর্ব্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, এবং সেইরূপ অন্যেও আশ্চর্য্যবৎ বলেন আর অন্যে ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন আর কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানেন না ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন—এই জটিল আত্মতত্ত্ব আমি কিছুতেই ধারণা করিতে পারিতেছি না। সম্মুখে জগত্ দেখিতেছি ভীষ্ম দ্রোণাদির দেহ দেখিতেছি। তুমি বলিতেছ আত্মাকে জানিলে সমস্তই এক। দৃশ্য প্রপঞ্চকে চৈতন্যরূপে জানা যায় ইহাও তুমি বলিতেছ। যখন দ্রষ্টা-সাক্ষী চৈতন্য ও দৃশ্য জগৎ এতদুভয়ের একতাসম্পাদক জ্ঞান মনের মধ্যে দৃঢ় হয় তখন জীব জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া অর্থাৎ সমাধি লাভ করিয়া চির বিশ্রাম লাভ করে। আমি ত বৃক্ষকে বৃক্ষই দেখিতেছি আকাশকে আকাশই দেখিতেছি ইহা আমার অজ্ঞান। আমার অজ্ঞান যাইবে কিরূপে? কিরূপে বুঝিব আমার আত্মার দেহ ধারণ ও উহারই বহির্জ্জগতরূপে অবস্থান এক?

ভগবান্—যখন আত্মজ্ঞান হইবে তখন অজ্ঞান থাকিবে না। অজ্ঞান দুর হইবার সময়ে বুঝিবে আত্মা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। আত্মার কথা শ্রবণ কর, ধারণা কর পরমেশ্বর আর কেহই নহেন নিজ আত্মাই পরমেশ্বর যেখানে আত্মেশ্বর বিরাজমান সেখানে কোন মূঢ় অন্য দেবতা স্থাপন করিয়া পূজা করিতে চায়? ইহার তত্ত্ব জান—বিবেক, সৎসঙ্গ, শমরূপ পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা কর তিনিই অজ্ঞান দূর করিয়া সদ্য মোক্ষ প্রদান করিবেন। নিষ্কাম ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত যুদ্ধ যাগযজ্ঞাদি কর চিত্ত শুদ্ধ হইবে তখন আত্মা নিজ দূ বিবেককে তোমার উদ্ধার জন্য পাঠাইবেন।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম ত করিবই সঙ্গে সঙ্গে আত্মদেবের কথা শ্রবণ করাও বিশেষ আবশ্যক বুঝিতেছি। তুমি বল আত্মতত্ত্ব কিরূপে ধারণা করি?

ভগবান্—আত্মদর্শনের অধিকারী নিতান্ত দুর্ল্লভ। কেহ ইঁহাকে অকস্মাদ্দৃশ্যমান এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া মনে করেন, কেহ বা সেইরূপ ব্যাখ্যান করেন কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন কেহ বা দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াও কিছু বুঝিতে পারেন না।

অর্জ্জুন—ভাল করিয়া বল আত্মদর্শনের অধিকারী দুর্ল্লভ কেন আর যাঁহারা দেখেন তাঁহারা আশ্চর্য্যবৎ দেখেন কেন?

ভগবান্—তোমার প্রথম জিজ্ঞাস্যের উত্তর শ্রবণ কর। নিত্য অনিত্য বস্তুবিচার যাহার নাই তাহার জ্ঞানে অধিকার নাই। অনিত্য দেহ জগৎ ইত্যাদিকে যে নিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছে সে কখন আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিবে না। যাহার নিত্য আনন্দপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই সেই ব্যক্তি জগতের সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করিয়া ধীরে ধীরে গুরু বাক্য মত চলিবে। প্রথমে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে বিহিত কর্ম্ম গ্রহণে চেষ্টা করিবে। পরে উপাসনা দ্বারা চিত্তকে মলাশূন্য করিবে। তখন গোবিন্দ সদ্গুরু লাভ করিয়া আত্মাকে দর্শন করিতে পিপাসু হইবে। গুরু মুখে আত্মাকে রসময় আত্মাই সর্ব্বদুঃখ দুর করে শুনিতে শুনিতে এবং সংসারই যে সেই সুখের বস্তুর নিকটে যাইতে দিতেছে না, ইহার দৃ ধারণা করিয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে। তবেই দেখ অজ্ঞানে জ্বালা সংসারের জ্বালা প্রথমে

আবশ্যক পরে সৎসঙ্গ আবশ্যক। তাহার পরে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ জন্য এবং বিহিত কর্ম্ম গ্রহণ জন্য একটা মানসিক সংগ্রামবোধ, ক্রমে উপাসনাদি দ্বারা ঐ সংগ্রামে আংশিক জয় লাভ হইলে সৎগুরু-প্রদর্শিত শমদমাদি সাধনা করিতে পারিবে। তাহার পরে মোক্ষেচ্ছা জন্মিবে। শেষে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-বিচার গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া আত্মদর্শন হইবে।

আত্মদর্শন নিতান্ত আশ্চর্য্য কেন ইহা তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। দেখ যাহারা অজ্ঞান তাহাদের ত আত্মদর্শন হইতেই পারে না। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা অবিদ্যানাশের পরে আত্মদর্শনে সমর্থ হয়েন। এখন অবিদ্যানাশে ব্যাপার কি হয় দেখ। অবিদ্যানাশে দ্বৈতভাব থাকে না। দুই না থাকিলে দর্শন কি হয়? যখন একই থাকে তখন কে কাহাকে দেখিবে? পূর্ণস্বরূপে দর্শন কোথায়? বিশেষতঃ আত্মাই দ্রষ্টা। অন্য কাহারও দর্শন শক্তি নাই। আত্মাই সকলকে দেখেন। আত্মাই চেতন, আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু তাহাই জড়। জড়ে আত্মাকে দেখিবে কিরূপে? যদি বল আত্মা আপনি আপনাকে দেখেন? তাহা হইলে বলিতে হইবে আত্মা আপনি আপনা হইতে পৃথক বস্তু হয়েন—এই যে আপনাকে আপনি পৃথক বস্তু মনে করা ইহাই মায়া। আপনি চৈতন্যস্বরূপ আছেন—যখন ভাবেন অন্য কিছু দেখিতেছি—তখন সেই অন্য কিছুটি জড়। এই জড় বাস্তবিক নাই, তথাপি বলিতে হয় আছে—ইহাই মায়া। একই আছেন তিনিই দ্রষ্টা। বহু হাওয়াটা মায়া। তাই বলিতেছি দ্রষ্টার আবার দর্শন কে করিবে?

অর্জ্জুন—বড়ই বিস্ময়কর মনে হইতেছে। আমি ঈশ্বর দেখিতেছি এ ক্ষেত্রে; আমি দ্রষ্টা বলিয়া চেতন, আর ঈশ্বর দৃষ্ট বস্তু বলিয়া জড়। ভারি আশ্চর্য্য।

ভগবান—এই জন্যই ত বলিতেছি আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলা যায় বা শোনা যায় সমস্তই বিস্ময়কর। যাহা দেখিতেছ (জগৎ) তাহা নাই। যাহা দেখ নাই (আত্মা) তাহা আছে। আছে বলিলেও দোষ, কেননা কে বলে? আর আত্মা নাই, ইহাতে অনুভববিরুদ্ধ। আরও শোন—যখন (বহু) দেখিতেছ তখন অজ্ঞানে বা অন্ধকারে, যখন বহু দেখিতেছে না তখন আলোকে। যখন জাগিয়া থাক (বিষয়ে) তখন রাত্রি, যখন নিদ্রা যাও (বিষয়ে) তখন দিন। কত দিন, কত জন্ম চেষ্টা করিয়া যাহা পাইলে, তাহা পাইয়াও কিছু পাওয়া হইল না। (অজ্ঞানই দূর হইল, পাইলে কি?) সূচীছিদ্রে হস্তি চলিতেছে (অতি সূক্ষ্ম আত্মায় জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, আবার লয় হইতেছে। শ্রুতি বলেন "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" বাক্য মন বা চক্ষু দ্বারা আত্মাকে পাওয়া যায় না, কিন্তু চক্ষু, মন, বাক্য—সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি সহ চিত্তের নিরোধ হইলে পাওয়া যায়! শত শত বিরুদ্ধবাক্য আত্মা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। আত্মা সৎ হইয়াও অসৎ জগতে অবস্থিত, দেহস্থ হইয়াও দূরে, সব করেন কিছুই করেন না, যিনি বলেন আত্মাকে জানিয়াছি তিনি জানেন না ইত্যাদি। আত্মতত্ত্ব বাক্যে বলা যায় না—ভাষায় কুলায় না, মনও ধারণা করিতে পারে না। অতএব শব্দে অবাচ্য আত্মা সম্বন্ধে যে বচন তাহাও আশ্চর্য্যবৎ।

অর্জ্জুন—আর ঐ যে বলিতেছ আত্মা সম্বন্ধে শুনিয়াও আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না?

ভগবান—যে অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন সেত শুনিতেই পায় না। আগে শুনিবে তবেত জ্ঞান হইবে। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া, ঘোর নিদ্রায় সংজ্ঞাশূন্য বলিয়া, আত্মার কথাই ত বুঝিল না। না বুঝিলে জ্ঞান হইবে কিরূপে? ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন বলিয়া শুনিতেই পাইল না, আবার না শুনিতে পাইলেও জাগিল না। নিপুণ আচার্য্যের নিকট ইহার জ্ঞান আছে।

অর্জ্জুন—আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই। অথচ ইহা নিতান্ত দুর্জ্জের। তবে গতি কি হইবে?

ভগবান—আত্মাই হইয়া যাইতে হইবে। আত্মাই আছ, তুমি কি একটা মায়ায় বলিতেছ দেহ তুমি। আত্মা আত্মাই থাকুন। এই টুকুর জন্য গোবিন্দ আশ্রয় কর, পূজা কর। গুরুরূপে তিনি দেখা দিয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিবেন। ২৯।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত !
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

শ শ
হে ভারত! সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং
শ ম ম শ
দেহী শরীরী লিঙ্গদেহোপাধিরাত্মা নিত্যং নিয়তং সর্ব্বাবস্থাসু
ম ব
অবধ্যঃ ন বধ্যোভবতীতি তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদি-
শ নী
ভাবাপন্নানি উদ্দিশ্য শোচিতুং কথমেতে দীনা অল্পবলাঃ বলবত্তরেণ
ময়া হন্তব্যাঃ, কথমেষাং পুত্রাদয়ঃ এতৈর্বিনা জীবিষ্যতি, কথং বাহং
নী
ভীষ্মাদিভির্গুরুভির্বিনা জীবিষ্যামীতি শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকল প্রাণীর দেহে (যদিও দেহটা বধশীল তথাপি) এই দেহী সর্ব্বাবস্থায় অবধ্য। এই জন্য তুমি সকল ভূতের জন্য শোক করিতে অযোগ্য ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—দেহটা থাকিবে না আর আত্মার বিনাশ নাই ইহা আমি ধারণা করিতে পারিলেও কি এক তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আমি মুক্তির জন্য কর্ম্মে অগ্রসর হইতেছি না। আনন্দের সহিত আত্মজ্ঞান লাভের কর্ম্মে লোকে কেন চেষ্টা করে না? মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। আত্মা ব্যাপক, আত্মা সীমাশূন্য আকাশের মত, আত্মার রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা আনন্দস্বরূপ, ইহা উপলব্ধি জন্য মানুষ প্রাণপণ করে না কেন?

ভগবান—সকল প্রকার আলস্য ও অনিচ্ছার মূলে একটা অস্বচ্ছন্দতা থাকে। যে ছন্দে বাক্য দেহ ও মন স্পন্দিত হওয়া উচিত, তাহা না হইবার কারণই হইতেছে, পূর্ব্বকৃত পাপ বা ছন্দঃ বিচ্যুতি। যেখানে পাপ সেই খানেই অবিচার, সেইখানেই শোক ও ভয়। তুমি যেমন মনে করিতেছ যুদ্ধে ইহারা মরিবে—এই অবিচারজাত ভয়ে যুদ্ধে বিরত হইতেছ, সেইরূপ সাধারণ লোকেও বলে আমার যেরূপ দেহ এ অবস্থায় কর্ম্ম করিতে গেলে শরীরে কুলাইবে না, অথবা লয়বিক্ষেপের জ্বালায় আমি পারি না—করিতে গেলেই মরিয়া যাইব—অবিচার জনিত এই ভয়ে ইহারা কর্ম্ম করে না—এবং ছন্দে বাক্য দেহ ও মন স্পন্দিত করিবার কৌশল জানে না বলিয়া করিতে পারে না। ইহা কি আশ্চর্য্য নয়? তুমি আত্মা—ইহারাও আত্মা, তথাপি মৃত্যুভয়ে তুমিও মোহ পাইতেছ? কিন্তু যাহারা মনে রাখিতে পারে—দেহটাত বিনাশশীল—দেহত থাকিবেই না—বিশেষ দেহ না থাকিলেই বা কি—দেহত আমি নহি—দেহটা নষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমার কোন অনিষ্ট হয় না, আমিত দেহ

হইতে স্বতন্ত্র—তবে দেহের ভৃত্য হইয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়া—আপন সরকারের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আলস্যে দিন কাটাইব কেন? 'দেহ যায় যাক্—দেহের এই যে জড়তা ইহার কারণ আমার পূর্ব্বকৃত পাপ। আমি ধীরে ধীরে আপন কর্ম্ম দ্বারাই ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারিব। জীবের উচিত প্রতিদিন নিয়ম মত কর্ম্ম করা। আর যে দিন নিয়ম ভঙ্গ হইবে সে দিন মনকে দণ্ড দেওয়া। প্রত্যহ যতক্ষণ কর্ম্ম করা ব্যবস্থা—নিয়ম ভঙ্গ হইয়া গেলে, তাহার দ্বিগুণ কর্ম্ম করিতে হইবে এই প্রায়শ্চিত্ত করা। এই জন্য বলিতেছি কে বাঁচিবে, কে মরিবে, ইহা লক্ষ্য না করিয়া তুমি ঠিক নিয়মমত আপন কর্ম্ম কর। যাহা হয় হউক, আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া লয়বিক্ষেপ জয় করিয়া তুমি কর্ম্ম কর। যতদিন তুমি শোকের হাত এড়াইতে না পারিবে ততদিন তুমি সাগ্রহে কর্ম্ম করিতে পারিবে না। ৩০ ।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

ব ব শ
অপিচ ন কেবলং দেহাত্মস্বভাবং অবেক্ষ্য কিন্তু স্বধর্ম্মং স্বোধর্ম্মঃ
শ ম শ
ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ যুদ্ধং তমবেক্ষ্য শাস্ত্রতঃ পর্য্যালোচ্য ত্বং বিকম্পিতুং
ব শ ম শ
ধর্ম্মাৎ প্রচলিতুং ন অর্হসি ন যোগ্যোভবসি হি যস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্য
রা শ
ধর্ম্ম্যাৎ ন্যায়তঃ প্রবৃত্তাৎ যুদ্ধাৎ স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি
শ
ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যং তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ
ম
শ্রেয়ঃসাধনং ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

আরও স্বধর্ম্ম আলোচনা করিলেও তুমি কাম্পিত হইতে পার না। কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কিছুই শ্রেয় নাই ॥ ৩১

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি শোক পদার্থটাই মোহ উপস্থিত করে। মোহ আসিলেই মানুষ স্বাভাবিক ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে চায়। আলস্য অনিচ্ছা গ্রহণ করে। আর স্বাভাবিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে। যেমন আমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাটনরূপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম গ্রহণে অভিলাষ। তুমি আমার এই ব্যভিচার দূর করিবার জন্য প্রথম পরমার্থভাবে বুঝাইলে, অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ দেখাইয়া বুঝাইলে, আত্মার জন্য কাহারও শোক হইতে পারে না। পরে দেহের স্বভাব আলোচনা করিয়া "অন্তবন্ত ইমে দেহা" ইত্যাদি দ্বারাও দেখাইলে, শোক করা আমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে স্বধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া

বলিতেছ, এদিক দিয়া দেখিলেও আমার শোক করা উচিত নহে। কিন্তু বল আমার স্বধর্ম্ম কি?

ভগবান—শৌর্য্যং তেজো ধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

বলবানকেও প্রহার করিবার পরাক্রম ইহাই শূরত্ব, অপরে ধর্ষণ করিতে না পারে এই তেজ, অতি বিপদেও দেহ ও ইন্দ্রিয়কে অবসন্ন হইতে না দেওয়া এই ধৃতি—শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য কৌশল নিরূপণে পটুতা এই দক্ষতা, মরণ নিশ্চয় জানিয়াও যুদ্ধে ভঙ্গ না দেওয়া এই অপলায়ন, অসংকোচে মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া মুক্তহস্ততা এই দান, আশ্রিতকে রক্ষা এবং দুরাত্মাকে দমনে রাখিবার শক্তি এই ঈশ্বরভাব, এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম। অগ্নির গুণ উত্তাপ দেওয়া, দগ্ধ করা, আলোক দেওয়া। তথাপি যাহা না থাকিলে অগ্নিকে অগ্নি বলা যায় না, তাহাই অগ্নির ধর্ম্ম। সেইরূপ যাহা না থাকিলে ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় বলা যায় না—অপর লোক হইতে ক্ষত্রিয়ের যাহা বিশেষত্ব, তাহাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে থাকে সেই স্বভাবজ কর্ম্ম করে। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম যুদ্ধাদি। যুদ্ধ ত্যাগ করিলে তোমার স্বভাব অতিক্রম করা হয়। তুমি ইহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার না। ছন্দত্যাগই মানুষের অধর্ম্ম।

অর্জ্জুন—তুমি কি বলিতে চাও নিষ্ঠুর হওয়াই আমার স্বভাব? জাতিভেদ কি স্বাভাবিক?

ভগবান—সকল মানুষের স্বভাব যে একরূপ নয় তাহাত দেখিতেছ। সকল পশু, সকল পক্ষী, ইহাদের স্বভাবও একরূপ নহে। কাজেই সকল মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কখন একরূপ হইতে পারে না। তোমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, কখন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সহিত এক নহে। যে ছন্দ বা স্পন্দনে ব্রাহ্মণের জন্ম, সে ছন্দে তোমার জন্ম হয় নাই। প্রকৃতির স্পন্দন হইতেই জীবের জন্ম। প্রকৃতির স্পন্দন বা ছন্দ সর্ব্বদাই ভিন্ন রূপ। এতদ্বারাই স্বভাব নিরূপিত হয়। এই জন্য জাতিভেদ স্বাভাবিক। যে ছন্দে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার দেহ গঠিত হইয়াছে—এই দেহ থাকা পর্য্যন্ত, তোমার সে ছন্দ কিছুতেই যাইবে না। এই জন্য একজন্মেই কেহ আপন জাতি ত্যাগ করিতে পারে না। তবে যদি কেহ ভগবান বিশ্বামিত্রের মত—ব্রাহ্মণের চরুতে বীজভাব গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়াণীর শোণিত ছন্দে পড়িয়া, ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তিও ভগবান বিশ্বামিত্রের মত কঠোর তপস্যা করিয়া একজন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু কয়জন মনুষ্য ভগবান বিশ্বামিত্র অথবা ভগবান নন্দিকেশ্বরের মত ভাব পাইয়া, তপস্যা করিতে, প্রস্তুত বল? তাই বলিতেছি ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় স্বভাবের মত কার্য্য করিতে বলা নিষ্ঠুরতা নহে।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মের গতি বড়ই সূক্ষ্ম। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদিতে পশু বধ করেন, তাহাতে তাঁহাদের পাপ হয় না—ইহার ধারণাও কঠিন আর যুদ্ধাদিতে মানুষ বধ করিয়াও পাপ হইবে না, ইহার ধারণা কত কঠিন—ইহা কত নিষ্ঠুর বিধি।

ভগবান। স্বভাবমত কার্য্য করা নিষ্ঠুরতা নহে। ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশু বধ করেন এ সম্বন্ধে অনুগীতায় তুমি সন্ন্যাসী ও যাজ্ঞিকের বিচার পাঠ করিও। অনুগীতা ২৮ অধ্যায়। এ সম্বন্ধে আমি বলি এই, যে অজ্ঞানীর জীবিত থাকাও নিষ্ঠুরতা। গমনে, ভোজনে, শয়নে, শ্বাসগ্রহণে, কোটি কোটি জীব বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু যিনি আত্মা ও দেহের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহার পক্ষে বিহিত কার্য্যে প্রাণিবধ সদোষ হইতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্র বলেন "যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যতে সততং দ্বিজৈঃ সংস্কৃতা কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্" মন্ত্রপূত পশু যজ্ঞে বিনষ্ট হইলে কল্যাণ দেহ লাভ করে এবং যুদ্ধে হত বীর কল্যাণতর দেহ প্রাপ্ত হয়েন।' কোন কোন মূর্খ বলে বলিদান দিলে যদি কল্যাণতর দেহ লাভ হয় তবে নিরীহ ছাগলের প্রতি এই দয়াটা না করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বলি দিলেইত তাঁহাদের

বিশেষ উপকার করা হয়। মূর্খের কথা। যজ্ঞের জন্য পশুর সৃষ্টি। যদি পিতা মাতা তোমার পশু হয়, যদি পিতা মাতাকে তুমি ছাগল ভেড়ার মত দেখ, তখন যাহা ইচ্ছা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; তাহাও ত কলিযুগে হইতেছে। ফলে স্বধর্ম্মরক্ষা করাই, যিনি মানুষ হইতে চাহেন, তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ৩১।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২॥

হে পার্থ যদৃচ্ছয়া যত্নং বিনৈব উপপন্নং উপস্থিতং চোঽবধারণে অপাবৃতং অপগতাবরণম্ উদ্ঘাটিতং স্বর্গদ্বারম্ (ইব) স্বর্গসাধনমিব ঈদৃশং ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং কীর্ত্তিরাজ্যলাভদৃষ্টফল-সাধনং যুদ্ধং সুখিনঃ পুণ্যবন্তঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে। বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাজ্যয়োর্মৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গস্য চ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

আপনা হইতে উপস্থিত, অনায়াসে স্বর্গলাভের উপায়ভূত এইরূপ যুদ্ধ হে পার্থ! ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টেই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে॥ ৩২॥

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধ, যে ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহাকে ভাগ্যবান বল কেন?— ভগবান—যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের জয় পরাজয় উভয়ই লাভ। জয়লাভে বিপুল যশ ও রাজ্যপ্রাপ্তি, এবং পরাজয়েও স্বর্গপ্রাপ্তি। বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু এই সমুদায়ই স্বর্গের হেতু বটে। কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না। আর যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেই যে ক্ষত্রিয়ের স্বর্গলাভ হয় তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ইহা শাস্ত্র বাক্য। ৩২।

অথচেৎ ত্বমিমংধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩॥

অথ পক্ষান্তরে চেৎ যদি ত্বম্ ইমম্ আরব্ধং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মভূতং যুদ্ধং ন করিষ্যসি ধর্ম্মতো লোকতো বা ভীতঃ পরাবৃত্তো ভবিষ্যসি ততঃ শাস্ত্রবিহিতস্য যুদ্ধস্যাকরণাৎ স্বধর্ম্মং স্বধর্ম্মফলং নিরতিশয়সুখং কীর্ত্তিঞ্চ রুদ্রসন্তোষণনিবাতকবচাদিবধলব্ধাং

শ শ ম ব
মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা অননুষ্ঠায় পাপ 'ন নিবর্ত্তেত
র
সংগ্রামাৎ' ইতি স্মৃতিপ্রতিষিদ্ধং স্বধর্ম্মত্যাগলক্ষণ' অবাপ্স্যসি
ব
প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ন্যায় যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপী হইবে ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন- ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে প্রত্যবায় কি ?

ভগবান—সধর্ম্মত্যাগজনিত পাপ ও কীর্ত্তিত্যাগজনিত অপযশ শাস্ত্র উল্লঙ্ঘনে সর্ব্বদা পাপ হইবেই। সঙ্গে সঙ্গে অকীর্ত্তি—দুঃখত আছেই।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মযুদ্ধের লক্ষণ কি ?

ভগবান—ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে রিপূন্ ।
ন কর্ণিভির্নাপিদিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিত তেজনৈঃ ॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্ ।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্ ।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্ ।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ মনু

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ।

ম শ রা
অপিচ ভূতানি দেবর্ষিমনুষ্যাদীনি তে তব অব্যয়াং সর্ব্বদেশ-
রা রা রা ম
কালব্যাপিনীং অকীর্ত্তিং পার্থো যুদ্ধে প্রাপ্তে পলায়িত ইতি ন
ম ম
ধর্ম্মাত্মায়ং ন শূরোঽয়মিত্যেবরূপাং কথয়িষ্যন্তি চ অন্যোন্যং
ম ব ব শ্রী
কথাপ্রসঙ্গে। সম্ভাবিতস্য অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য বহুমতস্য অকীর্ত্তিঃ
শ্রী রা
মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি এবংবিধয়া অকীর্ত্তের্মরণমেব
রা
শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

আরও লোকসকল অনন্তকাল ধরিয়া তোমার অপযশ ঘোষণা করিবে। সম্মানিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি অপেক্ষা মরণই শ্রেয় ॥৩৪॥

অর্জ্জুন—আমার যশ ত সকলেই কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ভগবান—কিন্তু সে যশ নষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র অপযশ ঘোষিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মত্যাগ জনিত পাপ তোমায় আক্রমণ করিবে। তোমার মত সম্মানিত ব্যক্তির অপযশ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। যুদ্ধে মৃত্যু হইবে, এই সন্দেহ হইতে, কাপুরুষ, প্রাণরক্ষার্থ অকীর্ত্তি সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তুমি মরণভীত নও, তোমার অকীর্ত্তি হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শত গুণে শ্রেয়স্কর। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যাঁহাদের স্বধর্ম্ম তাঁহারা যদ্দ্বারা অকীর্ত্তি হইতেছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন। আমি রাম অবতারে সূর্য্যবংশের অকীর্ত্তি প্রক্ষালনের জন্য প্রধানতঃ রাবণ বিনাশ করি। ৩৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

রা রা বি
যেষাং কলহকর্ত্তৃণাং দুর্য্যোধনাদীনাং ত্বং বহুমতঃ অস্মচ্ছ-
বি বি
ত্রুরর্জ্জুনস্তু মহাশূর ইতি বহুসম্মানবিষয়ঃ ভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপরমে
বি ম ম ম
সতি লাঘবং অনাদরবিষয়ত্বং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি তে মহারথাঃ
বি ব ম
দুর্য্যোধনাদয়ঃ ত্বাং ভয়াৎ ন কারুণ্যাৎ রণাৎ যুদ্ধাৎ উপরতং
শ্রী শ
নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ॥ ৩৫ ॥

তুমি যাহাদের বহুমান্য হইয়াছিলে, সম্প্রতি যুদ্ধ না করিলে তাহাদের নিকট তুমি লঘু হইয়া পড়িবে। সেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহারথ মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে ॥৩৫॥

অর্জ্জুন—আমি যে করুণার্দ্র হৃদয় হইয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতেছি তাহা কি কেহ বুঝিবে না ?

ভগবান—না তাহা কেহই মনে করিবে না, বরং বলিবে কাপুরুষ ভয়ে পলায়ন করিল।

অর্জ্জুন—এইরূপ বলিবে ?

ভগবান—যে স্বধর্ম্ম না করে সেইত যথার্থ নিন্দনীয়। কাপুরুষ না হইলেও তাহার বুদ্ধিদোষে সে গুরু শাস্ত্র ও নিজ অনুভব এই তিন স্থানে দোষী। ৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

রা রা ব
তব অহিতাঃ তব শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ তব সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধং
ব শ শ নী
পরাক্রমং নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তং নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তঃ ধিগস্য
নী শ
শৌর্য্যং যো কর্ণাদিভয়াৎ পলায়িত ইতি বহূন্ অনেকপ্রকারান্
নী বি বি
অবাচ্যবাদান্ চ বক্তুমযোগ্যান্ শব্দান্ ক্লীব ইত্যাদি কটূক্তীঃ বদিষ্যন্তি চ
ম ম শ শ
নতুবন্ধু মংস্যন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ ততঃ তস্মান্নিন্দাপ্রাপ্তের্দুঃখাৎ কিন্নু
শ শ
দুঃখতরং ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত অনেক অবাচ্য বাক্য বলিবে, তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে বল ? ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন—ভীষ্মদ্রোণাদি বধনিমিত্ত যে ক্লেশ, তাহা অপেক্ষা এই মহারথগণের নিন্দা বাক্যে কি আমার অধিক ক্লেশ হইবে ?

ভগবান। হাঁ, তাহাই হইবে। এই লোকনিন্দা তোমার বিশেষ দুঃখের কারণ হইবে। আমি স্বধর্ম্ম পালনে প্রাণপণ করিতেছি ইহাতে যদি লোকে আমার নিন্দা করে সেরূপ নিন্দাও ব্রাহ্মণে উপেক্ষা করিতে পারেন কারণ ব্রাহ্মণ দুষ্টের দমনকর্ত্তা বা শিষ্টের পালনকর্ত্তা নহেন। এ কার্য্য ক্ষত্রিয়ের। ক্ষত্রিয়ের লোকনিন্দা অসহনীয়। শ্রীরামচন্দ্র লোকনিন্দা ভয়ে সীতাকেও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শ শ রা
হতো বা পরৈর্হতঃ সন্ স্বর্গং পরমনিঃশ্রেয়সং প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা
শ রা রা
কর্ণাদীন্ পরান্হত্বা মহীং ঐহিকমকণ্টকং রাজ্যং ভোক্ষ্যসে
রা শ
হে কৌন্তেয়! কুন্তীপুত্র যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ জেষ্যামি শত্রূন্
রা
মরিষ্যামি বেতির্নিশ্চয়ং কৃত্বা উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়ুদ্যোগং কুরু ॥ ৩৭ ॥

হত হও স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে, আর জয়লাভ কর পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধই করিব নিশ্চয় করিয়া উদ্যোগী হও ॥ ৩৭ ॥

ভগবান—পূর্ব্বে যে সন্দেহ তুলিয়াছিলে "নচৈতদ্বিদ্মঃ" ২।৬ তাহার উত্তর এই যে উভয় পক্ষেই তোমার লাভ। যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লাভ—আর জয়লাভ করিলে পৃথিবীলাভ।

অর্জ্জুন—এই লোভ দেখাও কেন? স্বর্গভোগ কয়দিনের জন্য? "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ৯।২১ শ্লোকে বলিয়াছিলে। স্বর্গ হইতেও পতন আছে—তাহার পর আবার ত জনন মরণ আছে। আর পৃথিবীলাভ? ইহাই বা লাভ কিসে? ইহাত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। বাসনাত্যাগেই না চিরশান্তি?

ভগবান—বাসনার কণা মাত্র থাকিতে চিরশান্তি আসিবে না ইহা সত্যই। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় একবারে বাসনা ক্ষয়িব না বলিলেই কি তোমার বাসনা ত্যাগ হইবে? মুখের কথায় কি ইহা হয়? ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ বাসনা এবং যশোলাভ বাসনা—ইহাইত ক্ষত্রিয়ত্ব। এই দুই বাসনাই ক্ষত্রিয়ের স্বভাব। বাসনা বা ভাবনাই স্পন্দন। ইহাই ছন্দ। এই ছন্দে ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছে। ঈশ্বরলাভ বাসনা প্রবল করিয়া যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় স্বভাবজ কর্ম্ম করিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম করা হইল। নিষ্কাম হইয়া আমার তৃপ্তি জন্য, আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিলে জগৎরক্ষার জন্য কর্ম্মও হইল অথচ আত্মরক্ষাও হইল। এইজন্য তোমাকে নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য তাঁহার আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে বলিতেছি। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ে তোমার বাসনা ক্ষয় হইবে না, বাসনাক্ষয় ও ক্রম অনুসারে করিতে হইবে। আর যাহার যে স্বভাব, নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বর প্রীতি জন্য স্বভাবজ কর্ম্ম করিলে তবে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধি অনন্তর অন্য সমস্তই ক্রম অনুসারে আসিবে।

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

শ শ্রী
সুখে দুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা তথা তয়োশ্চকারণভূতৌ লাভালাভৌ
শ্রী শ্রী শ্রী
অপি তয়োশ্চ কারণভূতৌ জয়াজয়ৌ অপি সমৌ কৃত্বা বিবেকেন
বি ব
তুল্যৌ বিভাব্য তত্রতত্র নির্ব্বিকারচিত্তঃ সন্ ততঃ কেবলং স্বধর্ম্মোহ-
নী ব ব
য়মিতি মত্বা যুদ্ধায় যুজ্যস্ব যোদ্ধুমুদ্যুক্তো ভব এবং মুমুক্ষুরীত্যা
ব রা
যোদ্ধা ত্বং পাপং তদ্বিনাশকহেতুকং সুখদুঃখস্বরূপং সংসারং
শ্রী বি
ন অবাপ্স্যসি ন প্রাপ্স্যসি জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ ॥৩৮॥

সুখ দুঃখ সমান ভাবিয়া, লাভালাভ, জয় পরাজয়েও নির্ব্বিকারচিত্ত হইয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হও, তাহা হইলে তুমি পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন—বুঝিলাম যুদ্ধই আমার স্বধর্ম্ম। বলিতে কি শরীর দিয়া বা মন দিয়া যু সকলকেই করিতে হইবে। কিন্তু সুখে দুঃখে, লাভালাভে, জয় পরাজয়ে, নির্ব্বিকার থাকি কিরূপে? এত ক্লেশ করিয়া যুদ্ধ করিব কিন্তু ক্লেশ বোধ হইবে না, ইহা কি হয়?

ভগবান—যুদ্ধকালে যে ক্লেশ তাহা আর কতক্ষণ থাকে? কিন্তু এত পরিশ্রম করিলা কোন ফল হইল না বা কুফল ফলিল এই না দুঃখ। সংগ্রামও করিলাম কিছুই সু পাইলাম না, কিম্বা আজ বেশ হইল কাল আবার কিছুই হইল না, এই লাভালাভ—চিন্তা না লোককে নাচাইয়া থাকে? আমি বলিতেছি তুমি এই সমস্ত ভাবনা গণ্য না করিয়া যু করিয়া যাও। যদি বল পারিব কিরূপে? পারিবে। শুধু স্মরণ রাখ. আমি তোমা করিতে বলিতেছি। আমি তোমার রথে বসিয়া তোমার মন ইন্দ্রিয়াদি অশ্ব চালাইতেছি সর্ব্বশক্তিরূপী আমি চালাইতেছি, তুমি চলিতেছ। এখানে তোমার স্বাধীনতা নাই স্বাধীনতা নাই বলিয়া পাপ পুণ্যও নাই। যাহার স্বাধীনতা আছে তাহারই—যদি ছন্দ ন স্পন্দিত না হইতে পারে—পাপ পুণ্য আছে। তুমি আমার অধীনে থাকিয়া আমার ইচ্ছা মত যদি সমস্ত ধ্বংস কর, তোমার কোন পাপ হইবে না।

অর্জ্জুন—কিরূপে অধীন হইতে হইবে বল?

ভগবান—তোমার সর্ব্বস্ব যে অহংটি সেইটি আমাকে দিয়া দাও—সব দিয়া জড়ের ম হইয়া যাও। আমি তোমার জড় দেহে চৈতন্য মত থাকি। তোমার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছ নাই, তুমি আমার ইচ্ছা মত যখন কার্য্য কর, তখন তোমার কোন পাপ হইতে পারে না। যখন আমার ইচ্ছা, সাক্ষাতে বা শাস্ত্রমুখে বা গুরুমুখে জানিয়াও কর্ম্মকালে তোমার শক্তি কুলাইতেছে না দেখিতে পাও, তখন আমার দিকে চাহিয়া শক্তি প্রার্থনা কর। আমাকে চাও আমি যে না চাহিতেও দিয়া থাকি তাহা বুঝিতে পারিবে। ফলে তুমি আমার ভ হইয়া যাও। যে ভক্ত সে প্রিয় বস্তুর নিকটে জড়। আমি যাহা বলি তাহাই তোমা কর্ত্তব্য। ভাল মন্দ লাভালাভ এই বিচার ভক্তের নাই। কোন দিকে লক্ষ্য না করি স্বধর্ম্মমত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম আমার প্রীতি জন্যই কর। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কা কর্ম্মে পাপ নাই।

অর্জ্জুন। তাই কেন বলনা "যা হয় হউক" তুমি আমার কথা মত যুদ্ধ কর।

ভগবান—তাই ত বলিতেছি, স্বধর্ম্ম পালন কর। স্বধর্ম্ম মত কর্ম্ম করাই তোমার ছন্দ। কিন্তু তুমি যে পণ্ডিত সাজ তাই স্বধর্ম্মের কথা, স্বচ্ছন্দের কথা না জানা পর্য্যন্ত অর্থাৎ জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত তোমার ভক্ত হওয়া হয় না। জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে যে ভক্তি তাহা বিশ্বা মাত্র। জ্ঞানী না হইলে ঠিক ভক্ত হওয়া যায় না। প্রকৃত ভক্তের অহং নাই। ভগবানের অহংকেই ভক্ত অহং করিয়া লয়। যে এইটি বুঝিয়া কর্ম্ম করে, তাহার শীঘ্র হয়, যে প্রথমে বিশ্বাসে করে তাহারও হয়, কিন্তু বিলম্বে।

তুমি এখন পর্য্যন্ত ঠিক ভক্ত হও নাই, কারণ ঠিক জ্ঞান তোমার এখনও হয় নাই। জ্ঞানের একটা স্থূল অবস্থা মাত্র আসিয়াছে। তাহাতেই ভাবিতেছ, আমি তোমার অবস্থা যেন ঠিক ঠিক বুঝিতেছিনা—আমি যে সর্ব্বজ্ঞ একথা তোমার ধারণায় আসিতেছেনা। জ্ঞানী হইতে চাও ধৈর্য্য ধরিয়া প্রথম আমার কথা শ্রবণ কর—আমি তোমায় জ্ঞানী করিয়া দিতেছি। জ্ঞানে আমি ও তোমার আত্মার অভেদত্ব হয়। কাজেই আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। আমার ইচ্ছার সঙ্গে যদি তোমার কোন ইচ্ছার মিলন না হয় অর্থাৎ আমি যাহা করিতে আজ্ঞা করিয়াছি তুমি তাহা যখন করিতে চাওনা—আমার কথা মত কার্য্য করিতে গেলে যখন আলস্য ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অন্যরূপ কার্য্য করিতে চাও তখন জানিও

তোমার বিষয়মুখী যে নীচ আমিটা আছে তাহাই তোমার ঈশ্বরমুখী আমিকে বশ করিয়া পাপ পথে চলিতেছে। তোমার বিষয়োদ্ভাষিত বুদ্ধিটিই তোমার পাপ অহং। আর শাস্ত্রোজ্জ্বলা অহংটি সচ্চিদানন্দ আমি শ্রীকৃষ্ণ। ইহাকে লইয়া যখন থাক, তখন তুমি ও আমি এক চৈতন্য, অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ দেহে এক সময়েই ক্রীড়া করি মাত্র। বল, তখন তুমি আর পৃথক করিয়া আমাকে কি জানাইবে? আমার ইচ্ছাই তোমার আমার দুই দেহ ধরিয়া কার্য্য করে। দেখিতেছনা জ্ঞানী ও ভক্ত এই অবস্থায় এক। ইহার নীচের অবস্থায়, যতদিন রাগ দ্বেষ আছে ততদিন জ্ঞানী সাজা হয় মাত্র। ইহা সাজা। সে অবস্থায় পাপ পুণ্য আছে। সাজা জ্ঞানীর কপটতা থাকে বলিয়া সে ও আমি স্বতন্ত্র। তোমাকে যে উপদেশ দিতেছি সে কেবল তোমাকে আমি করিয়া লইব বলিয়া। তোমার সংশয় মিটাইয়া প্রকৃত জ্ঞান দিয়া ভক্ত করিয়া লইব ইহাই আমার অভিপ্রায়। ভক্ত হইলেই তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কথামত বা ইচ্ছা মত চলিবে, এবং দেখিবে আমার আদেশমত কর্ম্মই জ্ঞানের কার্য্য, এই কার্য্যে বড় আনন্দ। যেখানে জ্ঞান সেইখানে আনন্দ। তুমি আমার প্রিয়—সকলেই প্রিয়। কখন আমি সম্মুখে থাকিয়া আজ্ঞা করি কখন বা সৎশাস্ত্ররূপে কখন বা সৎসঙ্গে আজ্ঞা করি। দেখিতে পাও বা না পাও স্বধর্ম্ম পালন কর, ইহাতে পাপ নাই। যাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসি তাহাকে যাহা বলি বা বলিয়াছি তাহাই তাহার কার্য্য। তুমি আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল আমার দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম কর।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

এষা "নত্বেবাহম্" ইত্যারভ্য "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যন্তেন (১১ –৩০) তে [শ] তুভ্যং সাংখ্যে [নী] সম্যক্ খ্যায়তে প্রকথ্যতে বস্তুতত্ত্বং [ম] পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা উপনিষৎ তত্র বিদিতে সাংখ্যে ঔপনিষদে ব্রহ্মণি বিষয়ে [নী] পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে [শ] বুদ্ধিঃ [শ] জ্ঞানং সাক্ষাৎ শোক-মোহাদিসংসার-হেতুদোষনিবৃত্তি-কারণং [শ] অভিহিতা [শ] উক্তা। যোগে তু [শ] তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগেচ [শ] [ম] আত্মসাক্ষাৎকারসাধনকর্ম্মানুষ্ঠানে [রা] ইমাম্ [শ] অনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং [শ] শৃণু। যয়া যোগবিষয়য়া [শ] বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মসু [ম] যুক্তস্ত্বং হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধং [শ] কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ [শ] তৎ কর্ম্মনিমিত্তং [ম] বন্ধং সংসারং [রা] প্রহাস্যসি প্রকর্ষেণ [শ্রী]

হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ।

শ্রী
পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষ

শ্রী ব ব
জ্ঞানেন সংসারং তরিষ্যসীতি। পশুপুত্ররাজ্যাদিফলকং কর্ম্ম সকামং

ব
জ্ঞানফলকন্তু তন্নিষ্কামমিতি শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

এই তোমাকে সাংখ্যে জ্ঞান কথিত হইল। কিন্তু কর্ম্মযোগে ইহা শ্রব কর। হে পার্থ! এই যোগবিষয়ক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তুমি কর্ম্মবন্ধন সম্যক্ পরিহার করিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন—সাংখ্য জ্ঞান ভিন্ন শোক, মোহ আর কিছুতেই নিবারিত হইবে না বলিতেছ। শ্রুতিও বলেন "তরিত শোকমাত্মবিৎ"। এই আত্মজ্ঞানের কথা শুনিয়া পরে কর্ম্মদ্বারা উহা লাভ করিতে হইবে, ইহা বলিতেছ। আমি আত্মজ্ঞানের বাচনিক উপদেশ কতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহা একবার জানাইতে ইচ্ছা করি। পরে জ্ঞানপ্রাপ্তি জন্য যে উপা তাহা শ্রবণ করিব।

ভগবান—বল।

অর্জ্জুন—আমি দেহ নহি, আমি আত্মা। আমার জরামরণ নাই। সকলের আত্মা-সর্ব্বভূতাত্মা ও আমার আত্মা একই। এজন্য আমি অপরের হন্তা বলিয়া মনে যে অভিমান করিতেছিলাম, তাহা একবারে ত্যাগ করাই উচিত। যাহার অন্তরে অহং কর্ত্তা অভিমান নাই, তাহার সিদ্ধিতে হর্ষ, অসিদ্ধিতে বিষাদ নাই। "আমি হন্তা" "আমি মরিলাম" ইত্যাদি "অনর্থে সর্ব্বনাশ ঘটিল" এই সমস্ত ভ্রমবশতই ঘটিয়া থাকে। অহং কর্ত্তা এই অভিমানেই মানুষের মোহ হয়। মোহবশতই লোকে, দেহ বা ইন্দ্রিয়ের বা মনের কার্য্য কৃত হইলে ভাবে 'আমি করিতেছি'। বিচার করিলে, চক্ষু দর্শন করুক, কর্ণ শ্রবণ করুক, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ করুক, রসনা রসাস্বাদন করুক এ বিষয়ব্যাপারে আমি কে? অর্থাৎ চক্ষুরাদিরই এই বিষয় ব্যাপারে প্রবৃত্তি—আত্মা ইহাতে কেহ নহেন। এজন্য মনের সঙ্কল্পবিকল্পাদি কার্য্যে বা চক্ষুরাদিকৃত কার্য্যে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাভিমান কর্ত্তব্য নহে। মনই সঙ্কল্পাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়। অতএব কি অন্তঃকরণ-বৃত্তি কি বাহ্যকরণ-বৃত্তি, কোন বিষয়েই আমার আত্মা কর্ত্তা নহেন। আর এই ক্লেশের ভাগী বলিয়া যাহার উদ্দেশে শোক করিতেছিলাম সে বিষয়েও আমার আত্মা কে? আরও অনেকের সহিত মিলিত হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়—সে কার্য্যে একার অভিমান অর্থাৎ আমি ইহার কর্ত্তা এরূপ অহংবোধ করিলে পরিহাসাস্পদ হইতে হয়।

আত্মা এক। আত্মা সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত এবং সর্ব্বভূত আত্মায় অবস্থিত। তিনি রসময়। ত্রিভুবনস্থ জল, গব্য দুগ্ধাদি, সমুদ্রজাত লবণাদির অন্তরে তিনিই রসরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। সকলে যে আমি আমি করে সেই আমিও আত্মা, এবং জড় দেহ আমি নহি ইহা যিনি জানিতেছেন, তিনিও আত্মা। পদার্থনিচয়ই বল, আর জীবসমূহই বল, আর বৃহৎ ব্রহ্মই বল, দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় সমস্তই এক, ইহাতে ঈষৎ পার্থক্য পর্য্যন্ত নাই। অতএব যদি সমস্তই এক নির্ব্বিকার ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হইল, তখন জনন মরণ আবার কি

দেহটা খারাপ আছে, এই বা কি? মনটা নিতান্ত অসুখী, ইহাই বা কি? পুত্র কন্যা মরিল, ইহাই বা কি? এই জগৎই বা অন্য কি? বৃথা মোহের বশ হওয়াটাই বা কি? সাধুগণ আত্মতত্ত্ব শ্রবণ পূর্ব্বক মনে সুখ দুঃখ সমান অনুভব করেন—অন্তরে সর্ব্বদা সেই ভয়শূন্য, মরণশূন্য, দুঃখশূন্য ব্রহ্মকে অনুভব করতঃ নির্ভয় হইয়া জীবন্মুক্ত শরীরে বিচরণ করেন। এই ত ঠিক?

ভগবান্—হাঁ! আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া যোগদ্বারা ইহা সাধনা করিতে করিতে ক্রমে মনের মোহ আদি অবসাদ দূর হইবে। সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব আর থাকিবে না, অধ্যাত্মজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া তুমি অধ্যাত্ম-ধ্যানে পূর্ণ থাকিবে।

অর্জ্জুন—প্রথমে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছ পরে, "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি শ্লোকে লৌকিক যুক্তিদ্বারাও আমাকে কর্ম্ম করিবার পথে আনিয়াছ। আমি তোমার ভালবাসা অনুভব করিয়া তোমাকে কিরূপ নূতন ভাবে যে দেখিতেছি তাহা অন্তর্যামী তুমি—তুমি জানিতেছ। কিন্তু প্রভু! কি উপায়ে এই জ্ঞানলাভ করিব তাহাই বল। মুখে শুনিলেই ত আর জ্ঞান হয় না—কথাটা বোঝা হয় মাত্র। ইহার সাধনা কি?

ভগবান—সাংখ্যজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়, যোগ। যোগ অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, পরে আমিই সেই ব্যাপক আত্মা এই অপরোক্ষানুভূতি হইবে। এই জন্য কর্ম্ম করা চাই।

অর্জ্জুন—আচ্ছা যোগই করি বা লৌকিক কর্ম্মই করি, কর্ম্মের ফলত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, সুখ বা দুঃখ। কর্ম্ম করিলেই ত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখরূপ বন্ধন পড়িবেই।

ভগবান—যাহাতে কর্ম্ম করিলেও বন্ধন পড়িবে না তাহাই ত তোমাকে বলিতে যাইতেছি। পরে বিস্তারিত বলিব, এখানে একটু আভাস মাত্র দিতেছি শ্রবণ কর। বৈদিক বা লৌকিক যে কর্ম্মই কর না কেন, কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে।

কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফল জড়িত। কিন্তু কর্ম্ম গুলি ঠিক মত করিতে পারিতেছ কিনা ইহা যখন তুমি বুঝিতে পার না, তখন কর্ম্মের উপর নির্ভর না করিয়া সেই কর্ম্ম ঠিক মত করিবার জন্য আমার উপর নির্ভর কর। কর্ম্ম কখন ছাড়িতে পারিবে না, আলস্য অনিচ্ছাও করিতে পার না, কারণ কর্ম্ম না করিয়া আমার আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া, তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিবে কিরূপে? আলস্য করিতে গেলেই তোমার ভয় হইবে। নিতান্ত ক্লেশ হইলেও তুমি আমায় ডাকিয়া ডাকিয়া আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিবে। তবেই দেখ, সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই যে কর্ম্ম করিবে তাহাতে আমার উপরেই তোমার লক্ষ্য থাকিবে। আমি আসিয়া তোমার দুঃখ দূর করিব, তোমার নিরন্তর এই ভাবনা থাকিবে। এই ভাবে কর্ম্ম করিলে কোন ফলাকাঙ্ক্ষাও থাকিল না, পরন্তু আমার জন্য সর্ব্বদা তোমার একটা ব্যাকুলতা রহিল। আমার জন্য যে ব্যাকুল আমি তারই। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, ইহাই যোগ। এই যোগেই জ্ঞান।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম যাহা বলিলে তাহাও ত ভক্তি। আত্মজ্ঞান লাভের উপায় যাহা যাহা বলিতেছ তাহাতে ত যোগ, ভক্তি, বিচার তিনই রহিতেছে। সাংখ্য, যোগ ও ভক্তি ইহাদের সম্বন্ধ কি?

ভগবান—"যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তি লোভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদের মতকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কিন্তু সাংখ্যেরা বলেন যে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে অধিকারী হয়েন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মুক্তিকে সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলেন। যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আর সাংখ্য শাস্ত্রপ্রমাণ। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের অন্যতর অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষ হয়" মহাভারত শান্তি ৩০১ অধ্যায়।

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই একরূপ। তন্মধ্যে সাংখ্য শাস্ত্রে শিষ্যগণের অনায়াসে জ্ঞান লাভ হয়। যোগ শাস্ত্র অতি বিস্তীর্ণ বলিয়া উহাতে শীঘ্র জ্ঞান জন্মে না—ঐ ৩০১। যোগ

ও সাংখ্য এই দুই উপায়ে সন্দেহবিহীন নির্ম্মল সূক্ষ্ম জ্ঞানের উদয় হয়" শান্তি ৩০৮। "মুক্তি লাভের জন্য একান্ত মনে অনুষ্ঠিত নারায়ণাত্মক ধর্ম্মকে ভক্তি যোগ বলে। নারায়ণের কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপনার ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারে না" শান্তি ৩৪৯ অধ্যায়। "সাংখ্যেরা প্রকৃতি ৮ ও বিকার ১৬ এই ২৪ তত্ত্ব বিচার করেন। যোগিদিগের ধ্যানই পরম বল। বিদ্বান ব্যক্তি ঐ ধ্যানকে চিত্তের একাগ্রতা (ভক্তি যোগ) এবং প্রাণায়াম (অষ্টাঙ্গ যোগ) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন" ৩০৭ শান্তি। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত যোগকে নির্গুণ যোগ বলে। মূলাধারাদিস্থিত ষট্‌চক্রস্থিত দেবতা সকলের ধ্যান না করিয়া প্রাণায়াম করিলে বাতাধিক্য হয় অতএব তাহা উচিত নহে" ৩১৭ শান্তি। যিনি যেমন অধিকারী তিনি তাহাই করিবেন। তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়াও আমি ভক্তি মার্গে আমার আশ্রয় লইয়া কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছি। তুমি সর্ব্বতোভাবে আমাকেই আশ্রয় কর। নিতান্ত দুর্ব্বল অধিকারীর জন্য জপ, ধ্যান ও আত্মবিচার এই মিলিত পথই উত্তম। তন্মধ্যে যেটিতে রুচি অধিক, তাহাতে লাগিয়া থাকিলেই ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। এক্ষণে কর্ম্মযোগের কথা শ্রবণ কর।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ম ইহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগে নিষ্কামকর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশঃ অভিক্রম্যতে কর্ম্মণা প্রারভ্যতে যৎ ফলং সোঽভিক্রমস্তস্যনাশঃ শ প্রারম্ভস্তস্যনাশঃ শ্রী নিষ্ফলত্বং নাস্তি। ম তদুক্তং "ফলেচ্ছান্তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকৃৎ" ম ইতি! তথা প্রত্যবায়ঃ ম অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধনবৈগুণ্যং শ চিকিৎসাবৎ ন বিদ্যতে নাস্তি। কিন্তু শ অস্য ধর্ম্মস্য শ যোগধর্ম্মস্য রা কর্ম্মযোগাখ্যস্য নী স্বধর্ম্মস্য "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইতি শ্রুতিবাক্যবিহিতস্য মধ্যে স্বল্পমপি ম কিঞ্চিদপি যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থং অনুষ্ঠিতং ম সন্মহতঃ ভয়াৎ শ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ত্রায়তে শ রক্ষতি ॥ ৪০ ॥

এই নিষ্কামকর্ম্মযোগে (বিঘ্ন ঘটিলেও) প্রারম্ভকর্ম্মের নিষ্ফলত্ব নাই। আর কর্ম্মের অঙ্গহানি হইলেও (চিকিৎসাদির মত) পাতক হয় না। (কিন্তু এই

ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান দ্বারা নিদারুণ জন্মমরণরূপ সংসার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন—এই নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ কিরূপ? বলিতেছ প্রারম্ভ কর্ম্মে যদি বিঘ্নও ঘটে তথাপি ইহা নিষ্ফল হয় না। ইহার অঙ্গহীন হইলেও ইহতে প্রত্যবায় হয় না। মনে করা হউক, কৃষক ক্ষেত্রে হল চালনা করিয়াছে, বীজবপন করিয়াছে, কিন্তু যদি বারিবর্ষণ না হয়, তবে কোন ফলই হয় না। চিকিৎসকের চিকিৎসাদি কার্য্য যদি অসাবধানতা বশতঃ অঙ্গহীন হয়, তবে উহাতে মৃত্যু ও হয়, ইহাতে পাপ আছে। কিন্তু তুমি বলিতেছ, এই নিষ্কাম কর্ম্মে নিষ্ফলতাও নাই, প্রত্যবায়ও নাই। অপিচ ইহার অল্পমাত্র অনুষ্ঠানে নিদারুণ জনন মরণরূপ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কি এই কর্ম্ম তুমি বুঝাইয়া দও।

ভগবান— নিষ্কাম কর্ম্মটি বেশ করিয়া বুঝিয়া লও। যে কোন কর্ম্ম মানুষ করুক না কেন, তাহাতে সে চায় কি? কর্ম্মটি নিষ্পন্ন হউক ইহা চায়। কর্ম্ম নিষ্পন্ন হউক এই কামনাও যদি না থাকে তবে কর্ম্ম করিবে কেন? আর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে, সেই কর্ম্ম অর্থ বা যশ বা সুখ বা ভোগ ইত্যাদি যে ফলদান করিবে, কেহ কেহ তাহাও চায়। কর্ম্ম নিষ্পন্ন হউক এই যে কামনা, ইহাকে ফল কামনা বলেনা। তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রমত যুদ্ধাদিই তোমার স্বধর্ম্ম। তুমি নিজশক্তি দ্বারা তোমার এই স্বভাবত ধর্ম্ম করিতে গেলে যখন শত বাধা পাও, সেই জন্য তুমি আমাকে যদি ডাক, যদি বল, হে ভগবান, আমি তোমার আশ্রিত, আমি শত বাধা পাইতেছি, আমার কোন শক্তি নাই, তুমিই শক্তি দিয়া আমার এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দাও, কর্ম্ম করিবার সময়ে যখন তুমি এইরূপে মনে মনে আমাকে কর্ম্ম নিষ্পন্নের জন্য ডাকিতে ডাকিতে কর্ম্ম কর, তখন তোমার নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়। কিন্তু যদি মনে কর, এই কর্ম্ম দ্বারা আমার সুখ হইবে, বা পরকালে গতি হইবে, বা স্বর্গলাভ হইবে, বা অর্থযশ হইবে তবে তোমার কর্ম্মটি সকাম হইল। সকাম কর্ম্মই হেয়। নিষ্কম কর্ম্মই সর্ব্বদা করণীয়।

অর্জ্জুন—আহা নিষ্কাম কর্ম্ম ত বড়ই সুন্দর। এই কর্ম্মে ত সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ হয়, এই কর্ম্মে ত সর্ব্বদা তোমার কাছেই শক্তি প্রার্থনা করা হয়, এই কর্ম্মে ত মনে হয়, আমি কিছুই নই, তুমিই আমাকে শক্তি দিয়া কর্ম্ম করাইয়া লও—আমি তোমার দাস, আমি তোমার ভৃত্য, আমার বিদ্যা বুদ্ধি নাই, আমি যাহা করিব তাহা আমাদ্বারা হইতে পারে না, তুমিই করিয়া দাও। আমি তোমার যন্ত্র—তুমি আমার যন্ত্রী হইয়া যন্ত্রের ব্যবহার কর। আহা কি সুন্দর! আমি অকিঞ্চন, আমি কিছুই নই, আমি তোমার আজ্ঞা মত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তুমি ইহা নিষ্পন্ন করিয়া দাও—আহা! এমন সুন্দর উপদেশ আর নাই।

ভগবান—তবেই দেখ নিষ্কাম কর্ম্ম কখন নিষ্ফল হয় না, কেন না ঐ কর্ম্মে তোমার কোন অভিমান বা অহং নাই; ঐ কর্ম্মে তোমার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে লক্ষ্য নাই, জয় বা পরাজয়ের ভাবনা নাই, শুধু একটি ভাবনা তোমার আছে। সেই ভাবনাটি কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য প্রার্থনা। যে কর্ম্ম তোমার শক্তিতে বা তোমার অহং অভিমান দ্বারা কৃত হইল না, যে কর্ম্ম তুমি আমার উপর ফেলিয়া দিলে তাহা যদি তুমি শেষ করিতে নাও পার—যদি তোমার দেহ অপটু বলিয়া শেষ নাও হয়, তবে যতটুকু তুমি করিয়াছ ততটুকুতেই তোমার সংসার ভয় ছুটিয়া যাইবে, কেন না তুমি পূর্ণ ভাবে কর্ম্ম দ্বারা আমার আশ্রয় লইয়াছ, তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়াছ। যে আমার শরণাপন্ন তাহার আবার ভয় কি? আর একটি কথা এখানে লক্ষ্য কর। যাহা আমার আজ্ঞা নহে, যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম ভাবে হয় না। যাহা তোমার স্বধর্ম্ম, যে কর্ম্ম শাস্ত্র যে অধিকারীকে করিতে বলিতেছেন সেই কর্ম্ম ভিন্ন স্বেচ্ছাচারের কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে হইতেই পারে না। কারণ আমি যে কর্ম্ম করিতে তোমাকে আজ্ঞা করি নাই, . কর্ম্ম তুমি তোমার অভিমান বা অহংকার বশেই করিতেছ সে কর্ম্মে তোমার অহং

অভিমান কখনও যাইবে না—আর ঐরূপ ব্যভিচারী কর্ম্মে তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমার বিরুদ্ধেও কর্ম্ম করিবে আবার আমার নিকটে শক্তি চাহিবে, ইহা হইবে কিরূপে? তাই আমি বলিতেছি শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া বা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া যাহাই কর তাহাই পাপ, কেন না তাহা নিষ্কামভাবে হইতেই পারে না।

অর্জ্জুন—আবার একবার বল অল্পমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মে মহৎ সংসার ভয় দুর হয় কিরূপে?

ভগবান—সমান সমান বস্তুই মিলিত হইতে পারে। চৈতন্যই চৈতন্যের সহিত মিলিত হয়। আমি পরিপূর্ণ আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য। তুমিও চেতন। তোমার চিত্তের দুই অংশ আছে। জড় অংশ ও চেতন অংশ। চিত্তের চেতন অংশকে আমার দিকে ফিরাইতে যখন পার, আদিত্যপথগামী আমার চৈতন্য-শক্তির প্রতি যখন তোমার চিত্ত সংলগ্ন করে, যখন তোমার চিত্ত সচ্চিদানন্দের সহিত মিলিত হয়, গোশৃঙ্গে সর্ষপের স্থিতির ন্যায় যখন তোমার চিত্ত আমার স্বরূপকে স্পর্শ করে, তখন আর তোমার সংসার ভয় বা মৃত্যু ভয় থাকে না। তাই কর্ম্ম-কালে আমার কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া দাও—এই দৃঢ় ভাবনা সহকারে যখন তুমি যজ্ঞ দান তপস্যা বা নিত্যকর্ম্ম কর, তখন আমার উগ্র স্মরণ জন্য তোমার মনে কর্ম্মকালে অন্য কোন ভাবনা থাকে না, আমার উগ্রস্মরণে তুমি যখন বুঝিতে পার তোমার চিত্ত আমাতে বিশ্রাম লাভ করিতেছে তখন তোমার আর কোন ভয় নাই। তাই বলিতেছি আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিতে করিতে আমার স্মরণানন্দ অনুভব কর, আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে দৃঢ় ভাবনা কর, তোমার চিত্ত তাহাতে ডুবিয়া থাকুক, তুমি মহৎ সংসার ভয় হইতে রক্ষা পাইলে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রী রা
হে কুরুনন্দন ইহ কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যবসা
রা নী
নিশ্চয়ঃ সা হি বুদ্ধিরাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়পূর্ব্বিকা অন্তঃকরণবৃ
রা
একা একফলসাধনবিষয়তয়া একা ভবতি। একস্মৈ মোক্ষাখ্যফ
রা রা
হি মুমুক্ষোঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। অব্যবসায়িনাম্ স্বর্গ
নী
পশ্বন্নাদিফলসাধনকর্ম্মাধিকৃতানাং বুদ্ধয়ঃ অনন্তাঃ তাশ্চ প্রত
রা নী রা
বহুশাখা ইতি ইদমেব মমশ্রেয় ইতি নিশ্চয়স্য দুল্লর্ভত্বাৎ, এক
রা
ফলায় চোদিতোঽপি অবান্তরফলভেদেন বহুশাখাত্বঞ্চ বিদ
ম
বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থো হি শব্দঃ। অতঃ কাম্যকর্ম্মাপে
ম
মহদ্বৈলক্ষণ্যং শুদ্ধ্যর্থাকর্ম্মণামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা যে বুদ্ধি তাহা এক বিষয়িণী। কিন্তু সকাম কর্ম্মিগণের বুদ্ধি অনন্ত এবং সেই বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কি? তাহা এক ইহার অর্থ কি?

ভগবান—যে বুদ্ধি দ্বারা এক মাত্র আত্মজ্ঞান লাভই মনুষ্যের উদ্দেশ্য ইহা নিশ্চিত হয় সেই আত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়পূর্ব্বিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি কে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে। এই বুদ্ধি একবিষয়িণী বলিয়া এক। এক মাত্র মোক্ষলাভের জন্য এই বুদ্ধি কর্ম্ম করায়, এই বুদ্ধি কেবল মাত্র ঈশ্বরের সমীপে আমাদিগকে প্রেরণ করে তাই ইহা এক। কিন্তু যে বুদ্ধি বিষয়ের দিকে আমাদিগকে কর্ম্ম করায়, ইহা আমার শ্রেয়ঃ, ইহা আমার শ্রেয়ঃ, যে বুদ্ধি এইরূপে বহু শ্রেয়ঃ নিশ্চয় করে তাহা অব্যবসায়াত্মিকা। কখন ইহা স্বর্গকে শ্রেয়ঃ বলে, কখন পুত্র পশু অন্ন লাভাদিকে শ্রেয়ঃ বলে; এই জন্য সকাম পুরুষের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা বিশিষ্ট। বিষয় পথের প্রেরক যে বুদ্ধি তাহা বহু। বুদ্ধি যখন বহু নিশ্চয় করে তখন ইহা কর্ম্মফলে আসক্ত বলিয়া পরমাত্মময়ত্বলাভ করিতে পারে না। এই বহু শ্রেয়ঃ নিশ্চয়কারিণী বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা বিশিষ্ট। তুমি যাহা কিছু করনা কেন যখন তোমার সমস্ত কর্ম্ম এক আত্মজ্ঞানের দিকে ছুটিবে তখনই তোমার শ্রেয়ঃ হইবে।

এক আত্মভাবনা যখন তুমি করিতে থাক তখন তোমার এক চিন্তা প্রবাহ থাকে—ভাবনার পরিচ্ছেদ থাকে না বলিয়া পরমাত্মময়তা লাভ করে। কিন্তু যখন তোমার ভাবনা বহুদিকে ধাবিত হয় তখন ভাবনা পরিচ্ছিন্ন হয়। পরিচ্ছিন্ন ভাবনাই দুঃখের কারণ। এক ভাবনা থাকিলেই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করা যায়।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

শ শ ম
হে পার্থ অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিনঃ বিচারজন্য-
ম নী নী ব
তাৎপর্য্যজ্ঞানশূন্যাঃ অব্যবসায়িনো মূঢ়াঃ বেদবাদরতাঃ বেদেষু যে
ব
বাদাঃ "অপাম সোমমমৃতা অভূম" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ
ব রা রা
সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাঃ স্বর্গাদিফলবাদাস্তেষু রতাঃ সক্তাঃ
হ হ রা
বেদবাক্যপ্রতিপাদিতস্বর্গাদিফলাশাপাশবদ্ধাঃ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ স্বর্গা-

দেরধিকং [রা] [নী] ঈশ্বরতত্ত্বং মোক্ষশ্চ [নী] [বি] নাস্তীতি প্রজল্পিনঃ [বি] কামাত্মানঃ [ম] কাম্যমান-বিষয়শতাকুলচিত্তত্বেন [ম] [ব] বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ [ব] স্বর্গপরাঃ [ম] স্বর্গ এবোর্ব্বশ্যাদ্যুপেতত্বেন পরা উৎকৃষ্টা যেষাং তে [ম] [রা] স্বর্গপরায়ণাঃ [রা] [ম] যে ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং [ম] অমৃতপানোর্ব্বশীবিহার পারিজাতপরিমলাদিনিবন্ধনো যো ভোগস্তৎকারণঞ্চ যদৈশ্বর্য্যং দেবাদিস্বামিত্বং তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তিঃ তাং প্রতি তদর্থং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্ত্যর্থং [শ] জন্মরূপকর্ম্মফল [শ] প্রদায়িনীং [বি] [নী] প্রাপ্তভোগৈশ্বর্য্যো হি পুরুষ-স্তদ্বাসনাবাসিতঃ পুনর্ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তয়ে জন্ম লভতে তদর্থং কর্ম্মাণি চ কুরুতে ফলঞ্চ ততো ভোগাদিকং প্রাপ্নোতি ইতি চক্রবদহর্নিশমা-বর্ত্ততে [নী] যাং [ম] ইমাং অধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বেন [ম] প্রসিদ্ধাং ক্রিয়াবিশেষবহুলাং [ব] জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রচুরাং [রা] [নী] বিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যেষু অপি কর্ম্মসু ফললোভাৎ সজ্জন্ত ইত্যুক্তম্ [নী] পুষ্পিতাং [নী] পুষ্পিতদ্রুমবৎ দূরতো রমণীয়াং [নী] নিষ্ফলামিত্যর্থঃ [ব] বাচং ‘অপাম সোমমমৃতা অভূম’ ইত্যেবং-[নী] রূপাং প্রবদন্তি [হ] পঠন্তি তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া [শ] [শ্রী] পুষ্পিতয়া [ব] বাচা অপহৃতচেতসাং আচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং [শ] ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং [শ্রী] ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ অভিনিবিষ্টানাং [শ্রী] বহির্ম্মুখাণাং [আ] [নী] পুংসাং বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধ্যনুষ্ঠানকালে [নী] ব্যবসায়াত্মিকা শুদ্ধচিন্মাত্রাকারা [নী] ন বিধীয়তে ন ভবতি। [নী] [নী] বিরক্তস্য হি বুদ্ধিঃ সমাধৌ চিন্মাত্রাকারা ভবতি নতু [নী] ভোগাসক্তস্য ॥ ৪২—৪৪ ॥

হে পার্থ ! জ্ঞানশূন্য বেদোক্ত স্বর্গাদিফলাশাবদ্ধ, স্বর্গাদিভোগ ভিন্ন ঈশ্বর বা মোক্ষ অবিশ্বাসকারী, বিষয়সুখকলুষিতচিত্ত, স্বর্গাদি প্রাপ্তি চরমশ্রেয়ঃ-লাভ এইরূপ বিশ্বাসকারী যে সমস্ত ব্যক্তি, ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি জন্য জন্মরূপ কর্ম্মফল প্রদানকারী এই সমস্ত বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রচুর, কুসুমিত শ্রুতি-বাক্যকে বড়ই মধুর করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে, ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাসক্ত, ঐ সমস্ত কুসুমিত বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি, সমাধি অনুষ্ঠানে ঈশ্বরাভিমুখী হয় না ॥ ৪২—৪৪ ॥

অর্জ্জুন—লোকের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না কেন ?

ভগবান—বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি নানা প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে। সেই সমস্ত কর্ম্ম বেদোক্ত প্রণালীতে কৃত হইলে স্বর্গাদি লাভ হয় এইরূপ ফলশ্রুতিও আছে, যাহারা বিষয়াসক্ত, যাহারা আপাতরমণীয় ঐ সমস্ত কুসুমিত বাক্যে লুব্ধ হইয়া উর্ব্বশীপারিজাতাদি ভোগেচ্ছায় বেদোক্ত কর্ম্ম করে, ভোগাসক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত বিষয়াতীত পরমেশ্বরে একাগ্র হইবে কিরূপে ?

অর্জ্জুন—কেন ?

ভাগবান—চিত্ত এক সময়ে ঈশ্বর-স্মরণ ও বিষয়-স্মরণ করিতে পারে না। পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই সময়ে কোন একটি বিষয় বাসনার কথা যদি মনে উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ চিত্ত ধ্যেয় বস্তু হইতে সরিয়া আইসে। আবার যদি কোন কারণে বিষয় ভোগে ক্ষণকালের জন্যও মর্কট-বৈরাগ্য আইসে—এবং ক্ষণকালের জন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তথাপি উহা সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। এজন্য ভোগীর বুদ্ধি সমাধি অনুষ্ঠান সময়েও কখন শুদ্ধ চিন্মাত্রাকারা হয় না তজ্জন্য ঈশ্বরে একাগ্রও হয় না।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

ম　　　　আ
হে অর্জ্জুন বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকাঃ। বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব
নী　　　　নী
গৃহ্যতে ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং গুণত্রয়কার্য্যং ঊর্দ্ধমধ্যাধোগতিরূপং
শ　　　　শ　রা
সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে তমঃপ্রচুরাণাং রজঃ-প্রচুরাণাং সত্ত্বপ্রচুরাণাঞ্চ বৎসলতয়ৈব হিতমেব বোধয়ন্তি বেদাঃ ; যদেষাং স্বগুণানুগুণ্যেন স্বর্গাদি সাধনমেব হিতং নাববোধয়ন্তি তদৈব তে রজস্তমঃপ্রচুরতয়া সাত্ত্বিকফলমোক্ষবিমুখাঃ স্বাপেক্ষিতফল-সাধনমজানন্তঃ কামপ্রাবণ্যবিবশা অনুপায়েষু উপায়ভ্রান্ত্যা

রা ব
প্রণষ্টা ভবেয়ুঃ। অতস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ ন চ সর্ব্বেষাং বেদানাং
ব বি
ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বম্। নিস্ত্রৈগুণ্যতয়া অপ্রামাণিকত্বাপপত্তেঃ। সগুণানাং
বি শ
গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়াস্ত্রৈগুণ্যা নিস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। ত্বন্তু
আ আ
নিস্ত্রৈগুণ্যোভব সংসারপরিবর্জ্জনার্থং বিবেকসিদ্ধয়ে বেদশিরোভূত-
ব শ রা
বেদান্তনিষ্ঠো নিষ্কামো ভব। ইদানীং সত্বপ্রচুরস্ত্বং তদেব বর্দ্ধয় না-
রা নী
ন্যোন্যসঙ্কীর্ণগুণত্রয়প্রচুরো ভব ন তৎপ্রাচুর্য্যং বর্দ্ধয়েত্যর্থঃ। কিং
নী
লক্ষণোহসৌ নিস্ত্রৈগুণ্য ইত্যত আহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি। সুখে দুঃখে
মানাপমানৌ শত্রুমিত্রৌ শীতোষ্ণে ইত্যাদীনি দ্বন্দ্বানি সপ্রতিপক্ষ-
নী নী ম
পদার্থরূপাণি তেভ্যো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বঃ সর্ব্বত্রসমবুদ্ধিরিত্যর্থঃ কথং
নী শ
অসহ্যং দুঃখং ক্ষন্তুং শক্যমত আহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ সর্ব্বদা সত্ত্বগুণাশ্রিতো
শ্রী শ নী
ভূত্বা ধৈর্য্যমবলম্ব্য তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তির্যোগঃ
প্রাপ্তসংরক্ষণং ক্ষেমঃ এতৎদ্বয়মপি প্রারব্ধকর্ম্মাধীনমিতি ততোহপি
নী ম
নির্গতঃ। নচৈবং চিন্তা কর্ত্তব্যা কথমেবং সতি জীবিষ্যামীতি যতঃ
ম
সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর এব তব যোগক্ষেমাদি নির্ব্বাহয়িষ্যতীত্যাহ
ম আ
আত্মবান্ আত্মা পরমেশ্বরঃ বর্ত্ততেযস্য স আত্মবান্ ভব। ভবেতি পদং
আ
নির্দ্বন্দ্বাদি বিশেষণেষ্বপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে সর্ব্বকামনাপরিত্যাগেন
পরমেশ্বরমারাধয়তো মম স এব দেহযাত্রামাত্রমপেক্ষিতং সম্পা-
ম
দয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য নিশ্চিন্তো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ সকল সত্ত্বরজস্তম গুণাত্মক যে সংসার তাহার প্রকাশক। তুমি কিন্তু ত্রিগুণের যে ভাব তাহা ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম হও। নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ—শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ, মানাপমানাদি সহিষ্ণুতা, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণাশ্রয়ে ধৈর্য্যশীল হওয়া, যাহা পাও নাই তাহার প্রাপ্তি বা যাহা পাইয়াছ তাহার রক্ষারূপ যে যোগক্ষেম তাহাতে আগ্রহ বিহীন হওয়া এবং এক মাত্র ভগবান আত্মা আমার আছেন এই নির্ভরে নিশ্চিন্ত হওয়া ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিয়াছ যে, যে সমস্ত মূর্খ বেদের পুষ্পিত বাক্য লইয়া থাকে, এই যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, উর্ব্বশী পাওয়া যায়, ইত্যাদি ভিন্ন, বেদে বড় একটা কিছু নাই, এইরূপ বেদ—বাদ রত নান্যদস্তীতি বাদী মূর্খের চিত্ত কখন সমাধিতে লাগে না; এখন বল ঈশ্বরে সমাধিস্থ কিরূপে হওয়া যায়? আর বেদেই বা কেন অত্যল্প ফল বিশিষ্ট, অথচ পুনঃ পুনঃ জনন মরণ রূপ সংসার আগমন সূচক কর্ম্ম কাণ্ডের ব্যাপার দেখা যায়?

ভগবান—যাহাদের ভোগেচ্ছা আছে তাহারা যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তবে তাহারা শীঘ্রই আত্মঘ্ন হইয়া উঠে। স্বেচ্ছাচারী হইয়া ভোগ করিতে গেলে শীঘ্রই মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়। এ জন্য বেদের কর্ম্ম কাণ্ড আনুযায়ী অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা ক্রমে এইরূপ ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান লাভ করুক—এই জন্য বৈদিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করার ব্যবস্থা। যাহারা নিষ্কাম ভাবে পারে না তাঁহাদের জন্য সকাম কর্ম্ম। কিন্তু সকাম কর্ম্মে লোকে সংসারে জড়িত হয়।

ভোগবাসনার কণা মাত্র থাকিতে চিত্ত কখন ঈশ্বরে সমাধিস্থ হইবে না। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সমস্ত কর্ম্মবিধি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ফল স্বর্গাদি প্রাপ্তি। কিন্তু বেদোক্ত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে কৃত হইলেই তদ্দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি ও শেষে জ্ঞান লাভ হইবে। যদি বল বেদে অত্যল্প ফল বিশিষ্ট কর্ম্ম কাণ্ড কেন উল্লেখ করা হইয়াছে? উত্তরে বলিব চিরস্থায়ী ব্রহ্মের এই ক্ষণস্থায়ী, জগৎ রচনা যে জন্য সেই জন্য। বেদের স্বরূপ লক্ষণে যাহা তাহাই ব্রহ্ম আর বেদের তটস্থ লক্ষণে যাহা তাহাই এই মায়িক জগৎ। বেদ কি জান, তাহা হইলেই বুঝিবে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ ও মন্ত্রভাগ দ্বারা সংসার মিথ্যা জানিয়া ব্রহ্মই যে সত্য তাহা ইহাতে প্রকাশিত।

অন্যান্য গ্রন্থে কতক গুলি শব্দ থাকে, কতক গুলি পদ থাকে, মানুষে পদ যোজনা করে। বেদে যে সমস্ত শব্দ ও পদ যোজনা আছে তাহা কোন পুরুষের রচিত নহে। বেদ অপৌরুষেয়। যে দেশে যে ভাষা প্রচলিত তাহা অকার হইতে ককারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। বর্ণ গুলি ও শব্দ, বর্ণ যোজনাও শব্দ, আবার শব্দ যোজনা দ্বারা যে পদ সিদ্ধ হয় সমস্তই শব্দ। শব্দই সকলের মূল। আদি শব্দই প্রণব। প্রণবই বেদ। এই জন্য বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। এই শব্দ যেখান হইতে প্রথম স্ফুটিত হয় তাহাই পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম ভাব রূপী। ভাব যখন শান্ত থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। পরমশান্ত ব্রহ্মে স্বভাবত যে চলন হয় তাহাই তাঁহার স্পন্দন। ইহাই ভাবনা। আদি ভাবনাই আদি স্পন্দন। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন বীচিমালা বৃত্তাকারে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ চিদাকাশে যখন ভাবনা উঠে তখন সেই স্পন্দন বৃত্তাকারে বিস্তৃতি লাভ করে। চিদাকাশেই শব্দ তরঙ্গ প্রসারিত হয়। চিদাকাশে প্রথম শব্দ প্রণব। ঐশব্দ ছন্দ মত তালে তালে চিদাকাশে প্রসারিত হয়। প্রথমে প্রণব সপ্তচ্ছন্দে প্রসারিত হয়, তাহা হইতে বহু বিকৃতি ছন্দ ও উঠে। প্রকৃতি ছন্দ ও বিকৃতি ছন্দ লইয়া জগৎ। প্রণবের

ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ। পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ চিদাকাশ ঘোর তমসাচ্ছান্ন ছিল। ক্রমে সপ্তব্যাহৃতির সহিত এই প্রণব প্রকাশিত হইলেন। প্রণবের মূর্ত্তিই এই জগৎ। তবেই দেখ শব্দ হইতেই এই জগৎ। আর মহাপ্রলয়ে জগৎ শব্দে লয় হইবে। শব্দ আবার স্পন্দিত হইতে হইতে ধীরে ধীরে আবার সেই চিদাকাশে লয় হইবে। সমস্ত শব্দ, সমস্ত ভাষা, এক অখণ্ড ভাবে যখন মিলিত হয়, তাহাই পরমশান্ত বিষ্ণুর পরম পদ। এই পরম পদকেই শূরগণ অবাধিত দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। আবার যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন সমস্ত শব্দ-রাশি-সংস্কার বীজাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া ভাবরূপী চিদাকাশে ফুটোন্মুখ হইয়া দাঁড়ায়। বর্ষণোন্মুখ বারি-পূরিত নব নীল নীরদের মত চিদাকাশের দর্শন বড় সুন্দর। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জড়িত, প্রণব ব্যাহৃতি যুক্ত, শব্দ রাশির মূলে যে অখণ্ড ভাব, চিদাকাশে প্রকটিত হয় তাহাই বেদ। এই জন্য বেদে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই। যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্মত সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ। কিন্তু শব্দে আনন্দ কোথায় জ্ঞানই বা কোথায়? যে শব্দই হউক না কেন ছন্দ মত উচ্চারণ কর আনন্দ পাইবেই। গীতে এই জন্য আনন্দ। ছন্দ মত শব্দ উচ্চারিত হইলেই আনন্দ পাওয়া যায়। ঐ শব্দের অর্থই ভাব। তাহাই জ্ঞান।

তাই বলা হয় ছন্দানুযায়ী ব্রহ্মস্পন্দনই বেদ। স্পন্দনই ভাবনা। ব্রহ্মের ভাবনাই বেদ। ব্রহ্মের ভাবনায় বা বেদে যাহা নাই তাহা কুত্রাপি নাই। ভাবনা যেমন ভাবে হউক না কেন শব্দ তাহাতে থাকিবেই। ভাষা ভিন্ন ভাবনা বা চিন্তা হইতেই পারে না। বেদ, বিধি নিষেধাত্মক। বেদ অর্থ জানা। বিদ ধাতুর অর্থ জানা। জানা দুই প্রকার। (১) সত্যকে সত্য বলিয়া জানা। (২) মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানা। বেদে যে জ্ঞান ও কর্ম্মের কথা আছে তাহাই অমৃত। আর স্বাভাবিক কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা লোকে যাহা বলে তাহাই মৃত্যু। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জানা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা—এই অবিদ্যা কৃত দ্বিবিধ জ্ঞানই মৃত্যু; এবং কাম ক্রোধাদিরস্বা ভাবিক কর্ম্মই মৃত্যু। বেদ নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা পাপ হইতে আচ্ছাদন করেন বলিয়া তিনি ছন্দ। গায়ত্রী বেদ মাতা। তিনি "ছন্দাসাং মাতঃ"।

যোনঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ। কামইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যোনৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্থাঃ সপরো ধর্ম্ম ইত্যোষা বৈ গায়ত্রী"। কামই এই সমস্ত লোককে চালিত করে—অর্থাৎ কর্ম্ম করায়। এই কাম অসৎ কর্ম্মে ধাবিত হইলে নৃশংস এবং সৎকর্ম্মে ধাবিত হইলে অনৃশংস। নৃশংস ও অনৃশংস রূপে যাহা চলিতেছে তাহাই গায়ত্রীর বা বেদ মাতার অসাধারণ ধর্ম্ম। বেদ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিষেধ করিয়া বেদোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মকে অবলম্বন করিতে বলিতেছেন।

বেদ যেমন ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন, সেইরূপ ইনি সত্ত্বরজতম গুণের কার্য্য যে সংসার, তাহাকেও প্রকাশ করিতেছেন। যাহারা বেদের ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতি দেখিয়া ঐ সমস্ত কর্ম্মে আসক্ত হয় তাহারা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। তুমি ভোগেচ্ছা শূন্য হও, কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রীতির জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন—তুমি যে ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাঃ বলিতেছ—লোকেত ইহাতে বুঝিবেনা যে বেদে কেবল আছে—হে অগ্নি! হে ইন্দ্র! হে বরুণ! তোমরা আমাকে ধন দাও, পশু দাও, স্বর্গে লইয়া যাও—ইত্যাদি?

ভগবান্—মূঢ়বুদ্ধি মানবে ত ইহাই বলিবে। বেদে যাহা নাই তাহা জগতে কোথাও নাই পূর্ব্বে ইহা বুঝাইয়াছি। জগতের অভ্যুদয় কিসে হয়, ইহাও যেমন বেদে আছে, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞানের কথাও বেদে আছে। বেদ যেমন ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, তেমনি নিস্ত্রৈগুণ্য-বিষয়কও বটে। কর্ম্মকাণ্ডে সত্ত্বরজতম গুণ হইতে কিরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করা যায় তাহার কথা আছে, যাগ যজ্ঞাদির কথা আছে, আবার জ্ঞান কাণ্ডে আত্মজ্ঞানের কথা আছে।

বেদোক্ত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে, বেদোক্ত গায়ত্রীর উপাসনা করিলে, তবে জীব ও ব্রহ্মের একতারূপ জ্ঞান লাভ হইবে। বেদে সমস্তই আছে এবং পরমেশ্বরে সমস্তই আছে বলিলে যাঁহারা বলেন যে ক্রমোন্নতির নিয়ম ভঙ্গ হয়, তাঁহারা বেদ অপেক্ষা ক্রমোন্নতি তত্ত্বকে সত্য মনে করেন। ক্রমোন্নতির নিময় ভঙ্গ হইতেছে—কারণ বেদে সমস্ত সত্যই প্রকাশিত আছে বলা হইতেছে—সমস্তই প্রকাশিত তবে আবার ক্রমোন্নতি কি? এজন্য বেদে সমস্ত সত্য নাই, এইরূপ তর্ক যাঁহারা করেন তাঁহাদের মলিন বুদ্ধিকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। কারণ বেদে সমস্ত তত্ত্ব আছে বলাও যা ঈশ্বরে সমস্ত তত্ত্ব আছে বলাও তাই। বেদে সমস্ত আছে কিন্তু তম ও রজ গুণ বিশিষ্ট মানুষ বেদ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত সত্য ক্রমে ক্রমে আত্ম হৃদয়ে প্রকাশিত যখন দেখিতে পান, তখনই বলা যায় ক্রমোন্নতি হইল। আমি বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডকে ত্রৈগুণ্যবিষয়া বলিতেছি; উপাসনা কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের কথা এখানে বলিতেছি না। পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত এই ত্রৈগুণ্যবিষয়া শ্লোকের সম্বন্ধ আছে। মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ২৬৯ অধ্যায়ে আছে "কর্ম্মকাণ্ড বেদকে জ্ঞানীরা অবজ্ঞা করেন না। ব্রহ্ম দুই প্রকার শব্দ ব্রহ্ম ও পর ব্রহ্ম। শব্দ ব্রহ্ম জানিলেই পর ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বে লোক সমূহ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞান লাভ করিতেন। ইহাই ক্রমোন্নতি।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম। কিন্তু তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভ করিবার জন্য ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে বলিতেছ ইহা কিরূপে হইবে? শীত উষ্ণাদি নিবারণ জন্যও ত গৃহ বস্ত্রাদির আবশ্যক ?

ভগবান্—শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সহ্য করিতে অভ্যাস কর।

অর্জ্জুন—মানুষ্য অসহ্য দুঃখ সহ্য করিবে কিরূপে ?

ভগবান্—রজ তম গুণে অভিভূত হইয়াই মানুষ অসহিষ্ণু হয়। তোমাকে বলিতেছি নিস্ত্রৈগুণ্য হও; কিন্তু তজ্জন্য আবার নিত্য সত্ত্বস্থ হইতে বলিতেছি। ইহাতে মনে করিও না আমি বিরুদ্ধ কথা বলিতেছি। তুমি নিত্যই সত্ত্বগুণে থাকিতে অগ্রে চেষ্টা কর। রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া যখন প্রকাশ স্বরূপ সত্ত্বগুণে নিত্য থাকিতে পারিবে, যখন জগতের সর্ব্বত্র এক মাত্র প্রকাশের স্ফুরণ দেখিতে পাইবে, যখন কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা তোমার চিত্তমল দুর হইয়া যাইবে—আর নির্ম্মল চিত্ত ঈশ্বরে একাগ্র হইবে তখন তুমি ঐ সত্ত্বগুণে থাকিতে থাকিতেই গুণাতীত অবস্থা লাভ করিবে। এ অবস্থায় তোমার কোন সুখ দুঃখ থাকিবে না।

অর্জ্জুন—কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা ত আছে? ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্যও বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহা রক্ষাও করিতে হইবে ?

ভগবান্—সেই জন্য বলিতেছি তুমি আত্মবান্ হও। আত্মাই তোমার সর্ব্বস্ব হউক। আমার আত্মদেব বা আত্মহৃদয়বাসিনী আছেন। ইনিই আমার ঈশ্বর। আমি তাঁহাকেই ডাকিব, তিনি আমায় রক্ষা করিবেন। তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই রক্ষা করিতেছেন, তিনি ভিন্ন কেহই রক্ষা কর্ত্তা নাই, তিনি আমার দেহ যাত্রাও সম্পাদন করিবেন, তুমি সমস্ত ভাবনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়াই থাক—তুমি তাঁহার উপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভজন কর। সমস্ত দিতেছেন তিনি, সমস্তই—যখন যাহা তোমার আবশ্যক হইবে দিবেন ও তিনি।

অর্জ্জুন—লোকে রজ ও তম গুণে অবস্থিত থাকে বলিয়া বহু ক্লেশ পায়, শেষে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তুমি আমাকে নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভ করিতে বলিতেছ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ইহা হইবে। কর্ম্মই করি বা জ্ঞানালোচনাই করি—কিরূপ ভাবে কৃত হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে ?

ভগবান্—মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্মতৎ।
রজসং ফল সঙ্কল্পং হিংসা প্রায়াদি তামসম্॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈ কল্পিতস্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণঃ স্মৃতম্॥
বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূত সদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম॥
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজস স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥
পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাশুচি॥
সাত্ত্বিকং সুখ মাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্।
তামসং মোহ দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্। ভাগবত ১১।২৫।২২-২৮

পরে গুণ কিরূপে অতিক্রম করা যায় এই কথা বিশেষরূপে বলা যাইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলি আত্মা হইতে যে সুখ উঠে তাহা সাত্ত্বিক, বিষয় হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহা রাজস, মোহ এবং দৈন্যতাই তামস; কিন্তু আত্ম জ্ঞান লাভের পরে যে আমার ভজন, আমার ভক্তি, আমায় প্রেম, তাহাই নির্গুণ। অদ্বৈত জ্ঞানের পরে যখন আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে সেবা করিবে, তখনই তুমি গুণাতীত হইয়া আমাতে নিত্য থাকিবে।

অর্জ্জুন—জ্ঞান লাভ ভিন্ন প্রেম নাই এখন বুঝিতেছি। জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যে প্রেমের অভিনয় তাহা কাম। এমন কি উপাসনা জন্য যে জপ করিতে হয় তাহাতেও জ্ঞান আবশ্যক।

ভগবান—নিশ্চয়ই। শ্রুতি বলেন "অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খ প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াওদেতানি জপেৎ।"

ইহা স্থির জানিও জ্ঞানবান্ কর্ত্তৃত অনুষ্ঠিত যে জপকর্ম্ম, তাহাই দেব ভাব সঙ্ঘটিত করে। এই জন্য অর্থ চিন্তা করিয়া পরে জপ করিতে হয়। এই জন্যই বিজ্ঞান উপদেশের পরেই জপ কর্ম্ম বিধান করিতে হয়। জ্ঞানের পরে যে ভক্তি বা ভজন তাহাই পরা ভক্তি। জ্ঞান ভিন্ন আত্মার প্রকৃতরূপ দেখা যায় না, কাজেই পরা ভক্তিও হয় না। সত্ত্বগুণ প্রকাশময়। জ্ঞানই প্রকাশ। এইজন্য যিনি নিত্য সত্ত্বস্থ তিনি নিত্য জ্ঞানে অবস্থিত। নিত্যসত্ত্বস্থ হইলে তবে নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা লাভ হইবে, তবে পরাভক্তি জন্মিবে। সত্ত্বরজও তম গুণের কার্য্য হইতেছে উর্দ্ধ মধ্য ও অধোগতিরূপ সংসার। গুণের কার্য্য এই সংসার প্রকাশ হইতেছে যে বেদভাগে, তাহাই ত্রৈগুণ্য। এই সংসার পরিবর্জ্জন জন্য তুমি বেদান্তনিষ্ঠ নিষ্কাম হও। এই নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে হইলে অন্তরে রজস্তম ও তৎফল যে সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ ইহার হস্ত হইতে এবং বাহিরেও শীত উষ্ণ এবং তৎফল যে সুখ দুঃখ ইহা হইতে তোমায় মুক্তি লাভ করিতে হইবে, সর্ব্বদা রজস্তমের মধ্যগত সত্ত্বভাব আশ্রয় করিয়া ধৈর্য্যযুক্ত হইতে হইবে এবং অর্জ্জন রক্ষণ বিরহিত হইয়া এক মাত্র ভগবান আত্মাই তোমার আছেন—তিনি তোমার ভরসা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬॥

শ্রী
উদপানে উদকং পীয়তে যস্মিং স্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি
শ্রী শ শ
তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিঃ অর্থঃ

প্রয়োজনং ভবতি সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহতি জলাশয়ে সমুদ্রে তাবান্ তৎপরিমাণএব অর্থোঃ ভবত্যেব যথাহি পর্ব্বতনির্ঝরাঃ সর্ব্বতঃ স্রবন্তঃ ক্বচিদুপত্যকায়ামেকত্র মিলন্তি তত্র প্রত্যেকং জায়মানমুদকপ্রয়োজনং সমুদিতে সুতরাং ভবতি সর্ব্বেষাং নির্ঝরাণামেকত্রৈব কাসারেঽন্তর্ভাবাৎ এবং সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু কাম্যকর্ম্মসু যোঽর্থো যৎকর্ম্মফলং সোঽর্থো বিজানতঃ ব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতবতো ব্যুৎপন্নচিত্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবুভূষোর্ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ। একেন জন্মনা কৃৎস্নবেদানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ ঐহিকেন জন্মান্তরীয়েণ বা জপাদিনা চিত্তশুদ্ধৌ সত্যামুপনিষচ্ছ্রবণান্নিস্ত্রৈগুণ্যতা সম্ভবতীতিভাবঃ সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যাবানর্থো বিষয়বিশেষোপরক্তঃ সুখবিশেষো জায়তে স তাবানাত্মবিদঃ স্বরূপভূতে সুখেঽন্তর্ভবতি পরিচ্ছিন্নানন্দানামপরিচ্ছিন্নানন্দান্তর্ভাবাভ্যুপগমাদেতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানিমাত্রামুপজীবন্তি ইতি শ্রুতেঃ ॥৪৬॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাহা কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক মহাজলাশয়ে সেই সমস্তই সিদ্ধ হয়। সেইরূপ বেদোক্ত কর্ম্মসমূহে যে যে ফল হয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারী ব্যুৎপন্নচিত্ত ব্রাহ্মণের তাহা সমস্তই লাভ হয় ॥৪৬॥

অর্জ্জুন—সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া যদি আমি কর্ম্ম করি তবে কর্ম্মজনিত আনন্দ হইতে ত বঞ্চিত হইতে হইল ?

ভগবান্—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশ মাত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভূত। সকাম কর্ম্মের ফলসঙ্কল্পসিদ্ধি জন্য পৃথক্ পৃথক্ আনন্দ আছে সত্য কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ ভরা। অতি অল্পমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মে সেই এক সীমাশূন্য ব্রহ্মানন্দ ফল পাওয়া যায়। তুমি নিষ্কামকর্ম্মে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হও। এক-লাভে তোমার সমস্তই লাভ হইবে। নদী হ্রদ তড়াগে মানুষের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় একমাত্র সুমিষ্ট সাগরসলিলে তৎসমুদায়ই কি সিদ্ধ হয় না ? তদপেক্ষা অধিক আনন্দ ত

সেই এক স্থানেই পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দে কোন্ প্রয়োজন—যদি পরমান লাভ হয়? তুমি বেদোক্ত কর্ম্মজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিবিন্দুবৎ আনন্দ-কণার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আনন্দ সমুদ্রে যাইবার জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম কর।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ।৪৭।।

তে [ম]তবাশুদ্ধান্তঃকরণস্য [ব]স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধেঽধর্ম্মবুদ্ধেরশুদ্ধচিত্তস্য তব কর্ম্মণি এব অধিকারঃ [ম]অন্তঃকরণশোধকে কর্ম্মণ্যেব অধিকারো [ম]মম্নেদং কর্ত্তব্যং ইতি বোধোঽস্তু ন জ্ঞাননিষ্ঠারূপে বেদান্তবাক্য-[ম]বিচারাদৌ। ফলেষু তত্র তু [শ]কর্ম্মকুর্ব্বতব [ম]তৎফলেষু স্বর্গাদি কদাচন [শ]কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং মাভূৎ অধিকারো মম্নেদং [ম]ভোক্তব্যমি বোধো মাস্তু। [শ্রী]নন্ু কর্ম্মণি কৃতে [ম]স্বসামর্থ্যাদেব তৎফলংস্যা ভোজনে কৃতে [শ্রী]তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহমেতি মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ [নী]কর্ম্মফ স্বর্গপশ্বাদিহেতুঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তকং যস্য তাদৃশো [নী]মা ভূঃ। [ম]ফলকাম [ম]নয়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি, ত্বন্তু নিষ্কামঃ সন্ [ম]কর্ম্মফলপ্রাপ্তে হেতুর্ম্মাভূঃ নহি নিষ্কামেণ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং কর্ম্ম ফলায় কল্পত [ম]ইত্যুক্তম্। [শ]যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখ রূপেণেতি? [শ]তে তব অকর্ম্মণি [ব]কর্ম্মাকরণে [শ]কর্ম্মণ্যকরণে সঙ্গঃ [ম]প্রীতিঃ মা অস্তু [ম]মাভূৎ ॥৪৭॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার। কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। তুমি কর্ম্মফলপ্রাপ্তির হেতু হইও না—ফলকামী হইয়া কর্ম্ম করিও না আবার কর্ম্ম না করার দিকেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥৪৭॥

অর্জ্জুন—পরমানন্দ প্রাপ্তিই ত সকলের উদ্দেশ্য। আমারও তাই। তজ্জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করাই কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি জন্য শমদমাদি সাধনাই ত উচিত। তবে কেন বলিতেছ "যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ উত্তিষ্ঠ ?" যুদ্ধের জন্য কৃত নিশ্চয় হইয়া উদ্যোগী হও।

ভগবান্—সত্য কথা আত্মজ্ঞান ভিন্ন পরমানন্দ মিলিবে না। আবার শমদমাদি—সাধন ভিন্ন আত্মজ্ঞানও হইবে না কিন্তু সকলেই ত জ্ঞানসাধনা করিতে পারে না। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে—চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইয়াছে তাহারাই জ্ঞান সাধনা করিতে পারে। যাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ—রাগ দ্বেষের বশীভূত, তাহাদের প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। কর্ম্মেই তোমার অধিকার। কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিও না। কর্ম্মফল প্রাপ্তি যাহাতে জন্মিতে পারে অর্থাৎ স্বর্গ বিত্তাদি প্রাপ্তি জন্য কোন তৃষ্ণাও রাখিও না।

বলিতে পার যদি ফলই না পাইলাম তবে দুঃখ করিয়া কর্ম্ম করিব কেন? এই ভ্রান্তিতে অলস হইয়া কর্ম্মত্যাগও করিও না।

ভোজন করিলেই একটা তৃপ্তি আসিবে সত্য, আর কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মের স্বসামর্থ্য হইতে একটা ফল হইবেই সত্য। তুমি কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ম্মফলের তৃষ্ণা করিও না। তুমি পরিচ্ছিন্ন কর্ম্মের পরিচ্ছিন্ন যে আনন্দ তাহা পাইবার তৃষ্ণা যদি না রাখ, যদি তুমি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর, তবে অপরিচ্ছিন্ন আনন্দ তোমার প্রাপ্তি হইবে—কর্ম্ম করিবার জন্য খণ্ডিত আনন্দ ত তাহার অন্তর্ভূত। সকাম হইয়া কর্ম্ম করিলে, ঐ খণ্ডিত আনন্দ চাও বলিয়া উহাই পাইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিলে, অখণ্ড আনন্দই পাইবে—পরিচ্ছিন্ন আনন্দ ত আছেই। তাই বলিতেছি হস্ত পদাদি দ্বারা কর্ম্ম কর তাঁহার প্রীতি জন্য, তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া। কর্ম্মদ্বারা কি লাভ হইল, কি লাভ হইল না ইহাতে লক্ষ্য করিও না। কেবল কাতর প্রাণে বলিতে থাক "প্রভু তুমি আজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া কর্ম্ম করিতেছি, আমায় শক্তি দাও—এই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হউক।—তুমি উদয় না হইলে কর্ম্ম ত নিষ্পন্ন হয় না। তুমি আসিয়া তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম আমা দ্বারা করাইয়া লও। এইরূপ উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া চল।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

নী ম
হে ধনঞ্জয় সঙ্গং ফলতৃষ্ণাং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্
শ ম
কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মেতুষ্যত্বিতি কেবলমীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যা
ম নী
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ফলসিদ্ধৌ ফলাসিদ্ধৌ বা সমো হর্ষবিষাদশূন্যো ভূত্বা
ব আ শ্রী
কর্ম্মাণি যুদ্ধাদীনি ক্লেশাত্মকান্যপি কুরু। যতঃ এবম্ভূতং সমত্বং
রা
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বরূপং চিত্তসমাধানম্ যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান করিয়া কর্ম্ম কর। সমত্ববোধই যোগ ॥৪৮॥

অর্জ্জুন—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছ। কোন আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে তবে কর্ম্ম করিতে ত উৎসাহই হয় না। ফল কামনা না রাখিয়া কর্ম্ম করাত দূরের কথা, উপস্থিত সুখ ও আকর্ষণ যদি না থাকে, তবে কর্ম্মই ত করিতে পারা যায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বে কর্ম্ম করা বড় ক্লেশকর। ইচ্ছা আছে অথচ কর্ম্ম করিতে গেলে তন্দ্রা আইসে, কখন বা প্রবল বেগে অন্য ভাবনা আইসে ইহাতে ত কর্ম্ম হয় না। পারিতেছি না অথচ তুমি যদি "করিয়া চল" বলিতে থাক তবে কিরূপ হইবে বল? যাহাতে পারি তাহাই উপদেশ কর।

ভগবান্—অর্জ্জুন! আপনার আত্মাকে কে না ভালবাসে? তুমি আমার দিকে চাহিয়া দেখ আমি তোমার আত্মার প্রকট মূর্ত্তি। তাই তুমি আমায় ভাল না বাসিয়া থাকিতে পার না। এইরূপ সকলে, যাহারা আমায় কিছু জানিয়াছে, তাহারাও আমায় না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। দেখিতে নিতান্ত কুরূপ তবু লোকে শত বার দর্পণে আপনার মুখ দেখে। আপনাকে আপনি এতই ভালবাসা হয়। এই আত্মা যখন বাহিরে আসিয়া মূর্ত্তি ধারণ করেন তখন আরও প্রিয়। আমাকে ভালবাস বলিয়া—যাহা করিতে বলি, ভাল লাগুক বা না লাগুক, সুখ পাও বা দুঃখ পাও ইহার বিচার কি থাকে? আমি প্রসন্ন হইব, আমার আত্মা প্রসন্ন হইবেন এই ভাবিয়া কার্য্য কর, ভালমন্দ বিচার থাকিবে না, সুখ দুঃখও গণনা হইবে না। পূর্ব্বে জ্ঞান যোগে বিচার কি বলিয়াছি, এক্ষণে বলিতেছি সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান বোধ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই তপস্যা। ব্রাহ্মণের তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানই তপস্যা। জ্ঞানযোগের বিষয়—সত্যকে সত্য বলিয়া জানা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানা। বিচার দ্বারা মিথ্যা জগতকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া উহাতে অনাস্থা কর এবং সত্য আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বদা আত্মসংস্থ হও। আত্মাই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ইহার অনুভবই বিচারের ফল। কিন্তু তোমার এখনও ইহাতে অধিকার হওয়ার মত হয় নাই। যাহাদের চিত্তের ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ় অবস্থা দূর না হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞানযোগে অধিকার নাই। তাহাদের অধিকার কর্ম্ম ও উপাসনায়। যাহারা কর্ম্ম করে অথচ লাভালাভে লক্ষ্য রাখে তাহাদের চিত্ত কখন একাগ্র হয় না কখন নিরোধও হয় না। এই সকাম কর্ম্ম সংসারে দৃঢ় আবদ্ধ থাকার কারণ। এই জন্য অভিমানশূন্য হইয়া ফলে লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ম্ম কর। আমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম কর নিজে পারিতেছ না—কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য আমাকে ডাকিতে ডাকিতে—আমার কাছে শক্তি চাহিতে চাহিতে কর্ম্ম কর; তখন সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তোমার সমান বোধ হইয়া যাইবে। এই সমত্ব—বোধই যোগ। তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয় হি [শ্রী] যস্মাৎ কর্ম্ম [শ] ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ [শ] সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ [নী] পূর্ব্বোক্তান্নিষ্কামাৎ কর্ম্মণঃ দূরেণ [শ] অতিবিপ্রকর্ষেণ [শ] অত্যন্তমেব অবরং [শ] অধমং নিকৃষ্টং জন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ [শ] তস্মাৎ [শ্রী] বুদ্ধৌ [শ] [আ] সমত্ববুদ্ধৌ [ম] পরমাত্মবুদ্ধৌ শরণং [শ] আশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণং অন্বিচ্ছ [শ] প্রার্থয়স্ব [রা] তস্যামেব বুদ্ধৌ বর্ত্তস্ব [নী] তৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৪৯॥

[শ] যতঃ ফলহেতবঃ ফলমেব [বি] হেতুঃ প্রবর্ত্তকং যেষাং [নী] ফলতৃষ্ণাবন্তঃ [ব] অবরকর্ম্মকারিণঃ [শ] কৃপণাঃ [নী] দীনাঃ ভবন্তি “যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” ইতি শ্রুতেঃ। [ব] তথাচ ত্বং কৃপণো মাভূরিতি। [ব] ইহ কৃপণাঃ খলু কষ্টোপার্জ্জিতবিত্তা দৃষ্টসুখ-লব-লুব্ধা বিত্তানি [ব] দাতুমসমর্থা মহতা দানসুখেন বঞ্চিতাস্তথা কষ্টানুষ্ঠিতকর্ম্মাণস্তুচ্ছতৎফললুব্ধা মহতাত্মসুখেন বঞ্চিতা [ব] ভবন্তীতি ব্যজ্যতে ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! যে হেতু কর্ম্ম বুদ্ধি-যোগ হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট, সেইজন্য তুমি বুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ ফলকামিগণ কৃপা পাত্র ॥৪৯॥

অর্জ্জুন—যোগস্থ হইয়া আমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। জয় পরাজয়, লাভ অলাভ, যাহা হয় হউক, ইহাতে হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া নিতান্ত ক্লেশকর কর্ম্ম হইলেও তাহা আমাকে করিতে হইবে, ইহাত বড়ই কঠিন। কিন্তু ফলাভিলাষ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বেশ সুলভ হয়, বেশ স্বচ্ছন্দে করা যায়। বিশেষতঃ “প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে” প্রয়োজন না থাকিলে প্রায় লোকেই ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

ভগবান্—যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা আর ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করা ইহাদের গতির বিস্তর পার্থক্য। কর্ম্মের কর্ত্তা তুমি নও ইহা বুঝিয়া যদি কর্ম্ম কর, তবেই তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হয়—তখন তুমি যোগস্থ। ইহাকেই বলে সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্ম করা।

অর্জ্জুন—আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—যে কর্ম্ম করে সেই কর্ত্তা। কর্ম্ম থাকিলেই তাহার কর্ত্তা আছে। তোমাকে বলিতেছি, তুমি কর্ম্ম কর কিন্তু তুমি যে কর্ম্মের কর্ত্তা নও ইহা জানিয়া কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন—আমি যখন কর্ম্ম করিব, তখন আমিই ত কর্ত্তা। তখন কি করিয়া ভাবিব আমার কর্ম্মের কর্ত্তা আমি নহি।

ভগবান্—হাত দিয়া প্রহার করিতেছ, এখানে হাত ত কর্ত্তা নহে। যে হাতকে চালাইতেছে—অর্থাৎ কামনাই কর্ত্তা। তুমি মন প্রাণ হস্ত দিয়া যে কর্ম্ম করিবে তাহা কাহার প্রেরণায় করিতেছ দেখ দেখি? কোন কামনা জন্য করিতেছ, না কেবল আমি আজ্ঞা করিতেছি তাই তুমি করিতেছ? তোমার মধ্যে প্রধান কামনার বস্তুটি কি? তুমি কি চাও? তুমি তোমার আত্মাকেই চাও—তোমার আত্মাকেই তুমি সন্তুষ্ট করিতে চাও। তোমার আত্মার প্রকট মূর্ত্তিই আমি। আমি শ্রীকৃষ্ণই তোমাকে কর্ম্ম করাইতেছি এজন্য আত্মাই কর্ত্তা। তুমি আমা হইতে পৃথক্ কোন কিছুকে—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছুকে “আমি” বল কেন? তোমার মধ্যে আমিই কর্ত্তা—এই জানিয়া যখন কর্ম্ম করিবে—তোমার সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা আমি শ্রীকৃষ্ণ ইহা যখন তোমার বুদ্ধিতে নিশ্চয় হইবে, তখন তোমার কর্ম্ম সমত্ব বুদ্ধিতে কৃত হইবে। যেমন খড়্গাদ্বারা ছেদন করিলে খড়্গকে কর্ত্তা বলা যায় না—খড়্গও, কাটা গেল, বা গেল না, ইহাতে সমান ভাবেই কার্য্য করিল, সেইরূপ আমার খড়্গ স্বরূপ তুমি, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। তোমার কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, তুমি নও, ইহার নিশ্চয়ই—সমত্ব বুদ্ধি বা পরমাত্ম বুদ্ধি। আর একজন কর্ম্ম করিতেছে--আমি সিদ্ধি

অসিদ্ধি ভাবিব কি, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলেই নিষ্কাম কর্ম্ম করা হইল। ইহার তুলনায় সমস্ত সকাম কর্ম্ম—যাহা তুমি অহংকর্ত্তা ভাবিয়া কর, যাহা তুমি আমি লাভ করিব এই ফলাকাঙ্ক্ষায় কর—সমস্ত সকাম কর্ম্মই ইহার তুলনায় নিতান্ত নিকৃষ্ট। তুমি সমত্ব বুদ্ধি বা পরমাত্ম বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর, তবেই তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে। আমি কর্ত্তা নহি—হে আত্মদেব! হে আত্মহৃদয়বাসিনি! হে আত্মারাম! হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমিই কর্ত্তা—ইহা নিশ্চয় করিয়া কর্ম্ম কর, ইহাই তোমাকে জনন-মরণ-ভীতি হইতে পরিত্রাণ করিবে। কিন্তু সকাম হইয়া, অহংকর্ত্তা হইয়া, কর্ম্ম করিলে—লাভের আশায় কর্ম্ম করিলে—বলিব তুমি নিতান্ত কৃপণ, নিতান্ত কৃপা পাত্র।

অর্জ্জুন—আহা কি সুন্দর উপদেশ! আমি কর্ত্তা নই—একখানা খড়্গের মত। সেই খড়্গা খানাতে তুমি জীবন সঞ্চার করিয়াছ। খড়্গের পৃথক্ সত্তা নাই। আমার পৃথক্ সত্তা নাই, তুমিই আমার সত্তা—প্রতি কার্য্যে যদি ইহা ভুল না হয়, তবেই ত যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে যদি ঈশ্বরকে স্মরণ হয়—ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া হয়, তবে শতবার বলিব, আমার মত অধিকারীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা অত্যন্ত সুখের। আমি কর্ত্তা নই—এই ভাবিয়া যে কর্ম্ম করে—তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট যোগী কে? ইহার অভ্যাসই কর্ম্ম যোগ। তোমার অহং তোমাকে দিয়া দাস হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগে আত্মনিবেদন। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্ত সর্ব্বদাই দিতে চায়, কিছুই নিতে চায় না। ভক্ত সর্ব্বদাই ভাবে—বঁধু তোমায় কি দিব? আমার অতি প্রিয় যাহা, তাহাই যে তোমাকে দিতে ইচ্ছা করে? কি আমার প্রিয়? আমার আত্মা—আমার প্রাণ—আমার অহং। ইহাই তুমিগ্রহণ কর। ভক্ত বলেন "কি দিব কি দিব বঁধু মনে ভাবি আমি হে। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি হে। "বড় উচ্ছ্বাসে বলে "তোমার ধন তোমায় দিয়ে দাসী হয়ে রব হে"। আহা! নিষ্কাম কর্ম্মই ভক্তিযোগ। শত কর্ম্ম করিয়াও যখন তিলেকের জন্য তোমায় না হারাই, শত কর্ম্ম করি বলিয়াই যখন বুঝিতে পারি, তুমিই আমার কর্ত্তা হইয়া—কর্ম্ম আমার দ্বারা করাইয়া আমাকে অনুগ্রহ করিতেছ, তখন কি সুখ! তখন এই কর্ম্মযোগ কি সুখের সাধনা! এই সাধনাতেই আমার অধিকার। আর তোমা হেন গুণনিধিকে হৃদয় রাজ্যের রাজা করিয়া, তোমা হেন সারথিকে দেহরথের চালক করিয়া, যখন আমি কর্ম্ম অন্তে বিরাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিব—যখন সুখময়, আনন্দময় তুমি, তুমি এই অর্জ্জুন দেহের প্রাণরূপে, প্রাণেশ্বর রূপে, শান্ত হইয়া বিহার করিবে, আর আমি সন্ন্যাস করিয়া, সর্ব্বকর্ম্মের ন্যাস করিয়া দেখিব কেমন সুন্দর, কেমন নয়নাভিরাম, কেমন "আলোলাঙ্গুলি-পল্লবৈর্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা" কেমন কল্পতরুর মূলে জগন্মোহন মূর্ত্তিতে তুমি আমার হৃদয়ে দাঁড়াইয়াছ—এই দেখিতে দেখিতে যদি তুমিই থাক, আর কেহ না থাকে, যদি তুমিই থাক, আর আমিও না থাকি, যদি অদ্বৈতই থাকে দ্বৈত না থাকে—যদি ইহাতেই তোমার প্রীতি হয়, তাহাই হইয়া যাউক—অথবা অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইলেও যদি আমার প্রাণেশ্বর হইতে তোমার ভাল লাগে, তাহাই হউক ইহাতে আমার আপত্তি কি?

সত্য বটে, কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে এই অনন্ত সীমাশূন্য সুখ হয় ইহা যাহারা জানেনা, কর্ম্ম করে কিন্তু মক্ষিকার ব্রণাস্বাদনের মত কর্ম্মফলের ক্ষণিক একটু সুখ ছাড়িতে পারে না, তাহারাই হতভাগ্য—তাহারই যথার্থ কৃপণ—যথার্থ কৃপা-পত্র।

ভগবান্—কৃপণ কেন বলিলাম বুঝিয়াছ?

অর্জ্জুন—হাঁ—। কৃপণ বহুক্লেশে ধন উপার্জ্জন করে—পেটেও খায় না, পরিবারদিগের জন্যও খরচ করিতে কষ্ট বোধ করে—অন্যকে দান করিয়া তাহাতে গ্রহীতার যে সুখ, সে সুখ, অনুভব করিতে পারে না—কেবল মোহর, টাকা, কাগজ, নাড়িয়া চাড়িয়া একটা দৃষ্টি সুখ মাত্র লাভ করে। যদি ইহারা জানিত তোমার ধন তোমার দিয়া দাসী হইয়া থাকায় কত সুখ, তবে কি ইহারা কৃপণ হইতে পারিত? সেইরূপ মহাদুঃখে কর্ম্ম করিয়া যখন লোকে কৃপণের মত

অনিত্য ফলের ইচ্ছা করে, তখন তোমাকে পাওয়া হইতে, তোমাকে দেখারূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। ক্ষণিক একটু দৃষ্টি সুখের জন্য নিত্য সুখ হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহারাই কৃপণ—তাহারই যথার্থ কৃপা পাত্র। শ্রুতি তাই বলেন "হে গার্গি এই অক্ষর পরমব্রহ্মকে না জানিয়া যে সংসার ত্যাগ করে সেই কৃপণ"।

ভগবান্—লোকে ভুল করিয়া ভ্রষ্ট হয় তাহাও এখানে বলিয়া দিই শ্রবণ কর। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই কথাটি নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শেষ অবস্থা। যদি কোন সাধনা, কোন তপস্যা না করিয়া—প্রথমেই যাহা কিছু করি তাহাই ভগবান্ করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এইটি প্রচার করা যায়, তবে লোকের একটা বড় ভ্রম হয়। দুষ্কর্ম্ম করিয়াও বলে সমস্তইত ভগবান্ করেন আমার দোষ কি? এই অজ্ঞান নিবারণ জন্য প্রথমে সকল কর্ম্মই ভগবান্ করাইতেছেন, এই দিক দিয়া না যাইয়া ভগবান্ যাহা যাহা করিতে আজ্ঞা করেন বা শাস্ত্র মুখে করিতে বলিয়াছেন, তুমি তাহাই করিতে থাক। সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম, প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম, শাস্ত্র চিন্তনাদি কর্ম্ম, যজ্ঞ দান তপস্যাদি কর্ম্ম, তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি কর্ম্ম, যাহা তিনি সর্ব্ব শাস্ত্র মুখে করিতে বলিতেছেন—অগ্রে এই সমস্ত কর্ম্ম তিনি বলিতেছেন বলিয়া প্রত্যহ অভ্যাস কর—কোন ফলাকাঙ্খা বা কোন লাভের আশায় নিত্য কর্ম্মাদি করিও না—তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া করিতেছি—যখন বিঘ্ন পাইবে তখন কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য তাঁহার নিকটেই শক্তি চাও ইহাই প্রথম অবস্থা। এই অবস্থায় সিদ্ধি হইলে বুঝিবে, তিনিই সকল কর্ম্ম করিতেছেন কিরূপে? তিনি যন্ত্রা তুমি যন্ত্র কিরূপে?

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববুদ্ধি যুক্তঃ [শ] সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ কর্ম্ম [রা] কুর্ব্বাণ ইহ ইহৈব [শ্রী] জন্মনি উভে সুকৃতদুষ্কৃতে [শ্রী] সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং [শ্রী] নিরয়াদিপ্রাপকং [রা] অনাদিকাল সঞ্চিতেঽনন্তে বন্ধহেতুভূতে [শ] পুণ্যপাপে [শ] সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ জহাতি পরমেশ্বর-প্রসাদেন [শ্রী] ত্যজতি তস্মাৎ [শ্রী] তদর্থায় যোগায় [শ] সমত্ববুদ্ধি-যোগায় যুজ্যস্ব [শ] ঘটস্ব [ম] উদ্যুক্তো ভব। [শ্রী] যতঃ যোগঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ [শ] সমত্ববুদ্ধিযোগো হি কর্ম্মসু [শ] স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু [নী] বন্ধকেষ্বপি কৌশলং [নী] বন্ধনিবর্ত্তকত্ব-সম্পাদনম্। [শ] স্বধর্ম্মাখ্যেষু [শ] কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া [শ] তৎকৌশলং কুশলভাব স্তদ্ধি কৌশলং যদ্বন্ধনস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবাৎ নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব [শ] ত্বম্ ॥৫০॥

বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এই জন্মেই সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়ই ত্যাগ করিতে সমর্থ। সেই হেতু তুমি যোগ করিতে—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ করিতে—উদ্যোগী হও। কারণ কর্ম্ম করিবার যে কৌশল তাহাই যোগ ॥৫০॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিলে ফল কামনাযুক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট। এখন বল—সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কি হয়?

ভগবান্—তোমাকে কর্ম্মবীর হইতে হইবে। তুমি কর্ম্ম করিবার কৌশল কি, বেশ করিয়া বুঝিয়া লও। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। ইহাই কর্ম্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ। এই কর্ম্ম যোগ সাধন দ্বারা তুমি বহু জন্মার্জ্জিত পাপ পুণ্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মের কৌশল জানিয়া স্বধর্ম্ম মত,—আপন আপন অধিকার মত, কর্ম্ম করিলে কিরূপে দুরন্ত মৃত্যুসংসারসাগর পার হইয়া নিত্য সুখের রাজ্যে বাস করা যায়, ইহা আমাকে ভাল করিয়া বলিয়া দাও।

ভগবান্—কর্ম্ম কর—কর্ম্মের কৌশল জান। লাভ হউক বা অলাভ হউক ইহা আগে চিন্তা করিও না। যদি বল কি কর্ম্ম করিবে—কর্ম্ম করিতে ভাল লাগিবে কেন যদি লাভালাভ চিন্তা না কর? ইহার উত্তরে অমি বলি, আমি সকলের কর্ম্ম পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্টির আদি হইতে ঠিক করিয়া দিয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধই তোমার কার্য্য। যে ব্রাহ্মণ, তাহার কর্ম্ম—তপস্যা অধ্যয়ন ইত্যাদি। এখন দেখ কিরূপে নিত্য কর্ম্মাদি করিতে হইবে।

শ্রীভগবান সর্ব্বজীবের আত্মা। শ্রীভবানই কর্ম্মের কর্ত্তা আমি যন্ত্রমাত্র, আমি কর্ত্তা নহি, যে সাধকের এই অবস্থা লাভ হইয়াছে তিনিই শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা না পারেন তিনি ভাবিবেন ভগবান্ আজ্ঞা করিয়াছেন—আমি তাই করিতেছি অন্য কিছুই জানি না। ভগবান্ আত্মার আজ্ঞা পালন করাই আমার ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম মত কর্ম্ম না করাই অধর্ম্ম। ভগবান্ আত্মা ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন—যে ক্ষত্রিয় ইহাতে শ্রদ্ধাবান সে ভারি উৎসাহে কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলাফল কি হইবে, তাহা সে চিন্তা করিবে না। যে আমার কথা শুনিয়া চলিতেছে তাহার প্রতি আমি শ্রীআত্মদেব যে নিতান্ত প্রসন্ন হইব ইহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? শ্রীভগবান্ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, তাঁহার যে কোন বন্ধন থাকে না ইহা কেনা জানে? তবু যে করে না, ইহাতে বুঝা যায় তাহাদের শ্রদ্ধা নাই—আমাতে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই আমার বাক্যই যে বেদ বাক্য, বেদের আজ্ঞাই যে আমার আজ্ঞা—ইহাতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহার কোন অভ্যাস ও হয় না, কোন সাধনাও হয় না, কোন উন্নতিও হয় না। কর্ম্ম করিতে করিতে আমার ভক্ত যখন বাধা পায় তখন যদি আমাকে ডাকে, যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে—হে ভগবান্! হে প্রভু! হে আত্মদেব! হে শ্রীমাতেশ্বরি! আমি তোমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত, কিন্তু মা আমি বড় বাধা পাইতেছি—যে এইরূপ প্রার্থনা করে আমি প্রসন্ন হইয়া তাহার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দি—বিশ্বাস বাড়াইয়া দি। বিপদে পড়িলে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দি, ক্রমে তাহার ভার আমি গ্রহণ করি। সে তখন নিজের মধ্যে আমাকে অনুভব করিতে পারে বাহিরেও আমার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে। ক্রমে তাহার রাগ দ্বেষ ছুটিয়া যায়—সে সর্ব্বত্রই আমাকেই দেখে, কাজেই রাগ দ্বেষ আর করিবে কাহার উপর? এইরূপ শুদ্ধচিত্ত ভক্ত ধীরে ধীরে আমার তত্ত্ব অনুভব করিতে থাকে। প্রতি কর্ম্মে জীবন্ত শ্রীআত্মদেবে যখন লক্ষ্য পড়িতে থাকে, তখন তাহার বহু জন্ম জন্মান্তরের পাপ পুণ্যরূপ বন্ধন কাটিয়া যায়। সে তখন সর্ব্বদা ভবনায় আমার নিকটেই থাকে; পরে আমি তাহাকে জ্ঞান দিয়া মুক্ত করিয়া দি। তুমি কর্ম্ম কর—আর যখন যখন বাধা

প্রাপ্ত হও, যখন যখন বিপদগ্রস্ত হও, তখন আমার কাছে শক্তি চাও। তোমার মনই তোমার শক্তি। আমি মহাশক্তি। মনঃশক্তি মহাশক্তির চিন্তা করিলেই তাহার সহিত মিলিত হইবার পথে ছুটিতে থাকে। প্রার্থনা করিতে করিতে যে সুখ পাও সে সুখ এই মিলন হইতে জাত। মিলন ভিন্ন সুখ কোথায়? আবার সদৃশ বস্তু ভিন্ন মিলন কোথায়? ভক্ত যখন কর্ম্ম করিতে গিয়া কাতর হইয়া বলে—ভগবান আমি পারিতেছি না তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও, তখন সত্যই আমি আসিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হই। ভক্ত প্রথম প্রথম আমার কৃপা বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমার কথা শুনিয়া আমার কথা শাস্ত্র ও সাধুমুখে আলোচনা করিয়া যে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবন্ত হয়, সে বেশ ধারণা করিতে পারে, তাহার নিজের শক্তি কিছুই নাই, আমার শক্তিতেই সে কার্য্য করে। এইরূপে তাহার 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান দূর হইতে থাকে। 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান দূর হইলেই তখন নিষ্কাম কর্ম্মের সিদ্ধির অবস্থা লাভ হয়। 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান দূর হইলেই শ্রীভগবানে স্থিতি লাভ হয়। ইহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি।

অর্জ্জুন—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি আমার সখা। তুমি আমায় ভাল বাস। তুমি পরম প্রেমস্বরূপ আমার যে আত্মা তাহারই বহিঃ প্রকটমূর্ত্তি। তোমার এই মধুর মূর্ত্তি আমি দেখিতেছি, এই মধুর কথা আমি শুনিতেছি—তোমাকে আমি ভালবাসি। যাহাকে ভালবাসি তাহার আজ্ঞা পালনে বড় সুখ। কিন্তু এমন ভাগ্য ত সকলের হইবে না। তবে কর্ম্ম করিয়া তাহারা কিরূপে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিবে?

ভগবান—যাহারা আত্মাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া শাস্ত্রে ও সাধুমুখে শুনিয়াছে—যাহারা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে, তাহারা স্বধর্ম্ম মত কর্ম্ম করিতে করিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যখন আত্মদেবের নিকট প্রার্থনা করে, তখনও বাধা কাটিয়া উঠিতে পারে। বাধা কাটিয়া গেলেই কর্ম্ম নিস্পত্তি জন্য তাহারা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ইহাদের কর্ম্মে সাধুগণও প্রসন্ন হয়েন। এই আত্ম-প্রসন্নতা ও সাধু সজ্জন-প্রসন্নতা এই দুই কষ্ঠি পাথরে ঘসিয়া বুঝিতে পারে যে আমি শ্রীভগবান নিষ্কাম কর্ম্ম যোগীর প্রতি প্রসন্ন কিনা।

আর একটু কথা এখানে লক্ষ্য কর। যুদ্ধাদি শারীরিক কর্ম্ম এক প্রকার এবং জপ পূজা ধ্যান আত্মবিচারাদি মানস ব্যাপার অন্য প্রকার।

আমাকে সারথি করিয়া রথে বসাইয়া তুমি যেমন যুদ্ধ করিতে যাইতেছ—আমি কাছে আছি বলিয়া যেমন তোমার কোন ভয় নাই, মানস কার্য্যেও সেইরূপ করা আবশ্যক। স্থূল বস্তু সমূহ মহাকাশে আছে কিন্তু সূক্ষ্ম মানস ব্যাপার চিত্তাকাশে হইতেছে। চিত্তাকাশে আমাকে সারথি করিয়া চিত্তাকাশেই আমার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে; মানসিক ব্যাপারে যখন জপ পূজা ইত্যাদি দ্বারা আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাও, তখন ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে প্রতি মানসিক কার্য্য বুঝিয়া বুঝিয়া করিতে হইবে। মন্ত্র জপে অর্থ-চিন্তন চাই, শাস্ত্র-চিন্তনে অর্থ-ভাবনা চাই, বেদপাঠে অর্থ-ধারণা আবশ্যক। চিত্তাকাশে নিত্য রাজ্যে সুধাসমুদ্র মধ্যবর্ত্তী মনোহর মণিদ্বীপে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে, অর্থ-চিন্তন সহ জপ ধ্যান আত্মবিচার করিতে করিতে, নিশ্চয়ই ঐ নিত্য রাজ্যেই স্থিতি লাভ হইবে। তখন চিদাকাশপ্রাপ্তি ঘটিবেই। ইহাই জ্ঞানপ্রাপ্তি বা মুক্তি। অতঃপর চিদাকাশে থাকিয়া ইচ্ছা মত চিত্তাকাশে ভ্রমণ এবং মহাকাশে গমনাগমন, ইহাই জীবন্মুক্তের খেলা। এই সমস্তই খেলা মাত্র, যাহা আছে তাহাই আছে।

এই জন্য বলিতেছি যুদ্ধাদি শারীরিক কর্ম্মই কর অথবা জপ ধ্যানাদি মানস কর্ম্মই কর, ফলাফল কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান বোধ করিয়া আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া চল—আমাকে তোমার রথের সারথি কর, আমি সমস্ত বিপদ

হইতে উদ্ধার করিয়া মহাকাশ হইতে চিত্তাকাশ, চিত্তাকাশ হইতে চিদাকাশে তোমাকে লইয়া যাইব। দেখ ব্রাহ্মণে আমার যে বরণীয় ভর্গ উপাসনা করেন সেই ভর্গ ত্রিসন্ধ্যা-কালে আদিত্যপথগামিনী। আদিত্যপথগামিনী গায়ত্রীই তাঁহার উপাসকের চিত্তকে আমার সহিত মিলন করাইয়া দিয়া থাকেন। সাধক তখন বুঝিতে পারেন পরমাত্মা ও গায়ত্রীই সাধকের আত্মা ও আত্মশক্তি মাত্র। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কিনা হয়?

অর্জ্জুন—সুখ ও দুঃখকে সমান মনে করিয়া, উর্দ্ধগতি হইবে বা অধোগতি হইবে ইহা ভাবনা না করিয়া, তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তোমার আজ্ঞা পালন রূপ স্বধর্ম্ম মত কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। সমত্ব বুদ্ধিতে বা পরমাত্ম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই যোগ। কিন্তু এই যোগই কি প্রাণায়ামাদি যোগের সমান?

ভগবান—চিত্তবৃত্তি নিরোধ রূপ যোগের পূর্ব্বাবস্থায় কৌশলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর প্রীতিতে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইবে। এমন কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে. যাহাতে ঈশ্বরে চিত্ত একাগ্র হয়। তিনি জ্ঞান স্বরূপ, তিনি আনন্দ স্বরূপ। কর্ম্ম করিয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ কর—তখন সর্ব্বত্র জ্ঞান ও আনন্দের প্রকাশ অনুভব করিতে পারিবে। ইহাই সত্বগুণে স্থিতি। সত্বগুণে থাকিয়া লয় বিক্ষেপ দূর করিয়া যখন তুমি জ্ঞান ও আনন্দ সর্ব্বদা অনুভব কর—যখন কোন কিছু অবলম্বন করিয়া তোমার এই অবস্থা লাভ হয় তখন তোমার একাগ্রসমাধি। একাগ্রতা দৃঢ় হইলেই কোন অবলম্বন থাকে না, অবলম্বন শূন্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড আনন্দ মাত্রেই যে স্থিতি তাহাই নিরোধ। ক্রমে বুঝিবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি রূপ অষ্টাঙ্গ যোগ এবং এই কর্ম্ম কৌশল যোগ এই দুয়ের সম্বন্ধ কি। যে সময় আসিতেছে এ সময়ে জ্ঞান-মার্গের অধিকারী বিরল হইবে। এই জন্য কর্ম্ম যোগ ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা—ইহা কর্ম্ম যোগের সর্ব্ব নিম্ন অবস্থা—ইহাতে স্বধর্ম্ম ও প্রার্থনা আছে। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থায় উপাসনা—তাঁহার সমীপে যাওয়া, ইহার পরে জ্ঞান যোগে মুক্তি। জ্ঞানের পরে পরাভক্তিও আছে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

শ শ
বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্বযুদ্ধিযুক্তাঃ হি যস্মাৎ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়-
নী শ আ ম
মানকর্ম্মজং কর্ম্মেভ্যো জাতং ফলং দেহপ্রদং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরা-
ম ম ম
রাধনার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ মনীষিণ স্তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজন্যাত্মমননশীলা
শ আ শ
জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ জন্মৈববন্ধো জন্মবন্ধস্তেন
ম
বিনির্ম্মুক্তাঃ জীবন্ত এব জন্মাত্মকেন বন্ধেন নিরবশেষং মুক্তাঃ
আ ব শ্রী
জীবন্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং ক্লেশশূন্যং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং পদং পরমং

শ　　আ　　শ্রী

বিষ্ণোর্ভোগাখ্যং বৈষ্ণবং পদং সর্ব্বসংসার সংস্পর্শশূন্যং মোক্ষাখ্যং

আ

তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি।

যাঁহারা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত যেহেতু তাঁহারা কর্ম্ম হইতে জাত যে সংসারবন্ধনাদি ফল তাহা পরিত্যাগ করিয়া মনীষা (জ্ঞান) সম্পন্ন হয়েন সেইজন্য এই দেহেই তাঁহারা জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব রহিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন।

অর্জ্জুন—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই নষ্ট হয়। দুষ্কৃত নষ্ট হওয়া অবশ্যই ভাল কিন্তু সুকৃত বা পুণ্য নাশে স্বর্গাদিও নাশ হইল—এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মীর এই দেহেই কি মুক্তি হয়?

ভগবান—শৃঙ্খল লৌহ দিয়াই নির্ম্মাণ কর বা স্বর্ণ দিয়াই নির্ম্মাণ কর—ইহা বন্ধনের জন্য। পাপ লৌহ শৃঙ্খল আর পুণ্য সুবর্ণ শৃঙ্খল। তুচ্ছ কর্ম্ম ফল জন্য যে স্বর্গাদি প্রাপ্তি তাহাও বন্ধন বটে—তবে সোণার শৃঙ্খলে বন্ধন হইতে পারে। স্বর্গ হইতেও পতন আছে। কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম হইতে জাত যে সংসারবন্ধন তাহা থাকিবে না।

অর্জ্জুন—কর্ম্মবন্ধন যেন পড়িল না—তাহাতে লাভ হইল কি?

ভগবান্—মনীষা বা জ্ঞান জন্মিল। মনীষা জন্মিলেই মনীষী হইলে।

অর্জ্জুন—মনীষী কে?

ভগবান্—যাঁহারা আত্মমননশীল তাঁহারাই মনীষী—তাঁহারাই জ্ঞানী।

অর্জ্জুন—জ্ঞান হইলেই সমস্ত বন্ধন ছুটিয়া যায় কিরূপে?

ভগবান্—কর্ম্ম সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া করিতে করিতে আত্মমননশীল হইতে পারিলে। তখন আত্মদেবের অনুগ্রহে তুমিই যে আত্মা ইহা বুঝিতে পারিলে। তুমি জড় নও, তুমি দেহ নও, তুমি আত্মা—আত্মার জনন মরণ নাই, আত্মার বন্ধন নাই, আত্মার সংসার নাই, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, আত্মা আনন্দ স্বরূপ—তুমিই সেই আত্মা, দেহের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই—ইহার নিশ্চয় হইলেই জ্ঞান হইল। জ্ঞানীর আর পুনর্জ্জন্ম নাই। যদি জিজ্ঞাসা কর, জ্ঞানী না হয় সংসারে আর আসিলেন না কিন্তু তাঁহার হইল কি? সংসার সর্ব্বদাই উপদ্রবযুক্ত স্থান। জ্ঞানী সেই রমণীয় দেশে গমন করেন যেখানে কোন উপদ্রব নাই। যাহারা শুধু কর্ম্ম করে—কৌশল করিয়া কর্ম্ম করেনা তাহারা এই পৃথিবীতে শুভাশুভ কর্ম্মফলে মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গাদি হইয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করে। যাঁহারা শুধু প্রার্থনা করেন তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ হয়েন কিন্তু এই মহাকাশেই থাকেন। যাঁহারা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন তাঁহারা প্রথমে উপাসক শ্রেণীভুক্ত হয়েন। উপাসকগণ মহাকাশের উপরে যে চিত্তাকাশ তথায় সর্ব্বদা ভগবানের সমীপে বাস করেন। উপাসনা দ্বারা ভাবনাময় রাজ্যে বাস হয়। মনে হইতে পারে ভাবনা ত কল্পনা মাত্র? সত্য—কিন্তু নিরন্তর ভাবনা রাজ্যে থাকিতে যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহারা সত্য সত্য ভাবনার সুখময় রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই চিত্তাকাশ। এই চিত্তাকাশেই গোলক, বৈকুণ্ঠ—সুধা সাগর মধ্যবর্ত্তী মণিদ্বীপ ইত্যাদি। এই চিত্তাকাশে যাইয়া যখন রমণীয়দর্শন সেই আত্মদেবের

মুখে আত্ম বিচার শ্রবণ মনন করেন তখন তাঁহার গতি আরও উর্দ্ধে হয় অর্থাৎ জ্ঞান না হইলেই চিদাকাশে ঐ পরম পদে স্থিতি হয়। ইহাই মুক্তি।

অর্জ্জুন—সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করাকে নিষ্কাম কর্ম্ম করা বলে। নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দাও?

ভগবান্—কামনা নির্গত হইয়াছে যে কর্ম্ম হইতে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—আচ্ছা যাহাকে কর্ম্ম বলি তাহাইত পূর্ব্বাবস্থায় কামনাই ছিল। অর্থাৎ কাম যখন মনে মনে বহুবার করা হয় তখন সেই সূক্ষ্ম কামনাই স্থূল কর্ম্ম হইয়া যায়। কর্ম্ম যদি মূলে কামনা হয় তবে নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে কিরূপে? আদি কামনা যদি না থাকে তবে কি কর্ম্ম হয়?

ভগবান্—মূলে কামনাশূন্য অবস্থায় কর্ম্ম নাই সত্য। কিন্তু কামনা অনাদি। এই জন্য কামনাকেই মায়া বলে।

"অহং বহুস্যাম্" ইহাই মূল কামনা। কবে ইহা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল কে বলিবে সৃষ্টি আরম্ভ কোথায় কে বলিবে? বেদান্ত মতে সৃষ্টি হয় নাই। যদি বল অজ্ঞানও নিত্য আছে—তবে বল অজ্ঞানের কোন কারণ নাই—এজন্য অজ্ঞানও অনাদি। অনা হইলেও ইহা অনন্ত নহে—অজ্ঞানের অন্ত আছে। যাহার অন্ত আছে তাহার এক উৎপত্তিও কল্পনা করা যায়। "অহং বহুস্যাম্" এইরূপ একটা কামনা হইতেই সৃষ্টি কিন্তু যখন বহু কর্ম্ম হইয়া যায়—বহু কর্ম্ম করিয়া জীব যখন আপনাকে বদ্ধ মনে করে তখন আত্মস্বরূপ ভুল হইয়া যায়। বদ্ধ জীব আপন স্বরূপ যে আত্মা তাহা হইতে যেন পৃথক হইয়া দাঁড়ায়। তখনই আত্মা, প্রভু, জীব, দাস এই সম্বন্ধ হয়। এই অবস্থায় পূর্ব্ব পূ কর্ম্মসমষ্টিকেই জীব বলিতে দোষ নাই। এই জীব আবার কামনা করিতে পারে এই জীব কামনা করিয়া কর্ম্ম করিতেও পারে। কিন্তু এই জীব আপন স্বভাব বশে যে কর্ম্ম করে এবং এই কর্ম্মের আর ফল কামনা না করে—তখন জীব আপন অন্তরে কোটি কোটি পূর্ব্ব কর্ম্ম দেখিয়া কাতর হইয়া প্রভুর শরণাপন্ন হয়—যখন প্রার্থনা করে প্রভু ক হইতে আমায় রক্ষা কর—তখন শ্রীভগবান্ তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম ছাড়াইবার জন্য বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন। জীব তখন কোন ফল প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভগবানের প্রীতির জন্য ভগবানের আজ্ঞা মত কর্ম্ম করে—প্রভুর আদেশ মত ভৃত্য যখন কর্ম্ম করিয়া যায়, কোন ফলকামনা রাখেনা তখন সে নিষ্কাম কর্ম্ম করে। দেখ, আরও সহজ করি বলি। কোন সংসারাসক্ত জীবকে যদি তুমি ভগবানের নাম জপ করিতে বল, সে মুখে জপ করিবে, কিন্তু মনে বিষয় চিন্তা করিবে। এখানে মন বিষয় চিন্তা করিল, কিন্তু মু নিষ্কাম জপ করিল। এই জপের কোন ফল নাই। ইহা উলটাইয়া লও। প্রকৃত সাধক মনকে সর্ব্বদা রমণীয় দর্শনের কাছে যদি রাখিল আর কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া কর্ম্ম করিল, তবে তাহার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল। ক্রমে যখন সর্ব্বদা মন ভগবানের নিকটে থাকিয়া স্থির হইয়া গেল, তখন আর কোন কর্ম্ম হইতে পারিল না। এই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিই জ্ঞান। ইহাই মুক্তি। নটী, মস্তকস্থিত কুম্ভে মন রাখিয়া যখন হাত পা দিয়া কর্ম্ম করে, তখন তাহার ক নিষ্কাম কর্ম্ম। "মৌলৌ কুম্ভপররক্ষণধীর্নটীব" ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের দৃষ্টান্ত।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥

শ আ
যদা যস্মিন্‌কালে কালশব্দেন বিবেকপরিপাকাবস্থোচ্যতে। তে

শ ম শ্রী
তব বুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব

কলিলং [শ]কালুষ্যং [ম]অহমিদং [ম]মমেদমিত্যাদ্যজ্ঞানবিলসিতমতিগহনং [শ]'মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং যেনাত্মানাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে [শ]তৎ ব্যতিতরিষ্যতি [শ]ব্যতিক্রমিষ্যতি [শ্রী]বিশেষেণাতিতরিষ্যতি [ম]রজস্তমো মলমপহায় [শ]অতিশুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ [নী]বুদ্ধিঃপ্রসন্নাভবিষ্যতি ইতি [ম]যাবৎ তদা [শ]তস্মিন্কালে শ্রোতব্যস্য [নী]শাস্ত্রভাগস্য [আ]অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তং শাস্ত্রং শ্রোতব্যাদিশব্দেন [আ]গৃহ্যতে শ্রুতস্য চ শ্রুতং [আ]শ্রোতব্যং দৃষ্টং [আ]দ্রষ্টব্যমিত্যাদৌ নির্ব্বেদং [শ]বৈরাগ্যং গন্তাসি [শ]প্রাপ্স্যসি তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যত [শ]ইত্যভিপ্রায়ঃ। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি শ্রুতেঃ। [নী]অয়ং ভাবঃ—মলিনায়াং বুদ্ধাবসকৃদ্ গৃহীতস্যাপি শাস্ত্রর্থস্যাস্ফুরণাৎ শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চবৃথৈব ; তদ্বৎ শুদ্ধায়ামপিবুদ্ধৌ সদ্যঃ শাস্ত্রার্থস্ফুরণাৎ তয়োর্ব্বৈয়র্থ্যমিত্যু ভয়থাপি তত্র নির্ব্বেদ উচিতঃ। প্রসন্না চ বুদ্ধিনিগ্রহীতুং যোগ্যা ভবতীতি শ্রবণাদিকং ত্যক্ত্বা ধ্যাননিষ্ঠ এবং [নী]ভবেদিতিভাবঃ। [বি]অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনয়োর্নষ্টত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশ বাক্যশ্রবণেন ? সাম্প্রতং মে সাধনেষ্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্ব্বথোচিত ইতি মংস্যসে ইতি [বি]ভাবঃ।

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কলুষতা পরিত্যাগ করিবে তখন শ্রবণযোগ্য বিষয়ে এবং শ্রুতবিষয়ে তোমার বৈরাগ্য আসিবে।

অর্জ্জুন—এখন বল কবে আমি বুদ্ধিযুক্ত হইব ? যোগানুষ্ঠানজনিত সত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধি কোন্ সময়ে আমার হইবে ?

ভগবান—যখন তোমার বুদ্ধিতে আর মোহ থাকিবে না, এই ফল লাভের জন্য এই কর উচিত, তিনি আমার মধ্যে কর্ম্ম করেন কিরূপে, না আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা, এই প্রকার মোহ যখন তোমার থাকিবে না, যখন নূতন কিছুই দেখিতে বা শুনিতে আর ইচ্ছা হইবে না, পুরাতন কিছুই দেখিতে শুনিতে পুনরায় ইচ্ছা হইবে না—তোমার সকল বিষয়ে বৈরাগ্য আসিবে, তখন তুমি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সমাধিতে স্থিতি লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে।

অর্জ্জুন—বুদ্ধি মোহনির্ম্মুক্ত কবে হইবে ?

ভগবান—ছয় মাস বা এক বৎসর মধ্যে বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়া যাইবে এইরূপ কোন নিয় নাই। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল আমার পানে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কর্ম্ম করাইতে থাক, তোমার বুদ্ধির মোহ নাশ হইবে।

দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি যে বোধ তাহাই বুদ্ধির মোহ। ইহাই অজ্ঞান। তোমার বুদ্ধি যখন দেহাদিতে "আমি" "আমার" ইত্যাকার আত্মভাবনা ত্যাগ করিবে—যখন তুমি যে কোন প্রার্থীকে নিজের শীতবস্ত্র বা তাহাদের প্রার্থিত অর্থ বিনা ক্লেশে দি পারিবে—তোমার কি থাকিল এরূপ চিন্তা যখন তোমার থাকিবে না, আমি যেমন চা অন্যেও সেইরূপ চায়—আমার নিকটে যাহা আছে তাহাতে আমারও যেমন অধিকা অন্যেরও সেইরূপ অধিকার—যখন এইরূপে তোমার "আমি" "আমার" রূপ ক্ষুদ্র আ ভাবনা ছুটিয়া গিয়া তোমার "আমি" টি সকল মনুষ্য, সকল পশুতে প্রসারিত হইয় হইবে—যখন সমস্ত বস্তুই এক বৃহৎ "আমির" দেহ এইরূপ বোধ হইবে, অথবা পরিপূ আমিই আছে—এ সমস্ত দৃশ্যজাত সেই নির্লিপ্ত আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এ সমস্ত না এইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিয়া যখন তোমার দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জিত হইয়া যাইবে, তখনই জানিও বুদ্ধি একবারে কালুষ্যশূন্য হইল।

"আমিই" এই দেহ, ইহাই স্থূল মোহ। তুমি উচ্চ অধিকারীর অহং ত্যাগ কিরূপ ই বুঝিয়া রাখ মাত্র কিন্তু তোমার অধিকার যাহা, অর্থাৎ স্থূল দেহে "আমি" "আমার" ত্যা সমত্ববুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া করিয়া ইহাই অভ্যাস কর।

সুখ আসুক বা দুঃখ আসুক ইহা গ্রাহ্য না করিয়া—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, আপ বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম, আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া করিতে থাক।

অর্জ্জুন—ইহাতে কি দেহে আত্মবুদ্ধি ছুটিয়া যাইবে ?

ভগবান—শ্রুতি বলেন "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ"—যাহারা ব্রহ্মলিপ্সু, তাঁহারা স্বর্গাদিসুখলোকপ্রাপ্তিকেও তুচ্ছ কর্ম্মের ফল স্বরূপ জানিয়া—স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তিও তুচ্ছ ভাবিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন। যখন স্বর্গাদিও তুচ্ছ তখন এই জগতের কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষার বস্তু নহে, সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সমস্তই তুচ্ছ। প্রথম অবস্থা শুধু ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করাই তোমার লক্ষ্য। তুমি নিত্য কর্ম্মাদি কর, আর তাঁহার কাছে কৃপা ভিক্ষা কর। কর্ম্ম দ্বারা যত তাঁহার দিকে চাহিতে পারিবে, যত যত তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারিবে—যতই বুঝিতে পারিবে আত্মদেব তুষ্ট হইতেছেন—তি দেখা দিবেন—তিনি আসিতেছেন—যত যত এই ভাবনা তোমার দৃঢ় হইবে, ততই তোমা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ছুটিয়া যাইতে থাকিবে। শরীর যাহাই হউক, যখন তোমার চি সুধাসাগরমধ্যবর্ত্তী মণিপূরে স্থির থাকিয়া, নিরন্তর প্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষা করি থাকিবে—তাঁহাকে দেখিবার জন্য চিত্ত নিরন্তর ব্যাকুল থাকিবে—আর কিছুই শুনিতে ব দেখিতে চাহিবে না—তাঁহার নাম জপ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার অন্নবিচার লইয়া যত য থাকিবে, ততই তোমার দেহাত্মবোধ দুর হইবে, চিত্ত শুদ্ধ হইবে, সমত্ব বুদ্ধি হইবে।

অর্জ্জুন—বুদ্ধির মোহ কাটিয়া গেলে শ্রবণযোগ্য বিষয় ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য কির হইবে আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান—বিষয়ের দিকে মন যে ছুটে ইহার কারণ ভাল করিয়া ধারণা কর। অ

ত্যাগ করিয়া বিষয় বিষ পানের যে ইচ্ছা তাহাই না মোহ? অমৃতকে জান না, বিষই জান, সেই জন্য না মোহ? বিষয় যতক্ষণ জানিতেছ, ততক্ষণই মোহ, ততক্ষণই অজ্ঞান, এই অজ্ঞান আছে বলিয়া আত্মা কি? অনাত্মা কি?—সত্যকে সত্য বলিয়া জানা, এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানা, তোমার এই দুই বোধ কলুষীকৃত হয়। জ্ঞানলাভ যখন হয় তখন জ্ঞানীর যে শাস্ত্রার্থ বিষয়ে বৈরাগ্য হয় তাহার কারণ শ্রবণ কর। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেই অর্থাৎ বুদ্ধির "আমি" "আমার" রূপ বিষয় মলিনতা যখন ছুটিয়া যায়, তখন শুদ্ধ বুদ্ধিতে আপনা হইতেই শাস্ত্রার্থ স্ফুরিত হইতে থাকে। শাস্ত্রার্থই জ্ঞান। জ্ঞানই ব্রহ্ম। ইহাই বেদের স্বরূপ। কাজেই শ্রবণযোগ্য বা শ্রুত যাহা কিছু তাহাতে আর প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। তখন সর্ব্বদা আত্মসংস্থ হইয়া স্ব স্ব রূপে সমাধি করিতেই ইচ্ছা হয়। ইহাই নির্ব্বেদ। যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞানী তাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত মলিন। ইহারা শাস্ত্র শুনিলেও ইহাদের মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ স্ফুরিত হয় না। ইহাদেরও এই জন্য শাস্ত্রার্থে বৈরাগ্য দেখা যায়। দেহাভিমানী অত্যন্ত অজ্ঞের যেমন শাস্ত্রে অধিকার হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত জ্ঞেরও শাস্ত্রে প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধির কলুষতা—নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা দূর কর, তখন বুদ্ধি সত্ত্বভাবে পূর্ণ হইবে, বুদ্ধি প্রসন্ন হইবে। প্রসন্ন বুদ্ধির স্বভাবিকী গতি ঈশ্বর মুখে। শুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত বুদ্ধি, জীবকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন—প্রসন্ন বুদ্ধি আর শ্রবণাদি করিতে চায় না। তাঁহাকে দেখিতে যখন পাও, তখন দেখা যাইবে কিরূপে, এই উপায় শ্রবণ নিষ্ফল মাত্র। আবার যাহা দেখিতেছ, তাহাতে যখন কোন সন্দেহ থাকে না, ইনিই তিনি এই স্থির নিশ্চয়ই শুদ্ধ সত্ত্ব বুদ্ধির ফল। যত দিন বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনারূপ মলিনতা থাকে তত দিনই—যাহা দেখিতেছি ইনিই কি তিনি? ইহা তিনি নহেন এই দোষ থাকে। বুদ্ধি হইতে ইহা দূর হইয়া "ইনিই তিনি" যখন এই নিশ্চয় হইয়া যায় তখন তাঁহাতে নিত্য স্থিতির জন্য সাধনা করিতে হয়।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না [শ] অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈঃ বিপ্রতিপন্না ন [হ] সম্প্রতিপন্না [নী] আত্মানিত্যোঽনিত্যো বা, নিত্যোঽপি কর্ত্তা অকর্ত্তা বা, অকর্ত্তাপ্যেক্যোঽনেকো বেত্যেবমাদিসংশয়গ্রস্তা [নী] সতী [শ] সংশয়বিক্ষিপ্তা সতী তে [শ] তব বুদ্ধিঃ যদা [শ] যস্মিন্কালে নিশ্চলা [ব] অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা [শ] সতী সমাধৌ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি [শ] সমাধিরাত্মা তস্মিন্নাত্মনি [ম] পরমাত্মনি অচলা [ম] দীর্ঘকালাভ্যাসেন [ব] নির্ব্বাতদীপশিখেব [নী] লয়বিক্ষেপশূন্যা স্থাস্যতি স্থিরা-

নী হ আ
ভবিষ্যতি তদা যোগং বুদ্ধিযুক্তেঃ কারণং বিবেকদ্বারা জাতাং প্রজ্ঞাং
শ শ্রী বা
বিবেকপ্রজ্ঞাং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানং আত্মাবলোকনং অবাপ্স্যসি
শ রা ব
প্রাপ্স্যসি। শাস্ত্রজন্যাত্মজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মযোগঃ স্থিতপ্রজ্ঞতারূপাং
ব
জ্ঞাননিষ্ঠাং সাধয়তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপস্থিতপ্রজ্ঞতা যোগাখ্যমাত্মাবলোকনং
রা
সাধয়তি"।

নানাপ্রকার শ্রবণে দোলায়মান তোমার বুদ্ধি, যখন নিশ্চল হইয়া সমাধিতে অচলভাবে স্থিতিলাভ করিবে, তখন তুমি যোগ বা যোগফল লাভ করিবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম যোগের শেষ ফল কি? জপ পূজা ইত্যাদি কালে অথবা যুদ্ধাদি সময় "আমার কর্ম্ম" যত দিন বোধ আছে, তত দিন তোমার দিকে চাহিয়া, কর্ম্ম নিষ্পত্তি জ তোমার কাছে শক্তি প্রার্থণা করিয়া, ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলাম—কর্ম্মের দ্বিতী অবস্থায় আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি তুমিই করিতেছ এই বোধও যেন হইল, আর যেন শ্রোতব ও শ্রুত বিষয়ে ও বৈরাগ্য হইল—এই সমস্ত হইবার কত দিন পরে পরমার্থ যোগ লা হইবে?

ভগবান্—আত্মজ্ঞানলাভ জন্য শাস্ত্র মত নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিতে করিতে স্থিতপ্রজ্ঞতা নামক জ্ঞাননিষ্ঠা সাধন হইতে থাকিবে। জ্ঞাননিষ্ঠারূপ স্থিতপ্রজ্ঞতা না দ্বারা যোগাখ্য আত্মদর্শন সাধিত হইবে। কর্ম্মযোগের শেষ ফল, এই আত্মাবলোকন নামক যোগ।

"শাস্ত্রমত কর্ম্ম কি" ইহা যত দিন না ঠিক হয় তত দিন মানুষের একরূপ মোহ থাকে। পরে কর্ম্ম জানিয়া যখন সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান নিষ্ঠায় রুচি হয়, তখন শাস্ত্রের না প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি সংশয়গ্রস্ত হয়। বহু শাস্ত্রের বহুমত দেখিলে বুদ্ধি সং দোলায় দোলায়মান হইবে, এই ভয়ে বহু মূর্খ কর্ম্মের কোটাতেই আটকাইয়া থাকে। ইহারা আর উঠিতে পারে না। কিন্তু সৎবুদ্ধিবিশিষ্ট সাধক শাস্ত্রের বহুমত দেখিয়াও আপনার পথের সহায়ক জ্ঞানচর্য্যা করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে, শাস্ত্র সর্ব্বত্রই সাধকের আত্মারামের কথাই বলিতেছেন—পূর্ব্বে না জানিয়া যাহা করিতে, শাস্ত্র তাহাই তোমারে জানিয়া করিতে বলিতেছেন—তুমি যে রাম বা কৃষ্ণ বা কালী বা ব্রহ্মের উপাসনা কর, শা দেখাইয়া দিতেছেন তোমার ইষ্ট দেবতা তোমারই আত্মা। জ্ঞান চর্য্যায় তুমি যখন সম শাস্ত্রের উপদেশ তোমার মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিবে, তখন তোমার সমস্ত বিক্ষেপ দূ হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে প্রথমে বুদ্ধির 'আমি' 'আমার' রূপ মলিনতা দূর হইবে। তাহার পরে জ্ঞান চর্চ্চা। জ্ঞান চর্চ্চা করিতে করিতে বুদ্ধির দ্বিতীয় প্রকার দোষ অর্থা আত্মা নিত্য বা অনিত্য—নিত্য যদি হয়েন তবে ইনি কর্ত্তা বা অকর্ত্তা—অকর্ত্তা যদি হয়ে তবে ইনি এক বা অনেক, আমার আত্মাই ব্যাপক কিরূপে—ইনি সর্ব্বশক্তিমান কিরূপে— এই সমস্ত সংশয় উঠিবে। এই আত্মাই কি তিনি? না—এই আত্মাই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্

এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে পারে না—এই যে অসম্ভাবনা এবং বিপরীত ভাবনা রূপ দোষ, যখন বুদ্ধি এই দ্বিতীয় দোষ মুক্ত হইবে—মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় বুদ্ধি যখন সমস্ত সংশয় শূন্য হইয়া পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ করিবে—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যখন পরমাত্মাকেই নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান-সাগরে নিরন্তর ডুবিয়া থাকিবে, বুদ্ধি তখন নিরন্তর আত্মসংস্থ হইয়া থাকিতে পারিবে। সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে বিবেক দ্বারা জাত যে প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক-প্রজ্ঞা তাহাই লাভ হয়। ইহাই যোগ ফল, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান, ইহাই আত্মাবলোকন।

আসংস্থ যোগই বল—ভগবৎ উপাসনাই বল—আর নিষ্কাম কর্ম্মই বল—কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি ক্রম অনুসারে ভগবানে দৃঢ়, দৃঢ়তর ও দৃঢ়তম, রূপে লাগিয়া থাকিলেই যোগ ফল লাভ হইল। ক্রম অনুসারে ভগবানের (১) নাম (২) রূপ ও গুণ (৩) লীলা (৪) সৃষ্টি স্থিতি লয় ভাব (৫) এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ইহাতে চিত্ত পৌছিলেই তোমার নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে। তখন তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ ভাবে খেলা করার মত জগৎ লইয়া খেলা করিতে পারিবে। বীজ বীজাকার ত্যাগ করিয়াই ফলভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্মভাব ত্যাগ না করিয়াই জগৎ আকার ধারণ করেন। তুমিও স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া এই ভাবে স্থিতি লাভ করিবে।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

হে কেশব স্থিতপ্রজ্ঞস্য শ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞস্তস্য শ সমাধিস্থস্য সমাধৌ শ স্থিতস্য আ লব্ধা সমাধাবাত্মনি সমাধানেন বা প্রজ্ঞাপরমার্থদর্শনলক্ষণা যেন আ তস্য কা ভাষা শ কিং ভাষণং বচনং কথমসৌ শ পরৈভাষ্যতে-শ্রী ভাষ্যতে অনয়েতিভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত শ্রী ইত্যর্থঃ। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ নী অর্থাদ্ব্যুত্থিতঃ সন্ কিং প্রভাষেত স্বয়ং বা কিং রা ভাষণাদিকং করোতি ম স্তুতিনিন্দাদরাভিনন্দনদ্বেষাদিলক্ষণং কিং কথং ম প্রভাষেত বি স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেতিত্যর্থঃ বি কিমাসীত ব বাহ্যবিষয়েষু কথমিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং ব কুর্য্যাৎ কিং ব্রজেত ম তন্নিগ্রহাভাবকালে চ কথং বিষয়ান্ ম প্রাপ্নোতি। ম তদেবং চত্বারঃ প্রশ্নাঃ, সমাধিস্থে স্থিত প্রজ্ঞে

ম নী
একঃ, ব্যুত্থিতস্থিতপ্রজ্ঞে ত্রয় ইতি • কথং বদতি কথমাস্তে কথং বা
নী
বিষয়ান্ প্রাপ্নোতি ইতি।’

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যুত্থিত হইয়াই বা স্পষ্ট বা স্বগত কিরূপ কথা কহেন? কিরূপে আসন করেন—বাহ্য বিষয় হইতে কিরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করেন? আবার কিরূপেই বা বিষয়ে বিচরণ করেন?

অর্জ্জুন—নিষ্কম ভাবে স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে, প্রথমে আমার কর্ম্ম তোমার শক্তি দ্বারা কৃত হইতেছে ইহা বোধ হইবে, পরে আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি, তুমিই কর্ত্তা এই বোধ হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনা করিতে করিতে, প্রথমে কর্ম্মফল ত্যাগ, পরে কর্ম্মত্যাগ হইয়া যাইবে। তুমিই করিতেছ আমি কর্ত্তা নই, এই অবস্থা লাভ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠা চলিতে থাকিবে। এই অবস্থাতে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা এক অখণ্ড জ্ঞানে স্থিতি লাভ করে। সমস্ত বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে করিতে এক অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের উপর এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইন্দ্রজাল যে ভাসিয়াছে তাহা বোধ হয়। নিজের হৃদয় জ্ঞান স্বরূপ যিনি আছেন—যিনি নিজের সমস্ত মানস ব্যাপারের দ্রষ্টা—যাঁহার শক্তি পাইয়া মন বহুবিধ বিলাস করে, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে বাহিরের ঐ সীমাশূন্য আকাশ দেখিয়া মনে হইবে যেন কাহারও অনুভবে আকাশ ভাসিয়াছে—যেন জলের কোলে কোলে, বায়ুর কোলে কোলে, পৃথিবীর কোলে কোলে, বৃক্ষ লতা পশু পক্ষীর কোলে কোলে, যেন পাষাণ প্রস্তরের কোলে কোলে, এই অখণ্ড জ্ঞান—ইহাদিগকে অনুভব করিতেছে—সেই অখণ্ড জ্ঞান আছে বলিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব। এই অন্তস্তলবর্ত্তী জ্ঞানময়কে লক্ষ্য করিয়া তখন প্রতীক উপাসনা চলিতে থাকে। জল, বায়ু, আকাশ, পৃথ্বী, অগ্নি, ইহাদের উপর ব্রহ্মভাব আরোপিত হয়—ব্রহ্ম বোধে ইহাদিগের নিকট প্রার্থনা হয়—“অগ্ন আয়াহি” ইত্যাদি বেদ মন্ত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। প্রতীক উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম উপাসনা সিদ্ধ হইতে থাকে। জ্ঞান আনন্দময়ই জগৎ রূপে সাজিয়াছেন আমিও সেই। প্রথমে জ্ঞান আনন্দময় ব্রহ্ম আছেন—পরে আমিই সেই জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই এ রূপে পরোক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইহাই যখন বুদ্ধি নিশ্চয় করে তখন সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। আমি কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি?

ভগবান—হাঁ। এখন কি বলিবে বল?

অর্জ্জুন—চারিটি প্রশ্ন করিব। (১) সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ কে? কোন্ লক্ষণে তাঁহাকে জানা যায়। (২) যখন সমাধি ভঙ্গ হয় তখন স্থিতপ্রজ্ঞ স্বগত বা স্পষ্ট কিরূপ কথা কহেন? (৩) স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন? (৪) স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ভোগই বা কিরূপ?

ভগবান—ক্রমে ক্রমে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। প্রথমে প্রথম প্রশ্ন ধরা যাউক। যোগীর অন্যনাম স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন অবস্থায় তিনি সমাধিস্থ যোগী, কোন অবস্থায় তিনি ব্যুত্থিত যোগী।

কর্ম্ম নিষ্ঠা সাঙ্গ করিয়া যখন জ্ঞান নিষ্ঠায় স্থিত হয়, তখন সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী বলে।

জ্ঞান নিষ্ঠার কথা শ্রবণ কর। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহা মুত্র ফল ভোগ বিরাগ

শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান, এই ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে তীব্র মোক্ষেচ্ছা জন্মে। তখন গুরু নিকটে শ্রবণ মননাদি দ্বারা বেদান্ত বাক্য বিচার করিতে হয়। পরে নিদিধ্যাসন বা ধ্যান অভ্যাসে মন একাগ্র হইয়া সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণ যোগ্য হয়—জ্ঞানের এই প্রথম তিন ভূমিকা অর্থাৎ (১) শুভেচ্ছা (২) বিচারণা (৩) তনুমানসা ইহাকে সাধনরূপ জাগ্রদাবস্থা বলে। পরে নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম-আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই সত্ত্বাপত্তির অবস্থায় জগৎ মিথ্যার ন্যায় স্ফুরণ হয় বলিয়া ইহা স্বপ্নাবস্থা। এই ভূমিকায় পৌঁছিলে যোগীকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায়। অসংসক্তি নামক পঞ্চম অবস্থায় অবিদ্যার কার্য্যে আসক্তি থাকে না। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে মন সমাধিস্থ থাকে। ইহাই সুষুপ্তি। এই অবস্থা হইতে আপনা হইতে যোগীর ব্যুত্থান হয়। যোগীকে এই অবস্থায় ব্যুত্থিত যোগী বলে। এই ব্যুত্থিত যোগী ব্রহ্মবিদ্বর। কিন্তু সমাধিস্থ যোগী যখন পদার্থাভাবনী নামক ষষ্ঠ ভূমিকায় গমন করেন—সেই অবস্থায় ভিতরে বাহিরে কোন পদার্থের জ্ঞান থাকে না—সেখানে সমাধি আপনিও ভাঙ্গে না, কেহ ভাঙ্গাইতেও পারে না—ইহাই গাঢ় সুষুপ্তি—এই অবস্থায় যোগী ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। এই তুরীয় অবস্থায় কোন রূপ ব্যুত্থান ত নাইই পরন্তু সর্ব্বদা তন্ময় বলিয়া নিজের কোন প্রযত্ন নাই, পরমেশ্বর প্রেরিত প্রাণ বায়ু দ্বারা অন্য সম্পাদিত দৈহিক ব্যাপার হয় মাত্র। এই যোগী পরিপূর্ণ পরমানন্দ ঘন রূপে অবস্থান করেন। ইহাই বিদেহমুক্তি আর এই যোগীই ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ।

অর্জ্জুন—জ্ঞান পথ আমার পক্ষে এই অবস্থায় অসম্ভব। তথাপি জানিয়া রাখা আবশ্যক। এখন বল কোন্ লক্ষণে সমাধিস্থ স্থিত প্রজ্ঞকে জানা যায় ?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ নী শ
হে পার্থ যদা যস্মিন্ কালে অয়ং যোগী সর্ব্বান্ সমস্তান্ স্থূল সূক্ষ্ম
নী শ নী
কারণ শরীর ভোগ্যান্ মনোগতান্ মনসিপ্রবিষ্টান্ মনস্যেব সঙ্কল্প
নী নী শ
বিকল্পকাত্মকে স্থিতান্ নতু বহিঃ কামান্ কাম্যমানান্ বিষয়ান্ ইচ্ছা
শ শ নী
ভেদান্ প্রজহাতি প্রকর্ষেণ সমূলং জহাতি পরিত্যজতি তদা অয়ং
ম ম শ
যোগী আত্মনি এব পরমানন্দরূপে ন ত্বনাত্মনি তুচ্ছে আত্মনা স্বেনৈব
নী. নী শ ম
স্বরূপানন্দেন বাহ্যবিষয় নিরপেক্ষঃ স্বপ্রকাশচিদ্রূপেণ ভাসমানে নতু
ম ম ম ব
বৃত্ত্যা তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ পরম পুরুষার্থলাভাৎ ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষান্
ব
সংত্যজ্যাত্মানন্দারামঃ তথাচ শ্রুতি “যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা

যেহস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যো ভবত্যত্র মৃতোব্রহ্ম সমশ্নুতে” ইতি।

শ ব

স্থিত প্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স সমাধিস্থঃ

ব শ

স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ

শ

আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যখন কোন যোগী মনোগত সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপে আপনি পরিতুষ্ট থাকেন তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

অর্জ্জুন—সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বল?

ভগবান—সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মনোগত সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া আপন স্বরূপে আপনি নিরন্তর রমণ করেন।

অর্জ্জুন—কিরূপে তিনি আত্মারাম, আত্মক্রীড়া-পরায়ণ?

ভগবান—বিষয় ভোগের ইচ্ছাই কামনা। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ভোগের ইচ্ছা কামনা; আবার নিজের দেহকে সুন্দর রাখা, ফিট্‌ফাট্ রাখা, স্রক্ চন্দন বনিতা বিলাসে রাখা ইহাও কামনা। জীবের যে এই ইচ্ছা হয় ইহার মূলে একটা অজ্ঞান বা অবিদ্যা থাকে। এই অজ্ঞানের প্রভাব এত যে যাহা স্বরূপতঃ সুন্দর, যাহা স্বভাবতঃ রমণীয়দর্শন, অজ্ঞান তাহাকে ভুলাইয়া দেয়, দিয়া যাহা সুন্দর নহে, তাহাকে সুন্দর করিয়া সম্মুখে ধরে—শোভনাধ্যাস জন্মাইয়া দেয়—সেই জন্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি, সুন্দর দেখায়, দেহটা মাংস-বসাদির বিকার হইলেও তাহা সুন্দর দেখায়। তাই বলিতেছি অজ্ঞানান্ধ জীবের ভোগের যে ইচ্ছা তাহাই কাম বা কামনা। কামনা মনের ধর্ম্ম; কামনা আত্মার ধর্ম্ম নহে; সেই রমণীয় দর্শন আত্মা ধর্ম্মী পদার্থও নহেন। এই জন্য বলা হয় “কামানাং মনোধর্ম্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ” কামনা মনের ধর্ম্ম এজন্য পরিত্যাগের যোগ্য।

অর্জ্জুন—কাম বস্তুটা কি? কাম কত প্রকার, এসম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহার পর কামনা ত্যাগ কিরূপে করিতে হইবে শুনিব।

ভগবান—কামনা ত্যাগ করিবামাত্র প্রেমস্বরূপ পরম পদে স্থিতি লাভ হয়, এজন্য কাম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। শ্রবণ কর।

জীবের মধ্যে যে সঙ্কল্প বিকল্প উঠে সেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বস্তুটি মন। মন নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দুগ্ধ যেমন দধি হইয়া যায় মনও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারে আকারিত হইতেছে। স্থূলবস্তু ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আকারিত হয় না। দেহটা কৃশ হইতে পারে, স্থূল হইতে পারে, উজ্জ্বল হইতে পারে, প্রভাহীন হইতে পারে; কিন্তু দেহের আকার একই। আর সূক্ষ্ম বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আকারে আকারিত হইয়া যায়।

মনের নিকটে যখন যাহা পড়ে, মন তখন সেই সেই আকার ধারণ করে। মনের নিকট রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যখন আইসে তখন মনই রূপাদি আকার ধারণ করে। মনের বিষয়াকারে আকারিত হওয়াকে বৃত্তি বলে। ইহাই কাম। আবার মন যখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন আনন্দময় হইয়া যায়, ইহা প্রেম।

বহু প্রকারে মন বিষয় আকারে আকারিত হয়। যেখানে যেখানে মনের কার্য্য সেই

খানেই মনের অন্য আকারে আকারিত হওয়া—সেই খানেই মনোবৃত্তি। সেই খানেই কামনা। দুই একটি স্থূল স্থূল কামনা ছাড়িয়া লোকে ভাবে যে কামনা ত্যাগ হইল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মন কামনাশূন্য হয় তৎক্ষণাৎ জীব জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। আর যতক্ষণ কামনার একটি মাত্র সূক্ষ্ম বীজও মনোমধ্যে থাকিয়া যায় ততক্ষণ শঙ্কা আছে আবার দারুণ সংসার বৃক্ষ তাহা হইতে জন্মিতে পারে। এজন্য কামনার সমূল উচ্ছেদ চাই। কাজেই স্থূল সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম কামনাও জানা চাই।

মনের বিষয় আকারে আকারিত হওয়া অর্থাৎ মনোবৃত্তি উদয় হওয়া যদি কামনার মূল হয়, তবে দেখা উচিত মনোবৃত্তি কত প্রকার হইতে পারে।

মন ও চিত্ত সময়ে সময়ে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। চিত্ত বিষয় আকারে পরিণত না হইলেই জীব পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিল, প্রেমিক হইয়া গেল, নতুবা কামুক; এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

এই যে বিষয় আকারে চিত্তের পরিণতি ইহার নাম বৃত্তি। আত্মাকে সূর্য্য বিবেচনা কর; দর্পণকে চিত্ত বা প্রকৃতি বল, আর দর্পণ হইতে নির্গত হইয়া দেওয়ালের গায়ে যে সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়া, ইহাকে বিষয়াকেরে আকারিত চিত্ত বল। চিত্তত প্রতিক্ষণেই বিষয়ে পরিণত হইতেছে—বিষয় জলে ত ডুবিয়াই আছে—মায়ার মধ্যেই ত জীব রহিয়াছে; মুক্ত কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহার উত্তর এই যে, বিষয়ের মূলে চৈতন্যরূপী রমণীয় দর্শন আছেন। জল পার হইতে হইলে সাঁতার কাটিতে হয়। সাঁতার কাটার সময় একবার জলকে ধরিতে হয় আবার ছাড়িতে হয় এইরূপে জল পাড়ি দেওয়া যায়। বিষয় সমুদ্র পার হইতে হইলেও একবার ধর, আবার ছাড়, এইরূপে বিষয় বা মায়া সমুদ্র অতিক্রম কর।

এই জন্য বলিতেছি বৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকার। অশুভ বিষয়ে চিত্তের পরিণতি হইলে সেই অশুভ বিষয়াকারে আকারিত চিত্ত বা বৃত্তি পুরুষকে বদ্ধ করে ইহা ক্লিষ্ট বৃত্তি।

শুভ বিষয়ে যখন চিত্তের পরিণতি হয় তখন সেই শুভ বিষয়াকারে আকারিত চিত্ত বা বৃত্তি পুরুষের সংসার বন্ধন ক্রমে ক্ষীণ করে। ইহা অক্লিষ্ট বৃত্তি।

কামনা একবারে ছাড়িতে পার না এই জন্য প্রথমে শুভ কামনা কর। ইহাই ভক্তি যোগ। ক্রমে সমস্ত কামনাশূন্য হইতে পারিবে। কিন্তু কত প্রকারে চিত্ত শুভ বা অশুভ বিষয়াকারে আকারিত হয় তাহা জানিয়া রাখ।

প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয় বৃত্তি, বিকল্প বৃত্তি, নিদ্রা বৃত্তি এবং স্মৃতি বৃত্তি—বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার। প্রত্যক্ষ কালে, অনুমান কালে, ভ্রমপ্রমাদ শূন্য বাক্যের অর্থ বোধ কালে, চিত্ত শুভ বা অশুভ বিষয়াকারে আকারিত হয়। এই সমস্তই বন্ধন, যদিও আগম বৃত্তি দ্বারা ক্রমে বন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে, তথাপি ইহাও শুভ বন্ধন বটে। আবার রজ্জুতে যখন সর্পজ্ঞান হয় তখন সেই মিথ্যাজ্ঞান কালে চিত্তের যে পরিণতি তাহা বিপর্য্যয় বৃত্তি। বিপর্য্যয় বৃত্তি কালে চিত্ত বিষয়ে পরিণত হয় না; কারণ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যখন হয় তখন একটা বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ হয় মাত্র। এই বিপর্য্যয় বা ভ্রম জ্ঞান—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকটির কোন একটি থাকিলেও তোমার মন কামনা শূন্য হয় নাই বুঝিতে হইবে। আবার বিকল্প বৃত্তি কালে চিত্ত অন্য এক আকারে আকারিত হয়। "খ পুষ্প" শব্দ শ্রবণে মনে একরূপ জ্ঞান হয় এখানে আকাশ আছে এবং পুষ্প আছে বটে কিন্তু আকাশ পুষ্প বলিয়া বস্তু নাই, কেবল শব্দ ও জ্ঞান আছে ইহা বিকল্প বৃত্তি। ইহাও কামনা।

সত্যজ্ঞান যাহা, তাহাতে শব্দ, অর্থ ও অর্থজ্ঞান এই তিনটি থাকে কিন্তু বিকল্প জ্ঞান কালে (যেমন শশশৃঙ্গ বা অশ্বডিম্ব) শব্দ থাকে, জ্ঞান থাকে, অর্থ থাকে না। আবার রজ্জুসর্পও ভ্রম জ্ঞান, এবং শশ শৃঙ্গও ভ্রম জ্ঞান, তবে প্রভেদ এই যে রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া

যে কার্য্য হইতেছিল, ভ্রম ভাঙ্গিলে তাহা থাকে না ; কিন্তু বিকল্প স্থলে (যেমন মায়া) অযথার্থ জানিয়াও কার্য্য করিতে হয়।

অর্জ্জুন—এত ব্যাখ্যায় লোকের কি ধৈর্য্য থাকিবে ?—কামনা ত্যাগ হয় কিরূপে তাহাই বল।

ভগবান্—অর্জ্জুন, লোকে চায় দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। আর সংসারে আসিবে না—আর জনম মরণ ক্লেশ পাইবে না—আর জঠর যাতনা ভোগ করিবে না—আর প্রিয়জন বিয়োগ হইবে না—চায় ত এই সব, কিন্তু যে কামনা বীজ থাকিতে ইহা হইতে পারে না—তাহার কথা শুনিতেও ধৈর্য্য থাকে না। বল আমার দোষ কি? আমার সুখময় নিত্য ধামে ত ফাঁকি দিয়া যাওয়া যায় না?—সর্ব্বদা যে আমার মত হইয়া আমার সঙ্গে বিহার করিবে তাহাকে অন্ততঃ আমার কথা শুনিবার ধৈর্য্যটুকুও লাভ করা চাই। নতুবা একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিলেই যদি ভক্ত হওয়া যায়, আর আমার নিত্য রাজ্যে বাস করা যায়, তবে যাহারা আমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে, আমার জন্য সর্ব্ব দুঃখ হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়া, আমার কথা, আমার উপদেশ, বুঝিতে নিরন্তর প্রাণপণ করিতেছে--তাহাদের সহিত—বিষয় ভোগটুকুও থাকিবে, আর কৃষ্ণ কৃষ্ণও হইবে এইরূপ লোকের গতি যদি আমি একরূপ ব্যবস্থা করি, তবে কি আমার কোন বিচার থাকে? যে আমার জন্য বহু কষ্ট করে, আর যে বিষয় কামনার লোভ ছাড়ে না, আর আমারও নাম দুই চারিবার করে—ইহাদের গতি কখন এক হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তবে এত করিয়া কি আমায় গীতা বুঝাইতে হইত? লোকের বহু প্রকার ভ্রম আছে—ভ্রমে পড়িয়া ইহারা আত্মপ্রবঞ্চনা করে, অথচ আপনার প্রতারণা আপনি ধরিতে পারে না, ধরিবার চেষ্টাও করে না। তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিয়া যাও, পরে কার্য্য করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—তুমি কতই ভালবাস। আমি বুঝিতেছি, চিত্ত যতদিন সম্পূর্ণ নির্ম্মল না হয়, ততদিন বুঝি ধৈর্য্যও থাকে না। তোমার মত দয়াময় গুরু না হইলে শিষ্যের ভ্রম আর কে দেখাইয়া দিবে? তুমি বল আমি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিব।

ভগবান—আমি নিতান্ত সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছি। পরে যখন আমার বাক্য ধারণা করিতে করিতে লোকের শক্তি আরও বাড়িয়া যাইবে তখন কামনার কথা আরও বিশেষ করিয়া তাহারা শুনিতে চাহিবে। নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতিবৃত্তির কথা বাকি আছে। যতদিন তোমার নিদ্রা আছে ও স্মৃতি আছে ততদিন জানিও তোমার 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হয় নাই, তুমি সব কামনা শূন্যও হও নাই। লোকে যাহাকে সুষুপ্তি বলে তাহাই নিদ্রা। চিত্তের জাগ্রৎ অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়, স্বপ্ন বৃত্তিতে মনের কার্য্য হয়, কিন্তু নিদ্রাবৃত্তিতে (সুষুপ্তিতে) চিত্ত তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়। নিদ্রাবৃত্তিও একটা অনুভব বিশেষ। যেহেতু ইহার স্মরণ হয়। নিদ্রাভঙ্গে কখন স্মরণ হয়, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইহা সাত্ত্বিক স্মরণ। কখন স্মরণ হয়, আমি কত ভীষণ দুঃখে ছিলাম, ইহা রাজসিক স্মরণ। কখন স্মরণ হয়, আমার শরীর নিতান্ত ভার—ইহা তামসিক স্মরণ।

স্মৃতিবৃত্তিও স্মরণ। একটা অনুভব হয়, পরে তাহার স্মরণ হয়। স্মৃতিবৃত্তিতে চিত্ত অনুভব ও বিষয় উভয়কেই স্মরণ করে। অনুভবটি বিষয়ের অধীন। এই জন্য অনুভব যাহা তাহা বিষয় ও বিষয়জ্ঞান এই উভয় আকারে ভাসমান হইয়া সংস্কার জন্মায়। অনুভব হইতে সংস্কার পড়ে। সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মে।

গঙ্গা অনুভব করিলাম। তথানে অনুভবের বিষয় গঙ্গা। ইহা হইতে যে সংস্কার পড়িল তাহারও বিষয় গঙ্গা। চিত্ত অনুভব ও বিষয় উভয়ই স্মরণ করে। এই স্মৃতিবৃত্তি আবার ভাবিত স্মর্ত্তব্য ও অভাবিত স্মর্ত্তব্য ভেদে দুই প্রকার। স্মরণের বিষয়টি যদি কল্পিত হয় তবে তাহাকে ভাবিত স্মর্ত্তব্য বলে। স্বপ্নে ভাবিত স্মর্ত্তব্য জ্ঞান হয়।

যাহার বিষয়টি কল্পিত নয় তাহা অভাবিত স্মর্ত্তব্য। জাগ্রতে অভাবিত স্মর্ত্তব্য জ্ঞান হয়।

সর্ব্ব প্রকার চিত্ত বৃত্তিতেই সুখ দুঃখ মোহ আছে। এই জন্য কামনা ত্যাগ ভিন্ন আমার পরম পদে নিত্যস্থিতি নাই।

অর্জ্জুন—এখন বল কামনা ত্যাগ কিরূপে হইবে?

ভগবান—আমার পরম পদে স্থিতির নামই মুক্তি। মুক্তি অর্থ সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি। যতদিন শুভ বা অশুভ কোন প্রকার সঙ্কল্প বা কামনা থাকিবে ততদিন নিত্য স্থিতির সম্ভাবনা নাই। রমণীয় দর্শনের সহিত চিরমিলন কোন সঙ্কল্প বা কামনা থাকিতে হয় না। শুভ সঙ্কল্প অভ্যাসে কিছুদিনের জন্য ভাবনা রাজ্যে চিত্তাকাশে মিলন হইতে পারে, কিন্তু চিদাকাশে নিত্য অবস্থিতি সঙ্কল্পক্ষয় ভিন্ন হইবে না। সেই জন্য বলা হয়:—

"যদি বর্ষ সহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।
যদি বা বিলয়াত্মানং শিলায়াং চূর্ণয়স্তলম্॥
যদি বাগ্নিং প্রবিশসি বাড়বাগ্নিমথাপিবা।
যদি বা পততি শুভ্রে খড়্গাধারা জবে তথা॥
হরো যদ্যুপদেষ্টাতে হরিঃ কমলজোঽপিবা।
অত্যন্ত করুণাক্রান্তো লোক নাথোঽথবা যতিঃ॥
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তৎ তব।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতেঃ॥"

যদি তুমি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা কর, নশ্বর দেহকে শিলাতলে বিচূর্ণিত কর, অগ্নিতে বা বাড়বানলে প্রবেশ কর, গর্ত্তে নিপতিত হও বা বেগক্ষিপ্ত খড়্গাধারে পতিত হও—আর যদি স্বয়ং হর, হরি, ব্রহ্মা বা লোকনাথ যতি দত্তাত্রেয়াদি করুণা পরবশ হইয়া তোমাকে উপদেশ করেন—যদি তুমি পাতালে, পৃথিবীতে বা স্বর্গেও থাক সঙ্কল্প প্রশমন ব্যতীত আমার সহিত নিত্য স্থিতির উপায়ান্তর নাই। একবারে সর্ব্ব কামনা শূন্য হইতে পার না, শুভ কামনা কর, কিন্তু জানিও, শুভ কামনাও ছাড়িতে হইবে, নতুবা নিত্য স্থিতি নাই। জীবন্মুক্তি নাই। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, ক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ হইবে, পরে শুভ কামনাও ত্যাগ হইবে, তখন জ্ঞান হইবে। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুতেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর হইবে না।

স্থূল কামনা স্বপ্ন কামনা এবং দিব্য কামনা ত্যাগ জন্য কি করিতে হইবে শ্রবণ কর। যতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছ ততদিন লোকালয়ে থাকিতে পার কিন্তু "স্থূলানাং কামানাং ত্যাগ একান্ত সেবন মাত্রান্তবতীতি স স্থবীয়ানেব বিলীনকরণ গ্রামস্য সমনস্কস্য জাগ্রদ্বাসনা ময়াঃ স্বপ্নে যে কামাঃ স্ফুরন্তি তেষামপি ত্যাগো ভগবদ্ধ্যানাদিরূপ সদ্বাসনাভ্যাসবলেন ভবতি। যে তূপসংহৃতকরণস্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে দিব্যাঃ কামনাঃ সঙ্কল্পমাত্রোপগতা দহরবিদ্যাদিষু প্রসিদ্ধাস্তেষামপি ত্যাগোঽসম্প্রজ্ঞাত সমাধ্যভ্যাস বলেন ভবতি। এবং ত্রিবিধান্ কামান্ ত্যক্তা অখণ্ডৈক রসে তুষ্টো যদা ভবতি তদায়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে।

একান্ত সেবা ভিন্ন স্থূল কামনা দূর হইবে না। স্বপ্ন কামনা ভগবদ্ধ্যানাদি ভিন্ন অন্য কিছুতে যাইবে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কালে সঙ্কল্পমাত্রে যে দিব্য কামনা থাকে তাহাও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাসে দূর হইবে। তাহার পরে জ্ঞান উদয়ে অখণ্ড আত্মানন্দ প্রাপ্তি। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।

অর্জ্জুন—আর একবার বল কামনাযুক্ত ও কামনামুক্তের গতি কি?

ভগবান্—আত্মা রাজা, জগৎ-গৃহ তাঁহার রাজ্য। ইনি প্রথমে আপন রাজ্যে অহংকার মন্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অহঙ্কার মন্ত্রী দেহ গঠনাদি কার্য্য করে। করিয়া আপন কার্য্য আত্মাতে আরোপ করে। দেহী অহঙ্কার কৃত সঙ্কল্প বশে সঙ্কল্পনিগড়ে বদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি কামনা করে এবং সর্ব্বদা শোকাকুল হয়। অহংকারের সত্ত্ব, রজ, তম, নামক তিন দেহ। তমঃ সঙ্কল্পে তামস চেষ্টা হয় তাহাতে কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্তি ঘটে। সত্ত্ব সঙ্কল্পে ধর্ম্ম

জ্ঞান হয়। তখন দেহীর মোক্ষ রাজ্য অদূরে অবস্থান করে। কিন্তু রজঃ সঙ্কল্পে দেহী ব্যবহার কুশল হয় এবং পুত্রদারাদি সংসারে বদ্ধ হয়। ক্রম অনুসারে যখন ধ্যান যোগে জ্ঞানলাভ হয় তখন দেহীর স্থূল সূক্ষ্ম দিব্য কামনা সমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের জীবন্মুক্তি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত রাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখেষু বি ক্ষুৎপিপাসা জ্বরশিরোরোগাদিষ্বাধ্যাত্মিকেষু সর্প-ব্যাঘ্রাদ্যুত্থিতেষ্বাধিভৌতিকেষু, বি অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেষ্বাধিদৈবিকেষু শ প্রাপ্তেষু ব সৎসু অনুদ্বিগ্নমনাঃ নী অচঞ্চলমনাঃ বি প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি ব কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তেভ্যো নোদ্বেজিতঃ ব ইত্যর্থঃ বক্ষ্যতি চ নী "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" নী ইতি। সুখেষু রা চোক্তমাহারসৎকারাদিনা শ প্রাপ্তেষু বিগতস্পৃহঃ বিগত স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য প্রারব্ধাকৃষ্টান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তৈরুপস্থিতৈঃ প্রহৃষ্টমুখো ন ভবতী-ত্যর্থঃ। রক্ষ্যতি চ ম "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" ইতি। বীতরাগভয়ক্রোধঃ বীতরাগঃ ব কমনীয়েষু প্রীতিশূন্যঃ বীতভয়ঃ বীতং বি বিগতং ভয়ং স্বভোক্তৃভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ, বীতক্রোধঃ স্বহন্তৃষু বি বন্ধুজনেষু যস্য সঃ। যথৈবাদি ভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদচিকীর্ষোর্বৃষলরাজাৎ ন ভয়ং নাপি তত্র ক্রোধোঽভূদিতি। বি ব এবম্বিধো মুনিঃ ব আত্মমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ ব স্থিতধীঃ ব্যুত্থিতস্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।

দুঃখে যাঁহার মন উদ্বেগশূন্য, সুখে যিনি তৃষ্ণাশূন্য, যাঁহার চিত্ত হইতে আসক্তি, ভয়, ক্রোধ দূর হইয়াছে এইরূপ আত্মমননশীল ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

অর্জ্জুন—এক্ষণে বল "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা"। বুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ লোক ব্যবহারে কিরূপ ভাষা প্রকাশ করেন? তিনি স্বগত বা স্পষ্ট কিরূপ কথা কহেন?

ভগবান—ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ দুঃখ আসিলেও বিচলিত হয়েন না, সুখ আসিলেও আনন্দিত হয়েন না; তাঁহার অনুরাগ বা ভয় বা ক্রোধ কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—দুঃখে বিচলিত হন না কিরূপে?

ভগবান—দুঃখ আসিলে অজ্ঞানী এই বলিয়া ব্যাকুল হয় যে আমার কেন দুঃখ আসিল? হায়! পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করিয়াছি তাহার ফলভোগ হইতেছে। আমার জীবনে কি প্রয়োজন? আমায় শতধিক্, আমি সংযমী হইতে পারিলাম না—আমার কিছুই হইবে না, আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য অপবিত্র—অজ্ঞানী এইরূপ শোকে আচ্ছন্ন হইয়া স্বধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে অবহেলা করে। কিন্তু ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ বিচার করেন—যদি দুঃখ আসিবার পূর্ব্বে যাহাতে দুঃখ না আসিতে পারে তাহার নিশ্চয় উপায় পাওয়া যাইত, তবে দুঃখ নিবারিত হইত। কিন্তু যখন তাহা কিছুই নিশ্চিৎ পাওয়া গেল না তখন দুঃখ ভোগ কালে অনুতাপ করিয়া ফল কি? কারণ দুঃখ যখন আসিয়াছে তখন দুঃখ কেন আসিল—আমি না জানি কত পাপ করিয়াছি—এইরূপ প্রলাপে কোন উপকার নাই। এইরূপ প্রলাপে দুঃখের উচ্ছেদ হয় না। এজন্য উদ্বেগ বৃথা। এই জন্য যিনি কর্ম্মফলদাতা, তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে হইয়া যাক্, এই বিচার দ্বারা ব্যুত্থিত যোগী অবিচলিত থাকেন। যাহা হইবেই, যাহার প্রতীকার হইবে না, তাহা সন্তুষ্ট মনে সহ্য কর।

অর্জ্জুন—সমস্ত দুঃখেই কি অবিচলিত থাকা যায়?

ভগবান—স্থিতপ্রজ্ঞ পারেন। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার। শারীরিক জ্বরাদি এবং কাম ক্রোধ লোভাদি। আধিভৌতিক দুঃখ—সর্প, ব্যাঘ্রাদি হইতে জাত, আর আধিদৈবিক দুঃখ, বিদ্যুৎবজ্রবৃষ্টি হইতে জাত। এই ত্রিবিধ দুঃখ আসিলেও যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি শ্রীভগবানকেই দেখিতে থাকেন—তিনি দয়াময় মনে রাখিয়া প্রারব্ধ ভোগ মাত্র করিয়া যান। আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যাহা আছে তাহা ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত হইতে পারিব না এই ভাবিয়া তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যান।

অর্জ্জুন—স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে বিগতস্পৃহ কিরূপে?

ভগবান—প্রারব্ধ পুণ্য ভোগের নাম সুখ। দুঃখেও যেরূপ প্রারব্ধ ভোগ হয় সুখেও সেইরূপ। এই জন্য সুখে দুঃখে তিনি স্পৃহাশূন্য।

অর্জ্জুন—স্পৃহা কাহার নাম?

ভগবান—এক জাতীয় সুখের ভোগকালে তজ্জাতীয় অন্য সুখের স্মরণ হয় ইহা মনের ধর্ম্ম। এই আগামী তজ্জাতীয় সুখ ভোগের যে ইচ্ছা তাহাই স্পৃহা।

অর্জ্জুন—স্পৃহা বর্জ্জনীয় কেন?

ভগবান—কোন এক ধর্ম্ম আচরণ করিয়া এক প্রকার সুখ জন্মিল, তখন অন্য প্রকার ঐ জাতীয় সুখ স্মরণ হয়। এই জন্য সুখানুভব কালে তজ্জাতীয় সুখের জন্য অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছা হয়। এই বৃথা আকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণা তামসী চিত্ত বৃত্তির ভ্রান্তি মাত্র। অবিবেক হইতেই ইহা জন্মে। কিন্তু বিবেকীর কোন উদ্বেগ নাই। জ্ঞান লাভ করিলাম না অথচ মৃত্যু না হয় এইরূপ ইচ্ছাই উদ্বেগ। কারণ আছে কিন্তু কার্য্য না হউক, এই বৃথা

আকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণাও বিবেকীর কখন হয় না। রাগ দ্বেষ আছে কিন্তু তাহার কার্য্য যে সংস্কার আগমন তাহা না হউক এই বৃথা আকাঙ্ক্ষারূপ তৃষ্ণা ইহা বিবেকীর হয় না ?

অর্জ্জুন—স্পৃহা দ্বারা লোক কিরূপে বিচলিত হয় ?

ভগবান—আমি যে সুখ পাইয়াছি, সে সুখ কাহার ভাগ্যে ঘটে—আমি ধন্য, ত্রিভুব আমার সমান কে আছে—এই সুখ যেন না যায় ইত্যাদি চিন্তায় অজ্ঞানী বেঁহুস হয়।

অর্জ্জুন—স্থিতপ্রজ্ঞ রাগ ভয় ক্রোধ জয় করেন কিরূপে ?

ভগবান—রূপাদি বিষয়ে রঞ্জনাত্মক যে অভিনিবেশ তাহাই রাগ। যাহা একবার ভা লাগিয়াছিল তাহা কোন কারণে স্মরণ হইলে পুনর্ব্বার পাইবার যে লোভ, তাহাই রাগ। অনুরাগের বিনাশ সময়ে নিজের—তন্নিবারণের অসমর্থতা জন্য দীনতা সূচক যে চিত্তবৃ তাহাই ভয়। আর উহার সামর্থ জন্য যে জ্বলনাত্মক চিত্তবৃত্তি তাহাই ক্রোধ। সর্ব্বদা চি যদি আত্মাতে লাগিয়া থাকে তবে রাগ, ভয়, ক্রোধ কিরূপে হইবে ? জড়ভরতকে যখন দেবী নিকটে বলি দিতে লইয়া যায় তখন তাঁহার ভয়ও হয় নাই, ক্রোধও হয় নাই।

যঃ সর্ব্বত্রানভি স্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যঃ [শ] মুনিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ধন [নী] দেহ জীবনাদিষু অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ [শ্রী] তত্তৎ [ম] প্রারব্ধকর্ম্ম পরিপ্রাপিতং শুভং [ব] উত্তমভোজনস্রক্‌চন্দনার্পণরূপং সুখহেতুং বিষয়ং প্রাপ্য [শ] লব্ধা [শ্রী] নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি [ব] তদর্পকং প্রতি ধর্ম্মিষ্ঠস্ত্বং চিরঞ্জীবেতি [ব] ন বদতি অশুভং [ব] অপমানং যষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন [শ্রী] নিন্দতি পাপিষ্ঠস্ত্বং ম্রিয়স্বেতি নাভিশপ কিন্তু [শ্রী] কেবলমুদাসীন এব ভাষতে তস্য অনভিস্নেহস্য হর্ষবিষাদরহিতস্য মুনেঃ প্রজ্ঞা [ম] পরমাত্মতত্ত্ববিষয়া প্রতিষ্ঠিতা [ম] ফলপর্য্যবসায়িনী [শ] ভবতি।

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, শুভ পাইয়াও তাহার প্রশংসা করেন না, অশু পাইয়াও তাহার নিন্দা করেন না, সেই স্নেহশূন্য হর্ষবিষাদরহিত মুনির প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

অর্জ্জুন—ব্যুত্থিত যোগীর অন্য ব্যবহার কি ?
ভগবান—তিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য ও হর্ষবিষাদরহিত।

অর্জ্জুন—স্নেহ কি?

ভগবান—অন্যের হানি বা বৃদ্ধিতে আমার হানি বা বৃদ্ধি হইবে এইরূপ আপনাতে যে আরোপ, তদ্দ্বারা অন্যের প্রতি যে প্রেমাত্মক তামসী চিত্তবৃত্তি তাহাই স্নেহ। যস্মিন্ সত্যন্যদীয়ে হানিবৃদ্ধৌ স্বস্মিন্নারোপ্যতে স তাদৃশোঽন্যবিষয় প্রেমাপরপর্য্যায় স্তামসো বৃত্তি বিশেষঃ স্নেহঃ। সর্ব্বত্রই এক চৈতন্য বস্তু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—সকল বস্তুর মূলে সকলের অনুভব কর্ত্তা আছেন—এই পরমাত্মরূপ পরম পদার্থে যিনি স্নেহবান হইয়াছেন, তাহার আর অন্য বিষয়ে স্নেহ কিরূপে থাকিবে? দুই না থাকিলে স্নেহ হয় না। এজন্য স্নেহ ও অজ্ঞানতা—তামসী বৃত্তি। যোগীর অজ্ঞান নাই এজন্য ইঁহারা স্নেহশূন্য। যোগী পরম পদার্থে প্রেমবান্।

অর্জ্জুন—আদর পাইলেও হর্ষ নাই অনাদরেও বিষাদ নাই কিরূপে?

ভগবান—লোকে উত্তম উত্তম বস্তু পাইলেই "তুমি দাতা ধর্ম্মিষ্ঠ চিরজীবী হও" ইত্যাদি স্ফুট বা স্বগত বাক্যে হর্ষ প্রকাশ করে। কিন্তু যোগী জানেন প্রারব্ধ পুণ্য জন্য হর্ষ উপস্থিত হয়। আত্মা ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর এবং আসক্তির অযোগ্য এজন্য তিনি অন্য কিছু প্রাপ্ত হইলেও হর্ষশূন্য। তিনি বিষাদশূন্যও বটেন। কারণ লোকে অপমান বা প্রহার প্রাপ্ত হইলে "পাপিষ্ঠ তুই মর্" ইত্যাদি স্ফুট বা স্বগত বাক্যে বিষাদ প্রকাশ করে। যোগী জানেন যে প্রারব্ধ পাপ জন্য অশুভ উপস্থিত হইয়াছে। আত্মা ব্যতীত সমস্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আসক্তির অযোগ্য এই জন্য বিষাদেরও স্থান নাই। হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি তামসী চিত্তবৃত্তির ভ্রান্তি মাত্র।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

শ নী
অয়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ প্রারব্ধ কর্ম্মবশেন ব্যুত্থিতঃ
ম নী
যোগী সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদি সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ
ব
কূর্ম্মোঽঙ্গানীব যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গানি মুখকরচরণানি সংহরতি
ম ম নী
তদ্বৎ যদা চ পুনঃ সংহরতে সঙ্কোচয়তি দ্বৈতদর্শনাদুদ্বিগ্নঃ সন্ নিরোধ
নী ম
সংস্কার প্রাবল্যাৎ প্রীত সমাধি মনুতিষ্ঠন্নেবাস্তে ইত্যর্থঃ তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কচ্ছপের কর চরণ সঙ্কোচ করার মত যখন ইনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন তখন বলা যায় তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন—ব্যুত্থিত যোগী কিরূপে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন? "কিমাসীত" ইহা এক্ষ বুঝাইয়া দাও।

ভগবান—তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে তোমাকে এক প্রশ্ন করি। বল দে সমাধিস্থ হইলেও আবার ব্যুত্থান হয় কিরূপে?

অর্জ্জুন—প্রারব্ধ কর্ম্মই ইহার কারণ। ঘুমাইবার পরে যে কারণে ঘুম ভাঙ্গে ইহা সেইরূপ। ইন্দ্রিয় পরিশ্রান্ত হইলে কর্ম্ম সংস্কাররাশি লইয়া মন ঘুমাইয়া পড়ে। স্বপ্ন বা ইচ্ছা করিয়াও ঘুম আনা যায়। স্বপ্ন শূন্য নিদ্রাই সুষুপ্তি। সুষুপ্তি প্রথমে স্বপ্ন প্রকাশ পায়। পরে জাগ্রত আইসে। সুষুপ্তি হইতে যে উত্থান হয় প্রারব্ধ কর্ম্মই ইহার কারণ। কর্ম্ম-সংস্কার সমূহ কি জন্য কাহার প্রেরণায়, কোন সময়ে ফলদানোন্মুখ হয় ইহার তত্ত্ব তুমি আমায় পরে বুঝাইয়া দিও, আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে যে সমা হয় তাহাতে স্বস্বরূপেই দৃঢ়রূপে স্থিতি লাভ হয়। জ্ঞান লাভ হইলে হয় এই, যে, আত্ম যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহা অনুভব হয়। কাজেই কর্ম্মগুলি প্রকৃতি দ্বারা কৃত হইয়াছি, আমি প্রকৃতি নহি, এই বোধ হইলেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়। এখন বল ব্যুত্থানে কি হয়?

ভগবান—ব্যুত্থান হইলে স্বরূপে স্থিতি থাকে না, দ্বৈত দর্শন হয়। কিন্তু সেই অবস্থাতে যিনি কূর্ম্মের ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে আকর্ষ করিতে পারেন, তিনি ব্যুত্থিত যোগী। তিনিও স্থিতপ্রজ্ঞ।

"কি মাসীত" "কিং আসনং কুর্য্যাৎ" "কথং ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্য্যাৎ" "কথমাস্তে" "ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্য বিষয়েষু চলনাভাবঃ কীদৃশঃ"—ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যাখ্যা তাহার ভাব এ যে, সমাধি হইতে যখন ব্যুত্থান হয় প্রারব্ধ কর্ম্মই তাহার কারণ। ব্যুত্থান সময়ে ইন্দ্রিয়ব বিষয়ে ছুটিবেই। এই অবস্থায় স্থিরপ্রজ্ঞ কি করেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে ইন্দ্রি নিগ্রহ করেন, ইহাই তুমি জানিতে চাহিয়াছিলে।

আমি বলিতেছি দ্বৈতদর্শন মাত্রেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া কূর্ম্মের মত ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহা করিতে পারেন। নিরোধ সংস্কারের প্রাবল্য ত একটা থাকেই। সেই অভ্যাস থাকা তিনি আত্মসংস্থ হইতে পারেন।

যাঁহারা মণি দ্বীপে ধারণাভ্যাসী, তাঁহারাও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত রাখি পারেন।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়াণামাহারা বিষয়াঃ। বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতে
শ শ্রী
ন্দ্রিয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্য উপবাসপরস্য বিষয়াননা
শ ম শ্রী
হরত আতুরস্য বা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্ত
আ
ইত্যর্থঃ। যো হি বিষয়প্রবণো ন ভবতি তস্যাত্যন্তিকে তপসি
ক্লেশাত্মকে ব্যবস্থিতস্য বিদ্যাহীনস্যাপীন্দ্রিয়াণিবিষয়েভ্যঃ সকাশাৎ
আ স্ত্রী ব
যদ্যপি সংহ্রিয়ন্তে তথাপি রাগোঽবশিষ্যতে কিন্তু রসবর্জ্জং রসো রাগ

ব ম
স্তৃষ্ণা তদ্বর্জং বিষয়তৃষ্ণা তু ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য
ব ব
তু রসোঽপি বিষয়রাগোঽপি পরংদৃষ্ট্বা বিষয়েভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দ-
ম ম ব
মাত্মানং অনুভূয় তদেবাহমস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য নিবর্ত্ততে বিনশ্যতি।

নিরাহারী অজ্ঞ জনেরও ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তৃষ্ণা থাকিয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন বলিয়া ইঁহার বিষয়তৃষ্ণা পর্য্যন্ত থাকে না।

অর্জ্জুন—স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে ইন্দ্রিয় জয় করেন কতক কতক বুঝিতেছি। কিন্তু কষ্টতপস্বী, উপবাসপরায়ণ বা আতুর ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়সমূহ ত কুর্ম্মাঙ্গের ন্যায় বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হয় ইঁহারা কি স্থিতপ্রজ্ঞের তুল্য ?

ভগবান—না। বিষয়ই ইন্দ্রিয়ের আহার। রোগী, কষ্ট-তপস্বী বা উপবাসপরায়ণের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া ইহারা বিষয় ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের বিষয় ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের কিন্তু বিষয়তৃষ্ণাও থাকে না। স্থিতপ্রজ্ঞ পরমাত্মাকে দর্শন করেন। পরমাত্মদর্শনে বিষয় অপেক্ষা কোটিগুণে মধুর রস ভোগ হয়। আত্মা রসস্বরূপ। আত্মরস যিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার কোন বিষয়তৃষ্ণা থাকিতে পারে না। আত্মাকে ভালবাসা ব্যতীত ইন্দ্রিয়জয়ের কোন উপায় নাই।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথানি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

শ শ ম
হে কৌন্তেয়! হি যস্মাৎ বিপশ্চিতঃ মেধাবিনঃ অত্যন্ত বিবে-
শ্রী শ
কিনঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবতঃ যততঃ অপি প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি
নী ব ম
সমাধিসিদ্ধ্যর্থং ইন্দ্রিয়জয়ে ভূয়োভূয়ো বিষয়দোষদর্শনাত্মকং যত্নং
শ শ্রী
কুর্ব্বতোঽপি পুরুষস্য মনঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকাণীত্যর্থঃ
ব ম নী
ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং হরন্তি বলাদিব বিকারং প্রাপয়তি যথা বহবশ্চৌরাঃ
ম
বনে একং পুরুষং প্রমথ্য তস্য বিত্তং হরন্তি তথেন্দ্রিয়াণ্যপি বিষয়সন্নি-

ধানে মনো হরন্তীতি। [ম] [শ] বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলী-কুর্ব্বন্ত্যাকুলীকৃত্য [শ] হরন্তি। [ম] ননু বিপশ্চিতি স্বামিনি বিবেকেচ রক্ষকে সতি [ব] বিরোধিনি বিবেকজ্ঞানে স্থিতে [ব] সতি কথং হরন্তি তত্রাহ প্রমাথী-নীতি। অতি বলিষ্ঠত্বাৎ তজ্জ্ঞানোপমর্দ্দনক্ষমাণীত্যর্থঃ। [ব] তস্মাৎ চৌরেভ্যো মহানিধেরিবেন্দ্রিয়েভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংরক্ষণং স্থিত-প্রজ্ঞাসনমিতি।

হে কৌন্তেয়! ইহলোকে দেখা যায় যে, পুরুষ যদি অত্যন্ত বিবেকবানও হয় এবং মোক্ষলাভ জন্য ইন্দ্রিয়জয়ে পুনঃ পুনঃ যত্নও করে, তথাপি ইঁহারও মনকে অত্যন্ত বলবান বিবেকমর্দ্দনক্ষম ইন্দ্রিয় সমূহ বলপূর্ব্বক হরণ করে।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় করা কি এত কঠিন? শ্রীআত্মদেবের দর্শনভিন্ন—আত্মানন্দে মগ্ন হওয়া ভিন্ন কি ইন্দ্রিয়জয় কিছুতেই হয় না?

ভগবান—ইন্দ্রিয়জয় নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। ইন্দ্রিয়সমূহ পরিশ্রান্ত হইলে সুষুপ্তি কালে ইহারা আপনা হইতে আত্মদেবে লয় হয়। ইহা কিন্তু ইন্দ্রিয়জয় নহে। প্রকৃতি বশে ইহা হয়। কিন্তু সাধককে সমাধি দ্বারা ইহা করিতে হইবে। সাধক আপন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যখন কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মানন্দে মগ্ন করাইতে পারেন তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। এই ব্যাপার অতিশয় আয়াস-সাধ্য।

যে মেধাবী পুরুষ শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট উপদেশ পাইয়াছেন এবং যিনি পুনঃ পুনঃ বিষয়দোষ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিবার জন্য রসময় আত্মাতে সমাধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন পুরুষও বিষয় প্রাপ্ত হইলে সামলাইতে পারেন না। যেমন বহু চোর মিলিত হইয়া নির্জ্জন বন মধ্যে কোন এক পুরুষের বিত্ত হরণ করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-চোরগণ বিষয়-কাননে মনকে ভুলাইয়া আনিয়া—অথবা সংসার রূপ বিষয়ারণ্যে মনকে আসিতে দেখিয়া, ইহাকে জোর করিয়া বশ করিয়া লয়। বশীভূত করিয়া ইহার সর্ব্বস্ব যে জ্ঞানরত্ন তাহাই বলপূর্ব্বক হরণ করে। ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান—ইহারা এতই বিবেকমর্দ্দনক্ষম। বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ—শাস্ত্র ও আচার্য্যের নিকট জ্ঞানের কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন এমন ব্যক্তি:কেও মোহিত করে। ইহারা বিবেককে মর্দ্দন করে। শতবার ধরিয়া যে বিষয়ের দোষ বিচার করিতেছে তাহাকেও বলপূর্ব্বক অজ্ঞানীর কার্য্য করাইয়া ফেলে।

তাই সাধুগণ উপদেশ করেন সামান্য অর্থ, পাছে চুরী যায় সেই জন্য তালার উপর তালা দিতেছ, প্রহরীর উপর প্রহরী রাখিতেছ, কিন্তু প্রতিক্ষণে তোমার জ্ঞানরত্ন চুরি যাইতেছে, প্রতিক্ষণে তোমার ইন্দ্রিয় যে তোমাকে তোমার রমণীয়দর্শন আত্মদেবকে ভুলাইয়া বিষয়রসে, মগ্ন করিতেছে, তোমাকে বিবেকশূন্য করিয়া বিষয়বিষকে সুধা বলিয়া পান করাইতেছে, ইহা কেন দেখ না। তাই তাঁহারা বলেন "তস্মাৎ জাগ্রত

জাগ্রতোভবান"। তোমার যে সর্ব্বস্ব চুরী যায় তুমি জাগ্রত হও। বেশ করিয়া দেখ দেখি মধুর স্বর, মধুর রূপ, মধুর গন্ধ—শুনিয়া, দেখিয়া শুঁকিয়া তুমি ক্ষণকালের জন্যও রমণীয়দর্শন আত্মারামকে ভুলিয়া যাও কি না? কত ক্লেশ করিয়া সমাধি করিতে হয়, কত ক্লেশ করিয়া শ্রীভগবানের ভাব আনিতে হয়, আর কত সহজেই ভাব চলিয়া যায়? চিত্ত শ্রীভগবানে পৌঁছিলে চক্ষে জল আইসে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কিন্তু চিত্ত যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তখন তাঁহার কথা কও, তোমার কথাতে সেরূপ রস লাগে না। তাই বলি ইন্দ্রিয়ই তোমার বড় বলবান্ শত্রু।

অর্জ্জুন—আচ্ছা, মনকে বশ করিলেই ত ইন্দ্রিয়জয় হয়।

ভগবান—তাই কি সহজ? পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা বিষয়দোষ দর্শন কর—দর্শন করিয়া মনকে জয় করিতে চেষ্টা কর—মনকে আত্মসংস্থ করিতে যত্ন কর, তথাপি বিষয় উপস্থিত হইবা মাত্র তোমার সব ভুল হইয়া যায়। বড় শীঘ্র তোমার বলবান্ ইন্দ্রিয় মনকে ভুলাইয়া তোমাকে বিষয়াসক্ত করিয়া ফেলে। তাই বলিতেছি ইন্দ্রিয়জয়ে প্রাণপণ কর।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

ব শ
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি সংযমনং বশীকরণং
শ ব শ
কৃত্বা মৎপরঃ মন্নিষ্ঠঃ সন্ অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য
শ ম শ ম
স মৎপরঃ একান্তভক্ত ইত্যর্থঃ। যুক্তঃ সমাহিতঃ নিগৃহীতমনাঃ সন্
ম ম
আসীত নির্ব্ব্যাপারস্তিষ্ঠেৎ। যথা হি লোকে বলবন্তং রাজানমাশ্রিত্য
দস্যবো নিগৃহ্যন্তে রাজাশ্রিতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা চ তে স্বয়মেব তদ্বশ্যা
ভবন্তি, তথৈব ভগবন্তং সর্ব্বান্তর্যামিণমাশ্রিত্য তৎপ্রভাবেনৈব
দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাণি, পুনশ্চ ভগবদাশ্রিতোঽয়মিতি মত্বা তানি
ম নী শ্রী
তদবশ্যান্যেব ভবন্তীতি ভাবঃ। হি যস্মাৎ যস্য বশে বশবর্ত্তীনী-
হ হ
ন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে অভ্যাসবলাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া আমার একান্ত ভক্ত হইয়া তাঁহারা আত্মসমাধিস্থ থাকেন। কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অভ্যাসবলে বশীভূত হইয়াছে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় না করিতে পারিলে কিছুতেই ত আত্মানুভব হইবে না। ইন্দ্রি সমূহও অতি বলবান। তবে কি উপায় হইবে?

ভগবান—আমার প্রতি আসক্ত হও—আমার একান্ত ভক্ত হইয়া যাও। মনকে নিগৃহীত করিয়া আমার জন্য ব্যাকুল হও, আমার আশ্রয়ে আসিয়া দেখ, যখন কোন বাধা পাইবে তখনই আমাকে স্মরণ কর, তুমি আর ইন্দ্রিয়ের অধীন হইবে না। মৎপরায়ণ না হইলে ইন্দ্রিয়জয় হইবে না।

অর্জ্জুন—সকলে তোমাতে আসক্ত কিরূপে হইবে?

ভগবান—আমি তোমার আত্মা—সর্ব্ব জীবের আত্মা। আত্মা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উপাদে আর কিছুই নাই, ইহা জানিয়া আমাকে ভালবাস। প্রত্যহ সৎসঙ্গে ও সৎশা সাহায্যে ভালবাসা দৃঢ় কর। আবার নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট শক্তি প্রার্থনা কর। আমার শক্তি দ্বারাই যে তুমি মনকে বশ করিতে পারিতেছ. আমার শক্তি দ্বারাই যে তুমি মনকে আমার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া, হস্ত পদাদি দ্বারা ব্যবহারি কর্ম্ম করিয়া চলিতে পারিতেছ, ইহা পুনঃ পুনঃ অনুভব কর, তবেই তোমার ইন্দ্রিয় নিগ্র হইবে।

যখন দস্যুর উৎপীড়ন হয়, তখন প্রবল পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। দস্যু আক্রমণ করিলেও রাজার সাহায্যে তাহাদিগকে জয় করিতে পার। ক্র দস্যুগণও তোমাকে রাজার আশ্রিত জানিয়া আপনারাই বশীভূত হইয়া যাইবে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণার্থ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বদা স্মরণ কর—এবং তাঁহারই প্রভাবে তোমার ইন্দ্রিয়জয় হইতেছে অনুভব কর। সর্ব্বদা রাম রাম করিতে করিতে প্রাণেশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাক, তিনিই তোমাকে ইন্দ্রিয় দশাননের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। এইরূপ করিতে করিতে যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীভূ হইল তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

নিরন্তর বিষয়দোষ দর্শনরূপ বিচার যে রাখে এবং নিরন্তর দস্যুর ভয় অনুভব করি আমার আশ্রয় গ্রহণ যে করে তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এই তোমার "কিমাসী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। অর্জ্জুন তুমি মৎপরায়ণ হও তবেই আমাকে চিরদি জন্য পাইবে।

অর্জ্জুন—আর একবার "মৎপরায়ণ" হইবার উপায় সংক্ষেপে বল।

ভগবান—ঈশ্বর বোধাত্মা অর্থাৎ জ্ঞানময়। ঐ আত্মাই জগদ্ব্যাপী বলিয়া, জগৎ যে একই ব্রহ্ম, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রথমে নিজের মধ্যে অনুভবকর্ত্তা আত্মাকে লক্ষ কর—তিনি সকল বস্তু দেখিতেছেন, সমস্ত অনুভব করিতেছেন, তিনি আমার মন দেখিতেছেন, মনের সমস্ত সঙ্কল্প বিকল্প দেখিতেছেন। আবার ঐ আকাশ, এই গৃ এই বারাণসী, এই বৃক্ষ, এই সকলের মূলে একমাত্র সেই অনুভবকর্ত্তা আত্মা বা ভাসিতেছেন, ইহা সর্ব্বদা অনুভব করিতে থাক। আমিই সেই অন্তরে বাহিরে প্রকা আত্মা। দেখ আমিই দিঙ্মণ্ডল, আমিই জগৎ, আমিই স্বীয় কর্ম্মাশ্রয়, আমিই কর্ম্ম। অর্জ্জুন কালও আমি, দ্বৈতাদ্বৈত ভাব যাহা তাহাও আমি। আর আমিই সেই দ্বৈতাদ্বৈত নিয়মাধীন জগৎ।

বোধাত্মা কিল শব্দার্থো জগদেকং ন সংশয়ঃ।
অহমাশা জগদহং স্বমহং কর্ম্ম চাপ্যহম্॥
কালোঽহমহমদ্বৈতং দ্বৈতঞ্চাহমহং জগৎ॥

অর্জ্জুন, তুমি আমাতে আত্ম মনঃ সমর্পণ কর। আমার গুণ শ্রবণকীর্ত্তনাদি আমাতে ভক্তিমান হও "মন্মনাভব মদ্ভক্তঃ"। জ্ঞান যজ্ঞ, কর্ম্ম যজ্ঞাদি দ্বারা আমার যজন করিতে থাক। "মদ্‌যাজী ভব"। আমার উদ্দেশে সর্ব্বদা নমস্কার কর। মাং নমস্কুরু।

এইরূপ যোগে আমার প্রতি চিত্ত নিবেশ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইতে পারিলে তুমি "আত্মা"রূপী আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

"মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ"। যোগ বাঃ

অর্জ্জুন—দ্বেরূপে তব দেবেশ পরং চাপরমেব চ।
কীদৃশং তৎ কদারূপং তিষ্ঠাম্যাশ্রিত্য সিদ্ধয়ে ॥

হে দেবেশ! আপনার পর ও অপর নামে যে দুইটি রূপ আছে তাহা কীদৃশ এবং সিদ্ধিলাভের জন্য আমি কোন্ সময়ে কোন্ রূপের আশ্রয় লইব বলুন।

ভগবান্—সামান্যং পরমং চৈব দ্বেরূপে বিদ্ধি মেঽনঘ।
পাণ্যাদি যুক্তং সামান্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥
পরং রূপমনাদ্যন্তং যন্মমৈকমনাময়ম্।
ব্রহ্মাত্মপরমাত্মাদি শব্দৈনৈতদুদীর্য্যতে ॥
যাবদপ্রতিবুদ্ধস্ত্বমনাত্মজ্ঞ তয়া স্থিতঃ।
তাবচ্চতুর্ভূজাকার দেবপূজাপরো ভব ॥
তৎক্রমাৎ সম্প্রবুদ্ধস্ত্বং ততো জ্ঞাস্যসি তৎপরম্।
মমরূপমনাদ্যন্তং যেন ভূয়ো ন জায়তে ॥

"অর্জ্জুন, আমার সামান্য ও পরম নামক দুইটি রূপ। তন্মধ্যে হস্তপদাদিবিশিষ্ট শঙ্খচক্রগদাধর মূর্ত্তিই সামান্য রূপ; আর আমার যে অনাময়, অদ্বিতীয়, আদ্যন্তরহিত, অশুদ্ধ চিত্তগণের দুর্ব্বোধ্য রূপ, যাহা আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দে অভিহিত তাহাই পরম রূপ। যে কাল পর্য্যন্ত তুমি আত্মজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অপ্রবুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধির উন্মেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার ঐ চতুর্ভূজাকার সামান্য রূপের পূজা করিতে থাক। ঐরূপ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তোমার চিত্তে প্রবোধ সঞ্চার হইলে, আমার সেই অনাদি অনন্ত পরমরূপ জানিতে পারিবে। উহা জানিতে পারিলে পুনরায় আর জন্ম গ্রহণের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। "আর যদি তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বিবেচনা কর, তবে আমার পরমরূপ যে আত্মা, তাহাতে তোমার আত্মাকে একরসীকৃত করিয়া বুদ্ধি সহায়ে পরম পূর্ণ অখণ্ড স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় কর, তাহাতে এক নিষ্ঠা অবলম্বন কর। ইন্দ্রি মন বুদ্ধির নিগ্রহ অভ্যাস কর—হইবে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

শ ম ম
বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ ধ্যায়তঃ মনসা পুনঃ পুনঃ
শ শ শ শ নী
চিন্তয়তঃ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ সম্বন্ধঃ
শ ম শ
আসক্তিঃ মমাত্যন্তসুখহেতব এতে ইত্যেবং শোভনাধ্যাসলক্ষণ প্রীতি-
ম শ শ্রী
বিশেষঃ উপজায়তে উৎপদ্যতে সঙ্গাৎ আসক্ত্যা কামঃ মমৈবেতে
ম শ
ভবন্ত্বিতি তৃষ্ণাবিশেষঃ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে কামাৎ কুতশ্চিৎ

শ ব নী
প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ চিত্তজ্বালস্তৎপ্রতিঘাতকঃ অভিজ্বলনাত্মা
ব
অভিজায়তে ভবতি।

বিষয় ধ্যান করিলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম উৎপন্ন হয়। কাম হইতে ক্রোধ জন্মে।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহাদের নিগ্রহ যে না করে তাহার কি হয়?

ভগবান—দুর্ব্বার অনর্থ হয়। আত্মনাশ হয়। ইন্দ্রিয়মন ও বুদ্ধির নিগ্রহ করিতে পারিলে পরম পদপ্রাপ্তি হয়, ইহা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। ইন্দ্রিয়ের আহার বিষয়। বিষয়ে রমণ করাই ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। ইহা দ্বারাই মৃত্যু হয়। বিষয় পাইলেই ইন্দ্রিয় যখন তাহা ভোগ করিতে ছুটিয়া যায়, সেই সময়ে যদি কেহ ইহাকে বাধা দিবার না থাকে, তবে ইহারা মনকে বশ করিয়া লয়। ইন্দ্রিয় ও মন এক সঙ্গে হইলে বুদ্ধিও ঐ অনর্থে যোগ দেয়। তখন জীবের সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীভগবানের ধ্যান করিলে মৃত্যু জয় করা যায় আর বিষয়ের ধ্যান করিলে পুনঃ পুনঃ জননমরণরূপ সংসার-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। আত্মার ধ্যান না করিলেই বিষয়ের ধ্যান আসিবেই। যেমন উদ্যানে ভাল বৃক্ষ রোপন না করিলে গাছড়া জন্মিবেই, সেইরূপ মন-উদ্যানে ভগবৎ বৃক্ষ না জন্মাইতে পারিলে বিষয় বিষতরু জন্মিবেই।

অর্জ্জুন—বিষয় ধ্যানে কি অনিষ্ট হয় পরে বলিও; অগ্রে বল ধ্যান ও সমাধিতে অবস্থান এবং এতদ্বয় হইতে বিচ্যুতির অবস্থা কিরূপ?

ভগবান্—শোন। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দিলে সে যেমন সাতিশয় বিরক্তি বোধ করে, সেইরূপ যিনি সমাধিমগ্ন, তাঁহাকে কেহ যদি বাহ্যবিষয়ভোগের জন্য ব্যবহারিক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তিনি অতিশয় বিরক্ত হন। বহুদিন ধরিয়া পদসঞ্চারণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার পরে একটু বিশ্রাম লাভ করিতে অবসর পাইলে শীঘ্র আর পরিশ্রম করিতে যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সর্ব্বদাই বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ সমাধিস্থ যোগী এ যাবৎ মোহবশতঃ সংসার ঘটনায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ সমাধিবৃক্ষে বিশ্রাম লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ আর পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন না, সদাই ঐরূপ বিশ্রাম লাভ করিতে চাহেন।

ক্রমশঃ অভ্যাস বশে বাহ্য পদার্থের উপরে তাঁহার যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, ভোগ স্খলিত দৃষ্টির ন্যায় তাহা আর কিছুতেই নিবৃত্তি করিতে পারে না, আর কখনই তাঁহার ভোগ বাসনা উদিত হয় না।

যোগের অবস্থা কথায় বলা যায় না। জ্ঞানবান্ পথিক যেমন মরুভূমিতে যাইতে ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ ঐ যোগী নিজে ত ভোগের ইচ্ছা করেনই না; যদি অপরের চেষ্টায় তাঁহার সম্মুখে কোন ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিরক্ত হইয়া সেই ভোগের সম্মুখে গমন করেন না। অন্তরে পূর্ণমনা ঐ যোগী আবার কোন্ বিষয়ে স্থিতি ইচ্ছা করিবেন? "অন্তঃপূর্ণমনা মৌনী কামপি স্থিতিমিচ্ছতি" তিনি মদবিহ্বল ব্যক্তির ন্যায় সদানন্দ হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক এক অভূতপূর্ব্ব স্থিতি লাভ করেন। যখন দৃশ্যতত্ত্ব ও দ্রষ্টৃতত্ত্ব এক অখণ্ড একতারূপ পরমানন্দে পরিণত হয়, তখন আর কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না। "লোকৈষণা বিরক্তেন ত্যক্ত দারৈষণেন চ। ধনৈষণা বিমুক্তেন তস্মিন বিশ্রম্যতে পদে।" ত্রিবিধ ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তিনি পরমপদে বিশ্রাম লাভ করেন।

সমাধি ও ধ্যানের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহাদের স্বরূপ চিন্তা কর। ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ দুইই বলা যায়। সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়, নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাবের জ্ঞান হয় না। এজন্য নিষ্প্রপঞ্চ স্বভাবের ধ্যান করিতে পারা যায় না। যখন সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তখনত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে; তখন ধ্যান করিবে কিরূপে?

যাহার বাহ্যদৃশ্যের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, সে অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তির আদরের বস্তু যে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ, তাহাকে ত্যাগই কেবল করিতে পারে; তদ্ভিন্ন ধ্যান আবার কাহার করিবে?

"দৃশ্যস্য বোধতা বোধো যো বোধাদপরিক্ষয়ঃ।
স সমাধানশব্দেন প্রোচ্যতে সুসমাহিতৈঃ॥"

সমাধি শব্দের অর্থ "চিন্তা" নহে। দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যথার্থ স্বরূপে সমাহিত বা স্থাপিত করার নাম সমাধি। যখন দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য এবং দৃশ্য এই জগৎ, এতদুভয়ের একতাসম্পাদক জ্ঞান মনের মধ্যে দৃঢ় হয়, তখন জীব সেই জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্রামলাভ করে। যিনি অতত্ত্বজ্ঞ, বাহ্যবিষয় কেবল তাঁহারই রুচিকর হয়, তত্ত্বজ্ঞানীর নহে। যিনি অমৃতপান করিয়াছেন, কটু খাদ্য তাঁহার কখনই ভাল লাগে না। এখন বুঝিতেছ ধ্যান ও সমাধি কোন্ বস্তু। আরও বলি শ্রবণ কর।

যদি ধ্যান শব্দের অর্থ নিজস্বরূপের পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান ইহা বল, তাহা হইলে, তত্ত্বজ্ঞানীর ইহা স্বভাবসিদ্ধ। কারণ তত্ত্বজ্ঞানী ত্রিবিধ—(লোকৈষণা, দারৈষণা এবং ধনৈষণা) ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ব্যাপারে বিতৃষ্ণ। যোগী সর্ব্বদাই আত্মনিষ্ঠ। তিনি ইচ্ছা না করিলেও জাগরিত ব্যক্তির জাগ্রতস্বরূপের জ্ঞানের ন্যায় তাঁহার উক্ত ধ্যান আপনা হইতেই হইবে।

স্বরূপের অনুসন্ধানকে ধ্যান বলা হইতেছে। তৃষ্ণা আসিলেই ধ্যানবিচ্যুত হয়। যাঁহার তৃষ্ণা একবারেই নাই, সে স্বরূপ ত্যাগ করিয়া আর কোথায় থাকিবে?

সেই জন্য বলিতেছি বিষয়ের ধ্যান বদ্ধজীবের স্বাভাবিক, বদ্ধজীবের স্বভাব তাহাকে মৃত্যুমুখে লইয়া যায়। শাস্ত্র বলিতেছেন, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহরণ করিবার কার্য্য কর, মন ও বুদ্ধির নিগ্রহ কর, মনকে বিচারপরায়ণ করিয়া নিরন্তর বিষয়ের দোষ দর্শন করাও—তবেই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি নিগৃহীত হইবে। যখন আপন শক্তিতে ইহা না পারিবে তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর—আমার নিকট শক্তি প্রার্থনা কর, তুমি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নিগ্রহ করিতে পারিবে। তখন ধ্যান ও সমাধি তোমার লাভ হইবে। সমস্ত সঙ্কল্প তোমার ক্ষয় হইয়া যাইবে, পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। আর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিগ্রহ না কর, তবে অবশ্যই তোমার বিষয় ধ্যান হইবে। বিষয়-ধ্যান হইলেই তোমার আত্মনাশ হইল।

অর্জ্জুন—বিষয়-ধ্যানের দোষ কি কি এখন ভাল করিয়া বল?

ভগবান—মনে মনে বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাকে বিষয়ের ধ্যান কহে। যে কারণেই হউক পুনঃ পুনঃ বিষয় চিন্তা করিলেই বিষয়ে আসক্তি জন্মিবেই। এই বিষয় আমার অত্যন্ত সুখের হেতু, এইরূপ প্রীতিকে আসক্তি বলে। ইহা আমার অত্যন্ত সুখের হেতু—এইরূপ আসক্তি হইতে—ইহা আমার লাভ হউক এইরূপ তৃষ্ণা জন্মে। এই তৃষ্ণার নাম কাম। এই কামনা প্রতিহত হইলে যে জ্বালা হয় সেই জ্বলনাত্মিকা বৃত্তিই ক্রোধ।

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ [শ] সংমোহোঽবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমো সংবধ্যতে, ক্রুদ্ধোহি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি [শ] সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ [শ] শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ [শ] [ব] ইন্দ্রিয়বিজ-য়াদিপ্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশঃ [ব] স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধে-[রা] রাত্মজ্ঞানে যো ব্যবসায়ঃ কৃতস্তস্যনাশঃ তিরোধানং [নী] স্যাৎ [রা] বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি [রা] বুদ্ধিনাশাৎ পুনরপি সংসারে নিমগ্নো নষ্টো [রা] ভবতি [ব] পুন-র্বিষয়ভোগনিমগ্নো [ব] ভবতি [বি] সংসারকূপে পততি ইত্যর্থঃ।

ক্রোধ হইতে সম্যক্ মোহ আইসে। সম্মোহ হইতে ইন্দ্রিয়বিজয়াদি শাস্ত্রানুসারী প্রযত্নের স্মৃতিলোপ হয়, স্মৃতিলোপ হইতে আত্মজ্ঞানের চেষ্টা-রূপ যে বুদ্ধি তাহার তিরোধান হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে আবার বিষয়ভোগরূ সংসার-কূপে পতন হয়—ইহাই মৃত্যু।

অর্জ্জুন—ক্রোধ হইতে কি অনিষ্ট হয়?

ভগবান—ক্রোধ জন্মিলেই মানুষ কার্য্যাকার্য্য-বিচারশূন্য হয়, ইহাই মোহ। ব্যবহারি জগতে দুষ্ট লোকের সহিত দুষ্ট ব্যবহার কিরূপ চলে তাহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পা ক্রোধ দ্বারা কতদূর অনিষ্ট হয়। সরল ভাবে মানুষ যখন সকল কথা খুলিয়া বলে তখন তাহাকে রাগাইয়া দিয়া, নিজের সুবিধা মত কথা তাহার মুখ হইতে বাহির করি লওয়া হয়। কারণ ক্রোধ হইতেই মোহ আইসে। মূঢ় লোকের কার্য্যাকার্য্য-বি থাকে না।

ধর্ম্ম জগতেও যখন ভোগাসক্তির বাধাজনিত ক্রোধ—ক্রোধ জন্য মোহ আই তখন ইন্দ্রিয় দমনের যে চেষ্টা, সাধককে সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিতে শাস্ত্র ও আচার্য্য উপ করিয়াছেন, তাহাও মনে থাকে না। ইহাই স্মৃতিভ্রংশ। ইন্দ্রিয়কে বিষয়ে যাইতে দে হইবে না—ইহা যখন স্মরণ থাকে না, তখন বুদ্ধি নাশ হয়। আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই ইহার নিশ্চয়তাই বুদ্ধি। ইহার জন্যই ইন্দ্রিয়াদি জয় আবশ্যক। যখন 'ইন্দ্রিয় জয় করি হইবে' ইহা ভুল হইয়া যায়, তখন 'আত্মজ্ঞানের যে সদা চেষ্টা' তাহার তিরোধান হ আত্মজ্ঞানের চেষ্টা না থাকিলে কি হয় দেখ। এই সংসার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল।

জ্ঞান যত দিন না হইতেছে তত দিন কোন এক অবস্থায় স্থিতি লাভ হইতে পারে না। হয় উত্থান জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর না হয় পতিত হও, হইয়া বিষয় ভোগ কর। আত্ম-জ্ঞানের চেষ্টা যখন না থাকিল, তখন বিষয়-তৃষ্ণা ধীরে ধীরে আসিবেই। বিষয়-তৃষ্ণা আসিলেই আবার সংসার-কূপে পতন হইল। সংসার-কূপে বা বিষয়ে লিপ্ত হইয়া গেলে মানুষ মৃততুল্য হইয়া গেল। ইহাই মানুষের নাশ। সর্ব্বদা "ইন্দ্রিয় জয়" ব্যাপারে লাগিয়া থাকিতে হইবে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই বিষয়ে ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এই বিষয়ে শিথিলপ্রযত্ন হইলেই আসক্তি আসিবে। ইহাই কাম। কাম প্রতিহত হইলেই ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইলেই সংসারে পতন-রূপ মৃত্যু। তুমি সর্ব্বদা আত্মসংস্থ হইতে চেষ্টা কর, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়জয়ই তোমার সর্ব্বদার কার্য্য।

একান্তে গমন না করিলে স্থূলবাসনাত্যাগ রূপ সিদ্ধিও হইবে না সত্য, সূক্ষ্মবাসনা ও দিব্যবাসনা ত্যাগ ত দূরের কথা। কিন্তু যত দিন একান্ত সেবা না আসিতেছে, ততদিন সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় দমন ব্যাপার সাধন করিতে হইবে।

বাহিরের কিছুই দেখিব না, কিছুই শুনিব না। কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে পড়িলেই বেহুঁস করিয়া ফেলিবে। বাহিরের দেখা শুনা ছাড়িতে হইলে, ভিতরে কিছু দেখা ও শুনাতে ব্যস্ত থাকিতে হয়। ভিতরে সর্ব্বদা আপনা দ্বারা উচ্চারিত রাম রাম নাম আপন কর্ণে শ্রবণ কর এবং রাম রাম রূপজ্যোতির আকার দর্শন কর—সর্ব্বদা ইহার অভ্যাস লইয়া থাক, ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিবে। ক্রমে জ্ঞানস্বরূপ যিনি অন্তরে বিরাজমান, সেই জ্ঞানমূর্ত্তির সঙ্গ, জপে, ধ্যানে ও কথা কওয়ায় চলিতে থাকিবে এবং বাহিরে যে বিশ্ব-প্রপঞ্চ তাহাও তিনিই সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন বোধ হইয়া যাইবে। এই রূপে ভিতরে কথা কওয়া, জপ ধ্বনি শ্রবণ করা এবং রূপ দেখা অভ্যাস হইলে একান্তে গিয়া আত্মাতে ধ্যানপরায়ণ হইতে পারিবে। ক্রমে ভিতরে বাহিরে এক অখণ্ড জ্ঞানমূর্ত্তি সর্ব্বদা বিরাজমান ইহা জানিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ।।৬৪।।

শ্রী
বিধেয়াত্মা বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্য সঃ বিষয়াং তিরস্কৃত্য
রা ব
বর্ত্তমানো বিধেয়মনাঃ স্বাধীনমনাঃ মদর্পিতমনাস্ততএব নির্দ্দগ্ধরাগাদি-
ব
মনোমলঃ তু যোঽসমাহিতচেতাঃ স বাহ্যেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাপি রাগ-
দ্বেষদুষ্টেন মনসা বিষয়ান্ চিন্তয়ন্ পুরুষার্থাদ্ভ্রষ্টো ভবতি বশীকৃতান্তঃ-
শ্রী ম ব
করণস্তু আত্মবশ্যৈঃ আত্মনো মনসোবশ্যৈঃ মনোঽধীনৈঃ অতএব
রা
রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ ময়ি সর্ব্বেশ্বরে চেতসঃ শুভাশ্রয়ভূতে ন্যস্তমনা

রা শ্রী ব
নির্দ্দগ্ধকল্মষতয়া রাগদ্বেষরহিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদ্যৈঃ বিষয়া
ব নী নী
নিষিদ্ধান্ শব্দাদীন্ পথি পতিততৃণাদীনিবানাস্থয়া চরন্ পশ্য
নী ম
পুমান্ তত্র কামাদ্যনুদয়াৎ প্রসাদং প্রসন্নতাং চিত্তস্য স্বচ্ছতাং পরমাত্ম-
ম রা রা
সাক্ষাৎকারযোগ্যতাং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি নির্ম্মলান্তঃকরণোভব-
তীত্যর্থঃ।

মন যাহার বশবর্ত্তী সেই পুরুষ আত্মবশীভূত রাগদ্বেষশূন্য ইন্দ্রিয় দ্বার বিষয়ে ভ্রমণ করিলেও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করেন।

অর্জ্জুন—"ব্রজেত কিং" অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে বিষয়ে ভ্রমণ করেন ইহা বুঝা দাও। আর এক কথা—যখন মনে মনে বিষয় স্মরণ করিলেও অনিষ্ট ঘটে তখন বি ভোগে যে মহান অনর্থ আছে ইহাত নিশ্চিত কথা। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য বিষয় ভোগ করিতে হয়। তবে অনর্থের হস্ত হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়?

ভগবান—শোন। যাহার চিত্ত আমাতে অর্পিত হয় নাই সে বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি জোর করিয়া রূপাদি হইতে ফিরাইয়া রাখিলেও রাগ দ্বেষের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় ন মনে মনে তাহার বিষয় স্মরণ হইবেই। বিষয়ের স্মরণ যদি হইল তবেইত সমস্ত অন মূল যে বিষয় ধ্যান তাহাও রহিয়া গেল।

এজন্য আমাতে চিত্ত অর্পণ করিতেই হইবে। যাহার মন আমাতে রহিল তা ইন্দ্রিয় বিষয়ে গিয়া পড়িলেও দোষ হয় না। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে মনের নিগ্রহ যখন হয় ত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও দোষ হয় না।

অর্জ্জুন—কিরূপে?

ভগবান—ভগবানে যাহার শ্রদ্ধা নাই, হৃদয়ের যিনি রাজা তাঁহার দিকে যে চাহি অভ্যাস করে নাই সে কতক্ষণ চক্ষুকে রূপ হইতে ঘুরাইয়া রাখিবে? আর চক্ষুকে নি করিলেই বা কি হইবে? মনে মনে তাহার তৃষ্ণা যদি থাকিয়া যায় তবে বিষয় লা মন উত্তেজিত হইবেই।

কিন্তু যিনি মনকে আমাতে রাখিতে অভ্যাস করিয়াছেন—যিনি বিষয়কে তিরস্কার ক আপনার মনকে বশীভূত করিয়াছেন—যিনি অন্তর হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ তাড়াইয় —নিরন্তর বিষয় দোষ দর্শন করিয়া, জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্ব বিচার করিয়া যিনি অন্ত আত্মাকে সার ভাবিয়া তাঁহাকে লইয়া থাকিতেই অভ্যাস করিয়াছেন—এইরূপ ব সম্মুখে যদি বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয় তবে পথনিপতিত তৃণগাছির ন্যায় তিনি বি অনাস্থাই করিবেন কারণ বিষয়ে তাঁহার কোন কামনাই উদিত হইবে না। এই বিষয়ের মধ্যে পড়িলেও তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হইবে না। চিত্ত স্বচ্ছ বলিয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে যোগ্যই থাকিবে। মনকে বশীভূত রাখিয়া নাসিকা দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ঈশ্বরে আসক্তি যখন থাকে তখনই কেবল অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ হইতে পারে।

যদি বলা যায় অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করিতেছি—অনিচ্ছার ইচ্ছা হইতেছে ইহা আত্মপ্রতারণা মাত্র। তবেই দেখ আমাতে চিত্ত নিরন্তর আসক্ত বলিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ে বিচরণ করিতে পারেন। তাই বলিতেছি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও চিত্তের প্রসন্নতা বা নির্ম্মলতা লাভ হয়।

অর্জ্জুন—যাহা বলিতেছ বিনা তপস্যায় ইহা হইবে না। কিন্তু দেখ দেখি বিষয়টা আমি ঠিক ধারণা করিতে পারিয়াছি কিনা?

ভগবান—বল।

অর্জ্জুন—মনে যখন রাগ দ্বেষ থাকে তখনই ইন্দ্রিয়সমূহ দোষযুক্ত হয়। মন যদি স্ববশে থাকে, মন যদি আত্মারামের সেবায় নিরন্তর লাগিয়া থাকে—যখন ইচ্ছা তখন যদি মনকে আত্মদেবের নিকটে রাখিতে পারা যায় তবেই রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। রাগ দ্বেষের অভাব হইলে, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া যে ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয় ভোগ করিবে তাহা আর পারে না। রাগ দ্বেষ নাই তথাপি যদি ইন্দ্রিয় বিষয় প্রাপ্ত হয় তবে কোন দোষ হয় না—চিত্ত শুদ্ধির কোন ব্যাঘাত হয় না।

বিষয়াণাং স্মরণমপি চেদনর্থকারণং সুতরাং তর্হি ভোগ স্তেন জীবনার্থং বিষয়ান্ ভুঞ্জানঃ কথমনর্থং ন প্রপদ্যেত ইতি শঙ্কা নিরস্তা।

বিষয়ের স্মরণ করিলেই যদি অনর্থ হয় তবে জীবন রক্ষার্থও ত বিষয় ভোগ করিতে হইবে—স্মরণেই যখন অনর্থ তখন ভোগে যে অনর্থ আছেই ইহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। আমার এই সমস্ত শঙ্কার সমাধান হইয়া গেল।

মন নিরন্তর ভগবান লইয়া থাকে লৌকিক বা বৈদিক যে কর্ম্মই কেন না কর "আমার কোন শক্তি নাই—তোমার শক্তি ভিন্ন আমা দ্বারা কোন কর্ম্মই হইতে পারে না অতএব তুমি প্রসন্ন হও শক্তি দাও—দিয়া আমার বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্ম নিষ্পত্তি করিয়া দাও। নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে সর্ব্বদা এই ভাবে মন যখন ভগবানে লগ্ন থাকে—আবার অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে সমাধি দ্বারাও চিত্ত যখন সেই জ্যোতিঃস্বরূপে লগ্ন থাকে—আবার উপাসনামার্গে মানস পূজায় যখন মন ভগবানের সেবা লইয়া নিরন্তর থাকিতে অভ্যস্থ হইয়া যায়—মুখে আহার করিতেছি কিন্তু মনে মনে ভগবানকে বীজন করিতেছি বা ভগবানের সহিত কথা কহিতেছি অথবা তাঁহাকেই খাওয়াইয়া দিতেছি—এই ভাবে মন যখন নিরন্তর তাঁহাকে লইয়াই থাকে—সর্ব্বশেষে যখন ভিতরে জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীভগবান এবং বাহিরে জগৎ প্রপঞ্চের প্রতিবস্তুই সেই জ্ঞানময়ের উপরে ভাসিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে তখনই সব সাধনা শেষ হইল। তবেই দেখ মন নিরন্তর যদি ভগবানকে লইয়াই থাকে তবে সেই আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর যাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত তিনিই প্রসন্নতার যথার্থ অধিকারী। এই ত?

ভগবান।—হাঁ—সকল সাধনার প্রয়োজন চিত্তকে প্রসন্ন রাখা। চিত্ত অপ্রসন্ন অথচ সাধনা করি ইহা নিতান্ত নিম্ন অবস্থা। চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে কি হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥৬৫॥

রা ব শ ব
অস্য পুরুষস্য যোগিনঃ যতেঃ প্রসাদে মনঃপ্রসাদে সতি চিত্তস্য
ম শ রা
স্বচ্ছস্বরূপে সতি সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকানাং প্রকৃতিসংসর্গকৃতানাং

ম নী শ নী
অজ্ঞানবিলসিতানাং কামমূলকানাং হানিঃ বিনাশঃ কামাভাবাং
হ শ
পরিহারঃ উপজায়তে প্রজায়ন্তে। হি যস্মাৎ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃ
শ রা রা ম
করণস্য আত্মাবলোকনবিরোধিবিবিধদোষরহিতস্য যতেঃ বুদ্ধিঃ আত্ম
রা নী শ শ
বিষয়া বুদ্ধিঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যনিশ্চয়ঃ আশু শীঘ্রং পর্য্যবতিষ্ঠতে পরি
শ
সমন্তাৎ আকাশমিব অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেনৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ
রা রা
বিবিক্তাত্মবিষয়াবুদ্ধির্ম্ময়ি পর্য্যবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ।

চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে এই পুরুষের সর্ব্বদুঃখের নাশ হয়। যেহেতু প্রস
চেতার বুদ্ধি শীঘ্র উপাস্যে সর্ব্বতোভাবে স্থিতি লাভ করে।

অর্জ্জুন—চিত্তপ্রসন্ন হইলে কি হয় বলিবে বলিয়াছ।

ভগবান—চিত্তের প্রসন্নতাই সর্ব্বপ্রকার সাধনার উদ্দেশ্য। নির্ম্মল চিত্তই আমার মু দেহ। গৌণ দেহ চতুর্ভূজাদি মূর্ত্তি। চিত্তপ্রসন্ন হইলেই উপাস্যে অভেদ ভাবনা হয়। উপাস্যে অভেদ ভাবনা হইলে তদ্বিরোধি অজ্ঞানরূপ যে বিষয় ভাবনা তাহার নিবৃত্তি হয়।

আরও দেখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের মিশ্রণে যে আসক্তি সেই বিষয়াসক্তিই পাপ। পাপেই মৃত্যু। যাহাতে কোনরূপ ইন্দ্রিয়াসক্তি নাই তাহাতে আত্মাভিমান করিলে পাপ ও মৃত্যু হইতেই পারে না। বিষয়ের ধ্যানে পাপ ও মৃত্যু। বিষয় ধ্যান এবং তাহার ফ পাপ ও মৃত্যু অজ্ঞান হইতে জন্মে। অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলেই অজ্ঞানজনিত সর্ব্বপ্রকা দুঃখের উপশম হয়। তখনই পরমানন্দ প্রাপ্তি। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি বা পরমানন্দপ্রাপ্তিই মোক্ষ।

অর্জ্জুন—বিষয়ভোগের নিবৃত্তি, মনে মনে বিষয় স্মরণের নিবৃত্তি, রাগ দ্বেষাদির নিবৃ এই সমস্ত নিবৃত্তি হইলে বলিতেছ চিত্ত প্রসন্ন হয়। ভোগ ত্যাগ করিয়াও যদি মনে ম ভোগের স্মরণ হয়—আর কখন কখন নিবৃত্তি হয় তবে ত কিছুই হইল না। স্থায়ী নিবৃ কবে হইবে?

ভগবান—চিত্ত দেহাদি বিষয়ে নিযুক্ত রাখিয়াছ এজন্য দেহাত্ম বোধ জন্মিয়াছে। এক্ষ চিত্তকে দেহ ছাড়াইয়া আমাতে অর্পণ কর। সর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা আমার সেবা কর—বি উপভোগ রচনা আমার পূজার জন্যই হউক, বিষয় দেখিলেই মনে আসুক, এই সম আমার সেবার জন্য সংগৃহীত। নিদ্রাকালে আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সমাধি, গম নাদি আমাকে প্রদক্ষিণ, সর্ব্ব বাক্যপ্রয়োগে আমার স্তুতি—এইরূপ যাহা যাহা সক বিষয়েই আমার উপাসনা করিতেছ স্মরণ কর তবেই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হইল। নিরন্ত মানসপূজা—সমাধি ধ্যান—আবার ধ্যান ও মানসপূজা অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত বাহি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ থাকিবে না।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬॥

অযুক্তস্য [শ]অসমাহিতান্তঃকরণস্য [শ্রী]অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য [ম]অজিতচিত্তস্য [নী]শ্রবণমননয়োরনাসক্তস্য [রা]ময়িসংন্যস্তমনোরহিতস্য বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপ[শ্রী]দেশাভ্যামাত্মবিষয়া প্রজ্ঞা আত্মবিষয়াশ্রবণমননাখ্য [ম]বেদান্তবিচারজন্যা প্রজ্ঞা নাস্তি ন [শ]বিদ্যতে [ম]নোৎপদ্যতে ন [শ]ভবতীত্যর্থঃ। অযুক্তস্য [ব]অযোগিনঃ [নী]অসমাহিতমনসঃ ভাবনা [শ]আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ [ম]নিদিধ্যানাত্মিকা বিজাতীয় প্রত্যয়ান্তরিত সজাতীয় প্রত্যয় [ম]প্রবাহরূপা [ব]আত্মচিন্তা [বি]পরমেশ্বরধ্যানং চ ন [নী]অস্তি। অভাবয়তঃ [শ]আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ [বি]অকৃতধ্যানস্য [শ্রী]আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ [শ]উপশমঃ সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপা বেদান্তবাক্যজন্যা [ম]ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকৃতিঃ [ব]বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তিঃ [শ্রী]আত্মনিচিত্তোপরমঃ চ ন [নী]অস্তি অশান্তস্য [রা]বিষয়স্পৃহাযুক্তস্য [ব]তৎতৃষ্ণাকুলস্য [ম]আত্মসাক্ষাৎকারশূন্যস্য সুখং [বি]আত্মানন্দাত্মকং কুতঃ [ব]স্যাৎ। [হ]ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়তৃষ্ণাতো নিবৃত্তিসুখং ন, বিষয়তৃষ্ণা দুঃখমেবহি, বিষয়তৃষ্ণায়াং সত্যাং ন সুখস্য [শ]গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনাও নাই। ভাবনাহীনের শান্তি নাই। অশান্তের সুখ কোথায়?

অর্জ্জুন—চিত্তের প্রসন্নতাই সমস্ত ধর্ম্মের মূল কথা। বুদ্ধি যত দিন না বিচার করিয়া বিষয়তৃষ্ণা তুচ্ছ করিতে পারে ততদিন চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন থাকিতে পারে না। একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি লোক কিছুতেই ত চিত্তকে প্রসন্ন রাখিতে পারে না—আর কিছুতেই যেন সুখ পায় না। কেন সুখ পায় না ?

ভগবান—ইহাদের চিত্ত অশান্ত বলিয়া সুখ পায় না।

অর্জ্জুন—অশান্ত কেন ?

ভগবান—বিষয়তৃষ্ণা আছে, তাই। বিষয়ভাবনা থাকে তজ্জন্য ভগবৎ-ভাবনা থাকে না, তাই অশান্ত।

অর্জ্জুন—ঈশ্বর ভাবনা কেন হয় না ?

ভগবান—অযুক্ত বলিয়া। চিত্ত ভগবানে যুক্ত না হইলে ভগবৎ-ভাবনা হয় না।

অর্জ্জুন—অযুক্ত হইবার কারণ কি ?

ভগবান—বিষয়-তৃষ্ণা-যুক্ত বলিয়া লোক ভগবানে চিত্ত রাখিতে পারে না। ইহা বুদ্ধির দোষেই হয়। তাই বলিতেছি যে অযুক্ত তাহার বুদ্ধি জন্মায় না। যেখানে বিষয় নাই সেখানে ঈশ্বর-ভাবনা হয় না। ভাবনা না থাকিলে শান্তি নাই। অশান্তের সুখ বা পরমানন্দ লাভ হইতে পারে না।

অর্জ্জুন—দেখিতেছি মানুষের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অশান্তির মূল কারণ বিষয়-ভাবনা। বিষয়-ভাবনা যাহার প্রবল তাহার ঈশ্বর ভাবনা হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা ঈশ্বর ভাবনা করিতে ইচ্ছাও করে তাহারাও ত পারে না। ইহার প্রতিকার কি ?

ভগবান—চিত্তটা বিষয়ে যুক্ত হইয়া আছে। ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই বিষয়-লম্পট। বিষয়ই ইন্দ্রিয়ের আহার। মন যখন ঈশ্বর-ভাবনা করিতে পারে তখনই কেবল ইন্দ্রিয়াদি সংযম হয়।

যাহা বিষয়ে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে ঈশ্বরে যুক্ত করিতে হইবে। অযুক্ত ব্যক্তি কখনই ঈশ্বর-ভাবনা করিতে পারিবে না।

এখন দেখ ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায় কিরূপে ?

অগ্রে বুদ্ধি শাস্ত্রোজ্জ্বলা হইয়া নিশ্চয় করুক বিষয় সুখ বড় ক্ষণিক, প্রকৃত পক্ষে বিষয়ে সুখ নাই, বিষয় সর্ব্বদা বিষ। সংসারে কিছুই চির দিন থাকিবে না—মৃত্যু সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছে, কখন মরিতে হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই—অতএব এই নশ্বর জগৎ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে।

মন যখন বিষয় ভীত হইল তখন সহজেই ইহা ঈশ্বর-ভাবনা করিতে প্রস্তুত হয়। যখন ঈশ্বর-লীলা—ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করে, আবার শ্রবণের পরে মনন করিতে অভ্যাস করে তখন পূর্ব্বকার বিষয়-ভাবনা বড় প্রবল ভাবে বাধা দিতে থাকে। কোন মন্ত্র জপ করিতে অভ্যাস কর, দেখিবে পূর্ব্বকৃত বিষয়-ভাবনা কিরূপ বলে তোমায় আক্রমণ করে। বিষয় সংস্কার যতই কেন বাধা দিউক হতাশ হইও না। নাম জপ করিতে থাক—কিন্তু প্রতি বাধাতে শক্তিমানের নিকট শক্তি প্রার্থনা কর, যাহাতে তোমার কর্ম্ম নিস্পন্ন হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত ঈশ্বরে যুক্ত হইবে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বহু দিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত ঈশ্বরে যুক্ত হইবে। কর্ম্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ সহায়ে চিত্ত ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া ঈশ্বর-ভাবনা যখন করিতে পারিবে, তুমি সর্ব্বদা যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ঈশ্বরের উপাসনা এবং আত্ম চিন্তা করিতে পারিবে তখনই তোমার সর্ব্ব দুঃখের উপশম হইবে এবং তুমি পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে।

মনের বিষয়-ভাবনা দূর করিবার জন্য শাস্ত্রমত কর্ম্ম দ্বারা শক্তি প্রার্থনা কর, যাগে পূজায় সর্ব্বদা ভাবনা রাজ্যে থাক, সর্ব্বদা ভাবনা রাজ্যে থাকিয়া ভগবানের নাম জপ কর—আহারে, শয়নে ভ্রমণে সর্ব্বদাই ভগবানের নাম লইয়া থাকিতে অভ্যাস কর, আবার শাস্ত্র চিন্তা দ্বারা আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, আত্মাকে দেখিব কিরূপে আত্মাই আমি, আমি চৈতন্যস্বরূপ, আমি জড় নহি—আত্ম-ভাবনা এইরূপে যখন দৃঢ় হইবে

যাইবে তখন তুমি সিদ্ধ হইলে জানিও। ব্রাহ্মণ অহরহ সন্ধ্যার ভাবনা করিবেন—সন্ধ্যায় যে প্রতীক উপাসনা ও ব্রহ্ম উপাসনা আছে ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সন্ধ্যাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি চিন্তা করিবেন, আবার ভক্তি মার্গে নিত্য থাকিবার জন্য মানস পূজা জপ ইত্যাদি করিবেন। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব, স্থিতিতত্ত্ব, এবং লয়তত্ত্ব, অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বে আত্ম বিচার, স্থিতিতত্ত্বে নিত্যরাজ্যে স্থিতিরূপা উপাসনা বা মানস পূজা ইত্যাদি এবং লয়তত্ত্বে ভূত শুদ্ধাদি দ্বারা সর্ব্বদা ঈশ্বর-ভাবনা লইয়া থাক তোমার আত্মজ্ঞান লাভ হইবে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

শ শ শ নী
হি যস্মাৎ চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানাং ইন্দ্রিয়াণাং যৎ রাগাদিকলুষিতং
নী
মনঃ অনুবিধীয়তে তানি অনু লক্ষীকৃত্য বিধীয়তে প্রবর্ত্ততে
নী শ্রী
(কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ) প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ
শ্রী শ শ নী
গচ্ছতি তৎ ইন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পেন প্রবৃত্তং মনঃ ইন্দ্রিয়ানুসারি মনঃ অস্য
শ ম শ নী ম
যতেঃ সাধকস্য প্রজ্ঞাং আত্মানাত্মবিবেকজাং আত্মবিষয়াং শাস্ত্রীয়াং
নী শ
বুদ্ধিং অম্ভসি উদকে জিগমিষন্তীং নাবং বায়ুঃ ইব প্রতীকূলো বায়ুইব
শ শ্রী
হরতি নাশয়তি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ
শ্রী শ
পরিভ্রাময়তি তদ্বৎ। মার্গাতুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্ণাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং
শ
প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং কল্পনাং করোতি।

নী
অন্যেতু ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদিন্দ্রিয়মনুলক্ষীকৃত্য মনঃ প্রবর্ত্ততে
নী
তদিন্দ্রিয়ং অস্য সাধকস্য মনসো বা প্রজ্ঞাং হরতীতি যোজয়ন্তি।

যেহেতু বিষয়ানুবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গণকে যে মন অনুধাবন করে সেই মন, জলমধ্যে বায়ুবিচলিত নৌকার ন্যায় এই সাধকের বুদ্ধিকে বিনাশ করে।

অর্জ্জুন—বলিতেছিলে যে বিক্ষিপ্ত চেতার ভাবনা অভাবে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লক্ষণা বুদ্ধি হয় না—কেন হয় না?

ভগবান—কারণ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ে গিয়া পড়ে তখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করেন তাহার মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। মন ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া বিষয়ে মগ্ন হইলেই উ বুদ্ধিকে নষ্ট করে। বুদ্ধিই না বিচার দ্বারা বিষয়ের দোষ দর্শন করায়? সেই জন্যই ত ম বিষয়ে লুব্ধ না হইয়া ঈশ্বরে ধাবিত হয়। কিন্তু মন যখন বিষয়সুখে মত্ত হইয়া পড়ে তখ সাধকের বুদ্ধি বা বিচার আর কোথায় থাকে?

অর্জ্জুন—তখন সাধকের কি দশা হয়?

ভগবান—বায়ু যেমন অসাবধান নাবিকের নৌকাকে সমুদ্র মধ্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করায়, শে নৌকা ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ মনও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়-সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়া শেষে বুদ্ধি নষ্ট হয় এবং দেহ-নৌকা ডুবি হইয়া যায়।

এখানে সমুদ্র হইতেছে বিষয়; বায়ু—ইন্দ্রিয়; নৌকা—অসাবধান সাধকের প্রজ্ঞা কিন্তু প্রজ্ঞা-নৌকা যদি মনস্থৈর্য্যরূপ তীরে উত্তোলিত থাকে তবে ইন্দ্রিয় বায়ু কি করি মনকে যদি ব্রহ্ম-বস্তুতে বাঁধিয়া রাখা যায় তবে শত ইন্দ্রিয়-তুফানেও ইহাকে বিষয়স আনিতে পারে না।

অর্জ্জুন—মন ব্রহ্মে বা ভগবানে বাঁধিয়া রাখা যায় কিরূপে?

ভগবান—ইন্দ্রিয় দমন করা নিতান্তই আবশ্যক। দেখ অর্জ্জুন, একটি ইন্দ্রিয়ের স মিলিত হইয়া মন যখন বিষয়ে ধাবমান হয় তখন এক ইন্দ্রিয়ই মানুষের বুদ্ধি হরণ ক মনকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে; আর সমস্ত ইন্দ্রিয় একত্রিত হইলে যে প্রজ্ঞা হরণ ক ইহাতে কি কোন সংশয় আছে?

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন
ভৃঙ্গানরঃ পঞ্চভি রঞ্চিতঃ কিং?

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, মীন, ভৃঙ্গ—ইহাদের এক একটি ইন্দ্রিয় প্রবল বলিয়া ইহারা প্রা হারায়। কুরঙ্গ বাঁশির শব্দে, মাতঙ্গ স্পর্শে, পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে), মীন রসে আর ভৃঙ্গ মোহিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়, আর মানুষের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে যদি প্রবল হয় মানুষের কি আর বাঁচিবার আশা থাকে?

অর্জ্জুন—তবে মানুষের কি উপায় হইবে? কিসে মানুষ ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিবে?

ভগবান—মানুষের হৃদয়ে রাজা আমি। আমার শরণাপন্ন না হইলে মানুষের লাগিবে না। আমার শরণাপন্ন হইতে দেয় না মন। এই মনকে স্থির করিবার জন্যই শত শত সাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছি। যেমন একটি বালককে মানুষ করিতে হই সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়, সর্ব্বদা তাহাকে সৎ উপদেশ দিতে হয়, সর্ব্বদা তাহা রাজি করিয়া সৎ কার্য্য করাইতে হয়, সেইরূপ মনকে বশীভূত করিতে হইলে সর্ব্বদা ম উপদেশ দিতে হয়। যে সাধক মনকে উপদেশ না দিয়া, সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয় তা সাধনা হয় না। মন সর্ব্বদাই চঞ্চল—ইহা সর্ব্বদাই কত কথাই চিন্তা করে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা সংসারের হাল দেখাইতে থাক, আয়ু নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, শরীর বড়ই বিনশ্বর, রাক্ষসী সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখন যে এই রাক্ষসী বিকট আকার ধরিয়া ম জীবনকে গ্রাস করিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই—প্রথমেই মনকে এই সমস্ত স্মরণ করা থাক, তখন মন ভয়ে ব্যাকুল হইবে, সংসার ভয়ে ভীত হইয়া মন কাতর হইবে। না হইলে কেহই আমার শরণাপন্ন হইতে চায় না। আমার শরণাপন্ন হইয়া কাতর আমাকে ডাকিতে থাকুক তবেই নিরন্তর মনকে আমাতে রাখিতে পারিবে। আমাতে স্থির করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় আপনি দমিত হইবে। বিষয় দেখিলেই আসিবে। ভূত দেখিলে মানুষ যেমন ভয়ে রাম রাম করে সেইরূপ মৃত্যু সংসার দে

[মানুষ ভিতরে নিরন্তর ভীত হইয়া আমাকেই কাতর ভাবে ডাকিবে—এতদ্ভিন্ন মানুষের আর কোন উপায় নাই। তুমি সর্ব্বদা মনকে উপদেশ কর, করিয়া সংসারের স্বরূপ ইহাকে দেখাইয়া ইহাকে ভয়ে ব্যাকুল রাখ তবেই সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ রাখিতে পারিবে। সর্ব্বদা আমার ভাবনা যে করে তাহাকে আমি ক্রোড়ে করিয়া মৃত্যু-সংসার পার করিয়া দিয়া থাকি—আমার নিত্য রাজ্যে লইয়া আসি। চিরকালের জন্য নির্ভয় করিয়া দি।

তাই স্মরণ রাখ প্রাণ কাতর না হইলে ধর্ম্ম হয় না। তোমার পাছে যম ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই ভয়ে কাতর হইয়া তুমি আমায় ডাক। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।"

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

নী আ
তস্মাৎ যস্মাদিন্দ্রিয়াধীনং মনো মনোনুগা চ প্রজ্ঞা তস্মাৎ অসমা-
হিতেন মনসা যস্মাদনুবিধীয়মানানীন্দ্রিয়াণি প্রগৃহ্য প্রজ্ঞামপহরন্তি
আ ম
তস্মাৎ হে মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ সর্ব্বশত্রুনিবারণক্ষমত্বাদিন্দ্রিয়-
ম শ
শত্রুনিবারণেঽপি ত্বং ক্ষমোঽসীতি সূচয়তি যস্য যতেঃ ইন্দ্রিয়াণি
শ নী নী
শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ স্বকার-
নী নী
ণেন মনসা সহিতানীতি যাবৎ নিগৃহীতানি ভবন্তি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা
নী
ইতি বিদ্ধি ।।৬৮।।

হে মহাবাহো যেহেতু ইন্দ্রিয়ের অধীন মন, মনের অধীন প্রজ্ঞা, সেই হেতু যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে বিমুখীকৃত হইয়াছে তাহার প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত (সেই স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥৬৮॥

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয়, বিষয়ে বিচরণ করিতে পাইলে মনকেও বশীভূত করিবে, তখন প্রজ্ঞাহরণ হইবে. এই জন্য বলিতেছ সর্ব্বপ্রকারে যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিয়াছেন তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। "ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ" (২।৬০) এখান হইতে ইন্দ্রিয় সংযমের কথা আরম্ভ করিয়াছিলে। ২।৬০ শ্লোকে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা এই বলিয়া শেষ করিলে যে সর্ব্বপ্রকারে যাহার ইন্দ্রিয়, বিষয়বিমুখ হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের মুখ ভগবানের দিকে যাহার ঘুরিয়া গিয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। এই বিষয় আর একবার আমার ভাল করিয়া বলা উচিত।

ভগবান্—বল আমি শুনিতেছি।

অর্জ্জুন—যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহার কোন ভাবনা নাই, তিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই; কোন কিছুতে তাঁহার অনুরাগ বা ভয় বা ক্রো নাই; সর্ব্বত্র একরূপ, শুভপ্রাপ্তিতেও আনন্দ নাই, অশুভেও বিদ্বেষ নাই, কূর্ম্মের সঙ্কোচের ন্যায় তিনি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সঙ্কোচ করিয়া রাখেন।

নিরাহার দেহীর বিষয়-নিবৃত্তি হয় কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না; স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্ম সাক্ষাৎক করেন বলিয়া বিষয় হইতে স্বতঃই নিবৃত্ত।

ইন্দ্রিয়-সংযম বড় কঠিন। প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়সকল, যত্নশীল বিবেকী পুরুষের চিত্ত হরণ করে।

কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সর্ব্বদা মৎপরায়ণ বলিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়া বসিয়া আছেন। ইন্দ্রি বশ যে করিতে না পারে সে ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদির ধ্যান করে বিষয় ধ্যানে বি আসক্তি জন্মে—তাহা হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হই স্মৃতিভ্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ পরে মৃত্যু।

স্থিতপ্রজ্ঞ আমাতে চিত্ত রাখিয়াছেন তিনি বিধেয়াত্মা—অনুরাগ, বিদ্বেষ হইতে মু তিনি আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। চিত্ত যাঁ প্রসন্ন তাঁহার সকল দুঃখের নাশ হয়। যিনি প্রসন্নচিত্ত আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়। ক্তের কিন্তু বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনাও নাই, শান্তিও নাই। অশান্তের সুখ কোথায় যদি ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তন করে তবে তাহা প্রজ্ঞা হরণ করে। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহকে বি বিমুখ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হও। হে ভগবান্ কবে আমার এইরূপ অবস্থা লাভ হই তোমায় এই উপদেশ জয়যুক্ত হউক।

ভগবান্—এই যাহা উপদেশ দিতেছি তাহার সার কথা—চিত্তটি সর্ব্বদা স্থাপিত রাখ। ঈশ্বরকে জান, তাঁহার কথা শ্রবণ কর, নিত্য মনন কর, তবেই আসিবে। যুক্ত হইলে জানিবে সমস্ত বিষয়-রস হইতে আত্মারাম মধুর। আলোচনা নিত্য করিতে করিতে, ভক্তিগ্রন্থ নিত্য নিয়ম মত পাঠ করিতে করিতে রস আস্বাদিত হয়। "তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।" সর্ব্বদা মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে চিত্ত তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া তাঁহাতে যুক্ত যতদিন না যুক্ত হয় ততদিন মনকে নিরন্তর উপদেশ দিতে থাক। মনকে কর। ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িলে মানুষের যেরূপ ভয় হয়, মৃত্যু-ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া সেইরূপ ভীত হও। মনকে সর্ব্বদা উপদেশ করিতে থাক, জগতের সমস্তই ক্ষণিক। ব্যাঘ্র, এখানকার নর নারী, বালক বালিকাকে, কখন যে আক্রমণ করিবে তাহার নাই। কাতর প্রাণে তুমি ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের তাঁহার ধ্যান কর। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি অগ্রে মনকে কাতর কর। বৈরাগ্যযু তখন ভগবানে লাগিবে। যতই মন তাঁহাতে লাগিবে ততই তাঁহার আজ্ঞায়, প্রীতি জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারিবে। হস্তপদ দিয়া কর্ম্ম করিবে সত্য কিন্ত সর্ব্বদা ভগবানের নিকটে থাকিবে। এই সাধনা দ্বারা বৈরাগ্যযুক্ত হইলেই নিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে। ঈশ্বরে অনুরাগ দৃঢ় হইলেই চিত্তশুদ্ধি উপাসনাও ঠিক হইল, পরে যখন সর্ব্বভূতে নারায়ণবোধ জন্মিবে তখন উপাসনা হইবে। উপাসনার পরেই জ্ঞান জন্মিবে জ্ঞানের সঙ্গেই ধ্যান চলিবে। এইরূপে কৃপা লাভ করিয়া সৎগুরু প্রাপ্ত হইব। তিনি তখন তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বিচার তোমাকে মুক্ত করিয়া দিবেন। যিনি জ্ঞানমার্গে উঠিয়াছেন তাঁহার আত্মভাবনাতেই যিনি যোগী তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা জ্ঞান লাভ হইবে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

যা [বি] আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ [ম] বেদান্তবাক্যজনিতসাক্ষাৎকাররূপাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি [ম] প্রজ্ঞা সর্ব্বভূতানাং [শ] সর্ব্বেষাং ভূতানাং নক্তঞ্চরস্থানীয়ানাং [শ] অজ্ঞানীনাং নিশা [ব] রাত্রিতুল্যা [ব] তদ্বদপ্রকাশিকা [শ্রী] দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ তস্যাং [শ] পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং [ম] সর্ব্বভূতনিশায়াং [স্বা] আত্মবিষয়ায়াংবুদ্ধৌ সংযমী সংযমবান্ [শ] জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ [নী] ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং নিগ্রহণশীলো [নী] যোগী জাগর্ত্তি [ম] অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ সাবধানো [ম] বর্ত্ততে [ব] নতু স্বপিতি, তয়া [ব] লভ্যমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ । যস্যাং [রা] শব্দাদিবিষয়ায়াং [রা] বুদ্ধৌ [ম] দ্বৈতদর্শনলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং [শ] প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতি স্বপ্নবৎ [ম] ব্যবহরন্তি বিষয় [ব] ভোগাননুভবন্তি নতু তত্র [ব] স্বপন্তি সা শব্দাদি[রা]বিষয়া বুদ্ধিঃ [হ] অবিদ্যানিশা পশ্যতঃ মুনেঃ [না] আত্মদর্শনবতো যোগিনঃ স্থিত[ব]প্রজ্ঞস্য ইতিযাবৎ নিশা তস্য [ব] বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ [শ্রী] তস্যাং দর্শনাদি ব্যাপারস্তস্য [শ্রী] নাস্তীত্যর্থঃ । এতদুক্তং ভবতি যথা—[ম] কাকস্য রাত্র্যন্ধস্য [ম] দিনমুলূকস্য দিবান্ধস্য নিশা ; রাত্রৌ পশ্যতশ্চোলূকস্য যদ্দিনং রাত্রিরেব [ম] সা কাকস্য ইতি মহদাশ্চর্য্যমেতৎ । অতস্তত্ত্বদর্শিনঃ কথমাবিদ্যক[ম]ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারঃ স্যাদিতি, স্বতঃসিদ্ধ এব তস্যেন্দ্রিয়সংযম [ম] ইত্যর্থঃ । [শ্রী] ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্নতু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিত [শ্রী] মিদং লক্ষণমিতি ।।৬৯।।

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, তাহাতে সংযমী জাগিয়া থাকেন। যাহাতে ভূ সমূহ জাগ্রত থাকে, তাহা দর্শনবান্ মুনির রাত্রি কাল ॥৬৯॥

অর্জ্জুন—স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে বিষয়ে বিচরণ করেন? 'ব্রজেত কিং' এইপ্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ, এখনও সকল কথা বল নাই। 'কিমাসীত' অর্থাৎ কিরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কর তাহাই বলিতেছিলে। এক্ষণে বল স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয় বিচরণ কিরূপ?

ভগবান্—যখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর জোর করিতে হয় না, যখন আপনা হইতেই ইন্দ্রিয় ভগবৎ রসে শান্ত হইয়া যায়, তখন সাধক আত্মাতে জাগ্রত থাকেন; এ অবস্থায় কো কার্য্য নাই। সাধক অবস্থার কার্য্য ইন্দ্রিয়সংযম, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় সংযম স্বভাবি অজ্ঞানী ব্যক্তি নিদ্রাতে স্বপ্ন দর্শন করার ন্যায় মিথ্যা বিষয়সমূহকে সত্য বোধ করিয়া পু পুনঃ ঐ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে এবং বহুবিধ কর্ম্মে সুখ দুঃখ ভোগ করে। এরূপ ব্য বিষয়ে জাগ্রত কিন্তু ভগবানে নিদ্রিত। সংযমী কিন্তু ভগবানে জাগ্রত এবং বিষয়ে নিদ্রি অজ্ঞানীর জীবন এক মহা বিস্মৃতি ও দীর্ঘ নিদ্রা।

অর্জ্জুন—জীবনটা কি সত্যই স্বপ্ন?

ভগবান্—অজ্ঞানীর বটে।

অর্জ্জুন—প্রায় লোকেই ত অজ্ঞানী কিন্তু জগতের কোন কিছুতেই ত স্বপ্ন বলিয়া হয় না।

ভগবান্—যতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে থাক ততক্ষণ স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সকলকে সত্য বলিয়াই ম হয়। স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। মোহ নিদ্রায় অভিভূত জীব 'আমার স্ত্র আমার জননী, আমি সুখী আমি দুঃখী' ইত্যাদি বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন করে, মোহাচ্ছন্ন জী সংসার করা স্বপ্ন দেখা মাত্র।

অর্জ্জুন—এ দীর্ঘ স্বপ্ন ভাঙ্গিবে কিরূপে?

ভগবান্—দেখ লোকপ্রসিদ্ধ নিদ্রা ভাঙ্গে কিরূপে? নিদ্রার প্রথম অবস্থায় এক কালেই সব ভুল হইয়া যায়; কি এক তম আসিয়া একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এখ কোন অনুভব যেন থাকে না—ইহাই সুষুপ্তি। ক্রমে কি এক অদ্ভুত নিয়তিবশে মন দেখিতে থাকে, পূর্ব্ব সংস্কার লইয়া হুটপাট করিতে থাকে, ইহা অনুভব করা যায়। দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হইয়া আবার সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার সুষুপ্তির অবস্থা অন্তর্নিহিত সংসারের চলনে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সুষুপ্তি নিয়তিবশেই স্বপ্ন সুষুপ্তিতে চৈতন্য-শক্তিকে স্পর্শ করিয়া মনের সংস্কার প্রবল ভাবে ছুটিতে থাকে। হুটাপাটি যখন অতিশয় প্রবল হয়, যখন উহা প্রবল হইয়া রক্ত মাংস পর্য্যন্ত স্পর্শ করে মস্তিষ্ক আর সহ্য করিতে না পারিয়া জাগিয়া উঠে। নিদ্রাভঙ্গে অনেকেই দেখিতে পান ভয়ানক হুটপাট হইতেছিল। মোহনিদ্রাভঙ্গও এইরূপ। প্রথম অবস্থায় জীব একে মোহাচ্ছন্ন। সর্ব্বদা 'আমি আমার' লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন হইলেও জীবের অন্তর্নি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার নিয়তি বশে জাগিয়া উঠে। এই সংস্কার জীব-মধ্যে নানাবিধ জন্মাইয়া দেয়; মোহনিদ্রাচ্ছন্ন জীবের স্বপ্ন এই সংশয়গুলি। 'আমি' জগতে যে আসি তাহাত অনুভব করিতেছি, কিন্তু আসিলাম কোথা হইতে, ইহা কেন জানি না?— হইতে যাইতে হইবে তাহাও জানি, কিন্তু যাইব কোথায় তাহা কেন জানি না? আমি হই, "আমি আছি" ইহা অনুভব করিতে পারি, আমি দেখিতেছি, ইহা অনুভব করি; গমন করি, কথা কই, এ সব অনুভব করি—আমার হস্ত, পদ, মুখ, কর্ণ এই সমস্তই করি, কিন্তু আমার দেহের ভিতরে রাজা কে তাহা অনুভব করি না কেন? এই দেহ গৃহ ইহা অনুভব হয়, কিন্তু আমার গৃহের ভিতরে কোথায় কি আছে তাহা জানি না

শুনি আমার গৃহের রাজা সাক্ষী পুরুষ, তিনি নিজের ইচ্ছায় কোন বিষয়ে লিপ্ত হন না—বুদ্ধি-রাণী তিনিই সমস্ত কর্ম্ম করেন, কিন্তু অহঙ্কার, কাম ক্রোধাদি অনুচরবর্গের পরামর্শে তিনি ঠিক থাকেন না—রাজা সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও প্রবুদ্ধ কেন হন না? আরও শুনি আমার গৃহে একটি আলোকের মন্দির আছে, তাহা সপ্ততল। প্রত্যেক তলায় কত অদ্ভুত দৃশ্য আছে—কত অদ্ভুত দেবতা আছে—ইহাদের কথা শুনি কিন্তু কল্পনা ভিন্ন ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না কেন? বাহিরের কত সংবাদ জানি কিন্তু ভিতরের কিছুই জানি না কেন? কে আমায় জানিতে দেয় না? মোহাচ্ছন্ন জীব এই স্বপ্নচিন্তায় যখন নিরন্তর ব্যাকুল থাকে তখন ইহার প্রাণ কাতর হয়।

এইরূপে যখন নিতান্ত অশান্ত হইয়া পড়ে, যখন প্রবাহক্রমে স্বপ্ন চিন্তা উগ্রভাবে বহিতে থাকে তখনই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়। জীব তখন আর আপন মস্তিষ্কে ঐ গুরুতর সংশয় ভার বহন করিতে অসমর্থ হয়। কাতর হইলে স্বভাবতঃ সর্ব্বাশ্রয়ের শরণ লইতে হয়। তিনি কৃপা করিয়া জ্বলিতমস্তিষ্ক জীবকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। এই দূত সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিবেক। দূত আসিয়া নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া কাতর জীবকে শান্ত করেন। যাহারা সাধক নহে তাহাদেরও মৃত্যুকালে শত জন্মের জ্ঞান হয়, যোগবাশিষ্ঠের এই উক্তি স্বপ্নভঙ্গের অন্য প্রমাণ। যাঁহারা সাধক নহে তাহারা কিন্তু স্বপ্ন ভঙ্গের পরে আবার নিদ্রিত হইয়া পড়ে।

তাই বলিতেছি স্বপ্ন কালে মন যেমন যেমন সংস্কার লইয়া পুনঃ পুনঃ ভাবনা করে, ভাবনা করিতে করিতে সংস্কার সূক্ষ্মাবস্থা ত্যাগ করিয়া স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়—সংস্কারগুলি পুনরাবৃত্তিতে যতই স্থূল হয়, ততই মনের কার্য্য অধিক বলের সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে। ক্রমে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি জাগিয়া উঠে। ঠিক এই প্রণালীতে মোহাচ্ছন্ন জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞান বিচার, যখন প্রবল ভাবে কার্য্য করিতে থাকে, যে বিচারের সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সেই বিচার সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সহায়ে তীব্রতা প্রাপ্ত হইতেই সংসারস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

সুষুপ্তিতে জীব প্রত্যহ একবার করিয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতিলাভ করে—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া কি উপায়ে সুষুপ্তিতে স্বরূপে স্থিতি হয় তাহা স্থির করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ছান্দোগ্য ৮৷৩৷২। সৎশাস্ত্র, সৎসঙ্গ অবলম্বনে জীব সাধনা করিতে করিতে সমস্তই বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারিলেই বিষয়ে নিদ্রিত এবং স্বরূপে জাগ্রত হয়।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপং প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

বি ব ম ব বি
যদ্বৎ যথা আপঃ অন্যা বৃষ্ট্যাদিপ্রভবাঃ নদ্যঃ বর্ষাসু ইতস্ততো

ব ব
নাদেয়া আপঃ আপূর্য্যমাণং আত্মনৈবেকরূপং স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং

নী ব শ
প্রবিশন্তীভিরদ্ভিরাপূর্য্যমাণং তথাপি অচলপ্রতিষ্ঠং অচলতয়া প্রতিষ্ঠা

শ ব নী
অবস্থিতির্যস্য তং অনুল্লঙ্ঘিতবেলং অনুদ্রিক্তং বৃদ্ধিহীনত্বাৎ, এবং নির্গ-
নী
চ্ছন্তীভিরদ্ভিঃ রিচ্যমানমপি অরিক্তং হ্রাসহীনত্বাদিত্যপি বোধ্যং
বি বি
সমুদ্রং প্রবিশন্তি যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি
বি শ্রী শ
বিশেষমাপদ্যতে তদ্বৎ তথা সর্ব্বে কামাঃ বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছা-
শ ব শ বি
বিশেষাঃ প্রারব্ধাকৃষ্টা বিষয়াঃ যং মুনিং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি
ম রা
ন তু বিকর্ত্তুং শক্নুবন্তি তদিন্দ্রিয়গোচরতাং প্রাপ্নুবন্তি--শব্দাদিষ্বিন্দ্রিয়-
রা
গোচরতামাপন্নেষ্বনাপন্নেষু চাত্মাবলোকনতৃপ্ত্যৈব যো ন বিকারমাপ্নোতি
ম শ নী
স মহাসমুদ্রস্থানীয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিং মোক্ষমাত্যন্তিকদুঃখোপরমং
শ শ
আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। কামকামী কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্
শ শ্রী
কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ন উক্তলক্ষণঃ
ব ম
শান্তিং নাপ্নোতি। অপিতু সর্ব্বদা লৌকিকালৌকিককর্ম্মবিক্ষেপেণ
ম বি
মহতি ক্লেশার্ণবে মগ্নোভবতীতি বাক্যার্থঃ। অয়ন্তাবঃ—"যথা অপাং
বি
প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে, এবমেব যঃ
বি
কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এব স্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ" ॥৭০॥

যেমন বহু নদনদীজলপরিপূরিত অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রে অপর জলরাশি প্রবেশ করে (অন্যান্য নদনদী প্রবেশে বা অপ্রবেশে সমুদ্রের যেমন কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না) সেইরূপ ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হয়েন ; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন তিনি পান না ॥৭০॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে যে বলিলে দর্শনবান্ মুনি সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন করেন—তবে বিষয়সকল কিরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়? কিরূপেই বা তাহাতে তিনি ক্ষোভরহিত থাকেন?

ভগবান্—স্থির ব্রহ্মসমুদ্রে নামরূপের নদনদী প্রবেশ করুক বা না করুক—সমুদ্র কিন্তু একভাবেই থাকে। অন্য জলপ্রবাহসমূহ প্রবেশ করিলেও সমুদ্রের জলবৃদ্ধি হয় না কিম্বা জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া গেলেও জলক্ষয় হয় না। সাগর সমস্ত বারিরাশিকে বক্ষে ধারণ করিয়াও অচল অটল ভাবেই থাকে, কদাচ স্ফীত বা উত্তেজিত হইয়া চঞ্চল হয় না। সেইরূপ বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় গোচর হইলেও যে আত্মানন্দ বিভোর যোগী কিছুতেই ক্ষুব্ধ হন না তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ বিষয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি উভয় অবস্থাতেই একভাবে অবস্থিত; কোন প্রকার বিকার আর তাঁহার হয় না। যে কিন্তু বিষয়কামনালোলুপ সে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিরূপ শান্তি বা মুক্তি কিছুতেই পায় না। তুমি বিষয়সমূহ উপস্থিত হউক বা না হউক ভিতরে কামনাশূন্য অবস্থা লাভ কর, তুমিও জীবন্মুক্ত হইবে।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

সর্ব্বান্ [ম] প্রাপ্তানপি সর্ব্বান্ বাহ্যান্ গৃহক্ষেত্রাদীন্ আন্তরান্ মনোরাজ্যরূপান্ বাসনামাত্ররূপাংশ্চ [ম] পথিগচ্ছতস্তৃণস্পর্শতুল্যান্ কামান্ [ম] ত্রিবিধান্ বিহায় [শ] পরিত্যজ্য [ম] উপেক্ষ্য নিস্পৃহঃ [শ্রী] অপ্রাপ্তেষু চ [হ] উপেক্ষকঃ [শ] শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ [শ] সন্ [ম] যতো নিরহঙ্কারঃ শরীরেন্দ্রিয়াদাবয়মহমিত্যভিমানশূন্যঃ [শ] বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ [ম] অতো নির্ম্মমঃ [শ] ইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ [ম] শরীরযাত্রা মাত্রার্থেঽপি প্রারব্ধ কর্ম্মাক্ষিপ্তে কৌপীনাচ্ছাদনাদৌ মমেদমিত্যভিমানবর্জ্জিতঃ [ম] সন্ যঃ পুমান্ [শ] সন্ন্যাসী চরতি [ম] প্রারব্ধকর্ম্মবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যাদৃচ্ছিকতয়া যত্র ক্বাপি গচ্ছতীতিবা [ম] [শ] জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ [শ] স [শ] এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো [শ] ব্রহ্মবিৎ শান্তিং [শ] সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমত্বলক্ষণাং [শ] নির্ব্বাণাখ্যাম্ অধিগচ্ছতি [শ] প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো [শ] ভবতীত্যর্থঃ। ইতি ব্রজেত [ব] কিমিত্যস্যোত্তরম্ ॥৭১॥

যে পুরুষ সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য, অহংকারশূন্য তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥৭১॥

অর্জ্জুন—"ব্রজেত কিং" ইহার উত্তরে তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত কিরূপে কামনা ত্যা করিয়া পরম শান্তি লাভ করেন তাহাই বলিলে। আরও কি কিছু বলিবে ?

ভগবান্—এখন উপসংহার করিতেছি। বলিতেছিলাম যে কামকামী, কিছুতেই তাহা শান্তি নাই। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ত্রিবিধ কামনা ত্যাগ করিয়া স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন।

অর্জ্জুন—ত্রিবিধ কামনা কি কি ?

ভগবান্—জাগ্রত স্থূল কামনা, স্বপ্ন সূক্ষ্ম কামনা এবং দিব্য কামনা। এ সম্বন্ধে স্মরণ কর।

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা ইহার কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—কামনা ত্যাগ না করিতে পারিলে নিস্পৃহ হওয়া যায় না। কিন্তু স্পৃহা কিরূপে ?

ভগবান্—নির্ম্মম হইলে অর্থাৎ মমতা ত্যাগ করিতে পারিলে স্পৃহাশূন্য হওয়া "আমার" "আমার" করাই মমতা। "আমার" "আমার" ত্যাগ কর। নির্ম্মম হইলে 'এ গৃহ আমার' 'এই ধন আমার' ইত্যাদি স্পৃহা থাকিবে না।

অর্জ্জুন—'আমার আমার' মমতা দূর হইবে কিরূপে ?

ভগবান্—নিরহঙ্কার হইলে হয়। 'আমি' 'আমি' করাই অহংকার। 'আমি' ত্যাগ কর, তবেই 'আমার' 'আমার' ত্যাগ হইবে।

'আমি, আমি' ত্যাগ করিবার জন্য ভগবান্‌কে আশ্রয় কর। তিনিই রাজা, তিনিই তুমি দাস-দাসী মাত্র। তুমি রাজা-অভিমান, কর্ত্তা-অভিমান ত্যাগ করিয়া তোমার রাজাই যথার্থ কর্ত্তা অনুভব কর, সর্ব্ব কার্য্যে তিনিই কর্ত্তা, তাঁহার সন্তোষ জন্য তুমি করিতেছ ইহা অনুভব কর তবেই তোমার অহং অভিমান পলায়ন করিতে থাকিবে।

অহং অভিমান ত্যাগ হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হইবে। স্থিতপ্রজ্ঞের বাহ্যবস্তুর কামনা কণার ন্যায় তুচ্ছ। মনের বাসনাসমূহ, পথি-নিপতিত তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। নিজ দেহে ও জীবনে স্পৃহাশূন্য। বিদ্যা বুদ্ধিতে অহংকারশূন্য। এমন কি নিজের যাত্রার্থ অন্নবস্ত্রাদিতেও কর্ত্তাবোধশূন্য। এরূপ ব্যক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যাহাই করুন না মুক্তি তাঁহার করায়ত্ব।

বশিষ্ঠদেব বলেন :—

কেবলেনেন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং বর্ত্তমানার্থবর্ত্তিনা।
অসঙ্গেনেন মনসা যৎ করোমি ন তৎকৃতম্ ॥

ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য রাগদ্বেষবর্জ্জিত হৃদয়ে করিবে তাহা বন্ধনের হেতু নহে।

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

শ শ
হে পার্থ! ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যস্য

শ শ্রী শ
রূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ এষা এবম্বিধা যথোক্তা। "এষা

ম　　শ　　শ
হিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” ইতি প্রাগুক্তা এনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধা ন
নী　　নী
বিমুহ্যতি নরো ন পুনঃ সংসারমোহং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে অপি
রা　　রা　　শ্রী
অন্তিমেঽপি বয়সি অস্যাং স্থিত্যাং স্থিত্বা ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং
শ　　শ　　নী
ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষং নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্যে ব্রহ্মণি তন্নি-
র্ব্বাণং তথা চ শ্রুতিঃ “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে
নী
ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি” গতিমন্তরেণ প্রাণরূপোপাধি প্রবিলয়মাত্রাৎ
শ্রী　　নী　　নী　　শ
ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ঘটাকাশস্য মহাকাশপ্রাপ্তিবৎ। কিমু বক্তব্যং
ব্রহ্মচর্য্যাদেব সন্ন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণ-
শ　　ম
মৃচ্ছতীত্যপিশব্দার্থঃ ॥

এবমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক যুদ্ধাখ্যস্য কর্ম্মণস্তৎপ্রাপ্তিসাধনতামজানতঃ শরীরাত্মজ্ঞানেন মোহিতস্য তে তব তেন চ মোহেন যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তন্মোহশান্তয়ে নিত্যাত্মবিষয়া সাঙ্খ্যবুদ্ধিস্তৎপূর্ব্বিকা চাসঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানরূপা কর্ম্মযোগবিষয়াবুদ্ধিঃ স্থিতপ্রজ্ঞতা যোগসাধনভূতা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ে প্রোক্তা। তদুক্তং যামুন মুনিনা—

অস্থানস্নেহকারুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মধিয়াকুলম্।
পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্ ॥
নিত্যাত্মাসঙ্গকর্ম্মেহা গোচরা সাঙ্খ্যযোগধীঃ।
দ্বিতীয়ে স্থিতধী লক্ষ্যা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে ॥

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মভাবে অবস্থান। ইহাই প্রাপ্ত হইলে আর মোহ আইসে না। অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

অর্জ্জুন—হে ভগবন্, তুমিই আমার প্রভু! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমার মুখারবিন্দ দেখিয়া দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই। তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইতেছি।

তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারি। যাহা শুনিলাম তাহা যে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি।

ভগবান্—অর্জ্জুন তুমি ব্রহ্মভাবে—আপন স্বরূপে অবস্থান করিয়া—চিত্তকে সর্ব্ব আমাতে রাখিয়া ব্যবহারিক কার্য্য কর। এই অধ্যায়ে যাহা বলিলাম তাহাই সার কথ এই অধ্যায়কে গীতার্থসূত্র বলা হয়—সমস্ত গীতা ধরিয়া ইহারই ব্যাখ্যা।

অর্জ্জুন—হে কৃষ্ণ! কিরূপে ইহা গীতার্থসূত্র পরে বলিও। এখন এই অধ্যায়ের কথাগুলি আর একবার বলিবে?

ভগবান—বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি তোমার আত্মা। তোমার হৃদয়ের রাজা। তুমি আমার শরণাপন্ন হইয়া সব কার্য্য কর। আমার শরণাপন্ন লোক হইতে পারে না কেন জান? তাহাদের একটা পৃথ "অহংভাব" বা "আমি জ্ঞান" রাখে বলিয়া। "আমি" "আমি" করিতে করিতে "আমার" "আমার" পর্য্যন্ত প্রবল আসক্তির সহিত চলিতে থাকে। ইহাই পতন অবস্থা।

"আমি" ভাব যাহার যত কম হইয়াছে তিনিই তত উন্নত হইয়াছেন। আমি শ্রীকৃ- আমি আত্মারাম—আমিই আত্মদেব—যে আমাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় করিতে পারে— তাহার ক্ষুদ্র 'আমি' বা অহং অভিমান ভুলিয়া আমাকেই তাহার 'আমি' স্থানে বসাইতে —যে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া আমার ইচ্ছাকেই তাহার ইচ্ছা করিয়া চলিতে পারে সে সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া আমার সমান হইতে পারে।

এখন সংক্ষেপে তোমায় উদ্ধারের ক্রম বলিতেছি মনোযোগ কর।

ধর্ম্ম প্রধানতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণযুক্ত। যাহাদের ভোগবাসনা প্রবল—যাহারা পুত্র, ধন, দৌলত, জাগতিক প্রণয়, জাগতিক ভালবাসা, ব্যবহারিক দয়া, মায়া, মমতা করিতে পারে না তাহারা প্রবৃত্তি মার্গের লোক।

আর যাহাদের ভোগবাসনা আদৌ নাই—যাহারা ভগবান ভিন্ন কোন দয়া, মায়া, ভালবাসা কিছুই চায় না, ভগবান না পাওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুই সুন্দর দেখিতে পায় তাহারা নিবৃত্তি মার্গের লোক। নিবৃত্তি মার্গ ভিন্ন উদ্ধার নাই। কিন্তু একবারেই নিবৃত্তি মার্গে যাইতে পারে না। সেই জন্য একটি মধ্য পথ আছে। তাহাকে প্রবৃ নিবৃত্তি পথ বলিতে পার। প্রবৃত্তি মার্গে যাহারা আছে তাহাদিগকে প্রবৃত্তি মার্গের করাইয়াই অল্পে অল্পে নিবৃত্তি মার্গে লইয়া যাইতে হইবে। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মযো প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি পথ।

কারণ কামের কার্য্য দ্বারা কখন কাম শান্ত হইবে না। বরং তাহাতে ভোগবা বাড়িয়া যাইবে। "ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি"। ইন্দ্রিয় শিথিল হ গেলে লোকে ভোগ করিয়া করিয়া কামনা ক্ষয় হইল মনে করে। তাহা কিন্তু হয় ইন্দ্রিয় প্রবল থাকিতে থাকিতেই যে ভোগ কামনা সংযত করিতে পারে তাহারই ত্যাগ হয়। নতুবা বৃদ্ধ হইয়া যদি মনে করে ভোগ লালসা গিয়াছে তাহা ভ্রমমাত্র। যুবার শক্তি প্রদান করিলে সে আবার সংসার ভোগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে দেখা ইন্দ্রিয় শিথিল হয় বলিয়া ভোগ করিতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলে যে মন হইতে সে কিছুতেই ভোগের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে বৈরাগ্য তাহার কিছুতেই হয় না। সমস্ত শক্তি আছে অথচ ভোগ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বাসনা নাই, ভোগের দোষ বহু—বিষয় ভোগ সর্ব্বদা দোষপূর্ণ—ইত্যাদি বিচার যিনি পারেন তিনিই বৈরাগ্যবান্।

এই জন্য প্রবৃত্তিমার্গের লোককে কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম ত করি কৌশল করিয়া কর্ম্ম কর। ইহাই নিবৃত্তি পথের জীবের প্রতি আমার প্রথম ও

উপদেশ। কর্ম্মের কৌশলটুকুই যোগ। ইহাই নিষ্কামকর্ম্ম। নিষ্কামকর্ম্মই গীতার—শুধু গীতার কেন সর্ব্ব শাস্ত্রের অথবা সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইলে প্রবল বিচার বুদ্ধির আবশ্যক। এজন্য ইহাকে বুদ্ধি যোগ বলে।

ইহার জন্যই সাধনা। সাধক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কর্ম্মী, ভক্ত ও জ্ঞানী। সকল সাধককেই প্রথম অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। পূর্ব্বে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা যাহা বলিয়াছি তাহা স্মরণ কর।

নিষ্কাম কর্ম্মের তিন অঙ্গ। কর্ম্মী ভক্ত ও জ্ঞানী এই তিন অঙ্গের কিরূপ সাধনা করেন—কোন্ বিষয় লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা আত্মোদ্ধার চেষ্টা করেন তাহা ধারণা কর।

(১) **নিষ্কাম কর্ম্মে জ্ঞান সাধনা** :—কর্ম্ম করে প্রকৃতি। আর আত্মা সর্ব্বদা সুখময়, আনন্দময়, পরম শান্ত। আত্মমায়ায় বশীভূত হইয়া যখন এই আত্মা 'অহং কর্ত্তা' এই অভিমান বিমূঢ় হয়েন—হইয়া প্রকৃতির কর্ম্মকে আপনার কর্ম্ম ভাবিয়া লয়েন তখনই তিনি সুখদুঃখে জড়িত হইয়া ব্যাকুল হয়েন। যেমন মন্ত্রী রাজার শক্তি আপনার মধ্যে আরোপ করিয়া প্রজা শাসন করে—অথচ মন্ত্রীকৃত কর্ম্মকে লোকে রাজার কর্ম্ম বলিয়াই জানে, সেইরূপ প্রকৃতি কর্ম্ম করিলেও সমস্ত কর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত হয়।

আত্মা যখন প্রকৃতিতে অহং অভিমান ত্যাগ করেন, "আমি কর্ত্তা" এই ভাব ত্যাগ করেন তখনই তিনি আপন শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি বা জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি। ইহাই জ্ঞান-মার্গের চরম সাধনা। গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে ইহা বিশেষ করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।

(২) **নিষ্কাম কর্ম্মে ভক্তি সাধনা** :—যে কর্ম্ম করে সেই কর্ত্তা। আমি কর্ত্তা নহি ইহা যে শেষ সাধনা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু মুখে বলিলেই ইহা কার্য্যে হইবে না। আমি দেহ নই, আমি দেহ নই, কর্ম্ম আমার নহে, কর্ম্ম আমার নহে, এই বলিলেই দেহ ভুল হয় না, কর্ত্তৃত্বাভিমানও দূর হয় না। অথচ আমি দেহ নহি, আমি কর্ত্তা নহি প্রবল মনোবেগের সহিত ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস করিতে করিতে, আমি দেহ অতিরিক্ত যে আর একটা কিছু ইহার অনুভব হইতে থাকে। একটাকে ধরিয়া অন্যটাকে ত্যাগ করিতে হয়। দেহাভিমান ত্যাগ ইচ্ছা হইলেই অন্য কিছু গ্রহণেচ্ছা জাগিয়াছে ইহা বুঝা যায়। এবং যাহা গ্রহণে ইচ্ছা হইয়াছে তাহারও আভাস পাওয়া যাইতে থাকে। এই ক্ষীণ আভাস যাহার পাওয়া যায় তিনিই দেহাতীত আত্মদেব। তিনিই আমার হৃদয়ের রাজা। তাঁহারই নাম রাম, কৃষ্ণ, শিব, শক্তি ইত্যাদি।

যতই ভগবান আত্মরামে বা আত্মশক্তিতে লক্ষ্য স্থির হইতে থাকে, যতই হৃদয়ের অভীষ্ট দেবমূর্ত্তিতে ধ্যান বসিতে থাকে ততই দেহ ভুল হইতে থাকে। ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানে ধারণা ধ্যান সমাধি জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত উপাসনা আবশ্যক। চিত্তকে, সংসার যে বিভীষিকা ইহা সর্ব্বদা উপদেশ কর; সর্ব্বদা মৃত্যু-ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে নিযুক্ত কর, কাতর হইবে। সর্ব্বদা মৃত পুত্র কন্যা বা পিতা মাতার মরণ সময়ের কাতর ভাব স্মরণ করাও—তুমিও কাতর প্রাণে ভগবানের আশ্রয় লইতে পারিবে।

কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ যেমন জ্ঞান মার্গের সাধনা—সেইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কাতর প্রাণে ভগবানের উপাসনা, তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা, কর্ম্ম করিতে করিতে উপাসনা এবং প্রার্থনা ইহাই ভক্তিমার্গের সাধনা। শাস্ত্রমত কর্ম্ম না করিয়া যে উপাসনা, তাহাতে ব্রাহ্মীস্থিতি দীর্ঘ কাল সাপেক্ষ। যে সত্য সত্যই ভগবানকে ভাল বাসিয়াছে, সে বহুকাল পরে ভগবানের সহিত দেখা হইবে একথা সহ্য করিতে পারে না। যাহাকে ভালবাসি তাহার কাছে এই মুহূর্ত্তেই যাইতে চাই—বিলম্ব সহ্য করিতে পারি না। ভক্ত

অথচ এখনি ভগবান না পাইলেও চলে, এইরূপ অবস্থা যাঁহার, তাঁহার মধ্যে আছে। ভক্তি মার্গে প্রতিক্ষণেই ভগবানকে চাই। এই জন্য শাস্ত্রবিধি মত ঋষিদিগের ব্যবস্থা মত, কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রমত নিত্য ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া, বিষয় ভোগ-কামনা রহিত হইয়া শুধু তোমার সহিত মিলিত এই শুভবাসনা লইয়া করিতে অভ্যাস করাই নিষ্কামকর্ম্মে ভক্তি সাধনা।

"মৎকর্ম্মপরমোভব" শ্রীভগবান ভক্তকে এই উপদেশ করেন। ভক্ত তাহার জন্য আর কিছুই করিতে পারে না। পরিজন পালনাদি আর তাহাকে করিতে ভক্ত শুধু 'ভগবৎ কর্ম্ম' "মৎকর্ম্ম" লইয়াই থাকেন। "মৎকর্ম্ম" করিতে করিতে আটকাইয়া গেলেই শ্রীভগবান আত্মাতে সমস্ত দর্শন হইবে এবং সর্ব্ববস্তুতেই নারায়ণদর্শন হইবেই।

(৩) নিষ্কাম কর্ম্মে যোগ সাধনা :—যোগীর কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি জন্য। হইয়া গেলে তবে ভগবান তাঁহাকে যুক্ততম বলিতেছেন।

যোগীনাং অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে নান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ।

ঈশ্বরকে হৃদয়ে বসাইলে যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। দিন চিত্তশুদ্ধি না হয় ততদিন লোকে শুধু "মৎকর্ম্ম" বা "ভগবৎ কর্ম্ম"ই লইয়া পারে না। তাহাকে সংসার নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মও করিতে হয়। ইহাদিগকে বলিতেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥

তোমার কর্ম্ম এখনও আছে তাহা আমাতে অর্পণ কর। ঈশ্বর প্রীতি জন্য করাই কর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করা। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম অবস্থা। হে আমার এই সমস্ত কর্ম্ম করা আবশ্যক। তুমি প্রসন্ন হও আমি এই কর্ম্ম করিতেছি— কর্ম্মের ইহাই সর্ব্বনিম্ন অবস্থা।

নিষ্কাম কর্ম্মের যে তিন অবস্থা বলা যাইতেছিল তাহা এই :—

(১) ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করা।
(২) ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা।
(৩) অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা।

প্রথম অবস্থায় সাধকের কর্ম্ম সমূহ ঈশ্বরে অর্পণ। ঈশ্বর প্রীতি এই অবস্থার দ্বিতীয় অবস্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-কর্ম্ম ভিন্ন সাধকের অন্য কর্ম্ম থাকে না। প্রীতি এবং ফলাকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ভাবে ত্যাগ, এখানে সম্পন্ন হয়। তৃতীয় অবস্থায় অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ কিছুতেই হয় না।

সমস্ত গীতাতে এই বিষয় গুলি স্পষ্ট করা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—এখন বল গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়কে গীতার্থসূত্র কেন বলিতেছ?

ভগবান—দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে যে বিষয়ের সূত্রপাৎ করিলাম অন্যান্য অধ্যায়ে পরিসমাপ্তি করিব।

জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধি চ তৎফলং।
তৎফলং জ্ঞান নিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্॥

জ্ঞান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হইবে। সত্ত্বভাবের ফলই জ্ঞাননিষ্ঠা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সমস্ত বর্ণনা সমস্ত গীতা ধরিয়া এইটি বিস্তারিত ভাবে স্পষ্টীকৃত করিব।

অর্জ্জুন—কিরূপ করিবে একটা আভাস দাও।

ভগবান—(১) আত্মদর্শন না করা পর্য্যন্ত শোকের নিবৃত্তি নাই। বিনা কর্ম্মে কিছুতেই আত্মদর্শন হইতে পারে না। ২।৪৮ শ্লোকে বলিয়াছি "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে সাধনা সহ এই বিষয় সম্পূর্ণ করিতেছি।

(২) ২।৭১ শ্লোকে "বিহায় কামান্" ইত্যাদিতে কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সন্ন্যাস বলিয়াছি। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় ধরিয়া উহার বিস্তার করিতেছি।

(৩) ২।৬১ শ্লোকে "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিতে আমাকে সর্ব্বদা স্মরণরূপ ভক্তি যোগের কথা যাহা বলিয়াছি ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তার করিব।

(৪) ২।২১ শ্লোকে "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" ইত্যাদিতে তৎ এবং ত্বং এর অভিন্নতারূপ জ্ঞান-নিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছি ১৩শ অধ্যায়ে তাহাই বিশেষরূপে বলিব।

(৫) ২।৪৫ শ্লোকে "নিস্ত্রৈগুণ্যোভব" এই জ্ঞান-নিষ্ঠার ফল নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছি, বলিয়াছি জ্ঞানী গুণাতীত কিন্তু, ১৪শ অধ্যায়ে গুণাতীত জীবন্মুক্তের কথা স্পষ্ট করিয়াছি।

(৬) ২।৫২ শ্লোকে "গন্তাসি নির্ব্বেদং" বাক্যে বৈরাগ্য নিষ্ঠা বলিয়াছি ১৫শ অধ্যায়ে তাহাই বিস্তৃত করিতেছি।

(৭) ২।৫৬ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" ইত্যাদিতে বৈরাগ্যের ফল দৈবী সম্পদের উপাদেয়ত্ব ও "যামিমাং পুষ্পিতাং" শ্লোকে আসুরী সম্পদের হেয়ত্ব সূত্রিত করিয়াছি ১৬শ অধ্যায়ে ইহারই বিস্তার।

(৮) ২।৪৫ শ্লোকে "নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো" ইত্যাদি দৈবী সম্পদের কারণ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা বলিয়াছি; ১৭শ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বিরোধী রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধার আলোচনা করিব।

১৩শ হইতে ১৭শ পর্য্যন্ত জ্ঞান নিষ্ঠা, ১৮শ অধ্যায় উপসংহার।

অর্জ্জুন—গীতাতে কি শুধুই আত্মজ্ঞানের কথা বলিবে? শুধু একটি একটি লোকে কিরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবে ইহারই কথা থাকিবে? আর জগতের হাহাকার দূর করিবার জন্য সমবেত শক্তিতে কর্ম্ম করিবার কথা কিছুই থাকিবে না?

ভগবান—আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতে গেলেই প্রথমেই জগৎ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। নিজের শক্তি গুলিকে সমবেত করিতে যে শিক্ষা করে নাই—শক্তি-সঞ্চয় যে করে নাই—সে কি জগৎ রক্ষা করিতে পারে? যে নিজে সংযত হইতে শিক্ষা পায় নাই সে পরিবার বর্গ মধ্যে সংযত ব্যবহার করিতে পারিবে কিরূপে? যে পরিবার মধ্যে সজ্জন হইল না সে কি সমাজ মধ্যে সজ্জন হইতে পারে? এই কারণে জীবনের প্রথম অবস্থাতে কঠোরতা অভ্যাস চাই। তবে গৃহস্থ আশ্রমের উপযোগী হওয়া যায়।

গৃহস্থাশ্রমে পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, মনুষ্যঋণ, এই সমস্ত ঋণ শোধ করিতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নিজের ও পাঁচজনের কল্যাণ করা হয়। দেহরক্ষা, পরিবার রক্ষা, সমাজ রক্ষার জন্য প্রথমেই কর্ম্ম আমাদের সম্মুখে পড়ে। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে জ্ঞানের স্ফুরণ কর্ম্মের অনেক পরে হয়। প্রতি মনুষ্যকেই লৌকিক ও বৈদিক বহু কর্ম্ম করিতে হয়। নিষ্কাম ভাবে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ। ইহা দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য পড়িলে তবে উচ্চ সাধনার অধিকার জন্মে। ঈশ্বর প্রীতির জন্য লোকহিতকর কার্য্য সকলকেই করিতে হইবে। মনে কর অহিংসা জীবে দয়া ইত্যাদি কর্ম্ম। কোন জীবের প্রতি হিংসা করিতে পারিনা কারণ জীব সকল ভগবানের। কোন জীবকে ক্লেশ দিলে পাছে ভগবানকে রুষ্ট করা হয় অতএব হিংসা করা কখনই উচিত নহে। কিন্তু জল বায়ু ইত্যাদি জীবে পূর্ণ অতএব জীবন ধারণ করিতে গেলে ত জীব হত্যা অনিবার্য্য এই জন্যই প্রতিদিন পঞ্চশূনা যজ্ঞ করা উচিত। আবার জীবকে আহার দান, লোককে

খাওয়ান, ভক্তগণ ইহা বড়ই ভালবাসেন। কারণ ভগবানের প্রীতি জন্য কর্ম্ম করি, য সকল সময়ে বুঝিতে পারিনা বলিয়া মানুষকে আহার করাই ভগবান বোধে। আ যখন মানুষ চাহিয়া খায় তখন আনন্দ বোধ করি ভগবান চাহিয়া খাইতেছেন ভাবি সাধকের প্রথম অবস্থায় কর্ম্ম, মধ্য অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, মধ্য অবস্থায় কর্ম্ম থাকি সিদ্ধিলাভ হয় না। আবার সিদ্ধি লাভের পরেও জীবে দয়া জন্য কর্ম্ম। গীতাতে আ জগৎ রক্ষা জন্য কর্ম্ম করাকে আত্মরক্ষা কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াছি। জগৎ চক্র সঞ্চালনের অনু কর্ম্ম যে না করে সে ইন্দ্রিয়ারাম। তাহার জীবন বৃথা, তুমি ক্রমে এই সমস্তই বুঝিবে ঐ যে সমবেত শক্তি বলিতেছ—উপযুক্ত না হইলে লোক সংগ্রহ করিতে কে পারিবে স কপটতা দ্বারা (নিজের স্বার্থ ই প্রবল, সমাজের হিতটা স্বার্থলাভের আবরণ মাত্র). যে সং হয় তাহাতে প্রকৃত ইষ্ট হয় না। প্রকৃত শক্তিমান না হইলে জগৎ রক্ষা হয় না।

সমবেত শক্তিতে কার্য্য করিতে কেহ নিষেধ কর না। কিন্তু যাহারা একত্র হই কার্য্য করিবে তাহাদের সকলেই যদি আত্মোদ্ধারপরায়ণ হয়েন তবে জগতের প্রকৃত ক সাধিত হয়। চোরেরাও একত্র মিলিয়া কার্য্য করে, ইহাতে চুরী ভিন্ন কি ইষ্ট যা তাই বলিতেছি নিজে আত্মোদ্ধারের জন্য কর্ম্ম অভ্যাস কর—এইরূপ লোকসমূহ মি হইয়া আত্মোদ্ধারের বিঘ্নসমূহ অপসারিত কর। ইহাতে নিজে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করি পারিবে অপরকেও প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিয়া গেলে।

"শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্য যোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥"

ওঁ তৎসৎ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কর্ম্মযোগঃ।

“স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যামুক্তিমিতাবুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দম্ তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥” শ্রীধরঃ

অর্জ্জুন উবাচ,

জ্যায়সি চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব? ॥১॥

ব ম
হে জনার্দ্দন শ্রেয়োঽর্থিজনযাচনীয়! সর্ব্বৈর্জনৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে
স্বাভিলষিতসিদ্ধয়ে ইতি তং তথাভূতো ময়াপি শ্রেয়োনিশ্চয়ার্থং
ম ম
যাচ্যস ইতি নৈবানুচিতমিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ হে কেশব! সর্ব্বেশ্বর
শ ম ম
কর্ম্মনঃ সকাশাৎ নিষ্কামাদপি বুদ্ধি আত্মবিষয়া সাংখ্যনিষ্ঠালক্ষণং
নী শ শ ম শ
জ্ঞানং জ্যায়সি শ্রেয়সী প্রশস্ততরা চেৎ যদি তে তব মতা অভিপ্রেতা
রা শ্রী ম ম শ ন
তৎ তর্হি কিং কিমর্থং ঘোরে হিংসাদ্যনেকায়াসবহুলে ক্রূরে বন্ধুবধাখ্যে
ম ম
যুদ্ধরূপে কর্ম্মণি মাং অতিভক্তং নিয়োজয়সি কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে
ম
ইত্যাদিনা বিশেষেণ প্রেরয়সি।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! হে কেশব! যদি তোমার মতে নিষ্কা কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কি জন্য আমাকে ঘোর হিংসাত্মক কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ? ॥১॥

অর্জ্জুন—এতক্ষণ আমার চিত্ত শোকমোহাচ্ছন্ন ছিল, তুমি ইহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছ—আমি বুঝিতেছি আমার কর্ত্তব্য কি—কিন্তু—

ভগবান—কিন্তু যাহা বলিবে তাহা পরে বলিও—এখন বল দেখি তোমার চিত্তে পরিবর্ত্তন কিরূপ হইল?

অর্জ্জুন—সাধারণ মনুষ্যের মত আমার একটা সাধারণ মোহ ঘটিয়াছিল। লোকে যেমন ভাবে আত্মার অস্তি নাস্তি আবার কে কবে জানিয়াছে, দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতাই প্রত্যক্ষ-জন্য দেহের বিনাশকেই মৃত্যু বলে।

যে কার্য্যে বহু লোক ক্ষয় হয় তাহা কর্ত্তব্য নহে এই আমার সাধারণ ভ্রম। এতদ্ভিন্ন এক অসাধারণ ভ্রমও আসিয়াছিল; আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই আমার স্বভাবজ কর্ম্ম। আমি মিথ ভয়ে স্বভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রাহ্মণের স্বভাব অনুকরণ করিতে গিয়াছিলাম, ইহাই আমা অসাধারণ ভ্রম। এক্ষণে সাধারণ অসাধারণ দ্বিবিধ মোহই বুঝিয়াছি—যাহা বলিবে তাহা করিব।

ভগবান—এখন ত তুমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ—এখন বল তোমার সন্দেহ কি?

অর্জ্জুন—তুমি আমাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই উপদেশ করিতেছ। আর হিংসাপ্র হইলেও স্বধর্ম্ম রক্ষা জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলিতেছ 'স্ব মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' বলিয়াছ কর্ম্ম যোগের অতি অল্প অনুষ্ঠানেও মহাফল ল হয়। আবার বলিতেছ রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় জয় করিয়া সুখ দুঃখে সমভাব স তত্ত্ব জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। আত্মার স্বরূপ জানিয়া আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ অনুভব করিয়া, আপনা সহিত সচ্চিদানন্দের একত্ব স্থাপন করিতে পারিলেই মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করা যা নিত্যানন্দে মগ্ন থাকা যায়। জ্ঞানেই যখন মুক্তি তখন তুমি যুদ্ধাদি ক্রূর কর্ম্মে আমা নিয়োগ কর কেন?

ব্যামিশ্রেণেব* বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীবমে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

শ

ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি

শ নী

মম মন্দ বুদ্ধের্ব্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি। "ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদানিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইতি ক্বচিদ্বেদনিষ্ঠাং ত্যাজয়সি "কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে" ইতি তামেব গ্রাহয়সি তথা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব" ইতি চ নিবৃত্তিমার্গং উপদিশসি "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইতি প্রবৃত্তিমপ্যুপদিশসি।

---

* ব্যামিশ্রেনৈব ইতিব পাঠঃ ॥

নী
নহ্যেকেন ময়া যুগপদুভয়ং স্থিতিগতিবদনুষ্ঠাতুং শক্যং অতো
শ্রী
ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিজ্-জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎ-
শ্রী নী ম
পাদকমিব যদ্বাক্যং তেন ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মে মম বুদ্ধিং অন্তঃকরণং
শ্রী হ নী
উভয়ত্র দোলায়িতং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব মোহং নয়সীব। বস্তুতস্তু
নী নী
মম মোহং নাশয়িতুং প্রবৃত্তোঽসীতি ইব শব্দেন উচ্যতে। পরম-
কারুনিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি
শ্রী নী নী
ইতীব শব্দেন উক্তং তৎ তয়োর্ম্মধ্যে যৎ একং প্রধানং মদ্যোগ্যং
আ শ শ্রী নী
তৎ নিশ্চিত্য নিদ্ধার্য্য বদ ব্রূহি যেন অনুষ্ঠিতেন অহং শ্রেয়ঃ কল্যানং
ম
আপ্নুয়াম্ প্রাপ্তুং যোগ্যঃ স্যাম্।

কোথাও জ্ঞানের অনুজ্ঞা কোথাও কর্ম্মের অনুজ্ঞা এইরূপ সন্দেহ বাক্যে আমার বুদ্ধিকে যেন মুগ্ধ করিতেছ। এতদুভয়ের মধ্যে যদ্দ্বারা আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল।

অর্জ্জুন—আমার বুদ্ধির দোষেই বুঝি তোমার বাক্যে সন্দেহ হইতেছে।

ভগবান—কি তোমার সন্দেহ বল।

অর্জ্জুন—(১) যেখানে বলিতেছ "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" সেখানে যেন বেদনিষ্ঠা-ত্যাগ করিতে বলিতেছ।

(২) যেখানে বলিতেছ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" সেখান যেন বেদানিষ্ঠা বিধি দিতেছ।

(৩) যেখানে বলিতেছ "নির্যোগক্ষেম আত্মবান ভব" সেখানে যেন নিবৃত্তি মার্গ উপদেশ করিতেছ।

(৪) যেখানে বলিতেছ "ধর্ম্মাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" সেখানে যেন প্রবৃত্তি মার্গ পরামর্শ দিতেছ। এখন আমি কি করিব—বেদ বিধিমত চলিব, না ত্যাগ করিব, প্রবৃত্তি মার্গে চলিব, না নিবৃত্তি মার্গ ধরিব, কিছুই বুঝিতেছি না।

ভগবান—এই সন্দেহ অনেকের হইয়াছিল তোমার হওয়াও স্বাভাবিক। ভগবান বাল্মীকি বলিতেছেন "মোক্ষস্য কারণং কর্ম্মজ্ঞানং বা মোক্ষসাধনম্। উভয়ং বা বিনিশ্চিত্য একং কথয় কারণম্॥" ইহার মীমাংসা এই "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥" কেবলাৎ কর্ম্মনো জ্ঞানান্নহি মোক্ষভিজায়তে।

কিন্তু তাভ্যাং ভংবন্মোক্ষঃ সাধনন্ত ভয়ং বিদুঃ ॥ জ্ঞান মুক্তির কারণ বা কর্ম্ম মুক্তির কা
অথবা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই কারণ। ইহার মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বলুন। পক্ষী
উভয় পক্ষই আবশ্যক। সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই প্রয়োজন। শুধু কর্ম্মেও মু
নাই; জ্ঞান বিনা কর্ম্মে ও ভক্তিতে হয় না। ব্যাসদেব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়াছে
"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ। 'কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমাপ্য তৎপূর্ব্ব মুপাত্তসাধন
সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মসিদ্ধয়ে।" প্রথমে বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিবে। তৎ
শম দমাদি অন্তরঙ্গ সাধন করিবে, পরে আত্মজ্ঞান সিদ্ধির জন্য সৎগুরু আশ্রয় করি
লোকে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত না বুঝিতে পারিয়া নানা প্রকার মত স্থাপন করে. কেহ বলে (১)
জ্ঞানাদি বৈদিক কর্ম্মেই মুক্তি হয়. কেহ বলে (২) কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেই
কেহ বলে (৩) কর্ম্মে কখনও মুক্তি হয় না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম এক ব্যক্তির পক্ষে
অসম্ভব। কিন্তু গীতা শাস্ত্রে আমি জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছি। আত্মরক্ষাই
কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের এই কর্ম্মে জগতের হিত সাধন
কারণ আত্মরক্ষার জন্য আত্মজ্ঞান প্রয়োজন। বিনা কর্ম্মে জ্ঞান হইতে পারে না। ক
জ্ঞানে নিজের অনিষ্ট ও জগতের অনিষ্ট হয়। জ্ঞানের কথা পড়িয়া বা শুনিয়া কার্য্য
তাহা চরিত্রে উপলব্ধি করিতে হয়। যে সমস্ত লোকহিতকর কর্ম্ম জ্ঞান জন্মির
সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বর প্রীতির জন্য হওয়া উচিত। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জগৎ রক্ষা
এবং আত্মরক্ষার পথ পরিষ্কৃত হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে ঈশ্বর প্রীতি পুনঃ পুনঃ অনুভূত হ
অন্য কর্ম্ম ত্যাগ হয় এবং ঈশ্বরকে জানিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। তখন নিষ্কাম কর্ম
দ্বারা আত্মসংস্থ হওয়া যায়। ভক্তি যোগে আত্মাই বিশ্বরূপে উপাসিত হয়েন,
জ্ঞানযোগে মুক্তি হয়। জ্ঞান কর্ম্ম এক সঙ্গে থাকে না সত্য কিন্তু কর্ম্মের পরাবস্থাই
নিত্য ইহা অভ্যাসে অনুভূত হয়।

যাঁহারা বলেন ব্যাসদেব কোথাও কর্ম্মত্যাগ উপদেশ করেন নাই তাঁহারা ভাল
বলেন নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ফলকামনা রহিত হইলেই কর্ম্মত্যাগ হইবে।
দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়াই কর্ম্মত্যাগে জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রকৃত সময়। ব্যাসদেব বলি
"স প্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীঃ। অজ্ঞ প্রসিদ্ধা নতু তত্ত্বদর্শিনঃ॥ তস্মাদ্বুধৈ স্ত্যাজ্য
ক্রিয়াত্মতি বিধানতঃ কর্ম্মবিধি প্রকাশিতম্॥" 'কর্ম্মত্যাগে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব'
আত্মায় অনাত্ম ধর্ম্ম আরোপ করিবার এই যে বুদ্ধি ইহা অজ্ঞ জনের নিকটেই প্র
তত্ত্বদর্শীর নিকটে নহে। অতএব যাহাদের চিত্ত কর্ম্মে আসক্ত তাহাদের ব্যবহারে
বিধি বিহিত হইয়া অবধারিত হইলেও বুধগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। গীতাশাস্ত্রে জ্ঞা
কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ আমি প্রতিপাদন করি নাই। বৃহস্পতি বলেন 'সংসারমেব নি
দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমিশ্রিতাঃ॥ শুকানুশাসনে
যায় "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু র্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শি
ব্যাসদেব বলেন "সা তৈত্তিরীয় শ্রুতিরাহ সাদরং, ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ। জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনম্।" সর্ব্বশাস্ত্রেই
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম আবশ্যক। চিরদিন কর্ম্ম করার
কোথাও নাই।

লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

শ নী শ
হে অনঘ অপাপ বিশুদ্ধান্তঃকরণ অস্মিন্লোকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠা

শ শ্রী শ্রী
ধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং শুদ্ধ অশুদ্ধ অন্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে জনে
রা শ শ
দ্বিবিধা জ্ঞানকর্ম্মবিষয়া দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ একৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা নতু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠেত্যেকবচনম্। তথাচ বক্ষতি "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি
শ
স পশ্যতি" ইতি তামেব নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি। ময়া সর্ব্বজ্ঞেন
শ ব শ
ঈশ্বরেণ পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্টা তাসামভ্যুদয়
শ
নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা
শ্রী নী শ
স্পষ্টমেবোক্তা। তদেব প্রকারদ্বয়মাহ। সাংখ্যানাং সংখ্যা সম্যগ্
মশ শ
আত্মানাত্মবিষয়বিবেকবুদ্ধি স্তাং প্রাপ্তবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসন্ন্যাসনাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরি-
শ শ শ
ব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগস্তেন
শ্রী শ্রী
শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়াণাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানো-
নী নী ব শ্রী
পায়েন বেদান্তশ্রবণমনননিদিধ্যাসনাত্মকস্তেন নিষ্ঠা উক্তা তানি
শ্রী শ
সর্ব্বানি সংযম যুক্ত আশীত মৎপরঃ ইত্যাদিনা যোগিনাং কর্ম্মিনাং
ব ব শ ব
নিষ্কাম কর্ম্মরতাং কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈবযোগঃ কর্ম্মযোগস্তেন নিষ্ঠাস্থিতি-
রা
রুক্তা কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যাদিনা বিষয়ব্যাকুলবুদ্ধিযুক্তানাং কর্ম্মযোগাধিকারঃ। অব্যাকুলবুদ্ধীনাস্তু জ্ঞানযোগাধিকার উক্ত
রা নী
ইতি—ন কিঞ্চিদিহ বিরুদ্ধং নাপি ব্যামিশ্রণম্ অভিহিতম্ যথোক্তং

বশিষ্ঠেন—দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘবযোগোবৃত্তি
নিরোধোহি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষনম্। অসাধ্যঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ো
নী
জগতিতলে। প্রকারৌ দ্বৌ ততোদেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে সাংখ্য-গণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যোগিগণের জন্য কর্ম্মযোগ ইহলোকে এই দ্বিবি নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি।

অর্জ্জুন—আমাকে ত কর্ম্ম করিতেই বলিতেছ?

ভগবান—ব্রাহ্মীস্থিতিই সকলের প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম্মযোগে ব্রাহ্মীস্থিতি হয় ন-কর্ম্মযোগে এক দিকে চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ দূর হইতে থাকে অন্য দিকে ঈশ্বরানুরাগ বৃ হইতে থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগে রাগ দ্বেষ জন্মে কিন্তু ঈশ্বরের স অন্তরেন্দ্রিয়ের যোগে চিত্তশুদ্ধি হয়। ভগবৎ অনুরাগ চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। লো হিতকর কর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি হয়। দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা ক দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্রাদি দানে সাহায্য করা, পীড়িতের শুশ্রূষা, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান, অসংযমী সংযম শিক্ষাদান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করা, এক কথায় অধর্ম্ম-অভ্যুত্থান নিবার ধর্ম্মের গ্লানি দূর, সাধুর পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতের বিনাশ, পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা সমস্ত লোকহিতকর কার্য্যে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। উচ্চ অধিকারী অধ্যয়ন জপাদি চিত্ত প্রসন্ন করেন। চিত্তই ভগবানের মুখ্য দেহ—"শঙ্খচক্রগদাপদ্ম গৌণ দেহ" বশি ইহা বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে তৃপ্তি দিবার জন্য কর্ম্ম করিতেছি এই বোধ হৃদয়ে থাকি মনুষ্য কর্ম্মকালে কাপুরুষের মত ব্যবহার করিতে পারে না। কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যে শা লাভ করে তাহাই ঈশ্বরের প্রসন্নতার চিহ্ন। ইহাতেই সাত্ত্বিকতা জাগিতে থাকে। সাত্ত্বিক হৃদয়ে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ইত্যাদি বহিরঙ্গ সাধনা এবং ধা ধ্যান সমাধি রূপ অন্তরঙ্গ সাধনা—এই দুই সাধনায় কর্ম্মযোগ শেষ হইবে। তখন জ্ঞা লাভ। যদি কর্ম্ম না করিলেও জ্ঞান লাভ হইত তবে লোকের প্রথম হইতেই জ্ঞান করা উচিত। কিন্তু কর্ম্মশূন্য জ্ঞান-চর্চ্চায় ভিতরে সমস্ত কুবাসনা কুআসক্তি থাকিয়া লোকের নিকট মৌখিক জ্ঞানের কথায় সাধু সাজা হয় মাত্র। ইহা কপটাচার। শুধু নিত্য কর্ম্ম বা যজ্ঞ দানাদি দ্বারা যদি ব্রাহ্মীস্থিতি হইত, তবে জ্ঞান আলো আবশ্যকতাই থাকিত না। লোক হিতকর কার্য্য, নিত্যকর্ম্ম, যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যা ফল ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীতি জন্য সম্পাদন কর—ইহাতে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। যোগ ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মী কি আদৌ জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে না? অথবা জ্ঞাননিষ্ঠ একবা কর্ম্ম করিবে না?

ভগবান—যেখানে কর্ম্ম সেখানে রাম নাই আর যেখানে রাম সেখানে কাম নাই। নিষ্কাম কিন্তু কর্ম্মমাত্রই কামনার স্থূলাবস্থা মাত্র। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। ও কর্ম্ম সমকালে অনুষ্ঠান করা যায় না। জানা ও করা বিরোধী। হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় যখন কর্ম্ম করা যায় অথবা প্রাণ আপনকে সমান করিবার জন্য যখন চক্রে চক্রে ভ্রম যায় তখন মনকে ঐ সমস্ত ব্যাপারে যুক্ত করা চাই—অর্থাৎ যে কর্ম্মে মনোযোগ না ক সে কর্ম্ম হয় না কিন্তু যে সময়ে মনকে ঈশ্বর জ্ঞানের জন্য তত্ত্বমস্যাদির বিচারে নিযু

যায় তখন অন্য কোন কর্ম্ম হইতেই পারে না। 'মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণ ধীর্ণ টীব।' ধ্যানের পরিপক্কাবস্থায় মনকে আত্মসংস্থ রাখিয়া বশিষ্ট ব্যাসাদির মত কর্ম্ম হয় সত্য কিন্তু ধ্যান বা জ্ঞানের অপক্কাবস্থায় আদৌ কর্ম্ম হইতেই পারে না। ইহা সত্য হইলেও প্রাণ স্পন্দন রোধ জন্য কর্ম্মের পরাবস্থায় আত্ম বিচার হয়—ইহাই যোগীর জ্ঞানানুষ্ঠান। আবার জ্ঞানী সিদ্ধি লাভ অনন্তর লোক শিক্ষার্থ কর্ম্মও করিয়া থাকেন। তোমার চিত্ত রাগ-দ্বেষ মুক্ত হয় নাই এজন্য বর্ণাশ্রম মত নিষ্কাম কর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন— আর এক কথা, যোগ ও জ্ঞানের মধ্যে ভক্তির স্থান কোথায়?

ভগবান—আত্মসংস্থ যোগে স্থিতি লাভ জন্য ভক্তিযোগ। দর্শনের পর যে ভজন পূজন তাহাই প্রকৃত ভক্তি। পরে বলিব "যোগিনাং অপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমো মতঃ"। কিন্তু নারায়ণের অনুগ্রহ লাভ রূপ যে তরল ভক্তি তাহা যোগের অন্তর্গত। "যোগ দুই প্রকার সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়াম যুক্ত যোগকে সগুণ এবং চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগকে নির্গুণ যোগ বলে" মহাভারত শান্তি ৩১৭॥ মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৯ অধ্যায়ে বলিতেছেন "নারায়ণের অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না, ভক্তগণ নারায়ণ পরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া আপনার অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়েন" "নারায়ণই ইহাদের যোগ ক্ষেম বহন করেন" "এই নারায়ণাত্মক ধর্ম্ম সাংখ্য ও যোগ ধর্ম্মের অনুরূপ"।

অর্জ্জুন—এই ভক্তি যোগ ত সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হয়।

ভগবান—যতদিন বিষয় ভোগে রুচি থাকে ততদিন ভগবানে প্রকৃত ভক্তি হয় না। আবার ভগবানে রুচি লাগিলে ভগবান-শূন্য বিষয় বিষবৎ বোধ হইয়া যায়। এই দুয়ের মধ্যপথে ভগবানের সেবাজন্য যে বিষয় রচনা—তাহাই ভক্তির নিম্ন অবস্থা। ভোগ্য বস্তু ঈশ্বর দিয়াছেন ভোগ কর এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হও—সংসার ঈশ্বর দিয়াছেন, ইহা বৃদ্ধি কর, ঈশ্বরের সেবক সেবিকা বৃদ্ধি করিতেছ ভাবিয়া সংসারে মনোযোগী হও, এই প্রকার ভক্তিযোগকে "বিষম ভক্তিযোগ" বলে। আর চরিত্র গঠনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা কর, না গঠিত হয় তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক বলিয়া দুঃখ সহ্য কর, আবার দোষ ঘটিলে আবার প্রার্থনা কর ইহাও ভক্তি বটে। কিন্তু এ সমস্ত নৈতিক উন্নতির জন্য। এই ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে জানিবার আবশ্যক হয় না, তাঁহার স্বরূপ কি তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি ইহা অনুভবেরও আবশ্যক হয় না। ঈশ্বর আছেন তাঁহার দয়া অনন্ত এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাখিলেই সংসার চলিয়া যায়। এই নিম্ন অবস্থার ঈশ্বর নিরাকার এই বিশ্বাসের ঘরে যাহারা আটকাইয়া যায় তাহারা জরা মরণ হইতে রক্ষা পায় না। কিন্তু এই অবস্থা হইতেও উন্নতির পথ আছে। ঈশ্বরের প্রীতি জন্য সকল প্রকার কর্ম্ম করা সহজ নহে বিশেষত অষ্টাঙ্গ যোগাদি বিনা, ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ঈশ্বর প্রীতি জন্য করা যায় না এজন্য ভক্তি যোগও সহজ নহে। ফলে যাহাতে বিষয় বৈরাগ্য হয় না তাহা ধর্ম্ম নহে সংসার আসক্তির উপরে ধর্ম্মাবরণ মাত্র। তুমি বিশ্বাস যোগে আটকাইয়া থাকিও না। বিশ্বাস যোগের উপর নির্ভর করিয়া বর্ণাশ্রম মত যুদ্ধ কর পরে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩২০ অধ্যায়ে আছে "কেবল জীবন্মুক্ত যোগিগণ জরা মরণ অতিক্রম করিতে পারেন অন্য কেহই পারে না"।

এখন বুঝিলে কি—তোমাকে জ্ঞান নিষ্ঠা করিতে না বলিয়া কর্ম্ম নিষ্ঠায় নিযুক্ত করিতেছি কেন?

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত যুদ্ধাদি করাই আমার কর্ত্তব্য। কারণ ভিতরে যাহাদের যুদ্ধ বাসনা বা সংসার বাসনা রহিয়াছে, ভিতরে যাহাদের প্রবল ভোগেচ্ছা থাকিয়া যায়, জোর করিয়া তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর বাসনা প্রবল করা যায় না। স্থান কাল এবং পাত্র মাহাত্ম্যে আমার মত ইহাদের ক্ষণিক বৈরাগ্য আসিতে পারে সত্য, কিন্তু পুণ্যস্থান বা

পুণ্য সময় বা সাধুসঙ্গ হইতে দূরে আসিলেই আবার সংসার বৃত্তি প্রবলভাবে ছুটিতে থাকে। আর সংসার ইচ্ছা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া যাহারা যোগাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কোন উন্নতি হয় না। সময়ে সময়ে শারীরিক উন্নতি যাহা কিছু লাভ করে তদ্দ্বারা নিয়ত আসক্তি পূর্ব্বক সংসারই করিতে থাকে। এই কারণে মনকে সংসার বাসনা হইতে দূরে রাখা আবশ্যক। ঈশ্বর প্রীতির জন্য বর্ণাশ্রম মত সংসারের কর্ম্ম করিতে করিতে এক দিকে সংসারের দোষ দেখিয়া সংসার বৈরাগ্য আসিবে অন্যদিকে ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার উপর অনুরাগ বাড়িতে থাকিবে।

অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যাঁহার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা হইবে। জানিবার কার্য্য আরম্ভ হইলেই কর্ম্ম থাকিবে না। নৈষ্কর্ম্মই জীবমুক্তি।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনা দেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪।

ব ম রা
পুরুষঃ অবিশুদ্ধচিত্তঃ বহির্ম্মুখঃ পুরুষঃ কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণাং
শ
ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনা মিহজন্মনি জন্মান্তরে বানুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিত-
ক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎ কারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ
জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনাং "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ
শ
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।" ইত্যাদি স্মরণাৎ অনারম্ভাৎ
শ
অননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং
শ রা
নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপার রূপ-
রা শ রা
কর্ম্মবিরতিপূর্ব্বিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন অশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি ন চারব্ধস্য
শাস্ত্রীয়স্য কর্ম্মণস্ত্যাগাৎ, যতোঽনভিসংহিত ফলস্য পরমপুরুষারাধন-
বিষয়স্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধিরাত্মনিষ্ঠা, ততস্তেন বিনা তাং ন প্রাপ্নোতি।
অনভিসংহিত ফলৈঃ কর্ম্মভিরনারাধিত গোবিন্দৈরবিনষ্টাদিকাল
রা
প্রবৃত্তানন্তপাপসঞ্চয়ৈরব্যাকুলেন্দ্রিয়তাপূর্ব্বিকাত্মনিষ্ঠাদুঃসম্পাদ্যা।
শ শ
ন চ নাপি যোগজনিতচিত্তশুদ্ধ্যভাবে সন্ন্যসনাদেব কেবল কর্ম

পরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিত্যাৎ[শ] সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাঃ জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং[শ] সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি[শ]। কর্ম্মভিরশোধিতচিত্তস্য মন্দবুদ্ধে রাগদ্বেষাদিগ্রস্তস্য আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা বা নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্তির্নাস্তীতি[নী]। কর্ম্মজনিতচিত্তশুদ্ধ্যভাবে কৃতাদপি সন্ন্যাসাৎ ন মোক্ষসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।

পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কর্ম্মশূন্যতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এবং কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস লইলেই জ্ঞানযোগনিষ্ঠারূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।

অর্জ্জুন—জ্ঞানলাভ না করিতে পারিলে সংসার হইতে কিছুতেই মুক্তি নাই। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন অথবা ভগবান সকলের মধ্যেই বিরাজমান—এই সত্য ত সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারা যায় না—কতবারই ভুল হইয়া যায়। আর আমি ব্রহ্ম অথবা আমি শ্রীভগবানের নিত্যদাস ইহাও ত সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখা যায় না। এই জ্ঞান কিরূপে স্থায়ী হইবে?

ভগবান—কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম বা জ্ঞানলাভ কিছুতেই হইবে না। তুমি কথাটা ভাল করিয়া বল।

অর্জ্জুন—সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, শত্রুও তিনি, মিত্রও তিনি, রোগও তিনি, বৈদ্যও তিনি, ঔষধও তিনি, মৃত্যুও তিনি ইহা কতই অভ্যাস করা যায়—তথাপি ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে ক্রোধের উদ্রেক হয়, স্মৃতিভ্রংশ হয়। সেইরূপ অনুরাগ ও দ্বেষ হইয়া পড়ে। রাগ দ্বেষ হইবার পরে মনে হয়, কৈ সর্ব্বজীবে নারায়ণ আছেন ইহাত স্মরণ ছিল না? আবার ইহাও দেখা যায় লোকে কত জপ করে, কত শাস্ত্রালোচনা করে, কত সৎসঙ্গ করে কিন্তু তথাপি চিত্ত সর্ব্বদা ভগবানে রাখিতে পারে না—কত প্রকারের চিন্তা চিত্তকে ব্যাকুল করে, কত লয় বিক্ষেপ দ্বারা চিত্ত ভগবান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়—জ্ঞান-চর্চ্চায় কোনই ফল হয় না। ইহার প্রতীকার কি?

ভগবান—পুরুষ কোন স্থায়ীভাব যে লাভ করিতে পারে না তাহার একমাত্র কারণ কর্ম্মানুষ্ঠানশূন্যতা। প্রথমেই শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় করা আবশ্যক। লয় বিক্ষেপ বা রাগ দ্বেষ এ সমস্তই পাপ জন্য। নিত্যকর্ম্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সর্ব্বকর্ম্মে ভগবৎস্মরণ, সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা অভ্যাস—ইহা এই জন্মে বা জন্মজন্মান্তরে যিনি অভ্যাস না করিয়াছেন তাঁহার পাপক্ষয় হয় নাই। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলে তবে সত্ত্বশুদ্ধি হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে পাপক্ষয় হইয়া গেলে, চিত্তদর্পণের মলিনতা কাটিয়া যায়। তখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই সময়ে কর্ম্ম থাকে না। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি তখন লাভ হয়। এই জন্য কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। তাহার পরে কর্ম্মত্যাগ হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা।

যাহার মন শত শত চিন্তায় ব্যাকুল, যাহার মনে নিরন্তর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চিন্তার

স্রোত বহে, যে একদণ্ডে বহু অসংলগ্ন চিন্তা করিয়া ফেলে, অথবা মনকে কোন বিষয়ে এক করিতে গেলে যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়, ভগবানের কথা, শাস্ত্রের তত্ত্ব শুনি গেলেই যে ব্যক্তি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার সত্ত্বশুদ্ধি হয় নাই। এরূপ ব্যক্তি "আমি ব্রহ্ম" অভ্যাস কেবল "তুষানাং কণ্ডনং যথা"। অসংযত চিত্তের জ্ঞানে অধিকা নাই। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা ইহাদের সত্ত্বশুদ্ধি জন্মিলে তবে জ্ঞানযোগে নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি চিত্তশুদ্ধি যাহাদের হয় নাই তাহারা যদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবে ইহারা জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না।

অর্জ্জুন—সহজ করিয়া বল কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হইবে না কেন?

ভগবান—যুক্তি পরে দিতেছি—কিন্তু তুমিই দেখনা কেন, লোকে কত পড়ে, কত কিন্তু জ্ঞানী কৈ? বৈরাগ্যবান কৈ? দেখনা কেন—লোকে কোন্ শাস্ত্রকথা না জানে যখন কাহাকেও পায় তখন কত উপদেশ দিয়া থাকে। দেহ কিছুই নয়, জগৎটা স্বপ্ন, মাত্র, সংসার অনিত্য, আমিই আত্মা, আমার সুখ দুঃখ, আধি ব্যাধি, জরা মরণ, কিছুই না আমি নিত্য মুক্ত স্বভাববান্—এই জ্ঞানের উপদেশ সবাই করে। কিন্তু এ সমস্তই মৌখি আমার কোন আসক্তি নাই—অনাসক্ত হইয়া সংসার করি এ কথা অনেকেই বলে। কি আসক্তি ভিন্ন কর্ত্তৃত্বাভিমান হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিমান ভিন্ন দেহ সম্বন্ধে কোন প্রকার থাকাই অসম্ভব। একটু প্রতিবাদ সহিতে পার না, কথার ঘায়ে ব্যাকুল হও, অনা কোথায় বল? তাই বলিতেছি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞানে অধিক নাই। পুস্তক পড়িয়া যে জ্ঞান হয় তাহা অসুরদিগেরও ছিল—কিন্তু পুস্তকের জ্ঞান তাহাদের অসুরত্ব গেল না। ইহারাও যোগাদি করিত কিন্তু বিনা বৈরাগ্যে যোগ কর, অসুরত্ব বাড়িয়া যাইবে, সৌম্য জ্ঞানের উদয় হইবে না। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম কর। দান, তপস্যা এই তিনটি প্রধান কর্ম্ম। যাহার যেমন সামর্থ্য সে সেই অনুসারে যজ্ঞ ঈশ্বর প্রীতি জন্য। জপযজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে সর্ব্বদা জপ করিতে করিতে ঈশ্বর প্রসন্নতা ভিক্ষা করে তাহার শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়। কলিযুগে দানও বড় সহজ উপায় যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ অবিচারে দান করিও আমার প্রসন্নতার লক্ষ্য রাখিয়া। মনে কর তোমার একখানি বই শীতবস্ত্র নাই। যদি কোন শীতা তোমার নিকট ঐ শীতবস্ত্রখানি চায় তৎক্ষণাৎ তাহা দান কর, ইহাতে আমি প্রসন্ন হইব। ইহাও জানিও যে এইরূপ দান অভ্যাস করে আমি তাহাকে ক্লেশে রাখি না।

তপস্যা দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে।

শারীর তপ—যেমন দেব দ্বিজ গুরু ইত্যাদি প্রণাম, হস্তপদাদি দ্বারা কাহাকেও না দেওয়া, শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি।

বাঙ্ময় তপ—যেমন বেদাভ্যাস করা, উদ্বেগকর বাক্য না বলা, শীতল বুলী ইত্যাদি।

মানস তপ—যেমন জপে মন সর্ব্বদা একাগ্র করা, যখন চিন্তা করিতে হইবে হিত চিন্তা করা, জগতের না পার ভারতের হিত চিন্তা কর ইত্যাদি।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা পরমপুরুষের আরাধনা করিতে করিতে তবে জন্মজন্মা সঞ্চিত পাপরাশির সংস্কারে চিত্তের যে নিত্য ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে, তপস্যার অভ্যাস দ্বারা মন ভগবানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত বস্তু তুচ্ছ করিতে সমস্ত বস্তু দান করিতে পারিবে—ভগবানের কৃপা প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বদা ইহা প্রসন্ন —এইভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে সর্ব্বজীবে নারায়ণ বোধ স্থায়ী হইবে বা "অহং নচান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্" অনুভবে আসিবে। নতুবা মুখে ভগবান ভগবান করি, দান করিবার কালে বিচার 'আমি খাইব কি?' এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর বিশ্বাসী নহে জানিও। ইহার ধর্ম্ম মৌখি

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিয়া চিত্ত এইরূপ নির্ভয় হইয়া যাইবে, যে ভগবানের উদ্দেশে সর্ব্বস্ব দান করিতেও ইহা ভীত হইবে না। ভগবানকে স্মরণ করিয়া অতি কঠিন কর্ম্ম করিতেও শঙ্কা করিবে না, এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করিবে না। চিত্ত যখন সর্ব্বদা নির্ভয়, সর্ব্বদা অব্যাকুল, সর্ব্বদা প্রসন্ন অবস্থায় আসিল, তখন ইহা রাগদ্বেষশূন্য হইয়াছে। এই অবস্থায় চিত্তে মলিনতা থাকে না বলিয়া নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়ার মত ইহাতে জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান উদয় হইতে আরম্ভ করিলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির সময়। এই সময়ই সন্ন্যাসের সময়। নতুবা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া সন্ন্যাস হইলে কখন জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম করিয়া করিয়া কর্ম্মত্যাগ করা ইহার একটা দৃষ্টান্ত দাও।

ভগবান—লোকে বলে ভোগের পরে বিশ্রাম বা কর্ম্মত্যাগ ত আপনি হয়, ইহা কিন্তু এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত নহে। ভোগ করিয়া যে নিবৃত্তি তাহা নিবৃত্তি নহে, শক্তিশূন্যতা। আবার একটু শক্তি জমিলেই আবার ভোগে ইচ্ছা হয়, আবার কর্ম্ম হয় কিন্তু ইহাতে নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান কোনকালে লাভ হয় না। আমি বলিতেছি লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে করিতে কর্ম্ম একবারে বন্ধ হইয়া জ্ঞানের উদয় হয়। পূর্ণশক্তি থাকে তথাপি কর্ম্মেন্দ্রিয় সুপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার স্থায়ী অবস্থাই মুক্তি। ইহার দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর।

পতির চরণ সেবা করিতে করিতে পতিব্রতার হস্ত অবশ হইয়া যায়, কি এক আনন্দপূর্ণ ভাবে বিভোর হইয়া, পতিব্রতা সেবা ছাড়িয়া পতির মুখ পানে চাহিয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি হইয়া সাধকের কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি স্থির করিয়া দেয়, সাধক ঈশ্বরানুরাগে বিভোর হইয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া স্থির হইয়া পরম পতিকে দেখিতে থাকে। ঈশ্বর তখন সাধকের নিকট প্রীতির মূর্ত্তি। যে স্ত্রী বা যে সাধক সেবা করিয়া করিয়া, বা পূজা করিয়া করিয়া স্থির হইয়া না গেল, তাহার সেবা বা পূজা বড়ই কামনাদুষ্ট জানিও। কিন্তু স্থিরত্ব আসিলেই তাঁহাকে জানিবার বাসনা প্রবল হইবেই। তখন সদ্‌গুরু রূপে তত্ত্বমস্যাদি দ্বারা সাধকের সহিত তাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞান। তবেই দেখ নিষ্কাম কর্ম্মে প্রথমে ফলত্যাগ ও ঈশ্বরানুরাগ গ্রহণ। তখন কর্ম্মত্যাগ। ঈশ্বরানুরাগ গ্রহণে—ক্রমে জ্ঞান ইচ্ছা প্রাবল্য। জ্ঞাননিষ্ঠায় আদৌ কর্ম্ম নাই। তুমি করিতে করিতে ঈশ্বরানুরাগে স্থিরত্ব লাভ করিতে অভ্যাস কর দেখিবে ঈশ্বরই তোমার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মশূন্য হওয়া যায় কিরূপে তাহা বুঝিলাম। কিন্তু নৈষ্কর্ম্মই জ্ঞান কিরূপে তাহা বুঝিলাম না।

ভগবান—অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকের জ্ঞাতব্যে দেখিও। আম্রাস্বাদন কিরূপ তাহা পুস্তকে পড়িয়া যিনি বুঝিলাম মনে করেন তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। উহাতেই সন্তুষ্ট না হইয়া আম্র খাইয়া অনুভব করাই উচিত।

অর্জ্জুন—পরিবার পালন, সংসার নির্ব্বাহ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা ছাড়িয়া যদি কেহ আত্মচিন্তা বা ঈশ্বর-ভাবনা করে তবে তাহার কি কিছুই হয় না?

ভগবান—যাহারা মর্কট বৈরাগ্যে সংসার ছাড়ে, যাহারা সংসার সুখের হইল না বলিয়া গৈরিকাদি ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, অথবা সাধুর অবস্থা দেখিয়া অথবা সাধুর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া কর্ম্মত্যাগ করে, তাহারা কিছু দিন দেখিয়া, সাধু সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু যখন আত্মভাবনা করিতে চায় তখন তাহাতে কোন রস না পাইয়া ভ্রষ্ট হইয়া যায়। চিত্তশুদ্ধি না হওয়াই ইহাদের পতনের একমাত্র কারণ।

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫॥

আ আ শ
কস্মান্ন কর্ম্মসন্ন্যাসাদেব সিদ্ধিমধিগচ্ছতি? হি যস্মাৎ কশ্চি
ম শ ব ম
ঝশ্চিদপি অজিতেন্দ্রিয়ঃ অজ্ঞঃ অবিশুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মজন্যশুদ্ধ্যভা
শ শ্রী শ
বহির্ম্মুখঃ জাতু কদাচিদপি কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং অকর্ম্মকৃৎ সন্ কর্ম্মাণ্য
শ শ
কুর্ব্বাণঃ ক্ষণমপি কিঞ্চিৎকালং ন তিষ্ঠতি। হি যস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রা
রা রা আ
ন কিঞ্চিৎ করোমীতি ব্যবস্থিতোঽপি সর্ব্ব শব্দাৎ জ্ঞানবানপি গুণৈ
বশঃ সন্ কর্ম্মকার্য্যতে, ততশ্চ জ্ঞানবতঃ সন্ন্যাসবচনমনবকা
আ আ
স্যাদিত্যাশঙ্কাহ অজ্ঞ ইতি ভাষ্যে অজ্ঞানবতো গুণৈরবিচাল্যত্ব
গুণাতীতত্ব বচনাদজ্ঞস্যৈব সত্ত্বাদিগুণৈরিচ্ছাভেদেন কার্য্যকারণসংঘা
প্রবর্ত্তয়িতুমশক্তস্যাজিতকার্য্যকারণসংঘাতস্য ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমান
মিত্যর্থঃ। প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমো
ব ম নী
র্গুণৈঃ অবশঃ পরাধীনঃ সন্ কর্ম্ম লৌকিকং বৈদিকং বা কারি
নী ব ম
বাচিকং মানসিকং বা কার্য্যতে প্রবর্ত্ত্যতে। যতঃ স্বাভাবিকা গু
শ্চালকাঃ অতঃ পরবশতয়া সর্ব্বদা কর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্ব্ব
কর্ম্মসন্ন্যাসো ন সম্ভবতীতি সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থ
শ
যতো বক্ষ্যতি গুণৈ র্যো ন বিচাল্যত ইতি সাঙ্খ্যানাং পৃথক্করণা
জ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগো ন জ্ঞানিনং জ্ঞানিনাস্তু গুণৈরচাল্যমানা
স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে তথা চ ব্যাখ্যাতং “বে
শ রা
বিনাশিনম্” ইত্যত্র। অত উক্তলক্ষণেন কর্ম্মযোগেন প্রাচীনঃ গা

সঞ্চয়ং নাশয়িত্বা গুণাংশ্চ সত্ত্বাদীন্ বশে কৃত্বা নির্ম্মলান্তঃকরণেন
রা
সম্পাদ্যো জ্ঞানযোগঃ।

অশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞ কিজন্য কর্ম্মসন্ন্যাসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না? যেহেতু কোনও [অজ্ঞ] ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, সকল (অজ্ঞ) প্রাণীই প্রকৃতিজাত গুণে অবশ হইয়া কার্য্য করে।

অর্জ্জুন—তুমি যে বলিলে "ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেও জ্ঞান সিদ্ধিলাভ হয় না—ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান—কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারে না। কায়িক বাচিক মানসিক কোন না কোন কর্ম্ম লোকে সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কারণ মানুষ বা মানুষের মন সত্ত্বরজস্তম গুণ দ্বারা আবদ্ধ। গুণের অধীন বলিয়া ইহাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও ইহারা অবশ হইয়া কার্য্য করিয়া ফেলে। মানুষ প্রকৃতির অধীন বলিয়াই গুণে অভিভূত হয়। ঈশ্বর প্রকৃতিকে বশ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি গুণাতীত। যিনি গুণাতীত তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মে বদ্ধ নহেন। কর্ম্মের যে ফল সুখ দুঃখ, তাহা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তুমি প্রথমে তমোভাবকে পরাজয় কর, পরে রজোভাবকে জয় করিয়া সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে থকে। শেষে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইয়া যাও। ইহার জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি।

অর্জ্জুন—তুমি যে বলিতেছ সর্ব্বপ্রাণী সত্ত্বরজতম গুণের বশ, আর কোন মনুষ্য কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না তবে ত কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস সকলের পক্ষেই অসম্ভব।

ভগবান—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিতেছিলাম কর্ম্ম না করিয়া কোন পুরুষ কর্ম্মত্যাগ রূপ নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। এখানে যাহারা অজ্ঞ, যাহারা অবিশুদ্ধচিত্ত, যাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মজন্য শুদ্ধি অভাবে বহির্ম্মুখ, তাহাদের কথাই বলিতেছি। কিন্তু জ্ঞানবান গুণ দ্বারা বিচলিত হন না। "গুণৈ যো ন বিচাল্যতে" ১৪।২৩। চিত্তশুদ্ধির পরে জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞাননিষ্ঠা কালে কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস অবশ্যক।

জ্ঞানীর কোন কর্ম্ম নাই। সেই জন্য বলা হইতেছে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রাচীন সঞ্চিত পাপসমূহ নাশ করিয়া, সত্ত্বাদি গুণকে বশীভূত করিয়া, নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া কর্ম্ম সন্ন্যাস লইয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবে।

এই শ্লোকে যে "কশ্চিৎ" ও "সর্ব্ব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা অজ্ঞজনকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। পূর্ব্বে কিরূপ লোক কর্ম্ম করিবে, কিরূপ সাধক জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবেন তাহাই বলিতেছিলাম। সেই জন্য বলিলাম যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা বাসনাব্যাকুল সেইরূপ অশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। ভগবৎ ধ্যানে বা জ্ঞানে যাহার চিত্ত স্থির হইতেছে তাঁহার কর্ম্ম আপনা হইতেই ত্যাগ হয়। তজ্জন্য ঐ সময়ে কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্নাস লইয়া জ্ঞান অভ্যাস করিতে হইবে। তোমার কর্ম্মে অধিকার, তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম কর।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

নী শ
যঃ বিমূঢ়াত্মা রাগাদ্যাক্রান্তচিত্তঃ বিমূঢ়ান্তঃকরণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি
হ শ ম
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি সংযম্য সংহৃত্য বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণ্য-
ম শ্রী ব
কুর্ব্বন্নিতি যাবৎ মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শাদীন্
শ ম ম
বিষয়ান্ নত্বাত্মতত্ত্বং স্মরণ্ আস্তে কৃতসন্ন্যাসোঽহং ইত্যভিমানেন
নী নী ম নী শ
একান্তে ধ্যানচ্ছলেন কর্ম্মশূন্যস্তিষ্ঠতি সঃ মিথ্যাচারঃ পাপাচারঃ তস্য
নী নী ব
তদাসনাদিকং আচরণং মিথ্যা অলীকমেব নিষ্ফলত্বাৎ উচ্যতে কথ্যতে।
নী
যতঃ ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ শ্রোত্রাদিভির্গৃহ্নাতি, মনসা চ স্মরতি
অতো মিথ্যাচারঃ স বিষয়ান্ চিন্তয়ন্ যোগনিষ্ঠামাত্মনো লোকে-
ভিব্যনক্তি অতঃ কপটীত্যর্থঃ, তস্মাৎ কর্ম্মব্যতিরিক্তশ্চিত্তশুদ্ধ্যুপায়ো
নাস্তীতি ভাবঃ।

যে মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে রুদ্ধ করিয়া মনে মনে রূপরসাদি বিষয় স্মরণ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাকে কপটাচারী বলা যায়।

অর্জ্জুন—যাহার চিত্ত শুদ্ধি হয় নাই সে যদি আসনাদি দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে আব করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করে, তাহার কি হয় ?

ভগবান—যাহার রাগদ্বেষ যায় নাই, সে যদি ধ্যান করিয়া বসিয়া থাকে এবং যদি তাহার কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, মন বিষয় মনে করে তবে তাহার ভণ্ডামি হয় মাত্র।

যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে—কর্ম্ম আর করিতে পারে না এ জন্য 'আমি সন্ন্যাসী' এই ভাণে তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। যেন কতই ধ্যান করিয়াছে। ঐ সব ব্যক্তি সন্ন্যাসী আচরণ মিথ্যা। শ্রুতি বলেন "তমপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মনাম্। শ্রুত্যে বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ"। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ করিবে এই বিধি। অন্য কোন কারণে যিনি কর্ম্মত্যাগ করেন তিনি পতিত।

যোগবাশিষ্ট বলেন যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত, অপর যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলেও তাঁহাকে বদ্ধ জানিবে। স্থিতি প্রঃ ১৫ অধ্যায়।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যা রভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ মসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

নী
হে অর্জ্জুন যস্তু পূর্ব্বাস্মান্মিথ্যাচারাৎ বিলক্ষণঃ মনসা আত্মাবলোকন
রা ম ম
প্রবৃত্তেন বিবেকযুক্তেন মনসা ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
ম ম শ্রী ম
নিয়ম্য শব্দাদি বিষয়াসক্তের্নিবর্ত্ত্য ঈশ্বর পরাণিকৃত্বা মনসাসহ নিয়ম্য
ম শ
ইতি বা অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সন্ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাক্-
শ শ্রী
পাণ্যাদিভিঃ কর্ম্মযোগং কর্ম্মরূপং যোগমুপায়ং আরভতে অনুতিষ্ঠতি
ম ব রা
স বিশিষ্যতে ইতরাস্মান্মিথ্যাচারাৎ শ্রেষ্ঠোভবতি। সোঽসম্ভাব্যমান
রা ম
প্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্যতে। হে অর্জ্জুন, আশ্চর্য্যমিদং
পশ্য! যদেকঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্নন্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্
পুরুষার্থশূন্যোঽপরস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্
ম
পরমপুরুষার্থভাগ্ ভবতীতি ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন্! যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়মিত করিয়া এবং ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সাহায্যে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই বিশিষ্ট ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—মনের দ্বারা চক্ষু কর্ণাদিকে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া হস্ত পদাদি দ্বারা কর্ম্মকরা কি সহজ? তাহার উপর আবার ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইতে হইবে।

ভগবান—সহজ নয় সত্য কিন্তু আমি বলিতেছি কি, যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া মনে মনে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করে, এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ দ্বারা মনকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে চেষ্টা করে এবং এই দুই উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে তাহারাই

শ্রেষ্ঠ। হস্তপদাদি দ্বারা কর্ম্ম করিতেছে বটে, কিন্তু সতর্ক হইয়া দেখিতেছে মন কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছেনা এবং মন চক্ষু কর্ণাদিকে বিষয় ভোগ করিতে দিতেছেনা। এই দু ব্যাপার মনে রাখিয়া যাহারা কর্ম্ম করে, কপট সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—ধ্যান ব্যাপদেশে আসনে বসিয়া আছি, বাহিরে শব্দ শুনিলাম অমনি মনে ম বিষয় চিন্তা উঠিল, চেষ্টা করিয়াও ইহা নিবারণ করিতে পারিতেছি না এইরূপ ব্যক্তিকেও কি কপটাচারী বলিবে? আর এক কথা জীবন্মুক্তির জন্য লোভ হয় সত্য কিন্তু মন এখনও কোন কোন বিষয় চিন্তায় রস পায় এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত?

ভগবান—এইরূপ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ উচিত নহে। বরং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক যোগ মানসপূজা ইত্যাদি কর্ম্ম করা উচিত। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের নিয়মিত করিয়া হস্ত পদাদি দ্বারা সেবা, যুদ্ধাদি, যজন যাজনাদি, করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন—ভোগ বাসনা যাহাদের আছে তাহারা নিষ্কাম হইয়া সংসারের জন্য কর্ম্ম করি কিন্তু যাহারা বিষয় চিন্তা ছাড়িতে চায় তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে ঈশ্বর সেবায় কিরূ নিযুক্ত করিবে?

ভগবান—যাহারা বন্ধুর খাতির রক্ষা এবং শত্রুর পীড়ন ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারে, যাহাদের রাগ দ্বেষ যায় নাই, তাহারা যদি ধ্যান চেষ্টা করে তবে ধ্যান হইবে না। আস আদি দ্বারা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বাঁধিয়া রাখিয়া ঈশ্বরের নাম বা রূপে মন রাখিতে গে ইহাদের অশুদ্ধ চিত্ত কর্ম্ম ইন্দ্রিয়গুলিকেও চঞ্চল করিবে এবং মনকেও অস্থির করিবে। ম ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ় অবস্থায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়াইবে। বল প্রয়োগ করি আলস্য, অনিচ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা ইত্যাদি লয় আসিয়া যুটিবে। এরূপ অবস্থায় সাধক মুদ্রা দ্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের জড়তা দূর করিয়া চক্ষুকে অন্তর্জ্যোতিতে, কর্ণকে প্রণব ধ্বনিতে, জিহ্বাকে তা মুলের রসান্বেষণে, নাসিকা ও ত্বককে ভিতরের গন্ধ ও স্পর্শ জন্য নিযুক্ত করিবে, অর্থাৎ গু উপদেশ মত ইন্দ্রিয়গুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া মনকে স্পর্শলোলুপ করাইয়া জ্যোতিশ্চক্র ম ঘুরাইবে। যাঁহারা স্থূলে আছেন তাঁহারাও সকল ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত করি পারেন।

বাক্, পানি, পাদ ইহারা প্রধান কর্ম্মেন্দ্রিয়। পুষ্প চয়ন, চন্দন প্রস্তুত করণ, স্তব পা ইত্যাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় আপন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ও আছে। একা উপবেশন করিয়া মুখে মন্ত্র জপ করিতে থাক, হস্তে মৃদু মৃদু তাল দাও, সমস্ত শরীর নৃত্যে মত আন্দোলিত করিতে থাক, বহুক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে নৃত্য গীতের সাহায্যে ম বিক্ষেপ দূর হইতে পারে। ইহাতেও যদি না হয় তবে আসন হইতে উঠিয়া যেন ধীরে ধী ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিতেছ, এইরূপ ভাবে আসনের চারি ধারে ভ্রমণ কর সঙ্গে সঙ্গে ম ভঙ্গিতে নৃত্য কর। মুখে ভগবৎগীত মৃদু মৃদু উচ্চারিত হইতেছে, হস্ত পদাদি ভগবৎ স নৃত্য করিতেছে, মন অন্য বিষয়ে যাইতেছে না কিছুক্ষণ এইরূপ অনুষ্ঠানে শরীরের তমো দূর হইয়া মন একটি সুমিষ্ট প্রবাহে পূর্ণ হইবে। তখন স্থিরভাবে আসনে উপবেশন করি

প্রাণ মন মিলাইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ কর, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ষটচক্র মধ্য হইতে উদয় হইবেন এই ভাব প্রবল রাখ, মন রস পাইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে। ইহার নাম কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে ঈশ্বরপরায়ণ করা। ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গাহিতেছ, ইহাতে অন্তশ্চক্ষু সেই লীলা দেখিতেছে, কর্ণ সেই নাম শুনিতেছে, জিহ্বা সেই নামের রস পান করিতেছে। নাসিকা ও স্পর্শ সেই গন্ধে লোলুপ হইয়া অতি ধীরে চরণে প্রণাম করিতেছে, মানসে অঞ্জলি দিতেছে, আর মন ভগবৎ রসে ডুবিয়া যাইতেছে। কিছুদিন ধরিয়া ইহা অভ্যাস করিলে আর লয় বিক্ষেপ থাকিবে না; তখন জানিতে ইচ্ছা করিবে যাহাকে না দেখিয়াই অনুরাগী হইয়াছ, সে কত সুন্দর? সে কত ভাল? এই সময়ে তাহার কথা শুনিতে হয়। শুনিয়া মনন করিতে হয়, ধ্যান করিতে হয়। এইরূপে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন শেষ করিয়া তাহার কৃপা লাভে তাহার সহিত সাধকের সম্বন্ধ নিশ্চয় হয়। আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিশ্চয় হইলেই জীবন্মুক্তি। ইহাই মৃত্যু জয়।

অর্জ্জুন--এই সমস্ত করিতে হইবে এবং যুদ্ধও করিতে হইবে?

ভগবান—অর্জ্জুন, যাহাদের ভোগেচ্ছা আছে, যাহাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে, তোমার মত যে দুর্য্যোধনকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মাসনে বসাইতে চায়, অর্থাৎ যাহাদের কর্ত্তা অভিমান পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিতে পারিবে না। এরূপ অধিকারীর কর্ম্ম যুদ্ধাদি। অধর্ম্ম নাশ জন্য, অন্যায়ের শাস্তি জন্য, ইহারা জগৎ উদ্ধারের জন্য, কর্ম্মেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিবে কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে ঈশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইবেন। ঈশ্বর প্রীত হইবেন এই ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করিতে বলিলাম। কিন্তু যাহারা আরও উচ্চে তাহারা আমার কর্ম্ম করিবে। প্রথম অবস্থায় তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে আমাতে অর্পণ; দ্বিতীয় অবস্থায় মৎকর্ম্ম পরমোভব।

যাহার যেরূপ সাধ্য সে প্রথমে কিছুদিন পর্য্যন্ত শেষোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া পরে আমার কর্ম্ম জন্য যদি প্রথমোক্ত সাধনা করে তবেই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে।

নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

ত্বং অবিশুদ্ধচিত্তঃ[ব] নিয়তং নিত্যং[শ] শাস্ত্রোপদিষ্টং যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি[শ্রী] শ্রৌতং[ম] স্মার্ত্তঞ্চ নিত্যমিতি প্রসিদ্ধং[ম] কুরু চিত্তবিশুদ্ধয়ে[ব] নিষ্কামতয়া স্ববিহিতং

শ শ নী
কর্ম্মাচরেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ অকরণাৎ সকল কর্ম্মেন্দ্রি
নী নী শ
নিগ্রহেণ তদকরণাৎ চিত্তজয়শূন্যাৎ কর্ম্ম এব জ্যায়ঃ অধিকত
ব ব ব ব
প্রশস্ততরং ক্রমসোপানন্যায়েন জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ ঔৎসুক্যমাত্রে
ব ব
কর্ম্মত্যজতো মলিনে হৃদি জ্ঞানাপ্রকাশাৎ। চ কিঞ্চ অকর্ম্ম
ব ম শ্রী ব
সন্ন্যস্ত সর্ব্বকর্ম্মণঃ যুদ্ধাদিকর্ম্মরহিতস্য সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তে অ
নী বি
ক্ষত্রিয়স্য শরীরযাত্রাপি শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিদ্ধেৎ প্রসিদ্ধি
শ ব নী
ন গচ্ছেৎ ন সিদ্ধেদিত্যর্থঃ। ভৈক্ষ্যচর্য্যায়ামনধিকারাৎ।

"ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্য চরন্তি" ইতি সন্ন্যাস বিধায়কে বাক্যে "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" ইত্যত্র রাজপদবৎ ব্রাহ্মণ পদস্য বিবক্ষিত স্বার্থত্বাৎ "চত্বা আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য, ত্রয়োরাজন্যস্য, দ্বৌবৈশ্যস্য" ইতি স্মৃতেশ্চ অন্যত্রাপ্যুক্তং পারিব্রাজ্যং প্রকৃত্য, মুখজানাময়ং ধর্ম্মোবৈষ্ণবং লি ধারণম্। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে" ইতি।

তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর; কেননা কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। আরও দেখ অকর্ম্মা থাকিলে তোমার শরীরযাত্রা পর্য্য নির্ব্বাহ হইবে না।

অর্জ্জুন—নিয়ত কর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্ম্মাদি করিতে বলিতেছ। তাহাই করি নিয়ত কর্ম্ম মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়ের অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম্ম, তাহাই করি কিন্তু চারিবর্ণের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আর একবার বল।

ভগবান—বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ শূ দ্বিজসেবয়া॥ কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদং তূর্য্যমেবচ। বার্ত্তা চতুর্ব্বিধাতত্র গোবৃত্তযোঽনিশম্॥

আমিও গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি বৈশ্য। গোপালনই আমার বৃত্তি। আমি লোকশিক্ষার্থে তাহাও করিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যাপনাদি দ্বারা, ক্ষত্রগণ ভূরক্ষা দ্বারা, বৈশ্যগণ চারিপ্রকার বার্ত্তা দ্বারা এবং শূদ্রগণ ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবে। বার্ত্তা চারি প্রকার। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ। আপন আপন বৃত্তি দ্বারা যে ধন উপার্জ্জিত হয় তাহাই স্বধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন। ইহা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে কোন পাপ হয় না।

যাবৎ সাধনসমাপ্তিং শরীর ধারণঞ্চাবশ্যং কার্য্যং, ন্যায়োপার্জ্জিত ধনেন মহাযজ্ঞাদিকং কৃত্বা তচ্ছিষ্টাশনেনৈব শরীরধারণং কার্য্যং। আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ ইতি শ্রুতে॥

যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হয় ততদিন সাধনা চলিবেই। যতকাল সাধনা চলিবে ততকাল দেহধারণও অবশ্য করিতে হইবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা মহাযজ্ঞাদি করিতে হইবে। এবং যজ্ঞশেষ ভোজন করিয়া শরীর ধারণ করিতে হইবে। কারণ আহার শুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ যজ্ঞশেষ ভোজন দ্বারা সর্ব্বদা চিত্ত সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইবে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তবে আত্মার স্মরণ হয়। শ্রুতি ইহা বলেন। আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—আমিই নিত্য মুক্ত, আমিই তাঁহার নিত্যদাস—এই কথা জীব ভুলিয়া গিয়াছে। যে মুহুর্ত্তে সত্ত্বগুণে স্থিরত্ব লাভ করে, সেই মুহুর্ত্তে আত্মার স্বরূপ মনে পড়ে। তখন জীবন্মুক্তি।

আপন স্বরূপ ভুলিয়া জীব পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কার জীবের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য জ্ঞান নিষ্ঠা করিতে গেলে অনাদিকালসঞ্চিত সংস্কাররাশি বাধা দেয়। এই অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মরাশিই প্রকৃতি। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মদ্বারা—যজ্ঞশেষ আহার দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই “আমি কে” স্মরণ হইবে তবেই দেখ চিত্তশুদ্ধি নাই অথচ যদি জ্ঞাননিষ্ঠা করা যায় তবে কোন ফলই হয় না। এই অবস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞাননিষ্ঠা কালে কর্ম্ম থাকে না। তাই বলিতেছি কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়ঃ। এই জন্য তোমাকে নিয়ত কর্ম্ম বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে বলিতেছি।

অর্জ্জুন—আহারের সহিত আত্মজ্ঞান লাভের কি এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ?

ভগবান—আহারের সহিত ধর্ম্মের বড়ই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা যে অর্থাগম তাহাতেই সাত্ত্বিকতা লাভ করা যায়।

পাপীর অন্ন ও পাপীর দান গ্রহণ করিলে উপাসনার বিঘ্ন হয়—সকল সাধকেই ইহা জানেন আরও “রাজার অন্ন ভোজনে তেজের হ্রাস হয়, শূদ্রের অন্নে ব্রহ্মতেজের হানী হয়, স্বর্ণকার ও অবীরা স্ত্রীর অন্নে আয়ুর হানী হয়। বুদ্ধিজীবির অন্ন বিষ্ঠার সমান, বেশ্যা ও পরপুরুষাভিলাষিণীর অন্ন শুক্র সমান। অনিবেদিত কোন কিছুই অভক্ষ্য”। শান্তি পর্ব্ব ৩৬।

যাহার অন্ন গ্রহণ করা যায় তাহার প্রবৃত্তি সূক্ষ্মভাবে হৃদয় অধিকার করে। লোকে এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে না। না বুঝিয়া যাহার তাহার দান গ্রহণ করে, যাহার তাহার অন্ন ভক্ষণ করে—এই জন্য আত্মজ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। চিত্তশুদ্ধিও করিতে পারে না। সত্ত্বশুদ্ধি না হইলে আত্মজ্ঞান কিছুতেই হইতে পারে না। শুধু আপনাকে আপনি

ভুলিয়া আছে। সত্ত্বশুদ্ধি হইবামাত্র জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকিবে। তখন সংগুর মিলিবে। শীঘ্র আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। তবেই দেখ শরীরযাত্রার জন্যও তোমাকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না ইহার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বল।

ভগবান—অন্ন দ্বারাই শরীর রক্ষা হয় ইহা ত সকলেই জানে। খাদ্য দ্রব্য সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক বস্তু দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইবেই। ইহা ত স্থূলকথা। কিন্তু যে অর্থে আহারাদি সংগ্রহ হয় তাহা যদি ন্যায়োপার্জ্জিত না হয়, তাহা যদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত না হয়, তবে আত্মজ্ঞান লাভের বহু অন্তরায় ঘটে।

তুমি যদি মনে কর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিবে তাহা তুমি পার না; কেননা ব্রাহ্মণগণই ভিক্ষার অধিকারী। "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্য কামো য তেজ" এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা জানা যায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির সন্ন্যাস নাই। স্মৃতিও বলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও সন্ন্যাস আশ্রম নাই। অতএব যজ্ঞের জন্য তোমায় ক্ষত্রিয়বৃত্তি আচরণ করিতে হইবে। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমকর্ম্মোপার্জ্জিত অন্ন দ্বারা লোকের সত্ত্বশুদ্ধি হইতে পারে। ঐ কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করা চাই। তবেই আপন আপন বর্ণাশ্রম কর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অর্থাদি উপার্জ্জন কর। আহারও যজ্ঞ। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে আহার সংগ্রহ করা হইল তদ্দ্বারা দেবতা অতিথি ইত্যাদির জন্য অগ্রভাগ ব্যয়িত করিয়া যজ্ঞ-শেষ আহার কর। ইহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা অনুভব জন্য তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে তখন জ্ঞাননিষ্ঠায় কর্ম্মত্যাগ।

অর্জ্জুন—এই যে সম্মুখে নিদারুণ কলিযুগ আসিতেছে ইহাতে কি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মানুষ সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিতে পারিবে?

ভগবান—আপদ ধর্ম্মের কাল আসিয়া পড়িয়াছে। এই কালে আশ্রমধর্ম্ম শিথিল হইবে। তথাপি যাহারা শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিবে তাহারা এই দারুণ কলিযুগ অতিক্রম করিয়া, এই ভয়ঙ্কর কলিযুগেই সত্যযুগে অবস্থান করিতে পারিবে। ইহাদের মধ্যেই প্রকৃত কর্ম্মী থাকিবে। এই সমস্ত কর্ম্মী বহু ক্লেশে স্বধর্ম্মে থাকিয়া যৎসামান্য অর্থে যজ্ঞ-শেষ আহার সত্ত্বশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে এবং জ্ঞানমার্গের অধিকারী হইবে। অপর পক্ষে ভণ্ডজ্ঞানী ও ভ্রষ্টসন্ন্যাসীও প্রচুর দেখা যাইবে। এই জন্য তোমার মত অধিকারীকেও লোকশিক্ষার্থ স্বধর্ম্মে থাকিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে এই উপদেশ করিলাম। চিত্তশুদ্ধির জন্যই এতদূর সতর্কতা আবশ্যক। তাহার পর নিত্য সত্ত্বগুণে স্থিতি। তখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ। তবে আত্মজ্ঞান লাভ।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্মকৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

শ

যজ্ঞার্থাৎ যজ্ঞঈশ্বরঃ "যজ্ঞোবৈবিষ্ণু" ইতিশ্রুতেঃ তদর্থং

[ম] তদারাধনার্থং যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তদযজ্ঞার্থং [শ] তস্মাৎ [হ] বিষ্ণ্বারাধনার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র [ম] কর্ম্মনি প্রবৃত্তঃ অয়ং লোকঃ [ব] প্রাণী কর্ম্মবন্ধনঃ [শ] কর্ম্মবন্ধনং যস্য সঃ [ম] কর্ম্মণাবধ্যতে। নতু [শ] যজ্ঞার্থাৎ। [শ] অতঃ তদর্থং [ম] যজ্ঞার্থং বিষ্ণোরারাধনার্থং কর্ম্ম হে কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সন্ কর্ম্ম- [শ] ফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ [রা] আত্মপ্রয়োজনসাধনতয়া যঃ সঙ্গস্তস্মাৎ সঙ্গান্মুক্তঃ [রা] সন্ সমাচর [শ] নিবর্ত্তয় সম্যক্ [ম] শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং [ম] আচর [নী] কুরু। [ব] ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুমারাধ্য তচ্ছেষেণ দেহ যাত্রং কুর্ব্বন্ ন বধ্যস [ব] ইত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যত্ত্বন্যৎ ন সমাচরেৎ॥ অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি” ইতি ভাগবতে। এবং মুক্তসঙ্গেন যজ্ঞাদর্থতয়া কর্ম্মণি ক্রিয়মানে যজ্ঞাদিভিঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ পরমপুরুষোঽস্যানাদি কাল প্রবৃত্ত কর্ম্মবাসনা মুচ্ছিদ্যাব্যাকুলাত্মাবলোকনং দদতীত্যর্থঃ॥৯॥

যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম না করিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত এই সমস্ত লোক কর্ম্মে বদ্ধ হয়। অতএব হে পার্থ! শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি জন্য ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর॥ ৯॥

অর্জ্জুন—আমি কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার বর্ণ ও আশ্রমমত কর্ম্ম করিব। শরীর যায় যাক্ তাহাও গ্রাহ্য করিব না। “শরীরং বা পাতয়েৎ”। কিন্তু শাস্ত্র ত ইহাও বলেন যে “কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ”। সাংখ্য মতে কর্ম্মই বন্ধনের হেতু। কর্ম্ম করিতে হইলে দ্রব্যাদি আয়োজন আবশ্যক। কোন কিছু আয়োজন করিতে হইলে “অহংতা”, “মমতা” হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা অবশ্যম্ভাবী। তবে জীব কর্ম্মবাসনা দ্বারা দেহাত্মবোধরূপ কারাগারে কেননা বন্দী হইবে? বন্দীর আবার সুখ কি? তাই বলিতেছি যজ্ঞের জন্যই কর্ম্ম করি কিম্বা অন্যত্র কর্ম্ম করি, কর্ম্ম মাত্রেই ত বন্ধন হইবে?

ভগবান—যজ্ঞ ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম করিলে বন্ধন আছে সত্য কিন্তু যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করিলে কোন বন্ধন নাই। বরং উহা মুক্তির পথ। কারণ শ্রুতি বলেন যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। ঈশ্বর প্রীত হইবেন ইহা মনে রাখিয়া যাহা করা যায় তাহাই ঈশ্বরের বা যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম। আত্মসুখেচ্ছাই কাম বা কামনা। ঈশ্বর সুখেচ্ছাই প্রেম। কামুক হইও না প্রেমিক হও।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ অর্থে ঈশ্বর "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। আবার যে কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করা যায় সেই পরমেশ্বরারাধন কর্ম্মও ত যজ্ঞ 'যজদেব পূজায়াম্' এই ধাত্বর্থে। শাস্ত্রীয়কর্ম্মকেও ত যজ্ঞ বলিতে হইবে। আমার যজ্ঞের জন্য দ্রব্যার্জ্জনও চাই। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদন জন্য দ্রব্যার্জ্জন কর্ম্মও বুঝাইতে পারে?

ভগবান—যে দিক দিয়াই লও যদি তোমার কর্ম্ম ঈশ্বর আরাধনার জন্য না হয়—যদি ধর্ম্মারাম বা আত্মারাম না হইয়া তুমি ইন্দ্রিয়ারাম হও তবে তুমি পাপজীবন হইলে। তোমার সমস্ত কর্ম্মই তখন পাপকর্ম্ম হইল। এজন্য তুমি তখন বন্ধন দশায় পড়িয়া বড়ই ক্লেশ পাইবে আহার, নিদ্রা, কথোপকথন, ভ্রমণ ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্মও যদি ঈশ্বর আরাধনার্থ না হয় তবে তাহাতে পাপ আছে। তাই বলিতেছি যে কর্ম্ম ঈশ্বরারাধনার্থ করা না যায় তাহা করিও না। ঈশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মমত কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর, তোমার কোন কর্ম্মবন্ধন হইবে না।

অর্জ্জুন—কত প্রকার যজ্ঞ আছে? তন্মধ্যে আশ্রমধর্ম্ম স্বধর্ম্ম যজ্ঞ কি?

ভগবান—পরে বলিব। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে যজ্ঞ ত্রিবিধ। ১৭ অধ্যায়। দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞ সংশিতযজ্ঞ ইত্যাদির কথা ৪র্থ অধ্যায়ে বলিব মোটামুটি পঞ্চযজ্ঞের কথা শ্রবণ কর :—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্।
হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ অতিথিপূজা, নৃযজ্ঞ। গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে পাইবে। ব্রাহ্মণাদীর স্বধর্ম্মযজ্ঞ যাহা তাহাও বলি শ্রবণ কর।

আরম্ভ যজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃস্যুর্হবির্যজ্ঞাবিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচার যজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ॥ মাৎস্যে ১২৮ অঃ

ক্ষত্রিয়ের আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্যের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রের পরিচর্য্যাযজ্ঞ আর ব্রাহ্মণের যপযজ্ঞ। গৃ আহারাদি সর্ব্ব বিষয়কে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিলে তবে যথার্থরূপে মনুষ্যের কর্ম্ম করা হয়।

সর্ব্বদা নিতান্ত সাবধানে কর্ম্ম করা আবশ্যক। প্রতিকর্ম্মে বেশ করিয়া দেখা চাই আমি আমার ইন্দ্রিয়কে সুখ দিবার জন্য করিতেছি অথবা আত্মারামের সুখের জন্য কর্ম্ম করিতেছি অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া আছি অথবা আত্মারাম হইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। দে অভিমান করিয়া যিনি আছেন, তিনি জীবাত্মা। দেহাদিতে অভিমানশূন্য হইয়া যি আছেন—যিনি দ্রষ্টাস্বরূপ, সাক্ষীস্বরূপ, মন্ত্রস্বরূপ—তিনিই পরমাত্মা। তিনিই ব্রহ্মানন্দ।

পরমসুখদ, কেবল জ্ঞান মাত্র সদ্গুরু। সেই মন্ত্ররূপী গুরুকে সারথি করিয়া যদি লোকে ভিতর বাহিরের সংসার সমরে প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি যেমন তোমার সারথিরূপে সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করিব সেইরূপ তিনিও লোকের শত্রু বিনাশ করিয়া দিবেন। লোকে নিজের ইচ্ছামত যাহা করিবে তাহাই তাহার নিজের প্রীত্যর্থে। কিন্তু শাস্ত্রমত যাহা করিবে তাহাই ভগবৎ প্রীত্যর্থে। তুমি ফলকামনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম কর। কর্ম্মকালে সারথিকে লক্ষ্য করিতে করিতে কর্ম্ম কর। আমি কর্ত্তা এই বোধে কর্ম্ম করিওনা। সারথির সহিত কথা কও, তাহাকে শত্রুর কথা জানাও, তাহাকে জানাইয়া তাহার আজ্ঞামত কর্ম্ম কর। ইহাতেই "আমি কর্ত্তা" অভিমান যাইবে—তখনই তোমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

শ ম শ
পুরা সর্গাদৌ কল্পাদৌ প্রজাপতিঃ প্রজানাংস্রষ্টা "পতিং
রা
বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" ইত্যাদি শ্রুতের্নিরূপাধিকঃ প্রজাপতিশব্দঃ সর্ব্বেশ্বরং
রা শ
বিশ্বস্রষ্টারং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং নারায়ণমাহ সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ
ম ম শ্রী
সহযজ্ঞেন স্বাশ্রমোচিতবিহিতকর্ম্মকলাপেন বর্ত্তন্ত ইতি কর্ম্মাধিকৃতা
শ ব রা
ইতি যাবৎ প্রজাঃ ত্রয়োবর্ণাঃ দেবমানবাদিরূপাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ স
ভগবান্ প্রজাপতিরনাদিকালপ্রবৃত্তাশ্চিৎসংসর্গবিবশা উপসংহৃতনামরূপবিভাগাঃ স্বস্মিন্ প্রলীনাঃ সকলপুরুষার্থানর্হাশ্চেতনেতরকল্পাঃ প্রজাঃ সমীক্ষ্য পরমকারুণিকঃ তদুজ্জীবৈষয়া স্বারাধন-
ব শ
ভূতযজ্ঞনির্বৃতয়ে যজ্ঞৈঃ সহ তাঃ সৃষ্ট্বৈবমুবাচ—অনেন যজ্ঞেন
শ রা
প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবোবৃদ্ধিরুৎপত্তিস্তাংকুরুধ্বম্ আত্মনোবৃদ্ধিং কুরুধ্বং

ব ম শ শ
এষঃ মদর্পিতো যজ্ঞাখ্যোধর্ম্মঃ বঃ যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানভি-
শ ম ব
প্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতি প্রাপয়তীতি হৃদ্বিশুদ্ধ্যা-
ব শ
জ্ঞানদেহযাত্রাসম্পাদনেন বাঞ্ছিতমোক্ষপ্রদঃ অস্তু ভবতু। অ
যদ্যপি যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থমকরণে প্রত্যবায়স্যা
কথনাৎ কামকর্ম্মণাঞ্চ প্রকৃতে প্রস্তাবো নাস্ত্যেব "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ"
ইত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ, তথাপি নিত্যকর্ম্মণামপ্যানুষঙ্গিকফল
সদ্ভাবাদেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিত্যুপপদ্যতে। তথাচাপস্তম্ব
স্মরতি তদ্‌যথা "আম্রে ফলার্থে নিমিত্তে (নির্ম্মিতে) চ্ছায়া গন্ধ
ইত্যনুৎপদ্যতে এবং ধর্ম্মঞ্চর্য্যমানমর্থা অনুৎপদ্যন্তে, নোচেদনুৎ-
পদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতি" ইতি ফলসদ্ভাবেঽপি তদভিসন্ধান
সন্ধিভ্যাং কাম্যনিত্যয়োর্ব্বিশেষঃ, অনভিসংহিতস্যাপি বস্তু স্বভাবা-
দুৎপত্তৌ ন বিশেষঃ। বিস্তরেণ চাগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে ॥ ১০ ॥

সৃষ্টিকালে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্র হউক ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে যে বলিলে "মুক্তসঙ্গঃ সমাচরঃ" ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর, এখন বলিতেছ, প্রজাপতি বলিয়াছেন বৃদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ কর; যজ্ঞ করিলে ইহা ভোগ প্রদান করিবে?

ভগবান—প্রজাপতি তোমাকে ফলকামনাশূন্য হইয়াই আপন আপন বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে আনুষঙ্গিক ফলও লাভ প্রজাপতি তাহাই দেখাইতেছেন। যেমন আম্রের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলে আনুষঙ্গিক ফল যে ছায়া ও গন্ধ তাহা আপনা হইতেই পাওয়া যায়, সেইরূপ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম করিলে প্রজাগণ বর্দ্ধিত হইবে; যদি কেহ ভোগ কামনা করে তাহাও ইহা

করিবে। ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করিতে বলা হইতেছে না, বলা হইতেছে যজ্ঞের ফলাকাঙ্ক্ষা প্রদানেরও সামর্থ্য আছে। তুমি ভগবানের আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিয়া আপন বর্ণাশ্রমমত নিত্যকর্ম্ম করিয়া যাও—কাম্যকর্ম্ম করিও না।

অর্জ্জুন—নিত্য কর্ম্মে ও কাম্য কর্ম্মে প্রভেদ কি?

ভগবান্—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিলে তাহাকে বলে নিত্যকর্ম্ম কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা যুক্ত হইয়া করিলে তাহাকে বলে কাম্যকর্ম্ম।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ অর্থে বিষ্ণুও হয় এবং ঈশ্বরারাধনা জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মমত কর্ম্মও হয়। প্রজাপতি কোন্ সময়ে যজ্ঞ সৃষ্টি করেন? কবে তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেন?

ভগবান্—বেদে ব্রহ্মকেই আদি পুরুষ বলা হইয়াছে। পুরাণ ইঁহাকেই আদি নারায়ণ বলিতেছেন। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। ব্রহ্মের যে তিন পাদ জগদবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে না তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম, আর যে পাদ জগদবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে তাহাই সগুণ ব্রহ্ম বা প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট। এই প্রজাপতি, সৃষ্টির আদিতে একার্ণব জলে শয়ান ছিলেন। বেদে ও পুরাণে সর্ব্বত্র ইহা দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় শাখার আরণ্যক কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশ অনুবাকে পাওয়া যায়—"আপো বা ইদমাসন্ৎ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ। তস্যান্তর্ম্মনসি কামঃ সমবর্ত্তত ইদং সৃজেয়মিতি"। এই প্রজাপতির সৃষ্টি কিন্তু ব্রহ্মের সৃষ্টি নহে। ইহা খণ্ডপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি।

ব্রহ্মার সৃষ্টি অনাদি। "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" পূর্ব্বে যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছে। প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন ইহা ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের ১২শ মন্ত্রে পাওয়া যায় "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" যজ্ঞ হইতে জগতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি প্রজা ব্রহ্মার কর্ম্মের সহিত সৃষ্ট হইয়াছেন। এখানে যজ্ঞ অর্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মমত কর্ম্ম।

ব্রহ্ম জগৎরূপ বিবর্ত্তিত হইলে তিনিই বিরাট পুরুষ নাম ধারণ করেন। ব্রহ্মাই ঐ বিরাট পুরুষ। তিনিই প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রজাপতি। মরীচ্যাদিকেও প্রজাপতি বলা হয়। তাঁহারা ব্রহ্মার শরীরেই লীন ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত ব্রহ্মার ইচ্ছা অভিন্ন। ব্রাহ্মণাদি জাতি এবং তাহাদের আশ্রমমত ধর্ম্ম সমকালে উৎপন্ন হয়। প্রলয়ে জীবপুঞ্জ অচেতনবৎ আপন প্রকৃতিতে লীন দেখিয়া ব্রহ্মা কৃপাবশে তাহাদের নামরূপ কর্ম্মসহ সৃষ্টি করেন। তিনি ব্রাহ্মণাদি প্রজার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন তোমরা এই যজ্ঞ বা কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। পুরাণেও যজ্ঞের বহু প্রশংসা দেখা যায়।

যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ॥

কালিকা পুরাণ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

শ ম
অনেন দেবতাপূজাত্মকেন যজ্ঞেন যূয়ং যজমানাঃ দেবান্ মচ্ছ
রা রা শ্রী
রীরভূতান্ মদাত্মকান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত. হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়
বি বি রা
ভাবঃ প্রীতিস্তদ্‌যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। "অহং হি সর্ব
রা ম
যজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ"। তে দেবা মদাত্মকাঃ যুষ্মা
ম ম
ভাবিতাঃ সন্তো বঃ যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারে
ম শ শ্রী ম
প্রীতান্ কুর্ব্বন্তু। পরস্পরং অন্যোঽন্যং ভাবয়ন্তঃ সংবর্দ্ধয়ন্তঃ দেবা
শ শ শ্রী
যূয়ঞ্চ পরং মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিং শ্রেয়ঃ অভীষ্টমর্থং অবাপ্স
শ্রী ম
প্রাপ্স্যথ। দেবাস্তৃপ্তিং প্রাপ্স্যন্তি যূয়ঞ্চ স্বর্গাখ্যং পরংশ্রে
ম
প্রাপ্স্যথেত্যর্থঃ ॥

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা আমার শরীরভূত দেবতাদিগকে ঘৃতাহু
প্রদান পূর্ব্বক প্রীত কর। আর সেই দেবতা সকলও জলবৃষ্ট্যাদি
অন্নপানাদি উৎপত্তি করিয়া তোমাদের বৃদ্ধিপ্রদ হউন্। এইরূপে পর
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা ও দেবতারা অভীষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হও ॥১১॥

অর্জ্জুন—কিন্তু যজ্ঞ দ্বারা কিরূপে ইষ্ট লাভ হইবে? মনুষ্য ও দেবতাদিগের
সম্বন্ধ কি?

ভগবান্—দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জানিবার কথা আছে। এখানে সে সমস্ত কথা বলিবার স্থান নহে। বিশ্বাস কর যে দেবতাগণ হবির্ভোজী। হবিঃ সোমরস ইত্যাদি দ্বারা যজ্ঞমান দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলে আমার অঙ্গভূত মদাত্মক দেবতাগণ প্রার্থনানুরূপ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিয়া জীবের প্রভূত উপকার করেন। মানুষ দেবতাদিগকে তুষ্ট করিলে দেবতাগণও মানুষকে সুখে রাখেন। ঋগ্বেদে;—"ইন্দ্র বায়ু ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতম্। ইংদবো বামুসংতিহি" এইরূপ অনেক ঋক আছে। অর্থাৎ "হে ইন্দ্র বায়ু সোমরস অভিযুত হইয়াছে তোমরা অন্ন লইয়া আইস সোমরস তোমাদিগকে কামনা করিতেছে।" বহু বৈদিক মন্ত্রে এই কথাই আছে। যজুর্ব্বেদে দেখা যায় "আজ্যেন হবিষাভূৎ স্বাহা"—"আজ্য মিশ্রিত এই হবিঃ দেবতাদিগের তুষ্টি সাধনার্থ হইয়াছে। ইহা পাইয়া তাঁহারা তুষ্ট হইয়া আমাদের ইষ্টসিদ্ধি করুন এই আহুতি স্বাহুতি হউক।" আরও "অগ্নেদব্ধা যোশীতম্ পাহি মাদিদ্যোঃ পাহিপ্রমিত্যো আহি দুরিষ্টৈ পাহি দুরাদ্মন্যা অবিষন্তঃ পিতুস্কৃনু সুষদায়া নৌ স্বাহা" যজুর্ব্বেদ ২।২০ কারিকা। "যজমানের হিংকারী বহুভোজী হে গার্হপত্য অগ্নে! তুমি আমাদিগকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা কর। আমাদিগকে দুর্ভোজন হইতে রক্ষা কর। আমাদের ভক্ষণীয় অন্ন জল নির্ব্বিষ কর। আমাদিগকে সুখশয্যায় শয়ান কর। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হইবে।" ঋগ্বেদে ইহা প্রায়ই দৃষ্ট হয়। অগ্নিনা রয়িশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরমত্তমম্" অগ্নি দ্বারা যজমান ধন প্রাপ্ত হন, তাহা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে অনেক বীর নিযুক্ত করা যায়।

মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা উর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা (দেবগণ) বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে ক্রিয়া কলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদের অন্নাভাব হইয়াছে"—মহাভারত। "অতএব যাহাতে আপনার (ব্রহ্মার) প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয় আপনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন" (শান্তি ৫ম)।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যোযোভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

ম   শ
হি যস্মাৎ যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ যজ্ঞৈঃ সম্বর্দ্ধিতা স্তোষিতা মদা-
রা   শ   শ   হ
ত্মকা দেবাঃ বো যুষ্মভ্যং ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ ভোগান্ স্বর্গস্ত্রী-
শ   শ   শ্রী   শ
পশুপুত্রাদীন্ দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি অতঃ তৈঃ দেবৈঃ দত্তান্

ঝা শ নী ব
ভোগান্ এভ্যঃ দেবেভ্যঃ অপ্রদায় অদত্ত্বা পঞ্চযজ্ঞাদিভিরপ্রদা

ব শ শ
কেবলমাত্মতৃপ্তিকরঃ যঃ ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি

শ শ ম ম
সঃ স্তেনঃ তস্করঃ এব চৌর এব স দেবস্বাপহারী।

যেহেতু যজ্ঞদ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ অভিলষিত ভোগ্য বস্তু তোমা- দিগকে বিতরণ করেন, অতএব দেবতা কর্ত্তৃক দত্ত অন্নাদি পঞ্চ যজ্ঞাদিদ্বারা সেই দেবতাদিগকে না দিয়া যে ব্যক্তি ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ না করিলে কি দোষ?

ভগবান্—যজ্ঞীয় হবিঃ স্তব ইত্যাদি দ্বারা দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া মনোমত ভার্য্যা, ধন, পুত্র, কন্যা, অন্ন, পশু ইত্যাদি ভোগ্য বস্তু প্রদান করেন। সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তু দেবতার বলিয়া মনুষ্যকে দেবঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

যেমন শ্রাদ্ধ, সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়—বে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা ইত্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ শোধ করিতে হয়, সেইরূপ যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ শো করিতে হয়। যে দেবতাদত্ত অন্নপানাদি দেবোদ্দেশে আহুতি না করিয়া কেবল নি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভোগ করে, সে দেবস্বাপহারী চোর। তাহাকে যমদণ্ড ভো করিতে হয়।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ বহুব্যয়সাধ্য কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি কিরূপে যজ্ঞ করিবে?

ভগবান্—দরিদ্রের পক্ষে পূজা উপবাস ব্রতাদি বিধি। "অল্পবিত্তশ্চ পূজাভিরপ ব্রতৈস্তথা।"

"যজ্ঞের উদ্দেশ্য দ্রব্যত্যাগ, ব্রতের উদ্দেশ্য ভোগত্যাগ, তপস্যার উদ্দেশ্য সুখত্যাগ যোগের উদ্দেশ্য সমুদয় ত্যাগ, সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২১৯।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

হ
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ যজ্ঞাঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞ

হ শ্রী
ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি তেষাং অবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি
শ্রী নী ব
তে বৈশ্বদেবাদিশেষান্নভোজনশীলাঃ সন্তঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যজ্ঞ
ব ব
পুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ অনাদিকালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভবপ্রতি-
শ্রী শ ব ব
বন্ধকৈঃ পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈঃ নিখিলৈঃ পাপৈঃ
চ
মুচ্যন্তে বিমুচ্যন্তে।

শ্রী
পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ "কণ্ডলী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভীচ,
মার্জ্জনী, পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি। পঞ্চসূনা কৃতং
পাপং পঞ্চ যজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" ইতি। শ্রুতিশ্চ—"ইদমেকস্য
তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে নস পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে
মিশ্রং হ্যেতৎ" ইতি। "মন্ত্রবর্ণোঽপি মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য নার্য্যমণং পুষ্যতি নোসখায়ং কেবলা
শ্রী
বো ভবতি কেবলাৎ" ইতি। যেতু আত্মকারণাৎ আত্মনো
শ্রী শ শ নী নী
ভোজনার্থমেব পচন্তি পাকং নিবর্ত্তয়ন্তি নতু পঞ্চমহাযজ্ঞার্থং তেতু
নী নী শ রা
পাপাঃ স্বয়ং পাপরূপা এব সন্তঃ অঘং পাপং ভুঞ্জতে। আত্মা-
রা
বলোকনবিমুখাঃ নরকায়ৈব পচ্যন্তে॥

যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন তাঁহারা পঞ্চসূনাকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা কেবল উদর পূরণার্থ পাক করে, সেই পাপীগণ পাপ অন্নই ভোজন করে।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ কত প্রকার? এবং যজ্ঞ করিলে কি লাভ?

শ্রীভগবান্—যজ্ঞ পাঁচ প্রকার দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। গৃহস্থের গৃহে উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকলস, এবং সম্মার্জ্জনী এই পাঁচ দ্রব্য দ্বারা প্রা হিংসা হয় ইহাতে গৃহস্থের পাপ হয়। এতদ্ভিন্ন বিহিত কর্ম্মের নিমিত্তও পাপ হইয়া থাকে। পাপ হেতু আত্মজ্ঞানের স্ফূরণ হয় না। পঞ্চসূনা কৃত পাপ নাশের জন্য পাঁচ প্রকার যজ্ঞ আবশ্যক, তন্মধ্যে অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ এ অতিথিপূজা নরযজ্ঞ। আপন উদরের জন্য অন্ন ভক্ষণ করা পাপ ভক্ষণ করা মাত্র।

শ্রুতি বলেন "ইদ মেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে সয এতদুপাস্তে ন স পাপ্মা ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ" অর্থাৎ অন্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার; যে মনু দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ইহা আপনিই গ্রহণ করে সে পাপভাগী হয়। মন্ত্রবর্ণে ইহা দেখা যায়। দেবতাপিতৃভূতানি তথা নাভ্যর্চ্য যোঽতিথীন্‌ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্যকীদৃশী?

বিষ্ণু পুরাণ ৩। ১৮। ৪৫

অন্নাদ্‌ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যোযজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রী ম
অন্নাৎ শুক্রশোণিতরূপেণপরিণতাৎ ভূতানি প্রাণিশরীরাণি
শ্রী আ
ভবন্তি উৎপদ্যন্তে ভুক্তমন্নং রেতোলোহিতপরিণতিক্রমেণ প্রজা-
আ শ্রী বি
রূপেণ জায়তে পর্জ্জন্যাৎ বৃষ্টেঃ অন্নসম্ভবঃ অন্নস্যজন্ম অন্নস্যহেতু
বি বি বি
পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যস্য হেতূর্যজ্ঞঃ "অগ্নৌ
প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ
বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ইতি মনুনা চোক্তম্। যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ
শ্রী শ্রী
কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। যজ্ঞঃ
ম বি বি
ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপার সাধ্যঃ তস্য যজ্ঞস্যহেতুঃ কর্ম্ম ইত্যর্থঃ।

শুক্রশোণিতরূপে রূপান্তরিত অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়। অন্ন বৃষ্টি হইতে জন্মে, মেঘ যজ্ঞীয় ধুমাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যজ্ঞকারিদিগের ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়।

অর্জ্জুন—প্রজাপতি বলিয়াছেন বলিয়াই কি যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে হইবে?

ভগবান্—জগচ্চক্রের গতি হইতেছে এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা। কর্ম্ম না থাকিলে জীব সকল উৎপন্ন হইতে পারে না। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না থাকিলে যজ্ঞাদি থাকে না, যজ্ঞ বাদ হইলে বৃষ্টির কারণ বন্ধ হইল। কারণ যজ্ঞের আহুতিই বৃষ্টির কারণ—বৃষ্টি বাদ হইলে পৃথিবী রসহীনা ও শস্যহীনা হয়, শস্যহীনা হইলে জীব অন্ন পায় না। অন্নই শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হইয়া দেহরক্ষা ও প্রাণরক্ষা করে। অন্ন না থাকিলে প্রাণীর উচ্ছেদ হয়।

অর্জ্জুন—ঘোর কলিতে যখন যজ্ঞাদির উচ্ছেদ হইবে তখন কি বৃষ্টি থাকিবে না?

ভগবান্—থাকিবেনা কেন প্রকৃতি যে যজ্ঞ করেন তজ্জন্য থাকিবে। কিন্তু মানুষ নিজ শক্তিদ্বারা প্রকৃতিকেও ক্ষুব্ধ করিয়া ফেলে বলিয়া কোথাও অতি বৃষ্টি কোথাও অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংসপথে ছুটিবে। যত গুলি বর্ষ আছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রধান। সমস্ত পৃথিবীর মস্তক। ইহা হইতেই সমস্ত বিদ্যা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সদাচার, সদ্ব্যবহার, বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, জীবন্মুক্তি, বিদেহ মুক্তি, এক কথায় সনাতন ধর্ম্ম এই ক্ষেত্র হইতেই পুনঃ পুনঃ জগতে প্রচার হইয়া থাকে। এখানেও যে অধর্ম্ম অভ্যুত্থান করে তাহার কারণ আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রে জাগ্রত হয় বলিয়া ইহারও নিদ্রা এক সময়ে আসিতেই হইবে। ইহাই আমার নিয়ম। কিন্তু এই জাতির কখন বিনাশ নাই অধর্ম্ম অভ্যুত্থানেই যজ্ঞাদির উচ্ছেদ হয়, ধর্ম্ম মলিন হইয়া যায়। আবার আমায় অবতার গ্রহণ করিতে হয়; আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত যজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত করিতে হয়।

অর্জ্জুন—যজ্ঞে কি ব্যাপার করিতে হয়?

ভগবান্—অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, এবং ব্রহ্মা এই চারি ঋত্বিক্ এবং ইহাদিগের প্রত্যেকের তিন তিন সহকারির দ্বারা যজ্ঞ ব্যাপার সাধিত হয়। (যজ্ঞ দেখ) প্রথম ও তাহার সহকারী যজুর্ব্বেদ মতে বেদী নির্ম্মাণাদি করেন। দ্বিতীয় ও তাহার সহকারী ঋগ্বেদ মতে হোমাদি করেন। তৃতীয় ও তাহার সহকারী সামবেদ মতে বিষ্ণুস্মরণাদি করেন। চতুর্থ ও তাহার সহকারী সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শক ও সংশোধক। অগ্নিহোত্র একটী বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্যাসদেব ব্রহ্মা সুসাম উদ্গাতা যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু এবং পৌলম ও ধৌম্য হোতা ছিলেন। এই চারি ঋত্বিকের সদস্য ছিলেন ইঁহাদের শিষ্যগণ ও পুত্রগণ তাই বলিতেছি যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে জন্মে। কর্ম্মের কথা পরে বলিতেছি।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫॥

কর্ম্ম [ব] যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং [শ] ব্রহ্মবেদঃ স উদ্ভবো যস্য তৎ [নী] বেদোদ্ভবং বিদ্ধি [শ] বিজানীহি ব্রহ্ম [নী] বেদোঽপি অক্ষরসমুদ্ভবং [শ্রী] অক্ষরাৎ [শ্রী] পরব্রহ্মণঃ [ব] প্রকটং [শ্রী] "অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" [শ্রী] ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সাক্ষাৎ [ম] পরমেশ্বরসমুদ্ভূততয়া সর্ব্বগতং [নী] সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ বর্ত্তমানং [নী] [বি] সর্ব্বব্যাপকং [ম] সর্ব্বপ্রকাশকং ব্রহ্ম বেদঃ নিত্যং [শ্রী] সর্ব্বদা [নী] নিয়মেন যজ্ঞে [ম] ধর্ম্মাখ্যে[ম]ঽতীন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিতং [ম] অতঃ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতাপধর্ম্ম পরিত্যাগেন বেদবোধিত এব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয় [ম] ইত্যর্থঃ।

যজ্ঞকারীদিগের ব্যাপাররূপ কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানিবে। ব্রহ্মাখ্য বেদসমূহ অক্ষরশব্দবাচ্য পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। যেহেতু বেদ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের নিশ্বাস স্বরূপ সেই জন্য সর্ব্বব্যাপী অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম কর্ম্মই এই জগচ্চক্রের গতি দিতেছে কিন্তু কর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

ভগবান্—ব্রহ্ম অর্থ বেদ। বেদকে শব্দব্রহ্ম ব'লে। যে কোন শব্দই যে বেদ তাহা নহে। ছন্দোবদ্ধ শব্দ বেদ। ভাবনার স্থূল অবস্থা শব্দ, শব্দের স্থূল অবস্থা কর্ম্ম। কর্ম্ম কাণ্ড বেদ দ্বারা প্রবর্ত্তিত। বেদ পরমাত্মার নিশ্বাস স্বরূপ। "তবনিশ্বসিতং বেদাঃ।" ভাবরূপী ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ চলনই শব্দব্রহ্ম। শব্দ সেই জন্য ভাবের শ্বাসস্বরূপ। এজন্য যজ্ঞে বা কর্ম্মে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত। তবেই দেখ কর্ম্ম বেদ বা ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে।

অর্জ্জুন—আদি কর্ম্ম ত প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ দ্বারাই ত কর্ম্ম করেন তবে কর্ম্ম, ব্রহ্ম হইতে হইল কিরূপে?

ভগবান—ব্রহ্ম কিছুই করেন না। প্রকৃতি কর্ম্ম করেন সত্য কিন্তু কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। সমুদ্রতরঙ্গে জলই উঠে ধূলিকণা উঠেনা। যাহা উঠিতেছে তাহা ব্রহ্ম হইতেই। তথাপি মায়া জগদুৎপত্তি কর্ত্রী। পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ মায়াতীত ব্রহ্মের এক দেশে কেশাগ্র শত ভাগে যে চলন তাহাই তাঁহার ভাবনা। মণির ঝলকের মত স্বভাবতই তাঁহার শক্তির বিকাশ হয়। শক্তি, ভাবনা, মায়া একার্থ বাচক। তাঁহার তিন পাদ মায়াতীত এক পাদে এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উঠিতেছে, লয় হইতেছে। নিতান্ত স্বচ্ছ ব্রহ্মে চলন হইল। স্ফটিকে জবার প্রতিবিম্ব মত চৈতন্যে একটা চলনের ছায়া পড়িল ইহা নিতান্ত সূক্ষ্মকথা। অন্য কিছু দিয়া ইহা প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্ম মায়াকে গ্রহণ করিলেন সগুণ ব্রহ্ম বা মায়াক্রোড়ীকৃত ব্রহ্ম। জবা স্ফটিকের কিছুই গ্রহণ করিল না—স্ফটিকে জবার প্রতিকৃতি পড়িল। জবার ছায়া স্ফটিক মধ্যে চেতন মত হইল। প্রকৃতি জড়। পুরুষের সঙ্গে যখন এক হইয়াছিল—শক্তিমানে যখন জড়িত ছিল তখন কোন কর্ম্ম ছিল না সন্নিধি মাত্রেই চলন বা স্পন্দন প্রকৃতিতে অনুভূত হইল। প্রকৃতি নিজে জড়, চলিবার সামর্থ্য নাই—পুরুষ নিজে পূর্ণ চলিবার স্থান নাই। যাহা কিছু হইল তাহাই ব্রহ্ম হইতে কারণ পূর্ণ যিনি তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন—অন্য কাহারও থাকিবার স্থান ত নাই। চলন উঠিল তাঁহাতে কিন্তু প্রকৃতি যেন কর্ম্ম করিতে লাগিল ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। এই সমস্তই মায়িক। ঐন্দ্রজালিকেরা মায়া-বলে যেমন বিচিত্র ক্রিয়া রচনা করতঃ সৎকে অসৎ করে অসৎকে সৎ করে আত্মাও সেইরূপ মায়াময় না হইলেও যেন মায়াময় হয়েন। মায়াই তাঁহার স্বাভাবিক চলন। মায়া বা প্রকৃতিই ঐ চলনকে আপন কর্ম্ম বলাইতেছে। আর ঐ যে আদি কর্ম্ম বলিলে, কর্ম্মের আদি কোথায় বল? বীজমধ্যে বৃক্ষ আবার বৃক্ষমধ্যে ফল ফলে বীজ আবার বীজে বৃক্ষ। আদি কোথায় বল? অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এই জন্য বেদোদ্ভব বলা যায়।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

শ রা
ইহ ইহলোকে এবং পরমপুরুষেণ প্রবর্ত্তিতং চক্রং নিখিল-
ব রা রা
জগন্নির্ব্বাহকং অন্যোন্যকার্য্যকারণভাবেন চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানং
শ ম ম নী নী
জগচ্চক্রং আদৌ পরমেশ্বরাৎ বেদাবির্ভাবঃ ততঃ ভূতানাং বেদাধিগমঃ

নী নী
ততঃ কর্ম্মপরিজ্ঞানং ততঃ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানং ততো দেবানাং তুষ্টি
নী ম নী ম
ততো বৃষ্টিস্ততোহন্নং ততো ভূতানি পুনস্তথৈব বেদাধিগমঃ ত
ম নী
কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং রূপং চক্রং নিরন্তরমাবর্ত্তমানং জগদ্‌যন্ত্রনির্ব
নী নী শ্রী
হকং যঃ নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি হে পার্থ অঘায়ুঃ অঘং পাপ
শ্রী নী শ্রী
রূপং আয়ুর্যস্য সঃ পাপজীবনঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ে
শ্রী নী নী নী
র্বা রমতে ইতি। নতু ধর্ম্মারামঃ আত্মারামো বা সঃ মোঘং ব্য
নী হ ম
দংশমশকাদিবৎ জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি। তস্য জীবনাৎ মর
ম
মেব বরং জন্মান্তরে ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ।

নী
তথাচ শ্রুতিঃ “অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোক
সযদ্‌জুহোতি যদ্ যজতে তেন দেবানাং লোকোহথ যদনুব্রূতে তে
ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতি তেন পিতৄণা
যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি তেনমনুষ্যাণামথ
পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্যা গৃহেষু শ্বাপদা বয়াং
নী
পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ ইতি।

ইহলোকে যে ব্যক্তি, [প্রথমে পরমেশ্বর বাক্যভূত বেদনামক ব্রহ্ম হই
বেদ, পরে বেদজ্ঞান, পরে কর্ম্মজ্ঞান পরে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, পরে দে
দিগের তুষ্টি পরে বৃষ্টি, পরে অন্ন, পরে ভূতসমূহ, পুনরায় বেদজ্ঞান, পরে
প্রবৃত্তি] এই প্রকারে প্রবর্ত্তিত চক্র অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ ইন্দ্রি
সুখী পাপময়জীবন সেই ব্যক্তি বৃথা জীবন ধারণ করে।

অর্জ্জুন--যাঁহারা আত্মারাম, তুমিই বলিয়াছ তাঁহাদের কর্ম্ম নাই, তাঁহারাই সন্ন্যাসী, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে অসমর্থ তাঁহারা কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু কোন্ কাজ তাঁহাদের কর্ত্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান্—জগচ্চক্রের অনুগমন করাই তাহাদের কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—জগচ্চক্র কি? তাহার অনুগমন না করিয়া লোকে কি করে এবং কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

ভগবান্—ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত এক কর্ম্মপ্রবাহ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া জগৎকে গতি দিতেছে ও শ্রেয়োৎপাদন দ্বারা আহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

অর্জ্জুন—এই কর্ম্মপ্রবাহ বুঝিতে চাহিতেছি।

ভগবান্—আচ্ছা বুঝাইতেছি। এই যে প্রাণিশরীর দেখিতেছ ইহার স্বরূপ কি?

অর্জ্জুন—অন্নই শুক্র শোণিত রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণিশরীর হইতেছে।

ভগবান্—অন্ন কোথা হইতে আইসে?

অর্জ্জুন—বৃষ্টি দ্বারা অন্ন জন্মে।

ভগবান্—বৃষ্টি কোথা হইতে আইসে?

অর্জ্জুন—মেঘ হইতে।

ভগবান্—মেঘ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

অর্জ্জুন—যজ্ঞার্থ কর্ম্ম দ্বারা মেঘ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির যজ্ঞের কথাও ধরিতে হইবে।

ভগবান্—যজ্ঞকর্ম্মের সৃষ্টি কিরূপে হইল?

অর্জ্জুন—ব্রহ্ম বা বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ড হইতে।

ভগবান্—বেদ কোথা হইতে আসিল?

অর্জ্জুন—পরমব্রহ্মের বাক্যই বেদ "তবনিশ্বসিতং বেদাঃ।"

বেদ তাঁহার নিশ্বাসস্বরূপ। ভাব যেমন ভাষার সাহায্যে প্রকাশ হয় সেইরূপে ভাবরূপী পরব্রহ্ম ভাষারূপী বেদ সাহায্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত। ব্রহ্মের চলন হইতে শব্দ হয় ঐ শব্দই ওঁকার। বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। ভাব শান্ত স্থির, ভাষাই ভাবের স্পন্দন, চলন। ভাবের স্পন্দন মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ উঠিতেছে, লয় হইতেছে।

ভগবান্—এক্ষণে জগচ্চক্র কি বুঝিতে চেষ্টা কর। পরমেশ্বর বাক্য ভূত বেদ। ভাষা ভাবকে জানাইবার জন্য। স্পন্দন স্থির কে জানায়। বেদ অর্থ জানা। ইহাদ্বারা ভূতগণ কর্ম্মও জানিতে পারে। কর্ম্ম জানিতে পারিলেই কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিল। প্রবৃত্তি হইতেই অনুষ্ঠান। ইহাই ধর্ম্ম। অখণ্ড ভাবের স্পন্দন হইতে অখণ্ডকে খণ্ড মত বোধ হয়—অপরিচ্ছিন্ন যিনি তিনি পরিচ্ছিন্ন মত প্রতীয়মান হয়েন। এই খণ্ড মত পরিচ্ছিন্ন মত যাহা তাহাই দেবতা। ভাবের তালে বেতালে যে স্পন্দন তাহাই ছন্দ। ঋষিগণ দ্রষ্টা। যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি। তখন দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া জীবের উপকারার্থে বৃষ্টি প্রদান করেন, বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে। অন্ন শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া প্রাণী উৎপন্ন করে।

নী শ
মিষ্টান্নেন তৃপ্যতি অত উক্তং আত্মন্যেবচসন্তুষ্টঃ সন্তোষোহি
বাহ্যার্থলাভেন সর্ব্বস্য ভবতি তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেবচ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতো
শ শ ম ম নী
বিগতত্বষ্ণঃ স্যাৎ ভবেৎ তস্য কার্য্যং বৈদিকং লৌকিকং
নী নী নী
কর্ত্তব্যং ন বিদ্যতে কিমতি নাস্তি।

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, [আত্মান
স্বাদনে মিষ্টান্নাদি রস যাহার ভাল লাগে না] এবং যিনি কেবল আত্মাতেই
সন্তুষ্ট হয়েন [অন্য বাহ্য বিষয় ভোগে বিগতত্বষ্ণ] সেরূপ ব্যক্তির [লৌকিক
বা বৈদিক] কোন প্রকার কর্ত্তব্য নাই।

অর্জ্জুন—যাহাদের চিত্ত অশুদ্ধ, রাগদ্বেষ যাহাদের যায় নাই, যাহারা অজ্ঞানী তাহাদে জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু চিরদিনই কি জগচ্চক্র অনুগমন করিতে হইবে?

ভগবান্—না। ব্রহ্মবিদের পক্ষে এই বেদযজ্ঞপূর্ব্বক জগচ্চক্র অনুবর্ত্তন না করি প্রত্যবায় নাই। ৩। ২ শ্লোকে বলিয়াছি "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনা যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে এবং যাহারা জ্ঞানভূমিকা আরূঢ় তাহাদের জ্ঞানযোগ এবং যাহারা রাগদ্বেষাদি অন্তর্ম্মলবিশিষ্ট তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম বলিয়াছি। এইরূপ ব্যক্তি জগচ্চক্র অনুগমনার্থ কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হই কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের হৃদয়কেই সমস্ত সুখের ভাণ্ডার দেখে, নিজের হৃদয় মলশূন্য হওয়ায় আপনাকে আপনি দেখিতে যাহার রতি সে বিষয় দেখিয়া কি প্রীতি পাই স্ব প্রকাশানন্দে যে তৃপ্ত তাহার অন্নপানাদিতে কি তৃপ্তি লাভ হইবে? যে আত্মা সন্তুষ্ট, সে নৃত্যগীতাদিতে কি তৃপ্তি লাভ করিবে? এইরূপ আত্মানুরাগী আত্মানন্দ আত্মাকে দেখিয়া সমস্ত অভাবশূন্য তজ্জন্য আত্মসন্তুষ্ট ব্যক্তির কোনই কার্য্য নাই। বলেন "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ" ইতি। আত্মা লইয়াই খেলা আত্মাতেই ভালবাসা, আত্মা লইয়াই কাজ তিনিই ব্রহ্মবিদের শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন—রতি, তৃপ্তি, সন্তোষ কি এক?

ভগবান্—মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ ইহাদের ন্যায় অবান্তর ভেদ আছে মাত্র। রতি বিষয়াসক্তি, তৃপ্তি বিষয়সম্পর্কজনিত সুখ, এবং সন্তোষ অভীষ্ট লাভাধীন সুখ অর্থাৎ কিছুই চাইনা এইরূপ অন্যবিষয়বিতৃষ্ণা।

অর্জ্জুন—এই আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি, আত্মসন্তুষ্টি, কিরূপে হইবে?

ভগবান্—বিষয় রতি যে নিতান্ত তুচ্ছ ইহা বোধ হইলেই হইবে।

অর্জ্জুন—এ বোধ আসিবে কিরূপে ?

ভগবান্—কেহ বা সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া বুঝিবে, সংসার বিষময়। কেহ বা দুই চারি বার প্রতারিত হইয়া, কেহ বা একবার মাত্র ঠকিয়া কেহ বা পুর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশে বিচারশীল হইয়া না ঠকিয়াই বুঝিবে, এই ক্ষণস্থায়ী সংসার ভোগ নিতান্ত তুচ্ছ—সংসার হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অর্জ্জুন—সংসারের দুঃখ দেখিয়া যে আমার মত বিষাদ-যোগী হইয়াছে সেরূপ ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি, আত্মসন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবে বলিতেছ। কিরূপে লাভ হইবে ?

ভগবান্—এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বত্র নিরাশ্রয় হইয়া ভগবানকে আশ্রয় করিবে। তখন সে প্রাণপণে ভগবৎ আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিবে। নিত্য কর্ম্মাদির নিয়ম লঙ্ঘনে ভাবিবে—বুঝি ভগবৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে। এই ভাবে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভগবৎ বোধে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি আসিবেই, তখন আমি তাহাকে এমন বুদ্ধি দিয়া দিব যাহাতে সে আমাকেই পাইবে। সে আমার সাহায্যে স্পষ্ট বুঝিবে এই সংসার আড়ম্বর মনই তুলিয়াছে। আকাশের কোন এক স্থানে যে ঝড় উঠে তাহা যেমন সীমাশূন্য আকাশের তুলনায় কিছুই নয়—অথবা সমুদ্রের এক দেশে সাগর-গর্জ্জন যেমন সমস্ত সমুদ্র তুলনায় কিছুই নহে, সেইরূপ মনও সেই পরমবস্তুর তুলনায় সিন্ধু মধ্যে বিন্দু মাত্র। মন নিতান্ত তুচ্ছ। সিন্ধু মধ্যে বিন্দু—বিন্দুর ভিতরে বান ডাকিয়াছে—ইহাই মনের সংসার আড়ম্বর। পরিচ্ছিন্ন ভাবটি অপরিচ্ছিন্ন কে যখন দেখিতে শিক্ষা করে তখনই আত্মরতি কি বুঝিতে পারে। অনভিভূত হইয়া যিনি সর্ব্বকালে মনের দ্রষ্টা থাকিতে পারেন তিনি সত্বর জীবন্মুক্ত হয়েন।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ॥
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ শ শ ম
ইহ লোকে তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণা অভ্যুদয় লক্ষণো
ম শ
নিঃশ্রেয়সলক্ষণোবা অর্থঃ প্রয়োজনং নএব নৈবাস্তি। তথাচ
শ্রুতিঃ "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্য-
ম নী
কৃতঃ কৃতেন" ইতি। অকৃতেন নিত্যকর্ম্মাকরণেন বিরুদ্ধকর্ম্মণা
শ নী নী
কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপঃ অনর্থো নরকাদিরস্য ন

নী নী শ নী
নাস্তি অস্য আত্মরতেঃ সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু চেত
নী ম
চেতনেষু উত্তমমধ্যমাধমেষু কশ্চিৎ কোঽপি অর্থ ব্যপাশ্র
ম বি বি
প্রয়োজনসম্বন্ধঃ অর্থায় স্বপ্রয়োজনার্থং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়নীয়ো
নী শ্রী
নাস্তি তথাচশ্রুতিঃ "তস্য হন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আ
হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি। দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈব্র
শ্রী ব
ভাবপ্রতিবন্ধনায় নেশতে নশক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। জ্ঞানোদয়
ব
পূর্ব্বমেব দেবকৃতা বিঘ্নাঃ।

ইহলোকে পরমাত্মরতের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। অকরণে কোন প্রত্যবায় নাই। এবং ইঁহার যাবতীয় ভূতের মধ্যে কিছুই প্রয়োজ সিদ্ধির জন্য আশ্রয়নীয় নাই।

অর্জ্জুন—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিলে "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" যিনি আত্ম তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। অমি জিজ্ঞাসা করি জগতের দুঃখ দূর করিবার জন্যও কি তাঁহা কর্ম্ম নাই? জগতের অভ্যুদয় ও জীবের নিঃশ্রেয়স জন্য ত কর্ম্ম আবশ্যক। আবার নিত্য ক পরিত্যাগেও ত প্রত্যবায় আছে।

ভগবান্—যিনি আত্মবিৎ তাঁহার অভ্যুদয় অথবা নিঃশ্রেয়স অথবা প্রত্যবায় পরি ইত্যাদি জন্য কোন কর্ম্ম নাই। স্বর্গাদি লাভকে অভ্যুদয় বলে; মোক্ষাদি লাভকে নিঃশ্রে বলে। স্বর্গাদি ভোগ-কামনা আত্মবিদের নাই। কারণ ভোগ অতি তুচ্ছ। আত্ম নিজের জন্য স্বর্গাদিভোগ যেমন ইচ্ছা করেন না অন্য কোন জীবের জন্যও কোন প্র অসার ভোগকামনা তাঁহার থাকিতে পারে না। সেই জন্য স্বর্গাদি প্রাপ্তি হেতু কো কর্ম্ম তাঁহার নাই।

আত্মজ্ঞের অভিলষিত মোক্ষরূপ নিঃশ্রেয়স, কর্ম্মের সাধ্যাতীত—এজন্য তিনি ক করেন না। শ্রুতি বলেন "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্ম চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্না কৃতেন" ইতি। জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ম্মলভ্য স্বর্গাদি লোকের মায়াময়তা পরীক্ষা ক কর্ম্ম সাধনে অনাসক্ত হন। কর্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তি মোক্ষলাভে সমর্থ—কর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুতেই লাভ হইতে পারে না।

আবার নিত্যকর্ম্ম অকরণেও তাঁহার প্রত্যবায় বা পাপ নাই। নিত্যকর্ম্ম না করিলে ইহ লোকে গর্হিতকর্ম্ম করা হয় তজ্জন্য প্রত্যবায় আছে সত্য, কিন্তু যে জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্মাতীত অবস্থায় গিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা কর্ম্মাতীত, তবে কর্ম্ম অকরণে তাঁহার আবার প্রত্যবায় ঘটিবে কি? এইরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কোন ভূতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া বা কোন দেবতা ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়াসাধ্য পুণ্য সঞ্চয়ের আবশ্যকতা রাখেন না। ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত কাহারও আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হইবার আবশ্যকতা রাখেন না। এই জন্য আত্মতৃপ্তের কোন কর্ম্ম নাই।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

ম
তস্মাৎ যস্মান্ন ত্বমেবম্ভূতোজ্ঞানী কিন্তু কর্ম্মাধিকৃত এব মুমুক্ষুঃ
ম ম শ্রী শ রা
তস্মাৎ অসক্তঃ ফলাসক্তিশূন্যঃ সন্ সততং সর্ব্বদা যাবদাত্ম-
ম শ্রী
প্রাপ্তি কার্য্যং অবশ্যকর্ত্তব্যং কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকং সমাচর
ম ম ম শ্রী
সম্যগাচর যথাশাস্ত্রং নিবর্ত্তয়। হি যস্মাৎ অসক্তঃ কর্ম্মাচরন্
হ ম
ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্, সঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পূরুষঃ
ম ম ম
সৎপুরুষঃ পরং মোক্ষং সত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ দেহাদিভিন্ন-
ব ব ব
মাত্মানং আপ্নোতি অবলোকতে যাথাত্ম্যেন ॥

অতএব তুমি ফলেচ্ছাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাক। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন্।

ভগবান্—তুমি আত্মতৃপ্ত নও, আত্মরতি, আত্মসন্তুষ্ট এখনও আইসে নাই, তুমি মুমুক্ষু, এজন্য ঈশ্বর প্রীতি জন্য তুমি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কর।

অর্জ্জুন—কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া আত্মদর্শনে ইচ্ছা করি ইহাই ত তোমার অভিপ্রায়

ভগবান্—হাঁ। আত্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্ম সমস্ত ফলেচ্ছাশূন্য হই করিয়া যাও। শ্রুতি বলেন "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি দানেন ত নাশকেন।"

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শ ম
জনকাদয়ঃ জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপ্রসি
ম রা ম
ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসোঽপি কর্ম্মণা এব কর্ম্মযোগেন সহ নতু কর্ম্মত্যা
শ নী
সহ সংসিদ্ধিং মোক্ষং শ্রবণাদিসাধ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাং গন্তুং আস্থি
শ নী নী শ
প্রবৃত্তাঃ জনকাদয়স্তাদৃশাঃ ক্ষত্রিয়া নতু সন্ন্যাসেন যদি তে প্রা
সম্যগ্দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈ
শ
সন্ন্যস্যৈব কর্ম্ম সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্দ
জনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেনক্রমেণ সংস্থিতিমাস্থি
ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ং মন্যতে, পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভির
জানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কৃতং কর্ম্ম তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্য
ম আ
দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি। হি যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্ম ক
আ শ
মর্হসীতি সম্বন্ধঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃ
শ ম
নিবারণং লোকসংগ্রহস্তমেবাপি প্রয়োজনং সম্পশ্যন্ অপিশ
ম ম
জ্জনকাদিশিষ্টাচারমপি পশ্যন্ কর্ত্তুং কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি ন ত্যক্ত
শ্রী শ্রী
মিত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্জ্ঞা সম্যগ্জ্ঞানিনমবোত্মানং মন্যসে তথ

শ্রী ব

কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেব। অর্জ্জুনে ময়ি কর্ম্ম কুর্ব্বাণে সর্ব্বলোকঃ কর্ম্ম করিষ্যতি, ইতরথা মদ্দৃষ্টান্তেনাজ্ঞোঽপি লোকঃ কর্ম্ম ত্যজন্ পতিষ্যতীতি লোকসংরক্ষণং তৎ ফলম্ ॥ ২০ ॥

কারণ জনকাদিও কর্ম্ম যোগের সহিত (কর্ম্মত্যাগ করিয়া নহে) মোক্ষ পথে প্রবৃত্ত ছিলেন। লোকশিক্ষাব্যাপারেও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—আত্মতৃপ্তের কর্ম্ম নাই। জ্ঞানী ভিন্ন আত্মতৃপ্তিও নাই। আমার আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি বা জ্ঞান নাই বলিয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছ। কিন্তু আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। আশক্তিশূন্য হইতে পারিলেই মোক্ষ হইবে। আশক্তি ত্যাগ জন্য কোন অধিকারী কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিবেন। কেহ বা কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে অভ্যাস করিবেন। আমাকে যে কর্ম্মযোগের সহিত মোক্ষ পথে চলিতে বলিতেছ এরূপ আর কেহ কি ছিলেন?

ভগবান্—নিকটেই ত দেখিতেছ। রাজা যুধিষ্ঠিরের মত জ্ঞানী কে? ভীষ্মের মত জ্ঞানী কে? তথাপি তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন। রাজা জনকও কর্ম্মযোগের সহিত মোক্ষপথে গিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন—জনকাদি ত জ্ঞানীই ছিলেন। রাজা জনক সংসারবিরক্ত হইয়া কোন সময়ে বনমধ্যে কতিপয় সিদ্ধ পুরুষের মুখে আত্মজ্ঞানের কথা শ্রবণ করেন। সেই অবধি তিনি সর্ব্বদা নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানলাভ হইলেইত আত্মতৃপ্তি আসিল—তথাপি কর্ম্ম করিয়াছিলেন কেন?

ভগবান্—যদি বল তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তথাপি যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার কারণ (১) তিনি ক্ষত্রিয় (২) তিনি রাজা, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস নাই। জ্ঞানলাভ হইয়া গেলেও দেহ নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়কে কর্ম্মই করিতে হইবে। কারণ ক্ষত্রিয়জন্মপ্রাপক কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত। জ্ঞান লাভ হইলেও প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেহধারণ করিতে হইবে—ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মও করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়দেহ আপন স্বভাববশে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম করাইবে। কুম্ভকার আপন চক্রকে যখন ঘুরাইয়া দেয়—কুম্ভ প্রস্তুত হইয়া গেলেও চক্র বহুক্ষণ ঘুর্ণিত হয়—পরে দম ফুরাইয়া গেলে আপনা হইতে পড়িয়া যায়। যে প্রারব্ধকর্ম্মশক্তিতে ক্ষত্রিয়দেহ চালিত হইয়াছিল জ্ঞান লাভ হইলেও দেহ প্রারব্ধবশে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেই। দেহ পতন হইলেই মুক্তি। এজন্য ক্ষত্রিয়ের শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করা ব্যবস্থা। শাস্ত্র তাই বলেন "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো রাজন্যস্য দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস নাই।

জনকাদি রাজা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াও তাঁহাদের কর্ম্ম করা উচিত। "সর্ব্বে রাজাশ্রি ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ" সমস্ত ধর্ম্ম রাজাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং রাজাই ধর্ম্ম ধরিয়া থাকেন। রাজার আচরণই লোকে অনুকরণ করে। লোকে উন্মার্গগামী না হ এজন্য রাজা আপনি আচরণ করিয়া লোককে ধর্ম্ম-কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবেন।

আর যদি বল জনকাদি জ্ঞানী ছিলেন না তাহা হইলেও আশক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম অভ্যা করিতে করিতে তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে জ্ঞান। এ অবস্থায় কর্ম্ম করা উচিত।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

ম ম শ ম
শ্রেষ্ঠঃ প্রধানভূতঃ রাজাদিঃ যদ্ যদ্ কর্ম্ম আচরতি শুভ
ন ম ম শ ব
মশুভংবা ইতরঃ প্রাকৃতস্তদনুগতো জনঃ তৎতৎ এব কর্ম্ম আচ
ম ম
রতি স শ্রেষ্ঠঃ যৎ লৌকিকং বৈদিকং বা প্রমাণং কুরু
ম ম শ্রী ব
প্রমাণত্বেন মন্যতে তৎ তদেব লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি অনুবর্ত্ত
ব আ
অনুসরতি তেন বিদ্যাবতাপি লোকমর্য্যাদাস্থাপনার্থং বিহি
আ
কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন প্রাকৃত লোকও সেই সেই ক করে। এবং তিনি কর্ম্মশাস্ত্র বা নিবৃত্তিশাস্ত্র যাহাই প্রামাণ্য স্বরূপে অব করেন ইতর লোকেরাও তদনুযায়ী আচরণ করে ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—আমি নিষ্কামকর্ম্ম করিলে কি লোকের উপকার হইবে?

ভগবান্—লোক তোমার কর্ম্মের অনুকরণ করিবে। তুমি রাজা এবং প্রধান। ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, যে শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যেও তাহা অনু করে। ইহাই লোক সংগ্রহের অভিপ্রায় এবং ইহাতেই জগতের অভ্যুদয় হয়।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ।। ২২ ।।

ম রা
হে পার্থ মে মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবাপ্তসমস্তকামস্য সর্ব্বজ্ঞস্য
রা
সত্যসঙ্কল্পস্য কর্ত্তব্যং নাস্তি । ফলার্থিনা খলু কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্ । যতঃ
ব ব শ
ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বেষু লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি অনবাপ্তং
শ শ ব শ্রী
অপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং অলব্ধং ন অস্তি তথাপি কর্ম্মণি
শ্রী শ্রী
বর্ত্তে এব চ কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ।

হে পার্থ ! আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম নাই কারণ ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা অভিলাষযোগ্য কিছুই নাই—তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকি ।

ভগবান্—অর্জ্জুন, আরও দেখ আমি সত্যসঙ্কল্প সত্যকাম, আমার কোনও অভাব নাই এবং কোন কর্ত্তব্য নাই তথাপি লোক রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকি । আমার দৃষ্টান্তেও যদি মনুষ্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় তবে লোকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে ।

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ।। ২৩ ।।

ম বা
হে পার্থ অহং সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পকৃতজগদুদয়বিভব-
রা ম শ শ
নাশশীলঃ যদি পুনঃ জাতু কদাচিৎ অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ কর্ম্মণি
ব ব ম ব ম
কুলোচিতে শাস্ত্রোক্তে কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং নানুতিষ্ঠেয়ং হি তর্হিতদা

র শ
মাং দৃষ্টান্তং কৃত্বা মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ মম শ্রেষ্ঠস্য
শ ব
বর্ত্ম মার্গং কুলবিহিতাচারত্যাগরূপং অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্
নী ব ব
কুর্ব্বীরন্ ভ্রংশেরন্ ইত্যর্থঃ।

হে পার্থ! কদাচিৎ আলস্যশূন্য হইয়া যদি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি
মানবেরা আমার পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে।

ভগবান্—আমি কর্ম্ম না করিলে লোকের মহা অনিষ্ট হইবে। আমাকে
ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে দেখিলে লোকে আমার অনুসরণ করিবে। অবতার গ্রহণ
আমি কত কর্ম্ম করি দেখ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা নকুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

ব ম রা
অহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ চেৎ যদি কর্ম্ম কুলোচিতং ন কুর্য্যাং তদা
ম ম রা
সর্ব্বে লোকাঃ কর্ম্মলোপেন উৎসীদেয়ুঃ নষ্টা ভবেয়ুঃ।
ম ম শ্রী
সঙ্করস্য বর্ণসঙ্করস্য চ কর্ত্তাহং এব স্যাম্ ভবেয়ং তেন চ
ম শ্রী ম
প্রজাঃ সর্ব্বাঃ উপহন্যাম্ মলিনীকুর্য্যামিতি। ধর্ম্মলোপেন
শয়েয়ম্ ॥ ২৪ ॥

আমি যদি কর্ম্ম না করি তবে এই সকল লোক কর্ম্ম লোপহেতু নষ্ট
আর তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজাগণকে
করিব অর্থাৎ প্রজাগণের বিনাশ কর্ত্তা হইব ॥ ২৪ ॥

ভগবান্—আমি কর্ম্ম না করিলে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা
করিবে না কাজেই যজ্ঞ, ব্রত, দানাদি সমস্তই লুপ্ত হইবে। মনুষ্য স্বেচ্ছাচারী

কেহই জগচ্চক্র অনুসরণ করিবে না, ব্যভিচার হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং আমিই সকল লোকের বিনাশকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইব; এজন্য বলিতেছি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিও লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করিবে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত!।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ[শ্রী] সন্তঃ যথা অবিদ্বাংস অজ্ঞাঃ[ব] কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি[শ্রী] কুর্ব্বন্তি লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুঃ[ম] বিদ্বান্ আত্মবিৎ[ম] অপি অসক্তঃসন্ কর্ত্তৃত্বাভিমানং[ক] ফলাভিসন্ধিং চাকুর্ব্বন্[ম] তথা কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! অজ্ঞানীরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেরূপ করে, জ্ঞানীও সেইরূপ অনাসক্ত ভাবে লোকহিতসাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—কিন্তু তুমি সর্ব্বেশ্বর। তুমি কর্ম্ম করিলেও তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই বলিয়া তোমার ক্ষতি নাই। কিন্তু কর্ম্ম করিতে গেলেই অজ্ঞ জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিতে পারে। আসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা কোথায়?

ভগবান্—মূর্খলোক আসক্তিপূর্ব্বক যেরূপ কর্ম্ম করে, জ্ঞানীব্যক্তি লোকের কল্যাণের জন্য অনাসক্তভাবে সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন। ২।৩৯, ৪০ ইত্যাদি স্মরণ কর।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানাং অবিবেকিনাং[শ] কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণাসক্তানাং[শ] বুদ্ধিভেদং বুদ্ধের্ভেদো[শ] বুদ্ধিভেদঃ[শ] অহমেতৎ[ম] কর্ম্ম করিষ্যে এতৎ ফলঞ্চ ভোক্ষ্য

ম
ইতি বুদ্ধিঃ তস্যা ভেদং বিচালনং অকর্ত্ত্রাত্মোপদেশেন ন জনয়েৎ
ম ম শ্রী ব ব
কুর্য্যাৎ অপিতু যুক্তঃ অবহিতো ভূত্বা সাবধানঃ সন্ বিদ্বান্ লোক
ম ব ব ব
সংগ্রহং চিকীর্ষুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বানি বিহিতানি কর্ম্মাণি সমাচর
শ্রী ম ম ব ব ব
স্বয়মাচরন্ তেষাং শ্রদ্ধামুৎপাদ্য যোজয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ। অজ্ঞা
ব শ ম
কর্ম্মাণি কারয়েৎ। অনধিকারিণামুপদেশেন বুদ্ধিবিচালনে মূঢ়
কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তে জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেরু ভয়ভ্রষ্টত্বংস্যাৎ তথাচোক্তং-

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্ব ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাহার কর্ম্মে বিলক্ষণ উৎসাহ ও আসক্তি এরূপ অজ্ঞানের [কর্ম্ম
জ্ঞান হইবে না, মুক্তিও হইবে না তুমি, অকর্ত্তা, সমস্তই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্য
বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবে না [বরং] বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং সাবধানে আচরণ করিয়া
তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইবেন ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—বিদ্বান ব্যক্তি লোকের হিতের জন্য না হয় অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেন কিন্তু
লোককে যখন তিনি উপদেশ করিবেন তখন কি কপটতা করিবেন ?

ভগবান্—কিসের কপটতা ?

অর্জ্জুন—এই যে জ্ঞানের কথা চাপা দিয়া শুধুই যাগ কর, যজ্ঞ কর, ব্রত কর, উপবাস
জপ কর ইহাতেই তোমাদের হইবে, সংসারী লোকের জ্ঞানচর্য্যা করিতে নাই—এই সব
কপটতা নহে ?

ভগবান্—কপটতা নহে, সত্য কথা। যাহারা সূক্ষ্ম বিষয়ে মন একাগ্র করিতে পারে না
যাহারা ধারণা ধ্যান সমাধিতে কিছুই রস পায় না, যাহারা নিরোধ কি জানেনা, বরং
যাহারা উৎসাহ পায় তাহাদিগকে কর্ম্মই অজ্ঞান, আত্মার কোন কর্ম্ম নাই, যতদিন কর্ম্ম
ততদিন সংসার হইতে উদ্ধার হইবে না—ইত্যাদি যথার্থ কথা কখনই উপদেশ করা উচিত নহে
কারণ তাহারা সূক্ষ্মজ্ঞানের ত অধিকারী নহেই, কিন্তু যদি তুমি তাহাদিগের কর্ম্মে

জন্মাইয়া দাও, তবে তাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় ভ্রষ্ট হইয়া নিজেরা নরকগামী ত হয়ই অপিচ উপদেষ্টাও নরকে পতিত হয়েন—অন্যের অধঃপাতের কারণ বলিয়া। এজন্য বিদ্বান ব্যক্তি আপনি সাবধানে কর্ম্ম আচরণ করিয়া অজ্ঞানীকে কর্ম্ম করাইবেন—কর্ম্ম করিতে করিতে কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহা বুঝাইয়া দিবেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে কিরূপে কর্ম্ম সন্ন্যাস হইয়া জ্ঞানলাভ হইবে তাহাও বুঝাইয়া দিবেন।

অরুন্ধতী নক্ষত্র অতি সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম নক্ষত্র দেখাইতে হইলে অগ্রে তাহার নিকটবর্ত্তী কোন বৃহৎ নক্ষত্র দেখান হয়। পরে বৃহতে মন ধারণা করিতে করিতে শক্তি বর্দ্ধিত হইলে তখন সূক্ষ্ম অরুন্ধতী দেখাইয়া দেওয়া হয়। ব্রহ্ম ধারণার ক্রমও এইরূপ। ইহাতে কপটতা নাই। বরং বিচক্ষণতার কথা আছে। সেই জন্য অজ্ঞানীকে আসক্তিশূন্য হইয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাই উপদেশ করা জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতেঃ [শ] প্রকৃতিঃ [শ] প্রধানং প্রধানশব্দেন [আ] মায়াশক্তিরুচ্যতে [শ] সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং [শ] সাম্যাবস্থা [ম] সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিঃ তস্যাঃ প্রকৃতে গুণৈঃ [শ] বিকারৈঃ [শ] কার্য্যকারণরূপৈঃ। গুণাঃ শব্দাদয়ঃ কার্য্যকারণরূপেণ—পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কারণত্বম্ উত্তরোত্তরস্য কার্য্যত্বং তদ্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্নিশং. ন কদাচিৎ বিরামোঽস্তি। তথা দেবীভাগবতে "মহত্তত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা কার্য্যকারণরূপেণ সংসরন্তে ত্বহর্নিশম্" সর্ব্বশঃ [বি] সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি [বি] যানি কর্ম্মাণি [শ] লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ তানি [ম] কর্ম্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা [শ] কার্য্যকারণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তেন

ব
অনাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্ত স্তদ্ভোগার্থিকাং স্বসন্নিহিতা
ব শ শ
প্রকৃতিমাশ্লিষ্টস্তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ বিমূঢ়ঃ বিবিধং নানাবিধং স্থূ
ম ব
স্বরূপবিবেকাসমর্থঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ শরীরাদ্যহংভাবব
ম ম
কর্ত্তাহমিতি করোম্যহমিতি মন্যতে কর্ত্ত্রধ্যাসেন (কর্ত্তাহমিতি তৃ
ম
প্রত্যয়ঃ। তেন ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণামিতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ)।
নী শ নী
অহংকর্ম্মাণি আত্মনি মন্যমানস্তত্তৎ কর্ম্মাণাং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭॥

প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে অহঙ্কারবিমূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য আপনাকে সেই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া করিয়া লয় ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞানীই বা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন কিরূপে আর অজ্ঞানীই বা কর্ম্ম গেলে কর্ম্মে আসক্ত হইয়া দুঃখী হইয়া পড়ে কেন ?

ভগবান্—জ্ঞানীর জ্ঞান আছে বলিয়া পারেন, অজ্ঞানীর জ্ঞান নাই মূর্খতা আছে পারে না।

অর্জ্জুন—সে জ্ঞান কি যাহা জ্ঞানীর আছে কিন্তু অজ্ঞানীর নাই ? সে জ্ঞান লাভ কি অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করা যাইবে ?

ভগবান্—শোন সেই জ্ঞান কি ? জ্ঞানী বুঝিয়াছেন যে প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করে রজ তম গুণ দ্বারা। কিন্তু মূর্খ লোকে প্রকৃতির কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া অহংকার সেইজন্য দুঃখ পায়। একটা ঘটের মধ্যে যে আকাশ আছে সেই আকাশটা তত্ত্বতঃ মহাকা মহাকাশই ঘটের মধ্যে ঢুকিয়াছে বলিয়া বোধ হইলেও ঘটটাই আকাশের এক অংশকে আচ্ছাদন করিয়া খণ্ডিত করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক আকাশের খণ্ড হয় নাই। যে অখণ্ড অখণ্ড আকাশই সর্ব্বত্র। কি এক মায়ার ঘোরে যদি ঘটমধ্যস্থ আকাশ মনে করে আমি হইয়া গিয়াছি তবে ঘট ভাঙ্গিলে বা ফুটো হইলে আকাশ এই বলিয়া দুঃখ করে যে আমি ভাঙ্গিলাম আমিও ফুটো হইলাম। ইহাই অজ্ঞান। দেহ ঘটে আত্মা আছেন। তিনি দেহ নহেন। আত্মা ও দেহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্ঞানী আত্মাতে অভিমান করেন বলিয়া

সর্ব্বদা আনন্দে থাকেন, আর মুর্খ দেহেতে আত্মাভিমান করে বলিয়া, মনেতে অভিমান করে বলিয়া—দেহের দুঃখ, মনের দুঃখ ইত্যাদিতে অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা দুঃখ করে।

অর্জ্জুন—প্রকৃতি ও তাঁহার সত্ত্ব রজ তম গুণ কি? কিরূপে কার্য্য করেন?

ভগবান্—ব্রহ্মের শক্তির নাম মায়া। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ও ব্রহ্ম যখন এক থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। চলন হইবামাত্র শক্তির বিকাশ হয়। শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা। এই মিথ্যা প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম গুণময়ী। সত্ত্ব রজ ও তম গুণের সর্ব্বদাই পরিণাম হইতেছে। কার্য্য কারণ রূপেই এই পরিণাম চলিতেছে। সর্ব্বকারণের কারণই ব্রহ্ম। তিনিই আদি কারণ। কারণ শক্তিরূপ ব্রহ্ম আর তাঁহার কার্য্যশক্তি রূপা মায়া বা প্রকৃতি। এই মায়া বা প্রকৃতির দুই শক্তি। আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণশক্তি কারণ, আর বিক্ষেপশক্তি কার্য্য। তৃতীয় পরিণামে বিক্ষেপ শক্তি কারণ মহত্তত্ত্ব কার্য্য। চতুর্থ পরিণামে মহত্তত্ত্ব কারণ অহংতত্ত্ব কার্য্য। পঞ্চম পরিণামে অহংতত্ত্ব কারণ পঞ্চতন্মাত্রা কার্য্য। আবার পঞ্চতন্মাত্রা কারণ—পঞ্চভূত কার্য্য। ২।১৬ স্মরণ কর। এইরূপে কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যটি প্রকৃতির গুণের পরিণাম। আত্মার বিকার নাই। তিনি অধিকারী। অহংকার বিমূঢ় হইয়া জীব চৈতন্য-প্রকৃতির বিকার যে মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি তাহাতেই আত্মকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতেছেন। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রথম বিবর্ত্ত—ঈশ্বরচৈতন্য। এখানে ঈশ্বর মায়াধীন। তিনি মায়াকে আয়ত্তে রাখিয়া জগদিন্দ্রজাল দেখাইতেছেন। ঈশ্বর বিবর্ত্তই জীব। তিনি মায়াধীন হইয়াই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বদ্ধ আছেন। আত্মবিস্মৃতিই অজ্ঞতা। আত্মবিস্মৃত অজ্ঞ জন যে কর্ম্ম করে সে কর্ম্মে সে বড়ই আসক্ত হইয়া পড়ে। আপন স্বরূপের জ্ঞান নাই—আপন প্রকৃতির জ্ঞান নাই বলিয়াই সে আসক্ত।

অন্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থে এই বিচিত্র মূর্খতার বিবরণ শ্রবণ কর—

অন্যো ভুঙক্তেঽন্য আদত্তেঽপ্যন্যস্যানর্থসঙ্কটঃ।
অন্যঃ পশ্যত্যহো মৌর্খ্যং কস্যেয়ং খলু চক্রিকা॥ ৩৬
ভুঙক্তে প্রকৃতি রাদত্তে মনো দেহস্য সঙ্কটঃ।
দ্রষ্টাত্মা মৌর্খমত্তীহ ন কিঞ্চিৎ কেবলে ক্ষতিঃ॥ ৩৭
ন মে ভোগস্থিতৌ বাঞ্ছা ন মে ভোগ বিবর্জ্জনে।
যদায়াতি তদায়াতু যৎ প্রয়াতি প্রয়াতু তৎ॥ ৩৮
সুখেষু মম নাপেক্ষা নোপেক্ষা দুঃখবৃত্তিষু।
সুখদুঃখান্যুপায়ান্তু যান্তু বাপ্যহমেষু কঃ॥ ৩৯

উপঃ ৩৫ সর্গঃ।

একজনে ভোগ করে, অপরে গ্রহণ করে, আর একজনের অনর্থ সঙ্কট হয়, অন্য একজনে তাহা দর্শন করে। অহো কি মূর্খতা! কাহার এই চক্র? প্রকৃতি ভোগ করে, মন সংগ্রহ করে, সঙ্কট ঘটে দেহের। দ্রষ্টাত্মা (মায়াধীন আত্মা) মূর্খের মত দর্শন করিয়া বিলাপ করে—কিছুই কাহারও কিন্তু ক্ষতি হয় না। অজ্ঞজনে বিচার থাকে না বলিয়াই মূর্খতা আইসে।

বুঝিতেছ, মন লোভের বশে রাত্রিতে আহার সংগ্রহ করিয়া আনিল—বা আনাইতে, আ করিল না। ভোগ করিল প্রকৃতি, ফাঁপিল পেট, আই ঢাই করিল বদ্ধ-জীব। আ মূর্খতা কি নহে? প্রকৃত বিচার জ্ঞানী করিতে জানেন—তিনি বিচার করেন ভোগে আ ইচ্ছা নাই, ভোগ ত্যাগেও ইচ্ছা নাই। যাহা আসে আসুক, যাহা যায় যাউক, আ সুখের অপেক্ষাও নাই, দুঃখের প্রতি উপেক্ষাও নাই। সুখ দুঃখ আমাতে আসে আ যায় যাক্, উহাতে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। মন হইতে বিবিধ বাসনা অন্তগত হ তাহাতেও আমি নাই, বিবিধ বাসনা উপস্থিত হউক ;তাহাতেও আমি নাই। এই বা সমূহও আমার কিছুই নহে। সকলের সুবিধার জন্য এই বলি—যে মানুষের মনকে প্র বল। এই মন সত্ত্ব, রজ তম গুণে কখন সুখী কখন দুঃখী কখন জড়প্রায় থাকে। জী কিন্তু মন নহে। কাজেই মনের সুখ দুঃখ জীবের হা হুতাশ হওয়াই মূর্খতা। জ্ঞানী কে বিচার দ্বারা প্রকৃতির কর্ম্মে আত্মাভিমান করেন না আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

[ম] তু কিন্তু তু শব্দেন তস্মাজ্জ্ঞাদ্ বৈশিষ্ট্যমাহ। [আ] হে মহাবা গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ [নী] গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদি [নী] ভাষ্যম্। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, নাহ কর্ম্মাত্মক ইতি কর্ম্মভ্যশ্চাত্মনো বিভাগঃ তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়ো স্তত্ত্বং বেত্তীতি শ্রীধরঃ। মধুসূদনস্তু গুণাঃ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণা অহঙ্কারাস্পদানি, কর্ম্মাণিতু তেষাং ব্যাপারভূতানি মমকারাস্পদা (গুণকর্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ), বিভজ্যতে সর্ব্বেষাং জড়ানাং ভাসক ত্বেন পৃথগ্‌ভবতীতি বিভাগঃ স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপঃ অসঙ্গ আত্ম (গুণঃ কর্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ) তয়োর্জ্জড়াজ্জড়য়ো স্তত্ত্বং [আ] যাথাত্ম যো বেত্তি সঃ, [নী] গুণাঃ [শ] করণাত্মকাঃ ধীচক্ষুরাদয়ঃ [নী] গুণেষু [নী] দুঃখরূ দিষু বিষয়াত্মকেষু [শ] বর্ত্তন্তে [শ] নত্বাত্মা ইতি মত্বা [বি] অহন্তু ন গুণঃ না

গুণকার্য্যং কোঽপিনাপি, গুণেষু গুণকার্য্যেষু তেষু কোঽপি ন মে সম্বন্ধঃ
বি শ ম শ শ
ইতি মত্বা ন সজ্জতে শক্তিং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি হে মহাবাহো ! ইতি সম্বোধয়ন্ সামুদ্রিকোক্ত “পঞ্চদীর্ঘং চতুর্হ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতম্ সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশস্যতে” ইতি সৎপুরুষলক্ষণযোগিত্বান্ন পৃথগ্জনসাধারণ্যেন ত্বমবিবেকী ভবিতুমর্হসীতি সূচয়তি। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতি বা অস্মিন্ পক্ষে গুণকর্ম্মণোরিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে বিভাগপদস্য প্রয়োজনং
ম
চিন্ত্যম্।

নী
যদ্বা, যস্তত্ত্ববিৎ সঃ “গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে” ইতি মত্বা গুণবিভাগে কর্ম্মবিভাগে চ ন সজ্জত ইতি যোজনা। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং বিভাগঃ বুদ্ধ্যহঙ্কারজ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণ বিভজ্যাবস্থানং, তস্মিন্ ন সজ্জতে ইদমহমিতি ন মন্যতে। তথাহি, শরীরে গৌরোঽহং গৌরোঽস্মি, হস্তাভ্যামাত্তে ময়েদমাত্তমিতি, চক্ষুষা দৃষ্টে ময়েদং দৃষ্টমিতি, অহঙ্কারেণাভিমতে মমেদমিত্যভিমন্যতে, বুদ্ধৌ বিক্রিয়মাণায়ামহং সুখীতি চ সর্ব্বেষু বুদ্ধ্যাদিষু বিভজ্য গৃহ্যমাণেষ্বপি প্রত্যেকং প্রত্যক্ত্ব-মধ্যস্যাহমিদমিতি মমেদং কর্ম্মেতি চ মন্যতে। এতেন কর্ম্মবিভাগোঽপ্যাবশকত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। অন্যথা চিদাত্মন্যেব আদানাদিকর্ত্তৃত্বং দুঃখাদি মত্ত্বঞ্চাপততি। অয়ঞ্চ কর্ম্মবিভাগঃ শ্রুত্যাপি দর্শিত—“অন্ধো মণিমবিন্দৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ, অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ, তমজিহ্বোঽগ্রসচ্চ” ইতি, অন্ধঃ স্বয়ং প্রকাশহীনোঽপি চক্ষুরাদির্ম্মণিং রূপাদিকং বিষয়ং অবিন্দৎ প্রকাশয়তি, অনঙ্গুলিঃ কাষ্ঠলোষ্টাদিবৎ জড়ত্বাৎ স্বয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুমশক্তোঽপি পাণ্যাদিঃ আবয়ৎ আসীব্যৎ বিষয়ং উপাদত্তে, অগ্রীবঃ ছিন্নশিরস্কন্ধবন্নির্জীবোঽহঙ্কারস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ গ্রীবায়াং ধারয়তি ময়েদং লব্ধমিতি মন্যতে, অজিহ্বো ধীধাতুঃ জড়ত্বাৎ স্বগতসুখদুঃখয়োঃ পটইব স্বগতরূপাদেঃ প্রকাশনে অসমর্থোঽপি অগ্রসৎ অহং সুখদুঃখীতি

চানুভবতি। তথা চ আত্মানাত্মনোর্যাথাত্ম্যজ্ঞঃ ব্যাবৃত্তেহহঙ্কারাদি তৎকর্ম্মসু চাভিমানাদিষু কুসুমেষু সূত্রমিবানুবর্ত্তমানং আত্মানং তেভ্য পৃথগ্‌ভূতং জানন্ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে, অহমে হস্তাদিসংঘাতরূপো মমৈবেদমাদানাদিকং কর্ম্মেতি ন সজ্জে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো ! কিন্তু [সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ এবং ইহাদের পরিণা যে বুদ্ধি অহংকার ইন্দ্রিয় দেহাদির বিভাগ—আরও প্রকৃতি ও তৎপরিণামে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম যে দর্শন স্পর্শন চিন্তা গমনাগমন ইত্যাদি—এই] বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন, তিনি [সত্ত্ব রজ তম বু অহং ইন্দ্রিয়াদি] গুণ সমূহ যে [রূপ রসাদি] বিষয় সমূহকে ভোগ কর তেছে ইহা জানিয়া [প্রকৃতি, তাহার পরিণাম ও তাহাদের কর্ম্মে] কর্ত্তা এই অভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে" ইহাতে বুঝাইয়াছ, কিন্তু জ্ঞানী বিচার দ্বারা প্রকৃতির কর্ম্মে অহং মর্ত্তা এই অভিমান করেন না ?

ভগবান্—জ্ঞানী, প্রকৃতির গুণ-বিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ববিদ্। তজ্জন্য তিনি গৌর বলিয়া আমি গৌর, হস্ত গ্রহণ করিতেছে ইহাতে আমি গ্রহণ করিতেছি, চক্ষু করিতেছে ইহাতে আমি দর্শন করিতেছি—এইরূপ প্রকৃতির কার্য্যে অহংকর্ত্তা এই অভি করেন না। সত্ত্ব রজস্তমাদি গুণ সকল "আমি" নহি, দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্মও "আমার" এই অহঙ্কারও মমকার জ্ঞানীর হয় না। সেই জন্য জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে মানুষের মনকে প্রকৃতিস্থানীয় করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা। মন, ইন্দ্রিয় সাহায্যে বিষয়ে করে—করিয়া সুখ দুঃখের সঙ্কল্পে ব্যাকুল হয়—কিন্তু আত্মা বা আমি দ্রষ্টাস্বরূপ। সর্ব্বদাই দ্রষ্টাস্বরূপে থাকেন মন যতই কেন সঙ্কল্প বিকল্প তুলুক তিনি কখন দ্রষ্টাভাব পরিচ্যুত হইয়া অভিভূত হন না। কিন্তু অজ্ঞানী আত্মবিস্মৃত হইয়া মনের প্রতি অভিভূত হইয়া পড়ে এই জন্য আসক্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া ফেলে। ভাল করিয়া দেখ কর্ম্মের ফলই কামনা। জ্ঞানী ফলাকাঙ্ক্ষা রাখেন না কারণ তিনি কামনাশূন্য। ফলাকাঙ্ক্ষা রাখে কারণ তাহার আসক্তি বা কামনা সে ছাড়িতে পারে না। আত্মা এই জ্ঞান জন্মিলে আবার কিসের অভাব থাকিবে বা কিসের কামনা থাকিতে পারে?

অর্জ্জুন—দ্রষ্টাস্বরূপে থাকা যায় কিরূপে ?

ভগবান্—চিত্তবৃত্তির নিরোধে হয়, আর বহুদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া এক দৃষ্টিতে হইলে হয়।

অর্জ্জুন—আচ্ছা, গুণ ও কর্ম্ম তত্ত্ববিৎ বলিলেই ত হয়, গুণ কর্ম্মবিভাগের তত্ত্ববিৎ কেন?

ভগবান্—শ্রুতি বলেন "পূর্ব্বমেক মেবাঽদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাঽসীৎ। তস্মাদব্যক্তমেকাঽক্ষরম্। তস্মাদক্ষরান্মহৎ। মহতোঽহঙ্কারঃ। তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। তেভ্যো ভূতানি।

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন। ব্রহ্ম হইতে মায়া বা প্রকৃতি বা অব্যক্ত বা অক্ষর। অক্ষর হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র। তাহা হইতে পঞ্চভূত। সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে মায়াও তিন প্রকার এবং অহঙ্কারও তিন প্রকার। শ্রুতি বলেন "মায়া সা ত্রিবিধা প্রোক্তা সত্ত্বরাজসতামসী"। আর সাত্ত্বিক অহং হইতে মন; রাজস অহং হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, তামস অহং হইতে সূক্ষ্মতন্মাত্র সৃষ্ট হয়। পরে এই বিষয় বিশেষ রূপে বলা যাইবে। এখন মহত্তত্ত্ব ও অহং তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু অনুভবের কথা জানিয়া রাখ তবে গুণ-বিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ব বুঝিতে অরুচি জন্মিবে না।

নিদ্রার পরে যখন জাগরণ হইতে আরম্ভ হয় তখন প্রথমেই "আছি" এইরূপ একটা বোধ ভাসিয়া উঠে। আচ্ছন্ন অবস্থাই অব্যক্ত। "আছে" এই বোধের অবস্থা মহতত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের অন্য নাম বুদ্ধি। এই বুদ্ধিই নিশ্চয় করিয়া দেয় "আছি"। "আছির" সঙ্গে সঙ্গে "অহং" জাগে। ইহাই অহংতত্ত্ব।

এখন দেখ সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ এবং সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক কার্য্য ইহা যিনি জানেন তিনি গুণকর্ম্মতত্ত্ববিৎ। কিন্তু গুণ-বিভাগের তত্ত্ববিৎ তিনিই যিনি সত্ত্বরজ-তমগুণান্বিতা প্রকৃতির পরিণাম যে বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঞ্চভৌতিক দেহাদি ইহাদের বিভাগ তত্ত্ব জানিয়াছেন। আর তিনি কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিৎ যিনি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির পৃথক পৃথক কর্ম্ম বিভাগ জানিয়াছেন।

এই গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব যিনি না জানিয়াছেন তিনি মায়িক ব্যাপারে "আমি" "আমার" ত্যাগ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। পরমেশ্বরের শক্তিই মায়া। ইহাই সত্ত্ব রজ তম গুণবিশিষ্টা। গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি নাই, বৈষম্যে সৃষ্টি। সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতির পরিণাম হইতে থাকে। প্রকৃত তত্ত্ব একটি; তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু প্রকৃতির পরিণামজ যে তত্ত্ব, যাহা মায়িক, তাহার সংখ্যা অনেক। শ্রুতি বলেন "চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি কেচিদিচ্ছন্তি বাদিনঃ। কেচিৎ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বানি কেচিৎ ষণ্ণবতীনিচ ॥" কেহ বলেন তত্ত্ব ২৪টি কেহ বলেন ৩৬ কেহ বলেন ৯৬। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতি+মহৎ+অহং+মন+৫ তন্মাত্রা+৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ মহাভূত এই ২৪ তত্ত্ব। অন্য মতে—

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়+৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়+৫ প্রাণ+৫ তন্মাত্রা+৪ মন বুদ্ধি অহংকার ও চিত্ত এই ২৪ তত্ত্ব। যাঁহারা তত্ত্বকে ৩৬ সংখ্যায় আনিয়াছেন তাঁহারা ২৪ তত্ত্বের সঙ্গে পঞ্চীকৃত ভূত ৫+স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ৩ দেহ+জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ৩ অবস্থা+প্রকৃতি পর্য্যন্ত গণনা করেন। যাঁহারা ৯৬ তত্ত্ব বলেন তাঁহারা ষড়ভাব বিকৃতি পরিণাম ক্ষয়, নাশাদি ৬+অশনা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরামৃতি এই ষড়ূর্ম্মি ৬+ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, এই ষট্ কোশ+কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ৬+বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই জীবত্রয়+সত্ত্ব, রজ,

তম ৩ গুণ+প্রারব্ধ, আগামী, অর্জ্জিত ৩ কর্ম্ম+বচন, আদান, গমন, বিসর্গ, আনন্দ এই। সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান, অবধারণা ৪+মুদিতা, করুণা, মৈত্রী, উপেক্ষা ৪+দিক, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনী, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর এই এই জন্য বলিতেছি গুণ ও কর্ম্ম তত্ত্ব-বিভাগ বড় কঠিন।

অর্জ্জুন—গুণ কর্ম্ম বিভাগ তত্ত্ব ধারণা করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে না কিন্তু ইহা সম্বন্ধে যত টুকু জানা আবশ্যক তাহাই বল।

ভগবান্—গুণ সম্বন্ধে যাহা সাধারণের জানা আবশক তাহা শ্রবণ কর।

"সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি এবং রজপ্রধানা প্রকৃতি হইতে জ্ঞান লাভ হয়" শান্তি পর্ব্ব ২২২। "বুদ্ধি রজোগুণসম্পন্ন হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান, সত্ত্বজ্ঞান হইলে যাথার্থ্য জ্ঞান এবং তমোগুণসম্পন্ন হইলে মোহাদি উৎপন্ন হয়"। "লোকের শরীর মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয় তাহা সাত্ত্বিক, যে অপ্রীতি বা দুঃখ জন্মে তাহা রাজ এবং যাহাতে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় তাহা তামসিক"। "রাজসিক ভাব উপস্থিত হইলে নিবারণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য"। "ভয় প্রযুক্ত দুঃখ চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে"। মহাঃ শান্তি "চিন্তা পরিত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি" মহাঃ শান্তি ২০৫। শ্রুতিও বলেন "বা ন কর্ত্তব্যা তথৈবাহন্তরচিন্তকা। সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য স্বস্থো ভব সদা ঋভো"।

"গুণত্রয় দেহ প্রাপ্তির বীজস্বরূপ কিন্তু জিতচিত্ত ব্যক্তির সত্ত্বগুণই ব্রহ্ম লাভের এক উপায়"। "আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির রজ ও তমগুণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মহাঃ ২১২। "রজ ও তমোগুণ নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ"। মহাঃ শান্তি ২১৭।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি দ্বারা রজ ও তমগুণের বৃত্তি জয় করিবে। "সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে ভক্তি হয়" "সাত্ত্বিক উপাসনা দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়" শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম ধ্যান, মন্ত্র, সংস্কার এই দশটি সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির কারণ। সত্ত্ববৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ সাত্ত্বিক বৃত্তি রূপ নিবৃত্তি শাস্ত্রাদির উপাসনা করিবে যতদিন আত্ম প্রত্যক্ষ এবং স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় উপাধি ভঙ্গ না হয়। "উপাধি ভঙ্গ হইলে ভক্তি ও জ্ঞান উদয় হইবে" ১১।১৩-১-৬।

বিচারশূন্য হৃদয়ে এবং দেহে "অহং" এই মিথ্যা জ্ঞান জন্মে। "আমি কর্ত্তা" এই জন্মিলে রজোবৃত্তি মনকে আক্রমণ করে। ভাগবত ১১।১৩-৭-১৪।

সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ অক্ষুব্ধ ভাবে থাকিলে উহাদিগকে অব্যক্ত বলা গুণ ত্রয় ক্ষুব্ধ হইলে পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বার যুক্ত দেহপুর নির্ম্মিত হয়। গুণ সমস্ত চঞ্চল ও পরস্পর বিরোধী। উহাদের মিশ্র ভাবই সর্ব্বদা লক্ষিত হয়। ইহারা যখন থাকে তখন শান্ত, যখন মিশ্রভাব ধারণ করে তখন উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করে। তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ। বিরুদ্ধ হইয়াও সকলে একত্রে বস্তু প্রকাশ যেমন হাব ভাব যুক্তা কোন সুন্দরী তাহার পতির সুখ উৎপাদন করে কিন্তু সপত্নীর কারণ হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণ ধার্ম্মিকের সুখ উৎপাদন করে কিন্তু অধার্ম্মিকের অন্তর্দ্দাহ দেবীগীতা।

যিনি গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব জানেন তিনিই উহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন। কারণ "সত্ত্বগুণ অচেতন। পুরুষ ঐ গুণকে ভোগ করেন, গুণ উহা জানেন। সত্ত্বাদি গুণ সুখদুঃখাদিযুক্ত, আর পুরুষ সুখদুঃখাদিহীন নির্গুণ। পুরুষ গুণের সহিত যুক্ত হইয়া উহাতে লিপ্ত হন না। যেমন প্রদীপের সাহায্যে অন্ধকারাবৃত পদার্থ দেখা যায় তদ্রূপ সত্ত্বগুণ সাহায্যে পুরুষের দর্শন লাভ হয়"। অনুগীতা ৫০ অঃ।

কর্ম্মবিভাগতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহাই জানিও যে সত্ত্বগুণ দ্বারা জ্ঞানশক্তির কার্য্য হয়, তখন চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দর্শন শ্রবণ ইতাদি কার্য্য করে। রজোগুণ দ্বারা চালন শক্তির কার্য্য হয়, তখন হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় গ্রহণ গমনাদি কার্য্য করে। তমোগুণ দ্বারা পোষণ শক্তির কার্য্য হয়, তখন পঞ্চপ্রাণ পরিপাক, রক্তসঞ্চালনাদি কার্য্য করে। তবেই দেখ দর্শন শ্রবণাদি সত্ত্বগুণোৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য ও চলা ফেরা কথা কওয়া রজোগুণোৎপন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য এবং পরিপাকাদি তমোগুণোৎপন্ন পঞ্চপ্রাণের কার্য্য। এজন্য বলিতেছি, যিনি গুণ কর্ম্ম বিভাগ তত্ত্ব জানেন তিনি দেখেন গুণ সকল নিজ নিজ বিষয়ে (গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে) কর্ম্ম করিতেছে কিন্তু আত্মা গুণ বা কর্ম্ম কিছুতেই লিপ্ত হন না। চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ সমাধি অভ্যাস কর অথবা একাগ্র সমাধি লাভ কর বুঝিবে দ্রষ্টাভাবে কিরূপে থাকা যায়।

সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিও—সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে লোকের যাবতীয় সুখ ও দুঃখ। প্রীতি, অসন্দেহ, ধৃতি, স্মৃতি সত্ত্বগুণ হইতে ; কাম, ক্রোধ, প্রমাদ, লোভ, মোহ, ভয় ও আয়াস রজোগুণ হইতে ; এবং বিষাদ, শোক, মান, দর্প, অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে জন্মে। মনুষ্য প্রতিনিয়ত এই সমুদায় আত্মস্থিত দোষের প্রত্যেকের গৌরব ও লাঘব পরীক্ষা করিবে। মহাঃ শান্তি ২১২।

বুঝিতেছ অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে হইলে কতদূর সাধনা করিতে হইবে। সাধনাও কর অথচ সত্ত্ব রজ তমগুণের গৌরব ও লাঘব নিজের মধ্যে পরীক্ষা করনা, ইহাতে তুমি সুখ দুঃখের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকা মাত্র। 'কভু হয় কভু না' এ দুঃখই তোমার থাকিয়া যাইবে। কিন্তু শাস্ত্র নির্দ্ধারিত ক্রিয়া কখন নিষ্ফল হয় না তজ্জন্য বহু জন্ম পরে তুমি 'না বুঝিয়া অভ্যাস করা' ছাড়িয়া 'জ্ঞান পূর্ব্বক' কর্ম্ম করিতে পারিবে এবং গুণের গৌরব লাঘব পরীক্ষা রূপ উন্নতি দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে। এইরূপে গুণ-কর্ম্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেই তুমি গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

অর্জ্জুন—নিতান্ত জড়বুদ্ধি মানবও যাহাতে একটু ধরিবার করিবার কার্য্য পায় সেইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও। তোমার দয়া ভিন্ন জীবের অন্য উপায় ত নাই।

ভগবান্—এই যে লোকের মনে সর্ব্বদা চিন্তা উঠে—বালক বালিকা, যুবক যুবতী ইহাদের মন ও দেহ সর্ব্বদা চঞ্চল—এক দণ্ড স্থির ইহারা থাকিতে পারে না। ক্রমে দেহটা স্থির হইয়া গেলেও মন সর্ব্বদা চিন্তা দ্বারা আকুল হয়। অনাদিকালসঞ্চিত সংস্কার বশেই মন চঞ্চল। ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি বা স্বভাব সর্ব্বদা বিষয়পথে ছুটিতে যায়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে

পুরুষার্থ রূপে ভগবান্ আছেন। মন যাহা করিতে চায় করুক তুমি সর্ব্বদা রাম রাম করি থাক। ইহাতেই দ্রষ্টা ভাবে থাকিতে পারিবে। এইরূপ সর্ব্বদা জপ করিতে করিতে য তুমি অন্য সমস্ত চিন্তা দূর করিবে তখনই সিদ্ধি।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদোমন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

ম শ
প্রকৃতেঃ মায়ায়াঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণৈঃ কার্য্যতয়া ধর্ম্মৈর্দেহ
আ শ শ ম
দিভির্ব্বিকারৈঃ সংমূঢ়াঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সন্তঃ স্বরূপাস্ফুরণেন শ
আ শ বি
রেন্দ্রিয়াদীন্ এব আত্মত্বেন মন্যমানাঃ সন্তঃ যথাভূতাবিষ্টো মনু
আত্মানং ভূতমেব মন্যতে তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ স্ব
বি বি ব
গুণানেব মন্যন্তে। এবম্বিধাঃ প্রাপ্তসংমোহাঃ যে জনাঃ গুণকর্ম
শ ম শ নী ম
গুণানাং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং কর্ম্মসু গমনাদিষু ব্যাপারেষু সজ্জ
আ আ নী
সক্তিং দৃঢ়তরামাত্মীয়বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তি অহময়ং ব্রাহ্মণো মমেদং
নী
যজ্ঞাদিকং কর্ম্মেতি সজ্জন্তে আসক্তা ভবন্তি। কৃৎস্নবিৎ প
ম শ শ্রী শ শ
পূর্ণাত্মবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বয়ং তান্ অকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদ
ব বি ব
অল্পজ্ঞান্ মন্দান্ মন্দমতীন্ আত্মতত্ত্বগ্রহণালসান্ ন বিচালয়েৎ
ব
গুণেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতো জীবঃ, বিশুদ্ধচৈতন্যানন্দস্বমিতি তত্ত্বং গ্রাহ
ব বি বি
নেচ্ছেৎ কিন্তু গুণাবেশনিবর্ত্তকং নিষ্কামকর্ম্মৈব কারয়েৎ। ন

ভূতাবিষ্টো মনুষ্যস্ত্বং ন ভূতঃ কিন্তু মনুষ্য এবেতি শতকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যমাপদ্যতে, কিন্তু তন্নিবর্ত্তকৌষধমণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগেণৈ-
বি
বেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

প্রকৃতির গুণে সম্যক্‌রূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়া যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বলিয়া আসক্ত হয়, পরিপূর্ণ আত্মবিৎ ব্যক্তি নিজে সেই আত্মতত্ত্ব গ্রহণে অলস মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন—তত্ত্ববিৎ মন দেহ ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মে "আমার কর্ম্ম" বলিয়া আসক্ত হন না কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মাই মনের কর্ম্মে আমার কর্ম্ম অভিমান করিয়া আসক্ত হয়; সেই জন্য যদি সকলকে জানাইয়া দেওয়া যায় ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে ইহাতে আমার দোষ নাই এবং পাপও নাই তবে ত পাপী বড় নিঃসঙ্কোচে পাপ কর্ম্ম করিতে পারে।

ভগবান্—পারে কেন তাহাই ত করে। কর্ম্মশূন্য শাস্ত্রাধ্যয়নকারী—আমি শিক্ষিত আমি বিদ্বান্, আমি পণ্ডিত, আমি সৎসঙ্গী ইত্যাদি অভিমানী দুর্ভাগ্য মনুষ্য নিজের পাপ সমর্থনজন্য প্রচার করে যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ ত করিবেই তাহাতে আত্মার ত কোন দোষও হয় না, পাপও হয় না। এই ব্যভিচার নিবারণ জন্যই—যাহারা কর্ম্ম দ্বারা সংযমী না হইয়াছে, যাহারা কাম ক্রোধাদি বশ না করিয়া প্রকৃতির গুণেই সর্ব্বদা মোহিত, সেইরূপ ব্যক্তিকে কখন জ্ঞানের উপদেশ দিতে নাই। শিক্ষিতাভিমানী অজ্ঞানী ইহাতে প্রকাশ্যে পাপ করিতে গ্লানি বোধ করিবে না। এই জন্য শাস্ত্র উপদেশ করিতেছেন—

আদৌ শমদমপ্রায়ৈর্গুণৈঃ শিষ্যং বিশোধয়েৎ।
পশ্চাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ত্বমিতি বোধয়েৎ।
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানরকজালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥
অপরীক্ষ্য চ যঃ শিষ্যং প্রশাস্ত্যতিবিমূঢ়ধীঃ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

প্রথমে শম (মনের নিগ্রহ) দম (ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ) ইত্যাদি গুণ দ্বারা শিষ্যের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। পরে সমস্তই ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম এই উপদেশ দিতে হয়। যিনি অজ্ঞ বা অর্দ্ধবোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমস্তই ব্রহ্ম এই উপদেশ করেন তিনি তাহাকে মহানরকজালে নিপাতিত করেন। অতি মূঢ়বুদ্ধি শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া যিনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ উপদেশ করেন সেই উপদেষ্টাও আকল্প নিরয়গামী হয়েন। শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ সঙ্কীর্ণতা নহে। ইহাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। মূঢ়ের বিচার অন্যরূপ।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বেও ত বলিয়াছ "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"।

ভগবান্—হাঁ, ঐ শ্লোকেরই এখানে উপসংহার করিলাম।

অর্জ্জুন—আর একবার বল।

ভগবান্—শুন। জ্ঞানী, অজ্ঞানীকে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ করিবেন না—বলিবেন যে তুমি বিশুদ্ধ আনন্দস্বরূপ তুমিই চৈতন্য তোমার কোন কর্ম্ম নাই। কারণ অজ্ঞানী এইরূ উপদেশ পাইয়া কর্ম্মে অশ্রদ্ধা করিয়া ফেলিবে। তখন সে কর্ম্মভ্রষ্ট ও জ্ঞানভ্রষ্ট উভয় হইয়া মহাদুঃখে পতিত হইবে। আর অজ্ঞানী যদি কর্ম্মশূন্য হইয়া শুধু জ্ঞানের আলোচ করে তবে নিতান্ত পাপাচারী হইয়া উঠে মাত্র। পাপ কর্ম্ম করিয়া আপনি মজে এবং প কর্ম্ম সমর্থন করিয়া অন্যকেও মজায়। বড় বড় জ্ঞানের কথায় লোকসমাজে প্রতিপত্তি ল করে—ইহাতে ইহাদের কুচরিত্র দুষ্ক্রিয়ার বহু সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের নাম করিয়া ম এই কারণে বহু পাপ করে। আরও ইহাদের নিজের অনিষ্টের কথা চিন্তা কর। ক ত্যাগ জন্য ইহাদের চিত্তশুদ্ধি কখনও হইতে পারে না অথচ কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে ইহারা আ প্রতারক হইয়া লোক-প্রতারক হয় ও লোক-কণ্টক হইয়া উঠে। ইহারা আপনার সর্ব্ব করে, এবং পরেরও সর্ব্বনাশ করে।

অর্জ্জুন—অজ্ঞানীর প্রতি তবে কিরূপ উপদেশ কর্ত্তব্য ?

ভগবান্—অজ্ঞানীকে কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া উচিত। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করান কর্ত্ত যেমন কোন ব্যক্তিকে যদি ভূতে পায় আর সেই ব্যক্তিকে যদি শতবারও বলা যায় তু ভূত নহ, তুমি অমুক, তাহাতে যেমন তাহার ভূত ছাড়ে না, সেইরূপ অজ্ঞানীকে শত শত বা জ্ঞানের কথা বল—বল তুমি দেহ নও বা মন নও তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—তথা অজ্ঞানীকে অজ্ঞান-ভূত কিছুতেই ছাড়িবে না। ভূত ছাড়াইবার জন্য যেমন ঔষধ মণি প্রয়োগ করা আবশ্যক সেইরূপ অজ্ঞান-ভূত ছাড়াইবার জন্য সরিষা পোড়ারূপ কর্ম্ম কর আবশ্যক। অজ্ঞানীকে কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর সেবা করান আবশ্যক। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জপ পূজা উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর সেবা, অন্য সময়ে দান, পরোপকার, সাংসারি সাহায্য, পিপাসার্ত্তকে জল দান, ক্ষুধার্থকে অন্নদান, দুর্ব্বলকে শারীরিক সামর্থ্য দিয়া সে পিতা মাতাদি গুরুজনকে ঈশ্বর বোধে সন্তুষ্ট করা, নিজের ক্লেশ গণ্য না করিয়া পরি সমাজ জাতির জন্য প্রাণপণ করা, কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া ঈশ্বরবোধে সর্ব্ব জীবে মৈ করুণা মুদিতা অভ্যাস করা, পাপীকে ঘৃণা না করিয়া পাপকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি ক যাহাতে তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাই করিবে।

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

নী ম শ শ
ত্বন্তু অজ্ঞো মুমুক্ষুশ্চ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে
ম শ রা নী
সর্ব্বনিয়ন্তরি সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মভূতে সর্ব্বান্তর্য্যামিণি সর্ব্বাণি
ম ম
কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি সর্ব্বপ্রকারাণি অধ্যাত্মচেতসা
রা
আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তৎ তেন আত্মস্বরূপবিষয়েণ শ্রুতিশত-
রা নী
সিদ্ধেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ যদ্বা আত্মানমধিকৃত্যপ্রবৃত্তং শাস্ত্রং অধ্যাত্মং তত্র
নী শ শ
প্রবণেন চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া
শ বি যা যা
বুদ্ধ্যা নতু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ আত্মৈকবিষয়েণ মনসা ইতি যাবৎ
শ রা
সংন্যস্য নিক্ষিপ্য ভগবতি পুরুষোত্তমে সর্ব্বাত্মভূতে গুণকৃতঞ্চ কর্ত্তৃত্বং
ব রা রা
রাজ্ঞি ভৃত্যইব আরোপ্য। আত্মস্বরূপানুসন্ধানেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি
রা শ শ
ময়ৈব ক্রিয়মাণানীতি ময়ি সন্ন্যস্য কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ
ব
ব আ ম
স্বাম্যাজ্ঞয়া করোমীতি তৎফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্ নিষ্কামঃ সন্ নির্ম্মমঃ
শ
শ শ্রী
মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং
শ্রী রা
মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা অথবা স্বকীয়েনাত্মনা কর্ত্রা স্বকীয়ৈরেব করণৈঃ

স্বারাধনৈকপ্রয়োজনায় পরমপুরুষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশেষঃ স্বয়মেব
রা
স্বকর্ম্মাণি কারয়তীত্যনুসন্ধায় কর্ম্মসু মমতারহিতঃ বিগতজ্বরঃ ভূত্বা
ম
সন্তাপহেতুত্বাৎ শোকএব জ্বরশব্দেনোক্তঃ ঐহিকপারত্রিকদুর্ব্বারশো-
ম ব রা
নরকপাতাদিনিমিত্তশোকরহিতশ্চভূত্বা যুধ্যস্ব শাস্ত্রবিহিতযুদ্ধাদিকং
রা রা
সর্ব্বমেবেদানীং (চোদিতং) কর্ম্ম কুরুষ্ব। পরমপুরুষ এব কর্ম্মভি-
রা
রারাধিতো বন্ধান্মোচয়তীতি স্মরণসুখেন কর্ম্মযোগমেব কুরুষ্বেত্যর্থঃ।
ব
অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাদ্ যুধ্যস্বেত্যুক্তম্। স্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি
ব
মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া, আশা না রাখিয়া মমতা না রাখিয়া, শোক শূন্য হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

অর্জ্জুন—অজ্ঞ অথচ মুমুক্ষু কিরূপ ভাবে স্বকর্ম্ম করিবে তাহাই বল—জ্ঞানির কর্ম্ম কিরূপ তাহা বুঝিয়াছি।

ভগবান্—কি বুঝিয়াছ ?

অর্জ্জুন—তুমি যেমন এই মাত্র বলিলে "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং"—আমার কোন কর্ম্ম নাই—অথচ কোন কিছু না করাও নাই জ্ঞানীরও সেইরূপ।

যথা রবিঃ সর্ব্বরসান্ প্রভুঙ্ক্তে হুতাশনশ্চাপি হি সর্ব্বভক্ষঃ।
তথৈব যোগী বিষয়ান্ প্রভুঙ্ক্তে ন লিপ্যতে পুণ্যপাপৈশ্চ শুদ্ধঃ।

জ্ঞানী সদাই কৃতকৃত্য। তথাপি যাহা করেন সে কেবল লোকের উপর করিয়া। "অথবা কৃতকৃত্যোপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া" "শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তে কাঙ্ক্ষতি॥" জ্ঞানী "বৃক্ষইব স্তব্ধঃ"। বৃক্ষ আপনি চলেনা—বায়ু যখন চঞ্চল করে চঞ্চল হয়, না করিলে সদাই স্তব্ধ, যেন ধ্যানমগ্ন! তোমারও যে লৌকিক সে কেবল ভক্তের কাতর আহ্বান জন্য। নতুবা তোমার মায়া মানুষ আবশ্যক হয় না।

ভগবান—এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা জ্ঞানী নহে অজ্ঞ, অথচ মুমুক্ষু তাহাদিগের সমুদায় কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা আমাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে ইহাই প্রথম কথা।

অর্জ্জুন—ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা। সমস্ত কর্ম্ম কি কি—অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারাই বা তোমাতে অর্পণ কি ?

ভগবান্—যত প্রকার কর্ম্ম লোকে করে তাহাকে ব্যবহারিক বা লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় বা বৈদিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। স্নান, ভোজন, বাক্যালাপ, নিদ্রা, সংসার চেষ্টা, যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, কুসীদ গ্রহণ, সেবা ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্ম আর যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইহাই বৈদিক কর্ম্ম। তপস্যার মধ্যে কায়িক বাচিক ও মানসিক এই তিন ভাগ আছে। স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান ইহাও বৈদিক কর্ম্ম। শ্রুতি এই ত্রিবিধ তপস্যা সম্বন্ধে অল্প কথায় বলেন—

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায় মস্তকম্॥
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্॥

দেবার্চ্চন স্নান শৌচ ভিক্ষাদি কায়িক তপস্যা, তারকনাম জপ, বেদশীর্ষ উপনিষদাদি স্বাধ্যায় বাচিক তপস্যা এবং বিষ্ণুর ধ্যানাদি মানসিক তপস্যা। এই সমস্ত কর্ম্মের যাহাই কেন না কর তাহা অধ্যাত্ম চিত্ত দ্বারা আমাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—হস্ত দ্বারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, কিন্তু "অধ্যাত্ম চেতসা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য" ইহা কিরূপ ? কর্ম্মার্পণ টা কি ? আবার আধ্যাত্ম চিত্তদ্বারা তোমাতে কর্ম্মার্পণ ইহাই বা কি ?

ভগবান্—দারুণ কলিযুগের ঘোর কর্ম্ম ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কর্ম্মার্পণ তত্ত্বটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। দুই প্রকারের কর্ম্মার্পণ আছে। (১) কর্ম্ম সকলকে ঈশ্বরে অর্পণ, (২) কর্ম্মকে ব্রহ্মার্পণ। ইহাদের কথা পরে বলিতেছি। অগ্রে অধ্যাত্ম চিত্ত দ্বারা কর্ম্মার্পণ কি তাহাই ধারণা কর।

অর্জ্জুন—বল।

ভগবান্—শাস্ত্রি পাহারা রাজার আজ্ঞানত যখন কাহাকেও রাজার নিকটে যাইতে নিষেধ করে তখন সে জানে যে সেই কর্ম্মে তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। সে রাজার কর্ত্তৃত্বকে নিজের উপর আরোপ করিয়াই কর্ম্ম করে। সেইরূপ জীব যদি আমার কর্ত্তৃত্ব লইয়া কর্ম্ম করে তবে তাহার ত কোন বিপদ থাকে না। আমি মানুষের আত্মা—জীবের হৃদয়ের রাজা। আমি যন্ত্রী, জীব যন্ত্র। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইহা পরে বুঝাইব। 'অহং কর্ত্তা' এই বোধ কার ? কোথা হইতে আইসে ? শাস্ত্রি যে তেজ দেখায় সেটা রাজার শক্তি নিজের উপর আরোপ করিয়া। কিন্তু তুমি যে "অহংকর্ত্তা" অভিমান কর, করিয়া কখন সুখী, কখন দুঃখী হও—এ অভিমান কোথা হইতে আইসে ? এটা কি আমার অপরিচ্ছিন্ন অহং কে তুমি নিজের অহং বলিয়া খণ্ডিত করনা কর্ম্ম করে

প্রকৃতি—প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা কর্ম্ম হইতেছে তুমি কর্ত্তা
কিরূপে?

প্রকৃতির গুণে কর্ম্ম হইয়া যাইতেছে, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ"
"আমি কর্ত্তা" এই অভিমান কর কেন?

অর্জ্জুন—এই সমস্ত কথা বুঝিলে কি অধ্যাত্মচিত্ত হইয়া কর্ম্ম করা কিরূপ
যাইবে?

ভগবান্—আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা বর্ত্তে—আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা
তাহাই অধ্যাত্ম। চিত্তকে আত্মাতে অবস্থিত করিতে পারিলে তবে অধ্যাত্মচেতা
যাইবে। একদিকে আত্মা, অন্যদিকে অনাত্মা বা বিষয়। চিত্ত এই দুইয়ের মধ্যে
"চিত্তনামনদী উভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ"। চিত্তকে
প্রবাহিত করাইলে ইহা অকল্যাণ পথে চলে, পাপ পথে চলে, আর চিত্তকে আত্মার
স্পন্দিত করিলে ইহা কল্যাণ পথে চলে। নিতান্ত মলিন হইয়া গেলেও, নিতান্ত
করিয়া ফেলিলেও জীব একবারে পরতন্ত্র হইয়া যায় না। স্বাধীনতা, কুৎসিৎ কর্ম্মেই
কিন্তু একেবারে লোপ হয় না। এ শক্তি জীবাত্মার সূক্ষ্মভাবেও থাকে—সৎশাস্ত্র
অবলম্বনে কঠিন পুরুষার্থ দ্বারা সকল জীবই ভাল হইতে পারে। যত যত
করিতে থাকে ততই ইহা আত্মার মুখে চলিতে সমর্থ হয়। এই জন্য আত্মা, প্রকৃতি
কর্ত্তা" এই অভিমান—এই সমস্ত কি নিশ্চয় করা আবশ্যক। অধ্যাত্ম চিত্ত হইবার পথ

অর্জ্জুন—আচ্ছা আত্মাত পরম শান্ত। ইঁহার কোন স্পন্দন নাই, চলন নাই।
শান্ত যাহা তাঁহার চলন অসম্ভব। আত্মার কোন কর্ম্ম নাই বলিয়া অহং কর্ত্তা এ
আত্মার নাই। পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির গুণ বৈষম্য হয়, এই জন্য প্রকৃতির
হয় বলিতেছ। লৌহ চুম্বকের নিকটবর্ত্তী হইলে চঞ্চল হইয়া চুম্বকে লাগিয়া যায়।
অহং কর্ত্তা অভিমান নাই, প্রকৃতিতেও নাই তবে অহং অভিমান কাহার? কোথা
আইসে?

ভগবান্—আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি যখন শক্তিমানে এক হইয়া থাকেন,
অদ্বৈত শান্ত পরম পদার্থ মাত্রই থাকেন। তখন পর্য্যন্ত অহং নাই; কোন সৃষ্টিও নাই।
এই শক্তির সান্নিধ্য হয় অর্থাৎ চলন হইলে যখন শক্তি ও শক্তিমানের কিঞ্চিৎ ভেদ হয়,
হইতে গুণ বৈষম্য ঘটিতে থাকে। চলন কেন হয় ইহার ধারণা কর। আত্মাতে
আছে এজন্য ইচ্ছাশক্তিও আছে। তিনি ইচ্ছা 'করেন আমি বহু হইব'। কেন
করেন এই প্রশ্ন হইতে পারে না। কারণ আত্মা স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র নহেন। যদি বলা
বহুস্যাম্" এই ইচ্ছা কোন কারণ বশতঃ হয় তবে বলিতে হয় কোন একটী কারণ
করিয়া ইচ্ছা করায়, তবে তিনি কারণের অধীন। ইহা সমীচীন হয় না; কারণ,
আত্মাকে পরাধীন বলিতে হয়। যিনি স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছায় কারণ থাকে না।
বুঝিতে পার অথবা ইহাও বুঝিতে পার যে সীমাশূন্য সমুদ্রের মত কোন বস্তু যখন
তাহার স্বাভাবিক চলন হইয়া থাকে। অর্থাৎ চলন স্বভাবতঃ হইতেছে।

তাঁহার স্বাধীন শক্তিতে হয় বলিতে পার। এই যে শক্তির কথা বলা যাইতেছে ইহা তাঁহার সঙ্কল্প মাত্র। তিনি সঙ্কল্প যখন করেন তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম, যখন সঙ্কল্প না করেন তখন গুণাতীত নির্গুণ। শেষোক্ত অবস্থায় তিনি মায়া গ্রহণ করিলেন না আর প্রথম অবস্থা (তাঁহার সঙ্কল্প করা) তাঁহার মায়া গ্রহণ করার অবস্থা। যদিও ব্রহ্ম স্বীকৃতা মায়া অহং পূর্ব্বিকা তথাপি মায়ার কার্য্য যখন হইতে থাকে তখন হইতেই "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান স্পষ্টতঃ জাগে। এই অভিমান ব্রহ্মের ও নহে এবং প্রকৃতিরও নহে। কিন্তু প্রকৃতির যে ছায়া ব্রহ্মের উপর ভাসে তাহার। স্ফটিক মণির নিকটে জবা আসিলে জবার ছায়া স্ফটিকে ভাসে। আবার জবা সরাইয়া রাখিলে ভাসেনা। ইহাতে জানা যায় লোহিতবর্ণ স্ফটিকে নাই। এই স্ফটিকে জবার ছায়ামত ব্রহ্মের শক্তির বা সঙ্কল্পের যে পরিচ্ছেদ যাহাকে মায়া যুক্ত ব্রহ্ম বলা হয় ইহাই ঈশ্বর। ইনি মায়াধীশ। মায়া কিন্তু এক ক্ষণও বিকার শূন্য হইয়া থাকেন না। মায়ার যতই বিকার হইতে থাকে ক্রোড়ীভূত চৈতন্যও যেন ততই বিভক্ত হইতে থাকেন। যে চৈতন্য খণ্ডিত মত হইয়া মায়ার অধীনে আইসেন তাহাই জীব। অন্য ভাবে ধারণা কর— "আত্মতত্ত্ব স্বীয় শক্তিবলে দিক্ কালে পরিচ্ছিন্ন যে আকার ধারণ করেন বাসনা বিশিষ্ট সেই আকৃতিই সঙ্কল্পনোন্মুখী চঞ্চল মহামন বা জীব"। কথা হইল এই—ব্রহ্মে অহং কর্ত্তা অভিমান নাই। ঈশ্বরে ও জীবে আছে। "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান ,ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন; জীব "অহং কর্ত্তা" অভিমানে বদ্ধ। অর্থাৎ ঈশ্বর যখন সঙ্কল্প করেন তখন সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া হয় আবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সমাধিতে মগ্ন যখন থাকেন তখন বিনাশ হয়। জীব সঙ্কল্প করিয়া সঙ্কল্পে বদ্ধ হয়। প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা এই সঙ্কল্পকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। জীবের এই পুরুষার্থ আছে।

ইমং বিশ্বপরিস্পন্দং করোমীত্যস্তবাসনম্।
প্রবর্ত্ততে যঃ কার্য্যেষু স মুক্ত ইতি মে মতিঃ ॥

এই চিত্তরূপ শরীরের স্পন্দন আমি করিতেছি এই বাসনা যিনি অস্তমিত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তিনি মুক্ত। অধ্যাত্ম চিত্ত হইতে হইলে বিলক্ষণ বিচার আবশ্যক।

অর্জ্জুন—সহজ ভাবে ইহা কি বলা যায় না?

ভগবান্—বলা যায়। মনে কর একদেশ আছে, যে দেশে মেঘ নাই, সাগর নাই, পর্ব্বত নাই, নদী নাই, তীর্থ নাই, আকাশ নাই, স্বর্গ নাই, বায়ু নাই, অগ্নি নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, দেব দানব নাই, ঊর্দ্ধ অধ নাই, স্থাবর নাই, জঙ্গম নাই, সেই দেশে এক সর্ব্বশক্তিমান্ রাজা আছেন। তিনি সর্ব্বকৃৎ, সর্ব্বগামী, সর্ব্বস্বরূপ কিন্তু সর্ব্বদাই মৌন। তাঁহারই সঙ্কল্পিত এক মন্ত্রী আছে। সেই মন্ত্রীই মহারাজের নিখিল কার্য্যের এক মাত্র কর্ত্তা। রাজা কেবল একান্তে স্বস্থভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। শক্তি রাজার। মন্ত্রী ঐ শক্তি নিজের মধ্যে অধ্যাস করিয়া কর্ত্তা। রাজাকে পুরুষ বল আর মন্ত্রীকে প্রকৃতি বা চিত্ত বল।

অর্জ্জুন—বুঝিতেছি চিত্তকে জয় না করিলে আর অধ্যাত্ম চিত্ত হওয়া যায় না।

ভগবন্—কিরূপে যাইবে? দেখিতেছ না বিষয় চিন্তা যখন চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া

রাখে তখন তুমি শত চেষ্টা করিয়াও ঈশ্বর ভাবনা আনিতে পার না। এই বিষয় বাসনা ব্যাকুল চিত্তে তুমি যে কর্ম্ম করিবে তাহা কি ঈশ্বরে অর্পণ হয়? কিন্তু অন্য পক্ষে চিত্তকে ঈশ্বর ভাবনায় বা আত্মবিষয়ক জ্ঞান কথায় তৃপ্ত কর—করিয়া যখন কর্ম্ম কালে বা কর্ম্ম অন্তে তুমি বলিবে শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু তখন কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইবে। নতুবা সুরার আসক্তি যে ত্যাগ করিতে পারে না আর সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু বলিয়া সুরা পান করে তাহার কি ঈশ্বরার্পণ হয়? ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কি নিষিদ্ধ কর্ম্ম হয়? সেই জন্য প্রথমেই আত্মচিন্তায় চিত্তকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে—করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা চাই। তোমার নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি এই কতক্ষণ স্বজন বিনাশ ভয়ে শোক মোহাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাটনাদি পরধর্ম্ম গ্রহণে উৎসুক হইয়া ছিলে। আমি তোমার বিষয় প্রবণ চিত্তকে আত্মা বিষয়ে উপদেশ করিয়া করিয়া এক্ষণে তোমার চিত্তকে আত্মপ্রবণ করিতেছি। এই আত্মবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত যে চিত্ত তদ্দ্বারা যখন যুদ্ধাদি কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিবে—অর্থাৎ কর্ম্ম আমিই করি মানুষ নিমিত্ত মাত্র এই বোধে যখন আমার আজ্ঞা পালনে প্রাণপণ করিবে—অথবা তুমি দাস আমি প্রভু এই ভাব প্রবল রাখিয়া যখন কর্ম্ম করিবে তখন কর্ম্ম আত্মাতে অর্পিত হইবে।

আরও স্থূল ভাবে বলি শ্রবণ কব। মনে কর কেহ তপ, স্বাধ্যায় বা ঈশ্বর প্রণিধান কর্ম্ম করিতে যাইতেছে। যদি ঐ ব্যক্তি মুখে বলে হে ভগবান! আমার জপরূপ কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিলাম—অথবা কোন ব্যক্তি প্রভাতে উঠিয়াই বলে হে প্রভু! প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত যাহা করিব সমস্তই তোমাতেই অর্পণ করিতেছি—এই কথা মুখে উচ্চারণ করিলেই কি কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইবে? তাহা হইবে না, যদি সেই ব্যক্তির চিত্ত পূর্ব্ব হইতে বিচার করিয়া নিশ্চয় না করে যে ঈশ্বর দূরের বস্তু নহেন তিনি আমারই আত্মা। তিনি পরম শান্ত ভাবে আমার মধ্যেই চৈতন্যরূপী হইয়া আছেন। আর তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি খণ্ড হইতে হইতে মনরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে—হইয়া চৈতন্য রূপী আত্মার উপরেই নৃত্য করিতেছে। ভৃত্য যেমন রাজশক্তি পাইয়া কর্ত্তৃত্ব করে আর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে আমি কি করিব আমি রাজার হুকুম মত কার্য্য করিতেছি তোমার খণ্ডিত চিত্তও সেইরূপ অখণ্ড প্রকৃতির গুণকৃত কর্ত্তৃত্ব নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে। তাহা ঈশ্বরে অর্পিত। এই আরোপটা মিথ্যা, যখন বিচার দ্বারা ইহা তোমার নিশ্চয় জ্ঞান হয় তখন তুমি সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সমর্থ।

অর্জ্জুন—আরও ত জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

ভগবান্—কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? কর্ম্মার্পণতত্ত্ব ধর্ম্ম জীবনের ভিত্তি। যাহা জানিতে চাও স্বচ্ছন্দে বল।

অর্জ্জুন—অধ্যাত্মচিত্ত হইতে হইলে প্রথম হইতে কিরূপ ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক?

ভগবান্—যাঁহারা প্রথম হইতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের সহজেই হয়। ক্রটি হইয়া গেলেও চিত্তকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে কার্য্য করাইতে হইবে। যতদিন শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বিশেষ নিষ্ঠা না জন্মে ততদিন এইরূপ কর :—

চিত্তস্থ ভোগে দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া চৈকমব্যুৎপন্নস্থ সংক্রমে॥
কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি যুক্তস্থ ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া॥
ব্যুৎপত্তি মনুযাতস্থ পূরয়ে চেতসোঽন্বহম্।
দ্বৌভাগৌ শাস্ত্র বৈরাগ্যে দ্বৌ ধ্যানগুরুপূজয়া॥
সাধুতামাগতো জীবো যোগ্যো জ্ঞান কথাক্রমে।
নির্ম্মলাকৃতিরাদত্তে পট উত্তম রঞ্জনাম্॥
শনৈঃ শনৈর্লালনীয়ং যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ।
শাস্ত্রার্থ পরিণামেণ পালয়েচ্চিত্তবালকম্॥ উপা২৪।৪৪-৪৮।

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে যতদিন ব্যুৎপত্তি লাভ না হইবে ততদিন চিত্তের দুইভাগ ভোগের জন্য রাখিবে একভাগ শাস্ত্রালোচনা ও এক ভাগ গুরু শুশ্রূষায় নিরত রাখিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ যখন চিত্ত শাস্ত্র নিয়ম পালনে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হইবে তখন চিত্তের এক ভাগ বিষয় ভোগে, দুই ভাগ গুরু শুশ্রূষায়, এক ভাগ শাস্ত্র চিন্তায় নিযুক্ত করিবে। তৃতীয় অবস্থায় যখন দেখিবে চিত্ত ঐ কার্য্যে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে—চিত্ত অনায়াসেই সাধুপথে যাইতেছে, তখন দুই ভাগ শাস্ত্র চর্চ্চায় ও বিষয় বৈরাগ্যে পূর্ণ করিবে, অপর দুই ভাগ ধ্যান ও গুরুপূজায় নিযুক্ত রাখিবে। শুভ্র নির্ম্মল বস্ত্রে কুসুম রঞ্জনা কত পরিস্ফুট হয়! জ্ঞান কথার বোধে নিপুণ বিশুদ্ধ চিত্ত জীবও বড়ই সাধু ভাবাপন্ন হইয়া যায়। চিত্ত বালককে যুক্তি ও উপদেশে লালন করিবে। যাহাতে শাস্ত্রীয় ভাবে পরিণত হয় চিত্ত বালককে সেইরূপ ভাবে পালন করিবে। এইরূপ করিতে করিতে চিত্ত পরম জ্ঞানে পরিণত হইবে—আত্মার সহিত এক ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে, এই বাহ্য মলিন জড়াকার গ্রহণ ইহার থাকিবে না! চিত্ত তখন তাপহীন কৌমুদীবিলিপ্ত স্ফটিকমণির ন্যায় সুন্দর হইবে।

চিত্তকে অধ্যাত্ম করিবার সংক্ষেপতঃ কৌশল এই—

১ম অবস্থা	২য় অবস্থা	৩য় অবস্থা
সংসার ২ ভাগ	সংসার ১ ভাগ	
শাস্ত্র ১ "	শাস্ত্র ১ ভাগ	শাস্ত্র ও বিষয় বৈরাগ্য—২
গুরু শুশ্রূষা ১ "	গুরু শুশ্রূষা ২ ভাগ	ধ্যান ও গুরু পূজা—২

দিবা ভাগকে ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া কার্য্য চলুক। শেষে রাত্রি কালও ঐরূপ চলিতে পারে। ইহাতে এই জন্মেই মুক্তি হয়।

অর্জ্জুন—সুন্দর উপদেশ। কিন্তু আমার কত ভাগ্য! কত সহজেই তুমি আমার কার্য্য করিয়া দিতেছ। কত অনুগ্রহ তোমার।

ভগবান্—এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই?

অর্জ্জুন—আমি একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি ঈশ্বরার্পণ ও ব্রহ্মার্পণ সম্বন্ধে কি বলিবে বল।

ভগবান্—প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে তথাপি কর্ম্মার্পণ সম্বন্ধে আরও জানিবার কথা আছে। কর্ম্মার্পণ প্রথমতঃ দুই প্রকার (১) ঈশ্বরার্পণ (২) ব্রহ্মার্পণ! ঈশ্বরার্পণ আবার দুই প্রকার (১) পূর্ণভাবে "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম করা (২) আংশিক ভাবে "আমি কর্ত্তা" অভিমান রাখিয়া কর্ম্ম করা।

ব্রহ্মার্পণের কথা পরে বলিতেছি এখন দুই প্রকার ঈশ্বরার্পণের কথা শ্রবণ কর।

প্রথম অবস্থায় আমার কর্ম্ম কিছুই নাই তোমার প্রকৃতি তোমার সেবা জন্য কর্ম্ম করিতেছে আমি কে? উচ্চ ভক্তের সমস্ত কর্ম্ম এই ভাবে ঈশ্বরে অর্পিত। উচ্চ ভক্তের বিচার এইরূপ—কর্ম্ম করিতেছেন শক্তি বা প্রকৃতি। ভক্ত নিজের আমিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন—ভক্ত প্রকৃতির আমিকে আমি বলিয়াছেন তাঁহার আর স্বতন্ত্র আমি নাই। তিনি জানিয়াছেন প্রকৃতিই আমি। কাজেই বলা হয় "তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি"! জপ পূজা ধ্যান, স্নান, আহার—সমস্ত কর্ম্ম তোমার শক্তিই করিতেছ যাহা হইতেছে তাহাই ভাল—সুখই সমস্ত, দুঃখ নাই। ভক্তের নিজের আর ইচ্ছা নাই ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার প্রকৃতিই বলিতেছেন "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। ভক্তের যে আমিটা ছিল তাহা কখন প্রকৃতি হইয়া পুরুষকে ডাকে কখন পুরুষ হইয়া প্রকৃতির সহিত রঙ্গ করে। হরি হইয়া হরি বলাই ইহা—রাম ও সীতার রাধা ও কৃষ্ণের একত্বই ইহা—শক্তি ও শক্তিমান্ এক, অভেদ। অহং বোধটা যখন সম্পূর্ণ রূপে শক্তি বা শক্তিমানে আরোপিত হয় তখন আপনার সহিত আপনার রঙ্গ হয়—আপনিই শক্তি আপনিই শক্তিমান্। অভেদ হইয়াও ভেদ। এ কেবল খেলার জন্য।

জগতে যে কর্ম্ম চলিতেছে তাহা প্রকৃতির পূজা পুরুষের প্রতি—পুরুষের আদর প্রকৃতির সহিত। দণ্ডে দণ্ডে প্রকৃতি যে নূতন নূতন বেশ পরিবর্ত্তন করে—প্রভাতে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া, তাহাতে শিশির বিন্দুর মালা গাঁথিয়া, সুন্দর আকাশে বহু বর্ণের মেঘের সাড়ী পরিয়া যে প্রকৃতি আইসে ইহা পুরুষের পূজা জন্য—মধ্যাহ্নে যুবতী সাজিয়া, সায়াহ্নে বৃদ্ধা হইয়া, নানা ঋতুতে নানা ভাবে প্রকৃতি পুরুষেরই পূজা করে" প্রকৃতি নদী পর্ব্বত সমুদ্র আকাশ রূপ ধারণ করিয়া পুরুষের সেবাতেই ব্যস্ত। উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত নিজের খণ্ড আমিকে এই অখণ্ড প্রকৃতিতে মিশাইয়া দিয়া একবারে অহং লোপ করিয়া দেখেন জগৎ আনন্দময়। প্রকৃতি পুরুষের খেলায় কোথাও দুঃখ নাই, নিরানন্দ নাই। লোক সৃষ্টিতেও সুখ, লোক ক্ষয়েও সুখ—কোথাও কুৎসিৎ নাই কোথাও অসুন্দর হইতে পারে না। এই অবস্থায় নিত্য অবস্থান যদি সম্ভব হয় তবে ইহাই নিত্য সমাধির অবস্থা।

আংশিক ভাবে আমি অভিমান রাখার যে অবস্থা তাহাতে নিজের কিছু কর্ম্ম থাকে এবং আমি তোমার দাস বা দাসী এই অভিমানও থাকে। হৃদয়ের রাজা তুমি। তুমি আজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া আমি কর্ম্ম করি। সন্ধ্যা পূজা জপ যজ্ঞ সংসার পালনাদি যাহা

করি তাহা তোমার আজ্ঞা বলিয়া—আমি তোমার দাস বা দাসী বলিয়া। আমি মূর্খ, কিসে কি হয় বুঝিতে পারি না—আমার শক্তিতে কর্ম্ম করিতে গিয়া আমি কর্ম্ম নিষ্পত্তি কিরূপ বুঝিতে পারি না তাই তোমার শরণাপন্ন হইয়া কর্ম্ম করি। উচ্চ ভক্তের নিজের কিছুই নাই—সংসার নাই, পুত্র কন্যা নাই—কোন বিষয়ে 'আমার' এই অভিমান নাই—নিম্নশ্রেণীর ভক্ত "আমি" 'আমার' অভিমান একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না—আমি জপ করিতেছি, আমি তোমার পূজা করিতেছি, আমি সংসার করিতেছি এই অভিমান রাখে, কিন্তু বলে আমি তোমার ভৃত্য তুমি আজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া কর্ম্ম করি—কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা আমার নাই তোমার ভৃত্য হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করি এই আমার সুখ। এইরূপ বিবেক বুদ্ধিতেও যে কর্ম্ম করা যায় তাহা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য বলিয়া ঈশ্বরে অর্পিত হয়। যদিও তিনি জানেন, কর্ম্ম শক্তি দ্বারাই সম্পন্ন—কিন্তু অখণ্ড শক্তি কি, তাহা তাঁহার অনুভবে আইসে না। নিম্নশ্রেণীর ভক্ত আপনার শক্তিকে খণ্ডিত মনে করিয়া লয়েন—অখণ্ড শক্তি হইতে তাঁহার শক্তি যেন খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে—অখণ্ডে যাইতে পারিতেছেন না—তাই তিনি বলেন আমি আমার খণ্ড-শক্তিতে কর্ম্ম করিতেছি তোমার আজ্ঞা অনুসারে। তুমি আমার খণ্ড-শক্তিকে তোমার অখণ্ড-শক্তিতে মিলাইয়া দাও—তখন আমি অখণ্ড শক্তি হইয়া তোমার পূজা করিব। নিম্নশ্রেণীর ভক্ত উপাসনা দ্বারা উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারেন।

ভক্তের কর্ম্মার্পণ বলা হইল। যদিও অনাদিকালসঞ্চিত দুষ্কর্ম্ম থাকে তথাপি ভক্ত জানেন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিতে করিতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—এবং মোক্ষ প্রদান করিবেন এই স্মরণ সুখে তিনি কর্ম্ম করিয়া যান।

ভক্তের কর্ম্মার্পণ যাহা বলা হইল তদ্ভিন্ন আর এক প্রকার কর্ম্মার্পণ আছে। এ কর্ম্মার্পণ জ্ঞানীর।

জ্ঞানী জানেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সমস্তই যখন ব্রহ্ম তখন কর্ম্মও ব্রহ্ম। "জ্ঞানী বৃক্ষইব স্তব্ধঃ" জ্ঞানীর নিজের কোন কর্ম্ম নাই। শ্রীভগবান্ নিত্যজ্ঞানী। তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই। শ্রীভগবানের ভক্তগণ বিপদে পড়িয়া যখন কাতর প্রাণে তাঁহাকে স্মরণ করেন তখন সেই বৃক্ষইব স্তব্ধঃ পুরুষ ভক্তের জন্য কর্ম্ম করিতে অবতীর্ণ হয়েন। জ্ঞানীও সেইরূপ যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম আসিলে স্পন্দিত হয়েন মাত্র। নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন কর্ম্ম করাও নাই, কর্ম্ম উপস্থিত হইলে না করাও নাই! লৌকিক কর্ম্মেও জ্ঞানীর—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

পরে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব।

শাস্ত্র ব্রহ্মার্পণ ও ঈশ্বরার্পণ সম্বন্ধে বলেন :—

শান্তব্রহ্মবপুর্ভূত্বা কর্ম্ম ব্রহ্মময়ং কুরু।
ব্রহ্মার্পণসমাচারো ব্রহ্মৈব ভবসি ক্ষণাৎ॥ ৫৩।১৭ নিঃ পূঃ
ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদহং চেতি ব্রহ্মার্পণং বিদুঃ॥ ৫৩।২৩ নিঃ পূঃ

আবার ঈশ্বরার্পণ সম্বন্ধে বলেন :—

ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরাত্মা নিরাময়ঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতাত্মা ভব ভূষিতভূতলঃ॥ ৫৩।১৮ নিঃ পূ
গলিতদ্বৈতনির্ভাসমেতদেবেশ্বরার্পণম্॥ ৫৩।৩২ ঐ

অর্জ্জুন :—কর্ম্ম যোগী ও জ্ঞান যোগী উভয়েই সাধক। তুমি সাধকের সমস্ত অবস্থাগুলি ক্রম অনুসারে নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরার্পণ ও ব্রহ্মার্পণ বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্ :—শুন বলিতেছি। সাধকের অবস্থা তিন প্রকার। (১) তোমার আমি (২) আমার তুমি (৩) তুমিই আমি।

(১) আমি তোমার—সাধকের প্রথম অবস্থায় ইহাই হওয়া উচিত। "সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম"। আমার ব্রত এই যে "তোমার আমি" বলিয়া যে একবার শরণাপন্ন হয় তাহাকেই আমি অভয় দিয়া থাকি। কত আশ্বাসের কথা ইহা। প্রথম অবস্থায় সাধকের শত অপরাধ থাকিবেই। তথাপি তাহার ভয় নাই। সে অনুভব করিতে অভ্যাস করুক "আমি তোমার"। ভাবিয়া দেখ যখন একান্তে উপাসনা করিতে উপবেশন কর তখন ত তোমার চিত্ত আর, সেই চিত্তের দ্রষ্টা তুমিই থাক। তোমার খণ্ড শক্তিই তোমার চিত্ত। আর তাহার দ্রষ্টা স্বরূপ চৈতন্যই—যাহাকে তুমি অবিদ্যা বশে পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বীকার করিয়া লইয়াছ—সেই চৈতন্যই তুমি। বেশ করিয়া ধারণা করিয়া লও কে কাহারও উপাসনা করে।

অবিদ্যাবশীভূত জীব চৈতন্য আপন পরিচ্ছিন্ন চিত্ত—শক্তিকে সেই অপরিচ্ছিন্ন মহাশক্তিতে মিশাইতে চায়। জীব অবিদ্যার বশে আসিয়া পড়িলেও নিজের মুক্তির উপায় নিজেই করিতে সমর্থ। জীব শ্রুতি মুখে জানিয়াছে সেই দেবতার বরণীয় ভর্গ, তাহার ধী-শক্তিকে আদি স্পন্দনে মিশাইয়া শান্ত করিতে পারেন। তাই জীবের কর্ত্তব্য "ধীমহি"। তুমি দ্রষ্টা স্বরূপে থাকিয়া তোমার চিত্তকে পরম—চিত্ত প্রকৃতির দিকে প্রেরণ কর তবেই জীব—পুরুষ তুমিই যে পরম পুরুষ, তাহা ধারণা করিয়া মুক্ত হইয়া যাইবে।

খণ্ডকে অখণ্ডের ধ্যানে নিযুক্ত না করিলে, "আমি তোমার" অভ্যাস না করিলে—জীব নিজের দোষ প্রক্ষালন করিয়া ঈশ্বরের গুণে বিভূষিত হইতে পারে না। "আমি তোমার" অভ্যাস করিতে করিতে "আমির" অপরাধ দূর হইয়া "তুমির" গুণে দৃষ্টি পড়ে। ইহাই সাধকের প্রথম অবস্থার উন্নতির উপায়। এই অবস্থায় দাস বা দাসী অভিমান।

(২) "তুমি আমার" :—আপন শক্তি সেই মহাশক্তিতে মিশিতে চেষ্টা করিতে করিতে সাধক আদ্যা প্রকৃতিই হইয়া যায়। আর দ্রষ্টা পুরুষ জীব আপনার অখণ্ড মূর্ত্তি অনুভব করিয়া "জীবই শিব" ইহা নিশ্চয় করিতে পারেন। চিত্তের এই তন্ময় অবস্থা যখন হয়—হইয়া পুনঃ পুনঃ সাধনা অভ্যাসে যখন সমাধি আয়ত্তাধীন হয় তখন "তুমি আমার"। যখন ইচ্ছা চিত্তকে সমাধিস্থ করিলাম, যখন ইচ্ছা চিত্তাকাশে থাকিয়াও মহাকাশে স্থূলে খেলা করিলাম। প্রথমে আমি, তোমার আয়ত্তাধীন ছিলাম, তোমার দাস বা দাসী আমি এরূপ অভিমান করিয়া খেলি-

য়াছি, তোমার ভক্ত এতদূর হইয়া গিয়াছি যে তোমার উপর জোর করিবার অধিকার তুমি দিয়াছ। আমি যখন ডাকি তখনই তুমি আইস—যখন যাহা বলি তখনই তুমি তাহা কর—অথচ আমি তোমার দাস বা দাসী মাত্র। এই অবস্থায় ভক্ত ভগবানের উপর জোর করিয়া থাকেন। শ্রীমতীর জোর শ্রীকৃষ্ণের উপর এইজন্য। চিত্তকে আয়ত্তাধীন করাই সাধনার চরম অবস্থা। এই অবস্থায় চিত্ত অধ্যাত্ম হইয়া যাইয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয় লইয়া খেলা করিতে পারে। চিত্ত আপন সত্তাতে নিশ্চিন্তেও পারে আবার বিষয় ভোগও করিতে পারে।

(৩) “তুমি আমি” ইহাই শেষ অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় কিছু ভেদ রাখিতে ইচ্ছা হয়—আমি দাস বা দাসী এই অভিমান রাখার আনন্দ ভক্ত ছাড়িতে পারে না, কিন্তু শেষ অবস্থায় শ্রীভগবান্ তাহাও রাখেন না। পরম প্রেমিক তিনি। প্রেমে সমস্ত দেওয়া হইয়া যায়। নিজের সত্তা পর্য্যন্ত দিয়া তিনি এক অখণ্ডভাবে থাকেন। ইহাই সোহহং জ্ঞান। এই অবস্থা আয়ত্ত হইলেই আপন স্বরূপে নিরন্তর অবস্থান করিয়াও “স্বয়মন্ত ইবোল্লসন্”, রূপ উল্লাস হয়। ক্ষতি আর কিছুতেই হয় না। এই তিন অবস্থায় দৃষ্টান্ত শ্রীমহাবীর দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেহ-দৃষ্টিতে আমি দাস, জীব-দৃষ্টিতে তোমার অংশ, জ্ঞান-দৃষ্টিতে তুমিই আমি। যেখানে তুমিই আমি সেখানে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, যাহা আছে সমস্তই ব্রহ্ম। এ অবস্থায় যাহা কর্ম্ম তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া, বলা হয় কর্ম্ম ব্রহ্মার্পিত। ফলকথা স্বরূপে থাকিয়াও যখন কর্ম্ম হয় তখন কর্ম্মে ব্রহ্মার্পণ হয়। “আমি তোমার” বা “তুমি আমার” অথবা “তোমার আমি” বা “আমার তুমি” ভক্তের এই দুই অবস্থায় কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত !

অর্জ্জুন :—আমি তোমার কথা কিরূপ বুঝিলাম একবার বলিব? অমি জ্ঞানকে মুখ্য করিয়াই কর্ম্মতত্ত্ব আর একবার নিজে আলোচনা করিতে চাই তুমি শুনিবে?

ভগবান্:—বল।

অর্জ্জুন :—যেন এক অখণ্ড কর্ম্মই প্রকৃতি। আর অহং বোধও যেন এখানে সীমাশূন্য। অখণ্ড কর্ম্মরূপা প্রকৃতি অখণ্ড চিৎরূপ সগুণ ঈশ্বরে অর্পিত। এখানে কর্ম্ম যেন অখণ্ডভাবে ঈশ্বরে অর্পিত।

“তোমার আমি” এবং “আমার তুমি” অবস্থায় খণ্ডকর্ম্ম আছে, কাজেই খণ্ড, অহং আছে। সাধারণ ভক্ত ও কর্ম্মীর খণ্ড কর্ম্ম অখণ্ড ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া, খণ্ডকে অখণ্ডত্বে পরিণত করিয়া, পরিচ্ছিন্নকে অপরিচ্ছিন্নে পরিণত করিয়া মুক্তি প্রদান করিবে এই স্মরণসুখে সাধক কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করেন। সূর্য্য যেমন রশ্মিজালের কেন্দ্র, কর্ম্ম সমুদায়ের অর্থাৎ তাহাদের সূক্ষ্মঅবস্থা (সঙ্কল্প) সমুদায়ের কেন্দ্র চিত্ত—চিত্ত সর্ব্বদা বাসনাময়মাকুলং—তাই চিত্তকে আত্মবিষয়ক চিন্তা দ্বারা অধ্যাত্ম করিতে পারিলে তবে যথার্থভাবে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইবে। মুখে কৃষ্ণার্পণ বলা হইতেছে অথচ ভোজনকালে ব্যঞ্জনে যদি একটু লবণাধিক্য হয় তৎক্ষণাৎ ঘর বাড়ীর উপর ক্রোধান্ধ হওয়া যাইতেছে ইহা আবার কিরূপ ঈশ্বরার্পণ?

ভোজনের সময় কত লোককেই ত বলিতে শোনা যায় "অন্নং ব্রহ্মা রসোবিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ" কিন্তু মন যদি ভগবান লইয়া না থাকিল তবে মুখের কথায় কি হইবে? যদি ভগবানের নামজপ, গুণস্মরণ, বা তত্ত্ববিচার এরূপভাবে না হইল যাহাতে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কখন কি করিলাম কিছুই মনে থাকিল না. যদি ভোজন করিয়াও মনে হইল না কি ভোজন করিলাম তবে আর ঈশ্বরার্পণ হইল কৈ? প্রকৃত সাধু এইজন্য ভোজন কালে কথা কহিতে পারেন না পাছে ঈশ্বর ভুল হইলে ঈশ্বরার্পণ না হয়। আমি ত ঠিক ধারণা করিয়াছি?

ভগবান্ঃ—হাঁ তোমার চিত্তে রস আসিয়াছে তুমি জ্ঞানের দিক দিয়া যাহা বলিবে বলিয়া যাও।

অর্জ্জুনঃ—তাহাই বলিতে আমার ইচ্ছা। তুমি অন্তর্য্যামী—আমি তোমাকে বলিতে সুখ পাই তাই তোমার নিকট বলা।

ভগবান্ঃ—আচ্ছা বল।

অর্জ্জুনঃ—যে চিত্ত আত্মাতে স্থাপিত তাহাই অধ্যাত্ম চিত্ত। সদসত্ বিবেক বুদ্ধি দ্বারাই চিত্তকে আত্মসংস্থ করা যায়। আত্মসংস্থ হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

চিত্ত বা মন হইতে নিরন্তর সঙ্কল্পপ্রবাহ উঠিতেছে, সর্ব্বদা চিন্তালহরী ছুটিতেছে। সেই সঙ্কল্পসমূহ কর্ম্মরূপে পরিণত হইতেছে। কর্ম্ম ও মনের কোনরূপ ভেদ নাই। কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ জগতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল জীবেরই দুইটী শরীর। মনঃ শরীর সর্ব্বদা চঞ্চল, মাংসনির্ম্মিতদেহ অকিঞ্চিৎকর। মনো নামক শরীর আয়ত্ত হইয়াও আয়ত্ত হয় না। যদি সর্ব্বদা স্বকীয় পৌরুষ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা যায় তবে দুঃখাদি আসিয়া মনঃশরীর বা চিত্তদেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। দুঃখাদি দ্বারাও উহা দূষিত হয় না। দেহীদিগের ঐ মনোদেহ যে যে প্রকারে যত্নবান্ হয় সেই সেই প্রকারেই উহা দৃঢ় প্রযত্নের ফল প্রাপ্ত হয়। মাংসময় শরীরের কোন পৌরুষই সফল হয় না—মনোদেহের সকল চেষ্টাই সফল হয়। মাংসময় শরীর কর্দ্দমে বা জলে বা অগ্নিতে পতিত হউক না কেন মন যাহার অনুসন্ধান করে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে বলিলাম কর্ম্ম ও মন একই। এখন কর্ম্মের উৎপত্তি দেখাইব। নামরূপহীন ব্রহ্ম হইতে প্রথমে নামসম্বন্ধের অযোগ্য স্পন্দাত্মক নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের অনুরূপ সর্ব্ব প্রপঞ্চের বীজ উৎপন্ন হয়। তাহাই কালে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনন শক্তিবলে ঘনীভাব প্রাপ্ত হইয়া মনোরূপে সম্পন্ন হয়। তাহার পরে সেই মন আপনাতে সূক্ষ্মভূতের কল্পনা করে; পরে স্বপ্নশরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে। অনন্তর সেই সমষ্টিভূত সূক্ষ্মশরীর তৈজস পুরুষ হয়। এই পুরুষই ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই মনস্তত্ত্ব। ঐ মনস্তত্ত্বাকার ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়। তিনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই দেখিতে পান। "স মনস্তত্ত্বাকারো ভগবান্ ব্রহ্মা সঙ্কল্পময়ত্বাদ্ যদেব সঙ্কল্পয়তি তদেব পশ্যতি।" পরে তিনি অনাত্মাতে আত্মাভিমানময়ী অবিদ্যা কল্পনা করেন। ক্রমে তাহা দ্বারাই গিরি-তৃণ-জলধিময় এই জগৎ পরিকল্পিত হয়।

এখন কর্ম্ম তত্ত্ব কিরূপে আইসে দেখিতে হইবে। ব্রহ্মপদ হইতে যে সময়ে মনস্তত্ত্ব উত্থিত হইতেছে সেই সময় হইতেই জন্তুদিগের কর্ম্ম উত্থিত হইতেছে। কর্ত্তব্যানুসন্ধান রূপে মনের যে প্রথম বিকাশ তাহাই কর্ম্মের বীজ—কারণ তাহারই পরক্ষণে ক্রিয়ানিষ্পত্তি রূপ ফল হইয়া থাকে। পুষ্প ও সৌরভ যেমন অভিন্ন, কর্ম্ম ও মন সেইরূপ অভিন্ন।

কুসুমাশয়য়োর্ভেদো ন যথাঽভিন্নয়োরিহ।
তথৈব কর্ম্মমনসো র্ভেদো নাস্ত্যবিভিন্নয়োঃ।
ক্রিয়াস্পন্দো জগত্যস্মিন্ কর্ম্মেতি কথিতো বুধৈঃ।
পূর্ব্বং তস্য মনোদেহং কর্ম্মাতশ্চিত্তমেব হি॥

এই জগতে জ্ঞানীগণ স্পন্দাত্মক ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলেন এবং সেই কর্ম্মের আশ্রয় স্বরূপ দেহও পূর্ব্বে মনই ছিল। অতএব কর্ম্ম ও চিত্ত একই। এখন কর্ম্মকে ব্রহ্মে অর্পণ করার অর্থ কি সহজেই ধারণা করিতে পারি। অধ্যাত্মচিত্ত হওয়াই কর্ম্মকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে অর্পণ করা। এই জন্য বলা যায় চিত্ত হইতে নিরন্তর যে সঙ্কল্পপ্রবাহ উঠিতেছে এবং কর্ম্মরূপে পরিণত হইতেছে বুদ্ধিই সেই সমস্ত কর্ম্মকে বা কর্ম্মধার মনকে আত্মসংস্থ করিতে পারে। মুখে কৃষ্ণার্পণমস্তু বলিলে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত হইতে পারে না। আবার বলি—সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মিজাল চারিদিকে বিকীর্ণ হয় সেইরূপ প্রকৃতি হইতে নিরন্তর কর্ম্মরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পরিণামও হইতেছে। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রথম কর্ম্ম কেন্দ্র। বুদ্ধি কর্ম্মজাল বিষয়ের দিকে ছড়াইতে পারে আবার কর্ম্ম গুটাইয়া আত্মায় স্থির হইতে পারে। যে শক্তি দ্বারা কর্ম্মজাল আত্মাতে স্থিত হয় তাহাই বরণীয় ভর্গ। কিন্তু কর্ম্মজাল বিষয়ে ছড়াইলে ইহার যে পরিণাম হয় তাহার নাম মন। সৃষ্টির প্রথম ক্রমে ব্রহ্মা বা মন অগ্রে পরে বুদ্ধি। এই তত্ত্বটি কঠিন। পরাচিতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিৎব্রহ্ম অবিদ্যাবশে যেন কলঙ্ক প্রাপ্ত হন ও উন্মেষরূপিণী হইয়া যখন "আমি এইরূপ বা এইরূপ নহি"—এইরূপ বিকল্পনায় নানা হন তখন তিনি মন। ঐরূপ বিকল্পনার পর যখন বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া একতর কোটির অনুসন্ধান স্থির করিয়া সুস্থির হন তখন তাঁহাকে বুদ্ধি কহে। এইখানে বুদ্ধির দুইটি ভাগ দেখান হইল। অবিদ্যাকলঙ্কিত চিৎ দেখিয়া যখন নিশ্চয় হয় "আমি এইরূপ" তখন এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রবাহ নিম্নমুখে—আবার 'এইরূপ নহি' যখন এই নিশ্চয় করেন তখন বুদ্ধির গতি ব্রহ্মমুখে। ইহাই শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি। তাহার পর ঐ সম্বিৎ যখন মিথ্যাদিতে অভিমান স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় সত্তা স্থাপন করেন তখন তিনি অহঙ্কার। সর্ব্বশেষে যখন বালকের ন্যায় কোমল ভাবাপন্ন হইয়া বিচার না করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বাপর প্রতিসন্ধান না করিয়া এক বিষয়ের পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরের স্মরণ করেন তখন তিনি চিত্ত। এইটি বেদান্তের ক্রম। সাংখ্য ক্রমে অব্যক্ত হইতে মহৎ তত্ত্ব। জাগ্রত হইবার প্রাক্কালে "আছি" এই ভাবের উদয় প্রথম। এইটি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব। সাত্ত্বিক অহং হইতে মন। সাংখ্য নিম্নস্তরের কথা কহিতেছেন বেদান্ত উপরের ক্রম দেখাইতেছেন। সাংখ্য ও বেদান্তে বিরোধ নাই—তবে ক্রমের ভিন্নতা আছে—অধিকারীর পক্ষে।

যখন মনের সৃষ্টি হয় তখন মন হইতে ক্রমে নিম্ন মুখে কর্ম্মপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। মন দ্বিতীয় কর্ম্ম কেন্দ্র। মনের কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ করিতে হইলে বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতে হইবে। বুদ্ধির যেরূপ বিচারে মন আত্মসংস্থ হয় তাহার আলোচনা করি শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও তাহার বিকার যে বুদ্ধি ও মন ইহারা সমস্তই জড়। জড়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না যদি ইহার অনুভব কর্ত্তা না থাকে। এই অনুভব কর্ত্তাই আত্মা। ইনি জ্ঞান স্বরূপ। তবেই দেখিতেছি জগতে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে তাহার মূলে জ্ঞাতা আছেন। এই জ্ঞাতাই আত্মা। আত্মা স্থির সমুদ্র আর প্রকৃতি তাঁহার উপর তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গ জল হইতে পৃথক নহে। শক্তি ও শক্তিমান্ একই। শক্তির স্পন্দনই কর্ম্ম। পরমশান্ত ব্রহ্মের যে স্পন্দন ইহাই ইন্দ্রজাল। পরিপূর্ণ পরমশান্ত ব্রহ্মের উপরে মায়ার খেলা হইতেছে প্রকৃতি খেলা করিতেছে। বুদ্ধি ও মন রূপে এই প্রকৃতির বিকার হইতেছে। সগুণ ব্রহ্ম যেমন প্রকৃতিতে মিশিয়া আছেন, সেইরূপ বুদ্ধি মন ইহাদের মূলেও আছেন। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের যে সত্তা তাহা ঈশ্বর—ইনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আছেন। বুদ্ধি মন ইত্যাদিতে যে চৈতন্য তাহা প্রকৃতির বশ—ইহাই জীব। সাধক তাহার খণ্ডশক্তিকে অখণ্ডশক্তিতে মিশাইবার জন্য প্রাণায়ামাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করুক, উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করুক, পরে নিত্যানিত্য বস্তু বিচার, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি রূপ সাধনা দ্বারা মুমুক্ষু হইয়া চিত্তকে অধ্যাত্ম করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করুক। সর্ব্ব কর্ম্মের ন্যাস হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণে মুক্তি হইবে। এক্ষণে সমস্ত কর্ম্ম, ভক্তি যোগে আমি দাস, এই অভিমানে করিয়া যাই, তুমি আজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া করিতেছি এই অভিমানে করিয়া যাই কোন ফলাশা নাই, কোন মমতা নাই, কোন শোক নাই—বিশেষ তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমার সারথি হইয়াছ—তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম্ম করি, তবেই অনুভব করিব তুমিই আমার কর্ম্ম করিয়া দিতেছ, অথবা তুমি, আমি সাজিয়া কর্ম্ম করিতেছ মাত্র। আমি কি ঠিক বুঝিয়াছি ?

ভগবান্ :—হাঁ, আরও পরিষ্কার বলিবে। অনেকবার এই কথা উঠিবে।

অর্জ্জুন :—তোমার এই কর্ম্মার্পণ তত্ত্ব জয়যুক্ত হউক, আমি আর কি বলিব আমি তোমাকে প্রণাম করি।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তোমুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

শ শ নী ম
যে মানবাঃ মনুষ্যাঃ মে মদীয়ং মম ইদং মতং ফলাভিসন্ধিরাহি-
ব
ম যা
ত্যেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বিহিতকর্ম্মাচরণরূপং সিদ্ধান্তং নিত্যং সর্ব্বদা
ব ম
শ্রুতিবোধিতত্বেনানাদিপ্রাপ্তং বা নিত্যবেদবোধিতত্বেন অনাদি

ম শ রা
পরাম্পরাগতং আবশ্যকমিতিবা অনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে অয়মেব
রা ষা যা
শাস্ত্রার্থ ইত্যেতন্মতং নিশ্চিত্য তথা আচরন্তি, যেঽপি শ্রদ্ধাবন্তঃ
ম
শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টেঽর্থেঽননুভূতেঽপ্যেবমেবৈতদিতি বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা
ম রা
তদ্বন্তঃ অননুতিষ্ঠন্তোঽপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমন্তঃ ভবন্তি
যা আ
যেঽপি অনসূয়ন্তঃ গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া সা চ দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি
রা যা
মাং প্রবর্ত্তয়ন্নকারুণিকোঽয়মিত্যেবংরূপা, যে চ শ্রদ্ধারহিতাঃ
রা শ্রী
অপ্যস্মিন্ শাস্ত্রার্থে দোষমনাবিষ্কুর্ব্বন্তঃ তে অপি শনৈঃকর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ
ম শ যা
সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ কর্ম্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ সংসারহেতুভিঃ
শ্রী যা রা
পুণ্যপাপরূপৈঃ মুচ্যন্তে সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ মুক্তাভবন্তি। ইদানীমননুতিষ্ঠন্তোঽপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে শ্রদ্দধানা অনভ্যসূয়বশ্চ শ্রদ্ধয়া চান-
রা
সূয়য়াচ ক্ষীণপাপা অচিরেণৈব তমেব শাস্ত্রার্থমনুষ্ঠায় মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১

যে সকল মনুষ্য আমার এই মতে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করে (সর্ব্বদা অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলেও) যাহারা শ্রদ্ধা করে (তাহা না পারিলেও) যাহারা ইহাতে দোষ আবিষ্কার করে না, তাহারা কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করে (জ্ঞানীর মত) ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন :—তোমার পূর্ব্বোক্ত মতে ফলকামনা শূন্য হইয়া, মমতা রহিত হইয়া যে কর্ম্ম করে সে কর্ম্মী হইলেও জ্ঞানীর মত মুক্ত হইয়া যায়—এইত বলিতেছ ?

ভগবান্ :—শ্রুতি বলেন. "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং পতিং বিশ্বস্য" তুমিই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ

মহেশ্বর, তুমিই বিশ্বের পতি। শ্রুতি আত্মারামের সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরত্ব, নিয়ন্তৃত্ব এবং পতিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। জীব যখন অহং কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করে তখন বুঝিতে পারে আমি জীবকে যাহা করাইতেছি সমস্তই মঙ্গলের জন্য। অমঙ্গল আমা দ্বারা হয় না। জীব আমাতে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করুক। যে আমার এই মতে সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান করে সে জ্ঞা লাভ করিয়া নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে। যদি কেহ সর্ব্বদা ইহা না পারে অথচ এই মতই যে সত্য, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তবে সেও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। শুধু তাহাই নহে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করিতে যদি না পারে, কিন্তু এই মতের দোষ যদি না আবিষ্কার করে, তাহা হইলেও সে ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়।

অর্জ্জুন :—তোমার মতের দোষ কি আবিষ্কার করিবে ?

ভগবান্ :—মানুষ সঙ্গ ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপ করে—করিয়া আমার উপর দোষ দেয়, বলে আমি নির্দ্দয়, আমি পক্ষপাতী—আমি পাপ সৃষ্টি করিয়া মানুষকে পাপ করাইতেছি। যাহারা এই সমস্ত দোষারোপ না করিয়া সর্ব্বদা আমার দয়াময় স্বভাবে লক্ষ্য রাখিয়া সুখ দুঃখাদি সমস্তই মঙ্গলের জন্য ভাবিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহারাও আত্মজ্ঞের মত অনাদি প্রারব্ধ প্রবর্ত্তিত বন্ধনের হেতুভূত সকল কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। আমার এই মতে বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করিয়া তুমিও কর্ম্ম কর তোমার শুভ হইবে।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

যা শ ম ষা
যে তু পুরুষাঃ তদ্বিপরীতা এতৎ মে মম মতং অভিমতমর্থং
শ যা যা
ন অনুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে ন কুর্ব্বন্তি যে চ অভ্যসূয়ন্তঃ নিন্দন্তো
যা ম রা ব রা
বর্ত্তন্তে দোষমুদ্ভাবয়ন্তো বর্ত্তন্তে অচেতসঃ চিত্তশূন্যান্ চেতঃকার্য্যং
রা রা
হি বস্তুযাথাত্ম্যনিশ্চয়ঃ তদভাবাদচেতসঃ বিপরীতজ্ঞানাঃ সর্ব্বত্রমূঢ়াঃ
শ রা বা
অবিবেকিনঃ তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিশেষেণ মূঢ়ান্
ম রা শ শ
সর্ব্বপ্রকারেণাযোগ্যান্ অতএব নষ্টান্ বিনষ্টান্ নাশংগতান্
নী ম ব ম
স্বর্গাপবর্গভ্রষ্টান্ সর্ব্বপুরুষার্থবিভ্রষ্টান্ বিদ্ধি জানীহি ॥ ৩২ ॥

কিন্তু যাহারা আমার এই মত অনুসরণ করেনা, নিন্দা করে, সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়, চিত্ত—[বিবেক]—শূন্য সেই সকল লোককে নষ্ট বলিয়া জানিও। ৩২।

অর্জ্জুন—আর তোমার এই মত যাহারা মানে না ?

ভগবান্—যাহারা এই মত মানেনা, শুধু তাহাই নহে—এই মতের দোষ আবিষ্কার করে—বলে আমি তাহাদিগকে দুঃখে ফেলি, আমি তাহাদিগকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করি—এরূপ জ্ঞানান্ধ হতবুদ্ধির সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের জ্ঞান বিপরীত পথে চলে—জ্ঞানের ইহারা সর্ব্বপ্রকারে অযোগ্য—ইহাদের স্বর্গ অপবর্গও নাই, কোন সৎচেষ্টাও নাই। ইহারা চিরদিন আপন জ্বালায় জ্বলিয়া মরে॥ ৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩॥

বি
জ্ঞানবান্ অপি এবং পাপে কৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যতি,
বি
এবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি, এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি
নী শ শ ম ম
কিমু মূর্খঃ ? সর্ব্বোজন্তুর্জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিদপি 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ'
ম শ
ইতি ন্যায়াৎ গুণদোষজ্ঞানবান্ বা কিং পুনর্মূর্খঃ ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ
শ
প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারোবর্ত্তমানজন্মাদাবভি-
শ নী শ্রী
ব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ স্বীকয়স্য প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনস্বভাবস্য
শ শ বি শ
সদৃশং অনুরূপং চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি প্রবর্ত্ততে। তস্মাৎ
ম শ রা ষা
ভূতানি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রকৃতিং অনাদিকালপ্রবৃত্তপ্রাচীনবাসনা-
শ নী শ শ
মেব যান্তি অনুগচ্ছন্তি। তত্র নিগ্রহঃ মমবা শাস্ত্রস্যবা নিষেধরূপঃ

হ ম
নিরোধঃ কিং করিষ্যতি রাগোৎকটেন দুরিতান্নিবর্ত্তয়িতুং ন
ম ম ব
শক্নোতীত্যর্থঃ। মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বাপি শাস্ত্রোক্তদণ্ডং জানন্নপি
ম
দুর্ব্বাসনা প্রাবল্যাৎ পাপেষু প্রবর্ত্তমানা ন মচ্ছাসনাতিক্রমদোষা-
ম নী
দ্বিভ্যতীতি ভাবঃ। অহমপি পূর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষয়ৈব তান্ প্রবর্ত্তয়া-
নী
মীতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

[কর্ম্মের ফলাফল]—জ্ঞান থাকিলেও সকলেই আপন আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টাই করে। প্রাণিগণ প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে। [আমার বা শাস্ত্রের] নিষেধ [তাহাদের] করিবে কি ?

অর্জ্জুন—মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিলে লোক চিরতরে সুখী হইয়া যায়—আর তুমি বলিতেছ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ" তোমার এই সুন্দর মত যাহারা অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে নিত্য সুখের রাজ্যে স্থান দান কর—তথাপি লোকে করেনা কেন! তথাপি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে কেন? আরও সাধারণ রাজার শাসন ভয়ে, মানুষ ভীত হয়—আর তুমি সর্ব্বেশ্বর-তোমার ভয়ও মানুষ করে না, তোমার নিষেধও মানুষ শোনে না—একি অত্যন্ত অদ্ভুত নয়?

ভগবান্—অদ্ভুত আর কি? লোকে আপন আপন প্রকৃতি অতিক্রম করিবার কৌশল জানে না—তাই নিজের চেষ্টায় অতিক্রম করিতে পারে না, আমায় নিষেধ বা শাস্ত্রের শাসন বা নরকাদির ভয় থাকিলে হইবে কি? অনাদি কাল সঞ্চিত দুর্ব্বাসনা সংস্কার এতই বলবান যে আমার আজ্ঞাও তাহাদের হৃদয়ে এতটুকু বল সঞ্চার করিতে পারে না, যাহাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়। অপিচ তাহারা স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যই করিয়া ফেলে। চুরী করিলে দণ্ড হয়, খুন করিলে ফাঁসী হয়, যে কার্য্যে অধিক শ্বাস ক্ষয় হয় তাহাতেই আধিব্যাধি জন্মে, ব্রাহ্মণে সন্ধ্যা না করিলে তিন দিনে চণ্ডাল হয়, মানুষ ইহা জানিলেও প্রকৃতি নিগ্রহ করিতে পারে না। পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির যে প্রাচীন সংস্কার, ভগবানের নাম বা গুণ স্মরণে বাধা দেয় তাহাই প্রকৃতি।

অর্জ্জুন—প্রকৃতি নিগ্রহই যদি না পারিল তবে আর তোমার ঐ সুন্দর মত শুনিয়া কি হইবে।?

ভগবান—শুনিয়া গেলে কি হইবে ? কর্ম্মার্পণ তত্ত্ব শুনিয়া তাহা মনন কর, করিতে করিতে তবে যথার্থ জানা হইবে। জানিয়া প্রতিদিন প্রতিকার্য্যে ইহা অভ্যাস কর। যতদিন না অভ্যাস হয়, ততদিন সতর্ক হইয়াপুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে আপনার মন ও শরীরকে আপনি দণ্ড দাও—এই ভাবে উগ্রচেষ্টা কর, করিয়া দেখ দেখি তোমার প্রকৃতি নিগ্রহ হয় কি না ? তুমি তোমার চেষ্টায় পারনা তাই না। আমার সাহায্য লওয়া তোমার আবশ্যক—প্রতি কর্ম্মে আমার মুখাপেক্ষী হও, আমার কাছে শক্তি চাও—করিয়া দেখ প্রকৃতি নিগ্রহ হয় কি না ?

দেখ আমার দুই প্রকৃতি। জীব স্বয়ং আমার প্রকৃতি। ইহা পরা প্রকৃতি। আবার জীবের মধ্যে যে প্রকৃতি তাহাও আমার প্রকৃতি—ইহা অপরা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতিই আমার শক্তি। আমি ভিন্ন আমার প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিতে কি আর কাহারও সাধ্য আছে ? জীবের সমস্ত কার্য্য যখন আমাতে অর্পিত হয়, জীব যখন আমার সন্তোষ অনুভব জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে দৃঢ় অভ্যাস করে, যখন সর্ব্ব কর্ম্মে আমার উপর লক্ষ্য রাখিতে অভ্যস্ত হয়, তখন আমার সাহায্যে প্রকৃতি নিগ্রহ করিতে পারে।

অর্জ্জুন—লক্ষ্য রাখিতে ইচ্ছা করে তবু কেন পারেনা ?

ভগবান—যতটুকু পরিশ্রম করিলে অভ্যাস দৃঢ় হয়, ততটুকু পরিশ্রমের ক্লেশ সহ্য করিতেও চায় না। শরীর যায় যাক্ আমি ভগবৎ আজ্ঞামত, গুরু আজ্ঞামত কার্য্য করিতে প্রাণপণ করিবই—গুরু ও শাস্ত্র বহু উপায় বলিয়া দিয়াছেন—যে উপায় করিয়াই হউক না কেন—যাহার সাহায্য লইয়াই হউক না কেন আমি আমার শাস্ত্র ও গুরু বাক্যমত নিত্য কর্ম্ম গুলি করিয়া যাইবই। সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ রাখিতে দৃঢ় প্রযত্ন করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ স্মরণ কখনই থাকিতে পারে না, যতক্ষণ না প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় নিত্যকর্ম্ম দ্বারা স্মরণ অভ্যাস দৃঢ় না হয়। প্রথমে মনুষ্যের অনেক কর্ম্ম, অনেক কর্ত্তব্য থাকিবেই। সর্ব্বকর্ম্মের প্রথমে, অন্তে ও মধ্যে স্মরণ করিতে করিতে কর্ম্ম অভ্যাস কর। আর নির্দ্দিষ্ট সময় যাহা রাখিয়াছ, তখন ত আর অন্য কর্ম্ম নাই—তখন প্রতি শ্বাসে আমার স্মরণ অভ্যাস কর। হৃদয়ে বা কূটস্থে পুনঃ পুনঃ মন দ্বারা আমার নাম লেখ। সেই লেখাই জীবন্ত, সেই লেখাও আমি, ইহা ভাবিয়া আমার সঙ্গে কথা কও। মানস পূজা কর, বা জপকর, বা প্রার্থনা কর, বা প্রাণায়াম কর, বা সুখ দুঃখের কথা কও-যদি আমাকে স্মরণ না কর, তবে তুমি "তুষানাং কণ্ডণং যথা" করিয়া উঠিয়া আসিলে মাত্র। আমার কোন এক তত্ত্ব প্রত্যহ অভ্যাস কর। লীলা তত্ত্ব বা গুণতত্ত্ব—বা সৃষ্টিক্রম বা সংহারক্রম বা লয়ক্রম বা ভূতশুদ্ধি অথবা আমার স্বরূপ তত্ত্ব—যাহাতে যাহার রুচি—সেই রূপ তত্ত্ব অভ্যাস করুক, প্রকৃতি নিগ্রহ হইবেই—আমিই করিয়া দিব। আমি যে দূরের বস্তু নহি—আমি যে সঙ্গেই আছি, আমি যে আত্মারাম, আমি যে তোমার সকল কথা শুনিতে পাই ইহা ভুলিও না ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

শ রা
ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়স্য
যা শ্রী যা
বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়স্য চ অর্থে স্বস্ববিষয়ে শব্দাদিরূপে বচনাদিরূপে চ
যা ব
বিষয়ে রাগদ্বেষৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদারসম্ভাষণ-তৎ
স্পর্শনতত্তোষণাদৌ রাগঃ, প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি সৎসম্ভাষণ
ব শ শ
সৎসেবনসত্তীর্থাগমনাদৌ দ্বেষঃ ইষ্টে রাগঃ অনিষ্টে দ্বেষঃ ইত্যেবং
নী শ
ব্যবস্থিতৌ নিত্যসম্বদ্ধৌ। প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ
ম ম নী
ব্যবস্থায়া স্থিতৌ ন ত্বনিয়মেন সর্ব্বত্র তৌ ভবতঃ। তত্র তয়োর্বশং
শ্রী শ
ন আগচ্ছেৎ রাগদ্বেষয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেৎ। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ
সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা, তদা স্বধর্ম্ম-
পরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতি-
পক্ষেণ নিয়ময়তি তদাশাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশঃ তস্মাৎ
শ নী
রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেদিতি শাস্ত্রস্যাভ্যনুজ্ঞা, পুরুষস্য চ তদনু-
নী নী নী শ
ষ্ঠানে স্বাতন্ত্র্যমস্তি। হি যতঃ তৌ রাগদ্বেষৌ অস্য পুরুষস্য
নী শ শ
পরিপন্থিনৌ বিরোধিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ।
নী
কেন প্রকারেণ পরিপন্থিনৌ? অদৃষ্টদ্বারেণ। প্রবর্ত্তকত্বাৎ, নতু প্রকৃ-
নী
ত্যনুসারী ঈশ্বরোঽস্য পরিপন্থী, তস্য বৈষম্যাদিদোষাপত্তেঃ

নী

অয়ং ভাবঃ—যথা হস্তনৈব স্বাজ্ঞোল্লঙ্ঘনজেনাপরাধেন কুপিতো রাজা-অপরাধিনং হি নিগড়াদৌ নিগৃহীতুং স্বীয়ভটান্ প্রবর্ত্তয়তি স এবাদ্যতনেনৈব দানমানেন প্রসাদিত এনং তেষামেব ভটানামাধিপত্যে-নিযুঙ্‌ক্তে, এবং পূর্ব্বকর্ম্মানুসারী ঈশ্বরো রাগাদিদ্বারা পুরুষং বাধমানোঽপি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রানুসারিণা তেনৈব ভক্তিধ্যান প্রণিধানেনার্জ্জিতঃ এনং রাগাদিজয়েনিযুঙ্‌ক্তে। তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধ শাস্ত্রস্য নানর্থক্যং

নী

পুরুষস্য সাতন্ত্র্যসত্ত্বাৎ নাপীশ্বরে বৈষম্যাদিকং প্রাণিকর্ম্মায়ত্তত্বাদিতি।

শ্রী

যদ্বা—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতি গম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতের্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে

ম

প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। ইদঞ্চ "দ্বয়েহ প্রজাপত্যাদেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু 'লোকেষু অস্পর্দ্ধন্ত" ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাভাবিকরাগদ্বেষনিমিত্তশাস্ত্রবিপরীতপ্রবৃত্তিমসুরত্বেন শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিঞ্চ দেবত্বেন নিরূপ্য ব্যাখ্যাতমতিবিস্তরেণেত্যু-

ম

পরম্যতে ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। উহাদের বশবর্ত্তী হইওনা। কেননা উহারা মানুষের শত্রু ॥৩৪॥

অর্জ্জুন—যদি স্ব স্ব প্রকৃতির বশেই জীব সর্ব্বদা রহিল তবে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ত তাহাদের পক্ষে ব্যর্থ? যখন সকল জীবেরই প্রকৃতি আছে, তখন আর জীবের স্বাতন্ত্র্য কি রহিল বল?

ভগবান—মনেকর তোমার চক্ষে দ্রৌপদী ও দুর্য্যোধন পতিত হইল। প্রথমটী, দর্শন ইন্দ্রিয়ের অনুকূল, দ্বিতীয়টী প্রতিকূল। দ্রৌপদীকে দেখিয়া অবশ্য রাগ ও দুর্য্যোধনকে দেখিয়া

দ্বেষ হইবেই। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের এইরূপ নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার পুরুষেরও স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদা আছে। রাগদ্বেষের বশে পুরুষের যাওয়া উচিত নহে। পুরুষ যাইতেও পারে আবার নাও পারে—ইহাই তাহার স্বাতন্ত্র্য।

আমি বলিতেছি রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া পুরুষের উচিত নহে। কারণ রাগ ও দ্বেষ পুরুষের প্রবল শত্রু।

অর্জ্জুন—রাগ ও দ্বেষ ত মনের অবস্থা মাত্র। ইহার শত্রু কি রূপে? ইহারা কি অনিষ্ট করে? আর যদি ইহারা শত্রু হয়, তবে শত্রুর বশে না যাইবার বা উপায় কি? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ না হইতে দিলে রাগ দ্বেষ হয় না, তাহা সঙ্গত হয় কিরূপে?

ভগবান—রাগ ও দ্বেষ ত মনের অবস্থা বটে, কিন্তু বিচার কর ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হয়? বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় যুক্ত হইলে যাহা হয় লক্ষ্য কর। প্রাচীন সংস্কার বা প্রাচীন বাসনা বা প্রাচীন অভ্যাস ইহাই প্রকৃতি। বহুদিন ধরিয়া যাহা অভ্যাস হইয়াছে, তাহার অনুকূল চিন্তা বা কার্য্যে অনুরাগ আর বিরোধী চিন্তা বা কার্য্যে দ্বেষ হইবেই। প্রথমে যাহা ভাল লাগে না, তাহাও দেখা যায়, অভ্যাসে ভাল লাগিয়া যায়। কোন কোন বিষয় বা প্রথম দর্শনাবধি অনুরাগের চক্ষে লাগিয়া যায়। ইহা প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা বা প্রাচীন অভ্যাস দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতিই কার্য্য। প্রকৃতি বিষয় সম্বন্ধেই এই রাগ ও দ্বেষ তুলিয়া জীবকে বিষয়ে বদ্ধ কর। ভগবানকে বিস্মৃত না হইলে বিষয়ে অনুরাগ লাগে না। ভগবানকে বিস্মৃত হওয়া অপেক্ষা মানুষের আর অধিক অনিষ্ট কি হইতে পারে? কিন্তু ভগবান যাহার অনুরাগের বিষয় হইয়া গিয়াছেন তাহার সহজেই সমস্ত সাধিত হইয়াছে। এরূপ ভাগ্যবানের, বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে—বিষয়ে রাগ দ্বেষ দূর হইয়াছে। মন সর্ব্বদা ভগবৎ রসে মগ্ন বলিয়া বিষয়ের অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবনা তাহাকে সুখী বা দুঃখী আর করিতে পারে না। বুঝিতেছ রাগ ও দ্বেষের বশীভূত না হইতে হইলে কি করিতে হইবে?

অর্জ্জুন—এই যে পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ইত্যাদি পরিজনের উপর অন্যের অত্যাচার শ্রবণ করিয়া বা তাহাদের পীড়া ইত্যাদির কথা শুনিয়া মানুষ অস্থির হয়, ইহাও সেই প্রাচীন অভ্যাসের প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হয় বলিয়াই ত? ইহা যে মানুষ অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে প্রাচীন অভ্যাস কতখানি বদলাইলে তবে সে রাগদ্বেষের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে? এ বিষয়ে তুমি আরও বল—যাহাতে দুঃখী জীব বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া তোমাতে অনুরাগী হইতে পারে। আর এই যে বিষয়রূপ প্রমোদ মদিরা পান করাইয়া প্রকৃতি জগতকে উন্মত্তভূত করিয়া রাখিয়াছে, এই প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার শক্তি কি জীবের আছে?

ভগবান—সচরাচর সংসারে তিন প্রকার মনুষ্য দেখা যায়। পুরুষকার প্রয়োগের তারতম্য অনুসারেই মানুষে মানুষে এই প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) যাহারা একবারেই পুরুষার্থ প্রয়োগ করে না, যাহারা অলস, যাহাদের প্রকৃতি জড়ে বা তমোভাবে পূর্ণ হইয়াছে—তাহারা পূর্ণ মাত্রায় প্রকৃতির বশে আসিয়া গিয়াছে—স্বভাব বশে

যাহা ঘটিতেছে, তাহা নিবারণের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না, কেবল প্রকৃতির করাঘাতে কখন বিলাপ করে, কখন বা একটু সুবিধা পাইয়া আনন্দে মত্ত হয়—এরূপ তমোভাবাপন্ন সর্ব্বপুরুষার্থ শূন্য মানুষ পশ্বাদির সমান।

(২) যাহারা বিপদ কালে আমায় স্মরণ করে, প্রকৃতির হস্তে পড়িয়া, প্রকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ করে—শাস্ত্রোক্ত উপদেশ দ্বারা প্রকৃতি জয় করিতে চেষ্টা করে, এক কথায় যাহারা সময়ে সময়ে পুরুষার্থ প্রয়োগ করে, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্য। ইহারা পুরুষার্থ দ্বারা নৈতিক জগৎ পর্য্যন্ত আসিতে পারে। পুনঃ পুনঃ ইহারা রাগ দ্বেষে ক্লেশ পায়। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে যাহাতে আর ভবিষ্যতে এই রূপ না হয়। ইহাদের বুদ্ধির একটু দোষ থাকিয়া যায়। প্রকৃতির প্রলোভন—সংসার মদিরা ইহারা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ ইহারা করে—ইহারা বিষয় ভোগও করিতে চায়, আবার রাগ দ্বেষেরও বশীভূত হইতে চায় না। ইহারা বাহিরের যাহা কিছু দৃষ্টিতে পড়িবে তাহাও দেখিবে, আবার সর্ব্বদা রাম রামও করিবে। ইহা কিন্তু হয় না—গুণময়ী প্রকৃতি ইহাদিগকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলেন। ইহারা পুনঃ পুনঃ প্রকৃতির হস্তে বিড়ম্বিত হয় আবার শাস্ত্র সাহায্যে পুরুষার্থ লাভ করিয়া তাহার বলে কার্য্য করে। সফল মনোরথ হইলে ইহারা আবার সর্ব্বদা ভগবান স্মরণ রূপ অভ্যাস করে না—আবার প্রতারিত হয়। আর যখন প্রতারিত হয়, তখন শাস্ত্র বাক্য দ্বারা আবার প্রকৃতি জয়ে চেষ্টা করে। তাই বলিতেছি ইহারা নৈতিক জীবন পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সর্ব্বকালেই পুরুষার্থ লইয়া থাকেন। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটিবে, কখন্ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ করিয়া রাগ দ্বেষ তুলিয়া বিষয়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইবে, কখন্ প্রকৃতি অসাবধান করিয়া বল পূর্ব্বক গভীর অনর্থ স্রোতে টানিয়া ফেলিবে তাহার জন্য ইহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল। ইহারা বিষাদ যোগী। ইহারা বহবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। ইহারা প্রথম হইতে মনকে ভগবানের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান এবং আত্মবিচার—অথবা তপ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি কার্য্যে এরূপ ভাবে নিযুক্ত রাখেন—জপ, পূজা, উপাসনা, বিচার, এত দৃঢ় অভ্যাস করিয়া রাখেন, আমি কিছু নই, আমার কিছুই নহে, বিচার দ্বারা এই বৈরাগ্য এরূপ অভ্যাস করিয়া রাখেন, দেহ কিছুই নহে, মন কিছুই নহে, সংসার কিছুই নহে—ভগবানই সত্য তুমিই আনন্দ, আর সমস্তই মিথ্যা, আর সমস্তই দুঃখ, তুমিই অমৃত আর সমস্তই বিষ—তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে এই সমস্ত এতদৃঢ় আয়ত্ব করিয়া রাখেন যে, গভীর স্রোতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই নৌকা প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় ইহারা আর অনর্থ প্রাপ্ত হয় না; এবং বিষয় ঘনাবর্ত্তে পড়িয়া রাগ দ্বেষ ইত্যাদির মূল যে প্রকৃতি, তাঁহার হস্তে আর বিলুণ্ঠিত হন না। ইহারা আহার—নিদ্রা—ভয়—মৈথুনাদি—সর্ব্বপুরুষার্থ শূন্য পশু-জগৎ; এবং পশুত্বাদির আংশিক দমনরূপ নৈতিক জগৎ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ ভাবে প্রকৃতি দমন করিয়া ধর্ম্ম জগতে উঠিয়াছেন—সর্ব্বদা ভগবৎ আনন্দে থাকেন বলিয়া প্রকৃতি দমন আর তাঁহাদিগকে বশ করিতে পারেনা—সংসারের দুঃখ যেরূপ ভাবেই

উপস্থিত হউক না কেন তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন—আমি কেহ নহি, আমারও কেহ নহে, এই স্ত্রী পুত্র, এই আত্মীয় স্বজন, এমন কি এই আমার দেহ, এই আমার মন ইহারা কেহই আমার নহে—আমি ভগবানের, আমি তাঁহার দাস বা দাসী—তাঁহার জগতে সত্য কি, ইন্দ্রজাল কি, তিনি জানেন আমি তাহার নাম জপ, রূপগুণ ধ্যান, স্বরূপ আত্মবিচার, ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না—এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাগ্যবান সাধক সর্ব্বদাই ধর্ম্ম জগতে নিশ্চিন্ত ভাবে থাকেন। আবার সৎ সঙ্গে ও সৎ শাস্ত্র আলোচনায় এই আনন্দ তাঁহার বাড়িয়াই যায়। ইহাই রাগ দ্বেষকে বশীভূত করা। রাগ দ্বেষের বশীভূত হইও না—আমি যখন এই আজ্ঞা করিতেছি, তখন জানিও বশীভূত হওয়া ও না হওয়া এই উভয়েই তোমার স্বাতন্ত্র্য আছে। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, মান্য কর বা ভালবাস তবে চেষ্টা করিলেই তোমা দ্বারা প্রকৃতি জয় হইবে, আর আমাকে বিশ্বাস করিতে না পার, শাস্ত্র আজ্ঞা না মান, আমি ও আমার বাক্য যে শাস্ত্র, তাহা যদি না ভালবাসিতে পার তবে তুমি কখনই রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিতে পারিবে না।

অর্জ্জুন—তুমি আশীর্ব্বাদ কর সংসারের ত্রিতাপ তাপিত জীব যেন তোমার কথামত কার্য্য করিয়া নিরন্তর ধর্ম্ম রাজ্যে থাকিতে পারে। তুমি জীবের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে এই শ্লোক ধরিয়া আবার বল।

ভগবান—জীবের মধ্যে প্রকৃতিও আছে, আমিও আছি। জীব যখন প্রকৃতির হস্তে পড়ে তখন সে প্রকৃতির অধীন তখন সে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। কিন্তু আমিও জীবকে কখন ত্যাগ করি না। আমি জীবের স্বাধীনতা। আমিই জীবের পুরুষার্থ। আমি ভিন্ন জগতে স্বাতন্ত্র্য কাহারও নাই। জীবের মধ্যে আমি আছি বলিয়া জীব স্বাধীন। যে যত আমাকে লইয়া থাকে সে তত প্রকৃতির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করে। আমার বাক্যই শাস্ত্র। শাস্ত্র অর্থ, শাসন-বাক্য। আমি প্রকৃতিকে শাসন জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করি তাহাই শাস্ত্র। যে যত আমার বাক্য মানিয়া নিজ প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে, সে তত স্বাধীন হয়। রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইও না—ইহা শাস্ত্র বাক্য। গোপনে পরস্ত্রী দর্শন শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও কাহারও কাহারও ইহাতে অনুরাগ দেখা যায়, আবার সন্ধ্যা বন্দনাদি শাস্ত্র বিহিত হইলেও কোন কোন দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণের ইহাতে দ্বেষ দৃষ্ট হয়। রাগ ও দ্বেষ প্রকৃতির অস্ত্র। রাগ দ্বেষকে সম্মুখে রাখিয়া প্রকৃতি মানুষকে বশ করে। আমার অস্ত্র "শাস্ত্র"। শাস্ত্রজ্ঞান প্রবল করিতে পারিলে প্রকৃতি কখনই সে মানুষকে বিষয়ে অনুরাগী করিতে পারে না। রাগ দ্বেষ যেমন জীবের অধীনতার মন্ত্র, শাস্ত্রজ্ঞানও সেইরূপ জীবের স্বাধীনতার মন্ত্র। অতএব রাগদ্বেষ জয় করিবার জন্য গুরু ও শাস্ত্র আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রাণপণ কর। রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই জীব ভগবানকে ছাড়িয়া দেয়, পুরুষার্থরূপী ভগবানকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃতির বশে আসিয়া বহু ক্লেশে পতিত হয়। রাগ দ্বেষের সাহায্যেই প্রকৃতি মানুষকে পশু করে—জন্তুকে গাড়র করিতে প্রকৃতি পিশাচীই সমর্থ। ধর্ম্ম জগতে স্থিতিকাম পুরুষের সর্ব্বনাশ জন্য এই রাগদ্বেষরূপ দস্যু সর্ব্বদাই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত। শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রবাক্য মত কার্য্য করিলে তবে রাগদ্বেষরূপ দস্যুকে সংহার করিয়া প্রকৃতি জয় করা যায়।

কোন প্রজা যদি রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হয়, তবে রাজা কুপিত হইয়া প্রজাকে ধরিয়া আনিবার জন্য অনুচর নিযুক্ত করেন; আবার সেই প্রজা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলে তাহাকে দান মানাদি সৎকারে সমাদৃত করিবার জন্য অনুচরগণকে তাহার অধীন করিয়া দেন; সেইরূপ মানুষের অপরাধ বা প্রারব্ধ কর্ম্ম জন্য শ্রীভগবান দণ্ডবিধানার্থ তাহাকে রাগ দ্বেষরূপ পরিচারক হস্তে লাঞ্ছিত করেন। কিন্তু অপরাধী মানুষ যদি অপরাধ স্বীকার করিয়া—আর কখন অপরাধ করিব না, এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া শাস্ত্রমত কার্য্য করিতে করিতে ভগবানের শরণাপন্ন হয়, এবং ভক্তি, ধ্যান. ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ পালন করিতে করিতে আপন সাধু ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে, তবে করুণাময় প্রভু রাগ ও দ্বেষকে ঐ ভক্তের অধীন করিয়া দেন। রাগই রজ এবং দ্বেষই তম। পিঙ্গলা ও ঈড়ায় শ্বাসের গতাগতি রুদ্ধ করিয়া কুম্ভকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে স্থিতি লাভ করাও রাগদ্বেষ জয়। কুম্ভকে স্থিতি যখন আয়ত্ব হয় তখনও দৃঢ়ভাবে রাগদ্বেষ জয় হয়।

পুরুষকার যত্নে মানুষ রাগদ্বেষ জয় করিতে পারে। জয় করুক, করিয়া দেখুক, প্রকৃতি জয় তাহার হইয়াছে, এবং সে তখন নিষ্কণ্টকে মোক্ষপথে চলিয়াছে।

যে দেবাসুরের সংগ্রামের কথা শাস্ত্র এত বলেন এই রাগ ও দ্বেষ সেই অসুর—অর্থাৎ রাগদ্বেষ যুক্ত বৃত্তিগুলি অসুর, এবং শাস্ত্রোজ্জলা বৃত্তি গুলিই দেবতা।

চিত্ত শাস্ত্রার্থ আলোচনা জনিত জ্ঞানে তৃপ্ত হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দীপ্যমান হইলে তাহাকে দেব বলে। চিত্ত লৌকিক প্রয়োজন সাধক জ্ঞান ও সংসার জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বদা রাগ দ্বেষ যুক্ত যে অবস্থা পায় তাহাই অসুর। তুমি দেবতার সাহায্যে রাগদ্বেষরূপ অসুরকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

বি নী
বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্টোঽপি হিংসাদিমিশ্রোঽপি স্বধর্ম্মঃ
ম ম নী
ং বর্ণাশ্রমং প্রতি যো বিহিতঃ স তস্য স্বধর্ম্মঃ স্বস্ববর্ণাশ্রমানুরূপেণ
নী নী
ঈশ্বরেণ বিহিতত্বাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগনুষ্ঠিতা—
নী নী শ
দপি পরধর্ম্মাৎ হিংসাদিদোষরহিতধর্ম্মাপেক্ষয়া শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ

ব ব
যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য চ যুদ্ধাদিঃ। স্বধর্ম্মে
নী শ শ নী ম
যুদ্ধাদৌস্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং ইহলোকে
ম নী
কীর্ত্ত্যাবহং পরলোকে চ স্বর্গাদি চ প্রাপকং পরধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য
ব ম
মোক্ষচর্য্যাদিঃ ভয়াবহঃ ভয়মাবহতি অনিষ্ঠজনকঃ ইহাকীর্ত্তি-
ম
করত্বেন পরত্রনরকপ্রদত্ত্বেন। অতো রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্ত-
ম
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবৎ পরধর্ম্মোঽপি হেয় এবেত্যর্থঃ। তত্রায়ং সংগ্রহঃ
শ্লোকঃ—

শ্রদ্ধাহানি স্তথাসূয়া তুষ্টচিত্তত্বমূঢ়তে।
প্রকৃতের্ব্বশবর্ত্তিত্বং রাগদ্বেষৌ চ পুষ্কলৌ।
পরধর্ম্মরুচিত্বঞ্চেত্যুক্তা তুর্ম্মার্গ বাহকাঃ॥

ব
ননু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পশ্বাদিসাধারণীং প্রবৃত্তিং
ব ম
বিহায় শাস্ত্রীয়মেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং চেৎ তর্হি যৎ সুকরং ভিক্ষাশনাদি
ম
তদেব ক্রিয়তাং কিমতিদুঃখাবহেন যুদ্ধেনেত্যত আহ শ্রেয়ানিতি॥ ৩৫॥

সম্যগনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিদ্দোষ বিশিষ্ট স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও শ্রেয় কিন্তু পরধর্ম্ম গ্রহণ করা অনিষ্টজনক॥ ৩৫॥

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ রাগও দ্বেষের বশীভূত না হইতে। মানুষের রাগ ও দ্বেষ, পশ্বাদি সাধারণী প্রবৃত্তি। রাগ দ্বেষময়ী এই পশ্বাদি সাধারণী প্রবৃত্তি আবার মানুষের আপন আপন প্রকৃতিই নির্ম্মাণ করে। এক দিনে প্রকৃতি ইহা নির্ম্মাণ করে নাই। বহু দিনের অভ্যাসে এই প্রবৃত্তি জন্মে। স্ব স্ব প্রকৃতির অভ্যাস বদলাইতে হইবে। তদ্ভিন্ন রাগ দ্বেষের হস্ত হইতে

যুক্তি নাই। যাহা প্রাচীন অভ্যাস তাহার অনুকূল যাহা তাহাতেই সুখ, আর প্রতিকূল যাহা তাহাতেই দুঃখ। কাজেই শাস্ত্রমত অভ্যাস গঠন করিতে গেলে প্রথমে ক্লেশ আছে। শাস্ত্রমত কর্ম্ম অভ্যাসে মন যখন ভগবৎ রসে আপ্লুত হইতে থাকিবে তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলেও তাহাতে আর রাগ দ্বেষ জন্মিবে না। এইখানে জিজ্ঞাসা করি শাস্ত্র মত কর্ম্ম অভ্যাস কালেও যাহাতে রাগ দ্বেষের অবসর অল্প, তাহার আচরণইত শ্রেয়ঃ।

ভগবান—সকল প্রকৃতির লোকের জন্য শাস্ত্র কিছু একরূপ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করেন নাই। বর্ণ ও আশ্রম মত সকলেই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই মানুষের অসাধারণ ধর্ম্ম। চুরী না করা, মিথ্যা কথা না কহা, পরকে উৎপীড়ন না করা ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। জীবের যত যত আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, তত তত মানুষ বুঝিবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

স্বধর্ম্মে যদি রাগদ্বেষের কার্য্য থাকে—যেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদিতে হিংসা আছে, ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদিতে হিংসা নাই—তথাপি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম মত চলাই উচিত। পরধর্ম্ম যদি সহজ মনে হয়, আর রাগ দ্বেষের অবসর নাই বলিয়া যদি সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইবে মনে হয়, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ উচিত নহে। ইহাতে অনিষ্ঠ ভিন্ন ইষ্ট হইবে না। স্বধর্ম্ম পালনে অঙ্গহানি জনিত বৈগুণ্যও যদি ঘটে, তাহাও শ্রেয় তথাপি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন অন্য বর্ণের বা অন্য আশ্রমের যে ধর্ম্ম, তাহা গ্রহণ করিবে না। নতুবা তুমিই সমাজ বিশৃঙ্খল করিয়া, অকীর্ত্তি ও পাপ অর্জ্জন করিলে এবং পরলোকেও স্বর্গাদি হইতে বঞ্চিত হইলে। এই জন্য শূদ্রাদির ব্রাহ্মণধর্ম্ম গ্রহণ, যেমন আত্মনাশকর, ব্রহ্মচারী বা গৃহীর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করাও সেইরূপ।

রাগদ্বেষ যুক্ত পশ্বাদি সাধারণী বৃত্তি যেমন পরিত্যাগ করা উচিত, পরধর্ম্মও সেইরূপ পরিত্যাজ্য। ভগবৎ বাক্যে শ্রদ্ধাশূন্য হওয়া, শাস্ত্র বাক্যে দোষারোপ করা, চিত্তকে বিষয়াদি দোষে ব্যাপৃত রাখা, প্রকৃতির বশে যাওয়া, রাগদ্বেষ লইয়া থাকা আর পরধর্ম্মে রুচি, এই গুলি পাপ মার্গে লইয়া যাইবার মূল।

অর্জ্জুন—স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম—আরও ভাঙ্গিয়া বল।

ভগবান—প্রথমে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঋষিদিগের মীমাংসা শ্রবণ কর, পরে স্বধর্ম্ম কি ও পরধর্ম্ম কি বুঝাইতেছি। "যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণীগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব যদ্দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ পায়, তাহাই ধর্ম্ম" শান্তি পর্ব্ব ১০৯ অঃ।

জ্ঞান বস্তুটি এক, এবং ভক্তি পদার্থ টিও এক, কিন্তু ধর্ম্ম বহু প্রকার। "মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানা প্রকার ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে তাঁহাদের সকলের মতে ইন্দ্রিয় সংযমই সর্ব্ব প্রধান" শান্তিপর্ব্ব ২৬০ অঃ।

চক্ষু রূপ দেখিলেই হয় অনুরাগ, নয় দ্বেষ করিবেই। চক্ষু রূপে গিয়া পড়িলেও—প্রতিনিয়ত অভ্যসনীয়, শাস্ত্রনিশ্চিত নাম, রূপ, আত্মবিচারাদিতে মন, পূর্ব্ব হইতে এত নিযুক্ত থাকিবে যে, উহা বাহিরে কি দেখিল কিছুই মনে থাকিবে না, যে সমস্ত অভ্যাস দ্বারা ইহা

হয়—তাহাই ইন্দ্রিয় সংযমের শেষ ফল। সাধকের প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রিয়কে একা বিষয়ে ছাড়িয়া দিতে নাই। সর্ব্বদাই জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহার দ্বারা এই মত্ত হস্তীকে ভগবানে ফিরাইতে হইবে। সর্ব্বদা বিচার রাখিতে হইবে—রূপ কি আর দেখিব—কথা কি আর শুনিব—বিষয় গুলি দেখা শুনার বস্তু নহে, কারণ বিষয় অসৎ। যাহা সৎ তাহা লইয়াই থাকিতে হইবে, সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীভগবান ভিন্ন সত্যত কিছুই নাই। এইরূপ বিচার দ্বারা সর্ব্বদা বৈরাগ্য অভ্যাস করা চাই। "আমি" "আমার" বলিয়া যাহা লইয়া আছি, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বস্তু—তুমিই একমাত্র কল্যাণের নিদান, সর্ব্বদা বিচার দ্বারা ইহা লইয়া থাকিলে ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে আসক্ত হইয়া রাগদ্বেষ উৎপাদন করিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম হইবে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিলে, তবে বর্ণাশ্রম কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করা সম্ভব। সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত বিচার কর সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকে মনকে আত্মসংস্থ করিয়া স্থিতি লাভ করিতে অভ্যাস কর শীঘ্র কার্য্য উদ্ধার হইবে।

শাস্ত্র আরও বলেন ধর্ম্ম চারি প্রকার, (১) বেদ নির্দ্দিষ্ট, (২) স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট, (৩) সাধু আচরিত, (৪) আত্ম বিচার সিদ্ধ। শান্তিপর্ব্ব ১৩২ অঃ।

এক্ষণে স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, বায়ুর ধর্ম্ম স্পন্দন, সেইরূপ মানুষের ধর্ম্ম কি? প্রকৃতি ভিন্ন ২ বলিয়া মানুষ বিভিন্ন। আপন আপন প্রকৃতির যে ধর্ম্ম তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের স্বধর্ম্ম। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা হইলেও প্রাচীন সংস্কার, প্রাচীন অভ্যাস, প্রাচীন বাসনার দ্বারাই স্বভাবতঃ কর্ম্ম হয়। প্রাচীন সংস্কার বশতঃ মানুষ এক একটি মুখ্য অভ্যাস লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহার যে অভ্যাসে বা যে সংস্কারে জন্ম সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বাভাবিক। যে, যে সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে তাহাকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন স্বধর্ম্ম হয় না।

গীতার উপদেশ এবং শাস্ত্র উপদেশ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। শাস্ত্র সর্ব্বত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিতেছেন। প্রতি বর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম। এক বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম, অন্য বর্ণ ও অন্য আশ্রমের পরধর্ম্ম।

যাঁহারা বলেন স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম অর্থে ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম তাঁহারা স্ব শব্দের অর্থ আত্মা নিশ্চয় করেন। আত্মা এক সন্দেহ নাই। কিন্তু এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে অভিমান করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেন। এই জন্য বিভিন্ন উপাধি বিশিষ্ট আত্মা সমূহের স্ব স্ব ধর্ম্মও বিভিন্ন। স্বধর্ম্মকে আত্ম ধর্ম্ম বলিয়া. ব্যাখ্যা করিয়াও ইঁহারা সকল মনুষ্যকে একাকার করিতে পারেন না। যখন সকল মনুষ্য এক হইতে পারেনা তখন ভিন্ন ২ মনুষ্য জাতিকে এক জাতিত্বে পরিণত করাও অসম্ভব। কাজেই জাতিভেদ চিরদিনই আছে. থাকিবে ও ছিল। জাতি ভেদ তুলিয়া দিবার প্রয়াস গীতাতে নাই কারণ ইহাই অজ্ঞান। গীতা আমার হৃদয় ইহাতে অজ্ঞান থাকিতে পারেনা।। জাতিভেদের ব্যভিচার দূর করাই প্রকৃত উন্নতি।

যাঁহারা স্বধর্ম্ম অর্থে নিজ স্বভাব বিহিত ধর্ম্ম বলেন এবং পরধর্ম্ম অর্থে পর স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম বলেন তাঁহারা মনুষ্য মধ্যে স্বভাবের ভিন্নতা স্বীকার করেন। এখানে স্বভাব না বলিয়া প্রকৃতি বলিলেই শাস্ত্র মান্য করা হইল। স্বভাব সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ কর। "পরমাত্মা স্বভাব শূন্য" শান্তি পর্ব্ব ২০১। "যিনি কর্ত্তা, করণ, দেশ, কাল, সুখ, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও অনুরাগাদির কারণ তিনিই স্বভাব। ঐ স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্যা জীব এবং ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। সেই স্বভাব একাকীই সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন সুতরাং তিনিই কারণ এবং তদতিরিক্ত সমস্তই কার্য্য। এই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন দেহে অহং অভিমান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। "জন্মান্তর কৃত সংস্কার প্রাণিনাং বর্ত্তমান জন্মনি স্ব কার্য্যাভিমুখত্বেন অভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ"। এখন কোন্‌টি নিজ স্বভাব তাহা ঠিক করিবে কিরূপে?. আত্মা যে দেহ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন তাহাই ঐ দেহধারণ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতি হইয়া থাকে। ঐ দেহ ত্যাগ ব্যতীত ঐ স্বভাব পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। এই জন্য গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে যে ব্রাহ্মণাদি জাতি ও কর্ম্ম ভেদ হইয়াছে ইহা স্বাভাবিক। অষ্টাদশ অধ্যায় ৪১ শ্লোকে আবার এই বিষয় আলোচনা করা হইবে। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা উচিত সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে যে পৃথক পৃথক জাতি আছে তাহাদের একত্ব কখন হইতে পারে না। যাহারা পৃথক পৃথক্ জাতি ভাঙ্গিয়া এক জ্যতির ব্যবস্থা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত এবং ব্যভিচার ধর্ম্ম স্থাপনে প্রয়াসী মাত্র। যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বাহিরে, তাহারাও. আপন আপন স্বভাব মত কর্ম্ম করিলে উন্নতি লাভ করিবেন এবং শেষ জন্মে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে অধিকারী হইয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন ইহাই গীতার শিক্ষা। কলির প্রাবল্যে যখন ব্যভিচারেব প্রাখর্য্য হইবে, তখন কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য কোন জাতি মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়, সদেহমুক্তি, বিদেহমুক্তি, দিব্যদর্শন ইত্যাদি কথাগুলিও থাকিবে না। কেহ এই সমস্ত কথা বলিলেও লোকে তাহাকে বাতুল মনে করিবে।

স্বধর্ম্ম অর্থে আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিলাম। অষ্টাদশ ৪৫। ৪৬। ৪৭ শ্লোকে বিশেষ করিয়া ইহা বলা হইবে।

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্র ও কি এই কথা বলিতেছেন ?
ভগবান :—

ধর্ম্মের অঙ্গ ১০। প্রায় সর্ব্ব শাস্ত্রেই ইহা পাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে ॥
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ।
অহিংসয়া সুশান্ত্যাচ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে ॥
এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ।

স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন তাঁহারা বস্ত্রপরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। শূদ্রের দান বৃত্তি, বৈশ্যের

কৃষি বাণিজ্য, রাজার দণ্ড নীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য তপোনুষ্ঠান মন্ত্র পাঠ ও সত্য প্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয়, লোকের চরিত্র দোষ সংশোধন করিতে সমর্থ তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজা প্রমাদ যুক্ত হইলেই চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়। শান্তি পর্ব্ব ৯১ অধ্যায়।

অর্জ্জুন—এই যে ঘোর কলিযুগ আসিতেছে ইহাতে মানুষ কি স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? ব্রাহ্মণের উপজীবিকা তখন কি হওয়া উচিত?

ভগবান—ভয়ানক কর্ম্ম বিপ্লবের সময় আসিতেছে। ইহা আপদ ধর্ম্মের কাল। তথাপি ব্রাহ্মণের উপজীবিকা শাস্ত্র মত হওয়াই উচিত। উঞ্ছবৃত্তি (পথে পতিত ধান্য একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করা) শিলবৃত্তি (ধান্য মঞ্জরী সংগ্রহ করা)—এই দুইটী ঋত। অযাচিত-ভাবে বস্তু আসা অমৃত; ভিক্ষালব্ধবস্তু মৃত; কৃষি, বৃত্তি, প্রমৃত; সত্য মিথ্যা যুক্ত বানিজ্য বৃত্তি সত্যানৃত; বরং ব্রাহ্মণ এই সমস্ত অবলম্বন করিবেন কিন্তু শ্ববৃত্তি বা চাকুরী কখন করিবেন না। ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুনউবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

হে বার্ষ্ণেয় [ম] বৃষ্ণিবংশে মন্মাতামহকুলে কৃপয়াবতীর্ণ! অথ কেন [ম] হেতুনা [নী] ঈশ্বরাদীনামন্যতমেনান্যেন বা [ব] প্রয়োজকেন বা প্রযুক্তঃ [ম] প্রেরিতঃ অয়ং পূরুষঃ [শ] রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং [শ] পূরুষঃ পাপং [ম] ফলাভিসন্ধিপুরঃসরং কাম্যং বহুবিধংকর্ম্ম অনিচ্ছন্নপি স্বয়ং [ম] কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি বলাৎনিয়োজিতইব [ম] রাজ্ঞেবভৃত্যস্তন্মতবিরুদ্ধং সর্ব্বানর্থানুবন্ধিত্বং জানন্নপি চরতি [শ] আচরতি?

শ্রী

কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে

প্রবৃত্তি দর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবে-
শ্রী
দিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ।

ব
স কিমীশ্বরঃ পূর্ব্বসংস্কারো বা, তত্রাদ্যঃ সাক্ষিত্বাৎ কারুণিক-
ব
ত্বাচ্চ ন পাপে প্রেরকঃ। ন চ পরো জড়ত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন হে বৃষ্ণিবংশ জাত শ্রীকৃষ্ণ তবে কাহার প্রেরণায় এই পুরুষ অনিচ্ছা সত্বেও যেন বল পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে? ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন—এই খানে আমার এক প্রশ্ন আছে। ইচ্ছা নাই তথাপি কে যেন বল পূর্ব্বক পুরুষকে পাপ করায়? কেন ইহা হয়? তুমি বরাবর বলিতেছ, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ২।৬২—বিষয় ধ্যান করিলে—অর্থাৎ বিষয়াসক্তি করিলে রাগ ও দ্বেষ জন্মিবেই—অনুরাগও দ্বেষ মানুষের শত্রু, রাগ দ্বেষের বশে যাইও না—পুরুষ তোমার উপদেশ শুনিয়া সাবধানে স্বধর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে—তথাপি কাহার প্রেরণায় তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপ করিয়া ফেলে? তোমার কল্যাণময় অভিপ্রায়ের বিরোধী হইতে আদৌ ইচ্ছা নাই, পাপানুষ্ঠানে একবারেই বাসনা নাই, তোমার আজ্ঞা পালনে পুরুষার্থ করিতেই ইচ্ছা—তথাপি কেন তোমার ভৃত্য-জীব, তোমার মতবিরুদ্ধ সর্ব্বানর্থের হেতুভূত পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়?

আরও বিবেক বলে কাম ক্রোধ দমন করিতেছে এমন পুরুষেরও পাপে প্রবৃত্তি দেখা যায়? তবে কি পাপের প্রবর্ত্তক কেহ আছে? ঈশ্বর কখন পাপের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না—কেননা তিনি সাক্ষী স্বরূপ, বিশেষ তিনি যখন অবতার গ্রহণ করেন তখনও তিনি পরম কারুণিক—তিনি পাপের নিয়োগ কর্ত্তা কিরূপে হইবেন? যদি বলা যায় প্রাচীন পূর্ব্ব সংস্কার বা প্রকৃতিই পাপ করায় তাহাই বা সম্ভব কিরূপে হয়? কেননা সংস্কার ত জড়? এই জন্য আমার জিজ্ঞাস্য, পুরুষকে পাপ করায় কে?

ভগবান—ইহা নিতান্ত আবশ্যকীয় প্রশ্ন। কিরূপে পাপ হয় পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছি।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ

শ্রী ভগবানুবাচ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতিঙ্গণা

ঐশ্বর্য্যাদি ষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবন্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥

শ

উৎপত্ত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি।

শ্রী শ্রী বি

শ্রীভগবান্ উবাচ যস্তয়াপৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব। এষঃ

নী র ব

প্রসিদ্ধঃ কামঃ প্রাচীন বাসনাজনিত রূপ শব্দাদি বিষয়কোঽভিলাষঃ

বি

পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি, তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ।

বি

এষ কাম এব পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমান এষঃ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধো ভবতি

বি

কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতোভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ।

ম শ

ক্রোধোঽপি এষ কাম এব। এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ সর্ব্বলোক-

ম শ

বশং কুর্ব্বন্ মহান্ শত্রুর্নিমিত্তো সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্। এষ

শ ম ম

এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ রজোগুণ এব সমুদ্ভবঃ কারণং যস্য অতঃ কারণানুবিধায়িত্বং কার্য্যস্য সোঽপি তথা, যদ্যপি তমোগুণোঽপি তস্য কারণং, তথাপি দুঃখে প্রবৃত্তৌ চ রজস এব প্রাধান্যাৎ তস্যৈব নির্দ্দেশঃ। এতেন সাত্ত্বিক্যা বৃত্ত্যা রজসি ক্ষীণে সোঽপি ক্ষীয়ত

ইত্যুক্তম্। অথবা তস্য কথমনর্থমার্গে প্রবর্ত্তকত্বমিত্যত আহ,
রজোগুণস্য প্রবৃত্ত্যাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যস্মাৎ, কামো হি
বিষয়াভিলাষাত্মকঃ স্বয়মুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি
ম শ্রী
প্রবর্ত্তয়তি তেনায়মবশ্যং হন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। এনং কামং ইহ
শ্রী ম ম শ্রী
মোক্ষমার্গে সংসারে বা বৈরিণং বিদ্ধি জানীহি। অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণ-
শ্রী ম
ক্রমেণ হন্তব্য এব। ননু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাশ্চত্বার উপায়াস্তত্র
প্রথমত্রিকস্যাসম্ভবে চ চতুর্থো দণ্ডঃ প্রয়োক্তব্যো নতু হঠাদেবেত্যাশঙ্ক্য
ম
ত্রয়াণামসম্ভবং বক্তুং বিশিনষ্টি। যতো মহাশনোমহদশনমস্যেতি
শ্রী
মহাশসঃ দুষ্পূর ইতর্থ্যঃ "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহি যবং হিরণ্যং পশবঃ
স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ"॥ ইতি
ম
স্মৃতেঃ, অতো ন দানেন সন্ধাতুং শক্যঃ, নাপি সামভেদাভ্যাং, যতো
হ হ রা রা
মহাপাপ্মা। মহান্ পাপ্মা যস্মাৎ ভবতি স পরহিংসাদিষু প্রবর্ত্তয়তি
শ্রী নী
অত্যুগ্র ইতি যাবৎ। যথা মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ স হি সহস্রশঃ
নী
প্রবোধিতোঽপি ন নিরর্ত্তে তদ্বদয়মপি দুশ্চিকিৎস্যঃ, ইতি ভাবঃ।
তদেতৎ সর্ব্বং বিবৃতং বার্ত্তিককারৈঃ "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব
সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম
কুর্ব্বীয়'—অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-
ব্যাখ্যানে—

অবিদ্যোদ্ভূতকামঃ সন্নথো খল্বিতি চ শ্রুতিঃ ॥
অকামতঃ ক্রিয়া কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ।
যদ্‌যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্ ॥
কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি বচনং স্মৃতেঃ।
প্রবর্ত্তকো নাপরোঽতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে ॥৩৭॥

এই (প্রসিদ্ধ) কাম, এই (প্রত্যক্ষ) ক্রোধ রজোগুণই ইহার কারণ, ইহা অপূর্ণোদর, ইহা মহাপাপ (অত্যুগ্র) ইহাকে এই সংসারে পরম শত্রু বলিয়া জানিও ॥৩৭॥

ভগবান :—কাহার প্রেরণায় পুরুষ পাপ করে, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এই :—পাপের প্রবর্ত্তক কাম এবং ক্রোধ। ক্রোধ কাম হইতে পৃথক্ নহে কারণ কাম বাধা পাইলেই ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। জগতে যত বস্তু আছে সমস্তই প্রদান কর—কামনার উদর কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে। ইহা মহাপাপ স্বরূপ। সামদান ভেদ দ্বারা ইহাকে বশ করা যায়না ইহা নিতান্ত উগ্র। জীবের মোক্ষমার্গের প্রবল শত্রু এই কাম। ইহা সর্ব্বথা হন্তব্য। তাই বলিতেছি এই অপূর্ণোদর কামের যখন কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এই মহাপাপের অত্যুগ্রতা যখন কিছুতেই নিবারিত হয়না, প্রবল শত্রু এই কাম যখন, অনিষ্ট টি বলিয়া কহিয়া দিয়া মানুষকে জোর করিয়া পাপে প্রবৃত্ত করায় তখন এই প্রবল শত্রুকে সর্ব্বদা দণ্ড দাও, দিতে দিতে বিনাশ কর।

অর্জ্জুন—কাম কি? ইহা কোথা হইতে আইসে? ইহাই বা পাপের প্রেরক কিরূপে! কি উপায়ে কাম জয় করা যায় এই সমস্ত প্রশ্ন বেশ করিয়া মিটাইয়া দিতে হইবে।

ভগবান—কাম কি প্রথমে ইহা ধারণা কর। "প্রজহাতি যদা কামান্" (২।৫৫) এবং "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" (২।৬২) ইত্যাদি একবার স্মরণ করিয়া লও।

শ্রুতি বলেন; "অথো খল্বাহুঃ কাম ময় এবায়ং পুরুষঃ" "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মেস্যাদথ প্রজায়েয় অথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইতি শ্রুতেরিয়ং মে ভূয়াদিদং মে ভূয়াদিতি তীব্রাভিলাষহেতুভূতশ্চেতসোঽনবস্থিতত্বাপাদকো বৃত্তি বিশেষঃ সচেতো রূপ এব।

আত্মাই অগ্রে ছিলেন। তিনি কামনা করিলেন আমার জায়া হউক, প্রজা হউক, বিত্ত হউক। 'আমার এই হউক' 'আমার এই হউক' এই তীব্র অভিলাষ হেতুভূত যে চিত্ত বৃত্তি তাহাই কাম। কাম, মনেরই ধর্ম্ম। 'কামানাং মনো ধর্ম্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ' স্মরণ কর। "সঙ্কল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ"। কাম সঙ্কল্পমূলক। কাম না থাকিলে কোন ক্রিয়া থাকেনা। যে যাহা করিতেছে সমস্তই কামের চেষ্টা মাত্র। যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তদ্ কামস্য চেষ্টিতম্। অকামস্য ক্রিয়া কাচিত্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।

প্রথম সঙ্কল্প পরে কাম। সঙ্কল্প কি দেখ। সঙ্কল্পঃ অনেন কর্ম্মণা ইদমিষ্টং ফলং সাধ্যতাম্। ইষ্ট সাধন হউক এই অজ্ঞানরূপ সঙ্কল্প হইতে কাম বা ইচ্ছা হয় তার পর ক্রিয়া। তবেই দেখ অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিত্তবৃত্তি তাহাই কাম। 'কামে হ্যভুতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি'। কাম জন্মিলে রজ উদয় হইয়া পুরুষকে কর্ম্ম করায়। পুংসো যা বিষয়াপেক্ষা স কাম ইতি ভণ্যতে। পুরুষের যে বিষয় লাভের জন্য অপেক্ষা তাহাই কাম।

পুরানদৌ কামময়এব ভূত্বার্থ কর্ম্মকৃত্। যতোহয়ং কর্ম্মণো হেতুঃ কামোহতোহস্য প্রধানতা"। ভাবার্থ এই যে পুরুষ প্রথমে কাম ময় হইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যেহেতু কাম, কর্ম্মের কারণ এই জন্য কামের প্রাধান্য। এখন দেখিতেছ কাম সঙ্কল্প হইতে জাত। যদি জিজ্ঞাসা কর আদি—সঙ্কল্প কি ? পুরুষের আদি সঙ্কল্প হইতেছে "অহং বহুস্যাম্"।

যদি প্রশ্ন কর এ সঙ্কল্প করেন কেন ? মূলতত্ত্বই ইহা। এই জগতের অধিষ্ঠানভূত এক সর্ব্বব্যাপি চৈতন্য সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান। ইহাকেই পরমাকাশ বলা হয়। ইহাই অনন্ত চিন্মণি। মণির যেমন ঝলক হয়, সেইরূপ ঐ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য স্বভাবতঃ চেত্য বিষয়ে উন্মুখ হয়। সহজ করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় পরমাকাশ হইতে সঙ্কল্প উত্থিত হয়। মণির ঝলকের মত স্বভাবতঃ সঙ্কল্প উত্থিত হয় ইহা বলিতেও পার অথবা যদি বল স্বাধীনতার জন্য তিনি সঙ্কল্প করেন—কাজেই কেন হয় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারনা। যদি কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাও তবে বল তাঁহার সঙ্কল্প করার যখন কারণ আছে তখন তিনি স্বতন্ত্র নহেন পরতন্ত্র। তুমি যে মনের মধ্যে সঙ্কল্প তুলিয়া থাক তাহার কারণ তুমি স্বাধীন। তুমি তুলিতেও পার নাও তুলিতে পার ইহা তোমার স্বাধীনতার পরিচায়ক। যাহা হউক বল স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য চেত্যবিষয়ে উন্মুখ হয়। সেই উন্মুখী ভাবকে সঙ্কল্প বৃক্ষের অঙ্কুর বলিতে পার। সেই সঙ্কল্প-অঙ্কুর লেশ মাত্র সত্তা লাভ করিয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎস্বভাবের তিরোধন করিয়া জড়প্রপঞ্চ সম্পাদনার্থ মেঘের ন্যায় নিখিল চিত্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করতঃ ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়। বীজ, আত্মচেত্য ভাবনা করতঃ যেমন অঙ্কুর ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যও সঙ্কল্প ভাব প্রাপ্ত হন। এই বিশাল জগৎ ঐ সঙ্কল্পের রূপান্তর মাত্র। সঙ্কল্প উৎপন্ন হইলেই জগৎ উৎপন্ন হয়, আবার সঙ্কল্প বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি ঐ সঙ্কল্পের অবয়ব মাত্র। ঐ সঙ্কল্প অবিষ্ঠানভূত চৈতন্যের অনুগ্রহে প্রজাপতি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া নিখিল জগৎপুর সৃজন করেন। ঐ সঙ্কল্পই মহামন। ঐ মনের সত্ব রজ তমোময় তিন দেহ। তবেই দেখ সঙ্কল্পই মায়ামল। অব্যাকৃত পরমকাশ হইতে এই মায়ামল উৎপন্ন হয়। সঙ্কল্প মাত্রাত্মক এই জগৎ স্বপ্ন দৃষ্ট পুরীর সমান। এই জগৎ যে স্থানে চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে সেই স্থানে দেখিবে কেবল মাত্র জগতের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যই বিরাজমান—এই জগৎ শূন্য আকাশ মাত্র। দৃষ্টি গোচর হইলেও ইহা অসৎ।

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি মূলতত্ত্বটি বিশেষ রূপে ধারণা করা চাই নতুবা কোন তত্ত্বই বুঝিবেনা। অন্য প্রকার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই জগৎ সমূহের অধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী যে চৈতন্য আছেন তাঁহাকেই তুমি আত্মতত্ত্ব

বলিয়া জানিও। আত্মতত্ত্ব অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। অপরিচ্ছিন্ন আত্মতত্ত্ব স্বীয় শক্তি বলে অবলীলা ক্রমে দিক ও কালে পরিচ্ছিন্ন যে আকার ধারণ করেন—বাসনা বিশিষ্ট সেই আকৃতিই সঙ্কল্পনোন্মুখী চঞ্চল মন হয়। জীব্ উহার পর্য্যায়। সঙ্কল্প, মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এই গুলি একবস্তু—কেবল নামে মাত্র প্রভেদ।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কাম কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তর একরূপ দেওয়া হইয়াছে। সঙ্কল্প হইতে কাম জন্মে। যখনই সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় তখনই স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যে তাহার একটা প্রতিবিম্ব ভাসে। চৈতন্যের উপরে সঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব—কথা অতি সূক্ষ্ম। ইহাও অতি সূক্ষ্ম চলন। চৈতন্য ঐ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সুন্দর বোধ করেন। ইহাই শোভনাধ্যাস। ঐ প্রতিবিম্বকে 'সূক্ষ্ম বিষয়' নাম দিতে পার। পুরুষ যখন বিষয়কে সুন্দর ভাবিয়া তাহার ধ্যান করেন—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গ স্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ। বিষয়ের ধ্যান কর—তাহাতেই বিষয় সঙ্গ হইল। বিষয় সঙ্গ হইলেই কাম জন্মিল। ক্রম এই—প্রথমে সঙ্কল্প—সঙ্কল্প হইতে বিষয় ধ্যান, বিষয় ধ্যান হইতে বিষয় সঙ্গ, সঙ্গ হইলেই কাম।

অর্জ্জুন—তবে যে বলিয়াছ অজ্ঞান হইতেই কামের উৎপত্তি?

ভগবান—সঙ্কল্প অজ্ঞান হইতেই জন্মে। শোভনাধ্যাসটা অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন। আত্মাই সুন্দর। আত্মা হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা তাহা কখন সুন্দর হইতে পারে না। যাহা সুন্দর নহে তাহাকে সুন্দর মনে করাই শোভনাধ্যাস। ইহাই অজ্ঞান। ইহা হইতেই বিষয় সঙ্গ, তাহা হইতেই কাম। এই জন্য অজ্ঞান হইতে কাম জন্মিয়াছে বলা হয়।

অর্জ্জুন—আত্মা হইতে যেরূপে অজ্ঞান রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ আদি আসিল তাহার ক্রম আর একবার বল।

ভগবান—জ্ঞান স্বরূপ আত্মাই আছেন। যে কারণেই হউক আত্মার শরীর পরিগ্রহ হইলেই দুঃখ। এই শরীর পরিগ্রহ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ। অজ্ঞান পরিগ্রহকে বলা হয় আত্মার কারণ শরীর গ্রহণ। মন গ্রহণকে বলা হয় আত্মার সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ আর পঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করাই স্থূল দেহ গ্রহণ। শরীর পরিগ্রহ হয় কর্ম্ম হইতে—কর্ম্ম হয় রাগ দ্বেষাদি অন্তঃকরণ ধর্ম্ম হইতে,—রাগাদি জন্মে অভিমান হইতে; অভিমান জন্মে আত্মা ও অনাত্মার ভেদ জ্ঞান শূন্যতা রূপ অজ্ঞান হইতে। এই অজ্ঞান কি তাহা চিন্তা কর। আত্মাকে জানাই জ্ঞান না জানাই অজ্ঞান। যদি জিজ্ঞাসা কর অজ্ঞান কিরূপে জন্মে?

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? ভক্ত উত্তর করেন ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ং। অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে। অবিবেকাদভিমানো জায়তে, অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে, রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। কর্ম্মভ্যঃ শরীর পরিগ্রহো জায়তে শরীর পরিগ্রহাৎ দুঃখং জায়তে। অজ্ঞানের যে আদি নাই ইহা বহুবার বলা হইয়াছে। আত্মা আপন স্বরূপে থাকিয়াও আপন হইতে যেন অন্যরূপ হইতেছেন—এই অন্যরূপকে সুন্দর বোধ করিতেছেন—ইহা চিরদিনই হইতেছে এই জন্য বলা যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞান অনাদি।

যখনই দৃশ্যকে সুন্দর বোধ হয় তখনই ভোগেচ্ছা জন্মে, তখনই আত্মা বহু হইয়া আপনাকে আপনি যেন ভোগ করেন। এই জন্য বলা হয় পুরুষ কামনাময়। কামই স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে। কামে দৃষ্টি পড়িলে স্বরূপ দৃষ্টি ভুল হয়। আত্মদৃষ্টি তখন বাহিরে ছুটিয়া আইসে। বহির্দ্দৃষ্টি হইয়া বিষয়ে আসিয়া পড়ে। যতক্ষণ আত্মদৃষ্টি ততক্ষণ শান্ত চলন রহিত অবস্থা; কিন্তু যখনই সঙ্কল্প জাগে তখনই রজোগুণ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করায়। ক্রিয়া শক্তি চালাইলেই বহিঃদৃষ্টি বিলক্ষণ প্রসারিত হইল। এই জন্য বলা হয় রজোগুণ হইতে কাম—কাম হইতেই পাপ আবার "বিষয় সকল কামনারূপে অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, অন্তকরণও কামনা সমূহকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা স্থূল বিষয়ে পরিণত করে। ভাঃ ১১।১৩—১৭।

অর্জ্জুন—এখন বল পুরুষকে পাপ করায় কে? কাম ত একটা চিত্তবৃত্তি—কাম ত জড়। কাম পাপের প্রেরক কিরূপে?

ভগবান—দ্বিজগণ যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন তাহাতে গায়ত্রীর একটি বিশেষণ পাওয়া যায়—যিনি আমাদিগকে প্রেরণ করেন। জগতের জীবকে চালাইতেছে কে? কামই জীবকে কর্ম্ম করাইতেছে। গায়ত্রী উপনিষদ্ গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিবার কালে বলিতেছেন—"যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি কামঃ। কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। গায়ত্রী আমাদিগকে চালিত করেন। কামই এই সমস্ত লোককে চালিত করে। অর্থাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। যো নৃশংসো যোহনৃশংসোহস্তাঃ পারাধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী। কাম অসৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তক যখন হয় তখন নৃশংস এবং সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তক যখন তখন অনৃশংস। নৃশংস ও অনৃশংস ভাবে লোককে কর্ম্মে চালিত করাই গায়ত্রীর অসাধারণ ধর্ম্ম। গায়ত্রী এইরূপ।

"যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তু স্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতং" প্রাণীগণ যাহা যাহা করে তাহাই কামের চেষ্টায়। প্রবর্ত্তকো নাপরোহতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে। কাম ভিন্ন কর্ম্মের প্রেরক আর কেহই নাই।

কাম পাপের প্রেরক এবং পুণ্যেরও প্রেরক। যখন পুণ্যের প্রেরক তখন তিনি প্রেম গায়ত্রী যখন ব্রহ্মে লইয়া যান তখন তিনি বরণীয় ভর্গ। তাপ রূপে যিনি জগতের প্রতিবস্তুতে আছেন তিনিই ভর্গ। মণি কাঞ্চনের মধ্যে যে জ্যোতি তাহাও তাপ বা ভর্গ, বৃক্ষাদির মধ্যে যে তাপ তাহাও ভর্গ আর মানুষের মধ্যে তাপরূপে যাহা আছে তাহাও ভর্গ। যাহাই চঞ্চল করায় তাহাই তাপ। তাপই ভর্গ।

কাম অর্থ চিত্তবৃত্তি। কিন্তু প্রতি চিত্তবৃত্তি, অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপর ভাসিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সঙ্কল্প অঙ্কুরলেশ মাত্র সত্তা লাভ করিয়াই অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎস্বভাবের তিরোধান করে এবং জড় প্রপঞ্চ সম্পাদনার্থ মেঘের ন্যায় নিখিল চিত্তাকাশ পরিব্যাপ্ত করতঃ ক্রমে ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ইহাকে শ্রুতি কামময় পুরুষ'বলিতেছেন।

অবিদ্যোদ্ভূত কামঃ সন্নথো খল্বিতি শ্রুতিঃ। অথো খল্বাহু কামময় এবায়ং পুরুষঃ।

এখন দেখ যিনি ঈশ্বর তিনি প্রেমময়, তিনি পরম কারুণিক, তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন।

তিনি জীবকে পাপে প্রবর্ত্ত করেন না। নির্ম্মল ঈশ্বর মলিন পথে কাহাকেও লইয়া যানন। ইহা তাঁহার স্বভাবের বিরোধী।

প্রকৃতিও পাপ করান না। কারণ প্রকৃতি প্রাচীন সংস্কার মাত্র। সংস্কার জড়। কিন্তু যখন চিজ্জড়ের মিশ্রন হয়—অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কার, অধিষ্ঠান চৈতন্যের সান্নিধ্য বশতঃ যখন অধিষ্ঠান চৈতন্যকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে আপন বশে আনয়ন করে তখনই ঐ প্রকৃতি—ক্রোড়ীভূত খণ্ড চৈতন্যকে জীব বলে। ইনিই কামময় পুরুষ। চৈতন্যের স্বভাব স্বাধীনতা। ইহা যেমন ঈশ্বরে আছে সেইরূপ জীবেও আছে। কিন্তু প্রকৃতির বশে আসিয়া জীব—চৈতন্য, স্বাধীনতার যখন অপব্যবহার করেন তখনই পাপ সৃষ্ট হয়।

আবার বলি শ্রবণ কর। পুরুষ চৈতন্য মাত্র। পুরুষ সর্ব্বদা নির্ম্মল। প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্বাংশ সর্ব্বদা যখন পুরুষের অধীনে থাকেন তখন ঐ পুরুষ ঈশ্বর নামে অভিহিত হয়েন। ঈশ্বর পাপের স্রষ্টাও নহেন, পাপের প্রবর্ত্তকও নহেন। কিন্তু রজতম গুণান্বিতা মলিন প্রকৃতি যখন প্রবল হইয়া পুরুষকে বশীভূত করে তখন পুরুষের স্বভাব যে স্বাধীনতা, পুরুষ সেই শক্তির অপব্যবহার করেন। শক্তির ব্যবহার এবং অপব্যবহার করা ইহাই পুরুষের স্বাধীনতা। ঈশ্বর চৈতন্য এ অপব্যবহার কখন করেন না, কিন্তু জীব চৈতন্য সদ্ব্যবহার করিতে শক্ত হইলেও অপব্যবহার করেন তাহাতেই পাপের সৃষ্টি হয়। সেই জন্য বলা হয় কাম বা কামময় পুরুষই পাপের প্রবর্ত্তক।

স্মরণ রাখ ঈশ্বর অজ্ঞানের বশীভূত নহেন বলিয়া পাপের প্রবর্ত্তক নহেন। জীব অজ্ঞানের বশীভূত বলিয়া পাপ করে। পাপ করিলেও জীব আপন স্বভাবে দৃষ্টি করিলেই সকল অবস্থায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

অর্জ্জুন—আমি এই তত্ত্ব নিজের মত বুঝিতে চেষ্টা করি, তুমি ভুল হইলে সংশোধন করিয়া দিও।

ভগবান—বল।

অর্জ্জুন—পুরুষকে পাপ করায় কে ইহার উত্তরে তুমি বলিতেছ পুরুষ যখন সঙ্কল্প করেন তখন তিনি কামময়। সঙ্কল্পই কাম। যাহা দ্বারা রজোগুণের কার্য্য উদ্ভুত হয়, সেই বিষয়—অভিলাষাত্মক কাম স্বয়ং জন্মিয়া রজোগুণকে চালিত করে এবং পুরুষকে পাপে নিযুক্ত করে।

এই যে সঙ্কল্প উদ্ভুত হয়, এই যে কাম জন্মে ইহার মূল কারণ অজ্ঞান। পাপের কারণ অজ্ঞান। কামে অজ্ঞান থাকে, প্রেমে জ্ঞান থাকে।

ব্রহ্ম বা জ্ঞান যেমন অনাদি, অজ্ঞান ও সেইরূপ অনাদি। কেবল উভয়ে এই প্রভেদ যে ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত উভয়ই, অজ্ঞান অনাদি হইলেও অনন্ত নহে অজ্ঞানের অন্ত আছে।

জ্ঞানে অজ্ঞান থাকিতে পারেনা সত্য—কারণ আলোকে অন্ধকার থাকে না। কিন্তু এই তত্ত্ব অল্পবোধশালী ব্যক্তির নিকট বালকের নিকট যুবতীর অনুরাগ ব্যঞ্জক কথার ন্যায় নিরর্থক। তথাপি প্রকার করিয়া বলি শ্রবণ কর। জ্ঞানের স্বভাব যে জানা সেই জানার

মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাব সুপ্ত থাকে। "জানা" বলিলেই জিজ্ঞাসা হয়, কাহাকে জানা? যেখানে আর কিছুই নাই, যখন সৃষ্টি হয় নাই তখনও জ্ঞান আছেন। সে সময়ে জানাটি কি? আপনাকে আপনি জানা এইরূপ কিছু একটা ব্যবহার করিতে হয়।

এই আপনাকে আপনি জানার মধ্যে আপনার এক অংশ দ্রষ্টা এবং এক অংশ দৃশ্য। এই দ্রষ্টা অংশ সর্ব্বদা চেতন আর এই দৃশ্য অংশ মধ্যে জড়ের বীজ আছে। সেই জন্য বলা হয় ব্রহ্মে জ্ঞান শক্তি ও অজ্ঞান শক্তি যেন আছে। এই শক্তি তত্ত্ব ধারণা করা কঠিন।

ভগবান—আমি আর একবার বলিতেছি মনোযোগ কর—

সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মের চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দ ভাবকেও শক্তি বলে। শক্তি বলিলে সাধারণতঃ দ্বিবিধ শক্তি বুঝা যায়। বিদ্যাশক্তি ও মায়াশক্তি। দ্রষ্টা অংশটি বিদ্যা কিন্তু দৃশ্য অংশটি মায়া। মায়ার প্রকার ভেদ ও দেখ। যাহা কিছু দেখ, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদি গ্রাহ্য যাহা তাহাই মায়া। মায়ারচিত বস্তুতে আত্মাভিমানই অবিদ্যা এই জন্য দেহে যে আত্মবুদ্ধি তাহার নাম দেওয়া হয় অবিদ্যা। যাহা নাই তাহা আছে মত বোধ করানই মায়াশক্তির কার্য্য। যাহা অসুন্দর তাহাকে সুন্দর দেখান মায়াশক্তির কার্য্য। অগ্রে অসুন্দরকে সুন্দর বলিয়া জ্ঞান হয়। মায়া জনিত জ্ঞানকে অজ্ঞানই বলে। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে কাম জন্মে। ইহার পরে ইচ্ছা শক্তির কার্য্য হয়। মায়ার প্রথম বিকার ইচ্ছা শক্তি, দ্বিতীয় বিকার ক্রিয়াশক্তি। অজ্ঞান রূপ জ্ঞান শক্তি হইতেই ইচ্ছা শক্তি জন্মে। জানিবার পরে ইচ্ছা, ইচ্ছার পরে ক্রিয়া। মায়াশক্তি যেমন জগৎ গড়িতেছে ও জগৎ প্রকাশ করিতেছে, বিদ্যাশক্তি সেইরূপ চিৎ ও আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। এই বিদ্যাশক্তি বা চিৎশক্তি ত্রিবিধা। যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম আপন "সৎ" স্বভাব প্রকাশ করেন তাহার নাম 'সন্ধিনী'। যে শক্তি দ্বারা তিনি আপন 'চিৎ' রূপ ব্যক্ত করেন ও তাহা অনুভব করেন তাহা 'সম্বিৎ'। যে শক্তি দ্বারা তিনি আপন 'আনন্দ' ভাব ব্যক্ত করেন ও অনুভব করেন তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। জ্ঞান'শক্তির অসম্পূর্ণ অবস্থাই মায়া। মায়া দ্বারা আপনাকে 'আপনা হইতে অন্য কিছু' "স্বয়মন্যইব" ভান হয়। দ্রষ্টার সহিত এই দৃশ্য ভাব জড়িত হয়। আপনাকে অসৎ ভান হয় বটে কিন্তু অসৎ নিশ্চয় হয়না। কেননা তখনও জ্ঞান শক্তি জাগ্রত থাকে। মায়ায় প্রথম কার্যই ইচ্ছা বা কাম। যাহা কিছু কর্ম্ম দেখিতেছ তাহাই মায়ার কার্য্য। প্রতি কর্ম্মের মূলে ইচ্ছা বা কাম থাকে। বায়ু চলে, সূর্য্য উঠে, দিন রাত্রি হয়, যায়, আবার হয় এই সমস্তই কাম প্রসূত। মায়া যখন বহুরূপ ধারণ করেন, তখন আত্মা উহার সমস্তরূপ স্বীকার করেন এবং আত্মা বহু হইবার পূর্ব্বে আমি বহু হইব, এই ইচ্ছাও জন্মে। ইচ্ছার পূর্ব্বের অবস্থাতে 'স্বয়মন্যইব' এই অজ্ঞান রূপ জ্ঞান রহিয়াছে। আপনাকে অন্য কিছু বলিয়া যে বোধ—দ্রষ্টার যে আপনাকে দৃশ্যরূপে বোধ ইহাই অজ্ঞান রূপ জ্ঞান। এই অজ্ঞান—জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে কর্ম্ম। যিনি এই অজ্ঞান রূপ জ্ঞানের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা, তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন আমিই আছি অন্য কেহ নাই এবং কে যে ইহা বলিবে তাহারও কেহ নাই ইহাই ব্রহ্ম। এই মূল তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে করিতে ভালরূপে

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। এক্ষণে ধারণা করিয়া রাখ যে কামই পরম শত্রু। বাসনা কামনা, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, কাম ইহারা একার্থ বাচক। মলিন বাসনা হইতে পাপ জন্মে—বাসনা কত প্রকার হইতে পারে তাহার তালিকাও জানিয়া রাখ।

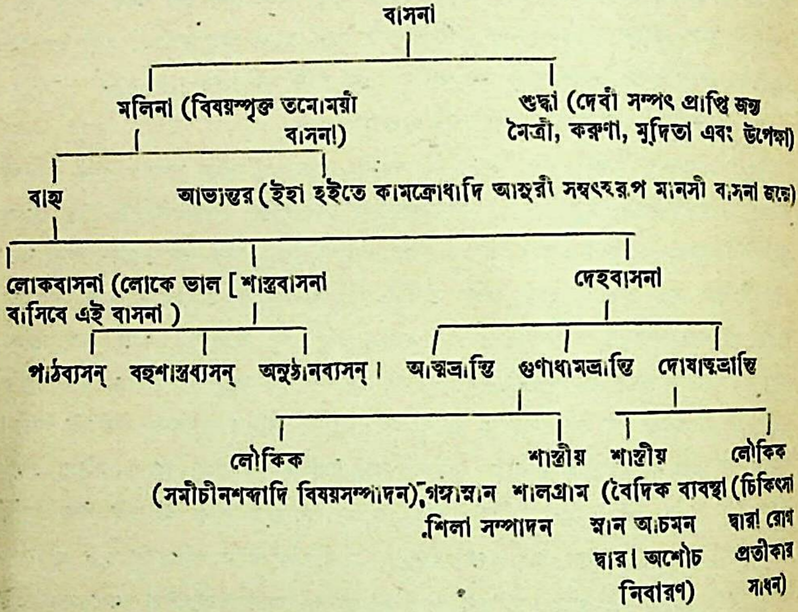
বাসনা
মলিনা (বিষয়স্পৃক্ত তমোময়ী বাসনা)
শুদ্ধা (দেবী সম্পৎ প্রাপ্তি জন্য মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা)
বাহ্য
আভ্যন্তর (ইহা হইতে কামক্রোধাদি আসুরী সম্পৎস্বরূপ মানসী বাসনা জন্মে)
লোকবাসনা (লোকে ভাল বাসিবে এই বাসনা)
[শাস্ত্রবাসনা
দেহবাসনা
পাঠব্যসন্
বহুশাস্ত্রব্যসন্
অনুষ্ঠানব্যসন্।
আত্মভ্রান্তি
গুণাধানভ্রান্তি
দোষাপনয়ভ্রান্তি
লৌকিক (সমীচীনশব্দাদি বিষয়সম্পাদন)
শাস্ত্রীয় গঙ্গাস্নান শালগ্রাম শিলা সম্পাদন
শাস্ত্রীয় (বৈদিক ব্যবস্থা স্নান আচমন দ্বারা অশৌচ নিবারণ)
লৌকিক (চিকিৎসা দ্বারা রোগ প্রতীকার সাধন)

বাসনা কাহাকে বলে, বাসনা নামই বা কেন ইহা জানা উচিত।

পূর্ব্বাপর পরামর্শমন্তরেণ সহসোৎপদ্যমানস্য ক্রোধাদি বৃত্তি বিশেষস্য হেতুশ্চিত্তগতঃ সংস্কার বিশেষো বাসনা পূর্ব্বাভ্যাসেন চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ।

দৃঢ় ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপর বিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ চিত্তে বাস করে বলিয়াই ইহাকে বাসনা বলে। বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা যে অনুকূল বা প্রতিকূল বোধ হয়—তাহাও পূর্ব্বের দৃঢ় ভাবনা ঐ পূর্ব্বানুভূতা বিষয়ে থাকে বলিয়া; কোন পদার্থ, ইন্দ্রিয় সম্মুখে পড়িলে পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পূর্ব্বদৃঢ় ভাবনা বশে যে মানসিক ব্যাপার দ্বারা উহার গ্রহণ হয় তাহাকে বাসনা বলে।

যতদিন না বাসনা ত্যাগ করিতে পারিবে ততদিন তোমার নিত্যশান্তি কিছুতেই হইবেনা। বাসনা ও তৎকার্য্য মিথ্যা। মিথ্যাতে যতদিন আস্থা থাকিবে ততদিন তুমি কিছুতেই জুড়াইতে পারিবেনা। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জান—জান যে দৃশ্য যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সমস্তই বাসনা; এজন্য সমস্তই অনাস্থা করিবার যোগ্য। যখন যে সঙ্কল্প মনে উঠিতেছে, যখন যে কার্য্য সম্মুখে আসিতেছে, অসত্য ভাবিয়া তাহাতে কোন কিছু আস্থা বা মমতা না রাখিয়া তুমি ব্যবহার পরায়ণ হও ক্রমে তুমি সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ করিয়া অমর হইয়া যাইবে। একমাত্র সত্য বস্তুই আত্মারাম বা অধিষ্ঠান চৈতন্য বা ইষ্টদেবতা বা শ্রীগুরু বা

মন্ত্ররূপী অক্ষর—অন্য যাহা কিছু সমস্তই বাসনা। অতএব মিথ্যা বস্তুতে আস্থা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অধিষ্ঠান চৈতন্য লইয়া থাকিলেই জীবন্মুক্তি।

বাসনা ত্যাগ সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত এই :—

একবারে বাসনা ত্যাগ করিতে না পার শুভবাসনা কর। শুভ বাসনা দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরের মলিন বাসনা ত্যাগ করিতে হয়।

মানসী র্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয় বাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি বাসনাঃ রাম গৃহাণামল বাসনাঃ॥

আত্মা কর্ত্তা নহেন, অকর্ত্তা ও নহেন—এই বিচার কেবল আত্মার অখণ্ডত্ব বুঝিবার জন্য। আত্মা অখণ্ড জানিতে পার নাই বলিয়া তোমার বাসনা ক্ষীণ হয় না। সঙ্কল্প বা বাসনাই চিৎ প্রতিবিম্ব তুলিয়া আত্মাকে খণ্ড মত করে।

বিষয়স্পৃক্ত তমোময়ী বাসনাসমূহ পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া তুমি মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা নাম্নী নির্ম্মল বাসনা গ্রহণ কর। বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহারপর হও। মৈত্রী প্রভৃতি আয়ত্ত হইলে সাধক অন্যের সুখ দুঃখ ইষ্ট অনিষ্টকে স্বকীয় বলিয়া বোধ করে। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয়। পরে উহাও ত্যাগ করিয়া চৈতন্যকে অন্তরে আশ্রয় দাও। সমুদয় বাহ্য চেষ্টা শূন্য হইয়া একমাত্র চৈতন্যকে দৃঢ় ভাবনা কর। পরে উহাও ত্যাগ করিয়া এক আত্মতত্ত্বে স্থির সমাহিত হও। যাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার আস্থা বা অভিমান ত্যাগ হইয়াছে তিনি সমাধিস্থ থাকুন বা কোন কর্ম্ম করুণ বা নাই করুণ তিনি মুক্ত, সন্দেহ নাই। যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহার নিষ্কর্ম্মতা, কর্ম্ম, সমাধি বা জপ কিছুতেই প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্ম শাস্ত্র সকল বিচার কর, করিয়া অন্যের সহিত আলোচনা কর, করিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করা অপেক্ষা উত্তম সাধনা আর নাই।

অর্জ্জুন—কাম জয় কিরূপে হয় এই আমার শেষ প্রশ্ন ছিল। যদিও বাসনা ত্যাগ ব্যাপারের ব্যাখ্যাতে তাহা একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি তোমার মুখ হইতে আবার শুনিতে ইচ্ছা হয়।

ভগবান্—কাম জয় সম্বন্ধে যাহা সাধনা তাহা পরে বলিতেছি এখন এইমাত্র জানিয়া রাখ যে 'তম ও রজোগুণ অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ও ভস্ম স্বরূপ' অনুগীতা ২৪। কাম নিগ্রহই ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজ স্বরূপ। কাম গীতা ১৩—অশ্বমেধ পর্ব্ব।

নির্ম্মমতা, যোগাভ্যাস ভিন্ন কাম জয় হয় না। কামগীতা ঐ। ভগবানের নাম জপ, রূপ ও গুণ ধ্যান বা চিন্তা এবং আত্ম বিচার—ইহা ভিন্ন যাহা কিছু সঙ্কল্প উঠিতেছে তাহা মিথ্যা বলিয়া অনাস্থার যোগ্য অভ্যাস কর ক্রমে সত্য যাহা তাহা পাইয়া কাম জয় করিতে পারিবে॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শ ম ম
ধূমেন সহজেন অপ্রকাশকত্বেন প্রকাশাত্মকো বহ্নিঃ অগ্নিঃ যথা
শ্রী ব শ্রী হ
আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, দর্শঃ দর্পণঃ চ মলেন আগন্তুকেন কালিমাখ্যেন,
ম শ্রী
যথা গর্ভঃ উল্বেন জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা আবৃতঃ সর্ব্বতোনিরুদ্ধঃ
নী শ্রী ম
তথা ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং তেন কামেন আবৃতম্। তত্র শরীরারম্ভাৎ প্রাগন্তঃকরণস্থালব্ধবৃত্তিকত্বাৎ সূক্ষ্মঃ কামঃ শরীরারম্ভকেণ কর্ম্মণা স্থূলশরীরাবচ্ছিন্নে লব্ধবৃত্তিকেঽন্তঃকরণে কৃতাভিব্যক্তিঃ সন্ স্থূলোভবতি, স এব বিষয়স্য চিন্ত্যমানাবস্থায়াং পুনরুদ্রিচ্যমানঃ স্থূলতরোভবতি, স এব পুনর্ব্বিষয়স্য ভুজ্যমানতাবস্থায়ামত্যন্তোদ্রেকং
ম ব
প্রাপ্তঃ স্থূলতমো ভবতি। যথা ধূমেনাবৃতোঽনুজ্জ্বলোঽপি বহ্নিরৌষ্ণ্যাদিকং কিঞ্চিৎ করোতি, মলেনাবৃতো দর্পণঃ স্বচ্ছতাতিরোধানাৎ প্রতিবিম্বং ন শক্নোতি গ্রহীতুং ; উল্বেন জরায়ুণাবৃতো গর্ভস্তু পাদাদিপ্রসারং ন শক্নোতি কর্ত্তুং, ন চোপলভ্যতে ; তথা মৃদুনা কামেনাবৃতং জ্ঞানং কথঞ্চিৎ তত্ত্বার্থং গ্রহীতুং শক্নোতি, মধ্যমেনাবৃতং ন শক্নোতি,
ব
তীব্রেণাবৃতস্তু প্রসর্ত্তুমপি ন শক্নোতি ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ।।৩৮।।

ধূমদ্বারা যেমন অগ্নি আবৃত হয়, মলদ্বারা যেমন দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত হয়, সেইরূপ কাম দ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হয় ॥৩৮॥

অর্জ্জুন—কাম কিরূপে জ্ঞানকে আবরণ করিয়া জীবের প্রতি বৈরিতা করে তাহা স্পষ্ট কর।

ভগবান্—আত্মা যখন শরীর ধারণে ইচ্ছা করেন তখন সেই শরীরারম্ভের পূর্ব্বে, অন্তঃকরণের অপূর্ণাবস্থায় শরীরারম্ভক কর্ম্মের সহিত সূক্ষ্মভাবে কাম বিদ্যমান থাকে। শরীর ও মন যেমন যেমন পুষ্ট হইতে থাকে, যেমন যেমন অন্তঃকরণের কার্য্য হইতে থাকে, সেই রূপে কামও স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিষয় চিন্তা কালে ভোগের উত্তেজনা হেতু ইহা ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে, এবং উপভোগকালে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া স্থূলতম হয়। প্রথম অবস্থায় যখন সূক্ষ্মকাম স্থূল শরীর উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় তখন ঐ কামকে ধূমের সহিত তুলনা করা যায়। “পরমাত্মা অগ্নি স্বরূপ, তম ও রজোগুণ সেই অগ্নিরূপী পরমাত্মার ধূম ভস্ম স্বরূপ” ২৪ অঃ অনুগীতা। ধূমে আবৃত বহ্নির উজ্জলতা থাকে না, কিন্তু তাপ কিঞ্চিৎ থাকে সেইরূপ মৃদুকাম দ্বারা যখন জ্ঞান আবৃত হয়েন তখন তাঁহার কথঞ্চিৎ তত্ত্ব গ্রহণে সামর্থ্য থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থায় বিষয় চিন্তাকালে কাম যখন পুষ্ট হয় তখন ইহার মধ্যম অবস্থা। উহার সহিত দর্পণের কলঙ্কের তুলনা হয়। কলঙ্কিত দর্পণ যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ বিষয় চিন্তা দ্বারা কলঙ্কিত যে আত্মতত্ত্ব তাহার স্ফুরণ হয়না—তিনি কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

কামের তৃতীয় অবস্থায় বিষয় উপভোগ। কাম এই সময়ে সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করে। অতিশয় তীব্র হয়। এই অবস্থায় কামকে জরায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জরায়ু যেমন ভ্রূণকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তথায় ভ্রূণের হস্ত পদাদি সঞ্চালনের শক্তি থাকে না সেইরূপ বিষয় উপভোগ সময়ে তীব্র কামে আচ্ছাদিত হয়েন বলিয়া জ্ঞানের কোন প্রকার প্রসারণ থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি তত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত জড়বুদ্ধি ॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

ব শ্রী
হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ বিজ্ঞস্য জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানং নিত্য-
শ্রী
বৈরিণা অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামে তু
শ্রী
বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, বিজ্ঞস্য তু তৎসময়েপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতু-
ব ব
রেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্, তস্মাৎ সর্ব্বথা হন্তব্য ইতি ভাবঃ।
শ শ রা
এতেন কামরূপেণ কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপস্তেন কামাকা-

রা শ শ শ্রী
রেণ বিষয়ব্যামোহজেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি তেন বিষয়ৈঃ
শ্রী নী
পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমানঃ তেন পূরয়িতুমযোগ্যেন
ম - শ শ ম
অনলেনচ ন বিদ্যতেঽলং পর্য্যাপ্তির্যস্যেত্যনলো বহ্নিঃ, স যথা হবিষা
ম শ্রী
পূরয়িতুমশক্যস্তথায়মপি ভোগেনেত্যর্থঃ তেন। শোকসন্তাপ-
ম
হেতুত্বাদনলতুল্যঃ চ চকার উপমানর্থঃ। তথাচ স্মৃতিঃ ন জাতু কামঃ
কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
নী
ইতি। আবৃতং। অয়ংভাবঃ—অন্তঃকরণসত্বং হি বহ্নিবৎ প্রকাশাত্মকং
তৎ সহজেন কামেন বহ্নিরিব ধূমেনাবৃতং চেৎ প্রমাতারং অনর্থে পাতয়তি
অন্যথা তদেব স্বভাবশুদ্ধত্বাৎ বিবেকবৈরাগ্যোপগং ভূত্বা তমুদ্ধরেৎ
অতোঽয়ং কামো জ্ঞানিনো নিত্যবৈরীতি ॥৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর সর্ব্বকালের শত্রু এই কামরূপ অপূর্ণোদর অনল দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে ॥৩৯॥

অর্জ্জুন—কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছ। এই শ্লোকেও ত তাহাই বলিতেছ।

ভগবান্—"তেনেদমাবৃতং" ইহাতে যে ইদং শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার লক্ষ্য জ্ঞান। সেই জ্ঞান নির্দ্দেশ করিয়া কাম কিরূপে জ্ঞানের শত্রু তাহাই পরিস্ফুট করিতেছি।

অর্জ্জুন—কাম জ্ঞানের সর্ব্ব কালের শত্রু কি রূপে ?

ভগবান্—দেখ অজ্ঞানী ভোগ কালে কামকে সুখের বস্তু মনে করে, এই জন্য কাম সেই সময়ে অজ্ঞানীর মিত্র। ভোগের পরিণামে যখন দুঃখ উপস্থিত হয় তখন কামকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী প্রথম হইতেই জানেন এই কামই তাঁহাকে ভগবান ভুলাইয়া দেয়। রূপ দর্শন, গীত শ্রবণ, সুমিষ্ট খাদ্য গ্রহণ—যখনই কেন না বিষয়ে সুখ অনুভূত হয় তখনই ভগবান মনে থাকে না। ভগবান মনে রাখিয়া বিষয় ভোগ—তাঁহাতে আত্মবিস্মৃতি নাই—

বেহঁস হওয়া নাই—আসক্তি নাই। ভোগ সেখানে মুখ্য নহে। ভগবানই মুখ্য, ভোগ গৌণ মাত্র। সেখানে ভোগ অন্তে আবার ভোগের জন্য আকাঙ্খা নাই—আকাঙ্খা ভগবানের জন্য। কামে ইহা হয় না—যেখানে কাম সেইখানে ইন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা। জ্ঞানী এই কামের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য বহু তপস্যা করেন।

তাই বলিতেছি শরীর গ্রহণের পূর্ব্ব হইতে, বিষয় ভাবনা. কালে, এবং ভোগ অবসান হইলে—সকল কালেই, কাম জ্ঞানার পরম শত্রু। জ্ঞানী আরও জানেন, বিষয় ভোগ দ্বারা কাম নিবৃত্তি হয় না—বিষয় দোষ দর্শনই কাম জয়ের উপায়।

অর্জ্জুন—কাম দুষ্পূর কিরূপে ?

ভগবান্—যেমন অগ্নিকে পূরণ করা যায় না অগ্নিকে তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা পূর্ণ করিলে মহান্ অনর্থ প্রসব করে, সেইরূপ কামের নিকটে যত ভোগ দাও ততই ইহা বাড়িয়া যাইবে।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

অর্জ্জুন—কামকে অনল বলিলে কেন ?

ভগবান্—নাস্যালং পর্য্যাপ্তির্ব্বিদ্যত ইত্যনলঃ। ইহার অলং বা পর্য্যাপ্তি নাই বলিয়া ইহার নাম অনল। কামেরও পর্য্যাপ্তি নাই। কাম জনিত শোক অগ্নির মত॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥৪০॥

ম

ইন্দ্রিয়াণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনি, বচনা-

ম ম

দানগমনবিসর্গানন্দজনকানি বাগাদীনি চ মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, বুদ্ধিঃ

ম ম ব

অধ্যবসায়াত্মিকা চ অস্য কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধানীরূপং

হ

উচ্যতে ইন্দ্রিয়েণ প্রহিতং প্রথমং মদলীঢ়ং বিষয়মালোচ্য মনসা তস্য সুখহেতুত্বং সঙ্কল্প্যাহমনেনেন্দ্রিয়েণৈনং বিষয়ং সেবে ইতি বুদ্ধ্যাধ্যবস্য পুরুষঃ কাময়তে, তস্মাদিন্দ্রিয়াদীনি কামস্যাধিষ্ঠানং

হ ম ম ম
কারণং। এষঃ কাম এতৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানং
না ম ম
আবৃত্য মলেন আদর্শমিব আচ্ছাদ্য দেহিনম্ দেহাভিমানিনম্
নী রা
বিমোহয়তি বিশেষেণ মোহয়তি আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়ানুভবপরং
রা
করোতীত্যর্থঃ ॥৪০॥

ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এই কামের রাজধানী বলিয়া উক্ত হয়। এই কাম ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে এবং দেহীকে মোহপ্রাপ্ত করায় ॥৪০॥

অর্জ্জুন—কাম আমাদের পরম শত্রু। এই শত্রু থাকে কোথায়? শত্রুর গুপ্ত স্থান জানিতে পারিলে সহজেই ইহাকে বধ করা যাইবে।

ভগবান্—তিনটি স্থান কামের রাজধানী—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে কাম আশ্রয় করিয়া নিরন্তর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ—এই বিষয় মদিরা পান করিতেছে; আবার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ আশ্রয় করিয়া কাম, বচন, আদান, গমন, বিসর্গ, ও আনন্দজনক কর্ম্ম করিতেছে; মনকে আশ্রয় করিয়া কাম বহুবিধ কল্পনা করিতেছে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া ইহা নিশ্চয় করিতেছে, অধ্যবসায় করিতেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কাম, বিষয় গ্রহণ করিতেছে এবং বিষয় ভোগ করিতেছে নিরন্তর বিষয় মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ইহা জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত। ইহাতেই আত্মজ্ঞানের আর স্ফুরণ হয় না।

ইন্দ্রিয় বিষয়ে গিয়া পড়িলেই, বিষয় যদি অনুকূল হয় তবে অনুরাগ জন্মে, প্রতিকূল হইলেই বিদ্বেষ জন্মে। যাহার উপর অনুরাগ জন্মিল তাহাকে লইয়া বহুবিধ সুখের কল্পনা জল্পনা মন করিতে লাগিল, বুদ্ধি তখন বিষয় কলুষিত হইয়া নিশ্চয় করিয়া দিল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সেবা করাই কর্ত্তব্য। পুরুষ এইরূপে বিষয় কামনা করিলেন। বিষয় ভোগ করিলেই পুরুষের জ্ঞান আবৃত হইল। পুরুষ তখন মোহাচ্ছন্ন।

অর্জ্জুন—এই বিপদ হইতে পুরুষের উদ্ধার হইবে কিরূপে?

ভগবান্—বাহিরে বিষয় আর ভিতরে আত্মা বা অধিষ্ঠান চৈতন্য—এই দুয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া মন খেলা করিতেছে। আজ যাহা বিষয় রূপে বাহিরে আসিয়া স্থির মত দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্বে তাহা মনের সঙ্কল্প বিকল্পই ছিল। খণ্ডিত মন বহির্ম্মুখে ছুটিলেই ভোগেচ্ছা জন্মিল। ভোগের

ইচ্ছাই কাম। কিন্তু মন যখন আপন সত্তারূপী অধিষ্ঠান চৈতন্যকে দর্শন করিল তখনই পরমানন্দ পাইল। কাম জয়ের উপায় তজ্জন্য (১) অভ্যাস (২) বৈরাগ্য।

মন বহুদিন ধরিয়া বিষয় মদিরা পান করিতে অভ্যাস করিয়াছে, এ বদ্ধ মাতালকে মদ ছাড়ান এই জন্য কঠিন। কিন্তু একদিকে প্রতিক্ষণে যদি বিষয় মদের দোষ দেখান যায়, প্রতিদিন যদি মাতলামির জন্য সর্ব্বনাশ গুলি চক্ষের সম্মুখে ধরা যায় আর অন্যদিকে আত্মার রস উপলব্ধি জন্য মন মাতালকে আত্মারামের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন—আত্মরসের রসিকের মুখে, ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অধ্যাত্মশাস্ত্র মুখে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করান যায় তবে কাম জয় হয়। ইহা আরও দৃঢ় ভাবে স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান কয়িয়া কুম্ভক অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়ামের মত তপস্যা আর নাই।

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ !।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

ম ম
হে ভরতর্ষভ ! যস্মাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানঃ কামো দেহিনং মোহয়তি তস্মাৎ-
ম শ ম ম
ত্বং আদৌ মোহনাৎ পূর্ব্বং কামনিরোধাৎ পূর্ব্বমিতি বা ইন্দ্রিয়াণি
শ্রী শ বি
শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্য বশীকৃত্য যদ্যপি পরস্ত্রীপরদ্রব্যাদ্যপহরণে দুর্নি-
বারং মনো গচ্ছত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়-
বি ম
ব্যাপারস্থগুণগমনাৎ, ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ তেষু হি বশীকৃতেষু
ম শ
মনোবুদ্ধ্যোরপি বশীকরণং সিধ্যতি জ্ঞান বিজ্ঞান-নাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রত
আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবস্তয়ো-
শ নী
র্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়প্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনং নাশকস্তন্নাশনং আবরকং
ম নী নী ম নী
পাপ্মানং সর্ব্বপাপমূলভূতং অত্যুগ্রং এনং কামং হিং স্ফুটং নিশ্চয়েন
শ ম বি
প্রজহি পরিত্যজ প্রকর্ষেণ মারয়েতি বা। বৈরিণঃ খল্বাশ্রয়ে জিতে

সতি বৈরী জীয়তে ইতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগুণানভ্যাসে সতি কালেন
বি
মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ ॥৪১॥

হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! কামমোহিত হইবার পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান (পরোক্ষ) বিজ্ঞানের (অপরোক্ষ জ্ঞানের) আবরক, সর্ব্ব পাপের মূল এই কামকে পরিত্যাগ কর ॥৪১॥

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি কামের দুর্গ—অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। কাম জয় করিতে হইলে কোন্ অধিষ্ঠানে উহাকে আক্রমণ করা উচিত?

ভগবান্—কাম তোমায় আক্রমণ করিতে না করিতে তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয় জয় কর। কাম বা কামনা ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন জানিও।

যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্।

* * * * * *

নান্যঃকশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্ত ব্যবহার পরোভব।
ক্ষয়ে সঙ্কল্প জালস্য জীব ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥

প্রজহাতি যদা কামান্ ২।৫৫ স্মরণ কর। ইন্দ্রিয় জয় হইতে আরম্ভ কর!—কাম জয় করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—অগ্রে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি পরে ইন্দ্রিয় জয়ের কথা তুলিব। কাম যে সর্ব্ব পাপের মূল তাহা পূর্ব্বে অনেক করিয়া বলিয়াছ। কিন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আবরক ইহা কিরূপে?

ভগবান্—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত যে জ্ঞান তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। আর আত্মানুভব যাহা তাহাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে অপরোক্ষ জ্ঞান বলে। যাহার চিত্ত বিষয় ভোগে লোলুপ তাহার শাস্ত্রই বা কি করিবেন আচার্য্যই বা করিবেন কি? সে সর্ব্ব শাস্ত্র পড়িয়া বা আচার্য্যের শত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও কিরূপে পুরুষানুক্রমে জঠর ভরণ হয় কিরূপে অর্থাগম ও অর্থ সঞ্চয় হয় ইহারই নূতন নূতন কৌশল বাহির করিতে ব্যস্ত থাকিবে। এইরূপ লোক "ধনার্জ্জনার্থ মভ্যস্ত বিদ্যামদবিমোহিতা" এইরূপ হতভাগ্যগণ বিদ্যামদে বিমোহিত হইবে এবং ধন উপার্জ্জন জন্যই ইহাদের বিদ্যা শিক্ষা।

অর্জ্জুন—এরূপ হতভাগ্যের কথা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন এখন বল কাম জয়ের প্রথম কার্য্য যে ইন্দ্রিয় জয় তাহা কিরূপে অভ্যাস করিব?

ভগবান্—কাম শত্রু যে কৌশলে পুরুষকে বশ করে তাহা লক্ষ্য কর। অয়ং কামরূপশত্রুর্বিষয়াভিমুখ্যকরণেনাস্য বৈমুখ্যং করোতি। কামরূপ শত্রু ইন্দ্রিয় দ্বারা পুরুষকে বিষয়-

ভিমুখ করে এবং আত্ম বিমুখ করে। এই জন্য তুমি ইন্দ্রিয় গুলিকে নিয়মিত কর—তাহা হইলেই মন ও বুদ্ধিকেও নিয়মিত করিতে পারিবে। "তেষু নিয়মিতেষু মনো বুদ্ধ্যোর্নিয়মঃ সিধ্যতি"।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়মিত কিরূপে করিব তাহাই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য যাহা করিতে হইবে শ্রবণ কর। যত প্রকার তপস্যা আছে তাহার আদিতে এই সর্ব্ব তপস্যার ভিত্তিভূমি স্বরূপ ইন্দ্রিয় জয় অভ্যাস করিতে হইবে। ক্রম এই :—

চক্ষের সম্মুখে রূপ পতিত হইবার পূর্ব্বে তোমার কতকগুলি বিষয় নিশ্চয় করিয়া রাখা উচিত। সংসার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যেমন প্রথমেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করা উচিত সেইরূপ রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এই বিষয় সমূহ মধ্যে পতিত হইবার পূর্ব্বে একটি বিষয় দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া রাখিবে।

দৃঢ় নিশ্চয় বিষয়টি এই। কি তোমার প্রয়োজন, কিসে তোমার প্রয়োজন নাই ইহা অগ্রে নিশ্চয় কর। যাহাতে তোমার যথার্থ ইষ্ট হয় তাহাই তোমার প্রয়োজন, যাহাতে তোমার অনিষ্ট হয় তাহাতে তোমার প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমার কোন দুঃখ সমূলে নষ্ট হইবে না ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য। ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, আর আত্মবিচার এই তিনটি শ্রীভগবান্ ত্রিতাপ তাপিত জীবের কল্যাণ জন্য স্বয়ং প্রচার করিয়াছেন।' এই তিনটির মধ্যে যাঁহার যেটিতে অধিকার তাঁহাকে প্রথমে সেইটি আশ্রয় করিয়া সকল গুলির সাধনা করিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্র বলেন জপাৎ শ্রান্তঃপুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাৎশ্রান্তঃ পুনর্জ্জপেৎ জপধ্যানপরিশ্রান্ত আত্মনঞ্চ বিচারয়েৎ। ইহা দ্বারা মৃত্যু সংসার সাগর অতিক্রম করা যায়। ইহার মধ্যেভগবানের নাম জপটি আশ্রয় কর। যাহা সকলে পারিবে তাহার কথাই বলিতেছি, উচ্চ অধিকারীর কার্য্য স্বতন্ত্র। প্রাণায়াম অভ্যাসী হইয়া জপ অভ্যাস, বিশেষ কুম্ভকে জপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

শ্রীভগবান সত্য, তাঁহার নামও সত্য। সকল দৃশ্য বস্তুর মূলে যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান—যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য-সমূদ্রের লহরী, এই দেহ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-শরীর সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের নাম, তাঁহার রূপ, তাঁহার বিচার এই গুলিই প্রয়োজন। নামই আমায় উদ্ধার করিবে। যাহাতে নাম ভূল হয় তাহাতে আমার প্রয়োজন কিছুমাত্র নাই। বিষয়ই নাম ভুলাইয়া দেয় এজন্য বিষয়ও ভয়ের বস্তু। তবেই নিশ্চয় কর বিষয় দর্শনে ইষ্ট নাই—অনিষ্টই গুরুতর। সমস্ত অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ জন্য নাম আশ্রয় কর। সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে করিবার কার্য্য ইহা, ইহা নিশ্চয় কর। অন্য যাহা কিছু দেখিতেছ শুনিতেছ তাহা তোমাকে যদি তোমার "ইষ্ট" ভুলাইয়া দেয় তবে তাহারা তোমার শত্রু জানিও।

ভগবান এক্। এক ভগবানের যত নাম ও যত রূপ আছে সমস্তই সেই অধিষ্ঠান চৈতন্যের নাম ও রূপ। তুমি এই জপ ব্যাপারকে সরস করিবার জন্য ভ্রূমধ্য দেশে যে সূর্য্য জ্যোতি আছে তাহাতে মনে মনে ইষ্ট নাম লেখা অভ্যাস কর। আর গুরু মুখে কুম্ভকে জপ করা

কিরূপ, ইহা জানিয়া যদি জপ কর তবে শীঘ্র হয়। নাম ও নামী অভেদ জানিয়া তুমি ঐ নির্দ্ধারিত স্থানে নামের সহিত কথা কহিতে অভ্যাস কর—বিপদে পড়িলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এইরূপ করিতে অভ্যাস কর। কিছুদিন কর, দেখিবে অধিষ্ঠান চৈতন্যে তোমার দৃষ্টি পড়িতেছে। তুমি নাম ছাড়িয়া অন্য অসত্য বস্তুতে আস্থা বা মমতা স্থাপন করিতে পারিবে না। নাম ভিন্ন অন্য যাহা কিছু অসত্য বস্তু আছে—সেই অসত্যকে অসত্য জানিয়া ব্যবহার পরায়ণ বেশ হওয়া যায়।

এই হইল সর্ব্বদা অভ্যাসের বস্তু। এখন দেখ ইন্দ্রিয় জয় কিরূপে করিতে হইবে।

মনে কর কোন পথে বহু বিলাসিনী ও বিলাসী স্ত্রী ও পুরুষ নানা প্রকার সাজ সজ্জা করিয়া গতাগতি করে। তোমাকে সেই পথে চলিতে হইতেছে। ইহাদের রূপ, হাব, ভাব, কটাক্ষ, তোমার চক্ষে পড়িল। প্রথম দর্শনেই তুমি একটু আত্মহারা হইয়া রূপে আকৃষ্ট হইয়াছ। পরক্ষণেই তুমি দেখিলে তুমি জপ ভুলিয়া পরস্ত্রীর দিকে চাহিয়া আছ; এবং তোমার পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। এ ক্ষেত্রে তুমি বিচার কর “কি দেখিতেছ, দেখিয়া কি লাভ হইবে, কতবারত দেখিয়াছ, পরস্ত্রী দর্শনে লাভ ত কিছুই হয় নাই। বিষয় দর্শনে লাভ নাই বরং অনিষ্টই আছে। আমার ইষ্টদেবতার নাম অপেক্ষা সুন্দর ত কিছুই নাই। মায়ের রূপ অপেক্ষা মধুর ত কিছুই নাই। আমার মা অপেক্ষা সুন্দর আর কি আছে? ছি ছি উহাতে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এই বিচার করিয়া যখন অধিষ্ঠান চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাম জপ কর তখন তোমার চক্ষু আর কিছুই দেখিতে পারে না। তখন আর একবার মনকে স্ত্রীলোক দর্শনের দোষ দেখাও—“নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যা মায়া মোহাবেশং এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারম্বারং।” এইরূপে তুমি ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিবে। বহুদিন ধরিয়া অভ্যাস কর তুমি ভক্ত হইয়া আর ইন্দ্রিয়ের বশে যাইবে না।

এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও জয় করিতে পারিবে, যদি অভ্যাস কর, ভগবানের নাম নিজের ভিতরে উচ্চারিত হইতে শ্রবণ করাই আমার প্রয়োজন, অন্য বস্তুতে আমার প্রয়োজন নাই। আহারের রস আর কি গ্রহণ করিব অধিক আহার করিলে আমি আলস্য পরবশ হইয়া নাম করিতে পারিনা ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। লোভের বশে নিয়মের অতিরিক্ত আহার করিলে আমার প্রতিক্ষণের কার্যে অসুবিধা ঘটে—অতএব ওরূপ কার্য্য বিপদের মূল জানিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য—এই রূপে ইন্দ্রিয় জয় করিবে। চক্ষু কর্ণ ও জিহ্বাকে বশীভূত কর—সর্ব্বদা জপ করা রূপ কার্য্য দ্বারা, নামকে দেখা ও লেখা-রূপকার্য্য দ্বারা নামের কাছে প্রার্থনা করা ও নামের সঙ্গে কথা কওয়া রূপ ব্যাপার দ্বারা, প্রতিশ্বাসে নাম উচ্চারণে অধিষ্ঠান চৈতন্য স্মরণ করিয়া করিয়া অন্য সমস্ত বস্তুতে আস্থা শূন্য হইয়া—মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহার পরায়ণ হও—এই সমস্ত দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় হইবে। এই কার্যের সহিত যাঁহারা যুবক অভ্যাস করেন তাঁহারাই শক্তিমান্ সাধক।

আর এক ব্যাপার এখানে লক্ষ্য কর। বিষয় উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করে। বিষয় উপস্থিত না থাকিলেও বিষয় স্মরণ করে, মনে মনে ভোগ করে—আর এসমস্ত না করিলেও মন বহুবিধ সঙ্কল্প তুলিয়া অস্থির হয়, কখন বা আলস্য অনিচ্ছা যুক্ত হইয়া লয় লইয়া ক্লেশ পায়।

লয় অবস্থা যখন আসিবে তখন আসন ত্যাগ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিতে অভ্যাস কর—মনে মনে আপনাকে অপরাধী জানিয়া ঐরূপ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রেষ্ঠ মন্ত্র ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনীকে ডাকিতে ডাকিতে ক্ষমা প্রার্থনা কর, লয় দূর হইবে।

বিক্ষেপ দূর করিতে হইলে বিচার আবশ্যক। যখন মনে বহুবিধ সঙ্কল্প বিকল্প উঠে তখন বিচার কর অধিষ্ঠান চৈতন্যই সত্য—তাঁহার জ্যোতিতে লেখা নাম সত্য—অন্য সমস্ত সঙ্কল্প মিথ্যা। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া—সঙ্কল্প কি করে দেখিয়া যাও, কতক্ষণ পরে সঙ্কল্প আর ছুটাছুটি করিতে পারিবে না—অনিত্য সঙ্কল্পে আস্থা রাখিতে পারিবেনা—অনিত্য বস্তুতে—যে এখুনি থাকে এখুনি থাকে না এমন বস্তুতে মমতা বা আস্থা করা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি আছে? এই বিচার করিয়া জপ ধ্যান আত্মবিচারে রত হও তোমার লয় বিক্ষেপ দূর হইল, তম ও রজ কাটিয়া গেল তখন জপ যজ্ঞ রূপ সাত্বিক ব্যাপারের আনন্দে মগ্ন হইতে পারিলে। এ সম্বন্ধে আরও পরে বলিব ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়াণি [শ] শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ, দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং [শ] চাপেক্ষ্য পরাণি [শ] প্রকৃষ্টানি [শ্রী] শ্রেষ্ঠানি আহুঃ পণ্ডিতাঃ শ্রুতয়ো বা—[ব] তচ্চালকত্বাৎ [ম] অতিসূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাদব্যাপকত্বাদন্তঃস্থত্বাচ্চ [ম] [শ] তথা ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ [শ] সঙ্কল্পাত্মকং পরং [ম] জাগরে, [ব] তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেষু স্বস্মিন্ বিলীনেষু রাজ্যকর্ত্তৃত্বেন [ব] স্থিতত্বাচ্চ। [নী] অথবা "মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি শ্রুতেরিন্দ্রিয়াণাং মনোবিকারিত্বাৎ, তেন বাহ্যার্থেভ্য ইন্দ্রিয়াণ্যাকৃষ্য মনসি প্রবিলাপনীয়ানীতি দর্শিতম্। [শ] তথা

শ ম
মনসস্তু বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা পরা অধ্যবসায়ো হি নিশ্চয়স্তৎ-
ম ব
পূর্ব্বক এব সঙ্কল্পাদির্মনোধর্ম্মঃ যদ্বা নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবৃত্ত্যৈব সঙ্কল্পা-
ব নী
ত্মকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ মনসঃ প্রবিলাপনং তৎকারণে বুদ্ধৌ কর্ত্তব্য-
নী শ নী শ্রী
মিত্যর্থঃ। তথা যঃ তু বুদ্ধেঃ অপি পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনা-
শ্রী শ শ নী
বস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা সঃ জ্ঞানপদাভিধেয়ঃ কামেন
নী ব
আবৃত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। কঠাশ্চৈবং পঠন্তি "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা
হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা
কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ ইত্যাদি। অস্যার্থঃ ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থা বিষয়াস্তদা-
কর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ। বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো
মনঃ পরং বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংশয়াত্মকান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা
ব
বুদ্ধিঃ পরা। বুদ্ধেরস্মদাদিব্যষ্টিবুদ্ধেঃ সকাশান্মহানাত্মা সমষ্টিবুদ্ধিরূপঃ
ম
পরঃ "মনোমহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" ইতি বায়ুপুরাণবচনাৎ
মহতো হৈরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ পরমব্যক্তমব্যাকৃতং সর্ব্বজগদ্বীজং মায়াখ্যং
"মায়াং তাং প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইতি শ্রুতেঃ "তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃত-
মাসীৎ" ইতি চ অব্যক্তাৎ সকাশাৎ সকল জড়বর্গপ্রকাশকঃ পুরুষঃ
পূর্ণ আত্মা পরঃ, তস্মাদপি কশ্চিদন্যঃ পরঃ স্যাদিত্যত আহ পুরুষান্ন
পরং কিঞ্চিদিতি কৃত এব, যস্মাৎ সা কাষ্ঠা সমাপ্তিঃ সা পরাগতিঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধা

পরাগতিরপি সৈবেত্যর্থঃ। তদেতৎ সর্ব্বং যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু স ইত্য-
ম নী
নেনোক্তম। "বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেত, মনোহপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং জ্ঞানাত্মশব্দোদিতায়াং বুদ্ধৌ ধারয়েৎ, তামপি মহত্যাত্মনি সমষ্টিবুদ্ধৌ ধারয়েৎ, তমেতংমহান্তমাত্মানং
নী
শান্তে নিষ্কলে পরস্মিন্ জ্যোতিষি প্রত্যগাত্মনি ধারয়েৎ" ইতি ॥ ৪২ ॥

(স্থূল দেহাদি হইতে) ইন্দ্রিয় সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন! মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি (বুদ্ধির দ্রষ্টা আত্মা)। (জ্ঞানপদাভিহিত এই আত্মাকে সেই কাম আচ্ছন্ন করিয়া রাখে)।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় জয় নিতান্ত আবশ্যক বুঝিতেছি। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয় জয়ে কি কাম জয় হইল? কামের সমূলোচ্ছেদ কি ইন্দ্রিয় জয় হইলেই হইবে?

ভগবান্—প্রধান কার্য্যই ইন্দ্রিয় জয়। ইন্দ্রিয় জয় হইতে আরম্ভ করিলে, সহজেই মন ও বুদ্ধি নামক কামের অন্য দুই দুর্গ জয় করা যায়। যদিও বাহিরের ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেও, অন্তরের তৃষ্ণা দূর করা কঠিন তথাপি কাম জয়ের উপায় আছে।

এই উপায় হইতেছে পরম পুরুষের দর্শন। পরম পুরুষই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। স্থূল দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা, তিনিই পরম পুরুষ।

অর্জ্জুন—পরে পরে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে?

ভগবান্—বিষয় স্থূল আর ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম। যে যাহাকে চালাইতে পারে সেই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হস্তী অপেক্ষা মাহুত শ্রেষ্ঠ। যদিও শ্রুতি বলিতেছেন বিষয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলিয়া বিষয় শ্রেষ্ঠ—এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ের অধীন হইয়া যায় তখন বিষয় ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন বিষয় ভোগ করিতেও পারে আবার ত্যাগ করিতেও পারে তখন বিষয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা বেশী। সেই জন্য ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। আরও এক কথা ইন্দ্রিয় দ্রষ্টা, বিষয় দৃশ্য, সেই জন্যও শ্রেষ্ঠ।

আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। মন ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে আবার ইচ্ছা হইলে গ্রহণ নাও করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মনের শক্তি ও স্বাধীনতা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বেশী। বিশেষতঃ মন, ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা।

আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। মন শুধু সঙ্কল্প বিকল্প মাত্র করে, বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া দেয়। মন বহুকার্য্য করিতে বলে, বুদ্ধি একটি কার্য্য করিয়া অন্য সমস্ত ত্যাগ করায়। এজন্য বুদ্ধির শক্তি ও স্বাধীনতা মন অপেক্ষা অধিক। বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া না দিলে মন শুধুই গোলমাল করে আর চিন্তা করিয়া ক্লেশ পায় এই জন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের ব্যষ্টি বুদ্ধি অপেক্ষা সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহান্ শ্রেষ্ঠ। এই মহান্ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা আদি জীব। এই সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহান্ হইতে অব্যক্ত বা সর্ব্বজগদ্বীজরূপা মায়া শ্রেষ্ঠ, আবার অব্যক্ত হইতে সকল জগতের প্রকাশক আত্মা বা পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। তিনিই পর্য্যাপ্তি তিনিই পরাগতি। "সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"। বুঝিতেছ—দ্রষ্টাভাব যাহার মধ্যে যত অধিক সেই দৃশ্য হইতে তত তত শ্রেষ্ঠ। জড় দৃশ্য এবং চৈতন্য দ্রষ্টা। আপনার দেহটি বা আপনার গৃহটি মাত্রে যাহার দৃষ্টি তাহা অপেক্ষা জগতে যাহার দৃষ্টি প্রসারিত সে শ্রেষ্ঠ, আবার যাহার দৃষ্টি সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপি আত্মায় প্রসারিত সে শ্রেষ্ঠ। এখন দেখ কাম জয়ের মূলসূত্র ইন্দ্রিয় জয় কিরূপে ?

সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় কেবল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিলেই হইয়া থাকে। ইহারই জন্য রমণীয় দর্শনই যে তোমার আত্মা, তোমার মাতার মাতা, তোমার প্রাণেশ্বর, সকলের অধিষ্ঠান চৈতন্য ইহা বুঝা চাই। বুঝিয়া যখন বিষয় হইতে দূরে থাকিবে তখন একান্তে মনের সঙ্কল্প সমূহ মিথ্যা এজন্য অনাস্থার বস্তু 'ইহা' সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। মন যাহা করে করুক ইহাতে আমার কি—এই বলিয়া প্রকৃতি ও আমি ভিন্ন জানিয়া প্রকৃতিতে অনাস্থা কর। অন্য সকল বস্তুতে যখন আস্থা বা মমতা শূন্য হওয়া যায় তখন নিরন্তর পরমপুরুষকে স্পর্শ করিয়া করিয়া সর্ব্ব কামনা, সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করা যায়। সেই জন্য কাম জয়ের উপায়—বিষয়ে নিরন্তর অনাস্থা এবং পরম পুরুষে অজস্র আস্থা। যিনি শ্বাসে শ্বাসে এবং পরে কুম্ভকে নাম অবলম্বন করিবেন বা রূপ ধ্যান আশ্রয় করিবেন তিনি সর্ব্বদা নাম নামী যে অধিষ্ঠান চৈতন্য ইহা লইয়া থাকিবেন—সর্ব্বদা ইষ্টের সহিত কথা কহিতে কহিতে অন্য সমস্ত বিষয়ে আস্থা শূন্য হইয়া ব্যাবহারিক কার্য্যও করিতে পারেন।

চক্ষু সর্ব্বদাই যদি পরম পুরুষে থাকে, বাক্য সর্ব্বদাই যদি রমনীয় দর্শনের সহিত কথা কয়, কর্ণ সর্ব্বদাই যদি অন্তরে তাঁহার জপ শ্রবণ করে তবে আবার কামনা কিরূপে থাকিবে ? আবার যদি জগতের সমস্ত বস্তুতে আস্থা বা মমতা শূন্য হইয়া অধিষ্ঠান চৈতন্য স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাহইলেও জ্ঞান মার্গে সমাধিতে থাকা যায়। ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয় পথ সাহায্যে কাম জয় হয়।

অর্জ্জুন—যোগের সাহায্য কি আবশ্যক নাই ?

ভগবান্—বিষয় মগ্ন ইন্দ্রিয়কে শ্রীভগবানের দিকে ফিরাইতে হইলে—শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ত চাই। তাহার পর দর্শন। শ্রবণ মনন ইত্যাদি ব্যাপার স্থায়ী করিতে হইলে প্রাণায়ামাদি যোগ বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ ভক্তি মার্গ যাহাদের

উপলব্ধি হয়না—অনুরাগে ভজন যাহারা পারেন না—তাঁহাদের উপায় কি? যাহারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেনা, যাহারা আমার নাম রসের সহিত জপ করিতে পারেনা—তাহারা যে ইহা পারেনা তাহার কারণ বিষয় সঙ্গ জনিত পাপ করিয়া করিয়া তাহাদের মন বা চিত্ত নিতান্ত মলিন হইয়া যায় বলিয়া। ইহারা কখন কখন কাহারও কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া জপাদি কর্ম্ম করিতে অরম্ভ করিলেও লয় বিক্ষেপ রূপ পাপ কর্ম্মে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়ে যে হতাশ হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন—লয় বিক্ষেপ দূর না করা পর্য্যন্ত, রজ ও তমকে পরাস্ত না করা পর্য্যন্ত ইহারা সাত্ত্বিক ভক্তির ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারে না। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করা ভিন্ন, অন্তর্জগতে সেই চরণ স্পর্শ করা ভিন্ন সর্ব্বপাপের প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুতেই পূর্ণ মাত্রায় হয় না সন্দেহ নাই কিন্তু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ইহার সম্ভাবনা কোথায়? সাধু সঙ্গে ক্ষণকালের জন্য চিত্ত শুদ্ধ হইলেও পানাপুকুরে ঢিল ফেলার মত, ঢিল তলাইয়া গেলেই আবার পানা আসিয়া সমস্ত আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। এ ক্ষেত্রে প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াই মল ধৌত করিতে সমর্থ।

স্থূল স্থূল এই বলিতেছি—(১) মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া অনাস্থা—বিষয় মিথ্যা। দৃশ্যদর্শন ব্যাপার আর দেখিব কি, শুনিব কি, ভাবিব কি সঙ্কল্পই বা করিব কি—ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইহা আস্থার বস্তু নহে—এইটি একান্তে এবং লোক সঙ্গে অভ্যাস করা। ইহাই বৈরাগ্য অভ্যাস। অজস্র এই বৈরাগ্য অভ্যাস কর। (২) অন্যদিকে আমিই সত্য—অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপই আমি, ছন্দসাং মাতঃই আমি, প্রাণেশ্বরই আমি, সর্ব্বদাই আমার দিকে তাকাইতে অভ্যাস করা। এই দুই অভ্যাস রাখিয়া ব্যবহারিক কার্য্য কর তোমার মত নিপুণ ভাবে কর্ম্ম কাহারও হইবে না।

প্রথম প্রথম দেখিবনা, শুনিবনা, ভাবিবনা এক কথায় কোন সঙ্কল্প করিবনা, এই শক্তি প্রয়োগে মন, ক্ষণকালের জন্য সঙ্কল্প শূন্য হইলেও পরক্ষণেই অগাধ জলে বৃহৎ মৎস্যের মত জাল ছিঁড়িয়া ডুবিয়া যায়। তখন আবার মনঃ সমুদ্রে কোটি কোটি বাসনা তরঙ্গ উঠে কোটি কোটি ভোগেচ্ছা লহরী খেলা করে। সাধু সঙ্গে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া বাহিরে আসিতে না আসিতেই আবার যাহা ছিল তাহাই বহু প্রবর্ত্তক সাধকের হইয়া যায়। ইহাতে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। মিথ্যাকে মিথ্যা জানা এবং সত্যকে সত্য জানা এই বিষয়ের বিচার কিছুদিন ধরিয়া করিতে হইবে। মনকে বিচার বুদ্ধির বশে আনিতে হইবে। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি ভিন্ন সাধারণ বুদ্ধিতে আত্মা ও অনাত্মার বিচার হয়না। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলে বুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ জীবকে সুখময় আনন্দময় রমণীয় দর্শনের নিকট লইয়া যাইবে। সঙ্কল্প করিতেও পারি, না করিতেও পারি। এতদিন করিয়াছি আর করিবনা—এইরূপ অভ্যাসে শক্তি জন্মে। বুদ্ধি মনকে যখন আত্মসংস্থ করে, বৃন্দা প্রণব মূলাধার হইতে রাধা শক্তিকে যখন সহস্রারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে মিলিত করে তখন কামময়—জীবমন রসময় রূপসাগরে আটকাইয়া যায়। যখন আমাকে দেখে তখন আমার মধ্যে বিশ্বরূপ

দেখিতে থাকে আবার যখন বিশ্ব দেখে তখন বিশ্বের প্রতি বস্তু মধ্যে আমি রহিয়াছি দেখিতে পায়—জগদ্দর্শন আর তাহার হয় না—সর্ব্বত্রই মদ্দর্শন হয়—সে তখন মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী এবং সর্ব্বদা আমাকে মনে মনে প্রণামশীল হয় আর কোথাও বাহিরে প্রণামশীল হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণভাবে কামজয়।

এইরূপে যোগী হইয়া ভক্ত হইতে হয় ভক্ত হইলেই জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভে অদ্বৈত বুঝিয়া, অদ্বৈতে থাকিয়া, স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া, বহুরূপে ক্রীড়া করা অপেক্ষা রমণীয় আর কিছুই নাই। এই অবস্থার যে ভক্তি তাহাই পরা ভক্তি। কাম জয় কর তুমি এই অবস্থায় নিত্য থাকিবে।

অর্জ্জুন—আমি কৃতার্থ হইলাম। আমি উপায় পাইতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার জীব তোমার উপদেশ মত চলিয়া সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি করিতে পারে। আচ্ছা এই শ্লোকের সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম পাপের প্রবর্ত্তক কে? ইহার উত্তরে তুমি কামের কথাই বলিতেছিলে হঠাৎ "বুদ্ধেঃ পরতস্তুসঃ" বলিলে? এই বাক্যের অন্তর্গত সঃ কথার অর্থ সম্বন্ধে লোকের মনে হইতে পারে তুমি কামকেই লক্ষ করিতেছ?

ভগবান্—কাম অজ্ঞান হইতে জন্মে। অজ্ঞানও অনাদি; ইহা এজন্য বুদ্ধিরও উপর। কিন্তু আমি এখানে তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ইত্যাদিতে ইন্দ্রিয় সংযমনের কথা বলিতেছি! শ্রেষ্ঠের আশ্রয় না লইলে ইন্দ্রিয় সংজম হয় না সেই জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ আত্মার আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। এজন্য "সঃ" শব্দ আত্মাকে লক্ষ করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩॥

ম
হে মহাবাহো! মহাবাহোর্হি শত্রুমারণং সুকরমিতি যোগ্যং

ম ব
সম্বোধনম্। এবং এস্তূবতং পূর্ণমাত্মানং আনন্দচিদ্‌ঘনং বুদ্ধেঃ

ব শ ব
পরং দেহাদিনিখিলজড়বর্গপ্রবর্ত্তকত্বাৎ বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা অনুভূয়েত্যর্থঃ

শ ম
আত্মনা স্বেনৈব সংস্কৃতেন মনসা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য সম্যকস্তম্ভনং

শ নী শ
নিশ্চলং কৃত্বা নির্ব্বৃত্তিকং কৃত্বা সম্যক সমাধায়েত্যর্থঃ কামরূপং

ম শ শ শ্রী
তৃষ্ণারূপং দুরাসদং দুঃখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুর্বিজ্ঞেয়ং

নী নী শ্রী আ
শত্রুং শাসয়িতারং জহি নাশয় মারয় ইত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ ইন্দ্রিয়াদি—
আ নী
সমাধানপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাৎ কামজয়োভবতীত্যুপসংহরতি। যাবৎ
কামমূলস্য অজ্ঞানস্যোচ্ছেদঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন ক্রিয়তে, তাবৎ
পর্য্যন্তং কামস্য নির্মূলোচ্ছেদো ন ভবতীতি বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা কামো
নী
নাশনীয়ঃ, তস্মিংশ্চনষ্টে সংসারানর্থোচ্ছেদো ভবতীতি ॥ ৪৩ ॥

হে মহাবাহো! এই পূর্ণ আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া আপন সংস্কৃত মনের দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্বিজ্ঞেয় শত্রুকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি মহাবাহু—তুমি শত্রু বিনাশে সমর্থ। এই শত্রুকে ধৃত করা এবং আয়ত্ত করাও নিতান্ত কঠিন। পরম পুরুষ আত্মাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—তুমি ইহাঁকে জানিতে সর্ব্বদা চেষ্টা কর। ইনিই অধিষ্ঠান চৈতন্য। ইনিই রমণীয় দর্শন। ইনিই সাকার, ইনিই নিরাকার। ইনিই নির্ব্বিকার, ইনিই সর্ব্বসাক্ষী। অন্য যাহা কিছু তাহাই অসত্য, মিথ্যা-ইন্দ্রজাল। মিথ্যাকে অজস্র মিথ্যা বোধ কর, বোধ করিতে করিতে সত্যকে সত্য বোধ হইবে। বৈরাগ্য ও অভ্যাস—এইরূপ সর্ব্বদা অভ্যাস কর। এই দুরাসদ শত্রু জয় করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—জীবের উপর করুণা করিয়া তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে এই দুস্তর সংসার সাগর উত্তীর্ণ করিতেছ। এখানে আমি এই পর্য্যন্ত যাহা উপদেশ পাইলাম তাহাই আবার একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দৃঢ় করিয়া লইব।

ভগবান্—অর্জ্জুন! আমরাই নর নারায়ণ। ভূভার হরণের জন্য আমরা যুগে যুগে এইরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ভগবান্ বশিষ্ঠ আমাকে ত্রেতাযুগেও এই নিত্য শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ বলিয়াছিলেন।

হরির্দেহদ্বয়েনাথ মহীমবতরিষ্যতি।
দেবাংশৈ ঋষিলৈঃ সার্দ্ধং নর নারায়ণং গতৈঃ ॥
বসুদেবসুতস্তেকো বাসুদেব ইতি শ্রুতঃ।
দেহো ভবিষ্যতি হরের্দ্বিতীয়ঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ ॥

এই আমাদের অবতার সংবাদ। আমার মায়াতেই তুমি আত্মবিস্মৃত মত হইয়াছ। জীব পরিত্রাণ জন্য তুমি জীব হৃদয়ের সর্ব্ব প্রকারসন্দেহ উত্থাপন করিবে আর আমি তাহাই দূর করিব ইহাই আমাদের ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্য। তুমি বল কি বলিবে?

অর্জ্জুন—তুমি আমার মধ্যে থাকিয়াই যে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতেছ, আর আপনিই উত্তর দিতেছ, তাহা আমি যেন কিছু কিছু অনুভব করিতেছি। কিন্তু সে কথা যাউক—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি গীতার অধ্যায় গুলির সম্বন্ধ। এই প্রথম তিন অধ্যায়ের সম্বন্ধ তুমি দেখাইয়া দাও!

ভগবান্—এই তিন অধ্যায়ের শেষ শ্লোক তিনটি লক্ষ্য কর। প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের শেষ কথা "শোক সংবিগ্নমানসঃ"। দ্বিতীয়ের শেষ কথা "ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি"। তৃতীয়ের শেষ কথা "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্"। এই কয়েকটি কথাতেই অধ্যায়ের সম্বন্ধ বুঝিবে।

জীবের চিত্ত সংসারে আসিয়া সর্ব্বদা শোকের দ্বারা প্রকম্পিত হয়। শোকাকুলচিত্ত বিশিষ্ট জীবের সংসারোত্তরণ কিরূপে হইবে? কিরূপে জীব শোক মোহ জরা মৃত্যু সমাকুল এই ঘোর সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবে? তুমি যেমন শোকে আকুল হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিতেছিলে, এই সংসারে কত জীব, আজ পুত্র কন্যা নাশ জনিত শোক, দেহ প্রতিপালন জন্য ক্লেশ, জরা আধি ব্যাধি জনিত শোক, কামনা অতৃপ্তি জনিত শোক গ্রস্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং একবার মরিয়া আবার মরিবার কার্য্য করিতেছে।

সংসারের দুঃখ দেখিলে পশুভিন্ন এমন কোন্ মনুষ্য থাকিতে পারে যে শোকসংবিগ্ন মানস না হয়? এই জন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদ যোগ। জীব বিষাদ যোগী হইলেই দুঃখ প্রতিকারের উপায় পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে শোক পরিত্রাণের একমাত্র উপায় যাহা তাহাই বলা হইয়াছে। "এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি" ব্রাহ্মীস্থিতি পাইলে মানুষ আর দুঃখ সংসার মোহ প্রাপ্ত হয় না। যদি মৃত্যু কালেও ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থান করিতে পারে তবে "ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ঋচ্ছতি" অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। বান অর্থ গমন। ব্রহ্মেস্থিতি হইলে আর কুত্রাপি গমন নাই। আর জরা মরণ নাই আর সংসার ক্লেশ নাই। আর প্রাণের উৎক্রমণ জন্য নিদারুণ ক্লেশ নাই, ব্রহ্মনির্ব্বাণ এতই সুখকর। আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। ইহাই মোক্ষ। ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ব্রহ্মনির্ব্বাণ ভিন্ন সর্ব্ব শোকের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মীস্থিতি বা আত্মজ্ঞান ভিন্ন সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি রূপ মোক্ষ বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ নাই। শ্রুতিও বলেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ" শোক হইতে যদি মুক্তি চাও তবে আত্মজ্ঞান লাভ কর। এই জন্য দ্বিতীয়ের শেষে, সমস্ত অধ্যায়ে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়াছি, যে আপন আনন্দ স্বরূপে অবস্থান বলিয়াছি তাহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি নাম দিয়া শেষ শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছি।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার ব্রাহ্মীস্থিতি বা অপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতি হয়না কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর মানুষ পাপ ত্যাগ করিতে পারে না বলিয়া। কামই পাপ। কামই আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। মানুষ সংসার কামনা ত্যাগ করুক, বিষয় কামনা ছাড়ুক, তবে

মেঘ দূর হইলে যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হয়েন সেইরূপ কাম অপগত হইলেই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইবে। এই হেতু তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলিয়াছি জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় কাম শত্রুকে জয় কর।

অর্জ্জুন—গীতার সমস্ত অধ্যায়ে কি এইরূপ সম্বন্ধ আছে ?

ভগবান্—শুধু অধ্যায় কেন, প্রতিশ্লোক এমন কি প্রতি ব্যবহৃত শব্দ সমূহের ও পরস্পর সম্বন্ধ আছে। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ। আমার হৃদয়ে অসংলগ্ন কিছুই কোথাও নাই।

অর্জ্জুন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যেমন সাধনা ক্রম দেখাইয়া উপসংহার করিয়াছ তৃতীয় অধ্যায়ে সেইরূপ কিছু বলিবে না ?

ভগবান্—সাধনার ক্রম দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রায় সমস্তই বলা হইয়াছে। এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তুমি লৌকিক কর্ম্মই কর বা বৈদিক কর্ম্মই কর, যুদ্ধাদিই কর বা জপ প্রাণায়াম—পূজা উপাসনা—আত্মবিচার—যাহাইকেন না কর যদি "আমার আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করিতেছ" "সুখ পাও বা দুঃখ পাও রস পাও বা না পাও" তোমার কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই—শুধু আমায় ভালবাস বলিয়া আমার সন্তোষ জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতেছ এইরূপ একটা মূল ভিত্তি না রাখ, তবে তুমি ঠিক এক নিয়মে কর্ম্ম বা বিচার অভ্যাস করিতে পারিবে না। তোমার কখন হইবে কখন হইবে না। যে দিন রস পাও সে দিন কর্ম্মে মন লাগিবে যে দিন রস পাওনা সে দিন কর্ম্ম শিথিল হইবে। এই জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা প্রবর্ত্ত সাধকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার কথা।

এখন তোমাকে অতি সংক্ষেপে এই তিন অধ্যায়ের সাধনার কথা বলিব। জীব এই সংসারে পতিত হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। সকলেই এখানে শোক সংবিগ্ন মানস। প্রথম শোক প্রাপ্তি জন্য উদ্দীপনা হেতু কেহ একবারে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে, কেহ বা শোক না পাইয়াও বুদ্ধি জাগ্রত হইলে নিজের অবস্থা বিচার করিয়া নিজের শোকের কারণ দেখিতে পায়। যাহারা মূঢ় তাহারাপুঃন পুঃন শোক পাইলেও নিজের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া যায়, আর ভাগ্যবান্ ব্যক্তি নিজের পরাধীনতা, নিজের দুঃখ, অন্যান্য জীবের জনন মরণ দুঃখ দেখিয়া বিষাদ যোগী হইয়া পড়ে। বিষাদ প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত ইহারা সুস্থ হইতে পারে না। বিষাদ যোগী হওয়া প্রথম কথা।

দ্বিতীয় অবস্থায় শাস্ত্র মুখে বা সাধু সঙ্গে ইহারা ধারণা করিতে পারে শোক শান্তির প্রকৃত উপায় কি ?

শোক কখন্ থাকে না ? যখন আনন্দে থাকা যায়। আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতিই সর্ব্ব-শোক নিবৃত্তির অবস্থা। আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি।

আত্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন আনন্দ স্বরূপে স্থিতি বা ব্রাহ্মীস্থিতি অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। এই জন্য জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করা চাই।

এই জ্ঞান কাম দ্বারা আচ্ছন্ন হয় বলিয়া জীব আত্মজ্ঞান লইয়া না থাকিয়া বিষয় বাসনা, ভোগ কামনা ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত থাকে। এই কাম শত্রুকে জয় না করা পর্য্যন্ত জ্ঞান

লাভ হইবে না। নৈষ্কর্ম্মাই জ্ঞান। কর্ম্ম অনুষ্ঠান ভিন্ন সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগরূপ পরম শান্ত নৈষ্কর্ম্য অবস্থা বা জ্ঞান কিছুতেই জন্মিতে পারে না। এজন্য যে কেহ মৃত্যু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকেই আপন আপন বর্ণাশ্রম মত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। দ্বিজ জাতি নিয়ম মত ত্রিসন্ধ্যা ও ক্রিয়া ও আত্মবিচার দ্বারা এই জীবনেই মুক্ত হইতে পারে।

নিষ্কাম ভাবে যদি কেহ কর্ম্ম না করে তবে সে ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া যাইবে। যে ইন্দ্রিয়ের আরামের জন্য কর্ম্ম করে, ভোগের আশায় কর্ম্ম করে সে পাপ আয়ু, তাহার জীবন ধারণ বৃথা। অঘায়ুরিন্দ্রিয়া রামো মোঘং পার্থ স জীবতি।

কিন্তু যিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করেন তিনি কিছু দিন সাধনা করিতে করিতে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপী আত্মাকে লক্ষ্য করিতে পারেন। আত্মা ভিন্ন আর প্রিয় কেহ নাই। তবে যে লোকে পতি, পুত্র, ইত্যাদিকে প্রিয় বলে সেও আত্মপ্রীতি মাত্র। আপন আত্মাকে পতি পুত্রাদিতে যে দেখে সেই যথার্থ পতি পুত্রকে ভালবাসে। শ্রুতি বলেনঃ—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি।
ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।

তাই বলিতেছি যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি আত্মসন্তুষ্ট তাঁহার কোন কার্য্য থাকে না। তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা এই অবস্থা লাভ কর—আত্মাকে লক্ষ্য করিতে করিতে জগতের কোন বস্তুতে আর তোমার হেয় উপাদেয় বুদ্ধি থাকিবে না। তুমি যখন রাগদ্বেষের বশীভূত আর হইবে না তখন তুমি আপন সংস্কৃত মনের দ্বারা মনকে নিশ্চল করিতে পারিবে। এবং কাম বিনাশ করিয়া আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবে।

অর্জ্জুন—শাস্ত্র নির্দ্ধারিত কর্ম্ম ত অভ্যাস করিব কিন্তু মনের দ্বারা মনকে নিশ্চল করাত বড়ই কঠিন। মিথ্যাকে সত্য বোধ এত দৃঢ়ভাবে হইয়া গিয়াছে—দেহ সত্য, জগৎ সত্য, মন সত্য, সঙ্কল্প সত্য, কর্ম্ম সত্য—এই সমস্ত এত অধিক হইয়া গিয়াছে যে তুমি বলিয়া দিলেও—আত্মাভিন্ন আর সমস্তই আগমাপায়ী—এই আছে এই নাই—এই ভাব স্থির রাখিতে পারা যায় না। তুমি এমন কোন উপায় বলিয়া দাও যাহাতে মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া তাহাতে অনাস্থা করিয়া মনের দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া আমি সর্ব্বদা সত্য লইয়াই থাকিতে পারি। ভিতরে সর্ব্বদা সত্য লইয়া থাকিয়া ব্যাবহারিক যাহা কিছু করিতে বল তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

ভগবান্—অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রশ্নে বড়ই প্রীত হইলাম। শুন আমি উপায় বলিয়া দিতেছি। সমস্ত কর্ম্মইত নিষ্কাম ভাবে করিবে—আমার আজ্ঞা বলিয়া—ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া করিবে, আমার সন্তোষ জন্য করিবে—আর ইহাও স্মরণ রাখিবে যে তুমি কর্ত্তা নও তুমি অকর্ত্তা—কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া করিবে কিন্তু এই ভাব গুলি রাখিবার জন্য—কর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে এবং কর্ম্ম শেষেও অর্থাৎ ব্যাবহারিক জগতে আসিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ বৈরাগ্য

অভ্যাস করিবে—ইহা দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বোধে অগ্রাহ্য করিয়া নিরন্তর আত্মা লইয়া থাকিতে পারিবে অথবা সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও সদা আত্মভাবে থাকিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—বল আমি সর্ব্বদা ইহা অভ্যাস করিব।

ভগবান্—বিচার দ্বারা মনকে প্রবুদ্ধ কর। মনের সহিত কথা কহিতে অভ্যাস কর। সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা কর মন তুমি যে এত সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতেছ বল দেখি সংসারে এমন উপাদেয় কি আছে যাহা পাইলে স্থায়িভাবে জুড়াইতে পার? আস্থা করিবার কিছুই ত রূপ রসাদি বিষয়ে নাই, সংসারেও নাই। দুঃখ যাহা কিছু তাহাও স্থূল শরীরের বা সূক্ষ্ম শরীরের বা মনের। শরীর ক্লান্ত হয় বিশ্রাম করুক তাহাতে আমার কি? যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে তাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের—শরীর তাহা করুক তাহাতে অধিষ্ঠান চৈতন্যের কি? আমিত চৈতন্য—জড়ত আমি নহি। নির্ম্মল অচল আত্মা—পরম শান্ত চৈতন্য আমি—আমি ত কিছুই করি না। যাহা পাই নাই তাহাতে আমার বাঞ্ছা নাই, যাহা পাইয়াছি তাহার ত্যাগও আমার নাই। আপন আনন্দ স্বরূপে আমি স্থিত হইয়া সুস্থ হইয়া যাই। কোন ভয় আমার নাই, কোন অভাব আমার নাই। এই রূপ চিন্তার অভ্যাসে মন সমাহিত হইবে, মন নিশ্চল হইবে, মন সমাধি মগ্ন হইবে।

এই বিচার ঠিক রাখিয়া তুমি অন্য সমস্ত কর্ম্ম করিয়া যাও। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিলে জানিও ঐ মুহূর্ত্ত সন্ধ্যা বন্দনাদি আনিয়া দিল তুমি তৎক্ষণাৎ আমার আজ্ঞা বলিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলে—মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও সেই রূপ কর্ম্ম আনিয়া দিল তুমি তৎক্ষণৎ তাহা করিয়া আবার বিচার লইয়া রহিলে। ব্যাবহরিক কর্ম্মও ঐরূপে সম্পন্ন করিয়া আপনার সর্ব্বদার কর্ম্ম দ্বারা আপন স্বরূপে রহিলে—এই ভাবে কার্য্য কর এই জীবনেই মুক্ত হইয়া যাইবে। যদি পূর্ব্ব প্রকৃতি বশে ইহা না হয় তবে দেহান্তে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে।

তোমার আত্মবিচার রূপ প্রযত্নই আমি। যাবৎ না আত্মা প্রসন্ন হন তাবৎ ইন্দ্রিয়াখ্য অরি বিজিত হয় না। যাবৎ না চিত্ত হইতে হেয় উপাদেয় বুদ্ধিরূপ কলঙ্ক দূরীভূত হয়, তাবৎ মনশ্চাঞ্চল্য দূর হয় না, যাবৎ না দৃশ্যমান সমস্তই অবস্তু এই ভাবনা দৃঢ় হয় তাবৎ আপন আনন্দ স্বরূপে স্থিতি কোথায়? শয়নে ভোজনে উপবেশনে "এ সকল অসৎ" এই রূপ নিশ্চয় করতঃ এ সকলের আস্থা সহজেই ত্যাগ করিতে পারিবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ।

(১) ইহা হেয় ইহা উপাদেয় বুদ্ধির এই কলঙ্ক ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) সমস্তই অবস্তু—অবস্তুতে আস্থা নাই—লাভালাভে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—ইহা ভিতরে রাখিয়া বাহিরে ব্যবহার করিবে।

(৩) আত্মাই প্রিয় আত্মার নামই প্রিয়—নাম জপে অধিষ্ঠান চৈতন্যেই স্থিতি। সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এই শুভ সঙ্কল্প করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবে।

ইহার অভ্যাসে তুমি ক্রমে ক্রমে বিষয়ে ধাবমান চিত্তকে বল পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত করিয়া বশে আনিতে পারিবে। মন তখন ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করতঃ সমস্ত বস্তুতে চিৎসত্তা

ব্যতীত অন্য সত্তা নাই নিশ্চয় করিয়া সমতা প্রাপ্ত হইবে। মনের মধ্যে নিরন্তর যে ভাবনা হইতেছে তাহা অন্তস্থ চিৎভাবের উপরেই উঠিতেছে ও লয় হইতেছে। ইহাই স্পন্দশক্তি। এই চিৎভাবাপন্ন স্পন্দশক্তিই সঙ্কল্প বা চিত্ত। চিৎ ফণীর ফুৎকার স্বরূপ এই অসন্ময়ী স্পন্দশক্তিকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে শান্ত করিলেই সংস্কৃত মনের দ্বারা অসংস্কৃত মন নিশ্চল হইয়া গেল; তখন কাম জয় হইল তুমিও আপন স্বরূপে চিরস্থিতি লাভ করিলে। যাহা হইতেছে হউক তাহাতে আমার কি? আমি এতদিন মোহ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কল্প করিয়াছি এখন করিব না শান্ত থাকিব ইহাই সদা অভ্যাসের বস্তু।

অর্জ্জুন—আমি আর তোমাকে কি বলিব কিই বা তোমাকে দিব। আমার সর্ব্বস্ব এই প্রণাম শত শত বার তোমায় করিতেছি। তুমি গ্রহণ কর।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত স'হস্র্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম পর্ব্বণি
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
কর্ম্ম যোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

জ্ঞান-যোগঃ।

"পুমবস্থাদি ভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয় সংছিদম্" শ্রীধরঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

ম ম
শ্রীভগবানুবাচ। অহং ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বজগৎ পরিপালকঃ
নী
আদিত্যান্তর্য্যামী য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে
হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণস্তস্য যথাকপ্যাসং
নী
পুণ্ডরীকমেবেক্ষণী তস্যোদিতি নাম" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধঃ ইমং

শ ব ম ম
অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং ত্বাং প্রত্যুক্তং অব্যয়ং ন ব্যেতি সফলাদিত্যব্যয়ং
ব ম ম
নিত্যং অব্যভিচারিফলং অব্যয়বেদমূলত্বাৎ অব্যয় মোক্ষফলত্বাচ্চ
বি নী আ
যোগং নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং সাংখ্যযোগং। প্রবৃত্ত্যা লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে
আ ম
কর্ম্মযোগো নিবৃত্ত্যাচ লক্ষতে জ্ঞানযোগ ইতি বিভাগঃ। যদ্যপি
পূর্ব্বমুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগ স্তদুপায়ত্বেন চ কর্ম্মযোগ ইতি দ্বৌ যোগৌ
কথিতৌ "তথাপ্যেকং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইত্যন্যা
দিশা সাধ্য-সাধনয়োঃ ফলৈক্যাদৈক্যমুপচর্য্য সাধনভূতং কর্ম্মযোগং
সাধ্যভূতঞ্চ জ্ঞান যোগমনেকবিধ গুণবিধানায় স্তৌতি বংশকথনেন
ম শ ম নী
ভগবান্। বিবস্বতে আদিত্যায় সর্ব্বক্ষত্রিয়বংশবীজভূতায় সূর্য্যায়
নী ম
মণ্ডলাভিমানিনে প্রোক্তবান্ প্রকর্ষেণ সর্ব্ব সন্দেহোচ্ছেদাদিরূপে-
ম শ
ণোক্তবান্ জগৎপরিপালয়িতৄণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়, তেন যোগ-
আ
বলেন যুক্তাস্তে সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম (ব্রহ্ম শব্দেন ব্রাহ্মণত্ব জাতি-
রুচ্যতে) পরিরক্ষিতুং, ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতু-
শ ম ম শ্রী
মলম্। মমশিষ্যঃ বিবস্বান্ মনবে স্বপুত্রায় বৈবস্বতায় শ্রাদ্ধদেবায়
শ
প্রাহ। মনুঃ ইক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায় অব্রবীৎ॥ ১॥

শ্রীভগবান কহিলেন—এই অব্যয় যোগ (আদিক্ষত্রিয়) সূর্য্যকে আমি বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুরে বলিয়াছিলেন।১।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্ম সাধ্য সাংখ্য যোগ বা জ্ঞান যোগের কথাইত তুমি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় ধরিয়া বলিতেছ। সন্ধ্যা আহ্নিক ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্ম, আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া করি না, করি আমার আশ্রয় দাতার আজ্ঞা বলিয়া, করি তাঁহাকে ভাল বাসিয়া। নিষ্কাম কর্ম্ম বা ভক্তি যোগ অবলম্বনে কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আমি ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত, আমার নিজের সামর্থ্যে কিছুই হয়না—তাঁহার ইচ্ছায় কার্য্য হয়—এই ভাব দৃঢ় হইয়া যাইবে তখন চিত্তশুদ্ধি হইবে তাহার পর জ্ঞানের কার্য্য চলিবে—এইরূপে ভক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানে যখন অধিকার হইবে তখনই এই অব্যয় যোগ সাধিত হইবে। পতঞ্জলি যাহাকে "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" বলিতেছেন—গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন তাহাই; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই ত বুঝিলাম। কিন্তু এই যোগ যে অব্যয়—ইহা যে বেদ মূলক, ইহাই যে নিঃসন্দেহে মোক্ষ ফল প্রদান করে, ইহা যে আমার চিত্তবিনোদনার্থ তোমা কর্ত্তৃক কল্পিত হয় নাই ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? তুমি কোন্ উদ্দেশে আদি ক্ষত্রিয় রাজ সূর্য্যকে ইহা প্রদান করিয়াছিলে—ইহাই বা পরম্পরা ক্রমে প্রচলিত হইল কিরূপে? আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

ভগবান্—এই যে যোগ তোমাকে উপদেশ করিলাম ইহা আমার কল্পনা নহে; ইহা সনাতন। সৃষ্টির আদিতে আমি আমার শিষ্য প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা সূর্য্যকে ইহা শিক্ষা দিয়াছিলাম। প্রথমেই রাজাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম ইহার কারণ এই যে "যোগের সমান বল আর কিছুই নাই"। "নাস্তি যোগঃসমংবলম্" এই যোগের দ্বারা রাজগণের বলাধান হইবে এবং রাজাগণ এই যোগ যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হইলে সহজেই জগৎ পরিপালন হইবে। "যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা" "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা" ইত্যাদি বলাধানের মন্ত্র। এই যোগ আবার সূর্য্য আপন পুত্র শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বৎ মনুকে প্রদান করেন। মনু আবার ইক্ষ্বাকুরে প্রদান করেন। এই যোগ নূতন নহে ইহা সনাতন।

অর্জ্জুন—এই সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোথাও কি উল্লেখ আছে?

ভগবান্—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ৩৮ অধ্যায়ে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। গীতোক্ত এই ধর্ম্মের নাম একান্তধর্ম্ম। নিষ্কাম ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রণিধান মূলক। "নূনমেকান্ত ধর্ম্মোহয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণ প্রিয়ঃ"। সহোপনিষদান্ বেদান যে বিপ্রাঃ সম্যগাস্থিতাঃ পঠন্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতি ধর্ম্মিণঃ। তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্ এই একান্ত ধর্ম্ম পূর্ব্বে বহুবার উৎপন্ন হইয়া লয় হইয়া গিয়াছে এক্ষণে আবার তোমাকে ইহা আমি উপদেশ করিতেছি। ইহার পূর্ব্ব বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

"সত্য যুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদ সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া "সম্ভৃতঃ সামবেদেন পুরৈবাদি যুগে কৃতঃ" তদবধি উহা স্বয়ং ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ সাত বার নারায়ণ হইতে জন্ম

গ্রহণ করেন। প্রথমে মানস হইতে, দ্বিতীয়ে চক্ষু হইতে, তৃতীয়ে বাক্য হইতে, চতুর্থে কর্ণ হইতে, পঞ্চমে নাসিকা হইতে, ষষ্ঠে অণ্ডমধ্য হইতে এবং সপ্তম বার নাভি হইতে। প্রতি বারেই ঐ ধর্ম্ম একবার উদয় হয় আবার নারায়ণে অন্তর্হিত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম জন্মে নারায়ণ ঐ ধর্ম্ম ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যরে, আদিত্য বিবস্বানকে প্রদান করেন। ত্রেতা যুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্মনবে দদৌ। মনুশ্চ লোকভুত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুরে এবং মনু ইক্ষ্বাকুরে ঐ একান্ত ধর্ম্ম প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করেন। তদবধি ঐ ধর্ম্ম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস দ্বাপরে ঐ ধর্ম্ম কৃষ্ণ ও ভীষ্ম দেবের সন্নিকটে ঋষিগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তোমার সুবিধার জন্য নারায়ণ হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত একটি (তালিকা) প্রদান করিতেছি :—

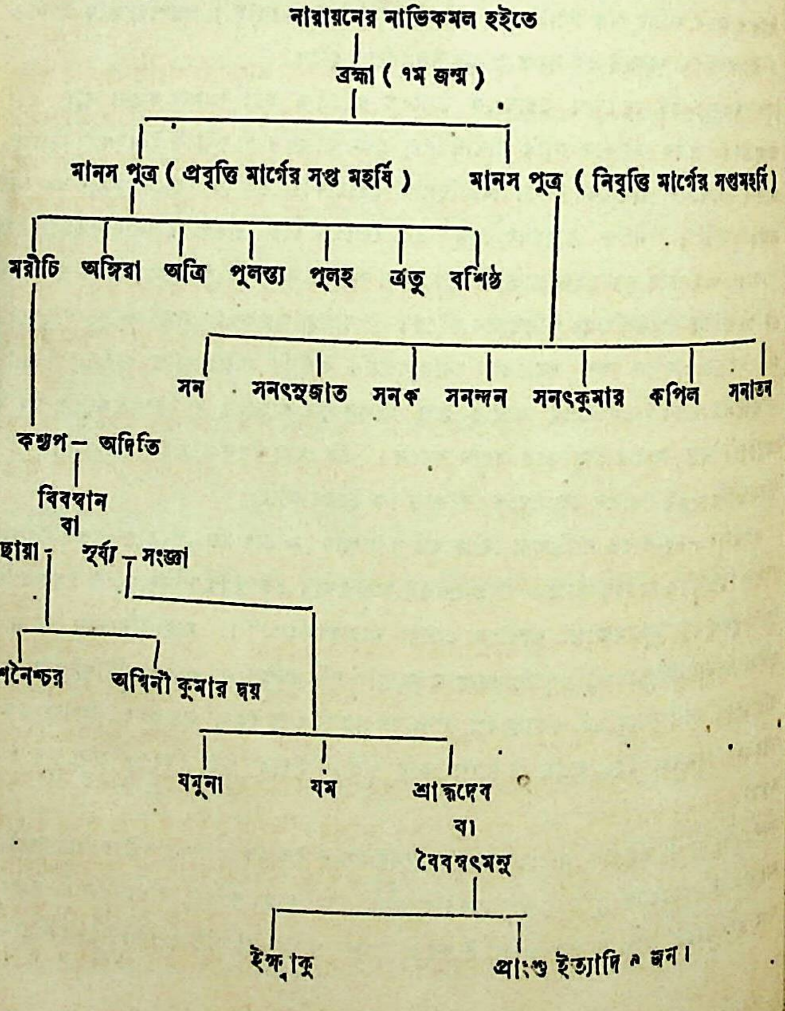
নারায়নের নাভিকমল হইতে
ব্রহ্মা (৭ম জন্ম)
মানস পুত্র (প্রবৃত্তি মার্গের সপ্ত মহর্ষি)
মানস পুত্র (নিবৃত্তি মার্গের সপ্তমহর্ষি)
মরীচি
অঙ্গিরা
অত্রি
পুলস্ত্য
পুলহ
ক্রতু
বশিষ্ঠ
সন
সনৎসুজাত
সনক
সনন্দন
সনৎকুমার
কপিল
সনাতন
কশ্যপ — অদিতি
বিবস্বান
বা
ছায়া — সূর্য্য — সংজ্ঞা
শনৈশ্চর
অশ্বিনী কুমার দ্বয়
যমুনা
যম
শ্রাদ্ধদেব
বা
বৈবস্বৎমনু
ইক্ষ্বাকু
প্রাংশু ইত্যাদি ৯ জন।

অতএব দেখ নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, পরে মরীচি, পরে কশ্যপ, পরে বিবস্বান (সূর্য্য); পরে শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বৎ মনু, পরে ইক্ষ্বাকু।

অর্জ্জন—এই যে তুমি ঐকান্তিক ধর্ম্মের কথা বলিতেছ ইহা কি সাংখ্য যোগ না কর্ম্ম যোগ?

ভগবান্—মুক্তির জন্য একান্ত মনে অনুষ্ঠিত নারায়ণাত্মক ধর্ম্ম সাংখ্য ও যোগ ধর্ম্মের অনুরূপ জ্ঞানবান মনুষ্য এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রভাবে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন" শান্তি ৩৪৮।

"নারায়ণ ত্রিলোকের নিয়ন্তা"। নারায়ণ হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। নারায়ণ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। অকার উকার মকার ই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তার উপাধি। নারায়ণই ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। নারায়ণই লোকের যোগ ক্ষেম বহন করেন। নারায়ণ সানুগ্রহ দৃষ্টি দ্বারা যাঁহাদের জনন মরণ দুঃখ নিরীক্ষণ করেন তাঁহারাই সাত্ত্বিক। তাঁহাদেরই মুক্তি লাভ হয়। ৩৪৮ শান্তি পর্ব্ব।

নারায়ণের কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত কেহই আপন ইচ্ছানুসারে জ্ঞানী হইতে পারেনা" ৩৪৮ শান্তি পর্ব্ব।

ইহাই ভক্তি যোগ। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। সেই জ্ঞান লাভ জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ ও ভক্তি যোগ রূপ কর্ম্ম অবলম্বন আবশ্যক। যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, ভক্তি দ্বারা চিত্ত ভগবৎরসে আপ্লুত হয়। চিত্ত এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিলে জ্ঞান প্রবাহে চিত্ত ডুবিয়া যায়। এই জ্ঞান ও আনন্দে নিত্য থাকাই ব্রাহ্মীস্থিতি। গীতাতে এই নারায়ণাত্মক ঐকান্তিক ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছি।

"সাংখ্যযোগ, আরণ্যক বেদ ও পঞ্চরাত্র এই শাস্ত্র, সমুদায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভূত। মনুষ্য এই সমস্ত শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহার ঐকান্তিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়"। ৩৪৮ শান্তি পর্ব্ব।

অর্জ্জুন—"সাংখ্য যোগ, পঞ্চরাত্র ও আরণ্যক বেদ এই তিন জ্ঞান শাস্ত্র, সমুদায় লোকে প্রচারিত। কিন্তু ঐ সমুদায় কি এক ধর্ম্ম প্রতি পাদন করিতেছে না পৃথক পৃথক ধর্ম্ম প্রতি পাদন করিতেছে? ৩৪৮ শান্তি পর্ব্ব।

ভগবান্—"সাংখ্য যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাংখ্যের, পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা যোগের, অপান্তরতমা বেদের, ব্রহ্মার পুত্র ভগবান মহাদেব পাশুপত ধর্ম্মের এবং ভগবান নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রণেতা। সাংখ্য যোগাদি সমুদায় শাস্ত্রেই এক মাত্র নারায়ণকে উপাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহারে পরমাত্ম স্বরূপ বলিয়া অবগত হইতে পারে না। যাঁহারা বেদ ও অনুমানাদি দ্বারা সন্দেহ শূন্য হইয়াছেন, নারায়ণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত থাকেন। আর যাহারা কুতর্ক নিবন্ধন সন্দিহান হয়েন তাহারা কখন তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ হয় না। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রজ্ঞ একান্ত অনুরক্ত মহাত্মারা চরমে অনায়াসে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন। মহর্ষিগণ সাংখ্য, যোগ ও বেদ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রে এই বিশ্ব নারায়ণময় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্রিলোক মধ্যে যে সকল শুভাশুভ কার্য্য

সংঘটিত হয়, সে সমুদায়ই নারায়ণ হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া অবগত হওয়া উচিত" ৩৪১ শান্তি পর্ব্ব।

এই সমস্ত উপায় দ্বারা যখন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিবে তখন বুঝিবে আমিই আছি। জগৎ অজ্ঞানীর পক্ষে আছে জ্ঞানীর পক্ষে সমস্তই নারায়ণ। "ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বলিয়া জানেন" আমার মায়িক জগতে আমি ও আমার মায়া খেলা করিতেছি। আমি আমার শক্তি লইয়া জগৎ রচনা করি, করিয়া আবার দেখিয়া দেখিয়া আবার ভাঙ্গি। চৈতন্য স্বরূপ আমিও যেমন অখণ্ড, আমার শক্তিও সেই রূপ অখণ্ড। আত্মমায়া প্রভাবে খণ্ড চৈতন্য ও খণ্ড শক্তি সমন্বিত অসংখ্য জীব সৃষ্ট হইয়াছে। এই জগতে মানুষের মধ্যেই মুক্তির সামর্থ্য আছে।

গীতোক্ত এই ঐকন্তিক ধর্ম্মই বড়নিরাপদ। খণ্ডশক্তি জীব, অখণ্ড শক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করুক। সর্ব্বভাবে আশ্রিত হউক। বালক যেমন মাতার ক্রোড়ে আসিয়া নিরাপদ হয় সেইরূপ খণ্ডশক্তি, অখণ্ড শক্তির উপাসনা করিয়া শান্ত হইয়া যায়। স্থূল দেহ, অন্য স্থূল দেহ চিন্তা করিয়া এক হইয়া যাইতে পারেনা কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্মের ভাবনা করিয়া এক হইতে পারে। চিত্তাকাশেই প্রকৃত মিলন। খণ্ড প্রকৃতি অখণ্ডে যখন মিলিত হয়—মিলিত হইয়াই অখণ্ড পুরুষকে পূর্ণভাবে উপাসনা করিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতির সমস্ত কার্য্য পুরুষেরই উপাসনা। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে প্রকৃতির অপূর্ব্ব সাজ সাজ্জা পুরুষের উপাসনা জন্য। জীবের খণ্ড প্রকৃতিকে খণ্ড চৈতন্য অখণ্ডে মিলাইতে পারে। এই সামার্থ্য জীবের আছে। সেই জন্য মনুষ্যই উপাসনার অধিকারী। এই উপাসনা সিদ্ধ হইলে জীবের আর কোন দুঃখ থাকেনা।

ইহারই জন্য প্রার্থনা, যোগ, ভক্তি, উপাসনা শেষে জ্ঞান লাভে মুক্তি। নারায়ণাত্মক ঐকান্তিক ধর্ম্মই ধর্ম্ম জগতের মূলভিত্তি। এই কারণে জগৎরক্ষার জন্য আদি রাজাকে আমি ইহা উপদেশ করিয়াছিলাম। সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম শ্রীভগবানের দিকে চাহিতে চাহিতে করিয়া চল, একটি শ্বাসও যেন ভুলিয়া না ফেল ইহাই যোগ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

ব শ
এবং বিবস্বন্তমারভ্য পরম্পরাপ্রাপ্তং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তং
নী শ
ইক্ষ্বাকোর্নিমিনাভাগাদিক্রমেণ ইমং যোগং রাজর্ষয়ঃ জনকাজাতশত্রু
শ্রী
কৈকেয় প্রভৃতয়ো রাজানঃ ঋষয়শ্চ সনকবশিষ্ঠাদ্যাঃ বিদুঃ জানন্তিস্ম।

ম
হে পরন্তপ পরং কামক্রোধাদিরূপং শত্রুগণং শৌর্য্যেণ বলবতা বিবেকেন তপসা চ ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপনো
ম ব ম
জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ ইহ ইহলোকে ইদানীমাবয়োর্ব্যবহারকালে দ্বাপরান্তে দুর্ব্বলানজিতেন্দ্রিয়াননধিকারিণঃ প্রাপ্য কামক্রোধাদিভির-
ব ম শ
ভিভূয়মানঃ স এবং মহাপ্রয়েজেনোঽপি যোগঃ মহতা দীর্ঘেণ কালেন
শ্রী ব ম নী ম
কালবশাৎ নষ্টঃ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ো জাতঃ অদর্শনং গতঃ। অহো
ম
দৌর্ভাগ্যং লোকস্যেতি শোচতি ভগবান্ ॥ ২ ॥

এইরূপ (ক্ষত্রিয়) পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ ! ইহলোকে সেই যোগ কালবশে নষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—তুমি আমাকে যে যোগ উপদেশ করিতেছ তাহাই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই আবার কালবশে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল ইহা ভাল করিয়া বুঝিলাম না, ইহা কি প্রাণায়ামাদি যোগের মত যে গুরু পরম্পরা ক্রমে চলিবে ?

ভগবান্—আমি তোমাকে যে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য সাংখ্য যোগ উপদেশ করিলাম তাহার সাধন কি তুমি এতই সহজ মনে কর যে বিনাগুরূপদেশে সকলেই ইহা অভ্যাস করিতে পারে ? আমার মনে হয় তুমি এখনও ভাল করিয়া বুঝনাই নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে সাংখ্যজ্ঞান কিরূপে আসিবে ?

অর্জ্জুন—এই যোগকেই তুমি ঐকান্তিক ধর্ম্ম বলিতেছ আরও বলিতেছ সাংখ্যজ্ঞান বা ব্রাহ্মীস্থিতি ভিন্ন শোক শান্তি হইতেই পারেনা। ঐ সাংখ্যজ্ঞান লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই যোগ বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্মী, সাংখ্যজ্ঞানীর অবস্থা কিরূপে লাভ করিবে তাহাই তুমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—পরে তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইব "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"। এখন মোটামুটি একরূপ বুঝাইতেছি ধারণা কর।

সাংখ্যজ্ঞানীর অবলম্বন আত্মবিচার। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ২৫ শ্লোক পর্য্যন্ত তোমাকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছি। আত্মার জন্য কাহারও শোক হইতে পারেনা।

কেহই মরেনা। মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। রোগ, শোক, জরা, মরণ, আহার, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, সংসার ইত্যাদি আত্মাতে নাই। দেহ নষ্ট হয়, দেহের বিনাশ হয়। আধি ব্যাধি, আহার নিদ্রা, সংসার সুখ, সংসার দুঃখ, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের। আত্মা আনন্দময়, আত্মা অবিনাশী, আত্মাকে শস্ত্রে ছেদন করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ করা যায় না, তাপ ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারেনা। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেশ্য অশোষ্য; ইনি নিত্য ইনি সর্ব্বগতঃ, রূপান্তর শূন্য, সদা একরূপ, অনাদি। ইনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর মনেরও অগোচর—তুমি আত্মার স্বরূপটি যে মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে পারিবে সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিবে। তখনই বুঝিবে তুমিই সেই আত্মা তোমার কোন দুঃখ নাই, রোগ নাই, শোক নাই, সংসার নাই, জরামরণ নাই। কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব সহজে লাভ হয়না তজ্জন্য আমি বলিতেছি নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ অভ্যাস কর, করিলে এই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম দ্বারাই যখন জ্ঞান লাভ হইবে এবং পূর্ব্বেও তুমি এই কর্ম্মযোগ যখন প্রচার করিয়াছিলে তখন এই কর্ম্মযোগ যাহাতে সকলে অভ্যাস করিতে পারে সেইরূপ করিয়া বল।

ভগবান্—সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষত্ব যেমন আত্মবিচার সেইরূপ এই নিষ্কাম কর্ম্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব "ঈশ্বর প্রণিধান"। বাহিরে এই রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ বিশিষ্ট জগৎ প্রপঞ্চ আর ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প বিশিষ্ট মন—এই দুইটি সর্ব্বদা মানুষকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে বল? তোমার মধ্যে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন তিনি যেমন এই জগতের দ্রষ্টা সেইরূপ জড় জগতের ভিতরে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন তিনিও তোমার দ্রষ্টা। তুমি যেমন আকাশ পৃথিবী বায়ু জল অগ্নি বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী সকলকে দেখিতেছ ইহারাও সেইরূপ সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছে। জড় দেখিতে পায়না সত্য কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য আছেন তিনি সর্ব্বদা তোমায় দেখিতেছেন। এইটি স্মরণ রাখিয়া তুমি কর্ম্ম কর। কর্ম্মগুলিও আমার আজ্ঞা মাত্র। আমার আজ্ঞা তুমি প্রতিপালন করিয়া যাইতেছ—কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তুমি লৌকিক বৈদিক সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়া যাও আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম করাইতেছি ইহা তুমি এক ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইও না। শ্রীভগবান্ আমায় বিহিত কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন, তিনিই করাইতেছেন তিনি ভিন্ন আমি নিজে কিছুই করিতেছিনা সর্ব্ব কর্ম্মকালে ইহাই তোমার ধারণা থাকুক। নিষিদ্ধ কর্ম্ম যাহা আমার দ্বারা হইতেছে তাহা ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার মাত্র এবং পাপ, তাহা করা আমার উচিৎ নহে এই বলিয়া তুমি আমার দিকে চাহিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ কর। "ঈশ্বর প্রণিধান" করিয়া কর্ম্ম করাই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা। যেখানে বলিতেছি বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ সেখানে ঈশ্বর করাইতেছেন এইরূপ ঈশ্বর প্রণিধান করিতেই বলিতেছি। কোন কর্ম্ম করিয়া ভাবিওনা তুমি ভাল কর্ম্ম করিলে লোকে তোমার সুখ্যাতি করিতেছে কিন্তু

বলিতে অভ্যাস কর শ্রীভগবান্ আমার দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইলেন ইহাতে আমার সুখ্যাতি কিছুই নাই—আমি পূর্ণমাত্রায় তাঁহারই আশ্রয়ে আছি, আমি তাঁহার—প্রতিকর্ম্মে যখন এইটি অভ্যাস হইবে তখন বুঝিবে তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। প্রভু যেমন ভৃত্যের নিকটে থাকিয়া কর্ম্ম করাইলে ভৃত্য একাগ্রমনে কর্ম্ম করে সেইরূপ শ্রীভগবান্—তোমায় দেখিতেছেন, আকাশ, বৃক্ষ, লতা, বায়ু, পৃথ্বী প্রভৃতির অন্তর্গত অধিষ্ঠান চৈতন্য সর্ব্বদা তোমার কর্ম্মের দ্রষ্টা—ইহা মনে রাখিয়া একাগ্রমনে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া যাও। জ্ঞানলাভে মানুষ সুখ দুঃখ জয় পরাজয় লাভ অলাভ কিছুতেই বিচলিত হয় না, তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা দ্বারা কিছুতেই সুখী দুঃখী হইবে না। জরা মরণের ভয়ও তোমার থাকিবে না। ক্ষত্রিয় হাসিতে হাসিতে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিতে পারিবে—কেননা সে ঈশ্বরের সমক্ষে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছে—মৃত্যুভয় তাহার থাকিবে কেন?

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" যেখানে উপদেশ করিয়াছি সেখানে ঈশ্বর প্রণিধান পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে বলিয়াছি। এই যোগ আমি তোমায় উপদেশ করিলাম। পূর্ব্বেও আদিরাজগণ এই যোগ দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রক্ষা করিয়া জগৎ পরিপালন করিয়া গিয়াছেন। সকল কর্ম্ম করিয়াও যখন মনে হইবে আমি কিছুই করিনা—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমি" এই কর্ম্মযোগযুক্ত হইলে ক্রমে আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ম
অয়ং সঃ পুরাতনঃ অনাদিঃ পরম্পরাগতঃ যোগঃ
নী　ম　শ্রী
অদ্য সম্প্রদায়বিচ্ছেদে সতি ময়া অতিস্নেহেন তে তুভ্যং এব
ম　শ্রী　শ্রী　ম
প্রোক্তঃ প্রকর্ষেণোক্তঃ যতস্ত্বং মে মম ভক্তঃ শরণাগতত্বে সত্যত্যন্ত
ম　ম
প্রীতিমান্ সখা চ সমানবয়াঃ স্নিগ্ধঃ সহায়ঃ অসি সর্ব্বদা ভবসি
ম　০　ম
ইতি ইতি শব্দো হেতৌ। অন্যস্মৈ কুতো নোচতো? হি যস্মাৎ এতৎ
ম　শ　ম　নী
জ্ঞানম্ যোগম্ উত্তমং রহস্যং অতিগোপ্যম্ অভক্ত্যাদিভ্যো ন

নী

দেয়ম্ অন্যথা নিবীর্য্যা বিদ্যা ভবেদিত্যর্থঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি অসূয় কায়ানৃজবেঽব্রতায় ন মাং ব্রূয়া অবীর্য্যবতী চ তথা স্যাম ইতি॥ ৩ ॥

যেহেতু এই যোগ অতি গোপনীয় (সেই জন্য) এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকেই বলিলাম কারণ তুমি চিরদিন আমার ভক্ত এবং সখা॥ ৩॥

অর্জ্জুন—এই উৎকৃষ্ট রহস্য এতদিন গোপন ছিল কেন?

ভগবান্—এই যোগ কতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিয়াছি। কতবার ইহা লয় পাইয়াছে তাহাও বলিয়াছি। মানুষ যখন স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপে মলিনহৃদয় হইয়া যায় তখন উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এই যোগ সম্প্রদায়বিচ্ছিন্ন হইয়া গুপ্ত হইয়া যায়। অদ্য এই সম্প্রদায়বিচ্ছেদ সময়ে তোমাকেই ইহা প্রকাশ করিলাম।

অর্জ্জুন—আমার মধ্যে এমন কি আছে যাহাতে আমাকেই ইহা প্রকাশ করিতেছ?

ভগবান্—আমার মুখে প্রশংসা শুনিতে বড় ভাল লাগে কেমন? আচ্ছা তাহাই হউক। অর্জ্জুন! তুমি আমার শরণাগত বলিয়া আমাতে অত্যন্ত প্রীতিমান্। তুমি আমার পরম ভক্ত। বিশেষ তুমি আমার—আমার সমান বয়স্ক, তোমার ও আমার একই রূপ। রহস্য হইলেও তোমার নিকটে আমার অপ্রকাশ্য কিছুই নাই। তুমি এই যোগ পাইবার উপযুক্ত। তোমাকে বলিতেও আমার আনন্দ—তোমারও ইহা শুনিতে আনন্দ এবং উপকার উভয়ই আছে।

অর্জ্জুন—লোকে কি তোমায় পক্ষপাতী বলিবে না?

ভগবান্—মূর্খেরা আমার বায়ু সেবনে প্রাণধারণ করে, আমার অগ্নিতে চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিয়া দেহ রক্ষা করে, জল পানে জীবন রক্ষা করে ইহারা ত এ সম্বন্ধে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই গুপ্ত কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিলে তাহারা ইহার কদর্থনা করিবে—নানা প্রকার কুতর্ক তুলিয়া উপহাস করিবে। ইহাতে আমার কোন অনিষ্ট নাই সত্য কিন্তু ইহাতে উহাদেরই অনিষ্ট। তাই ইহা সকলের নিকটে প্রকাশ করা উচিত নহে। আমি আমার স্বরূপটি সকলকে সমান ভাবে দিতে চাই—কিন্তু মূঢ়েরা তাহা গ্রহণ করে কৈ? ইহাতে আমার কোন পক্ষপাত নাই। কংসরাজ্যে কৃষ্ণ নাম আপনিই গোপন হইয়া পড়ে।

অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

শ্রী শ ম
অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ তব জন্ম বসুদেবগৃহে শরীরগ্রহণং
ব ম রা
অপরঃ অর্ব্বাচীনং অল্পকালীনমিদানীন্তনম্, অস্মজ্জন্মসমকালমিতি
হ ক ম
ভাবঃ। বিবস্বতঃ আদিত্যস্য জন্ম পরং পরাচীনং বহুকালীনং
রা ম
অষ্টাবিংশতিচতুর্যুগসংখ্যাসংখ্যাতম্ ত্বং ইদানীন্তনো মনুষ্যঃ
ব
আদৌ প্রাচীনায় বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ ইতি এতৎ কথং
শ্রী ব
বিজানীয়াম্ জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ প্রতীয়াম্ ? ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন এইকালে আপনার জন্ম, পূর্ব্বকালে জন্ম সূর্য্যদেবের। কিরূপে ইহা জানিব যে (আধুনিক) তুমি প্রাচীন সূর্য্যদেবকে এই যোগ বলিয়াছিলে ? ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—তোমার অবতার ব্যাখ্যা জানিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। তুমি কি এই শ্রীকৃষ্ণদেহে সূর্য্যের উৎপত্তিকালেও বিদ্যমান ছিলে যে সূর্য্যকে যোগ উপদেশ করিয়াছিলে ? যদি কোন পূর্ব্বজন্মে অন্যদেহে উপদেশ করিয়া থাক তবে এত জন্মের কথা তোমার স্মরণ থাকিল কিরূপে ? মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে ত সাধারণ লোকের পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে না ? তুমি জাতিস্মর কিরূপে ? আর যদি এই শরীরেই পুরাকালেও ছিলে এইরূপ কেহ মনে করে তাহারেই বা সম্ভব কোথায় ? এই শ্রীকৃষ্ণদেহ ত সেদিন দেবকী গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইল—সৃষ্টির প্রারম্ভে ইহা থাকিবে কিরূপে ?

যদি তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হও বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ঈশ্বর হও তবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের জন্ম মৃত্যু আবার কি ?

তুমিই ব্রহ্ম তুমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। তুমি সর্ব্বকালেই এক। কেবল যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ধারণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া অবতার গ্রহণ কর ইহাই কি তোমার অবতার তত্ত্ব ?

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ। হে পরন্তপ! [ম] পরঃ শত্রুং ভেদদৃষ্ট্যা পরিকল্প্য হন্তুং প্রবৃত্তোঽসীতি বিপরীতদর্শিত্বাৎ ভ্রান্তোঽসীতি [ম] সূচয়তি। হে অর্জ্জুন! [বি] কুন্তীপুত্রত্বাভিমানমাত্রেণৈব [ম] আবৃতজ্ঞানত্বং সূচয়তি। [ম] তদনেন [শ] সম্বোধনদ্বয়েনাবরণবিক্ষেপৌ দ্বাবপ্যজ্ঞানধর্ম্মৌ [ম] দর্শিতৌ। মে [শ] মম তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি [শ] অতিক্রান্তানি তানি সর্ব্বাণি [ম] জন্মানি মদীয়ানি ত্বদীয়ান্যন্যদীয়া[ম]নিচ অহং [ম] সর্ব্বশক্তিরীশ্বরো বেদ [শ] জানে [হ] অনাবরণজ্ঞানত্বাৎ ত্বং অজ্ঞোজীবস্তিরোহিতজ্ঞানশক্তিঃ ন বেত্থ ন [শ] জানীষে [শ্রী] অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পরন্তপ! হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। সেই সমস্ত আমি জানি, তুমি জাননা ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন—তবে কি তুমি অন্যদেহ ধারণ করিয়া সূর্য্যদেবকে এই যোগ শিক্ষা দিয়াছিলে?

ভগবান্—হাঁ আমি রূপান্তর ধারণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলাম। "রূপান্তরেণোপদিষ্টবান্"। তোমার আমার বহুজন্ম হইয়া গিয়াছে। তুমি অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া তোমার মনে নাই। আমি অনাবরণজ্ঞান এইজন্য আমার সমস্তই মনে আছে। আমি এই শ্রীকৃষ্ণদেহে উপদেশ করি নাই, অন্যদেহে করিয়াছি।

অর্জ্জুন—আমি আমাকে কতই কৃতার্থ মনে করি। আমি তোমায় ভুলিলেও তুমি আমায় ত্যাগ করনা। জন্মে জন্মে আমায় কৃপা করিতেছ। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি আমার এই অজ্ঞান কতদিন থাকিবে? কতবারই বা মৃত্যু হইবে?

ভগবান্—আমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি অল্পজ্ঞ। আমি সর্ব্বদাই আপনাকে আপনি জানি। আমার আত্মদৃষ্টি, আমার আত্মজ্ঞান তৈলধারাবৎ অখণ্ডিত। তোমার দেহে আত্মবোধ আছে এইজন্য পুনঃপুনঃ বহির্ম্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছ। দেহের দিকেই তোমার দৃষ্টি; কাজেই দেহের মৃত্যুতে তুমি ভাবিতেছ তোমার মৃত্যু হয়। এই যে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিলে না, তাহাও ভীষ্ম দ্রোণাদির দেহ বিনষ্ট হইবে বলিয়া। দেহের দিকে যখন দৃষ্টি কর তখনই তোমার আত্মদৃষ্টি থাকেনা। এই আত্মবিস্মৃতিই মৃত্যু। যাহারা আত্মস্বরূপ জানেনা তাহারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ত্যাগরূপ জীবন ধারণ করিলেও মৃত্যুমধ্যেই চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। মৃত্যু বলিয়া কোন কিছুই নাই। আত্মাকে না জানাই অজ্ঞান। অজ্ঞানই মৃত্যু। অজ্ঞান দ্বারা তোমার অখণ্ডিত জ্ঞানসূত্র ছিন্ন হইয়াছে সেই জন্য অন্যান্য জন্মের কথা তোমার মনে নাই। বিশেষ তুমি ইচ্ছা করিয়া দেহ ধারণ করিতে পারনা, আমি পারি। কারণ আমি অজ্ঞানের বশ নহি, অজ্ঞান আমার বশ, আর তুমি অজ্ঞানের অধীন।

অর্জ্জুন—হায়! কি ঘোর অজ্ঞান জীবকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে কোথায় ছিল মনে নাই, কি করিয়াছিল মনে নাই, কোন্ কোন্ দেহ ধারণ করিয়াছিল স্মরণ করিতে পারেনা— বল জীবের এই সমস্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? আর আত্মবিস্মৃত অবস্থায় যেন আমাকে থাকিতে না হয়।

ভগবান্—তুমি জীবভাবে অভিমান করিয়া আছ বলিয়াই এত আত্মবিস্মৃত। ঘটমধ্যস্থ আকাশ ঘটকেই আমি না বলিয়া উপরের মহাকাশকে আপনার স্বরূপ মনে করেনা কেন? ঐ দেখ সম্মুখেই প্রকৃতি নৃত্য করিতেছে। তুমি আপন ঘরে আছ সত্য কিন্তু সর্ব্বদাই জানালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাহিরে রহিয়াছ আর প্রকৃতির নৃত্য দেখিতে দেখিতে আপনিও প্রকৃতি হইয়া ঐ সঙ্গে নাচিতেছ। প্রকৃতিই দেহরূপে তোমায় আকারবান্ করিয়াছে। আমারও দেহ আছে সত্য কিন্তু আমি জানি দেহখানি বস্ত্রের ন্যায় আমায় ঘেরিয়া রহিয়াছে। এ বস্ত্র ত্যাগ করিতে আমি পারি তুমি পারনা। সম্মুখেই প্রকৃতি—পশ্চাতে আমি—তোমার স্বরূপ। এই প্রকৃতি হাব ভাব দেখাইয়া নিরন্তর জীবকে বহির্ম্মুখ করিতেছে। সেই জন্য জীব সর্ব্বদাই আত্মহারা হইয়া আছে। সম্মুখে আর দেখিওনা। পশ্চাতে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যাস কর। চক্ষু সম্মুখে চাহিয়া থাকিলেও পশ্চাতে মন রাখিতে পারা যায়। নামরূপবিজড়িত আমিই তোমার মেরুদণ্ড মধ্যে বিরাজ করিতেছি। নামরূপী, মন্ত্ররূপী, জ্যোতি মধ্যস্থ সচ্চিদানন্দ আমিই—সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আমিই তোমার পশ্চাতে—মেরুদণ্ডমধ্যে সহস্রার ছত্র ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি। রাত্রিতে আমার উপরেই ভর করিয়া তুমি শুইয়া থাক আমার নিদ্রা নাই—শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে আমি সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিয়া তোমায় রক্ষা করি। তুমি সর্ব্বদা পশ্চাৎ দৃষ্টিতে আমায় দেখিতে অভ্যাস কর। যখন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াও তখনও আমার বলেই হাঁটিতে পার। পশ্চাৎ দৃষ্টি দৃঢ় কর— করিলে যখন আর প্রকৃতির হাব ভাব তোমার নজরে পড়িবেনা—যখন মন্ত্র জপ করিতে করিতে আমাকেই দেখিবে আমার সহিতই কথা কহিবে তখন আর তুমি আমাকে বা

তোমার আত্মাকে ভুলিবেনা। ইহা যতদিন অভ্যাস করিতে না পারিতেছ ততদিন প্রকৃতি তোমায় মোহান্ধকারে ভুলাইয়া রাখিবেই। আমাকে না দেখিয়া আর কিছু দেখিলেই ব্যভিচার। পরে তোমায় ইহার সাধনা বলিব তুমি সেই সাধনা বলে সর্ব্বদা আমায় লইয়া থাকিও তবেই আর কখন আত্মবিস্মৃত হইয়া জরামরণ সাগরে ডুবিবে না।

আমিই ব্রহ্ম, আমিই আত্মা, আমি অজ। তথাপি কিরূপে যে অবতার গ্রহণ করি তাহা বলিতেছি শোন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৬॥

অজোঽপি [শ] জন্মরহিতোঽপি সন্ [ব] অপূর্ব্বদেহযোগো জন্ম তদ্রহিত এব [শ] সন্ তথা অব্যয়াত্মাপি সন্ [শ] [ম] পূর্ব্বগৃহীত দেহেন্দ্রিয়াদি-বিয়োগঃ ব্যয়ঃ ন ব্যয়ঃ অব্যয়ঃ [শ] অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি [শ] সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং [ম] ভবনধর্ম্মাণাং সর্ব্বেষাং ঈশ্বরোঽপি সন্ [শ] ঈশনশীলোঽপি সন্ [শ্রী] কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বেতরেষাং [ব] জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্ ইত্যর্থঃ [ব] অপি অবধারণে স্বাং [শ্রী] শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং [ম] স্বোপাধিভূতাং প্রকৃতিং [শ] মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং, যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, [শ] তাং [ম] অঘটমানঘটনা-পটীয়সীং অধিষ্ঠায় [ম] চিদাভাসেন [শ] বশীকৃত্য [শ্রী] স্বীকৃত্য [রা] আত্মমায়য়া আত্মীয়য়া [রা] মায়য়া আত্মসঙ্কল্পেনেত্যর্থঃ। মন্মায়য়ৈব ময়ি

মনুষ্যত্বাদিপ্রতীতির্লোকানুগ্রহায় নতুবৃত্তেতিভাবঃ। তথাচোক্তং মোক্ষধর্ম্মে, "মায়া হেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্ত নতু মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ইতি সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তঃ কারণোপাধিং মাং চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং নার্হসীত্যর্থঃ। সম্ভবামি মায়াপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি। অনাদিমায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণত্বসম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তমানা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন মম মূর্ত্তিস্তদ্বিশিষ্টস্য চাজত্বমব্যয়ত্বমীশ্বরত্বঞ্চোপপন্নম্। অতোঽনেন নিত্যেনৈব দেহেন বিবস্বন্তঞ্চ ত্বাঞ্চপ্রতীমং যোগমুপদিষ্টবানহমিত্যুপপন্নম্। তথাচ শ্রুতিঃ "আকাশশরীরং ব্রহ্মেতি আকাশোঽত্রাব্যাকৃতং আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি (তদ্যোগাদিতি) ন্যায়াচ্চ। যদ্বা অহং স্বাং প্রকৃতিং স্বভাবং নিজস্বরূপং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসমিত্যর্থঃ "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বস্বরূপাবস্থিত এব সন্ সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণৈব দেহবদ্ব্যবহরামি কথং তর্হি অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্বপ্রতীতিরত আহ আত্মমায়েতি। নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দ রসঘনে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ। তদুক্তং "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।

জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া” ইতি। “অহোভাগ্য-
ম
মহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম
ম
সনাতনম্” ইতি চ॥ উক্তঞ্চ ভগবতা নীলকণ্ঠেন—“ননু তর্হি ভগব-
নী
চ্ছরীরস্য কিমুপাদানম্? অবিদ্যেতি চেৎ ন, পরমেশ্বরে তদভাবাৎ,
নী
জীবাবিদ্যা চেৎ ন শুক্তিরজতাদেরিব তুচ্ছত্বাপত্তেঃ, চিন্মাত্রং চেন্ন চিতঃ
নী
সাকারত্বাযোগাৎ, তথাত্বে বা তস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাপত্তিঃ, তস্মাৎ
নী
কিমালম্বনোঽয়ং ভগবদ্দেহো দেবকীগর্ভপ্রবেশজননবাল্যকৌমার
নী
পৌগণ্ডযৌবনাদিপ্রতীতিবিষয় ইতি চেৎ শৃণু, “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়
নী
সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া” ইতি অয়মর্থঃ জীবাত্মানো হি অনাত্মভূতাং প্রকৃতিং
নী
তেজোবন্নাত্মিকাং পঞ্চভূতাত্মিকাং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবন্তি জন্মাদীন্
নী
লভন্তে, অহন্তু স্বাং প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রত্যক্ চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ,
নী
তদেবাধিষ্ঠায় নতূপাদানান্তরম্, আত্মমায়য়া মায়য়া ভবামি, যথা
নী
কশ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদপ্রচ্যুতস্বভাবোঽপি অদৃশ্যো ভূত্বা স্থূলসূক্ষ্ম-
নী
ভূতান্যনুপাদায়ৈব কেবলয়া মায়য়া দ্বিতীয়ং মায়াধিনং স্বসদৃশমেব
নী
সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তং সৃজতি, এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রগ্রাহঃ
নী
স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাদ্যবস্থাশ্চ সূত্রারোহণ-
নী
বদ্দর্শয়ামি, এতাবাংস্তু বিশেষঃ, লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্

নী দ্বিতীয়ং মায়াবিনমপ্যুপসংহরতি, অহন্তু তামনুপসংহরন্ সবিগ্রহমপি
নী নোপসংহরামীতি । এবং হি সতি হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিলক্ষণবিগ্রহ-
নী যোগিনশ্চৈতন্যস্য অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যাদিন্যায়সিদ্ধং বিয়দাদ্যুপা-
নী দানত্বলক্ষণং সর্ব্বেশ্বরত্বং যুজ্যতে নান্যথেতি, তস্মাৎ সিদ্ধং পরমে-
নী শ্বরস্য মায়াময়শরীরং নিত্যমিতি । একেনৈব দেহেন বিবস্বন্তমুপদিশ্য
নী ত্বামপ্যুপদিশামীতি । অন্যত্রাপি "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" ইতি
নী সাবধারণং প্রতিজ্ঞায়তে । "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা
নী যদা । উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥" ইতি
নী নিত্যয়া অপ্যবির্ভাবাপেক্ষয়া সূর্য্যস্যেব বাল্যাদিকম্ উৎপত্ত্যাদ্যুপ-
নী গম্যতে । ভাষ্যে তু "স্বাং প্রকৃতিং বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়া-
নী মধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মমায়য়া সম্ভবামি দেহবান্ জাত ইব আত্মনো
নী মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

জন্মরহিত, মৃত্যু রহিত এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা আবির্ভূত হই ॥ ৬॥

অর্জ্জুন—আত্মার জনন মরণ নাই। আত্মার সহিত দেহের যোগকেই জন্ম বলে এবং বিয়োগকেই মৃত্যু বলে। আত্মার সহিত দেহের যোগ বিয়োগ হওয়া অসম্ভব। বিভিন্ন পদার্থের যোগ হইতেই পারে না। আত্মা অতি সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপ—আর জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলপদার্থ এই দুয়ের মিলন হইতেই পারেনা। আত্মার যখন জন্ম হইতেই পারেনা তখন তোমার দেহ ধারণ কিরূপে হয় ? আত্মার অবতার গ্রহণ কিরূপে হইবে ? যখন দেহ ধারণ

হওয়াই অসম্ভব তখন সূর্য্যকে যিনি যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন তিনি আত্মা নহেন। দেহধারী তুমিও আত্মা নও। যদি তুমি মনুষ্য হও তবে তুমি সর্ব্বজ্ঞ নও। আর নিত্যও নও। কিন্তু অনেক জন্মের কথা যখন তোমার মনে আছে বলিতেছ তখন তোমাকে জাতিস্মর জীব বলা যাইতে পারে। যোগীদিগকেও জাতিস্মর বলা যায় কারণ-তাঁহারা সকল বিষয়ে সমানভাবে আত্মাভিমান করিতে পারেন। ইহা হইলেও তোমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে পারা যায় কিরূপে ? আমি যাহা বলিতেছি তাহা এই। যদি তুমি ঈশ্বর হও তবে তুমি সর্ব্বজ্ঞ বটে। কিন্তু ঐ যে বলিতেছ বহুজন্মের কথা তোমার মনে আছে ইহাতে মনে হয় তুমি মনুষ্য। কারণ ঈশ্বরের জন্ম কিরূপে হইবে ? অতএব তুমি জাতিস্মর জীব কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নও।

আরও এক কথা আছে। যে সমস্ত অজ্ঞ জীবের কর্ম্মেই অধিকার তাহারা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। স্বস্ব কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারাই জীবের দেহ প্রাপ্তি ঘটে। জীব এই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন। ঈশ্বর কিন্তু কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন নহেন। এজন্য তাঁহার শরীর ধারণ অসম্ভব।

আরও যদি বল ঈশ্বর ভূতাবেশের ন্যায় প্রাণযুক্ত ভৌতিক শরীরে প্রবিষ্ট হয়েন তাহাও বলা যায়না—কারণ যিনি অন্তর্য্যামী সর্ব্বদেহেই যিনি বিরাজমান তিনি একটি বিশেষ দেহে ভূত প্রবেশের মত প্রবেশ করিবেন কেন ?

ভগবান্—অর্জ্জুন ! সীমাশূন্য আত্মা সসীম অবতার গ্রহণ করেন কিরূপে ইহার তত্ত্ব যাহারা জানেনা তাহারাই তোমার যুক্তির মত যুক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু আত্মার জন্ম নাই তিনি অজ, তথাপি তিনি দেহবানের মত হয়েন ; তিনি অব্যয়, তিনি পূর্ণ, কিছুই বিয়োগ তাঁহা হইতে হয় না, তথাপি তিনি গৃহীত-জন্মের মত হয়েন ; তিমি সর্ব্ব প্রাণীর ঈশ্বর কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত নহেন তথাপি তিনি দেহধারণ করার মত হয়েন—তিনি মায়া মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

অর্জ্জুন—অজ, অব্যয়াত্মা' ভূতেশ্বরের অবতার হয় কিরূপে তাহাই ত বুঝিতে চাহিতেছি।

ভগবান্—"আত্মমায়য়া সম্ভবামি"। নিজ মায়া দ্বারা আবির্ভূত হই। "আত্মনা সৃষ্টমিদং ত্বমাত্মন্যেবাত্মমায়য়া" তুমি আত্মমায়াবলে আপনা হইতেই আপনাতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ। শ্রীভরদ্বাজ এই কথা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন। আমি আত্মমায়া দ্বারা আপনা হইতে আপনাতে এই দেহ সৃষ্টি করি ইহা বুঝিলেই তুমি অবতার বাদ বুঝিতে পারিবে। সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ জগৎ প্রপঞ্চ আমার মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি আমি আর আমার আমার করাই ত মায়া। দৈহিকা গুণাঃ মায়াঙ্গ—কামক্রোধাদি দৈহিক গুণ মায়ারি অঙ্গ। আমাতে ইহা আরোপ হয় মাত্র।

আমার এই যে দেহ দেখিতেছ এ দেহ জীবের দেহের মত পঞ্চভূত নির্ম্মিত ভৌতিক দেহ নহে "মন্যে ন ভৌতিকদেহো"। মনুষ্যের দেহের মত আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও ইহা মায়িক, আমার সঙ্কল্প হইতে জাত। আমি-মায়ামানুষ। অস্তি, ভাতি, প্রিয়-এইটিই আমি। নাম

ও রূপটা আমার আত্মমায়া। ঘটের নাম ও রূপ বাদ দাও থাকে মৃত্তিকা। জগতের বা দেহের বা মনের নাম ও রূপ বাদ দাও থাকি আমি—অস্তি ভাতি প্রিয়।

এখন অবতার কথাটা কি তাহা লক্ষ্য কর। যিনি অবতরণ করেন, যিনি অবতীর্ণ হন তাঁহাকেই অবতার বলা হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম, যখন সগুণ হয়েন—যিনি নিষ্ক্রিয়, যিনি পরমশান্ত তিনি যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন সেই পরমশান্ত অবস্থা হইতে তাঁহাকে চঞ্চল অশান্ত স্পন্দনে অবতীর্ণ হইতে হয়। পরমশান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত যে অবস্থা, সেই অবস্থায় যখন চলন হয়—যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি অব্যক্ত, যিনি শক্তিমান্, তিনি যখন স্বস্বরূপে থাকিয়াও শক্তিরূপ ধারণ করেন, তিনি তখনও অব্যক্ত থাকেন। ক্রমে শক্তির যখন কার্য্য হইতে থাকে তখন অব্যক্ত হইতে তিনি ব্যক্তাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েন। যখন তিনি সচ্চিদানন্দ রূপে থাকেন তখন কেহই তাঁহাকে জানেনা, কেহই তাঁহার কথা কহিতে পারেনা পরে যখন তিনি নামরূপ গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা নাম দেওয়া যায়।

পরমশান্ত ব্রহ্মবস্তুর যখন চলন হয়—যে চলনকে শাস্ত্র বলেন স্বাভাবিক, যে চলন নিষ্কারণ, যে চলন স্বাধীনতাব্যঞ্জক যে চলনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয় ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নহেন, তিনি পরতন্ত্র—তাঁহার চলন ও কারণের অধীন—এই জন্য যাঁহাকে সর্ব্বকারণের কারণ বলিতে গেলেও দোষ পড়ে, ব্রহ্মের এই চলন হইলে আরও যে সূক্ষ্ম ব্যাপার ঘটে শাস্ত্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে চলন হইল। পরম শান্ত অবস্থায় সঙ্কল্প উঠিল। যিনি চিন্ময়, যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য তাঁহার উপর চলন বা সঙ্কল্প ভাসিল। চিৎফণীর ফুৎকার উঠিল। চিতের উপর সঙ্কল্প ভাসিল। ঐ সঙ্কল্পই "আমি চিৎ" নিশ্চয় করিল। সঙ্কল্পটাও শক্তি মাত্র। শক্তি জড়। শক্তি জড় হইয়াও চিৎপ্রদীপের প্রভায় স্পন্দিত দেখাইল। শক্তি চেতনমত হইয়া চিৎপ্রদীপের সান্নিধ্যে "আমি চিৎ" নিশ্চয় করিল। ইহাই ব্রহ্মের সগুণ অবস্থায় অবতীর্ণ হওয়া। ক্রমে স্থূল তত্ত্বাদিতে আসিতে লাগিল। ইহাই সগুণ ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে অবতার গ্রহণ করা।

আর ব্রহ্ম আপন স্পন্দন দেখিয়াও যখন নিশ্চয় করিলেন "আমি ইহা নহি" তখন তিনি স্বরূপেই থাকিলেন—চিৎ আপন অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ত্যাগ করিলেন না—সমষ্টি সঙ্কল্প "আমি ইহা" এই নিশ্চয় দ্বারা চৈতন্য প্রাপ্ত যখন হইলনা তখন আর দেহ গ্রহণ হইলনা, তখন আর চিত্তহ আশ্রয় করা হইলনা—আত্মমায়া অবলম্বন হইলনা—এই অবস্থায় যিনি রহিলেন তিনিই সনাতন ব্রহ্ম। আমি আপন মায়া বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আপন মায়াকে বশীকৃত করিয়া আত্মমায়া দ্বারা অবতার গ্রহণ করি একথা এখন বোধ হয় ধারণা করিতেছ। অস্তি ভাতি প্রিয় রূপ অব্যক্ত অবস্থা নামরূপের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া—পূর্ণ হইয়াও আমি মূঢ়দৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন মত ভাসিতে থাকি। "পূর্ণোহপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে"।

দেহদ্বয়মদেহস্ত তব বিশ্বং স্থিরক্ষিষো:।
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্॥

জগৎপালনেচ্ছু আমি—আমার দুই দেহ। বিরাট শরীর—স্থূলদেহ এবং হিরণ্যগর্ভ বা সূক্ষ্ম দেহ। এই বিরাট দেহ হইতে সহস্র সহস্র অবতার জন্মগ্রহণ করে এবং কার্য্যান্তে তাঁহারা ঐ দেহেই প্রবেশ করেন।

বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারা সহস্রশঃ।
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন॥

অর্জ্জুন—এখন বুঝিতেছি বেদান্ত ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লক্ষণ হইতে আরম্ভ না করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" রূপ তটস্থ লক্ষণ হইতে কেন আরম্ভ করিয়াছেন। বহুদেশ ব্যাপী সূর্য্যকে ক্ষুদ্র আকারে যেমন দেখা যায় সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী অধিষ্ঠান চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্ত্তিই অবতার। নিরাকারের ঘনীভূত বিগ্রহই এই আমার উপাস্য সাকার তোমার মূর্ত্তি। ইহা যেন সমকালে সাকার ও নিরাকার। ভাবে নিরাকার, স্থূলদৃষ্টিতে সাকার। এখন এই তত্ত্ব সরলভাবে যাহাতে লোকে উপলব্ধি করিতে পারে সেইরূপ দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভগবান্—কর।

অর্জ্জুন—তোমার জন্ম কি সাধারণ মনুষ্য জন্মের মত?

ভগবান্—আমি মায়া মানুষ। মায়া আশ্রয়ে আমার জন্ম। "নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ। সহস্রার্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুঞ্চিতালকঃ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতঃ। শ্রীবৎসহারকেয়ুরনূপুরাদিবিভূষণঃ॥" এই আকারে আমি মাতা কৌশল্যার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। মাতা দেবকী আমাকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "যোহনন্তরূপোহখিলবিশ্বরূপো গর্ভেষু লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি। প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ॥ উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্। জানাতু অবতারং তে কংসোহয়ং দিতিজাধমঃ॥" যিনি অনন্তরূপ, যিনি নিখিল বিশ্বরূপ, যিনি সমস্ত লোককে জঠরে ধারণ করেন, তুমিই সেই দেব দেব—নিজমায়া প্রভাবে তুমিই আজ বালরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি প্রসন্ন হও। তোমার এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপসংহার কর। দৈত্যাধম কংস যেন তোমাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে। গর্ভের মধ্যেই আমার এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কোথায় থাকে ইহাত মানুষ সহজেই বুঝিতে পারে। আমি কিরূপে এই মায়িক মূর্ত্তি ধারণ করি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

যেমন কোন মায়াবী অদৃশ্য ভাবে একস্থানে স্থির থাকিয়া দ্বিতীয় একজন মায়াবীকে সৃজন করে এবং ঐ দ্বিতীয় মায়াবী দ্বারা অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করে, সেইরূপ চিৎস্বরূপ আমিও আপন স্বরূপে স্থির থাকিয়াও নিজমায়া দ্বারা শরীর সৃজন করি। কিন্তু সাধারণ ঐন্দ্রজালিকের সহিত আমার ইন্দ্রজালের প্রভেদ এই যে লৌকিক মায়াবী মায়া উপসংহার করিলে মায়িক সৃষ্টিও থাকে না, দ্বিতীয় মায়াবীও থাকেনা; কিন্তু আমি মায়া উপসংহার করিলেও নিজ বিগ্রহ উপসংহার করিনা। এজন্য আমার মূর্ত্তিকে নিত্য বলা হয়। আমার জননমরণ

নাই সত্য কিন্তু আমি আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বীকার করিয়া চিদাভাস যোগে দেহীর মত প্রকাশ হই। নতুবা প্রকৃত পক্ষে দেহ দেহী ভাব আমাতে নাই। আমার মায়া—সে আমার উপাধি। এই যে আমার দেহ দেখিতেছ ইহা মায়া রচিত। একগাছি সূক্ষ্মরজ্জু দ্বারা আমার দেহকে দ্বিখণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে দেহকে বেষ্টন কর, করিয়া তাহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ কর, আকাশের মত দেহ অখণ্ডই থাকিবে কিন্তু রজ্জু যেন দেহ খণ্ড করিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আমার এই দেহকে আমার মায়া আমার আজ্ঞা মত রচনা করে। কার্য্য শেষ হইলে মায়া তিরোহিত হয়।

দ্বিতীয় কথা আমার দেহধারণ লোকানুগ্রহ জন্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন সমুদায় জগৎ প্রসুপ্ত ছিল যে সময় এক পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু ছিলনা সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টিকরণরূপ ক্রীড়া করিবার জন্য আমি বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করি। সেই সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষের শরীর হইতে বেদমুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েন। বেদনিয়ন্ত্রিত হইয়া ঐ বেদজ্ঞ ব্রহ্মা আমার অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা জীবগণের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মারূপী আমি প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত কোটি সংসারী পুরুষকে সুপ্ত দেখি। মহাপ্রলয় কালে প্রকৃতিমগ্ন জীবপুঞ্জের কোন ক্লেশ থাকেনা সত্য কিন্তু তাহাদের সমস্ত দুঃখ সংস্কাররূপে থাকে। আমি জীবগণের ভাবি দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হই। ঐ সময়ে সঙ্কল্প করি যে সৃষ্টি আরম্ভে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিব। ইহা নিয়তি। "তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্—জ্ঞানধর্ম্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষান্ উদ্ধরিষ্যামীতি যোগসূত্রে"। ব্রহ্মাই প্রথম জীব। ঈশ্বর ব্রহ্মারও গুরু। শ্রুতি বলেন "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।" ঈশ্বর সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। এই সমস্তই জীবের দুঃখ দূরকরণ জন্য নতুবা আমার প্রয়োজন কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—এখন "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—সহজ করিয়া বল।

ভগবান্—আমি পরিপূর্ণ ব্যাপক আত্মা। আমিই সর্ব্বত্র পূর্ণ অন্য কোন বস্তু থাকিবার স্থান আর কোথায় থাকিবে ? তথাপি যে জগৎরূপ আমার বিরাট দেহ দর্শন কর অথবা আমার মায়ামানুষ দেখ ইহা আমি এক ইন্দ্রজাল প্রভাবে দেখাই মাত্র। নির্গুণ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ রসঘন ভগবান্ নারায়ণে দেহ দেহী ভাব থাকিতেই পারেনা তথাপি যে দেহী বলিয়া প্রতীতি ইহা মায়া মাত্র। অর্থাৎ মায়ার পরিণাম বিশেষ দ্বারা আমি দেহবান্ মত হই। আমার সত্তাই সর্ব্বত্র পূর্ণ। পাত্র যদি জল পূর্ণ থাকে তবে তাহাতে আর একটি বিন্দুরও স্থান হয় না। দেহের স্থান পরিপূর্ণে নাই। তথাপি যে দেহ বোধ ইহা মায়া মাত্র। জগৎ অথবা দেহ মায়িক, বাস্তবিক নহে। জীব যে অসত্যকে সত্য দেখে, মায়িককে বাস্তবিক দেখে ইহাই জীবের অজ্ঞান। এই অজ্ঞান নাশেই স্বরূপ স্থিতি। ইহা করাইবার জন্যই আমার অবতার।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥ ৭ ॥

ম হ
হে ভারত ! ভরতবংশোদ্ভব যদা যদা হি যস্মিন্ যস্মিন্ কালে চ
শ শ
ধর্ম্মস্য বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য গ্লানিঃ
শ আ ম ম
হানিঃ সমস্তপুরুষার্থভঙ্গঃ ভবতি এবং যদা যদা অধর্ম্মস্য বা বেদনিষিদ্ধস্য
ম শ নী
নানাবিধদুঃখসাধনস্য ধর্ম্মবিরোধিনঃ অভ্যুত্থানম্ সমুদ্ভবঃ বৃদ্ধিঃ তদা
ম ম
অহং আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেবং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি
ম
মায়য়া ॥ ৭ ॥

হে ভারত যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের সমুদ্ভব হয় [তখন তখনই] আমি আপনাকে [দেহীবৎ] সৃজন করি ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উদয় ও বৃদ্ধি হইলেই তুমি মায়া মানুষরূপে অবতার গ্রহণ কর। ধর্ম্মের গ্লানি কিরূপ এবং অধর্ম্মের উদয়ই বা কিরূপ ?

ভগবান্—"শ্রীভাগবতে——বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ"। যে কর্ম্ম বেদবিহিত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা বেদে নিষিদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম।

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥

বেদ বিহিত ছন্দমত কর্ম্ম মানুষ যখন অনুষ্ঠান করেনা, নিন্দিত কর্ম্মের যখন অনুষ্ঠান করে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ যখন মানুষ করেনা তখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উত্থান হয়।

অর্জ্জুন—মোটামুটি নিষিদ্ধকর্ম্ম কোন্ লক্ষণে জানা যায় ? জগৎ অধার্ম্মিক হইয়াছে ইহাই বা কোন্ লক্ষণ দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় ?

ভগবান্—যে সমস্ত কর্ম্ম বা চিন্তা লোকের কাছে করিতে বা বলিতে ভয় হয় তাহাই অধর্ম্ম, তাহাই বেদনিষিদ্ধ। আর যে কর্ম্ম দ্বারা জগতের অভ্যুদয় হয় এবং জীবের নিঃশ্রেয়স হয় সেই সমস্ত কর্ম্ম যখন লোপ পায় তখন জগতের অধর্ম্ম অবস্থা।

যে যত চীৎকার করুক বেদ বর্ণাশ্রমধর্ম্মকেই জগতের উন্নতির কারণ বলেন। এই কর্ম্মদ্বারাই মানুষ ধর্ম্ম-অর্থ কাম এই ত্রিবর্গরূপ অভ্যুদয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া পরম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়। প্রবৃত্তি লক্ষণধর্ম্মে ধর্ম্ম অর্থ কাম পর্য্যন্ত লাভ হয় এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মদ্বারা পরম পুরুষার্থ যে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ তাহাই হয়।

অর্জ্জুন—ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উদয়ে ব্রাহ্মণ, রাজা ও সাধারণ লোকের কিরূপ অবস্থা হয়?

ভগবান্—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে——বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছোভূপো ভবিষ্যতি ॥

ব্রাহ্মণ বেদহীন, রাজা সংযমরূপ প্রকৃত বলহীন সাধারণ মানুষ জাতিহীন এবং রাজা আচার শূন্য ম্লেচ্ছ হইবে। অথবা ঐ পুরাণে——

স্বল্পধর্ম্মরতা ভূপাঃ স্বল্পবেদরতা দ্বিজাঃ।
ব্রতধর্ম্ম রতা কেচিৎ সর্ব্বে স্বচ্ছন্দ গামিনঃ ॥

রাজা অল্পধর্ম্মবিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অল্পবেদবিশিষ্ট, আর ক্বচিৎ কেহ ব্রতাদিনিয়মপালনপর কিন্তু প্রায় লোকেই স্বচ্ছন্দচারী বা সেচ্ছাচারী।

জগতের এই দশা হইলে শাস্ত্র বলেন যে বিবাহে মন্ত্রপাঠ থাকিবেনা "ন মন্ত্রপূতোদ্বাহশ্চ" "নহি সত্যং নহি ক্ষমা" সত্যের আদর থাকিবেনা, ক্ষমা থাকিবেনা, লোকে "গ্রাম্যধর্ম্ম" মাত্র করিবে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবিহীন ও শাস্ত্রবিহীন "সন্ধ্যা শাস্ত্রবিহীনশ্চ" সকলের সহিত সকলে মিশিবে—ভক্ষণের কোন নিয়ম থাকিবেনা "ভক্ষণং নিয়মচ্যুতং" অভক্ষ্য ভক্ষণে লোকে লোলুপ হইবে "অভক্ষ্যভক্ষলোলাশ্চ" "চতুর্ব্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ" চাতুর্ব্বর্ণ লম্পট হইবে—আচার বিচার সন্ধ্যা উপাসনা হীন হইয়াও লাম্পট্য করিয়া আর্য্য থাকিতে চাহিবে। আর

"নারীষু ন সতী কাপি পুংশ্চলী চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জ্জনং কান্তং ভৃত্যতুল্যঞ্চ কম্পিতং" ॥

এই সমস্ত যখন দেখিবে তখনই জানিও ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদি, জরাসন্ধ শিশুপালাদির ব্যবহার দেখ। মহাভারত বলেন "অহিংসালক্ষণো ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা"। যাহা হইতে দুঃখ আইসে তাহাই বেদনিষিদ্ধ এবং যাহা হইতে হিংসা উৎপন্ন হয় তাহাই অধর্ম্ম। অধর্ম্মের অভ্যুদয়ে হিংসা এবং দুঃখ জীবের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকিবেই। এই এই সময়ে আমাকে অবতার গ্রহণ করিতে হয়।

অর্জ্জুন—"আত্মানং সৃজামি" ও দেহবান্ মত হই?

ভগবান্—আমি ও আমার ইহাই মায়া। মায়াকে অবলম্বন করিয়া মায়া মানুষরূপে অবতীর্ণ হই। পূর্ব্বে ত বলিয়াছি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

শ ম ব
সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং পুণ্যকারিণাং বেদমার্গস্থানাং মৎসাক্ষাৎ-
বি ম
কারোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং পরিত্রাণায় পরিতঃ সর্ব্বতো রক্ষণায়
ম ব
দুষ্কৃতাং পাপকারিণাং বেদমার্গবিরোধিনাং দশগ্রীবকংসাদীনাং মৎভক্ত-
শ্রী শ্রী ম
দ্রোহিণাং বিনাশায় বধায় চ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্যগ-
ম
ধর্ম্মনিবারণেন স্থাপনং বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্ম্মসংস্থাপনং তদর্থং
শ্রী ব
সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং মদিতরৈঃ প্রচারয়িতুম-
ব শ
শক্যস্য বৈদিকস্য ধর্ম্মস্য সংস্থাপনায় যুগে যুগে প্রতিযুগম্ সম্ভবামি
রা নী ব
দেবমনুষ্যাদিরূপেণ আবির্ভবামি। নতু দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং
ব
তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ।
যথাহুঃ "লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য
নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥" ইতি দেবীভাগবতে ॥ ৮ ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, এবং দুষ্কর্ম্মকারীগণের বিনাশ জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য প্রতিযুগে আমি অবতীর্ণ হই ॥ ৮ ॥

অর্জ্জুন—তোমার অবতার গ্রহণের প্রয়োজন তিনটি বলিতেছ (১) সাধুদিগের পরিত্রাণ—অর্থাৎ যাঁহারা বহুক্লেশে পড়িয়াও স্বধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করেন না—যাঁহারা তোমার একান্ত ভক্ত, যাঁহারা তোমার দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্ত তুমি তাঁহাদের রক্ষার জন্য অবতার গ্রহণ কর।

(২) দুষ্কর্ম্মকারীর বিনাশ—অর্থাৎ যাহারা তোমার আজ্ঞা না মানিয়া স্বেচ্ছাচার করে, যথা ইচ্ছা আহার বিহার করে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, ইন্দ্রিয়ারাম হইয়া ইন্দ্রিয় সুখের জন্য

বেদমার্গ-বিরোধী বহু দুষ্কর্ম্ম করে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, তোমার ভক্তদিগকে যাতনা দেয় এরূপ অসুরদিগের বিনাশ জন্য তুমি অবতার গ্রহণ কর।

(৩) ধর্ম্ম সংস্থাপন—অর্থাৎ যখন লোকে ধর্ম্ম ত্যাগ করে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম পালন করেনা তখন যে ধর্ম্ম তুমি ভিন্ন অন্য কেহই প্রচার করিতে অসমর্থ সেই ধর্ম্ম স্থাপন করা। এক কথায় শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন ও ধর্ম্ম স্থাপন ইহাই তোমার অবতারের প্রয়োজন। তোমার কার্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

ভগবান্—কি জিজ্ঞাস্য বল।

অর্জ্জুন—তুমি যাহা সৃজন কর তাহা নষ্ট হয় কেন? পৃথিবীতে ধর্ম্মস্থাপন তুমি কর কিন্তু তোমা অপেক্ষা প্রতাপশালী এমন কে আছে যে তোমার স্থাপিত ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া অধর্ম্ম স্থাপন করে?

ভগবান্—অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কোন শয়তান কর্ত্তৃক হয় নাই। মানুষের স্বাধীনতার অপব্যবহার জন্য অধর্ম্ম হয়। মানুষ আপনিই পাপ করে। ইহা ৩।৩৬,৩৭ শ্লোকে বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আর আমার রচিত জগৎ বিনাশ করিতে অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই। আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা আমিই বিনাশ কর্ত্তা। মানুষ আমার সৃষ্ট—তাহার স্বাধীনতাও মদ্দও। স্বাধীনতার জন্য মানুষ নিজ শক্তির অপব্যবহার করে সেই জন্য সংসারে অধর্ম্মের উত্থান হয়। অধর্ম্ম উত্থানে আমিই অধার্ম্মিককে বিনাশ করি এবং ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।

অর্জ্জুন—তুমি দয়াময় তুমি বিনাশ কর কিরূপে? ইহাতে তোমার করুণা নাই বলিয়াত লোকে তোমার নিন্দা করিতে পারে?

ভগবান্—মাতা সন্তানের হিতের জন্য কখন আদর করেন, আবার কখন তাড়নাও করেন তাতে কি তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রতিপন্ন হয়? হিরণ্যকশিপু, রাবণ, শিশুপাল ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া আবার ইহাদিগের সুখের অবস্থা আনিয়া দিয়াছিলাম ইহা কি আমার নিষ্ঠুরতার পরিচয়? বিরাধ কবন্ধ ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দেবতা শরীর দিলাম ইহা কি আমার নিষ্ঠুরতা? অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের এই ধারণা করা উচিত যে যখন আমি দুষ্টগণকে বিনাশ করি ইহাতে তাহাদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশই হয়। আমাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। সাধারণ মানুষ আপন দোষে শরীরাদি নষ্ট করে এবং আমি মৃত্যুরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের দোষযুক্ত দেহটা বিনাশ করি সত্য কিন্তু তাহারা আবার নূতন দেহ পায়; ভাল হইবার আর একবার সুবিধা পায়। যাহারা শরীরকে ও ইন্দ্রিয়ারামকে সর্ব্বস্ব মনে করে তাহারাই "দেহাত্ম দৃষ্ট্যো মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ" দেহকে আত্মা ভাবে দেখে বলিয়া নাস্তিক ও পশু বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহারাই আমার উপর দোষারোপ করে, আমি কিন্তু সর্ব্বদাই জীবকে ক্ষমা করিয়া জীবের মঙ্গলই করিয়া থাকি। আমার কোন কার্য্য অমঙ্গলের জন্য নহে। আমার অঙ্গভূত দেবতাগণকেও আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। দেবতাগণও সর্ব্বদা জগতের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত।

অর্জ্জুন—আর এক কথা—তুমি ত সর্ব্বশক্তিমান, ইচ্ছা করিলেই তুমি সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতে পার, তোমার এই কুরুক্ষেত্রের আড়ম্বর কেন ?

ভগবান্—জগদাড়ম্বরও যাহা এই কুরুক্ষেত্রের আড়ম্বর ও তাই। একটি মানুষের কাছে একটী পিপিলিকার কার্য্য যেরূপ আবার আমার কাছে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ তদপেক্ষাও তুচ্ছ। শ্রুতি বলেন মায়া বা × × × × সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি ইত্যাদি আরও বলেন অহমেব জগত্রয় স্যৈকঃ পতিঃ। মম বশানি সর্ব্বাণি। মম রূপা রবে স্তেজশ্চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ তেজাংসি চ। গগনো মম ত্রিশক্তি মায়া স্বরূপঃ নান্যো মদস্তি। তমোমায়াত্মকো রুদ্রঃ, সাত্মিক মায়াত্মকো বিষ্ণু, রাজস মায়াত্মকো ব্রহ্মা। সৃষ্টি কর্ত্তা আমার রাজস মায়াত্মক, বিষ্ণু সাত্বিক মায়াত্মক আর রুদ্র তমো মায়াত্মক। আবার মায়া কি না আমি আমার বলিয়া অপরিচ্ছন্নকে পরিচ্ছিন্ন মত করিয়া দেখান, অখণ্ডকে খণ্ডিত মত করিয়া দেখান। কিন্তু অখণ্ড কি কখন খণ্ডিত হয় ? আমি স্বস্বরূপে শান্ত সর্ব্বদা আছি তবে যে এই জগদ্ রূপ চলন আড়ম্বর ইহাই মায়া। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ ভাসে সেইরূপ ব্রহ্ম ও সৃষ্টিবৎ ভাসিতেছেন। নামরূপটি মায়া মাত্র ইহাই জগৎ, অস্তিভাতি প্রিয়টি আমি। শ্রুতি বলেন অস্তিভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্। আদ্যত্রয় ব্রহ্মরূপং জগৎরূপং ততো দ্বয়ম্। তাই বলিতেছি সৃষ্টিও যেরূপ মায়িকলীলা, লয়ও সেইরূপ। আমার ইচ্ছায় প্রতিদিনই কত সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে। কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধও লীলামাত্র। আমিই নিত্য। আমার বহুরূপ। আপনার সহিত আপনার লীলা মায়া সাহায্যে জীব অনাদি মায়াতে সুপ্ত, অনার্দি মায়য়া সুপ্তঃ” —সেই জন্য জগতের ব্যাপার তাহার নিকট অতি বৃহৎ ব্যাপার। সৃষ্টি সম্বন্ধে কেহ বলেন জগৎ ঈশ্বরের বিভূতি, কেহ বলেন ইহা স্বপ্ন স্বরূপ, কেহ বলেন ইহা নটমায়া স্বরূপা, কেহ বলেন সৃষ্টি সত্য সঙ্কল্প প্রভুর ইচ্ছা, কেহ বলেন কাল হইতে সৃষ্টি, কেহ বলেন ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্তে—অর্থাৎ ভোগার্থ সৃষ্টি, কেহ বলেন ক্রীড়ার্থ ইতি চাপরে, কেহ বলেন দেব স্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা, কেহ বলেন বন্ধ্যার পুত্র মত এই জগৎ। জ্ঞান লাভ হইলে অনাদি মায়াসুপ্ত জীব স্বস্বরূপে স্বরূপ যখন মিশাইতে পারিবে তখন বুঝিবে আমার এক বিন্দু পরিমিত অংশে (তাহাও যদি কল্পনা করা যায় তবে) সূর্য্য কিরণে এস রেণুর মত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে কিরূপে ! মায়াসুপ্ত জীবের উচিত জ্ঞান স্বরূপ আমাকে চিন্তা করা—মায়াময় বিশ্ব কিরূপে কোথায় ভাসিতেছে সে তখন বুঝিতে সক্ষম হইবে। তথাপি ব্যাবহারিক ভাবে আমার নয় কর্ম্ম ঠিক ঠিক মত রাখিয়া যাইতে হইবে।

অর্জ্জুন—আর এই যে তোমার কৃষ্ণাবতার ইহাতে শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন ও ধর্ম্মসংস্থাপন এই তিন কর্ম্ম কোথায় ?

ভগবান্—(১) ভক্ত সাধুরক্ষা—বসুদেব, দৈবকী, রুক্মিণী যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছি ও করিতেছি।

(২) পাপীর বিনাশ—কংস জরাসন্ধ শিশুপাল দুর্য্যোধন আদি ধর্ম্মদ্রোহী ও ভক্তদ্রোহী দিগকে বিনাশ করিয়াছি ও করিতেছি !

(৩) ধর্ম্ম সংস্থাপন—যে সনাতন ধর্ম্ম বহুবার প্রচারিত হইয়া বহুবার লয় পাইয়াছে সেই সনাতন ধর্ম্ম আমি আবার প্রচার করিলাম এবং গীতাতে তাহাই তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

ম ব
হে-অর্জ্জুন মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য সত্যেচ্ছস্য বৈদূর্য্যবন্নিত্য সিদ্ধ
ব ম
নৃসিংহ রঘুনাথাদিবহুরূপস্য এবং জন্ম অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা
ম শ ম
ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতং মায়ারূপং নিত্যসিদ্ধস্যৈব মম সচ্চিদানন্দ-
শ শ
ঘনস্য লীলয়া তথানুকরণং কর্ম্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি অথবা তত্ত-
ব ত ম ম
দ্ভক্তসম্বন্ধং চরিতং তদুভয়ং দিব্যং—অপ্রাকৃতং অন্যৈঃ কর্ত্তুমশক্য
ম শ ম ম
মীশ্বরস্যৈব সাধারণং তত্ত্বতঃ তত্ত্বেন ভ্রমনিবর্ত্তনেন মূঢ়ৈর্হি মনুষ্যত্ব
ভ্রান্ত্যা ভগবতোঽপি গর্ভবাসাদিরূপমেব জন্ম, স্বভোগার্থমেব কর্ম্মেত্যা
রোপিতং, পরমার্থতঃ শুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনরূপত্বজ্ঞানেন তদপনুদ্য
অজস্যাপি মায়য়া জন্মানুকরণমকর্ত্তুরপি পরানুগ্রহায় কর্ম্মানুকরণ-
ম বি বি
মিত্যেবং যঃ বেত্তি জানাতি যদ্বা তত্ত্বতঃ "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো
ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যগ্রিমোক্তেস্তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্য
বি ব
ভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপেণ মে জন্ম কর্ম্মণী তত্ত্বতো ব্রহ্মত্বেন যো
ব ম শ্রী
বেত্তীত্যর্থঃ সঃ দেহং ত্যক্ত্বা আত্মনোঽপি তত্ত্বস্ফুরণাৎ দেহাভিমানং

ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং[শ] সংসারং[শ্রী] নৈতি ন প্রাপ্নোতি[শ] কিন্তু মাং মামেব[ম] ভগবন্তং বাসুদেবং সচ্চিদানন্দঘনং এতি আগচ্ছতি[শ] স মুচ্যতে[শ] ইত্যর্থঃ। মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথাত্ম্যজ্ঞানেন বিদ্ধস্ত সমস্ত মৎ সমাশ্রয়ণ বিরোধি পাপ্‌মা অস্মিন্নেব জন্মনি যথোদিত প্রকারেণ মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মদেক চিত্তো মামেব[ব] প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমার এই জন্ম ও কর্ম্ম যে দিব্য ইহা যিনি তত্ত্বতঃ জানেন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার আর জন্ম প্রাপ্ত হননা—আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—এই শ্লোকটির অর্থ জানিয়া সাধনা করিতে পারিলে মানুষ পুনর্জ্জন্ম দুঃখ এড়াইতে পারে এবং তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারে আমার মনে ইহা উঠিতেছে।

ভগবান্—এ কথা সত্য। তুমি ভাল করিয়া এই শ্লোকটি বুঝিয়া লও।

অর্জ্জুন—এই শ্লোকে জানিবার প্রধান কথা দুইটি। (১) তোমার জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য। (২) জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব। এই দুইটি প্রধান বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যাহা বলিতেছ তাহা দুঃখী জীবের একান্ত প্রার্থনার বস্তু। মানুষ আর যাহাতে জন্ম না হয় তাহাই চায়—আর তোমাকে পাইয়া চিরদিন পরমানন্দ প্রাপ্তিতে স্থিতি লাভ করিতে চায়।

প্রথম আমি পুনর্জ্জন্মের কথা পাড়িব। পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করা কি বড়ই দুঃখের? জন্ম হয় হইল তাহাতে ভয় কি? সাধারণ মানুষ কিন্তু ইহাই বলে। আবার কেহ কেহ বলে একবার মানুষ জন্মগ্রহণ করিলে আর তাহাকে নীচে নাবিতে হইবে না, আবার কেহ বলে মানুষ জন্মই শেষ জন্ম। তুমি এই গুলির উত্তর দাও।

ভগবান্—মানুষ জন্মই শেষ জন্ম, একবার মানুষ হইলে আর পতন হয়না, এ সমস্ত নিতান্ত মূঢ় বুদ্ধির কথা। একটা মানুষ যখন পশুর মত কার্য্য করে, নিরন্তর পাশব বৃত্তির কার্য্য করিতে করিতে এই জন্মেই তাহার মুখের অবয়বে পশুর আকৃতি আসিতেছে দেখা যায়, একটি বালক পর্য্যন্ত ইহা বুঝিতে পারে। একজন লোক নিরন্তর পশুত্ব লইয়া থাকিলে তাহার মধ্যে পশুর হাব ভাব আসিয়া যাইবে এই বিষয়ে ইহাই যুক্তি। আর সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে

বলিতেছেন মৃত্যুকালে যাহার অন্তরে যে ভাব আসিবে, যে দেহ ধারণ করিলে অনায়াসে ঐ ভাবের কার্য্য হয় সেই দেহ ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পরে ধারণ করিবেই। ভরত রাজা তপস্বী হইয়াও মৃগ শিশু চিন্তা করিয়া মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥

যাহারা পর জন্ম মানেনা শাস্ত্রমত তাহারাই নাস্তিক। শ্রুতি বলেন "পুণ্যোবৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি" মানুষ পাপ করিয়াও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে না ইহাই নাস্তিকতা, এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ যে কত দুঃখের অবস্থা তাহা চিন্তা কর। "গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহিমাং মধুসূদন," "দেহি সংসারমোক্ষত্বং," "ঘোরসংসারমগ্নোঽস্মি," "জরামরণ ভীতোঽস্মি," "হরত্বং সংসারং দ্রুততর মসারং সুরপতে," "সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশরক্ষ ;" "গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি" "সংসারময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেবত্ত," "সংসার সাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু। ভ্রমামি মায়য়া তেঽদ্য পাদমূলমুপাগতা" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বত্র দেখাযায় সংসার বড়ই ক্লেশের স্থান। সংসারে আসিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই এমন মানুষ কোথায়? সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হওয়া যাহার স্বভাব সে জগতে সুখ কোথায়? যেখানে আসিলে আবার তাড়িত হইতে হয়, যেখানে যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য আইসে, যে স্থানে আসিয়া জীব অনাদি মহামোহ নিশায় সুপ্ত হইয়া পড়ে, কোথা হইতে আসিল, কোথায় সে বাস করে, কোথায় তাহাকে যাইতে হইবে—যেখানে এ সমস্ত কিছুই জানেনা সেখানে সুখ কোথায়? যেখানে প্রকৃত জ্ঞান কিছুই পায়না—যেস্থান অনবরত দুঃস্বপ্নভ্রমপরম্পরাকল্পিতজন্মজরামরণহর্ষামর্ষশোকাদিপ্রনর্থসঙ্কটসহস্রসঙ্কুল, যেস্থান গ্রহঅতিগ্রহসর্পব্যাঘ্রাদিভীষণতাপত্রিতয়দাবানলজ্বালামালাকুল, যেখানে ষড়োর্ম্মি জালে আবদ্ধ জীব অরিষড়্বর্গব্যাধ বধ্যমান হইয়া নিরন্তর মোমুহ্যমান, সেই অসংখ্য দুঃখ তরঙ্গেতরঙ্গায়িত ভীমভবার্ণবে মানুষ সুখী হইবে কিরূপে? যেখানে আসিতে হইলে ক্লেদপূর্ণ নরক দ্বার দিয়া আসিতে হয়, যেখান হইতে যাইতে হইলে শতদাগা খাইয়া যাইতে হয়—কোন্ মনুষ্য সেইখানে আবার আসিতে চায়? নিতান্ত পশুবুদ্ধি না হইলে মানুষ পুনর্জ্জন্মের ভয়ে ভীত হইবেই, শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন—ভগবন্ শরীরমিদং মৈথুনাদেবোদ্ভূতং সংবিদপেতং নিরয় এব মূত্রদ্বারেণ নিষ্ক্রান্ত মস্থিভিশ্চিতং মাংসেনানুলিপ্তং চর্ম্মণাববদ্ধং বিন্মূত্রবাতপিত্ত কফ মজ্জা মেদো বসাভিরন্যৈশ্চ মলৈর্বহুভিঃ পরিপূর্ণ মেতাদৃশে শরীরে বর্ত্তমানস্য ভগবংস্তুং নোগতিরিতি॥

জীব যে অবস্থায় গর্ভ হইতে আইসে আসিয়াই যেরূপ ক্লেশ পায় তদ্দৃষ্টে অনুমান করা যায় গর্ভ মধ্যে জীব অতিশয় ক্লেশে থাকে। যদি বলা যায় গর্ভমধ্যে কোন কিছুই অনুভব করিতে পারেনা ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ। গর্ভ হইতে ভূমিতে পড়িবামাত্র যখন চিৎকার করিয়া উঠে তখন গর্ভমধ্যেও ইহার অনুভব শক্তি থাকে। মাতার গর্ভে বিন্মূত্র রক্তাদি দ্রব্য মধ্যে জীব যে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে ইহা সহজেই অনুমান হয়। যখন গর্ভ হইতে বাহিরে আগমন করিতে থাকে তখন যে গর্ভ মধ্যে বিশেষ ক্লেশ পাইতেছিল তাহাও বুঝিতে পারা

যায়। গর্ভ মধ্যেই বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যোনিদ্বারে আগমন করে—কেহ কেহ গর্ভ যাতনা সহিতে না পারিয়া গর্ভ মধ্যেই মৃত হয়। কাহাকেও বা কাটিয়া বাহির করিতে হয়—কি ভীষণ যাতনা। যুক্তির উপরেও শাস্ত্র আছে। মানুষ যুক্তিতে যাহা আনিতে পারে না শাস্ত্র তাহাই দেখাইয়া দিয়া থাকেন—শাস্ত্র সাহায্যে মানুষ যুক্তি দেখিতে পায়।

মহর্ষি পিপ্পলাদ বলেন—গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় পর্য্যন্ত একটি নাড়ী থাকে। তদ্দ্বারা মাতার ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ আপ্যায়িত হয়। কাজেই মাতা লোভ বশতঃ বিদাহী তিক্ত কটু বা কষায় যাহা কিছু গ্রহণ করেন বা রোগ বশতঃ যে ঔষধাদি সেবন করেন—গর্ভস্থ শিশু তাহার যাতনায় অস্থির হয়। কখন কখন শিশুর সহিত মাতারও মৃত্যু হইতে দেখা যায়। শ্রুতি বলেন জীব গর্ভে অতিশয় ক্লেশে থাকে। "অথ নবমে মাসি × × × পূর্ব্ব জাতিং স্মরতি, শুভাশুভঞ্চ কর্ম্ম বিন্দতি।" নয় মাসে শিশুর জ্ঞান জন্মে। তখন সে কোন্ কোন্ জাতীয় জীব হইয়াছিল স্মরণ করিতে পারে, কোন্ জাতীয় জীব হইয়া কাহার প্রতি কিরূপ হিংসা করিয়াছে—কিরূপেই বা অন্যের দ্বারা পীড়িত হইয়াছে, কখন্ কাহাকে হনন করিয়াছে কাহা কর্ত্তৃক বা হত হইয়াছে, কখন্ কাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, কখনই বা অন্যে তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, কখনই বা সে কোন্ স্ত্রী লোককে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, কখন্ কোন্ পুরুষকে স্ত্রীলোক নরকে লইয়া গিয়াছে—এই শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করে। মানুষ ভাবিয়া দেখুক এই জীবনেই যে বয়সে সে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে যে সমস্ত মোটা মোটা পাপ করিয়াছে তাহা স্মরণ করুক এখনও যে সমস্ত পাপের সংস্কার তাহার মধ্যে জ্বলন্ত ভাবে আছে তাহা সে এখনও বেশ স্মরণ করিতে পারে—ইহা স্মরণ করুক এবং তাহার জন্য যে দণ্ড পাইতেছে আরও পাইবে তাহার স্মরণ করুক, যদি সে একবারে স্মৃতিশক্তি শূন্য পশু না হইয়া থাকে তবে তাহাকে পূর্ব্ব পাপের জন্য যাতনায় অস্থির হইতে হইবে। আজ ভাল কথা শুনিয়াও যে ভাল হইতে পারে না, ভাল হইতে চেষ্টা করিয়াও যে ভাল হইতে পারে না—নিদ্রা আলস্য অনিচ্ছা ইহা যে আয়ত্ত করিতে পারে না, কুচিন্তা, বিষয় চিন্তা যে মন হইতে সরাইয়া সুখময় শ্রীভগবানের রস আনিতে পারেনা ইহাতে কি মানুষের মনে হওয়া উচিত নহে যে মানুষ পাপী ? এই যে কুরূপ হইয়াছে, এই যে রোগী হইয়াছে, এই যে কিছুই জীর্ণ করিতে পারেনা, এই যে লোভ সম্বরণ করিতে পারেনা, এই যে ঔষধ সেবনেও রোগ যায় না—ইহা কি পাপের দণ্ড নহে ?

এই যে স্ত্রী বিয়োগ হয়, এই যে পুত্র কন্যার মৃত্যু হয়, এই যে স্বামীর মৃত্যু হয়, এই যে স্বামীর মৃত্যুতে পুত্র কন্যা লইয়া পরের গৃহে চোরের মত থাকিতে হয়, এই যে সর্ব্বদা পর মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়, এই যে শুধু উদরের জন্য পরের অধীন হইয়া নিয়ত দাসত্ব করিতে হয়, এই যে ব্রহ্ম বিদ্যা—আনন্দ বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া কিসে অর্থ হইবে তজ্জন্য বালককাল হইতে অশেষ ক্লেশ করিয়া তীক্ত কটু কষায় কত প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে হৃদয় একবারে নীরস হইয়া যায় এসমস্ত কিসের চিহ্ন ? এই যে নিজের মতে না মিলিলেও প্রভুর কঠিন-

কথায় সায়দিয়া গোলামের ও অন্তর্দ্দাহ হয় ইহা কেন? এই সমস্ত দেখিয়াও যে মানুষ বুঝিতে চায় না যে সে পাপী তাহাকে পশু বলিবেনা কি? তাই বলিতেছি এই বয়সেই যাহা যাহা মানুষ করিয়াছে তাহার স্মরণেই যখন দুঃখের শেষ থাকে না, তখন শ্রুতি যে বলিতেছেন গর্ভাবস্থায় শত জন্মের দুষ্কৃত স্মরণ হয় অহো! একবার ভাব দেখি জীবের কোন্ মহান্ দুঃখ তখন উপস্থিত হয়—জীব কিরূপ কাতর হয়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন গর্ভমধ্যে জীব নিদারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়, হইয়া একটু আদি প্রতিজ্ঞা করে, বলে,—

পূর্ব্ব যোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বা চৈব ততোময়া।
আহারা বিবিধাভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃ স্তনাঃ॥
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজনস্থার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥
একাকী তেন দহ্যেহং গতাস্তে ফল ভোগিনঃ।
অহো দুঃখাদধো মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহং তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয় কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্॥
যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্মসনাতনম্।

দুঃখী জীব বলে—আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়াছি, যোনিদ্বার হইতে নির্গত হইয়া শূকর, কুক্কুট, কাক, বক, শকুনি, শৃগাল, পিশাচ কত জীবের ভোগ্য বস্তু আহার করিয়াছি, কত জীবের স্তনই না পান করিয়াছি। একবার জন্ম আবার মৃত্যু আবার জন্ম আবার মৃত্যু এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। আমি স্ত্রীপুত্র কন্যাদির পোষণের জন্য কতই না শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি—যাহাদের জন্য দুষ্কৃত করিয়াছি তাহারা ত পীড়িত হইতেছেনা আমি একাই যে সেই সমস্ত কর্ম্মের জন্য দগ্ধ হইতেছি। হায় কি দুঃখ! আমি যে এখন দুঃখ সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছি। হায় ইহা হইতে উদ্ধারের পথ যে দেখিতেছিনা। যদিএকবার এই নরক হইতে মুক্ত হইতেপারি তবে হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—হে অশুভক্ষয়কর্ত্তা হে মহেশ্বর! আমি তোমাকে প্রপন্ন হইব। যদি এই যোনিদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া দাও তবে হে অশুভক্ষয় কর্ত্তা! হে মোক্ষফলদাতা! হে নারায়ণ! আমি তোমার সেবা করিব। যদি একবার এই ক্লেদপূর্ণ যোনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারি তবে অশুভ বিনাশক সাংখ্য যোগ, সর্ব্ব দুঃখ নিবারক জ্ঞান যোগ অভ্যাস করিব! যদি একবার যোনি হইতে মুক্ত করিয়া দাও তবে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব।

শ্রুতি জীবের আদি প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। জন্মমাত্র জীব কিন্তু বিষ্ণু মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া—"আমি" "আমার" রূপ মায়ার ঘোরে আবার অচৈতন্য হইয়া পড়ে। জন্ম জরা মরণ

শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই আর স্মরণ করে না। শ্রী ভগবান্ জীবকে কিন্তু কখনও ত্যাগ করেন না ; তিনি বুদ্ধির বিকাশ হইবামাত্র সংসারের স্বরূপ সম্মুখে ধরেন ; ইহাতেও যাহাদের হয় না তাহাদিগকে বহু লোকের মুখ দিয়া উপদেশ করেন— ইহাতেও না হইলে মানুষকে নানাপ্রকার দাগা দিয়া বুঝাইয়াও দেন, আদি প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেন---শাস্ত্রমুখে দেখাইয়া দেন দেখ দেখ এই সব হতভাগ্য শত শত বার সংসারের ধাক্কা খাইয়াও আজ কিরূপ দীনভাবে কত যাতনা পাইয়া সংসার ছাড়িয়া গেল ! দেখ দেখ মরিবার সময়ে কতদুঃখ করিয়া অন্যকে সাবধান করিয়া গেল বলিয়া গেল—রে ভ্রান্ত জীব আমি এই জন্মে সব জানিয়াও কিছু করি নাই—তাহার ফল এই—তোমরা সাবধান হও তোমাদিগকে আমার মত আর যেন বলিতে না হয়।

বাল্যেগতে কল্পিতকেলি লোলে মনোমৃগেদারদরীবুজীর্ণে
শরীরকে জর্জ্জরতাং প্রয়াতে বিদূয়তে কেবলমেব লোকঃ ॥
জরাতুষারাভিহতাং শরীর সরোজিনীং দূরতরে বিমুচ্য।
ক্ষণাদ্গতে জীবিত চঞ্চরীকে জনস্ত সংসার সরোহবশুষ্কম্ ॥

লোকে এই সংসারে কেবলই কষ্ট ভোগ করে। যেমন বাল্যকাল গত হইল—যে বাল্যকালে বিষ্ঠা মূত্র মধ্যে কতই ক্লেশ পাইলাম, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কতই কাঁদিলাম—অজ্ঞানী মূর্খ বৈদ্য রোগ বুঝিতে না পারিয়া এক যাতনার প্রতিকার করিতে গিয়া কত শত যাতনায় পুড়াইল—এই বাল্যকাল যেমন গত হইল অমনি মনোগৃহ কল্পনা প্রসূত অন্তপ্রকার ক্রীড়ার জন্য লোলুপ হইল। সম্মুখে স্ত্রী দারারূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে স্ত্রী ক্রীড়ায় শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িল।

হায় এই সংসারে কত প্রকার শরীর দেখ। প্রথম প্রথম ত কতই সুন্দর থাকে। যেন সরোবরে কত কত সরোজিনী ফুটিয়া রহিয়াছে। জীবন মধুকর পদ্মে পদ্মে উড়িয়া উড়িয়া মধুপান করিতেছে। জীব সাবধান হইলনা—জীব প্রথম হইতে সতর্ক হইবার জন্য নিত্য কর্ম্মাদি করিল না—জীব শাস্ত্র মানিলনা—সাধুর কথা শুনিল না ঈশ্বরের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দ্রিয়ারাম করিতে করিতে পাপ-জীবন হইয়া পড়িল, কাম ক্রোধ লোভ রূপ নরকের দ্বার ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া দিল, ইন্দ্রিয় সংযম জানিয়াও করিল না হায় ! তখন দেখিতে দেখিতে জরা হিমানী পাত হইল। শরীর সরোজিনী শুকাইল জীবন মধুকর উড়িয়া গেল—সংসার সরোবর শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিল।

আবার পুনর্জ্জন্ম দুঃখ আরম্ভ হইবে—আবার ঐ সমস্ত দুঃখ আসিবে। রে পুনর্জ্জন্ম অবিশ্বাসকারী নাস্তিক জীব ! আর বিড়ম্বিত হইও না। বেদ মান্য কর, ঈশ্বর মান্য কর—যতই দুষ্কৃত থাক না কেন—যদি এতদিন কিছু নাও করিয়া থাক ভগবানের নাম আশ্রয় কর—অন্য সমস্ত সাধনা তিনিই মিলাইয়া দিবেন---নিত্য কর্ম্ম করিতে থাক। কষ্ট হয় তথাপি কর, দেখ অর্জ্জুন পুনর্ব্বার জন্মান কতই ক্লেশকর বলিলাম। এখন যাহাতে আর পুনর্জ্জন্ম না হয় তাহাই বলিব। আমাকে পাইলেই আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। আমাকে পাইয়া পুনর্জ্জন্ম

এড়াইবার জন্য আমার জন্ম কর্ম্ম যে দিব্য তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। আর আমার দিব্য জন্ম কর্ম্মের তত্ত্ব প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে এই জন্মেই জীবন্মুক্তি লাভ কর। তুমি নিত্য কর্ম্মাদি করিতেছ তুমি ইহার অধিকারী। যাহারা নিত্য কর্ম্মাদি করেনা তাহারাও এখন হইতে আরম্ভ করুক, করিয়া ঐ কর্ম্মের সঙ্গেই জন্ম কর্ম্ম তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করুক তাহাদেরও কল্যাণ হইবে।

অর্জ্জুন। বল বল! আমার নিজের জন্য ও দুঃখী জীবের জন্য তুমি এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বল। তুমি কৃপাময়! তুমি ভিন্ন দুষ্কৃত জীবকেও ক্ষমা চক্ষে চাহিয়া—কৃপাপাত্র ভাবিয়া আর কে উপদেশ করিবে?

ভগবান্—তোমাকে যাহা করিতে হইবে বা বুঝিতে হইবে তাহা অগ্রে শ্রবণ কর। আমার জন্ম যে দিব্য, প্রাকৃত জনের মত নহে অগ্রে তাহাই বলিতেছি। প্রাকৃত জনের জন্ম (জাতি) আয়ু এবং ভোগ কর্ম্মাশয়ের ফল। চিত্ত ভূমিতে অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ থাকিলেই কর্ম্ম উৎপন্ন হইবে। এই কর্ম্ম বিপাক তিন প্রকার (১) জাতি অর্থাৎ মনুষ্য পশু ইত্যাদি জন্ম (২) আয়ু বা জীবিত কাল (৩) ভোগ বা সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার। “সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ”।

আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিদ্যাদি ক্লেশ নাই কাজেই আমার জন্ম হইতেই পারে না। তাই বলিয়াছি “অজোঽপি সন্” ইত্যাদি। আমার জন্ম হইতে পারে না তথাপি যখন দেহ ধারণ করিতেছি তখন বুঝিতে হইবে আমার দেহ প্রাকৃত জনের দেহের মত নয়। আমি আত্মমায়া দ্বারা দেহবান্ মত হই। প্রাকৃত জনের মত গর্ভবাসাদি ক্লেশ আমার নাই।

যখন দেবকী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি তখন জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই বসুদেব পিতার চিত্তাকাশে প্রথমে উদিত হই। আর আমার কনক কুণ্ডল সহ বনমালা বিভূষিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী উভয়েই আমি জন্মিবামাত্রেই স্তব করিতে থাকেন। প্রাকৃত জন্ম ত এরূপ নহে। যেমন ব্রহ্মার তপস্যা দ্বারা তাঁহার চিত্তাকাশে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন—অথবা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বাগ্‌দেবী প্রথমে নাদ, পরে নাদ হইতে প্রণব, পরে সপ্তব্যাহৃতি রূপে বিবর্ত্তিত হন, আমার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও বসুদেব দেবকীর তপস্যা জন্য প্রথমেই তাঁহাদের চিত্তাকাশে আবির্ভূত হয়। মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে যেমন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল—আবার পরে জলরাশি সৃষ্টি হইয়াছিল আমার দেহ ধারণ সময়েও সেইরূপ হইয়াছিল। ফলে আমি সচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তি—আমি অজ তথাপি যে আমার জন্ম ইহা মায়িক মাত্র। আমি মায়াতে মানুষের জন্মের মত জন্ম অনুকরণ করি মাত্র। আমি অকর্ত্তা হইয়াও মানুষের উপর অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য মানুষের কর্ম্মের,মত কর্ম্ম অনুকরণ করি মাত্র। এই আমার অপ্রাকৃত দিব্য জন্মের তত্ত্বটি বেশ করিয়া তুমি নিশ্চয় কর, করিয়া-ঐ তত্ত্বটি প্রত্যহ আলোচনা দ্বারা অভ্যাস কর, তুমি দেখিবে যে তোমার আত্মা ও ঐরূপে দেহ ধারণ করিয়াছেন—আমার জন্মের সহিত তোমার জন্মের মূলে কোনই ভেদ নাই। যাহা কিছু ভেদ সে কেবল আমি অজ্ঞানের বশীভূত নই বলিয়া মায়া আমার আয়ত্বাধীন, আর জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলিয়া অবিদ্যা জীবকে

বশীভূত করিয়া সুখ দুঃখ বন্ধনে বদ্ধ করে। জীবের জ্ঞান জন্মিলেই জীব দেখে যে তাহার জন্ম জরা মৃত্যু আধি ব্যাধি সংসার সমস্তই অজ্ঞানে আছে কিন্তু জ্ঞানে নাই। জীবও প্রকৃত পক্ষে শিবস্বরূপ।

অর্জ্জুন—আরও পরিষ্কার করিয়া বল।

ভগবান্—আমি চৈতন্য স্বরূপ, আমি আত্মা। মানুষও জড় নহে—মানুষও চেতন। মানুষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার শক্তির অপব্যবহার করে। ইহা তাহার স্বাধীনতার ফল। তজ্জন্য মানুষ কতকগুলি পাপ করিয়া ফেলিয়াছে—পাপ অর্থেও তাহার কতকগুলি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এই বুঝিতে হইবে। এ অভ্যাসগুলি স্থূল শরীরের অথবা সূক্ষ্মশরীরের বা মনের। এই অভ্যাসকে সে আত্মার অভ্যাস মনে করে। দেহের কার্য্যকে আত্মার কার্য্য মনে করাই দেহাত্মবোধ। আহার নিদ্রা ভয় এ সমস্তই অভ্যাস। অল্পে অল্পে এই অভ্যাসগুলি বদলাইতে হইবে। এ অভ্যাস স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের, আত্মার নহে।

অভ্যাস বদলাইয়া মানুষ নিয়ত জন্ম তত্ত্ব আলোচনা করিয়া যখন আপনার আত্মাকে আমার আত্মা হইতে আর পৃথক বোধ করিবে না তখনই সে আমার মত হইবে। ইহাই জীবন্মুক্তি।

আত্মাই মানুষের একমাত্র প্রিয়বস্তু। ধন জন সংসার তাহার দুঃখের কারণ এইটি জানিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে সুখ দুঃখ যাহা আসিবে তাহাতেই প্রারব্ধ ভোগ হইতেছে মনে করিয়া ভিতরে সে যে শুদ্ধ, নির্ম্মল—সে যে অন্তঃশুদ্ধ স্বভাব ইহা সর্ব্বদা ভাবনা করিবে। এইরূপ ভাবনার বলে সে ক্রমে সুখে দুঃখে আর বিচলিত হইবে না। ভিতরে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া বাহিরে ব্যবহার পরায়ণ হইবে; বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া থাকিবে। আপনার শুদ্ধ স্বভাবের ভাবনা দৃঢ় হইয়া গেলে বাহিরে কর্ত্তা সাজিয়া ব্যবহার পরায়ণ হওয়া আর কঠিন বোধ হইবে না। তাই বলিতেছি আমার জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব জানিলে মানুষ নিজের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব দেখিতে পাইবে। দুইই এক ইহা জানিলেই মানুষের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। মানুষ সর্ব্বদা তখন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের একীকরণ করিয়া পরম শান্তভাবে নিরন্তর থাকিয়াও ব্যবহার পরায়ণ হইতে পারিবে। ইহাই জীবন্মুক্তি।

অর্জ্জুন—"এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" এই তত্ত্বতঃ কথাটির মধ্যেই এত কথা রহিয়াছে? এই তত্ত্বচিন্তা দ্বারাই সদ্যোমুক্তি হয় দেখিতেছি। শাস্ত্রও কি তাই বলিতেছেন?

ভগবান্—শ্রুতি বলেন "উত্তমা তত্ত্ব চিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্র চিন্তনম্। অধমা মন্ত্র চিন্তা চ তীর্থ ভ্রান্ত্যধমাধমা"। তত্ত্ব চিন্তা উত্তম, শাস্ত্র চিন্তা মধ্যম, মন্ত্র চিন্তা অধম আর তীর্থ ভ্রমণ অধমাধম। কিন্তু উত্তম বলিয়াই যে সকলে তত্ত্বচিন্তা করিতে পারিবে তাহা নহে। কেহই আপনাকে অধম বা অধমাধম মনে করেনা। ইহাই লোকের অহংজ্ঞান। কিন্তু তত্ত্বচিন্তা করিতে যে পারেনা, ইহাতে যে রস পায়না, তাহার পক্ষে নিজের অধিকার মত কার্য্য করিয়া আপনার অবস্থা উন্নত করাই কর্ত্তব্য। অধিকারী অনুসারে সকল কার্য্য আবশ্যক। তত্ত্বচিন্তা করিয়া যাহারা সুখ পান তাহাদের জন্য আরও দুই তিনটি তত্ত্বচিন্তার কথা আমি পরে উল্লেখ

করিতেছি কিন্তু সর্ব্বসাধারণে অভ্যাস করিতে পারে এমন কথাও এখানে কিছু বলিয়া রাখিতেছি। ধর্ম্ম জগতের সর্ব্ব নিম্ন অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে হয় কিরূপে ইহার জ্ঞান সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে।

(১) চুরী করিবনা, মিথ্যা কহিবনা, কর্কশ বাক্যে কাহাকেও পীড়া দিবনা, পরদার করিবনা, অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবনা, পরের সমালোচনা করিবনা, ইত্যাদি ধর্ম্মের জন্য যদি আমাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতেও হয় এমন কি যদি মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতেও হয় তথাপি সত্য পথ ছাড়িবনা ইহাই প্রথম।

মনে কর এক ব্যক্তি চুরী করে নাই কিন্তু কোন দুষ্ট লোক তাহার উপর হিংসা করিয়া নানা প্রকার প্রমাণ যুটাইয়া উহাকে কারাগারে দিল। বিচারক উহাকে নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করাইলেন তথাপি হইলনা। শেষে নানা প্রলোভন দেখাইয়া দোষ স্বীকার করিতে বলিলেন-- না করিলে তাহার প্রাণ যাইবে, তাহার পিতার দণ্ড হইবে এরূপ ভয় দেখাইলেন। এরূপ অবস্থাতেও সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিবেনা। কারণ মিথ্যা কথা কহিলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হইবেন ইহাই তাহার বল। জগৎ তাহাকে পীড়ন করুক তাহাও সে সহ্য করিবে কিন্তু ভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কিছুতেই সে মিথ্যা বলিবেনা। মানুষ দুর্ব্বল--অতি পীড়নে মানুষ কাতর হইয়া দুর্ব্বলতা দেখাইয়া ফেলে কিন্তু প্রতি উৎপীড়ন সহ্য করিবার সময়ে সে যদি কাতর ভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে বলে শ্রীহরি আমি আর এই যাতনা সহ্য করিতে পারি না, হয় তুমি আমার মৃত্যু বিধান কর, নতুবা আমায় বল দাও যাহাতে আমি দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারি—এইরূপ প্রার্থনা করিলে সে হৃদয়ে শক্তি পাইবে। ইহা ভগবানের কৃপা। এইটি অনুভব করিলেই সে ভগবানের ভক্ত হইয়া যাইবে। প্রার্থনাই ধর্ম্ম জগতে উঠিবার প্রথম সোপান। যদি মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয়ই তাঁহার কাছে স্থান পাইব এই অবস্থার প্রাণ এই বিশ্বাস।

(২) নানা উৎপীড়নে পড়িয়া প্রার্থনা দ্বারা যখন ভগবৎ কৃপা পুনঃ পুনঃ অনুভব হইবে তখন তাহার উপাসনা আরম্ভ হইবে। তখন দুঃখের অবস্থায় ডাকিয়া ছিল এখন দুঃখ না থাকিলেও ডাকিবে। কারণ যিনি এমন বন্ধু তাঁহাকে নিত্য না ডাকিয়া কোন কার্য্য নিজের ইন্দ্রিয় আরামের জন্য করা পাপ ইহা সে বুঝিতে পারিবে। প্রথম অবস্থায় নিষিদ্ধ ত্যাগ দ্বিতীয় অবস্থায় বিহিত গ্রহণ। সে ঠকিয়া ইহা শিক্ষা করিয়া ছিল এখন যাহাতে অন্যলোক না ঠকিয়া ভগবানের আশ্রয়ে আইসে সে অপরের জন্য তাহাই করিবে।

(৩) উপাসনা—বা নিত্য কর্ম্ম দ্বারা সে ক্রমে চিত্তকে ভগবানে একাগ্র করিতে অভ্যাস করিবে। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসই ধর্ম্ম-জগতের তৃতীয় সোপান। এতদিন নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা চাহিত এবং ভগবানের কৃপা অনুভব করিত, এক্ষণে একাগ্রতা দ্বারা তিনি কত সুন্দর তাহা দেখিতে বাসনা জন্মিবে। তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সহিত কথা কহিব, এখন এই লালসা জন্মিবে। এ অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া একান্তে যাইবে। সেখানে মানস পূজায় একাগ্রতা স্থায়ী করিবে।

(৪) একাগ্রতা আয়ত্ত হইয়া গেলে বিচার দ্বারা তত্ত্বচিন্তা। শ্রীভগবান্ আমার কে—তিনি কিরূপে সর্ব্বদা আমার অন্তরে বাহিরে আছেন—তিনি অজ হইয়াও কিরূপে জন্মগ্রহণ করেন—আমার আত্মার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ—তাঁহার জন্ম কর্ম্ম চিন্তায় আমার সদ্যোমুক্তি কিরূপে হইবে ইহার জন্য সমাধি অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে—কোন্ সাধনা দ্বারা পরম শান্ত অবস্থা লাভ হইবে—সাধক জীবনের ইহাই শেষ কার্য্য। সিদ্ধ হইয়াও দুঃখীর উপকারের জন্য তিনি আপনি আচরণ করিয়া লোককে শিক্ষা দিবেন ইহাই শেষ। "অহং কর্ত্তা" এই অভিমান ত্যাগ করিয় ব্যবহার পরায়ণ হওয়ার জন্যই সাধনা। ক্রমে ক্রমে ইহা লাভ হয়।

সর্ব্বোচ্চ সাধকের জন্য দুই তিনটি তত্ত্বচিন্তার কথা যে বলিব বলিয়া ছিলাম এক্ষণে তাহাই শ্রবণ কর।

(১) প্রতিদিন জীবকে আমিই জাগ্রত হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে লইয়া যাইতেছি। প্রতিদিন আমিই তাহাদিগকে ব্রহ্মদর্শন করাইতেছি—প্রতিদিন তোমাদের শক্তি সমূহ শক্তিমানে মিলিতেছে, মিলিয়া ব্রহ্মভাবে স্থিত হইতেছে। ইহাই সুষুপ্তি। আবার সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত, স্বপ্ন হইতেছে। এমন কি প্রতিবাক্য উচ্চারণ কালেও এইরূপ একটা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপার চলিতেছে। ব্রহ্ম যেরূপে সৃষ্টিতে বিবর্ত্তিত হইতেছেন—মানুষের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তত্ত্বেও তাহাই আছে। পরম শান্ত আত্মতত্ত্ব যে ভাবে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইতেছেন "যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তমবৈতি নিত্যং" ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তত্ত্বচিন্তা। কিরূপে ব্রহ্ম সৃষ্টিরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন "এতস্মাৎ পরমাচ্ছান্তাৎ পদাৎ পরম পাবনাৎ। যথেদ মুত্থিতং বিশ্বং" এই তত্ত্বটি উত্তম বুদ্ধি দ্বারা শ্রবণ কর "তচ্ছৃণুত্তময়া ধিয়া"। "সুষুপ্তং স্বপ্নবদ্ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। সুষুপ্তি স্বপ্নের মত যেমন প্রকাশ পায় ব্রহ্মও সেইরূপ সৃষ্টি মত প্রকাশ পাইতেছেন। কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তাহার ক্রম শ্রবণ করিয়া প্রত্যহ আলোচনা আবশ্যক। এই চিন্তা দ্বারা তুমিও বুঝিবে জাগ্রন্নিদ্রা বিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ পরা"॥

(২) দ্বিতীয় তত্ত্বচিন্তা "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই জগতে যাহা কিছু আছে তাহাকেই ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এই তত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তনীয়, সর্ব্বদা অভ্যাসনীয়। এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যে রূপে দেখা যাইতেছে তাহাতে যেন ঈশ্বর দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত হয় নাই। ইহা নাম ও রূপ দ্বারা আচ্ছাদিত। নাম ও রূপ মিথ্যা। তুমি মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ববস্তুকে—সর্ব্ব মানসিক ব্যাপারকে—অস্তি ভাতি প্রিয় বা সচ্চিদানন্দ বা ঈশ্বর ভাব দ্বারা আচ্ছাদন কর। অস্তি ভাতি প্রিয়টিই সত্য, নাম রূপটি মিথ্যা। প্রতিবস্তু হইতে মিথ্যা নামরূপটি বাদ দাও—দিলেই মূলের ব্রহ্ম ভাবটি পাইবে। ইহাকেই বলা হইতেছে ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চকে ঢাকিয়া ফেলা। সকল বস্তুরই অসত্য অংশ যে নামরূপ তাহা ত্যাগ করিয়া সমস্তকে অস্তি ভাতি প্রিয় বা ব্রহ্মরূপে দেখ। সর্ব্বত্রই সচ্চিদানন্দ ঘন আমিই আছি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্ম্ম আমি করিতেছি, ইহা সর্ব্বদা ভাবনা কর।

(৩) এই দেহ তুমি নও তুমি চৈতন্য কাজেই শরীরের বিকারে, শরীরের সুখ দুঃখে তোমার যাতনা হওয়াই মূঢ়তা। শ্রুতি বলেন "শুভোঽস্মি শোকহীনোঽস্মি চৈতন্যোঽস্মি

সৃজাম্যহম্"। এখন আমার জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব চিন্তার কথা আর একবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

অর্জ্জুন—বল—ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ভগবান্—মানুষ যে মরে ইহা ভুল কথা। মানুষটিকে যদি দেহ বল তবে সে মরিবে কিন্তু মানুষ যদি চৈতন্য হয় তবে চৈতন্যের মৃত্যু কি তাই বল? দেহে "আমি" অভিমান রাখে বলিয়া মানুষ দেহের সুখ দুঃখ মৃত্যুতে নিজের সুখ দুঃখ মৃত্যু হইল মনে করে। যদি বল মানুষ মনে করুক বা না করুক চৈতন্য ত চৈতন্যই থাকেন মনে করাতে আর কি হইবে? না—মনে করাতেই সব হয়। মূলে ত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই আছেন তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন ভাবনা করাই না অজ্ঞান? সেই অজ্ঞান হইতেই না সংসার, দুঃখ, জনন মরণ? তবে মনে করাটা কিছু নয় ইহাত মূঢ়ের কথা। দেহকে "আমি" মনে করিয়াই এত দুঃখ পাইতেছ এখন "দেহ আমি নই" আমি চৈতন্য এইটা মনে কর দেখি! এই ভাবনা স্থায়ী করিতে পারিলে আর তোমায় জন্ম মরণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। এই ভাবনা স্থায়ী করিবার জন্যই সাধন চাই।

"আমি দেহ নহি আমি চৈতন্য" এই ভাবনা অভ্যাস করিতে করিতে বুঝিবে ব্রহ্ম—চৈতন্য ও জীব—চৈতন্য একই বস্তু। তখন সর্ব্বত্র অভেদ দর্শন হইবে। নামরূপ মিথ্যা হইয়া যাইবে—অস্তি ভাতি প্রিয়ই নামরূপ শূন্য জগৎ হইয়া ভাসিতেছেন বোধ হইয়া যাইবে। ইহা অনুভব জন্য শ্রুতি সাধনার কথা বলিতেছেন "অভেদ দর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ। স্নানং মনোমলত্যাগঃ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ॥ চিত্তশুদ্ধি কর, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, আর মন হইতে রাগ দ্বেষাদি মল বিগলিত কর—করিলে তবে আপনার শুদ্ধস্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। এই সমস্ত সাধনার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি আরও পরে বলিব।

তবেই দেখ আমার দেহ গ্রহণের তত্ত্ব কি? আমার অবতার গ্রহণটা কি? পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই আবার বলি আমি আত্মমায়া দ্বারা দেহবান মত হই। তুমি ও মায়া মানুষ। তবে প্রভেদ এই যে আমি মায়াকে বশীভূত করিয়া কার্য্য করি, কারণ আমি আত্মতত্ত্ব কখন বিস্মৃত হইনা আর তুমি আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া—মায়ার বশীভূত হইয়া নানা কর্ম্মকর ও তাহার ফলে সুখ দুঃখ রূপ বন্ধন দশা প্রাপ্ত হও।

উপস্থিত বদ্ধাবস্থা তোমার অজ্ঞান জন্য। কিন্তু যেমন অবস্থাতেই আইসনা কেন তুমি ধীরে ধীরে অজ্ঞানের অভ্যাস গুলি বদলাইতে থাক—দেহের বা মনের রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা তোমার নহে এই স্থির নিশ্চয় জানিয়া আপন চৈতন্য স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া প্রারব্ধ ভোগ করিয়া যাও—দেহে আত্মাভিমান যত যত ছাড়িতে পারিবে ততই আমার নিকটে, আত্মার সমীপে উপবেশন রূপ উপাসনা করিতে সমর্থ হইবে। অধিষ্ঠান চৈতন্য স্বরূপ আমি—আমাতেই মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট দেহ তরঙ্গ ভাসিয়াছে। কিন্তু এই দ্রষ্টা স্বরূপ—চৈতন্য স্বরূপ "জানা" বস্তুটি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে আছে ঐটিই তুমি। যে ইহা ঠিক ঠিক অনুভব করিয়াছে সে দেহে আর আত্মাভিমান করেনা। কাজেই সে সর্ব্বদা আমাকে বা আত্মাকে লইয়া থাকে বা

আত্মা হইয়া থাকে বলিয়া সে আমার মত অজর অমর; দেহের জরা মৃত্যুতে—মিথ্যা নামরূপের বিনাশে সে আত্মার মৃত্যু হইল বলিয়া অজ্ঞানাবৃত হয় না। আমি "সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছি" তুমি ইহা সর্ব্বদা অনুভব কর, দেহে আত্মাভিমান করিও না—তুমি ও মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারিলে।

তাহারপরে আমার কর্ম্ম চিন্তা কর। আমার সগুণ হওয়া এবং অবতার হওয়া উভয় অবস্থাতেই কর্ম্ম আছে। সৃষ্টিও আমার কর্ম্ম, স্থিতি এবং লয়ও আমার কর্ম্ম। সাধুর পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ ইহা মানব জগতের কথা ইহা পরে বলিতেছি আগে জড় জগতের কথা বলি শ্রবণ কর। সুন্দর পুষ্প দেখিতে কাননে একাকি যাও দেখি, গিয়া একবার দেখ দেখি পুষ্পে পুষ্পে, প্রজাপতির পাখায় পাখায়, কি সৌন্দর্য্য আঁকা আছে? সুন্দর একটি পুষ্প দেখিয়া কি মনে হয়না—কে যেন এইমাত্র রং দিয়া কোথায় লুকাইয়াছে? মনে হয় যেন রং দিতে দিতে লোক দেখিয়া পুষ্পে মিলাইয়া লুকাইয়া পড়ে? কোন কোন পুষ্পে রংএর ছিটা দেখিয়া কি মনে হয়না কে যেন গোপনে রং দিতেছিল যেন কাহাকেও দেখিয়া এখুনি ফুলের গায়ে পাতার গায়ে রংএর তুলি ঝাড়িয়া কোথাও লুকাইয়াছে। যেন কাছে কাছেই আছে, সুন্দর ছাড়িয়া সুন্দর কোথাও যাইতে পারে না। কত সুন্দর সে, যখন পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে, পাখায় পাখায়, তুলি ধরিয়া শান্ত হইয়া রং করে আবার রং করিয়াই কোথায় লুকায়। আবার রাত্রিকালে যখন কেহ দেখিতে পায়না তখন পাতায় পাতায় শিশির বিন্দুর মালা গাঁথিয়া রাখে। কত সুন্দর সে—একবার বনে বনে ঘুরিয়া তাহাকে খোঁজ দেখি—নিঃশব্দে বনমধ্যে পুষ্প বৃক্ষের আড়ালে একাকি তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাক দেখি সে যখন রং করিতে আবার আসিবে তখন একবার তার ভাব ভঙ্গি যদি দেখিতে পাও।

তারপরে গুঞ্জনমত্ত মধুব্রতের ঝঙ্কার একাকি শোন দেখি, পাখীর স্বর একাকি দাঁড়াইয়া শ্রবণ কর দেখি কে এই সুন্দর স্বর দিতেছে? তারপরে এই পুষ্পের গন্ধ? কত মনোহর গন্ধ! কখন সে আসে আসিয়া কেমন করিয়া গন্ধ দিয়া যায় ভাবনা কর দেখি সেই সুন্দরের [illegible] কত সুন্দর বুঝিতে পারিবে। উপরে আকাশের গায়ে মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের খেলা-[illegible] দেখিয়া তারে ডাক দেখি একবার বলনা "অভিনব ইববিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ শময়তু সন্তাপং সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ" ইচ্ছা হয় বল কৃষ্ণচন্দ্রঃ ইহাতেও আপত্তি নাই। চন্দ্র, তারকা [illegible] আকাশের গায়ে নানাবর্ণের মেঘ সেই যে আঁকে। তারে খোঁজ—তার গায়ের রং [illegible] এই নদী সমুদ্র, ফুল ফল, শুধু অলঙ্কার না দেখিয়া যে অলঙ্কার গড়িয়া অলঙ্কার পরে—[illegible] সাজান মূর্ত্তি একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হওনা।

তারপরে শুধু ফুল লতাপাতার সৃষ্টি ছাড়িয়া আরও উপরে মহাপ্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি করি [illegible] দেখি। শ্রুতি বলেন "গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী [illegible] নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরে ব্যোমন্"। পরমে ব্যোম্নি প্রতিষ্ঠিতা গৌরী গৌরবর্ণা [illegible] দেবী সৃষ্ট্যুপরমে সলিলসদৃশানি বর্ণপদবাক্যানি তক্ষতী সৃজন্তী শব্দমকরোৎ। কখন,

প্রথমঃ প্রণবাত্মনা একপদী ব্রহ্মণোমুখান্নির্গতা। অনন্তরং ব্যাহৃতিরূপেণ সাবিত্রীরূপেণ চ দ্বিপদী। ততো বেদচতুষ্টয় রূপেণ চতুষ্পদী। ততো মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র পাশুপতায়ুর্বেদ-ধনুর্বেদ-গান্ধর্বৈ নবপদী। ততোহনন্তৈ র্বাক্‌সন্দর্ভৈঃ সহস্রাক্ষরা অনন্তবিধা বহুমুখী সম্পন্না"।

মহাপ্রলয়ে সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে একমা পরমব্যোম পরব্রহ্ম মাত্র আছেন। আবার সৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে। শব্দব্রহ্মাত্মিকা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভে সলিল সদৃশ বর্ণ পদ ও বাক্য সকল আমি বাগ্‌দেবীরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টি করিলাম এবং বাগ্‌দেবী অন্তর্য্যামিনী হইয়া উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। সমাধিস্থ বিশ্বস্রষ্টার অন্তরাকাশে নাদ উদ্ভূত হইল। সমাধিস্থ বিশ্বস্রষ্টার অন্তরাকাশই ঋত সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। তাহা হইতে নাদ উঠিল তাহা হইতেই বাগ্‌দেবী প্রণবাত্মাতে একপদী হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। ক্রমে ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী রূপে দ্বিপদী, পরে বেদ চতুষ্টয়রূপে চতুষ্পদী, পরে ষড়বেদাঙ্গ পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে অষ্টপদী, পরে মীমাংসা-ন্যায় সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদ-গান্ধর্ব্ব বেদ দ্বারা নবপদী এবং সর্ব্বশেষে অনন্ত বাক্‌সন্দর্ভ দ্বারা অনন্তরূপে প্রকটিত হইলেন।" শব্দ হইতে সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশিত হইল। শব্দ হইতে জগৎও সৃষ্ট হইল। "শক্তির অব্যক্তাবস্থাকে কিছুই বলা যায় না। ক্রমে শক্তি দুই ভাগে প্রকাশ হয় একটি ক্রিয়াত্মক অংশ একটি জড়াংশ, যাহা জড়রূপে দেখা যায় তাহাও শক্তিরই রূপান্তর। শক্তির বাধা জনক ক্রিয়াই জড়াবস্থা। এই জড়াংশকে সাংখ্যমতে তমঃশক্তি বলা যায়। সূক্ষ্মাবস্থায় শক্তিকে দেখা যায়না। স্থূলাবস্থায় জড়ভাবে আমরা দেখিতে পাই। অমূর্ত্তাবস্থায় যাহা ক্রিয়াত্মক মূর্ত্তাবস্থায় তাহাই ক্রিয়াত্মক ও জড়াত্মক। ক্রিয়া ও তাহার আশ্রয় ঘনীভূত হইয়া জড় হইয়াছে। সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি স্থূল পদার্থে ক্রিয়াত্মক অংশ প্রধান, জলীয় ও পার্থিব পদার্থে জড়অংশ প্রধান, এই জন্য উপনিষদ্‌ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুইটি রূপ বলিয়াছেন। অমূর্ত্ত রূপটি নিত্য মূর্ত্তরূপটি ধ্বংসাত্মক। মূর্ত্তরূপটি অমূর্ত্ত রূপটির আধার। শব্দ ও বায়ু অমূর্ত্ত জল ও পৃথিবী মূর্ত্ত। তেজ মূর্ত্তরূপেরই সহচর। প্রতি পদার্থই অমূর্ত্তাবস্থা হইতে মূর্ত্তাবস্থায় এবং মূর্ত্তাবস্থা হইতে অমূর্ত্তাবস্থায় আসিতেছে। এখন একবার ভাব দেখি সমস্ত তমে আচ্ছন্ন—সমস্ত অন্ধকার। আমি ঋত ও সত্যরূপে প্রকট হইয়া রাত্রি সৃষ্টি করিলাম পরে সলিল সদৃশ বর্ণ পদ বাক্য সৃজন করিলাম। জল হইতে সম্বৎসর অহোরাত্র সূর্য্য চন্দ্র যেমন যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে ছিল সেইরূপ সৃষ্টি করিলাম। ক্রমে ভূলোক ভুবলোক মহ জন তপ সত্য সমস্ত সৃষ্টি করিলাম। সমস্ত সূর্য্য সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির সুন্দর মালা পরিয়া আমার প্রকৃতিকে নিত্য আলিঙ্গন করিয়া আমিই দাঁড়াইয়া আছি—সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের মালা দেখিতে দেখিতে, যাহার গলায় এই মালা শোভা পাইতেছে তাহাকে একবার দেখ। আমার ঐশ্বর্য্যও দেখ আবার আমার মাধুর্য্যও দেখ!

মানুষের সহিত লীলায় আমার মাধুর্য্য প্রকাশিত হয় অন্ততঃ মানুষ বুঝিতে পারিবে বলিয়া আমি তাহাদের মত আচরণ করি। সাধুর পরিত্রাণ ও অসাধুর বিনাশ ইহার মধ্যে আমার

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়ই আছে। আমি সর্ব্বদা সাধুদিগকে রক্ষা করি এবং মানুষকে যে শক্তি দিয়াছি মানুষ স্বাধীনতা পাইয়া সেই শক্তির অপব্যবহার করে বলিয়া তাহার শক্তি কাড়িয়া লই। ইহাই অসাধুর বিনাশ। শক্তি নিজে অব্যক্ত। শক্তির ক্রিয়া দ্বারাই শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায়। মন দেহাদি শক্তির ক্রিয়া মাত্র। কোথাও তরল অবস্থা, কোথাও ঘনীভূত অবস্থা। শক্তি গেলেই শক্তির ক্রিয়া যে দেহ তাহার বিনাশ হয়। তুমি আমার রক্ষা তত্ত্ব ভাল করিয়া ধারণা কর। তুমি চেষ্টা করিয়া আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারনা। তুমি যে নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাও তাহা আমিই তোমাকে রক্ষা করিতেছি স্থির জানিও। আমি ভিন্ন রক্ষা কর্ত্তা আর কেহ নাই। আমার অঙ্গীভূত দেবতাগণও যে রক্ষা করেন তাহাও আমারই রক্ষা। তোমার শত্রু যে বিনাশ হয় তাহাও আমিই করি। জগতের রক্ষা সর্ব্বদা আমিই করিতেছি। মৃগ পশু পক্ষী হইতে মানব দেব গন্ধর্ব্বাদি যেখানে যাহা রক্ষা পাইতেছে তাহা আমাদ্বারাই রক্ষিত ইহা স্থির জানিও। ইহার নিশ্চয় হইয়া গেলে তোমার অভিমান ছুটিয়া যাইবে। সকল কর্ম্মের কর্ত্তা আমি—অকর্ত্তা হইয়াও আমি কর্ত্তা এইটী বুঝিতে পারিলে তুমিও যে তাই তাহা বুঝিতে পারিবে। কর্ত্তৃত্বাভিমান ছুটিয়া গেলেই তুমি মৃত্যু অতিক্রম করিলে। পুনর্জ্জন্ম আর কাহার হইবে বল?

আবার বলি শোন। তোমার সমস্ত দায় উদ্ধার করিয়া—তোমার শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমিই তোমাকে বাঁচাইতেছি—বিপদে পড়িয়া যে মানুষ দুহাত তুলিয়া ভগবানকে ডাকে তুমি যে আমাকে স্মরণ কর, তখন আমি কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও তোমার অলক্ষ্যে তোমাকে বাঁচাইয়া দিয়া থাকি—তোমায় নিত্য রক্ষা করিতেছি—সাধু কর্ম্মে অনুভব কর কিরূপে রক্ষা কার্য্য চলিতেছে। তোমার সঙ্গে যে জ্ঞান স্বরূপ আমি আছি—দ্রষ্টা স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ আমি আছি—তুমি সর্ব্বদা দ্রষ্টা ভাবে থাকিয়া তাহার অনুভব কর তোমার জ্ঞান সমুদ্র সীমাশূন্য অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—আর সেই অপরিসীম অনুভব সমুদ্রে এই ক্ষুদ্র জগদিন্দ্রজাল—এই মসিবিন্দুবৎ বাসনা প্রবাহ ডুবিয়া যাইবে। যাহাকে তুমি "আমি" বলিয়া অনুভব করিতেছ সেই "আমিও" যে, আর যিনি রক্ষা করিতেছেন সেই "আমি" ও সেই। তথাপি রামকৃষ্ণাদি আমার মায়া মানুষ মূর্ত্তি কালে কালে কার্য্যের জন্য প্রকাশ পায়। কিন্তু "আমি" সর্ব্বদাই আছি সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছি। ইহা অনুভব কর তুমি ও জন্ম মরণ হইতে পরিত্রাণ পাইলে।

অর্জ্জুন—কি সুন্দর তোমার উপদেশ। আচ্ছা আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি কালে কালে তোমার যে অবতার হয় তাহার সংখ্যা কি নির্দ্দিষ্ট?

ভগবান্—আমার ১০টি অবতারই মুখ্য তদ্ভিন্ন অনেক অবতার আছে। যে আমাকে প্রাপ্ত হয় সেও আমার মত শক্তি সম্পন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ জীবন্মুক্তের সহিত আমার কোন প্রভেদ নাই, তবে এক প্রভেদ এই যে জীবন্মুক্ত বদ্ধ হইতে মুক্ত হয় আমি নিত্যমুক্ত। মৎস্য অশ্ব কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ হংস ক্ষত্রিয় বিপ্র ও দেব এই সকলে আমার অবতার হইয়াছে কয়েকটী বলিতেছি শ্রবণ কর।

অবতার	কার্য্য
১। ব্রহ্মা—	ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান
২। মৎস্য	জলপ্লাবনে বৈবস্বতমনুরক্ষা
৩। কূর্ম্ম	সমুদ্রমন্থনকালে মন্দার পৃষ্ঠে ধারণ
৪। বরাহ	বেদ রক্ষা জন্য জলমগ্ন পৃথিবী উদ্ধার
৫। নৃসিংহ	হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদ রক্ষা
৬। বামন	বলির নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা
৭। পরশুরাম	একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করা
৮। শ্রীরাম	রাবণ বধ
৯। কৃষ্ণ-বলরাম	কংসাদি অসুর বধ
১০। বুদ্ধ	গয়া প্রদেশে জন্ম
১১। কল্কি	ম্লেচ্ছ নিধন
১২। নারদ	পঞ্চরাত্র প্রচার
১৩। নর-নারায়ণ	তপস্যা
১৪। কপিল	সাংখ্যজ্ঞান
১৫। দত্তাত্রেয়	আত্মবিদ্যা
১৬। যজ্ঞ	সায়ম্ভুবমন্বন্তর পালন
১৭। ঋষভ	পরমহংস পথ প্রদর্শন
১৮। পৃথু	পৃথিবী দোহন
১৯। ধন্বন্তরি	অমৃত সংগ্রহ
২০। মোহিনী	অসুর বঞ্চনা ও সুরগণকে অমৃত বণ্টন
২১। ব্যাস	বেদ-বিভাগ

ইত্যাদি।

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ রাগো [নী] বিষয়েষুপ্রীতিঃ ভয়ং [ম] সর্ব্বান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিতব্যমিতি [ম] ত্রাসঃ [নী] স্বোচ্ছেদশঙ্কা,

নী ম
ক্রোধঃ স্বপরপীড়াহেতুরভিজ্বলনং যদ্বা সর্ব্ববিষয়োচ্ছেদকোঽয়ং
ম নী ম শ
জ্ঞানমার্গঃ কথং হিতঃ স্যাদিতি দ্বেষঃ তে ত্রয়ো বীতা বিবেকেন বিগতা
ম নী শ্রী শ
যেভ্যস্তে শুদ্ধসত্ত্বাঃ অতএব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ মন্ময়াঃ ব্রহ্মবিদ
ম
ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ মাং পরমাত্মানং তৎপদার্থং পদার্থাভেদেন সাক্ষাৎ
ম
কৃতবন্তইত্যর্থঃ মদেকচিত্তা বা মামুপাশ্রিতাঃ মাং পরমেশ্বরং একান্ত-
ম শ নী
প্রেমভক্ত্যা শরণং গতাঃ বহবঃ অনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানময়ং তপ
আলোচনং মম জন্মকর্ম্মণোঃ স্বরূপস্য চ নিরন্তরং চিন্তনং যস্য
নী
জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং জ্ঞানতপঃ তেন পূতাঃ সন্তঃ পরাং
শ বি
শুদ্ধিং গতাঃ সন্তঃ তথাচ শ্রুতিঃ "তস্যধীরাঃ পরিজানন্তি যোনি"-
বি
মিতি। ধীরাঃ ধীমন্তএব তস্য যোনিং জন্ম প্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ
ম ম শ
মদ্ভাবং মদ্রূপত্বং বিশুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনং মোক্ষং আগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ।
ম
জ্ঞানতপসা পূতা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো মদ্ভাবং মদ্বিষয়ং ভাবং রত্যাখ্যং
ম
প্রেমাণমাগতা ইতি বা। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে ইতি হি বক্ষ্যতি ॥১০॥

(বিয়য়ানু-) রাগ-ভয়-ক্রোধ শূন্য হইয়া মচ্চিত্ত হইয়া এবং আমার শরণাপন্ন হইয়া অনেকে জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া আমার ভাব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১০॥

অর্জ্জুন—তোমার জন্ম কর্ম্মের তত্ত্ব জানিলে সংসার জয় হইবে এবং তোমাকেই পাওয়া যাইবে এই যে মত স্থাপন করিতেছ ইহাত সম্প্রতি প্রস্তুত, মোক্ষমার্গত নহে? কারণ নূতন কথা প্রথমে রুচিকর হয় সত্য কিন্তু ধর্ম্মসনাতন না হইলে শেষে অনিষ্টই হয়।

ভগবান্—না না ইহা সম্প্রতি প্রস্তুত করা হয় নাই। আমার জন্ম কর্ম্মের তত্ত্ব চিন্তা করিয়া বহু লোকের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইয়াছে।

অর্জ্জুন—আবার একবার বল দেখি কি কি করিতে হইবে? কিরূপ কার্য্য করিলে তোমার ভাবে চিরস্থিতি লাভ হয়? মোক্ষ হয়?

ভগবান্—প্রথমেই দেখা চাই মোক্ষ চাই কিনা?

অর্জ্জুন—এমন লোকও আছে না কি?

ভগবান্—অনেক আছে। শূকরকে মোক্ষ দিতে চাহিলে শূকর শূকরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব এই কথা বলে। শূকরী তাহাকে বলিতে বলে যে গোলকে বা বৈকুণ্ঠে কি তাহাদের খাদ্য পাওয়া যায়? যদি বলা যায়—না সেখানে ওসব খাদ্য নাই, তখন শূকর, শূকরীর পরামর্শ মত বলে তবে ওরূপ মোক্ষে আমার কাজ নাই। যেথানে কোন খাদ্যের দরকার হয় না—কোন পরিশ্রম করিতে হইবে না—শুধু ধ্যানানন্দ সুধা—বা অন্তর রাজ্যে সেবানন্দ অমৃত—এ যদি মোক্ষ হয় ইহার নাম যদি সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হয় তবে অনেক বিষয়—বিষ্ঠা প্রার্থী সেরূপ মোক্ষ চাহিবেনা।

অর্জ্জুন—আহা অজ্ঞানী জীব বড়ই কৃপা পাত্র। বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজন সুখে এতদুর অভ্যস্ত হইয়া যায় যে যাহাতে উহা নাই তাহার নামও শুনিতে পারে না। তত্ত্ব বিচার করিলে পাছে বিষয় সুখ ভোগ না হয় তাই কি লোকে তত্ত্বতঃ তোমার জন্ম কর্ম্ম আলোচনার নাম শুনিলে বিরক্ত হয়? তুমি বল তোমার পরমানন্দ ভাবে চিরস্থিতি লাভ করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে।

ভগবান্—জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা পবিত্র হও। আমার জন্ম কর্ম্মের তত্ত্বতঃ অনুভব রূপ যে তপ—প্রত্যহ তাহাই করিতে থাক—প্রত্যহ আমার জন্ম কর্ম্মের যে স্বরূপ তাহাই চিন্তা করিতে থাক। শ্রুতি বলেন উত্তম বুদ্ধি যাঁহাদের তাঁহারা ভগবানের জন্ম প্রকার জানেন "তস্য ধীরাঃ পরি জানন্তি যোনিমিতি" শ্রুতিঃ। ইহা জ্ঞানমার্গ। পূর্ব্বে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছি। জ্ঞানমার্গে চলিতে হইলে (১) বিষয় বাসনা ত্যাগ করা চাই। বিষয় বাসনা ত্যাগ জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করা চাই। (২) ভয় ত্যাগ করা চাই—সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞান মার্গে কিরূপে জীবন ধারণ করিব এই ত্রাস দূর করা চাই। স্ত্রী পুত্র, সংসার, ধন সম্পত্তি এক কথায় রূপ রসাদি বিষয় ভোগ থাকিবে না ইহা শুনিলেই যে একটা ভয় হয় তাহা ত্যাগ করা চাই। (৩) জ্ঞান মার্গের উপর যে একটা বিদ্বেষ—অর্থাৎ সমস্ত বিষয় ভোগের উচ্ছেদকর এই জ্ঞান মার্গ, এই জন্য তাহার উপর যে একটা দ্বেষ, ইহা ত্যাগ চাই। এই সমস্ত দূর করিতে পারিলে অর্থাৎ বিষয় বৈরাগ্য জন্মিলে তবে মায়া মানুষের জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বত কি-তাহা জানিতে রুচি হইবে।

বিষয় বৈরাগ্য জন্মিলে—পুনঃ পুনঃ বিষয় দোষ দর্শন করিলে চিত্ত ভগবানের প্রসন্নতার জন্য সুখ বা দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করিবে। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম।

দ্বিতীয় কথা—মচ্চিত্ত হওয়া। বিনা উপাসনায় ইহা হইবে না। শাস্ত্র বিধিই আমার আজ্ঞা। আমার সন্তোষ জন্য অর্থাৎ আমার মুখ্য দেহ যে চিত্ত তাহার প্রসন্নতা জন্য আমার দিকে চাহিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মানুষকে আমার জন্য ক্লেশ করিতে হইবে তখন সে আমার প্রসন্নতা অনুভব করিতে পারিবে। তখন সে সর্ব্বদা মনে মনে আমার সহিত কথা কহিতে চাহিবে, মনে মনে আমার সেবা করিতে চাহিবে, আমার-পূজা করিবে—বাহিরেও যাহা আয়োজন করিবে সমস্তই আমার জন্য করিবে। এইরূপ করিতে করিতে মদেকচিত্ত হইয়া যাইবে। তৃতীয় আমার শরণাপন্ন হইতে হইবে। সর্ব্ব কর্ম্মে আমার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ভিন্ন তোমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না। সর্ব্বদাই আমাকে দেখিতে ইচ্ছা—আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন ইচ্ছা থাকিবে না। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধ ও চিত্ত একাগ্র হইলে জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে। এইরূপে আমার মায়াময় জন্ম ও কর্ম্ম অনুভব করিয়া নিজের স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলেই আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

এখনে আর 'একটি কথা বলিয়া রাখি জ্ঞানমার্গ সদ্যমুক্তি দেখাইয়া দেয় বলিয়া অনেকে কর্ম্ম শিথিল করিয়া জ্ঞানের দিকে ছুটিয়া যায় কিন্তু জ্ঞান পথে উঠিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সাধনা যাহাদের করা নাই তাহারা কিছুদিন কর্ম্মশূন্য জ্ঞানের আলোচনা করিয়া শুষ্ক হইয়া যায় শেষে নাস্তিক হইয়া পড়ে।

জ্ঞান মার্গেও কতকগুলি সর্ব্বদা অভ্যাসের সাধনা আছে। "আমি নাই অন্যেও নাই" "হেয়ও নাই উপাদেয়ও নাই"—ইত্যাদি অভ্যাস বৈরাগ্য জন্য। বিচার দ্বারা বুঝা যায় ইহা সত্য কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলা, দেহকে সত্য বলা এরূপ ভয়ানক অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কার্য্যকালে আমি নাই অন্যেও নাই ইহা ভুল হইয়া যায়। সেই জন্য চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা করিয়া আমাকে আশ্রয় কর, আমি জ্ঞান দিয়া দিব।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
ম/ মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

হ নী ম
যে যৎফলপ্রার্থিনঃ মনুষ্যাঃ যথা যেন প্রকারেণ সকাময়া নিষ্কাম-
হ নী ম
তয়াবা সাত্ত্বিকরাজসতামসভাবেন বা মাং সর্ব্বশরীরস্থং ঈশ্বরং সর্ব্ব-
ম রা
ফলদাতারং প্রপদ্যন্তে সমাশ্রয়ন্তে অহং তান্ তথাএব তৎফল

শ নী নী
দানেনৈব পীড়াপরিহারেণ জ্ঞানদানেন অর্থদানেন মোক্ষদানেন বা
শ শ্রী
ভজামি অনুগৃহ্লামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ ইন্দ্রাদিসেবকা অপি
শ ম শ্রী
সর্ব্বশঃ সর্ব্ব প্রকারৈঃ মম সর্ব্বাত্মনোবাসুদেবস্য বর্ত্ম ভজনমার্গং
ম ব ব
কর্ম্মজ্ঞানলক্ষণং বহুবিধমউপাসনামার্গং বা অনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি ॥
নী
অন্য দেবতাভক্তা অপি মমৈব ভক্তা ইতি ॥১১॥

যে আমাকে যে প্রয়োজনে আশ্রয় করে আমি তাহাকে সেই ফলদানেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মানুষ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথই অনুসরণ করে ॥১১॥

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ যাহার "জ্ঞান তপসা পূতাঃ" জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়াছে যাহারা নিষ্কাম তাহারাই তোমার ভাবে স্থিতি লাভ করিবে। সকলকে তুমি তবে আত্মভাবটি দাওনা? যাহারা অপূত, যাহারা সকাম তাহারা তোমায় পায়না! তোমাতেও কি তবে বৈষম্য আছে?

ভগবান্—না তা নাই। যে যেঅভিলাষে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আমি তাহাকে তাই দিয়া তাহার আশা পূর্ণ করি। কি রোগ শোকে আর্ত্ত, কি আমি কি? জগৎ কি? জগদাড়ম্বর কেন? এই জিজ্ঞাসু, কি ধর্ম্মার্থ-পুত্রবিত্তাদি অভিলাষী কি তত্ত্বজ্ঞ কি সকাম কি নিষ্কাম যে যেভাবে আমার কাছে যাহা চায় আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করি।

অর্জ্জুন—আহা! এই তোমার আশ্বাস বাণী! মানুষ যা চায় তুমি তাহাকে তাই দাও তবু মানুষ কত দুঃখ করে, কত কাঁদে, বলে আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল? কেন মানুষের এই দুঃখ?

ভগবান্—মানুষের মতির ঠিক নাই। কখন এক রকম চায়, কখন আর এক রকম চায়, কখন অন্য রকম। মানুষ যখন যাহা প্রার্থনা করে আমি তখনই তাহাকে তাহা দিতে আসি শুধু তার নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ভোগের জন্য যা একটু অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাও—যদি সে একটিই ধরিয়া থাকে—তবে তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম শীঘ্র শীঘ্র ভোগ করাইয়া দি। কিন্তু মানুষ এতই অস্থির মতি মানুষ আদৌ ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। আমি তাহার প্রার্থিত বস্তু দিতে না দিতে—সে আর একটা লইয়া কাঁদিতেছে দেখি। আবার সেটা দিতে গিয়া দেখি আর একটার জন্য ক্লেশ পাইতেছে। মানুষ বোঝেনা সে যখন একটা কিছু আমার

কাছে চায় তখন সেই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করে। কিন্তু তাহার কার্য্য করিতে যখন আসিতেছি তখন দেখি সে আর এক কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছে। কাজেই আমাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন কার্য্যে প্রেরণ করায় আমি তাহার জন্য বৃথা খাটি সেও আপন দোষে কিছুই পায় না। কিন্তু যাহারা একটিই চায়—একটিই ধরিয়া থাকে তাহারা সর্ব্বদাই সফল মনোরথ হয়।

অর্জ্জুন—জীবের প্রতি তোমার কতই দয়া। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমি তোমায় কি চাহিব তাহা তুমিই আমাকে বলিয়া দাও দেখি।

ভগবান্—আমি যাহার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার ইচ্ছামত তাহাই চাহিতেছ। ধর্ম্মমত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইহাই তোমার আমার এখন কার্য্য। “ভক্তশ্চ মে সখা চেতি” তুমি আমার ভক্ত ও সখা। আমাদের ইচ্ছার মিলন হইয়াছে। কাজেই আমার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা। কিন্তু তোমার ইচ্ছা আমি জানি। কি পাইলে তোমার হয় তাহা আমি জানি।

অর্জ্জুন—বল বল কি পাইলে আমার হয়।

ভগবান্—“রসে বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি”। শ্রুতি ইহা বলেন।

অমি রসময়, আমি আনন্দ ময়—আমি ভিন্ন তোমার আর কেহ নাই, আমি কত সুন্দর, কত সুন্দর কার্য্য আমি করি—কিরূপে সেই পরমশান্ত অবস্থা হইতে এক থাকিয়াও আমি বহুরূপে বিবর্ত্তিত হই, কিরূপে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা আনি—তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিতে চাও। সর্ব্বদা আমার ভাবে থাকিয়া আমার মতন আমার সঙ্গে আপনাকে আপনি বহুরূপে আস্বাদন করিতে চাও। কোন দায় আর থাকিবে না—কোন ঋণ আর থাকিবেনা—জরা মরণ আধি ব্যাধি শূন্য হইয়া—দেহকে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ স্বরূপে আনিয়া নিত্য রাজ্যে সমস্তই আমার সহিত বিহার করিতে চাও। আমার মুখে বেদ পাঠ আমার সঙ্গে থাকিয়া শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন এক কথায় আমি যখন যাহা হইব যখন যাহা করিব তোমাকে সঙ্গে লইয়া, তোমাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া আর না থাকি ইহা হইলেই তোমার হয়। এক কথায় আমি যাহা করি, যেরূপে পারি তুমি তাহাই যদি পার তবে তোমার হয়। আমার মত আত্মরাম হও আত্মতৃপ্ত হও আবার যখন ইচ্ছা হইবে তখন বহু হইয়া খেলা করিতে পার ইহাই তোমার প্রার্থনা। তোমার এ প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব। সেই মন্ত্রসাধনার কথা এত করিয়া বলিতেছি। ইহা তুমি নিশ্চয় কর “আমি তোমার আছি”। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, কর্ম্ম করিবার সময় বা স্বাধ্যায়ের সময়—সকল সময়ে আমি তোমার সহায়। তুমি সর্ব্বদা আমায় ডাকিয়া ডাকিয়া সুখ, দুঃখ, বিপদ সম্পদ; সহ্য কর। সর্ব্বদা আমার নাম ভ্রূমধ্যে আমার স্থানে বসাইয়া জপ রাখ। সকল কার্য্যে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, আমার সম্মতি লও আমাকে জানাইয়া কর। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে বুঝিবে অথবা আমি তোমায় বুঝাইয়া দিব যাহার সন্তোষ জন্য তুমি এতদিন খাটিয়াছ—বাহিঃপ্রকট মূর্ত্তি যাহার তুমি এতদিন দেখিয়া দেখিয়া উপাসনা করিয়াছ তাহাই তোমার আত্মা।

সে আত্মা দূরের বস্তু নহে সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে। সেই আত্মাকে চিনিবার জন্য সেই আত্মারই বহিঃপ্রকট মূর্ত্তি ধরিয়া এতদিন উপাসনা করিয়াছে। তখন তুমি বলিতে একমাত্র পারিবে আমিই সত্য—অন্য যাহাকে আমি বলিতে সে "আমিও নাই অন্যও নাই"। মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া সত্য লইয়া বা সত্য হইয়া থাকাই আমাকে পাওয়া। ইহা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয়।

অর্জ্জুন—আমি না হয় তোমার ভক্ত, আমার গতি হইল কিন্তু যাহারা অন্য দেবতা ভজে তাহাদের কি হইবে?

ভগবান্—আমি আত্মা। আমিই পৃথক পৃথক নাম রূপ লইয়া পৃথক্ পৃথক মূর্ত্তি ধারণ করি। সকল মানুষের অন্তর এক রকম নহে। মানুষে মানুষে প্রকৃতি গত পার্থক্য আছে তাই ভিন্ন ভিন্ন অন্তরাকাশের জন্য আমার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। যেমন এক সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ লাল নীল শুভ্র কৃষ্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে নানারূপ প্রতিফলিত হন সেইরূপ এক আমিই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতা মূর্ত্তি ধারণ করি। আমিই মনু হইয়াছিলাম আমিই সূর্য্য আমিই ঋষি আমিই উশনা কবি, আমিই রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে ভ্রমণ করি ঋক্ আদি বেদেও আমারই বিভূতি এইরূপে প্রচারিত। যখন সমস্তই আমি তখন যে যাহার পূজা করুক সে আমারই পূজা। আমি যখন আত্মা—তখন সমস্তই আমার উপাসনা। আমার পরম ভাবটি যে জানিয়াছে—যে জানিয়াছে আমিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আর আমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা, আমিই আত্মারূপে, আমি চিৎশক্তিরূপে আমিই অনুভব রূপে সর্ব্বলোকে বিরাজমান এরূপ সাধকের আর কোন ক্লেশ নাই কোন দুঃখ নাই। এরূপ সাধকের জ্ঞান বড় সুলভ। প্রথমে নিজ হৃদয়ে আত্মরূপী আমাতে একাগ্র হইবার যত্ন, পরে বাহিরে সকল বস্তুকে আমি ভাবে দেখা, শেষে সমস্তই আমি অভ্যাস করিতে করিতে নিয়কেও আমি দেখিয়া ফেলিয়া জীবন্মুক্তি।

কাঙ্ক্ষন্ত কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তে ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

ইহ [শ]অস্মিন্‌লোকে [ব]অনাদিভোগবাসনানিয়ন্ত্রিতাঃ [ব]প্রাণিনঃ কর্ম্মণাং [হ]যজ্ঞাদীনাং সিদ্ধিং [হ]স্বর্গপশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তিং [শ]কাঙ্ক্ষন্তঃ [শ]প্রার্থয়ন্তঃ দেবতাঃ [ম]দেবান্ ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যান্ যজন্তে [ম]পূজয়ন্তি [ব]সকামৈঃ কর্ম্মভির্ন্নতু সর্ব্বদেবেশ্বরং নিত্যানন্তফলপ্রদমপি মাং নিষ্কামৈস্তে-

ব ম ব ণ
র্যজন্তে। হি যস্মাৎ অস্মিন্ মানুষে লোকে মনুষ্যলোকে কর্ম্মজা
ম আ ম
সিদ্ধিঃ কর্ম্মজন্যং ফলং ক্ষিপ্রং ঝটিতি এব ভবতি। মানুষে লোকে
জ্ঞানফলমন্তঃকরণশুদ্ধিসাপেক্ষত্বান্ন ক্ষিপ্রংভবতি মানুষে লোকে
কর্ম্মফলং শীঘ্রং ভবতীতি বিশেষণাদন্যলোকেঽপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যতিরিক্তকর্ম্মফলসিদ্ধির্ভগবতা সূচিতা, যতস্তত্তৎক্ষুদ্রফলসিদ্ধ্যর্থং
সকামা মোক্ষবিমুখা অন্যদেবতা যজন্তেঽতো ন মুমুক্ষব ইব মাং
ম
বাসুদেবং সাক্ষাৎ তে প্রপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥১২॥

ইহ লোকে কর্ম্ম-সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়া মানুষ (অন্য) দেবতা পূজা করে কারণ এই মনুষ্য লোকে কর্ম্ম জন্য ফল ঝটিতিই লাভ হয় ॥১২॥

অর্জ্জুন—তুমি কাহার ও উপর অনুগ্রহ কাহারও নিগ্রহ করনা—সর্ব্ব জীবের প্রতি তোমার সমান করুণা—কৃপা করিয়া তুমি সর্ব্ব জীবকে তুল্যফল দান কর তবু লোকে তোমায় ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজা করে কেন?

ভগবান্—জীব অনাদি ভোগ বাসনা নিয়ন্ত্রিত। সহজে ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। পুত্রবিত্ত স্বর্গাদি সহজেই লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞান জনিত সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ সহজে লাভ করা যায় না। এই জন্য শীঘ্র শীঘ্র ধন পুত্র বা স্বর্গ পাইব এই আশায় ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য বরুণ ইত্যাদি বর দেবতার আরাধনা করে। শ্রুতি বলেন "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্"। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০

এই শ্রুতির অর্থ—অথ যঃ কশ্চিদব্রহ্মবিদন্যামাত্মনোব্যতিরিক্তাং কাঞ্চিদ্দেবতামুপাস্তে স্তুতিনমস্কারযাগবল্যুপহারপ্রণিধানধ্যানাদিনোপাস্তে তস্যা গুণভাবমুপগম্যাস্তে অন্যোঽসাবনাত্মা মত্তঃ পৃথগন্যোঽহমস্ম্যধিকৃতো ময়াস্মা ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যমিত্যেবং প্রত্যয়ঃ সন্নুপাস্তে ন স ইত্থং প্রত্যয়ো বেদ বিজানাতি তত্ত্বং ন স কেবলমেবম্ভূতো বিদ্বানবিদ্যাদিদোষবানেব। কিং তর্হি যথা পশুর্গবাদির্ব্বাহনদোহনাদ্যুপকারৈরুপভুজ্যতে এবং স ইজ্যাদ্যনেকোপকারৈরুপভোক্তব্যত্বাদেকৈকেন দেবাদীনাং। অতঃ পশুরিব সর্ব্বার্থেষু কর্ম্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ॥

যে অব্রহ্মবিদ্ পুরুষ আত্মা ছাড়িয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে অর্থাৎ স্তুতি প্রণাম যাগ বলি উপহার, চিত্তের একাগ্রতা, ধ্যানাদি, দ্বারা আত্মার অতিরিক্ত অন্য দেবতার উপাসনা

করে, ঐ দেবতার গুণভার স্বীকার করিয়া অবস্থিত হয়, এই আমার 'উপাস্য আমা হইতে পৃথক্, আমি ঋণীর ন্যায় এই দেবতা উদ্দেশ্যে প্রতি কর্ত্তব্য করিব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাসনা করে—প্রকৃত তত্ত্ব জানেনা বলিয়া সেই পুরুষ যে কেবল অবিদ্যাদি দোষে দুষ্ট তাহা নহে কিন্তু ঐ পুরুষ দেবতাদের উপকার করে বলিয়া তাঁহাদের ভোগ্যও বটে। যেমন গবাদি পশু, বাহন দোহনাদি উপকার দ্বারা কৃষকের উপভুক্ত সেইরূপ। ঐ পুরুষ পশুর ন্যায় দেবতাদের সর্ব্বভোগ প্রয়োজনক কর্ম্মে অধিকারী। দেবতাদের সম্বন্ধে মনুষ্য পশুর সমান—দেবতাগণ অবিদ্যাবান্ পুরুষের প্রতি বিঘ্ন বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। যেমন গো অশ্বাদি পশু মনুষ্য স্বামীকে পালন করে, সেইরূপ বহু পশুর তুল্য এক অবিদ্বান্ পুরুষ দেবতা ও পিত্রাদিকে পালন করে। যেমন এই লোকে বহু পশুযুক্ত পুরুষের এক একটি পশু ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে স্বামীর অত্যন্ত অপ্রিয় কার্য্য হয়, সেইরূপ বহু পশুর তুল্য এক একটি পুরুষ পশুভাব হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে দেবতাদিগের অপ্রিয় হয়। অনুগীতাতে ভগবান্ ব্যাস বলেন "মনুষ্য যে আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করিবে ইহা দেবতাদের ইষ্ট নহে।" ব্যাঘ্রাদি পশুর ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পরিচ্যুত করিবার জন্য দেবগণ বিঘ্নাচরণ করেন। মানুষ যেন আমাদের উপভোগ্যত্ব হইতে পরিচ্যুত না হয় ইহাই দেবতাদিগের অভিপ্রায়। তাঁহারা যাহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে শ্রদ্ধাদি সাধন যুক্ত করেন। তাই বলিতেছি ফল কামনা না করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বেশ্বর যে আমি আমার কৃপা লাভ করিয়া মানুষের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়। তথাপি যে নিষ্কাম কর্ম্মে রুচি হয় না ইহা জীবের অনাদি ভোগ বাসনার জন্যই হয়। বিবেক ও বৈরাগ্য বলে সাধক আত্মাব্যতিরিক্ত কোন দেবতা নাই ইহা জানেন। দেবতাগণ আমার অঙ্গ—আমার উপাসনায় সকলেরই উপাসনা হয় ইহা যিনি জানেন তিনিই জ্ঞানী; তিনিই ভক্ত। "মানুষ লোকে" ইহা যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ফলা কাঙ্ক্ষায় দেবতা পূজা শুধু মানুষলোকের জন্য ইহা বুঝাইবারজন্য।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

শ　　　　　শ
ময়া ঈশ্বরেণ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি। তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য

শ   শ
শুশ্রূশ্চৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব
শ
বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং উৎপাদিতম্। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ"
ম শ শ
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্য বিষমস্বভাবস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তার-
ম নী ব
মপি ব্যবহারদৃষ্ট্যা মায়াযোগাৎ স্রষ্টারমপি মাং অব্যয়ং নিরহঙ্কারত্বে-
ম শ বি হ
নাক্ষীণমহিমানম্ অকর্ত্তারং পরমার্থতোঽস্রষ্টারম্ বিদ্ধি জানীহি
॥ ১৩ ॥

বর্ণচতুষ্টয় আমাদ্বারা গুণওকর্ম্ম বিভাগ মত সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার কর্ত্তা হইলেও অব্যয় যে আমি আমাকে অকর্ত্তা জানিও ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—বলিতেছিলে অনাদি ভোগ বাসনাজন্য মানুষ শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবার আশায় অন্য দেবতা ভজন করে। ইহার পরেই বর্ণভেদ বা জাতিভেদ তুলিতেছে কেন?

ভগবান্—ভোগ বাসনা সকলের ত সমান নহে। কাহারও অত্যন্ত অধিক, কাহারও অল্প, কাহারও আদৌ নাই। ভীমের, দ্রৌপদীর অথবা তোমার রাজ্যলাভ কামনা যতটুকু, ধর্ম্মরাজের কি তত? "গুণবৈষম্যাৎ ন সর্ব্বে সমানস্বভাবাঃ" সত্ত্ব রজ, তমঃ গুণ মানুষের মধ্যে বিষমভাবে থাকে এবং শমদম তপস্যা, শৌর্য্যতেজ, কৃষি বাণিজ্যাদি চেষ্টা বিষমভাবে কার্য্য করে বলিয়া মানুষের স্বভাব একরূপ হয় না। সকল মানুষকে এক রকম শিক্ষা দিলে সকল মানুষ এক জাতি হইয়া যাইবে সাধারণ লোকে এই পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। কিন্তু মানুষে মানুষে প্রকৃতি গত একটা গুণ বৈষম্য থাকিবেই এবং কর্ম্ম বৈষম্যও থাকিবেই কারণ সাম্যভাবে সৃষ্টি হইতেই পারেনা। সত্ত্বরজস্তম গুণের বৈষম্যভাব না হইলে কখনই সৃষ্টি হইতে পারেনা। সত্ত্বাদি গুণের বৈষম্য জন্য, শম দম তপস্যাদি কর্ম্মেরও বৈষম্য থাকিবে। এই গুণ ও কর্ম্ম বৈষম্য, মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না বলিয়া আমি প্রথমতঃ গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি। দেবতাদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি আছে। পরে ইহা বেদ হইতে দেখাইতেছি।

জাতি ভেদের মূলে গুণ ও কর্ম্ম আছে। এই গুণ ও কর্ম্মের উল্লেখ বেদে আছে। গুণ-বৈষম্য ও কর্ম্ম বৈষম্য সহজেই হইয়া থাকে এজন্য জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া এক এক জাতির

লোককে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৪৩ অধ্যায়ে পাইবে "সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"………"ইহা রক্ষা করিতে না পারিলে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে শূদ্রত্ব লাভ করিতে হয়।"

"অতি হীনবর্ণোদ্ভব শূদ্রও স্বীয় সৎকর্ম্মপ্রভাবে অনায়াসে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিতে পারেন আবার ব্রাহ্মণ নীচ বর্ণের অন্ন ভক্ষণ প্রভৃতি অসৎ কর্ম্ম প্রভাবে ব্রহ্মণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করে। তবেই দেখ এক এক জাতির কর্ম্ম বংশ পরম্পরা ক্রমে সেই সেই বংশে যত্নের সহিত রক্ষিত হইলে ক্রমে ঐ ঐ জাতি আমার প্রীতি জন্য আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিয়া উন্নতি লাভ করিবে। ইহাতে জগৎ চক্রও যেমন চলিবে জীবের ব্যক্তিগত উন্নতিও সেইরূপ হইবে। কিন্তু শাস্ত্রমত কর্ম্ম করা যখন শিথিল হইবে তখন যাহারা জন্মিবে তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের পরিবর্ত্তন এত ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে যে ইহাদের জাতি থাকাই অসম্ভব। এই জন্য সকল মনুষ্যের মধ্যে জাতিভেদ নাই হইতেও পারেনা। সভ্য জাতির মধ্যেই জাতিভেদ থাকিবে।

অর্জ্জুন—শাস্ত্রে অনেকগুলি জাতির কথা উল্লেখ আছে।

প্রথমং স্থাবরা জাতিস্ততঃ সারীসৃপী মতা।
পক্ষিজাতিস্তৃতীয়াতু চতুর্থী মৃগজাতিকা॥
পঞ্চমী পশুজাতিস্তু ষষ্ঠীচৈবান্ত্যজাস্মৃতা।
সপ্তমী শূদ্রজাতিস্ত বৈশ্যজাতিস্তথাষ্টমী॥
নবমী ক্ষত্রজাতিস্তু দশমী বিপ্র সংজ্ঞিতা॥

(১) স্থাবর (২) সরীসৃপ (৩) পক্ষী (৪) মৃগ (৫) পশু (৬) অন্ত্যজ (চাণ্ডালাদি) (৭) শূদ্র (৮) বৈশ্য (৯) ক্ষত্র (১০) ব্রাহ্মণ। আরও শাস্ত্রে দেখা যায় দেব যোনি ৮ প্রকার, তির্য্যক্ পাঁচ প্রকার, মানুষ এক প্রকার, সংক্ষেপে ভৌতিক সৃষ্টি এইরূপ। "অষ্টবিকল্পো দৈব স্তৈর্য্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকসর্গঃ॥

শাস্ত্রে স্থূল স্থূল ভাবে যে জাতিভেদের কথা দেখা যায় ইহার মূল কোথায়?

ভগবান্—গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই জাতিভেদ হয়। সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মেরও তারতম্য ঘটে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিটি প্রাণিজগতের সাধারণ কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অনুসারে সকল প্রাণী এক জাতি। ইহা নিম্নস্তরের জাতিভেদ। ইহাও যেমন স্বাভাবিক উচ্চস্তরের জাতিভেদও সেইরূপ স্বাভাবিক। নিম্নস্তরের জাতিভেদ লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে কিন্তু উচ্চ স্তরের জাতি ভেদের সংস্কার মত তপস্যা মানুষকে যত্নে রক্ষা করিতে হইবে। মানুষের যাহা হওয়া উচিত আমি গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষকে সেইরূপ গুণ বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়া পরে আর যাহাতে তাহার ব্যভিচার না হয় তজ্জন্য ঐ সমস্ত কর্ম্মকে বংশ পরম্পরা ক্রমে অভ্যাস করিতে আদেশ করিয়াছি। নিম্ন জাতিও আপন আপন কর্ম্ম দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। কোথাও বা নিম্ন জাতিতেও যদি আপন

আপন কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে তবে ক্রম মুক্তি অতিক্রম করিয়া সদ্যোমুক্তি লাভ হইতে পারে। ইহাই আমার নিয়ম। মানুষ স্বাধীন বলিয়া নিজ শক্তির অপব্যবহারে—যখন নিজের বুদ্ধিবলে সকলকে এক জাতিত্বে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে তখনই জগতের দুঃখ অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। এই জাতিভেদ আবার চালাইবার জন্য আমাকে অবতার গ্রহণ কয়িতে হয়।

বর্ণ অর্থই জাতি। "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ" ন্যায় দর্শনে জাতির এই অর্থ করা হইয়াছে। যাহা সমান বুদ্ধি প্রসব করে তাহাই জাতি। মানুষকে সমান বুদ্ধি বিশিষ্ট হইতে হইবে। একবারে সকল মানুষ সৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—আমার কর্ম্ম সুশৃঙ্খলা জন্য আমার প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে বংশ পরম্পরায় আমার আদেশ মত কর্ম্ম করিতে ইহারা আদিষ্ট হয়। ইহার ব্যভিচার হইলে প্রকৃতির গুণ বৈষম্য এরূপ ভয়ানক হইয়া যায়, কর্ম্ম একরূপ থাকেনা, গুণের আবির্ভাবও তিরোভাব এতই চঞ্চল হয় যাহাতে ঐ সমস্ত স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ জাতিভেদের বাহিরে পড়িয়া যায়। এই কারণে জাতিভেদ বংশগত হওয়াই আমার নিয়ম। বেদ হইতে জাতিভেদ দেখাইবার পূর্ব্বে যেখানে বেদের মর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণে বুঝিতে পারে এরূপভাবে বিবৃত করা হইয়াছে সেই পুরাণ জাতিভেদ সম্বন্ধে কি বলেন দেখ।

"এষাতু মানবী সৃষ্টিঃ সর্ব্বশোহি চতুর্ব্বিধা। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্॥ সুরাসুর নরাঃ পক্ষিপশুদ্রুমলতাদয়ঃ। এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বা প্রজাবর্ণ চতুষ্টয়ী॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বড় সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে। "পুরা জগদিদং ত্বাসীন্নষ্টস্থাবর-জঙ্গমং। চন্দ্রসূর্য্যাদিরহিতং শূন্যরূপং তমোময়ং॥"

চন্দ্র নাই সূর্য্য নাই স্থাবর জঙ্গম নাই এই জগৎ নাই শুধু শূন্য শুধু অন্ধকার। স্থির হইয়া ইহা চিন্তা কর দেখি। শূন্যই পুরুষ আর অন্ধকার প্রকৃতি। শূন্য ও অন্ধকার একত্রে। ভেদ নাই। শক্তি ও শক্তিমান্ একত্রে। এক হইয়া আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই আছেন। আদি পুরুষ কেবল অবস্থায়। মণির ঝলকের মত সঙ্কল্প উঠিল "অহং বহু স্যাম্"। আমি বহু হইব। এই সঙ্কল্প স্বাধীন পুরুষের স্বাভাবিক বলিয়া ইহা নিষ্কারণ। যে আদ্যাশক্তি তাঁহাতে এক হইয়াছিলেন সেই প্রকৃতি তখন অহং অভিমান বিশিষ্ট পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিলেন।

তনৈব প্রকৃতের্যোগাদেকং ব্রহ্ম ত্রিধা বভৌ॥ প্রকৃতি সান্নিধ্য বশতঃ একব্রহ্ম তখন গুণত্রয়ে বিভক্ত মত হইলেন। স্বরূপতঃ কিন্তু তাঁহার কোন বিভাগ নাই। তখন তিনি প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া প্রকৃতিরূপে বিবর্ত্তিত হইলেন।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। যখন সত্ত্বগুণে বিবর্ত্তিত হইলেন তখন প্রকাশ ধর্ম্ম অধিক রহিল সঙ্গে সঙ্গে রজ ও তম রহিল কিন্তু সত্ত্ব দ্বারা ইহারা পরাভূত অবস্থায় থাকিল। এই অবস্থার স্বাভাবিক শমদম তপস্যাদি সাত্ত্বিক কর্ম্ম। ক্রমে প্রকৃতি যত বহির্মুখে আসিলেন ততই তাঁহার নৃত্যবেগ বেশী হইতে লাগিল গুণ বৈষম্যও ভীষণ বেগে চলিল—তখন তিনি রজোগুণে বিবর্ত্তিত হইলেন। ক্রমে তমোগুণে বিবর্ত্তিত হইলেন। পরে অব্যক্ত শক্তি জড়রূপে পরিণত হইল।

জড় হইল এইরূপে :—শক্তি অমূর্ত্তাবস্থা হইতে মূর্ত্তাবস্থায় আসিলে যে পরিণাম হয় তাহাতে ভিতরে সূক্ষ্ম শক্তি এবং বাহিরে একটা জড়াত্মক শক্তি থাকিবেই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে সমস্ত পরমাণু আছে তাহারা এক একটি সৌর জগতের মত গতিশীল। আর প্রতি পদার্থেই ক্রিয়া হইতেছে এক একটি পদার্থ অন্য পদার্থে শক্তি বিকীর্ণ করে আবার অন্য পদার্থ হইতেও শক্তি গ্রহণ করে।

কোন বস্তুর গতি যদি রোধ করা যায় তবে শক্তিও যেন রুদ্ধ হয় ; কিন্তু শক্তি যায় কোথায় ? শক্তি তেজরূপে পরিণত হয়। শক্তি গুলি যতই তেজের আকারে পরিণত হয় যতই বাহ্যাংশ সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইতে থাকে। গুটি পোকার আপনার নালে আপনি বদ্ধ হওয়ার মত শক্তি ভিতরে বদ্ধ হয় বাহিরে তেজাংশ ঘনীভূত হইয়া স্থূল হয় এবং মূর্ত্তি গ্রহণ করে। যেখানে কোন চলন হয় সেই থানেই শব্দ আছে—শব্দের সঙ্গে যত যত চলন আবার হইতে থাকে তত রূপের সৃষ্টি হয়। এইরূপে জড় সৃষ্ট হয়। সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ ইহারাও জড়। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াত্মক অংশ প্রধান জড়াত্মক অংশ কম। শব্দ ও বায়ু অমূর্ত্ত। জল ও পৃথিবী মূর্ত্ত। আর তেজ মূর্ত্তরূপের সঙ্গেই সর্ব্বদা থাকে।

বলিতেছিলাম গুণত্রয় আশ্রয়ে ব্রহ্ম তিনজন পুরুষে বিবর্ত্তিত হয়েন। "ব্রহ্মণোহমী ত্রয়ঃ দেবাঃ" তিনটি এক ব্রহ্ম হইতে হয়েন। আদ্যাপ্রকৃতি ইহাদের জননী।

প্রকৃতি পুরুষত্রয়কে তখন দেখেন। ত্রয়াণামুপকারিণী প্রকৃতি তখন পরমাখ্য ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া জলের সৃজন করেন। "ব্রহ্মৈকমদ্বিতীয়ঞ্চ বভূব পরমাখ্যকং" জলে তখন রস নিয়োজিত হয়। প্রকৃতি পুরুষ শরীর ধারণ করিয়া সেই জলে অবস্থান করেন—এজন্য তাঁহার নাম নারায়ণ।

প্রকৃতি জলরূপী নারায়ণ হইলেন আর সেই তিন পুরুষও রহিলেন। ঐ পুরুষ ত্রয় "তপ তপেতি" এই আকাশ বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মাতে আত্ম নিবেশ পুর্ব্বক তপস্যা করেন।

প্রকৃতি তখন শবরূপ ধারণ করিয়া "পরীক্ষিতুং মতিং চক্রে"—তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করেন। শিব কর্ত্তৃক তিনি অঙ্গীকৃতা হয়েন। বিষ্ণুর উপরে সাত্ত্বিক সৃষ্টির ভার অর্পিত হয়—তখন মহৎ অহং পঞ্চতন্মাত্রা পঞ্চভূত ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু জগতের পালন ভার গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মার উপর রাজস সৃষ্টির ভার। আর প্রকৃতিও সঙ্গে গঙ্গা দুর্গা সাবিত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই পঞ্চভাবে বিভক্ত হয়েন। প্রকৃতি পঞ্চরূপা হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিতে নানারূপ ধারণ করেন। "নানারূপা ভবিষ্যামো" ইত্যাদি।

ব্রহ্মা প্রথমে বশিষ্ঠাদি যে সমস্ত মানস পুত্র সৃজন করেন তাঁহারা কেহই সৃষ্টি বিস্তার না করায়—ব্রহ্মা বপুর্দ্বিধা চক্রে প্রজাবৃদ্ধৌ দ্বিজোত্তম বামার্দ্ধং শতরূপাখ্যা স্ত্রী জাতা ইত্যাদি ব্রহ্ম দ্বিধা হইয়া বামভাগে শতরূপা ও দক্ষিণ ভাগে স্বায়ম্ভুব মনুর আকার ধারণ করেন এবং তাঁর হৃদয় হইতে কন্দর্প সৃষ্টি করেন।

মনু-শতরূপা হইতে আহূতি (রুচির স্ত্রী), দেবহূতি (কর্দ্দম পত্নী), প্রসূতি (দক্ষ পত্নী), প্রিয়ব্রত উত্তান পাদ (ধ্রুবের পিতা) জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসূতির কন্যা সতী (শিবকে), স্বাহা (অগ্নিকে), আর ১৩ কন্যা মরীচিপুত্র কশ্যপকে বিবাহ করেন। কশ্যপ হইতে সুর দৈত্য দানব পশু পক্ষী সমস্ত সৃষ্টি হয়। ইহাকে কাশ্যপী সৃষ্টি বলে। কশ্যপ অদিতি হইতে সূর্য্য—তাহা হইতে সাবর্ণি মনু তাহা হইতে সূর্য্য বংশ।

সর্ব্ব প্রজা চাতুর্ব্বর্ণ্যময়ী। শুধু মানবী সৃষ্টিই যে চাতুর্ব্বর্ণ্যময়ী তাহা নহে দেবতার মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ আছে। সুর অসুর নর পক্ষী পশু দ্রুম লতা সমস্তই চতুর্ব্বর্ণ।

সুরাসুর নরাঃ পক্ষিপশুদ্রুমলতাদয়ঃ।
এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বা প্রজা বর্ণ চতুষ্টয়া॥

অর্জ্জুন—এখন দুইটি প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

(১) বেদে কোথায় জাতি ভেদের উল্লেখ আছে?

(২) যে গুণ সংযোগে জাতিভেদ হইয়াছে সেই সেই গুণ মিশ্রণ কিরূপ এবং সেই গুণ মিশ্রণ আর না পরিবর্ত্তিত হয় তজ্জন্যই কি জাতি ভেদের বংশগতত্ব?

ভগবান্—তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি মনোযোগ কর।

(১) উপনিষদ্ গুলি বেদের শির। শ্রুতি বলেন "চতুর্ণামপি বেদানাং যথোপনিষদঃ শিরঃ"। বৃহদারণ্যকে ১।৪।১১॥ দেবতাদিগের মধ্যেও যে জাতিভেদ আছে আমি অগ্রে তাহাই উল্লেখ করিব।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি।১১। সে নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যা ন্যেতানি দেব জাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসব রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি॥১২॥ স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ॥ ১৩॥ স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং॥১৪॥ তদেতদ্ ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নি নৈব দেবেষু ব্রহ্মা ভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যেন বৈশ্যঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তস্মাদগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ॥

"ব্যক্ত জগৎ যখন অব্যক্ত অবস্থায় ছিল তখন এক ব্রহ্মই ছিলেন। তখন জাতিভেদ ছিলনা। ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদ্যদগ্নিং সৃষ্ট্বাগ্নি রূপাপন্নং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানাদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে। অগ্নি সৃষ্টি করিয়া অগ্নিরূপতা প্রাপ্ত ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ জাতি অভিমান বশতঃ ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইলেন। "ক্ষত্রিয়াদি জাতি ব্রহ্মে অভিন্ন ছিল। সেই ব্রহ্মা "ক্ষত্রিয়াদি রূপ পালকা" না থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ ছিলেন। তখন ব্রহ্মা নিজের কর্ম্ম কর্তৃত্ব নির্ব্বাহের জন্য প্রশস্ত সহায়ের অতিশয় সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়জাতিভাবাপন্ন হইলেন।

তিনি ইন্দ্র বরুণ সোম রুদ্র পর্জ্জন্য যম মৃত্যু ও ঈশান রূপে বহু হইলেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয় জাতীয় দেবতা। ইঁহারা রাজা। ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাং, সোমো ব্রাহ্মণানাং, রুদ্রঃ পশূনাং, পর্জ্জন্যো বিদ্যুদাদীনাং, যমঃ পিতৃণাং, মৃত্যুরোগাদীনাং ঈশানো ভাসামিত্যেবমাদীনি দেবেষুক্ষত্রাণি। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা, বরুণ জলজন্তু সকলের, সোম ব্রাহ্মণদিগের, রুদ্র পশু সকলের, মেঘ বিদ্যুৎ সকলের, যম পিতৃ লোকের ও ঈশান প্রভা সমূহের রাজা। এই প্রকার অন্যও দেবতার মধ্যে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইল। তৎপরে ইন্দ্রাদি দেব ক্ষত্রিয়াধিষ্ঠিত; মনুষ্য, ক্ষত্রিয়, চন্দ্রও সূর্য্যবংশীয় পুরুরবঃ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছিল।

"কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেবতা হইতেও কার্য্য চলিতে পারে না। সেই জন্য বিত্তার্জ্জনক্ষম বৈশ্য দেবজাতির সৃষ্টি হইল। বিত্তার্জ্জন একা হয়না তাই বৈশ্যেরা গণ প্রায়—প্রায়ই পরস্পর সমবেত হইয়া ইহারা কার্য্য করেন। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ত্রয়োদশ বিশ্বদেব উন পঞ্চাশৎ মরুৎ দেবগণ বৈশ্য।

"কিন্তু পরিচারক না থাকায় সেই পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাই শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। শ্রুতিতে শৌদ্র বলা হইয়াছে শূদ্র শব্দের স্বার্থে অন্ প্রত্যয় ও উকার স্থানে ঔকার। পূষাই শূদ্রবর্ণ। পৃথিবীই পূষা যেহেতু পৃথিবী যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহাদিগকে পোষণ করেন।

"পরমেশ্বর চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয় জাতির উগ্রত্ব প্রযুক্ত অনিয়ম আশঙ্কা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি ধর্ম্মের অতিসৃষ্টি করিলেন ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি নিয়ামক করিয়াদিলেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিও ধর্ম্মবলে নিজাপেক্ষায় বলবত্তর ব্যক্তিকে জয় করিতে কামনা করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ব্বাচনের জন্য পরমেশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইলেন। বেদই ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ব্বাচক। বেদ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিকে যে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিতেছেন তাহা ঐ ঐ জাতির ধর্ম্ম।

"তবেই দেখ জাতিভেদ কবে হইল? চতুর্ব্বর্ণ না হইলে জগৎ চলিতে পারেনা, এই জন্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ। অথবা জাতিভেদ লইয়াই সৃষ্টি। যাঁহারা জাতিভেদকে উন্নতির অন্তরায় মনে করেন, ব্রাহ্মণগণের স্বার্থ পরতার কার্য্য মনে করেন তাঁহারা উন্নতি কি? উন্নতি কিসে হয়? তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম।

শুধু বৃহদারণ্যক নহে কিন্তু ঋগ্বেদ্ সংহিতাও বলিতেছেন।——

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঅজায়ত॥
৮।১০।৯০

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ আমার সৃষ্ট ইহা প্রাকৃতিক। জাতিভেদ ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বা সুবিধা জন্য সৃষ্টি করেন নাই।"

(২) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি কোন্ নিয়মে বিভক্ত হইল ইহাই তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

"ঋগ্বেদ্ সংহিতা বলিতেছেন——মহানাত্মা ত্রিবিধো ভবতি সত্ত্বং তু মধ্যে তিষ্ঠত্যভিতো রজস্তমসী, রজঃ ইতি কামদ্বেষস্তম ইতি।

"সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইবার সময় মায়া দ্বারা সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণময় হয়েন। বিশুদ্ধ সত্ব মধ্যে এবং পার্শ্বে রজ: ও তম:। এই তিন গুণ বা শক্তি ত্রয়ের বা পরমাণু পুঞ্জের মিশ্রণে চারি জাতি হইয়াছে।

"যাঁহারা সত্ব প্রধান এবং শম দমাদি যাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা অল্প সত্ত্বযুক্ত রজোগুণ প্রধান এবং শৌর্য্য বীর্য্যাদি প্রসূত পালন যাহাদের কার্য্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা অল্প তমোগুণ যুক্ত রজোগুণ প্রধান এবং কৃষি বাণিজ্যাদি যাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহারা বৈশ্য। যাঁহারা তমোগুণ প্রধান এবং শুশ্রূষাদি যাঁহাদের কর্ম্ম তাঁহারা শূদ্র। গুণ বিভাগ এবং কর্ম্ম বিভাগ অনুসারে এইরূপে চারিবর্ণের বিভাগ হইয়াছে। এই বিভাগ স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম সমূহও স্বাভাবিক। পরে ১৮।৪১ শ্লোকে ইহা আবার বলিয়াছি। এখানে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে যেমন ব্যাঘ্রের শিশু ব্যাঘ্রই হয়, আম্র বৃক্ষ হইতে আম্র বৃক্ষই জন্মে সেই রূপ ব্রাহ্মণ নিজ শক্তির ব্যভিচার না করিলে তাঁহার সন্তান ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন। দশবিধ সংস্কারযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণের সন্তান নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইবে। রাজার সন্তান রাজাই হইবে। এই জন্য জাতি ভেদ বংশ গত। মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিয়া তাহারা শক্তির অপব্যবহার করে সেই জন্য মনুষ্য জাতির প্রতি কার্য্যে ব্যভিচারের সম্ভাবনা আছে। এই ব্যভিচার নিবারণ জন্য এবং আচার পালন জন্যই সমাজ। সমাজ যখন সজীব থাকে তখন আচার পালন হয়, ব্যাভিচার হয়না তখন জাতিও ঠিক থাকে। জগৎ, ভাবের তরঙ্গ মাত্র। বিশুদ্ধ সত্বের উপর রজঃ ও তমঃ শক্তির ভাব বিকারই জগৎ। সত্ব শক্তি স্থির—তাহার উপর রজঃ ও তমঃ শক্তি কখন আবির্ভূত হইতেছে কখন তিরোভূত হইতেছে। এই রজঃ ও তমের ক্রিয়া স্থির স্বত্বের উপর বহুরূপে নিত্য অভিব্যক্ত হইতেছে। অনেক ব্যক্তির উপরে একরূপ ক্রিয়ার অভিব্যক্তির নাম জাতি। "জন ধাতুর অর্থ— জন্ম অভিব্যক্তি।"

"প্রতি ভাবের দুইটি অংশ। একটি সত্য অংশ ইহা অপরিণামী আর একটি অসত্য অংশ ইহা পরিণামী। সত্যাংশটি জাতি অসত্যাংশটি ব্যক্তি"।

অসত্য অংশ বা ব্যক্তিগত ব্যভিচার বা স্বেচ্ছাচার নিবারণ করিয়া প্রতি জাতিকে সমান বুদ্ধি প্রসবাত্মিকা করাই—তজ্জন্য প্রতি জাতিকে বেদ নির্ব্বাচিত কর্ম্ম করানই বংশগত জাতি ভেদের মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃত উন্নতি ইহাই। জাতিভেদ না থাকাই মানবের পূর্ণ ব্যভিচার। জাতির অসত্যাংশ বা স্বেচ্ছাচার যখন প্রবল হয় তখন প্রাকৃতিক নিয়মকে মনুষ্য আপন শক্তির অপব্যবহার জনিত কর্ম্ম দ্বারা কলঙ্কিত করিতে করিতে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—আবার জিজ্ঞাসা করি আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী বৃক্ষ লতা ইহারা প্রাকৃতিক সৃষ্টি—প্রায় সকল দেশই আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি যদি নৈসর্গিক হয় তবে অন্য কোন দেশে জাতিভেদ নাই কেন?

ভগবান্—ভারতবর্ষ পৃথিবীর মস্তক। এখানে এমন এমন বিষয় আছে যাহা জগতের কুত্রাপি নাই। এখানে মানুষের মধ্যে গুণের প্রাধান্য অপ্রাধান্য যেমন স্থায়ী ভাবে থাকে অন্য দেশে সেরূপ থাকিতে পারে না। ইহাও প্রাকৃতিক নিয়মেই হইয়াছে। অন্য দেশে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এরূপভাবে হয় যে নির্ম্মল সত্ত্ব, সত্ত্ব রজঃ, তমঃ রজঃ ও তমঃ এরূপভাবে গুণের মিশ্রন হয় না। অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায়, যখন প্রকৃতি তালে তালে নাচিতে নাচিতে বাহির হন তখন সৃষ্টি একরূপ হয়, ক্রমে যতই বাহিরে আসেন ততই ইঁহার চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়—তখন আর প্রথমকার মত গুণসম্মিলন হয় না।

অর্জ্জুন—তুমি কি বলিতে চাও—ভারতে যে গুণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দৃষ্ট হয় জগতের আর কোন জাতির মধ্যে সেই গুণ নাই ?

ভগবান্—ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইবে জীবন্মুক্তিলাভ। তজ্জন্য সাধনা হইবে নিত্যানিত্যবস্তুবিচার, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ্, শমদমাদিষট্, সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব। কোন জাতির লোকের মধ্যে কি দেখিয়াছ এই জন্মেই জরা মরণ অতিক্রম করিয়া আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভের কথাটা পর্য্যন্ত আছে ? অন্য অন্য দেশে বিদ্যাচর্চ্চা দেখা যায় বটে কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা জরামরণসঙ্কুল নিতান্তদুঃখময় সংসার এই জন্মেই অতিক্রম করিয়া পরম পদে স্থিতিলাভ করা যায় তাহার প্রচার অন্য কোথায় আর কি দেখিয়াছ বল ? সবিকল্প সমাধি, নির্ব্বিকল্প সমাধি অন্য কোন্ দেশে কোন্ জাতির মধ্যে অভ্যাসের বস্তু দেখিয়াছ বল ? অন্য কোথায় সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ক্রম ঠিক ঠিক বলা হইয়াছে দেখ ? জগতের কোন্ জাতির মধ্যে আচার, শুচি, যোগ, পরাভক্তি, অপরোক্ষানুভূতির এরূপ প্রচার দেখিতে পাও বল ? ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধাদি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম আর কোথায় পাও বল ? তাই বলিতেছি মনুষ্যের প্রথম বাসস্থান এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে এই জাতিভেদ থাকিতে পারে না। অন্য জাতি যখন সভ্য হইবে তখন এই বর্ণ আশ্রম ধর্ম্ম বুঝিবে এবং জগতের অভ্যুদয় ও ব্যক্তিগত নিঃশ্রেয়স যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না তাহা বুঝিতে পারিবে। এখন দ্বাপর যুগের শেষ ও কলির আরম্ভ হইতেছে। এখন জীবের গতি নিম্ন মুখে—জগতেরও এখন অধোগতি। ক্রমে জগতের অধোগতিই হইবে। আর মূর্খেরা ব্যাবহারিক জগতের দুই চারিটি কৌশল বাহির করিয়া ভাবিবে জগৎ উন্নত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন অন্য শিল্পাদির উন্নতি হইলেও জগতের অধোগতি হয়। শিল্পবিদ্যাদি প্রাচীন আর্য্যেরা সমস্তই জানিতেন। ইহারা এই বিদ্যা গোপন রাখিয়াছিলেন। কারণ ইহার প্রচার হইলে লোকে ইহাতেই এরূপ মগ্ন হইবে যে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যার নামও শুনিতে সহিষ্ণুতা রাখিতে পারিবেনা। জড়ের চিন্তা করিতে করিতে জড়ধর্ম্মী হইয়া আধ্যাত্মিক দিকে চলিতেই পারিবেনা। যে তত্ত্ব আলোচনায় জীবের সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইবে সে দিকে রুচিই হইবে না। সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব নিশ্চয় করিয়া যে জরামরণনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কথা কহিবে তাহাকে বাতুল মনে করিবে—নাসিকাবিহীন দেশে উন্নতনাসিক

লোক দেখিয়া যেমন সকলে উপহাস করে—মৃত্যু নিবারণের কথা শুনিলেই মানুষ সেইরূপ করিবে।

অর্জ্জুন—গুণ কি? গুণবৈষম্য কেন হয় এ সমস্ত প্রশ্নে যেন নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় তত্ত্বোপদেশ নিহিত রহিয়াছে। গুণ সম্বন্ধে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ২।৪৫ শ্লোক ও "তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো" ৩।২৮ শ্লোকে যাহা বলিয়াছ তাহা আমার স্মরণ আছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই যে জগতের বিচিত্র রচনা, এই যে অদ্ভুত কর্ম্মবৈচিত্র্য—শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্র। বৈশ্য শূদ্র কেন এই যে জগতে এত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য জন্মিতেছে, কিছুদিন স্থিতিলাভ করিতেছে, আবার বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার মূলে কোন্ পদার্থ আছে? সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণের বৈষম্য আছে তাহা বুঝিতেছি, বৈষম্যেই সৃষ্টি আর সাম্যে লয় ইহাই বুঝিতেছি। যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ক্ষোভরহিত হয়, সাম্যাবস্থায় আইসে, কেহ কাহাকেও পরাভব করিবার চেষ্টা করেনা তখন সৃষ্টি নাই সত্য কিন্তু গুণ গুলি কি? কোথা হইতে আসিল? এই গুণের খেলায় বিচিত্র জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় কেন?

ভগবান্—শক্তি কি? গুণ কি? খেলা কেন? সমস্তই বলিতেছি কিন্তু তুমি বল দেখি এই সমস্ত জানিয়া তোমার বা অন্য লোকের কোন্ উপকার সাধিত হইবে?

অর্জ্জুন—আমিও যে আজ কুরুক্ষেত্রে সাজিয়া আসিয়াছি ইহা রজোগুণের তাড়নায়—আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়া যুদ্ধ করিবনা বলিয়া যে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া মোহাচ্ছন্ন হইতেছিলাম তাহা তমোগুণের আক্রমণে—তুমি যে আমায় প্রবুদ্ধ করিতেছ ইহাতে সমস্ত সত্য আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছে ইহা সত্ত্বগুণের আবির্ভাব। সত্ত্বগুণে থাকিয়া রজোগুণের কার্য্য করাই আমার ক্ষত্রিয়ত্ব। তুমি আমাকে স্বধর্ম্মই পালন করিতে বলিতেছ। এই গুণের খেলা মানুষ বুঝিয়া রজ ও তমকে বশীভূত করুক, করিয়া নিত্য সত্ত্বগুণে থাকুক, থাকিয়া গুণাতীত অবস্থা লাভ করুক, করিয়া সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করুক—এই প্রয়োজন সাধন জন্যই গুণের খেলা বুঝিতে চাই। কোন্ শক্তি সম্পন্ন হইলে রজস্তমকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বদা শান্ত থাকিয়া ব্যবহার পরায়ণ হওয়া যাইবে তাহাই জীবের প্রয়োজন।

ভগবান্—হাঁ রজঃ ও তমঃকে আয়ত্ত রাখিয়া ব্যবহার পরায়ণ হও—অন্যকেও ইহা শিক্ষা দাও। ইহাতে তোমার কর্ম্মক্ষয় হইবে। পরে নিত্য সত্ত্বস্থ থাকিতে থাকিতে জীব সর্ব্বদা একটা প্রকাশ অনুভব করিতে পারিবে—কি যেন একটি প্রকাশ একটি দীপ্তি একটি সকলের মূলে স্থিরভাবে বিরাজমান, কোন্ চিৎশক্তির উপরে এই জগৎ যেন ভাসিয়াছে—জগতে যাহা কিছু বিচিত্রতা আছে—যেন প্রতিবস্তুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই স্বপ্রকাশের জ্যোতি বাহির হইতেছে। সত্ত্বগুণের প্রকাশ দ্বারা সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অনুসন্ধান করিলেই জীব হইয়া গেল—এই জন্য শক্তি কি? গুণ কি? সৃষ্টি বৈচিত্র কি? ইহার আলোচনা আবশ্যক।

অর্জ্জুন—আমি যেন অল্প অল্প কি একটা অবস্থা অনুভব করিতেছি। আমার মনে হইতেছে এই বিচিত্র সাজ সজ্জা করিয়া, বিচিত্র অলঙ্কার পরিয়া কে যেন কাহারও সহিত খেলা করিতেছে—কে যেন এই ব্রহ্মাণ্ডনৃত্যমণ্ডপে কিসের অভিনয় করিতেছে। সাক্ষা-

গগনের মেঘমালা যেন ঐ অভিনেত্রীর বিচিত্র শাটী—বিবিধ রত্নখচিত সপ্তসাগর যেন অভিনেত্রীর রত্নখচিত হস্ত বলয়, কুল পর্ব্বত যেন তাহার কিরীট—স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথী যেন তাহার হার যষ্টি—গঙ্গাসলিলে প্রতিবিম্বিত শশী যেন ঐ হারের মধ্যমণি—মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবগণ যেন অভিনেত্রীর গাত্র ভূষণ। চন্দ্র সূর্য্য যেন তাহার কর্ণ কুণ্ডল।

এতদিন শুধু বসন ভূষণ দেখিতাম এখন যেন সেই অভিনেত্রীকে দেখিতেছি যে এই বিচিত্র সাজ সজ্জা করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নাট্যশালায় এই বিচিত্র নৃত্য করিতেছে। তোমাকে তাহার কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান্—হাঁ এই অভিনেত্রীই আমার প্রকৃতি। ইহাই আমার শক্তি। ইনিই আমার মায়া। ইনিই সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা। ইঁহাকে লইয়াই আমার বহু। হওয়া। "অহং বহুস্যাম্" ইহা মায়াসাহায্য ভিন্ন হয় না। প্রকৃত্তির কার্য্যই এই জগৎ। ইনি কথন সাম্যাবস্থায় থাকেন—তখন ইনি অব্যক্তা। শক্তি যখন খেলা করেন না তখন অব্যক্তা। আবার অব্যক্তাবস্থা হইতে যখন তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে স্পন্দিত হইতে হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসেন তখন বিচিত্র সৃষ্টি ভাসিয়া উঠে। জগৎ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু পরিবর্ত্তন তালে তালেই হয়। প্রকৃতির নৃত্যের সঙ্গে পুরুষেরও তাণ্ডব আছে। হরের তাণ্ডব আর গৌরীর লাস্য এই দুইয়ের আদ্য অক্ষর লইয়া তাল।

"তাল হর গৌরীর নৃত্য হইতে উৎপন্ন। সমষ্টিভূত পুংশক্তি হর আর সমষ্টিভূত স্ত্রী শক্তি গৌরী। ক্রিয়া মাত্রেই পুংশক্তি ও স্ত্রী শক্তির মিথুনে উৎপন্ন হইয়াছে। জগৎ, ক্রিয়ারই মূর্ত্তি।"

"গৌরী হরয়ো নৃ্ত্যেন তালো বভূব। তস্য কারণং ক্রিয়া কালশ্চ। হর নৃত্যস্য তাণ্ডবং গৌর্য্যা নৃত্যস্য লাস্যমিতি সংজ্ঞা। তাণ্ডবস্যাদ্যাক্ষরেণ লাস্যস্যাদ্যাক্ষরেণ চ মিলিত্বা তাল ইতি সংজ্ঞা জাতা।"

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন পরমেশ্বরের শক্তিপুঞ্জ, নর্ত্তক কালের নিকট ক্রমে শিক্ষিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড নৃত্যমণ্ডপে নৃত্য করিয়া থাকে। জীবের মধ্যে শক্তির গুণ যে সত্ত্ব রজ ও তম ইহাদের নৃত্য বুঝিয়া রজস্তমকে অধঃকৃত করিয়া কিরূপে সত্ত্বে থাকা যাইবে—ইহার জন্য শক্তি কি গুণ কি জানা চাই। শক্তি গুণ ইহাদের তত্ত্ব জানিলে জাতিভেদ যে স্বাভাবিক—ইহাই যে প্রকৃতির প্রথম অবস্থার তালে তালে নৃত্য, এই তালে প্রকৃতিকে আবার নাচাইতে না পারিলে—বর্ণভেদ মত জাতিকে কর্ম্ম করাইতে না পারিলে যে অন্য কোন্ উপায়ে জীবের কল্যাণ হইবে না, জাতিভেদ ছাড়িয়া দিলে জীব যে শক্তির অপব্যবহার ধ্বনিত ঘোর হাহাকারে ডুবিয়া যাইবে, প্রকৃতির আদি তাল ছাড়িয়া দিয়া—ইহার দূর প্রকটিত ভীষণ মূর্ত্তির ঘোরতর পদবিক্ষেপে জীব যে ধ্বংস পথে পড়িবে—ইহার প্রচণ্ড লয় বিক্ষেপের প্রতিক্ষণের ভীষণ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে না পারিয়া জীব যে নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িত হইবে—তাহা তুমি দুর্য্যোধনাদি আচার ত্যাগী স্বেচ্ছাচারী মানুষের কার্য্য কলাপে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পার। বর্ণাশ্রমত্যাগী, সদাচার ভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী জীব সর্ব্বদা অসুখী সর্ব্বদা ভীত, পরের সৌভাগ্যে

সশঙ্কিত, পরের গুণে দোষ আবিষ্কারে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এক সত্য সম্বন্ধে শত শত মত লইয়া বিতণ্ডায় বিব্রত। ব্যভিচার হইতে আপনাকে ও অন্যকে রক্ষা করিবার জন্য, জাতিভেদ গুণ বৈষম্য, শক্তিতত্ত্ব বিশেষ করিয়া আলোচনা আবশ্যক। আমি তোমাকে এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম বৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য, গুণবৈষম্য ও শক্তিতত্ত্ব সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

অর্জ্জুন—আপন উপাস্যের ঘোরামূর্ত্তি দেখিতে বড়ই ভয় হয়। আদ্যাশক্তির অঘোরা মূর্ত্তি, আদি নৃত্য—তালে তালে শান্ত নৃত্য দেখিয়া আমার খণ্ডপ্রকৃতির অভিমান ছাড়িয়া—খণ্ডকে অখণ্ড চিন্তা করাইতে করাইতে পরিচ্ছিন্নকে, অপরিচ্ছিন্নে মিশাইয়া এই দৃশ্য জগৎ ব্যাপারে এক অখণ্ড পুরুষের সহিত প্রকৃতির লীলা দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে কার না ইচ্ছা? তুমি সুন্দর করিয়া ইহাতে আমাকে পৌঁছাইয়া দাও।

ভগবান্—পরব্রহ্মে আদ্যাশক্তি সর্ব্বদা জড়িত। ব্রহ্ম শক্তিময়। প্রচুর শক্তি থাকিলেও, পরিপূর্ণ শক্তি থাকিলেও তিনিই শক্তি। ইহা বলা যায় না। তিনি শক্তির দ্রষ্টা, শক্তি তাঁহার, শক্তি তাঁহাতে পূর্ণ এ কথা-বলা যায়—কিন্তু শক্তি তাঁহার দ্রষ্টা, শক্তিই ব্রহ্ম একথা বলা যায় না। যখন শক্তি শক্তিমানে মিশিয়া থাকেন, যখন শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইয়া থাকেন, তখন শক্তির অব্যক্ত অবস্থা। শক্তির অব্যক্ত অবস্থায় শক্তি আছে ইহাও বলা যায় না, নাই ইহাও বলা যায় না। আছে তবে অনুভব নাই কেন, নাই তবে, নাই হইতে আসে কিরূপে ইহার উত্তর হয় না বলিয়া আছে নাই কিছুই বলা যায় না। তাই শাস্ত্র বলেন অব্যক্ত। যাহা নাই তাহাই আবার যখন "আছের" সীমায় আসিতে থাকেন তখন তাহার নাম মায়া। এই জন্য এক শক্তিকেই অব্যক্ত বলা হয়, মায়া বলা হয়। আবার যখন শক্তি প্রকৃষ্ট রূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি প্রকৃতি (প্র+কৃ+ক্তিচ্)।

শক্তি অর্থে সামর্থ্য। যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় তাহাই শক্তি। কারণের মধ্যে শক্তি থাকে আবার শক্তির মধ্যে কার্য্য থাকে। শক্তি দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় আবার শক্তি যাঁর কারণ যে শক্তিমান্ তাহাতে থাকে। শক্তির ব্যক্তাবস্থাটিকে যেমন কার্য্য নাম দেওয়া যায় সেইরূপ কার্য্যের অনাগত অবস্থাকে শক্তি বলে। " সা শক্তিঃ কার্য্যস্যানাগতাবস্থৈব"।

আত্মতত্ত্বটিই পরমাত্মা। তিনিই তুরীয়, তিনিই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যহ আইসেন আবার স্ব স্বরূপে গমন করেন।

যোগবাশিষ্ঠ বলেন "এই ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি নিত্য, তিনি পূর্ণ, তিনি অব্যয়। এই সর্ব্বব্যাপী আত্মায় যাহা নাই, তাহা অন্য কোথাও নাই, এই পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান; এই পরমাত্মাই ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। ব্রহ্মের চিৎশক্তিই ভূত শরীরে দৃষ্ট হইতেছে—যেমন বায়ুতে স্পন্দশক্তি, প্রস্তরে জড় শক্তি, জলে দ্রবত্ব শক্তি, অনলে তেজঃশক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি, সংসারে ব্যবহার শক্তি; ব্রহ্মের শক্তি সর্ব্বদিকে। তাঁহার নাশ শক্তি বিনাশে, শোকশক্তি শোকাতুর ব্যক্তিতে, আনন্দশক্তি আনন্দে, বীর্য্যশক্তি সুখোদয়ে, সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিতে এবং প্রলয়-কালে সর্ব্বশক্তিই দেখা যায়।"

"মঙ্গলময় চিন্মাত্ররূপী শান্ত সর্ব্বময় নিরাকার, অপ্রমেয় পরমাত্মার ইচ্ছাসত্তা, আকাশ সত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তা, মহাসত্তা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃত্বশক্তি, অকর্ত্তৃত্ব শক্তি প্রভৃতি কত প্রকার শক্তিই যে আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য কোথা হইতে কিরূপে নিতান্ত নির্ম্মল, চিন্মাত্ররূপী পরব্রহ্মে এই শক্তি সমূহ আসিল? শক্তির বহুত্ব কিরূপে হইল?

উত্তর এই—অনন্ত মঙ্গল চিদাত্মার মায়িক বিকল্প কল্পিত যে চিদ্‌ভেদ তাহাই শক্তি নামে অভিহিত। সঙ্কল্পই আদি শক্তি। অপরিচ্ছিন্ন যিনি তিনি যে পরিচ্ছিন্ন মত হয়েন ইহা সঙ্কল্পে। এই জন্য সঙ্কল্পকে মায়া বলে।

ঋগ্বেদ বলেন,———

অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্ স্বায়জত্র।
যেনান্তরিক্ষমুর্ব্বাততন্থতেষঃ সভানুরর্ণবোনৃচক্ষাঃ॥

"দ্যুলোকে যে বর্চঃ—যে তেজ বা শক্তি বিদ্যমান—হে অগ্নি—হে পরমেশ্বর তাহা তোমারই জ্যোতিঃ তোমারই শক্তি; পৃথিবীতে দাহপাকাদি ক্রিয়া নিষ্পাদকরূপে যে তেজঃ বিদ্যমান তাহা তোমারই তেজঃ। এইরূপ ঔষধী সমূহে—অরণী প্রভৃতি কাষ্ঠনিচয়ে অথবা বনস্পত্যাদিতে যে সোমাখ্য তেজঃ আছে, জলে যে ঔর্ব্ব নামক তেজঃ আছে তাহাও তোমারই তেজঃ; অপিচ তুমিই বায়ুরূপে তেজদ্বারা আকাশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছ। পরমেশ্বরের শক্তিই তবে অগ্নি বায়ু আদিত্য ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সোম অগ্নি, প্রকৃতি পুরুষ তিনিই। ভূলোকে অগ্নি অন্তরীক্ষে বায়ু দ্যুলোকে সূর্য্য হইয়া তিনিই অবস্থান করিতেছেন।

সূর্য্যের যে তেজ জগৎ প্রকাশ করে সেই তেজ তাঁহারই শক্তি। জগৎটি শক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। এই সর্ব্বগত ভর্গ এই জন্য উপাসনীয়। পরমেশ্বরের শক্তিই উপসনার বস্তু। দৃশ্য প্রপঞ্চকে শক্তিবীজে লইয়া জপ ধ্যান করাই বিধি। প্রণবই ব্রহ্ম, বীজই অব্যক্ত শক্তি এবং নাদই এই অব্যক্তের ব্যক্ত বিশ্বরূপ। এই প্রকাণ্ড বৃক্ষকে ধ্যান করা যায় না। কিন্তু যে বীজে ইহা লীন ছিল—ইহাকে বীজাবস্থায় লইয়া ধ্যান করা সহজ। এই ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষের বীজ প্রণবে ছিল বলিয়া প্রণব ধ্যানের বস্তু।

শক্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। শক্তি বা মায়া সাহায্যে পরমেশ্বর সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা প্রকৃতি রূপে বিবর্ত্তিত হন। শক্তিই ত্রিগুণা প্রকৃতি—এবং চৈতন্যই তদ্ব্যাপ্ত পুরুষ। অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রকাশঅবস্থা কার্য্যাবস্থা ও স্থিতি অবস্থা—ইহাই সত্ত্বরজস্তম ভাবে বিবর্ত্ত হওয়া। মধ্যে সত্ত্ব উভয় পার্শ্বে রজস্তম।

গুণ বৈষম্য সম্বন্ধে পরে আরও শুনিও। এখন এইমাত্র জানিয়া রাখ যে তিনি এক হইয়াও মায়া বা সঙ্কল্পবশে বহু হইলেন। তাঁহার শক্তি ও সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা হইল। আর তিনি একাকী অনন্য সহায় হইয়া অনিত্য পঞ্চভূত রূপ উপাদান এবং সৃজ্য পদার্থ সমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ বাহু দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন।" "স বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" একোঽসহায়ো দেবঃ বাহুভ্যাং বাহুস্থানীয়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সন্ধমতি।

ধমতির্গত্যর্থঃ সঙ্গচ্ছতে সংযোগং প্রাপ্নোতি। পতত্রৈঃ পতনশীলৈঃ অনিত্যৈঃ পঞ্চভূতৈশ্চ সঙ্গচ্ছতে ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপৈর্নি র্মিতৈঃ পঞ্চভূতরূপৈরূপাদানৈশ্চ সাধনানন্তরং বিনৈব সর্ব্বং সৃজতীত্যর্থঃ"। দ্যাব ইত্যূর্দ্ধ সপ্তলোকোপলক্ষণং, ভূমীত্যধস্তাৎ ইতি।

সত্ত্বরজস্তম রূপ পরমাণুপুঞ্জ এই জগতের উপাদান এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহার নিমিত্ত কারণ। সৃষ্টি অনাদি বলিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসংস্কার প্রকৃতিতে বা শক্তিতে মহাপ্রলয়েও লীন থাকে। মায়িক সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্র ইহাই বলেন।

অর্জ্জুন—দেবতাদিগের মধ্যে জাতিভেদ যেরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যেও কি সেইরূপ? অন্ত শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলেন?

ভগবান্—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন এবং ঐ অবস্থায় অবিকৃত থাকিয়া সুখ ভোগের জন্য সত্য ধর্ম্ম তপস্যা শাশ্বত বেদ শৌচ ও আচার বিধান করেন। ক্রমে ব্যভিচার হইতে হইতে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মে অপারগ হইয়া অন্যজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই জন্যেই ব্রাহ্মণ অধোগতি লাভ করিতে পারে কিন্তু নীচবর্ণ আপন আশ্রম মত কর্ম্ম করিয়াও উচ্চবর্ণের মত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়েন কিন্তু জন্মান্তর ভিন্ন উচ্চজাতিতে আসিতে পারেনা। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়ে জাতিভেদ উল্লেখ আছে। ভগবান্ মনু বলেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং এয়োলোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥ ১২।৯৭॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম অধিক কি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমস্তই বেদসিদ্ধ। আর ভগবান্ মনু যাহা বলেন তাহা বেদেরই কথা কারণ ভগবান্ মনু সর্ব্বজ্ঞ।

"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

অর্জ্জুন—আর একটি প্রশ্ন এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিব। তুমি কর্ত্তা অথচ অকর্ত্তা কিরূপে?

ভগবান্—পুরুষ অধিকারী। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন হয়। শক্তির ব্যক্তাবস্থাই ক্রিয়া। শক্তিই তবে ক্রিয়া করে। কিন্তু শক্তি নিজে জড়। পুরুষ না থাকিলে শক্তির ক্রিয়া হয়না। এজন্য আমি কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়ই বটে।

জগৎ রচনা করেন প্রকৃতি বা শক্তি। এ শক্তি ব্রহ্মের বটে। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া শক্তি বা প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা নাই। আমি কিছুই করিনা এজন্য আমি অকর্ত্তা আবার আমি না থাকিলেও শক্তি কার্য্য করিতে পারে না কাজেই আমি কর্ত্তাও বটে। রাজার শক্তিতে মন্ত্রী কার্য্য করেন এজন্য রাজাই যথার্থ কর্ত্তা। কিন্তু রাজা নিজে কিছুই করেন না বলিয়া অকর্ত্তা।

আরও কথা আছে—আমি প্রকৃতি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম করিতেছি অথচ আমার ইহাতে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নাই—কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখাদি—বন্ধ মোক্ষাদি আমাকে কিছুই ভোগ করিতে

হয়না এজন্য কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। রাত্রিকালে দীপ সকল প্রকাশ কার্য্যে কর্ত্তা হইয়াও অন্য কর্ত্তৃক যখন প্রযুজ্য হয় না তখন কর্ত্তৃত্ব বিহীন সেইরূপ আমি সন্নিধি মাত্রে কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং কিছুই করি না বলিয়া অকর্ত্তা। ব্রহ্মভাবে উপরোক্ত কথা বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বর ভাবে যখন আমি সৃষ্টিকর্ত্তা—তখন কর্ম্ম করিলেও আমি কর্ম্মে লিপ্ত হইনা বলিয়া আমি অকর্ত্তা কারণ আমি অব্যয়। কোনরূপ ক্রিয়া বা ব্যাপার যাহার আছে তাহারই পরিবর্ত্তন আছে তিনি অব্যয় নহেন। কিন্তু যাহার কোন.পরিবর্ত্তন ঘটে না চিরদিন সমভাবে থাকে তাহাই অব্যয়। অথচ যাহাকে সৃষ্টি ব্যাপার করিতে হয় তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটে। আমি অব্যয় হইয়াও জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয়না সেইরূপে সৃষ্টি করিতে পারি। ইহা আমার বিভূতি।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

কর্ম্মাণি [রা] বিচিত্রসৃষ্ট্যাদীনি মাং নিরহঙ্কারত্বেন [ম] কর্ত্তৃত্বাভিমানহীনং ভগবন্তং ন লিম্পন্তি [ম] দেহারম্ভকত্বেন ন বধ্নন্তি। [নী] যঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানী স লিপ্যতে ইতি। [ম] এবং কর্ত্তৃত্বং নিরাকৃত্য ভোক্তৃত্বং [ম] নিরাকরোতি। মে মম [ম] আপ্তকামস্য কর্ম্মফলে সৃষ্ট্যাদি [রা] কর্ম্মফলে ন স্পৃহা [শ] তৃষ্ণা [শ] যেষান্তু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি [শ] লিম্পন্তীতি "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ইতি শ্রুতেঃ। ইতি [শ] ইত্যেবং যো মাং [ম] অকর্ত্তারমভোক্তারঞ্চাত্মত্বেন অভিজানাতি সঃ কর্ম্মফল[নী]স্পৃহাত্যাগাৎ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে [হ] লিপ্যতে অকর্ত্তাত্মজ্ঞানেন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মসমূহ আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কর্ম্মফলের স্পৃহাও আমার নাই এইরূপে যিনি আমাকে জানেন তিনি কর্ম্মে জড়িত হননা (অর্থাৎ দেহারম্ভক কর্ম্ম না হওয়ায় তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয়না) ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মই জীবের বন্ধনরজ্জু। কর্ম্মই জীবকে এই দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তজ্জন্যই জীব জন্মমৃত্যু, রোগ শোক, সংযোগ বিয়োগ, আধি ব্যাধি সঙ্কুল ভীম ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে। তুমি বলিতেছ কর্ম্ম করিয়াও তুমি অভিমান করনা—"আমি করিলাম বলিয়া" বদ্ধও হওনা। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফল যে সুখ ও দুঃখ তাহাও তোমার নাই। কর্ত্তা ভোক্তা তুমি নও কিরূপে? এইটি জানিলেই জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হইবেনা——আত্মা আর দেহে বদ্ধ হইবেনা। ইহা প্রথম। দ্বিতীয় কথা এই যে তোমার ঐ স্বভাবটি বুঝিলে আমার মুক্তি কিরূপে হইবে ?

ভগবান্—আমার স্বভাবটি যাহা, সকল জীবের আত্মার স্বভাবটিও তাই। অজ্ঞানেই জীব, আমি আমার করিয়া দুঃখ পায়। আত্মা কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, আত্মা কর্ম্মও করেন না—সুখ হউক, দুঃখ যাউক এরূপ কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার নাই এইটি জান তবেই মুক্ত হইবে।

অর্জ্জুন—আত্মকর্ম্মই করি বা ব্যাবহারিক কর্ম্মই করি কিরূপে সর্ব্বদা মনে থাকিবে আমি আত্মা——প্রকৃতি আমার শক্তি ? শক্তি যতক্ষণ কার্য্য না করে ততক্ষণ অব্যক্ত। আর শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কার্য্য। শক্তি কর্ম্মরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—আমি আত্মা আমি দ্রষ্টারূপে সর্ব্বদা আছি। আমি সাক্ষী—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ থাকে কিরূপে ?

ভগবান্—সর্ব্বদা আপন মনকে লক্ষ্য কর। আমি দর্পণ—সঙ্কল্প বিকল্প সমষ্টিরূপ মন বা প্রকৃতি সেই দর্পণে প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব যতই কেন চঞ্চল হউক না——যতই কেন কর্ম করুক না দর্পণ কখন প্রতিবিম্বে লিপ্ত হয় না। আত্মা নির্লিপ্ত। জলের উপরে পদ্মপত্র ভাসিতেছে। জল ও পদ্মপত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তৈল ও জলের মত ইহাদের মিশ্রন ত কখন হয়না তুমি মনে অভিমান কর কেন ? মন যাহা করে করুক তুমি মন নও মনের কার্য্যও তোমার নহে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ। জপ কর প্রাণায়াম কর সন্ধ্যাপূজা কর ইহাও আমার সান্নিধ্যে প্রকৃতি করিতেছে—গমন ভোজন যুদ্ধ ব্যবসা যাহা করনা কেন সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য ইহা স্মরণ রাখিয়া অন্তঃ-শীতল হইয়া ব্যবহার পরায়ণ হইতে অভ্যাস করিয়া যাও তবে তুমি আর প্রকৃতির কার্য্যে অভিমান করিলেনা এবং কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হইলে না।

সত্ত্ব রজ তম গুণে মন কার্য্য করিতেছে ইহাতে তোমার আসক্তি কেন থাকিবে ?

আসক্তিকেই জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃত্ব বলেন। কর্ম্ম করিতেছনা কিন্তু কর্ম্মে যদি আসক্তি থাকে তবে কর্ত্তৃত্ব অভিমান আসিয়া পড়ে। দেহটাও সূক্ষ্ম অবস্থায় মন মাত্র। মনটাও শক্তি বা সঙ্কল্প মাত্র। সেই জন্য মনের স্বধর্ম্ম যে সঙ্কল্প এই সঙ্কল্পই অখণ্ডকে খণ্ড করিয়া এবং জ্ঞান করে। তুমি ইহার কার্য্যকে তোমার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিওনা। জ্ঞানবান্ ইহা

সহজে পারেন বিচার ভুলেন না বলিয়া। তিনি সর্ব্বদা জানেন মন আত্মা নহে। কাজেই মনকে উৎপাত করিতে দেখিলে তিনি উহাকে উপদেশ করেন—মন তোমার সমস্ত কার্য্য আমি জানি—তুমি যাই কর তাহাতে আমার কোন আস্থা নাই। জ্ঞানী এইভাবে ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াও সর্ব্বদা আত্মসংস্থ থাকিতে অভ্যাস করেন।

যাঁহারা ইহা পারেন না তাঁহারাও সর্ব্বদা ভ্রূমধ্যে আপন আশ্রমে বসিয়া নাম জপ করুন, ধ্যান করুন, কখন বা আত্মবিচার করুন—অধ্যয়ন অধ্যাপন যাহা কিছু সমস্তই আপন আশ্রমে আপন আসনে-বসিয়া নামের সমক্ষে করুন। ইহা যাঁহার ভুল না হয় তিনিও সত্বরে ধারণাভ্যাসী হইয়া প্রণব কিরূপে বীজ বা শক্তিরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন—বীজ বা শক্তি ও কিরূপে নামরূপ জড়িত বিশ্বরূপ ধারণ করেন এই তত্ত্ব অনুভব দ্বারা সংসার অতিক্রম করিতে পারেন।

অর্জ্জুন—বড় সুন্দর। তুমি এইরূপ ভাবে সর্ব্বদা থাক বলিয়া শত কার্য্য করিয়াও তুমি কর্ত্তাও নহ এবং ভোক্তাও নহ।

ভগবান্—কর্ম্মতত্ত্বের ইহা বড় প্রয়োজনীয় কৌশল। আর এক প্রকার করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

সূর্য্য যে সমুদ্র নদী তড়াগ প্রভৃতি হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্প আকর্ষণ করে ইহাতে কি সূর্য্যের কর্ত্তা অভিমান আছে? আবার মেঘ যে বারি বর্ষণ করে লোকেও বলে মেঘ জল দিতেছে কিন্তু এই কার্য্যে কি মেঘের কর্ত্তা অভিমান থাকে? মেঘ, প্রকৃতি স্থানীয়, আর আত্মা তদধিষ্টিত চৈতন্য।

"আমি করিতেছি" এই অভিমান না থাকিলে কাহাকেও কর্ত্তা বলা যায় না। আমি "অহং" অভিমান শূন্য। আবার যখন কর্ত্তা নহি তখন কর্ম্মের সুখ দুঃখ রূপ বর্জ্জন হইবে কাহার?

আবার আমি কিছুই ভোগ করিনা। ভোগেচ্ছা আমার নাই। আমি আপ্তকাম। আমি পূর্ণ—স্বভাব বলিয়া কোন কিছু আমাতে নাই। তবে ভোগ করিব কি? অকর্ত্তা বলিয়া যেমন সুখ দুঃখ রূপ কর্ম্মবন্ধন আমার নাই সেইরূপ অভোক্তা বলিয়াও কর্ম্মফলে স্পৃহা আমার নাই। তোমার ও স্বভাব এইরূপ। আমার স্বভাব টি ভালরূপে ধারণা করিয়া তুমি আমার মত হইয়া যাও। আমার জন্ম ও কর্ম্ম বুঝিলে এই জন্য তোমার আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারেনা।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

শ শ্রী

এবং নাহং কর্ত্তা নমে কর্ম্মফলেস্পৃহা ইত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ

শ্রী রা ব
জনকাদিভিঃ অপি মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্ম পূর্ব্বলক্ষণং নিষ্কামং কৃতং।
ম রা
তস্মাৎ ত্বং অপি পূর্ব্বৈঃ বিবস্বন্মন্বাদিভিঃ কৃতং পূর্ব্বতরং
রা ব রা
পুরাতনম্ অতিপ্রাচীনং তদানীমেব ময়োক্তং বক্ষ্যমাণাকারং কর্ম্ম
শ আ
এব কুরু ন তূষ্ণীমাসনং নাপি সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। যদুক্তং ক্রি
আ ম
মম কর্ম্মণেতি, তত্র ত্বমজ্ঞো বা তত্ত্ববিদ্বা যদ্যজ্ঞস্তদাচিত্তশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্ববিৎ
ম
চেল্লোক সংগ্রহার্থমিতি ॥১৫॥

এইরূপে জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য তুমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত প্রাচীন কর্ম্ম কর ॥১৫॥

অর্জ্জুন—আমি কর্ত্তা নহি আমার কর্ম্মফলে স্পৃহাও নাই আত্মার এই স্বভাব জানিয়া পুরাকালে কোন্ কোন্ মুমুক্ষু কর্ম্ম করিয়াছিলেন ?

ভগবান্—বৈবস্বত মনু, জনক, যযাতি, যদু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ পূর্ব্বে এই কর্ম্মকৌশল জানিয়া কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তুমি যেমন পরধর্ম্ম গ্রহণে ইচ্ছা করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছিলে—সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছা করিতেছিলে ইহারা কিন্তু তাহা করেন নাই। আমি কর্ত্তা নই কর্ম্ম ফলে আমার স্পৃহাও নাই। ইহাই কর্ম্মের কৌশল। আমার প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছে আমি দ্রষ্টা সাক্ষী ইহা জানিয়া তুমিও কর্ম্ম করিয়া যাও। যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান না হইয়া থাকে তবে ত তুমি নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্ম করিবেই আর যদি ভাব তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে তথাপি তুমি জনকাদির লোক শিক্ষার্থ কর্ম্ম করিবে। এই যোগ আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে দিয়াছিলাম এখন তোমাকে আবার উপদেশ করিলাম। কি কৌশলে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা জানিয়া শেষে কর্ম্ম কি অকর্ম্ম কি তাহাও জান।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎতে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

ম
নৌস্থস্য নিষ্ক্রিয়েষ্বপি তটস্থবৃক্ষেষু গমনভ্রমদর্শনাৎ, তথা অদূ-
ম
রাচ্চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎস্বপি পুরুষেষু গমনভ্রমদর্শনাৎ পরমার্থতঃ

ম শ
কিং কর্ম্ম কিংবা পরমার্থতোঽকর্ম্মেতি কবয়ঃ অপি মেধবিনোঽপি
শ
অত্র অস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহংগতাঃ নির্ণয়াসামর্থ্যং
ম ম ম
প্রাপ্তাঃ অত্যন্ত দুর্নিরূপ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ তে তুভ্যমহং
শ নী ম ম
কর্ম্ম অকর্ম্ম চ উভে প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ সন্দেহোচ্ছেদনেন বক্ষ্যামি
ম শ শ
যৎ কর্ম্মাকর্ম্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা বিদিত্বা অশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে
ম শ
মুক্তোভবিষ্যসি। ন চৈবং ত্বয়া মন্তব্যং কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধমকর্ম্ম নাম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনং কিংতত্র বোধ্যব্যম্ ॥১৬॥

কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এই কর্ম্মাদি বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও মোহ প্রাপ্ত হয়েন। তজ্জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম (এবং অকর্ম্ম ও) বলিতেছি। ইহা জ্ঞাত হইলে তুমি অশুভ এই সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥১৬॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মাকর্ম্ম তত্ত্ব নিশ্চয়ে জ্ঞানবান্‌দিগের মোহের কারণ কি?

ভগবান্—কর্ম্মাকর্ম্ম তত্ত্ব নিতান্ত সূক্ষ্ম তজ্জন্য বড়ই দুর্জ্ঞেয়। সূক্ষ্ম দুর্জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ করিতে গেলে বহু প্রকার হইয়া যায়। সেই জন্য কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন কর্ম্ম অর্থে করণীয় কর্ম্ম কেহ বলেন দেহ ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টাই কর্ম্ম; কেহ বলেন ভগবদারাধনা রূপ কর্ম্মই কর্ম্ম। আবার অকর্ম্ম অর্থে কেহ বলেন অকরণীয় বা বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম, কেহ বলেন কিছু না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে থাকাই অকর্ম্ম, আবার কেহ বলেন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অন্তর্গত জ্ঞানের নাম অকর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে বহু মত দৃষ্ট হয়। "কর্ম্মকুরু" "কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মকে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মরূপে বুঝিতে হইবে। অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কিরূপ ভাবে কৃত হইলে তাহাকে কর্ম্ম বলা যায় আর কিরূপ ভাবে করিলে তাহা অকর্ম্ম হইয়া যায় ইহা নিশ্চয় করা নিতান্ত কঠিন। যজ্ঞ শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া কর তাহা অকর্ম্ম হইয়া গেল। আর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কর কর্ম্ম হইল। কেন এরূপ হয় ইহার তত্ত্ব নিশ্চয় করা নিতান্ত কঠিন। কর্ম্মাকর্ম্ম নিশ্চয় করিতে পারিলে সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ ॥১৭॥

শ ম শ
হি যস্মাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য অপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি।
শ ম শ
বিকর্ম্মণঃ চ প্রতিষিদ্ধস্য চ তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি। অকর্ম্মণশ্চ
শ ম শ ম
তূষ্ণীম্ভাবস্য চ তত্ত্বং বোদ্ধব্যং অস্তি। অত্র বাক্যত্রয়েঽপি
শ ম শ
তত্ত্বমস্তীত্যধ্যাহারঃ যস্মাৎ গহনা বিষমা দুর্জ্ঞেয়া কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং
শ শ
কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥১৭॥

	[কর্ম্মণঃ	বিকর্ম্মণঃ	অকর্ম্মণঃ
১। শঙ্করঃ—	শাস্ত্রবিহিতস্য	প্রতিষিদ্ধস্য	তূষ্ণীম্ভাবস্য
২। মধুসূদনঃ—	ঐ	ঐ	ঐ
৩। নীলকণ্ঠঃ—	ঐ	ঐ	ঐ
৪। শ্রীধরঃ—	বিহিতব্যাপারস্য	নিষিদ্ধব্যাপারস্য	অবিহিতব্যাপারস্য
৫। হনুমান্—	শরীরেন্দ্রিয়ব্যাপারস্য	প্রতিষিদ্ধস্য	কর্ম্মাভাবস্য
৬। বলদেবঃ-	মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠাতব্যস্য	জ্ঞানবিরুদ্ধস্যকাম্যকর্ম্মণঃ	কর্ম্মভিন্নস্যজ্ঞানস্য
৭। রামানুজঃ—	ঐ	নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মণঃ	জ্ঞানস্য
৮। বিশ্বনাথঃ—	কর্ম্মণস্তত্ত্বং কীদৃশং কর্ম্মবন্ধকং ভবতীতি বোদ্ধব্যম্।	নিষিদ্ধাচরণস্যাপি কীদৃশংনিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকম্ ইতি তত্ত্বং।	কর্ম্মাকরণস্যাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কর্ম্মাকরণং শুভদমিতি অন্যথা নিঃশ্রেয়সং কথং হস্তগতং স্যাদিতি ভাবঃ॥

[শাস্ত্রবিহিত] কর্ম্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে। [শাস্ত্রনিষিদ্ধ] বিকর্ম্মেরও বুঝিবার আছে। [তূষ্ণীম্ভাবরূপ] অকর্ম্মেরও বোদ্ধব্য আছে। [এই ত্রিবিধ] কর্ম্মের যাথাত্ম্যতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় ॥১৭॥

অর্জ্জুন—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম এই ত্রিবিধ বিভাগের পার্থক্য কি দেখাইতেছ? এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে বুঝিবার বিষয়ই বা কি বলিতেছ?

ভগবান্—গমন ভোজনাদি লৌকিক কর্ম্ম এবং সন্ধ্যা পূজা উপাসনা যজ্ঞ দান তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম—কর্ম্ম সাধারণতঃ সকল কর্ম্মকেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু সকল প্রকার কর্ম্মই প্রকৃত ছন্দ ও বিকৃত ছন্দ এই দুই প্রকারে স্পন্দিত হইতে পারে। গমন ভোজন সন্ধ্যাবন্দনা এই গুলি দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপার মাত্র। মানসিক ব্যাপারও ইন্দ্রিয় ব্যাপার বটে। কারণ মন ও ইন্দ্রিয়। দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারই কর্ম্ম। দেহেন্দ্রিয় ব্যাপার যখন প্রকৃত ছন্দ মত বা স্বচ্ছন্দে হয় তখনই তাহাকে বিহিত কর্ম্ম বলে। যখন বিকৃত-ছন্দে বা অচ্ছন্দে হয় অর্থাৎ যথেচ্ছাচারে হয় তাহাকে বলে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। আর যখন ছন্দ বা অচ্ছন্দ কোন রূপে না হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকা হয় বিহিত কর্ম্ম ও হয়না, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও হয় না তখন তাহাকে তূষ্ণীম্ভাব বলে। প্রকৃত ছন্দমত দেহেন্দ্রিয়ের স্পন্দনকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বলে। শাস্ত্র অর্থে বেদ। বেদমাতা যিনি তিনি গায়ত্রী। ইনিই ছন্দসাং মাতঃ। বেদে যে কর্ম্ম যেরূপে কৃত হইলে ছন্দ মত হয় তাহার উল্লেখ আছে। যজ্ঞ একটি কর্ম্ম। ইহা শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়ব্যাপার বিশেষ। এমন কি স্নান, আহার, সন্ধ্যাবন্দনাদিতেও যখন শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটে তখনও ইহাদিগকে যজ্ঞ বলে। এইজন্য এই সমস্ত কর্ম্মকালে বেদে দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারকে ছন্দমত স্পন্দিত করিবার বিধি আছে। বিষ্ণুস্মরণ, আচমন, মার্জ্জন, প্রাণায়াম ইত্যাদিতে দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারকে ছন্দমত স্পন্দন করিবার বিধি আছে। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিলে ছন্দভঙ্গ হয়—তখন কর্ম্মগুলি অকর্ম্মে পরিণত হয়। যজ্ঞ যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক না কর তবে তাহা না করার মত হইল—ইহাই অকর্ম্ম। কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলা গেল তাহা এই :—

(১) শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারের নাম কর্ম্ম।

(২) শাস্ত্রনিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারের নাম বিকর্ম্ম।

(৩) যাহা কর্ম্মও নহে বিকর্ম্মও নহে তাহা অকর্ম্ম। এই অকর্ম্মই কিছু না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে বসিয়া থাকা।

কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম ইহাদের পার্থক্য বলা হইল। এখন ইহাদের তত্ত্ব যাহা তাহাই বলিব। "বোদ্ধব্যং" অর্থাৎ বুঝিবার আছে। "বোধশব্দস্য সম্যগ্‌জ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ" বোধ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান। কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মে সম্যক্‌জ্ঞান বা সম্যক্ দর্শনের বিষয় যাহা তাহাই কর্ম্মতত্ত্ব।

অর্জ্জুন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ" এ সম্বন্ধে কিছু বলিবেনা ?

ভগবান্—কর্ম্ম বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম এই তিনকেই কর্ম্মণঃ বলিতেছি। এই কর্ম্মাকর্ম্মের গতি বড়ই দুর্জ্ঞেয়।

অর্জ্জুন—এই দুর্জ্ঞেয় গতি একটু বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—প্রথমে নিতান্ত স্থূল কথা বলি শ্রবণ কর। এই ভারতবর্ষ ভিন্ন কুত্রাপি বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিশ্বাসী কোন পণ্ডিত যদি বর্ণাশ্রম অবিশ্বাসী কোন ধনবানের বাহিরের স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন তবে তাঁহাকে দেহান্তে ভারতের বাহিরে ঐ ধর্ম্ম অবিশ্বাসীর দেশে জন্মিতে হইবে। ঐ দেশে জন্মিয়া কিছুদিন মোহে আচ্ছন্ন থাকিবে, নানাবিধ ব্যভিচার করিবে, পরে তাহার পূর্ব্বকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম যখন ফলদানে উন্মুখ হইবে তখন সে আপনার ব্যভিচার বুঝিতে পারিবে। নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া সে তখন নানা স্থানে লোক দেখিয়া বেড়াইবে কাহার কথায় প্রাণে শান্তি হয় ইহাই তাহার একমাত্র প্রার্থনার বস্তু হইবে। তখন ভারতের লোক পাইয়া সে ভারতের ধর্ম্ম আচরণ করিবে—তাহাই প্রচার করিবে।

আবার ভারতের লোকমধ্যে যাহারা আচারব্যবহারহীন অথচ বিদ্বান্ তাহারা এ দেশের লোক নহে। ইহারা অন্যদেশের লোক ভারতের বিদ্যা, ভারতের জ্ঞান ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বলিয়া এদেশে জন্মিয়াছিল। কিছুদিন ভারতের ধর্ম্মাচরণ মধ্যে লালিত পালিত হইয়া যখন তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত সংস্কারসমূহ ফলদানে উন্মুখ হয় তখন তাহারা ভারতের লোক হইয়াও তাহাদের পূর্ব্বজন্মের স্বদেশে নিজদেশের ধর্ম্মকেই ভারতের ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া প্রচার করিতে ছুটিবে। কোথাও বা দেখিবে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া মরিতে যাইতেছে ভারতের বাহিরে, আর ভারতের বাহিরে জন্মিয়াও মরিতে আসিতেছে ভারতে। এ সমস্ত কর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় গতি দেখাইতেছে।

এখন সূক্ষ্মগতির কথা বলিব—মনোযোগ কর। শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারকেই কর্ম্ম বলিয়াছি। যাহারা এরূপ ভাবে কর্ম্ম করেনা তাহাদের কর্ম্মকে স্বাভাবিক কর্ম্ম বলে। স্বাভাবিক কর্ম্মের শিক্ষাদাতা কেহই নাই। আহার নিদ্রাদি কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয়না। এই স্বাভাবিক কর্ম্মের নাম মৃত্যু। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম বা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বেদ-বিহিত দেহেন্দ্রিয়স্পন্দনব্যাপার রূপ কর্ম্ম করিবে। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি ছন্দমত স্পন্দিত হইলে জ্ঞান লাভ হইবে তাহাহইলে আর মৃত্যু থাকিলনা। শ্রুতি বলেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে" বৈদিক কর্ম্মও অবিদ্যা। স্বাভাবিক কর্ম্ম মৃত্যু। বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম জয় করিয়া জ্ঞান লাভ কর ইহাই অমরত্ব।

এখন দেখ কর্ম্ম অকর্ম্মে পরিণত হয় কিরূপে ? তুমি যজ্ঞ করিতেছ। যজ্ঞ আর কিছুই নহে বেদবিহিত দেহেন্দ্রিয়ব্যাপার-বিশেষই যজ্ঞ। কিন্তু তুমি যদি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া যজ্ঞ কর তবে তুমি আহুতিও দিবে মন্ত্রও উচ্চারণ করিবে অন্যান্য দৈহিক ও বাচনিক স্পন্দন কতক কতক ছন্দমত হইলেও মন শ্রদ্ধাশূন্য বলিয়া ছন্দমত স্পন্দিত হইবেনা। ছন্দমত মনের স্পন্দন না হইলেও

বাক্য ও শরীরের স্পন্দনও পূর্ণভাবে ছন্দমত হইবেনা। কাজেই কর্ম্ম করিয়াও তোমার কর্ম্ম না করার মত হইল। তোমার কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া গেল। দেখ কর্ম্মের গতি কিরূপ দুর্জ্জ্ঞেয়—এক শ্রদ্ধা অভাবে তোমার কর্ম্মের গতি অন্যরূপ হইয়া গেল। পরে আরও বিশেষ করিয়া বলিব "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ" ইত্যাদির পরিণাম কি।

আবার শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম যদি দম্ভ পূর্ব্বক কর তবে তোমার মন বিকৃতছন্দে স্পন্দিত হইল বলিয়া তোমার কর্ম্ম বিকর্ম্ম হইয়া গেল।

শাস্ত্র আরও বলেন—

চত্বারি কর্ম্মাণ্যভয়ঙ্করাণি ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি।
মানাগ্নিহোত্রমুতমানমৌনং মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ॥

নিত্যানুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, বেদাধ্যয়ন এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞ—ইহারা যদি শাস্ত্রমত অনুষ্ঠিত হয় তবে অভয়ঙ্কর কিন্তু যদি যথাবিধি সম্পাদিত না হয় তবে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কর্ম্ম অযথাপূর্ব্বক বা দম্ভাদি সহ কৃত হইলে বিকর্ম্ম হইয়া ভয় প্রদান করে। আবার হিংসাটা বিকর্ম্ম। কিন্তু "অগ্নিষোমীয়ঢ্ পশুমালভেত" এই বাক্যে যজ্ঞে কর্ম্ম হইয়া যায়। আবার যিনি বিহিত বা নিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম না করেন তিনি উদাসীন বা অকর্ম্মা। সামর্থ্য সত্ত্বেও যখন তিনি আর্ত্তত্রাণে অবহেলা করেন তখন তাঁহার অকর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এখন ধারণা করিতে পারিতেছ কর্ম্মের গতি কিরূপ দুর্জ্জ্ঞেয়। এক্ষণে কিরূপভাবে কর্ম্ম করা উচিত তাহাই বলিব।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥১৮॥

কর্ম্মণি [শ] কর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি [শ] ব্যাপারমাত্রংতস্মিন্ কর্ম্মাকর্ম্ম-[নী] বিকর্ম্মাত্মকে [ম] দেহেন্দ্রিয়ব্যাপারে অহং [ম] করোমীতি [নী] অবিদ্যয়া প্রত্যগাত্মনি আরোপিতে সতি [নী] তত্র অকর্ম্ম [শ] কর্ম্মাভাবং [নী] নৌস্থেন তীরতরৌ চলনে আরোপিতে সতি তত্ত্ববুদ্ধ্যা তত্র [নী] চলনাভাবমিব যঃ পশ্যেৎ [শ] পশ্যতি—[শ] অত্র চ কর্ম্মাকর্ম্মৈব সৎকার্য্যকারণাশ্রয়ং [শ] কর্ম্মর-

হিতেঽবিক্রিয়ে আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তং, যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি
শ
মন্যতে অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব
শ
বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেনাতোঽকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্য-
শ শ শ ম
ভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ ইতি ভাষ্যে। তথা দেহেন্দ্রিয়াদিষু
শ নী
ত্রিগুণমায়াপরিণামত্বেন সর্ব্বদা সব্যাপারেষু নিত্যকর্ম্মবৎসু
ম শ
নির্ব্যাপারস্তূষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমানেন সমারোপিতেঽকর্ম্মণি কর্ম্মা-
শ ম ম
ভাবে ব্যাপারোপরমে দূরস্থচক্ষুঃ সন্নিকৃষ্টপুরুষেষু গচ্ছৎস্বপ্যগমনইব
নী ম
যদ্বা চন্দ্রতারকাদৌ গত্যভাবমিব সর্ব্বদা সব্যাপারদেহেন্দ্রিয়াদি-
ম
স্বরূপপর্য্যালোচনেন বস্তুগত্যা কর্ম্ম তন্নিবৃত্ত্যাখ্যপ্রযত্নরূপং
ম শ শ ম
ব্যাপারং যঃ পশ্যেৎ য এবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ য এতাদৃশপরমার্থ-
শ নী
দর্শী স মনুষ্যেষু কর্ম্মকুর্ব্বাণেষু মধ্যে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ তত্ত্বদর্শী
ম ম ম শ
স যুক্তঃ বুদ্ধিসাধনযোগযুক্তঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা একাগ্রচিত্তঃ যোগী
ম শ নী
অতঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সকলকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মযোগফলস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য
শ ম ম
প্রাপ্তত্বাৎ ইতি স্তূয়তে। অত্র প্রথমপাদেন কর্ম্মবিকর্ম্মণোস্তত্ত্বং
ম
কর্ম্মশব্দস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়পাদেন চাকর্ম্মণস্তত্ত্বং
দর্শিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। তত্র যৎত্বং মন্যসে কর্ম্মণোবন্ধহেতুত্বাৎ
ম
তূষ্ণীমেব ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি তন্মৃষা, অসতি কর্ত্তৃত্বাভিমানে

ম
বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য বা কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাভাবাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং
ম
"নমাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" ইত্যাদিনা; সতি চ কর্ত্তৃত্বাভিমানে তূষ্ণী-
ম
মহমাস ইত্যৌদাসীন্যাভিমানাত্মকং যৎ কর্ম্ম তদপি বন্ধহেতুরেব
ম ম
বস্তুতত্ত্বাপরিজ্ঞানাৎ, তস্মাৎ কর্ম্মবিকর্ম্মাকর্ম্মণাং তত্ত্বমীদৃশং জ্ঞাত্বা
ম
বিকর্ম্মাকর্ম্মণী পরিত্যজ্য কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিহানেন বিহিতং
ম নী
কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ। আত্মনেঽকর্ত্তৃত্বং সংঘাতস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিতি
নী
ভাবয়তা কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যর্থঃ ॥১৮॥

কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম করা হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়—এই তত্ত্ব বুঝাইবে বলিয়াছিলে ?

ভগবান্—কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি "অহং কর্ত্তা" এই অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল ইহাও জানিয়াছ। কর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম্ম এবং কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকারূপ অকর্ম্ম ইহাও শুনিয়াছ। কর্ম্মই বন্ধের কারণ, তথাপি কর্ম্ম করিতে বলিতেছি। কেন বলিতেছি দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মতত্ত্ব জানিলে বুঝিতে পারিবে। তখন কর্ম্ম বিকর্ম্ম অকর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিয়া বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া—অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্ম করা সকলেরই কর্ত্তব্য ইহা বুঝিতে পারিবে। এই শ্লোকের প্রথম পাদে অর্থাৎ কর্ম্মে যিনি অকর্ম্ম দেখেন ইহাতে কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম তত্ত্ব বলা হইয়াছে। (বিহিত কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এক সঙ্গে বলা হইয়াছে) আর দ্বিতীয় পাদে অর্থাৎ অকর্ম্মে যিনি কর্ম্ম দেখেন ইহাতে অকর্ম্ম তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন—কর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার পূর্ব্বে আর একটি কথার উত্তর দাও। ঐ যে বলিতেছিলে কর্ম্মই বন্ধের কারণ "কর্ম্মণোবন্ধহেতুত্বাৎ" এজন্য চুপ করিয়া সুখে বসিয়া থাকিলে ত আর বন্ধনের ভয় নাই "কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ তূষ্ণীমেব ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি"—কতকগুলি লোকেত এই মনে করিয়া নিত্য কর্ম্মাদি ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ইহারা কি অন্যায় করে ?

ভগবান্—ইহারা আর এক অভিমানে বদ্ধ হয়। "আমি কর্ম্ম করি" ইহা যেমন অভিমান ও বন্ধের কারণ "আমি কর্ম্ম করিনা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকি" ইহাও সেইরূপ অভিমান ইহাও বন্ধের কারণ। "সতি চ কর্ত্তৃত্বাভিমানে তূষ্ণীমহমাস ইত্যৌদাসীন্যাভিমানাত্মকঃ যৎ কর্ম্ম তদপি বন্ধ হেতুরের বস্তুতত্ত্বাপরিজ্ঞানাৎ—যতদিন অহং কর্ত্তা অভিমান আছে ততদিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকারূপ ঔদাসীন্য অভিমানাত্মক যে কর্ম্ম তাহাও বন্ধনের হেতু। কর্ত্তৃতত্ত্বের জ্ঞান নাই বলিয়া মানুষ এই সাংঘাতিক ভুল করে। আমি কিছু করি না ইহাও এক অভিমান। "অসতি কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য বা কর্ম্মণোবন্ধহেতুত্বাভাবাৎ" কর্ত্তা অভিমান না যাওয়া পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কর বা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগই কর—বন্ধন দশায় পড়িয়া প্রাণান্ত হইতেই হইবে—এই জন্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম একবারে ত্যাগ কর, অকর্ত্তৃত্ব (চুপ করিয়া থাকা নিত্য কর্ম্ম না করা—বাল্মীকি ব্যাসাদি ঋষিগণ, রাম কৃষ্ণাদি অবতারগণ কখনও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন না) ত্যাগ কর—আর গ্রহণ কর শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম এই কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কর। কর্ম্মতত্ত্ব এই কথাই বুঝাইব। অভিমান ত্যাগ কোন অবস্থায় হয় তাহা বুঝিয়া দেখ তবেই কর্ম্মের যে কত দুর্জ্জ্ঞেয় ধারণা করিতে পারিবে। প্রতি কর্ম্মে অহং ত্যাগ অভ্যাসই কর্ম্মতত্ত্ব।

অর্জ্জুন—এখন যাহা বুঝাইবে বল।

ভগবান্—বিহিত কর্ম্ম করা এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করা—ইহার তত্ত্বই অগ্রে স্পষ্ট করিতেছি। আমি এখানে যখন কর্ম্ম কথা ব্যবহার করিব তখন কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম উভয়কেই লক্ষ্য করিতেছি বুঝিতে হইবে। অকর্ম্ম পরে বলিব। আমি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম করি ইহাতেও অহং কর্ত্তা অভিমান আছে এজন্য ইহা বন্ধের কারণ—আমি পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরপীড়নাদি করি না ইহাতেও অভিমান আছে এবং বন্ধন আছে আর আমি কর্ম্মসন্ন্যাস লইয়াছি, কিছুই করিনা, চুপ করিয়া বসিয়া থাকি ইহাতেও অভিমান আছে, এজন্য বন্ধন আছে; কিন্তু যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখাই কর্ম্মতত্ত্ব ও বিকর্ম্মতত্ত্ব। অকর্ম্মতত্ত্ব পরে বলিতেছি।

অর্জ্জুন—কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা কিরূপ? ইহাই বা কর্ম্মতত্ত্ব কিরূপে?

ভগবান্—পূর্ব্বে না বলিয়াছি "কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং" ইত্যাদি। এখানেও বলিতেছি "স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু"। এখন "বোধশব্দস্য সম্যগ্‌জ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমিতি। বোদ্ধব্যমস্তীতি বদতা সম্যগ্‌জ্ঞানোপদেশস্য বিবক্ষিতত্বাদপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্রাপি প্রেতমিত্যাহ" বোধ শব্দের অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান। কর্ম্ম বিকর্ম্ম অকর্ম্মের স্বরূপ জানিতে হইবে। ইহাতে সম্যক্‌জ্ঞানের উপদেশ করিব। এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় পরম শান্ত—লোকে বিপরীত দর্শন করিয়া ভাবে আত্মা কর্ম্ম করিতেছেন, আর জড় যে প্রকৃতি ইহা স্থির আছে। কিন্তু জড়ের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া জড় চঞ্চল, আর আত্মার পরিবর্ত্তন নাই বলিয়া আত্মা স্থির। অজ্ঞ বিপরীত দর্শন করে। "গতিরহিতেষু তরুষু গতিদর্শনবৎ প্রকৃতে ব্রহ্মণ্যবিক্রিয়ে কর্ম্মদর্শনং সক্রিয়ে চ দ্বৈতপ্রপঞ্চে চিতিমৎসু চৈত্রাদিষু গত্যভাবদর্শনাৎ কর্ম্মাভাবস্য বিপরীত দর্শনং যেন হেতুনা সম্ভবতি তেন তস্য বিপরীতদর্শনস্য নিরসনার্থং ভগবদ্বচনমিতি"।

(১) এখন কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা কি ধারণা কর। তীরতরু চলেনা। নৌকারোহী দেখে তীরতরু বিপরীতদিকে ছুটিতেছে। এ চলন দেখাটা ভ্রমেই হয়। বৃক্ষের চলন ব্যাপার রূপ কর্ম্মে যিনি বিচার দ্বারা চলন রাহিত্য রূপ অকর্ম্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান্। বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্মই বিকর্ম্ম। কর্ম্মের জটিল তত্ত্ব এই যে কর্ম্ম করিলেই আত্মাতে "আমি কর্ত্তা" এই অভিমানটির আরোপ হয়। যেমন নৌকা চলিলেই তীরতরুতে একটা গতিভ্রম আরোপ হয় সেইরূপ। যিনি কিন্তু কর্ম্ম করিয়াও বিচার দ্বারা তীরতরুর স্থিরত্বের ন্যায় "আমি কর্ত্তা" এই অভিমানশূন্য থাকিতে পারেন তিনিই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। এখানে অভ্যাসের কার্য্যটি লক্ষ্য কর। যে কর্ম্মই তুমি কর সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও আত্মার কোন কর্ম্ম নাই আত্মা সদাস্থির—সর্ব্বদা শান্ত। অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর তবেই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা হইবে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ ঘটটা ছুটাছুটি করিলেও ঘটমধ্যস্থ আকাশ সর্ব্বকালে স্থির শান্ত আছে। মনোঘট বা দেহঘট নড়িলে চড়িলেও আকাশরূপী আত্মা সর্ব্বদা শান্ত, ইহাতে লক্ষ্য রাখিয়া তুমি ব্যবহারপরায়ণ হও—ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা।

(২) এখন অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা কিরূপ ধারণা কর। দেহেন্দ্রিয়ব্যাপার সর্ব্বদাই চলিতেছে, কারণ ইহা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার পরিণাম মাত্র। মায়া এক ক্ষণকালও অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে থাকেনা। যিনি দেহেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন আর ভাবেন বেশ সুখে আছি তাঁহার এই তূষ্ণীম্ভাবে থাকাটাও অভিমান। যিনি কর্ম্ম করেন তাঁহারও যেমন কর্ম্ম করার অভিমান থাকে সেইরূপ যিনি কিছুই করেন না তাঁহারও সেইরূপ না করার অভিমান থাকে। প্রথম ব্যাপারে আত্মাতে কর্ম্ম করার অভিমান থাকে, দ্বিতীয় ব্যাপারে আত্মাতে কর্ম্ম না করার অভিমান আরোপিত হয়। যেমন দূরে কোন পুরুষ চলিতেছে অথচ মনে হয় লোকটা স্থির আছে, ইহা ভ্রমেই হয়—আর এই যে স্থিরভাব বা কর্ম্মাভাব বা ভ্রমে অকর্ম্ম অবস্থা দেখা যায় তাহাতে যিনি প্রকৃত পক্ষে বিচার দ্বারা কর্ম্মই দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তাই বলা হইতেছে কর্ম্মশূন্য উদাসীন অবস্থাতেও যিনি দেখেন উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকা রূপ অভিমানটা কর্ম্ম—এইরূপ পরমার্থদর্শীই বুদ্ধিমান্, যোগযুক্ত এবং সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ। প্রথম যাহা বলিয়াছি তাহা কর্ম্ম ও বিকর্ম্মতত্ত্ব, দ্বিতীয় যাহা বলিলাম তাহা অকর্ম্মতত্ত্ব।

শেষ কথা আবার বলি শোন—কর্ম্ম মাত্রই বন্ধের কারণ "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে ইতি শুকানুশাসনে" ইহা মনে করিয়া যদি তুমি তূষ্ণীম্ভাবে কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকাকে মুক্তির অবস্থা মনে কর ইহাও তোমার ভ্রম। কারণ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইলেই তবে বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের বন্ধন হইবে না। আমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই বলিয়া "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" কিন্তু কর্ত্তা অভিমান যতদিন থাকে ততদিন চুপ করিয়া উদাসীনভাবে থাকাও বন্ধন বলিয়া জানিও।

তাই বলিতেছি যিনি বুদ্ধিমান্ তাঁহার বুদ্ধির পরিচয়ই এই যে তিনি "দেহকে" "আমি বা আত্মা" বলেন না। দেহে "অহং অভিমান" না হইয়া তাঁহার অহং অভিমান হয় চৈতন্যে

বা আত্মাতে। এই "দেহই আমি" ইহাই বন্ধের কারণ কিন্তু "আমি আত্মা" "আমি আকাশের মত ব্যাপক" "আমি এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সমস্তই" এইরূপ অভিমান মুক্তির কারণ। আমি আত্মা, আত্মা কিছুই করেন না কাজেই আমি সর্ব্বদা শান্ত। কর্ম্ম করে প্রকৃতি। আমি প্রকৃতি নহি। কাজেই প্রকৃতির কর্ম্মে আমার অভিমান হওয়াই ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি যাঁহার দূর হইয়াছে তিনি "অহং কর্ত্তা" অভিমান করিবেন কিরূপে? তিনি আপন প্রকৃতিকে কর্ম্ম করিতে দেখিলেও—তাহাতে আমার কর্ম্ম বলিয়া অভিমান করেন না বলিয়া কর্ম্মে অকর্ম্মই দেখেন। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মকরা হইতেছে না বলিয়া তিনি অকর্ম্মই দেখেন। আর যাহার অহং কর্ত্তা অভিমান যায় নাই তিনি চুপ করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে থাকিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার ঐ তূষ্ণীম্ভাব রূপ অকর্ম্মে অভিমান রূপ কর্ম্মই দেখিবেন। এখন বিচার করিয়া দেখ কর্ম্মে মানুষ বদ্ধ হয় কিরূপে আর কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিলে আমার কৃপায় কিরূপে মুক্ত হইয়া যায়।

অর্জ্জুন—"স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" এখানে বুদ্ধিমান্, যোগী আর কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ—এরূপ বলার সার্থকতা কি?

ভগবান্—বোধ শব্দের অর্থ সম্যগ্জ্ঞান "বোধশব্দস্য সম্যগ্জ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ" ইত্যাদি বুদ্ধিমান্ বলা যায় তাঁহাকে যাঁহার সম্যক্ জ্ঞান হয়। অবিবেকী যাহা দেখে যাহা জানে তাহাই বিপরীত দর্শন ও বিপরীত জ্ঞান। লাটিম ভয়ানক ভাবে ঘুরিতেছে মনে হয় যেন দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বত, ঘর, বাড়ী, বৃক্ষ কেহই এখানে স্থির নাই; চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ সবাই ঘুরিতেছে কিন্তু মনে হয় সবাই স্থির। আর আত্মা সদা শান্ত সদা স্থির কিন্তু লোকে বলে আত্মা কর্ম্ম করিতেছেন। এই সমস্তই বিপরীত দর্শন। যিনি কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মে স্থির ব্রহ্ম দেখেন তাঁহার বিপরীত দর্শন দূর হইয়াছে। আবার শান্ত আত্মায় মায়াময় প্রকৃতির চঞ্চলতা যিনি দেখেন তাঁহার দর্শনও সত্য। ভ্রান্তিবশতঃ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে সক্রিয় দৃশ্যপ্রপঞ্চ রূপে বোধ হয়. আবার সক্রিয় প্রপঞ্চরূপ কর্ম্মকে অক্রিয় মত দেখায়। ভ্রান্তিক্রমে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম অধ্যাস হয়। সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক দর্শন করিলে অধ্যাস দূর হয়। সম্যক্ দর্শন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার আবশ্যক। এই বিচার দ্বারা সম্যক্ দর্শন লাভ হয়। এই দর্শনই জ্ঞান। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান যাহার আছে সে আর বুদ্ধিমান্ কিসে? কর্ম্মানুষ্ঠান কালে যাঁহার পরমশান্ত "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" তে লক্ষ্য পড়ে—আত্মযাথাত্ম্য অনুসন্ধান হয় তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। তিনি যুক্ত—কারণ যিনি শান্ত ব্রহ্মে যুক্ত না হইয়াছেন, তিনি চঞ্চলকে ধরিতেই পারিবেন না। সেইজন্য "অযুক্তঃ করোতি তস্য সর্ব্বং অসদেব ভবতি নঃ শুভ মোক্ষায়"। তিনি আবার শাস্ত্রবিহিত সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছেন কারণ—কর্ম্মানুষ্ঠানের শেষ ফল—চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ। যাঁহার পরমশান্ত ব্রহ্মে লক্ষ্য পড়িয়াছে তাঁহারই আত্মজ্ঞান হইয়াছে। কাজেই সেইরূপ আত্মজ্ঞানীকে কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ বলা হইয়াছে। তিনি সমস্ত কর্ম্ম করুন বা না করুন কর্ম্মের শেষ ফল যে আত্মজ্ঞান তাহা তাঁহার লাভ হইয়াছে।

অর্জ্জুন—তোমার কথার মর্ম্ম যাহা বুঝিলাম তাহা বলিব?

ভগবান্—বল।

অর্জ্জুন—যিনি কর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াছেন তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী এবং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

বিচার ভিন্ন বিবেকবর্জ্জিত মূঢ়দৃষ্টি মানবের বিপরীত দর্শন যায় না। বিচার দ্বারা যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, বিচার বুদ্ধি আছে বলিয়াই তাঁহার বোধ বা সম্যগ্ দর্শন হয় এজন্য তিনি বুদ্ধিমান্।

আবার নিষ্ক্রিয় আত্মায় একটা ক্রিয়া বা কর্ম্ম ভ্রান্তিতে আরোপিত হয় আবার সক্রিয় অনাত্মবস্তুতেও ভ্রান্তিক্রমে একটা নির্ব্যাপার বা অক্রিয় ভাব আরোপিত হয়। ব্রহ্মেযুক্ত না হইলে এই আরোপ বাধিত করা যায় না। ইনি যোগী, কারণ এই আরোপ ব্যাপারকে ইনি বাধিত করিতে পারিয়াছেন। আর ইনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, কারণ ইনি সমস্ত কর্ম্মযোগের ফল যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই লাভ করিয়াছেন। এই ত ঠিক?

ভগবান্—হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ। অর্জ্জুন! সহজ কথায় বলি এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখিতেছ ইহা জগৎ। গম্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া জগৎ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া ইহাকে জগৎ বলে। কর্ম্মই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয় এজন্য জগৎটা কর্ম্মেরই মূর্ত্তি। কর্ম্ম আবার শক্তির ব্যক্তাবস্থা মাত্র। শক্তি অব্যক্ত। এই অব্যক্ত শক্তি শক্তিমানের সহিত সর্ব্বদা জড়িত। শক্তি ও শক্তিমান্ যেখানে অভেদ তাহাই ব্রহ্ম। কাজেই কর্ম্মকে যিনি পরমার্থদৃষ্টিতে অকর্ম্ম বা শক্তি জড়িত শক্তিমান্ চৈতন্য স্বরূপ সচ্চিদানন্দ ভাবে দেখিতেছেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ইহাতে আর সংশয় কি? আবার পরমশান্ত সর্ব্বশক্তিমান্ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ অকর্ম্মে যিনি চিত্তস্পন্দন কল্পনাবিরচিত মায়াময় দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপ কল্পিত কর্ম্ম দেখেন তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে যজতি দদাতি তপস্তপ্যতেঽপি বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি"। হে গার্গি! যে ব্যক্তি ইহলোকে এই ব্রহ্মকে না জানিয়া বহু বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ দান তপস্যাদি অনুষ্ঠান করে তাহার সমস্ত কর্ম্মই নাশপ্রাপ্ত হয়। কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা এবং অকর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা—এই জন্য।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম সম্বন্ধে পণ্ডিতেরাও মোহপ্রাপ্ত কিরূপ হয়েন?

ভগবান্—কেহ কেহ বলেন পরমেশ্বরের আরাধনা রূপ কর্ম্মে কোন বন্ধন নাই এজন্য ইহা অকর্ম্ম। আবার পরমেশ্বরের আরাধনারূপ বিহিত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। যাহাতে প্রত্যবায় আছে তাহাতেই বন্ধন। বিহিত কর্ম্ম না করাই যখন বন্ধন, তখন বিহিত কর্ম্ম না করাই কর্ম্ম। কারণ যাহাতে বন্ধন হয় তাহাই কর্ম্ম। ইঁহাদের মতে পরমেশ্বর আরাধনার নাম অকর্ম্ম, আর পরমেশ্বর আরাধনা না করার নাম কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—পরমেশ্বর আরাধনা যখন না করা হয় তখন বুঝা যায় আরাধনাবিহীন অন্য পাপজনক কর্ম্ম হইতেছে। ইহা ত বেশ কথা ইহাতে ভুল কি?

ভগবান্—পরমেশ্বরের আরাধনাকে বলা হইতেছে বিহিত কর্ম্ম। উহাতে বন্ধন নাই

বলিয়া উহাকেই অকর্ম্ম বলা হইতেছে। বিহিত কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এক হইয়া গেল। আবার অকর্ম্মকে অবিহিত কর্ম্ম বলা হইতেছে। এইরূপ গোল হইয়া যাইতেছে।

অর্জ্জুন—ইহাতে প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে অন্য শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কিছু বল।

ভগবান্—বশিষ্ঠ দেব বলিতেছেন—

পশ্যন্ কর্ম্মণ্যকর্ম্মত্বমকর্ম্মণি চ কর্ম্মতাম্।
যথাভূতার্থচিদ্রূপঃ শান্তমাস্ব যথাসুখম্॥ ১। ২৯ নির্ব্বাণ উত্তর

কর্ম্মকে অকর্ম্মত্ব রূপে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়রূপে এবং অকর্ম্মকে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম স্বরূপকে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপ জ্ঞান করিয়া তুমি শান্ত অবিকৃত চিৎস্বরূপে যথাসুখে অবস্থান কর।

অর্জ্জুন—ভগবান্ বশিষ্ঠ ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় কিরূপ নির্দ্ধারণ করিলেন?

ভগবান্—যে উপায়ে কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম বোধ হয় বশিষ্ঠদেব তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন:—

সঙ্কল্প বা কল্পনা ত্যাগ ব্যতীত শান্ত ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থানের অন্য উপায় নাই। সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইলে সঙ্কল্প বা কল্পনা কোন্ বস্তু অগ্রে তাহা বিচার কর।

(১) অহং কর্ত্তা এই ভাবের নাম কল্পনা। অহং ভাবকে আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাবে কল্পনা করার নাম সঙ্কল্প ত্যাগ।

(২) বাহ্যপদার্থের অনুভবকেও কল্পনা বলে। সেই অনুভবকে আকাশের মত অপরিচ্ছিন্ন ভাবে কল্পনা করাকেও সঙ্কল্প ত্যাগ বলে।

(৩) দেহাদি দৃশ্য বস্তুতে আত্মাভিমানের নামও কল্পনা। সেই অভিমানকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করাকেও সঙ্কল্প ত্যাগ বলে।

আবার বর্ত্তমান দৃশ্যের ভাবনাকে যেরূপ কল্পনা বলে সেইরূপ পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতিকেও কল্পনা বলে। উক্ত স্মৃতিরও যে অভাব তাহাই ব্রহ্মভাব। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া সমুদায় দৃশ্যবস্তু একবারে ভুলিয়া যিনি সমাধি নিশ্চল থাকেন তিনি কর্ম্মশূন্য অবস্থা বা ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। এই সমাধি অভ্যাস রূপ কর্ম্মে বিলক্ষণ পরিশ্রম আছে। সঙ্কল্প ত্যাগই পরম শ্রেয়ঃ। যে ব্রহ্মানন্দের নিকট সাম্রাজ্য প্রাপ্তিও অতিতুচ্ছ কেবল চুপ করিতে পারিলেই তাহা পাওয়া যায়। এই জন্যই ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য। আরও দেখ বাসনা শূন্য হইয়া অভ্যাসবশে নিজ ব্যবহার কর্ম্মে যে কর্ত্তৃত্ব ইহাই পরম ধৈর্য্য। এই ধৈর্য্য দ্বারা জন্মান্তর নিবৃত্তি হয়। বাসনাশূন্য—কল্পনাশূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুসরণ করতঃ কুলালচক্র ভ্রমণের ন্যায় স্বীয় নিত্যকর্ম্মে স্পন্দিত হইও, কর্ম্মফলের দিকে বুদ্ধি রাখিওনা। কর্ম্মত্যাগেও ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিও না। আমি কর্ম্ম করি ইহাও যেমন বন্ধন, আমি কিছুই করি না চুপ করিয়া থাকি ইহাও সেইরূপ বন্ধন। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই সমান। ফলাকাঙ্ক্ষা যদি ত্যাগ করিতে পার তবে কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্ম অনুষ্ঠান যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাকে কঠিন বিবেচনা করে তাহাদের পক্ষে

নিরুপদ্রব উপায় হইতেছে "ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া কর্ম্ম করি—অন্য কোন আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করি না" ইহা জানিয়া কর্ম্ম করা। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি গুরু ও শাস্ত্র সাহায্যে জানা আবশ্যক। ইহাও ফলসন্ন্যাসের সহজ উপায়। সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্মরণ করা। কেহ মিত্রও নাই, কেহ শত্রুও নাই, কেহ আত্মীয় স্বজনও নাই, কেহ পরও নাই, কেহ হিংসাও করিবার নাই, কেহ ভালবাসিবারও নাই—সর্ব্বত্রই সর্ব্ববস্তু ব্যাপিয়া শ্রীভগবান্ বিরাজ করিতেছেন এই ভাবটি প্রতি পদার্থ দেখিয়া স্মরণ অভ্যাস করা। শত্রু বা মিত্র যাহারা লোক ব্যবহারে হইয়া পড়ে তাহাদের ইচ্ছামত কার্য্য না করিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রীভগবান্ আছেন স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞা—শাস্ত্র যাহা বলিয়া দিতেছেন তাহাই সম্পাদন করা ইহা ধর্ম্ম জগতের সহজ সোপান। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" অন্তরে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তু দেখিয়া ইহা স্মরণ করিতে করিতে প্রারব্ধ ভোগ হইয়া যাইতেছে ঈশ্বর আমাকে কৃপা করিয়া কর্ম্ম করাইয়া কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিতেছেন—ইহা ভাবনা করিতে পারিলে কর্ম্মকালে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিবেনা। কেমন করিয়া থাকিবে?

যেদিন এই দেহ ধরিয়াছ আর যে দিন এই দেহ ছাড়িয়া যাইবে এই সমস্ত সময় ধরিয়া তোমার কর্ম্ম চলিবে, তোমার প্রারব্ধ ভোগ হইবে। তোমার যে সমস্ত কর্ম্ম সঞ্চিত আছে তাহারই এক অংশ দিয়া কার্য্য করাইবার জন্য এই দেহের সহিত তুমি জড়িত হইয়াছ। এক কথায় তোমার দেহটি কর্ম্মসমষ্টি—শুধু প্রারব্ধ কর্ম্ম মাত্র। শ্রীভগবান্ তোমাকে কর্ম্ম করাইয়া তোমার কর্ম্মক্ষয় করিয়া দিতেছেন—নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা হইয়া গিয়াছে বা যাহা হইবে সে জন্য তুমি আর সুখ দুঃখ বোধ করিয়া অভিমান কর কেন? যাহা হয় হউক না কেন তুমি "কর্ত্তা নও" জানিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে সমস্ত সহ্য করিয়া যাও, অথবা দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া সমস্তই দেখিয়া যাও—দেখ এই ভাবে থাকিতে পারিলে তোমার দ্বারা যে কর্ম্ম হইবে তাহাতে তোমার ফলাকাঙ্ক্ষা আর কোথায় থাকে? তাই বলিতেছি কর্ম্মসন্ন্যাস না করিয়া ফলসন্ন্যাস অভ্যাস কর—তুমি কর্ম্মে অকর্ম্ম অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিবে—তুমি যোগযুক্ত হইবে, তুমি কৃৎস্নকর্ম্মকৃত হইতে পারিবে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥

শ গ শ
যস্য যথোক্তদর্শিনঃ পূর্ব্বোক্তপরমার্থদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তো
ম ম
বৈদিকা লৌকিকা বা সমারম্ভাঃ সমারভ্যন্তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা

[শ] কর্ম্মাণি কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ [ম] কামঃ ফলতৃষ্ণা সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ লোকসংগ্রহার্থং বা জীবনযাত্রার্থং বা প্রারব্ধকর্ম্মবেগাদ্ বৃথাচেষ্টারূপাঃ [ম] সম্ভবন্তি বুধাঃ [শ] ব্রহ্মবিদঃ তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং [ম] কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং, জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য [ম] তং পণ্ডিতং আহুঃ সম্যগ্‌দর্শী হি পণ্ডিত উচ্যতে নতু ভ্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদ্‌গণ [কর্ম্মে অকর্ম্মদর্শন রূপ] জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ কর্ম্ম সেইরূপ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মে অকর্ম্ম যিনি দেখেন তিনি যাহাই কেন করুন না—তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন ইহা কিরূপে হয়?

ভগবান্—কর্ম্ম যাহাই কেন করনা—লোক সংগ্রহার্থ অথবা জীবনযাত্রার্থ কিম্বা প্রারব্ধবশতঃ যে ভাবেই কর্ম্ম কেন না কর তোমার সমস্ত কর্ম্ম কামবর্জ্জিত ও সঙ্কল্প বর্জ্জিত হওয়া চাই।

অর্জ্জুন—কিরূপে তাহা হইবে ?

ভগবান্—ফল তৃষ্ণাকে বলে কাম, আর আমি করিতেছি এই অহং কর্ত্তা অভিমানকে বলে সঙ্কল্প। যাঁহারা পণ্ডিত, লৌকিক বা বৈদিক কোন কর্ম্মকালে তাঁহাদের এই দুইটি বোধ থাকিবে না। কারণ শক্তির ব্যক্তাবস্থাটি কর্ম্ম। প্রকৃতিই আদি শক্তি। মানুষের মধ্যে আসিয়া ইহা ত্রিবিধরূপ ধারণ করে। মনটি ইচ্ছাশক্তি, প্রাণটি ক্রিয়াশক্তি এবং বুদ্ধিটি জ্ঞানশক্তি। এইরূপে প্রকৃতি ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া রূপে পরিণত হইতেছে। শক্তিতরঙ্গ চৈতন্যসমুদ্রের উপর খেলা করিতেছে। চৈতন্য সর্ব্বদা স্থির শান্ত। "আমি শক্তি নই আমি চৈতন্য" এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তিনি শতকর্ম্ম করিলেও আপন শান্ত চৈতন্য স্বভাবটিকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হন না। চৈতন্য ত কর্ম্মই করেন না—ফলতৃষ্ণা তাঁহার থাকিবে কিরূপে! আমি কর্ত্তা এই অভিমানই বা কিরূপে আসিবে ?

মনে করা হউক যখন তিনি ভ্রমণ করিতেছেন তখন তাঁহার মনে কি হইবে? শক্তি কর্ম্ম করিতেছে—ঘটটা একস্থান হইতে স্থানান্তরে নড়াচড়া করিতেছে, ঘট মধ্যবর্ত্তী আকাশ কিন্তু স্থির। আমি ইচ্ছা করিয়া বেড়াইতেছি এক্ষেত্রেও যাহাকে আমার ইচ্ছা বলিতেছি তাহা কি?—প্রাণটা ক্রিয়াশক্তি, মনটা ইচ্ছাশক্তি—ইহারা প্রকৃতি—ইহারা আমি নহে। অথবা মনে করা হউক আমি সন্ধ্যা পূজা করিতেছি। এক্ষেত্রেও চৈতন্যের সাক্ষাতে আমার খণ্ড প্রকৃতি বা শক্তি অখণ্ড শক্তিকে ডাকিতেছে তাহার সহিত মিশিবার জন্য। চৈতন্য কিছু করিতেছেন না—তিনি দ্রষ্টা মাত্র। এই বোধটি যাঁহার সর্ব্বদা আছে তিনিই পণ্ডিত। এই জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কোন কর্ম্মই সুখ বা দুঃখ রূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তাঁহার কোন কর্ম্মই আর আমি কর্ত্তা এই অভিমানে তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। মরীচিই মরীচিকার স্বরূপ ইহা যিনি জানিয়াছেন দৃশ্য প্রপঞ্চে যিনি এক পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বস্তুই দেখেন তিনিই জ্ঞানবান্। যিনি সকল বস্তুকে আপন ইষ্টদেব ভাবে দেখেন তিনিই ভক্ত। জ্ঞান বা ভক্তি জন্মিলেই কর্ম্ম অভ্যাস বশে চলে। চক্ষের পলক পড়ার মত কর্ম্ম হইয়া যায়—চিত্ত সর্ব্বদাই চৈতন্যস্বরূপ ইষ্ট দেবতা লইয়াই থাকে—এ ক্ষেত্রে কর্ম্মের ফল তৃষ্ণাই বা কোথায় থাকিবে এবং আমি করিতেছি এই অভিমানই বা থাকিবে কোথায়? এই রূপ ব্যক্তির জ্ঞান অগ্নি সর্ব্ব কর্ম্ম দগ্ধ করে। চিত্তের যে বৃত্তি প্রবুদ্ধ হইলে সর্ব্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য উপলব্ধি হয় তাহাই পণ্ডা। পণ্ডা জন্মিলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া যায়। যিনি সর্ব্বত্র একই দেখেন—যিনি সমদর্শী তিনিই পণ্ডিত।

অর্জ্জুন—আহা! জগতে কত অজ্ঞানী আছে। জ্ঞানলাভ করিবার সাধ্যত সকলের নাই। কিরূপে ইহারা সমদর্শী হইবে? কিরূপেই বা ইহারা ফলতৃষ্ণা ত্যাগ করিবে, কিরূপেই বা অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবে?

ভগবান্—জ্ঞানে যাহারা সর্ব্বত্র এক বস্তুকে দেখিতে পাইল না—তাহারা বিশ্বাস অবলম্বন করুক। সকল বস্তুতে ভগবান্ আছেন ইহা বিশ্বাস করুক। দৃশ্য প্রপঞ্চে যাহা দেখিবে, যাহা শুনিবে এমন কি নিজের মনকে অথবা নিজের প্রাণকে ইষ্ট দেবতা ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ করুক, সর্ব্বদা তাঁহার শরণাপন্ন হউক সে ক্রমে সমদর্শী হইতে পারিবে। যখন ভয়ানক বিপদ পড়িবে, যখন কিছুতেই মন হইতে প্রচণ্ড চিন্তার প্রবাহ তাড়াইতে পারিবে না—তখন মনে ভাবুক শ্রীভগবান্ ঐরূপে তাহার প্রারব্ধ ক্ষয় করাইতেছেন—ইহা ভাবনা করিতে করিতে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া যাউক ক্রমে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং সমদর্শী হইতে পারিবে।

সমদর্শী হইবার একটা সহজ সঙ্কেত বলি শ্রবণ কর। ইহাতে ইষ্ট ইহাতে অনিষ্ট এরূপ বোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সমদর্শী হওয়া যায় না। তুমি প্রথমে ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট জ্ঞান করিতে অভ্যাস কর। অভ্যস্ত হইলে তখন দুইই পরিত্যাগ করিবে। ইষ্টানিষ্ট ত্যাগে সাম্যদৃষ্টির উদয় হইবে। ইহা স্থায়ী হইলে আর জন্ম হইবে না।

অর্জ্জুন—আর একটু কথা আছে। সর্ব্বত্রই আমার ভগবান্ আছেন এই যে বিশ্বাস তুমি করিতে বলিতেছ—বলত এই বিশ্বাসে আনন্দ কিরূপে আসিবে?

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন ভালবাসাই জীবের পরম পুরুষার্থ। জীব ভালবাসিতেই চায়। রাগ দ্বেষ কেহই চায় না। শত্রুর মধ্য হইতেও তাঁহার মন্দবৃত্তি গুলি পুঁছিয়া ফেলিয়া মানুষ তাহাকে ভালবাসিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায়। ইহার কারণ কি জান? আমিই ভালবাসা। আনন্দই আমার স্বরূপ। আনন্দ হইতেই সমস্ত বস্তু প্রসূত হইয়াছে। জীব একদিন আমার নিকটে ছিল—আমার সঙ্গে ছিল আমার রাজ্যে সকলেই সকলকে ভালবাসিত। এখন সেই ভালবাসার রাজ্য হইতে নিজ দোষে তাড়িত হইয়া এই পৃথিবীতে পড়িয়াছে। সকলেই নিরন্তর সুখ খুঁজিতেছে। আনন্দ মনে করিয়া মানুষ কত কি সুখ তুলিয়া লইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা ত্যাগ করিতেছে। প্রকৃত আনন্দ—স্থায়ী আনন্দ আমি। অমি ভিন্ন মানুষ জুড়াইতে পারিবেনা। এই আনন্দ স্বরূপটি এই অধিষ্ঠান চৈতন্য সকল বস্তুর ভিত্তি। ঐ যে পাহাড়ের নিকটে ফুলের গাছে ফুলটি দুলিতেছে মানুষ যদি উহার সহিত কথা কয়—আমিত সর্ব্বত্রই আছি—তবে আমি ঐ ফুলের মধ্য হইতে কথা কহিতে পারি—মানুষ যদি আমার জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুল হয়, সকল বস্তুতে যদি আমার অনুসন্ধান করে, সকল বস্তুতে আমি আছি স্মরণ রাখিয়া যদি কথা কহিতে অভ্যাস করে, পাখীর শব্দে, বাতাসের স্পন্দনে, আকাশের নীলিমাতে, পুষ্পের হেলা দুলায়, পাহাড়ের স্থিরতায় যদি আমার ইঙ্গিত দেখিতে পায় তবে সে সর্ব্বত্র যেন দেখিবার কত কি পায়, সর্ব্বত্র শ্রোতা হইয়া যেন কতকি শুনিবার পায়। এইরূপ হইলে সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে একটা আনন্দ পাইবে। ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা পরে বিশেষ করিয়া বলিব এখন জ্ঞানের কথা শুনিয়া যাও।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

শ্রী ম
কর্ম্মফলাসঙ্গং কর্ম্মণি তৎফলে চাসঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিমানং
ম শ্রী
ভোগাভিলাষঞ্চ ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ
শ শ শ
নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ নিরাশ্রয়ঃ আশ্রয়রহিতঃ আশ্রয়োনাম
যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষতি দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত

দ ম
ইত্যর্থঃ দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানশূন্যঃ ফলকামনায়াঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানস্য চ
ম বি শ্রী
নিবৃত্তৌ হেতুগর্ভং ক্রমেণ বিশেষণদ্বয়ং স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যা-
বি ম ম
শ্রয়তে ইতি বা এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং কর্ম্মণি
ম
লৌকিকে বৈদিকে বা অভিপ্রবৃত্তোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাল্লোকদৃষ্ট্যা-
ভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোঽপি সঃ স্বদৃষ্ট্যা নৈব
শ
কিঞ্চিৎ করোতি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

কর্ম্মের ফলত্যাগ ও "অহং কর্ত্তা" এই আসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজানন্দে তৃপ্ত এবং অন্য বিষয়ে আশ্রয় বা আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেও তিনি কিছুই করেন না ॥২০॥

অর্জ্জুন—"ফলের আকাঙ্ক্ষা" যাঁহার নাই এবং "অহং কর্ত্তা" এই অভিমানও যাঁহার নাই তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন ?

ভগবান্—কর্ম্ম কখন স্বেচ্ছায় হয়, কখন অনিচ্ছায় হয়, কখন পরেচ্ছায় হয়। কর্ম্মফলাশা যাঁহার নাই তাঁহার কর্ম্ম অনিচ্ছা বা পরেচ্ছায় হইতে পারে। জীবন ধারণ জন্য তাঁহাদের কর্ম্ম হইতেও পারে। পরের ইচ্ছা দ্বারাও কর্ম্ম হইতে পারে। প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেও পারে নিজের অভাব কিছুই নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা হইবে ঐরূপ ব্যক্তি কি লইয়া থাকেন ? মনুষ্য বা জীব মাত্রেই বিনা কর্ম্মে ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। কি পাইয়া মানুষ তবে শান্ত, কর্ম্ম শূন্য অবস্থায় থাকেন ? আপনাতে আপনি তৃপ্তি পান বলিয়া তাঁহার নিজের কোন কর্ম্ম থাকেনা। এরূপ ব্যক্তি নিত্যতৃপ্ত। যতদিন জীবের আত্মদর্শনরূপ বিবেকের উদয় না হয় ততদিন তাহার কর্ম্মে বাসনা জড়িত থাকে। কিন্তু বিবেক উদয়ে কর্ম্মে আসক্তি বা অনাশক্তি থাকেনা। এরূপ ব্যক্তি নিত্যতৃপ্ত। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি প্রাক্তন সংস্কার বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও—কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় এবং কর্ম্মে অহং কর্ত্তা অভিমান না থাকায়—কর্ম্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না।

অর্জ্জুন—বুঝিলাম তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ", কিন্তু তিনি আত্মতৃপ্ত ত বলিলে—নিরাশ্রয় কিরূপে ?

ভগবান্—যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোকে পুরুষার্থ সাধন করে তাহাকে বলে আশ্রয়। যিনি নিত্যতৃপ্ত তাঁহার সর্ব্বপুরুষার্থ সাধিত হইয়াছে। তিনি আর কি আশ্রয় করিবেন। অলব্ধ বস্তু লাভের নাম যোগ এবং লব্ধ বস্তু রক্ষার নাম ক্ষেম। নিত্যতৃপ্তের নিকটে যোগ ও মেক্ষের আবার কি প্রয়োজন? পরমআনন্দস্বরূপ যোগ এবং পরম আনন্দের স্থায়িত্বরূপ ক্ষেম ত তাঁহার হইয়াছে। সেইজন্য বলিতেছি নিত্যতৃপ্তের কর্ম্ম নাই। কিন্তু প্রারব্ধ বশতঃ বা লোক শিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম্মে তাঁহার বন্ধন নাই এজন্য প্রকৃত পক্ষে "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"। আত্মজ্ঞানীর কর্ম্ম অকর্ম্মই বটে।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

শ শ্রী ম
নিরাশীঃ নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ স গতত‍ৃষ্ণঃ নির্গত-
রা শ
ফলাভিসন্ধিঃ যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকারণসংঘাত
ম ব
স্তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ প্রত্যাহারেণ নিগৃহীতৌ যেন সঃ বশীকৃত-
নী
চিত্তদেহঃ সমাধিকালে নিরুদ্ধবাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিঃ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ
ম ম
ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা ভোগোপকরণানি যেন সঃ যতো জিতে-
ম নী
ন্দ্রিয়োঽতো বিগতত‍ৃষ্ণত্বাৎ স্ত্র্যাদিপরিগ্রহরহিতঃ প্রাকৃতেষু বস্তুষু
ব ম ম
মমত্ববর্জ্জিতঃ ইতি। এতাদৃশোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ শারীরং
শ ম
শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কৌপীনাচ্ছাদনাদিগ্রহণভিক্ষাটনাদিরূপং
ম
স্থিতিং প্রতি শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং কর্ম্ম কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ কেবলং
শ নী
কর্ম্ম তত্রাপ্যভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি কিল্বিষং আনিষ্টরূপং

শ
পাপং ধর্ম্মঞ্চ ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদ-
শ শ নী
কত্বাৎ। নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি বিধিতস্তেষাং ত্যাগাৎ ॥২১॥

সমস্ততৃষ্ণাপরিশূন্য, সংযতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগোপকরণ বিরহিত মহাত্মা শরীরস্থিতি মাত্র প্রয়োজনে তাহাও আবার কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলেও:কোন পাপভাগী হয়েন না॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় মহাত্মা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি" বলিয়াছ। কিন্তু ঐরূপ মহাত্মা যদি লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক হয়েন তবে কি তাঁহার মুক্তি হয় না?

ভগবান্—কর্ম্মে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয়ই তখন থাকে না। তিনি বৃক্ষইব স্তব্ধঃ কর্ম্ম যখন উপস্থিত হয় করেন, না আসিলে করেন না। যিনি সর্ব্বদা একান্তে থাকেন তিনি কর্ম্মকরা অনাবশ্যক জানিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মুক্ত হয়েন। তুমি ক্ষত্রিয় তোমার পক্ষে ফলসন্ন্যাসই বিধি, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। উপদেশ তোমার প্রতি বলিয়া ফলসন্ন্যাসই অধিক স্থানে বলিয়াছি।

অর্জ্জুন—যিনি নিরাশী—যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগ করিয়াছেন—যিনি অন্তরেন্দ্রিয় বা চিত্ত এবং দেহ ও জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়াছেন—সমস্ত ভোগ্য বস্তু যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার দেহ স্থিতি হয় কিরূপে? দেহ স্থিতির জন্য তাঁহাকেও ত শরীর রক্ষা জন্য ভিক্ষাটন রূপ কর্ম্ম করিতে হইবে ইহাতে তাঁহার পাপ পুণ্য আছে কিনা?

ভগবান্—"শারীরং কেবলং কর্ম্ম" করিলেও তাঁহার পাপ পুণ্য রূপ কিল্বিষ নাই।

অর্জ্জুন—শারীর কর্ম্ম কাহাকে বলিতেছ?

ভগবান্—দুইটি অর্থ হয়। (১) শরীরেণ নির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং অর্থাৎ যে কর্ম্ম শরীর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। (২) শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়। অগ্নিষ্টোমাদি বহুবিধ শাস্ত্রীয় কর্ম্ম শরীর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। "শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলেও পাপভাগী হইবেনা" প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে এইরূপ বুঝিতে হয়। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে পাপ হইবে কেন? এই জন্য শারীর কর্ম্ম অর্থে শরীরস্থিতিপ্রয়োজন। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে শ্লোকাংশের অর্থ হয় শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইবেনা—যেন শাস্ত্রে আছে যে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে পাপ হয়। এইজন্য প্রথম অর্থ হইবে না। শারীরং কর্ম্ম অর্থে শরীরস্থিতি প্রয়োজনে কর্ম্ম।

অর্জ্জুন—"শারীরং কর্ম্ম" করিলে পাপ হয়না—এরূপ বলিলে ইহাও ত সূচিত হইতে পারে যে বাচিক বা মানসিক কর্ম্ম করিলে পাপ হয়?

ভগবান্—ঐরূপ মহাত্মা শারীর কর্ম্ম করিলে তাঁহার পাপ হইবেনা কিন্তু বাচিক বা মানসিক কর্ম্ম যে জপ ও ধ্যানাদি ইহা করিলে পাপ হইবে—ইহাত হইতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত দোষ এখানেও আছে।

অর্জ্জুন—"কেবলং কর্ম্ম" কি ?

ভগবান্—কেবল কর্ম্ম বলিতে বুঝিবে শুধু কর্ম্মটি—কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে যে ফলাভিসন্ধি থাকে আর অহংকর্ত্তা অভিমান থাকে তাহা বাদে কর্ম্মটি মাত্র। এজন্য কেবলং কর্ম্ম অর্থে অভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম—কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যং পরাধারোপিতকর্ত্তৃত্বেন কুর্ব্বন্ পরমার্থতোঽকর্ত্রাত্মদর্শনাৎ। কর্ম্ম করিয়াও যিনি ভগবানে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে পারিয়াছেন তিনিই কেবল কর্ম্ম করিতে পারেন।

অর্জ্জুন—"কিল্বিষং ন প্রাপ্নোতি" এখানে কিল্বিষ অর্থে কি ধর্ম্ম অধর্ম্ম অথবা পাপ ও পুণ্য উভয়ই বুঝাইবে ?

ভগবান্—পাপ কর্ম্ম ত সকলের পক্ষে অনিষ্টজনক কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে পুণ্যটাও ভোগ বটে। কোন কিছু ভোগ করিতে হইলে ভোগায়তন দেহ ধারণ করিতে হয়—কাজেই আবার জন্ম আছে। মুমুক্ষু এইজন্য সকাম শাস্ত্রীয় কর্ম্মজনিত পুণ্যকেও কিল্বিষ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিল্বিষমনিষ্টরূপং পাপং ধর্ম্মশ্চ ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ অথবা কিল্বিষং ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতমনিষ্টং সংসারং পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টফলেন কিল্বিষত্বাৎ। ঐরূপ মহাত্মা যদি শরীরস্থিতির জন্য দৃষ্টফলপ্রদ ভিক্ষাটনাদি অথবা অদৃষ্টফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করেন তবে তিনি কিল্বিষ বা সংসারকে আর প্রাপ্ত হয়েন না, তিনি মুক্তই হয়েন।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ অপ্রার্থিতোঽযত্নতো [শ] লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন [ম] সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ [ম] দ্বন্দ্বানি ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাদীনি অতীতঃ দ্বন্দ্বৈর্হি শীতোষ্ণাদিভিঃ [শ] হন্যমানোঽবিষণ্ণচিত্তঃ বিমৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহনপূর্ব্বিকা স্বোৎকর্ষবাঞ্ছা মৎসরস্তদ্রহিতঃ অদ্বিতীয়াত্মদর্শনেন [শ] নির্বৈরবুদ্ধিঃ [ম] অতএব সমসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমস্তুল্যো যদৃচ্ছালাভস্য

সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধৌ ন হৃষ্টঃ নাপ্যসিদ্ধৌ বিষণ্ণঃ স শারীরং
শ শ্রী রা
ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে বন্ধং সংসারং ন
শ্রী
প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

যিনি অযাচিত লাভে সন্তুষ্ট, যিনি শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদি দ্বন্দ্বদ্বারা অবিষণ্ণচিত্ত যিনি [পরের প্রশংসা অসহন পূর্ব্বক নিজের উৎকর্ষ বাঞ্ছারূপ] মাৎসর্য্যশূন্য এবং [অযাচিত লাভের] সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান এরূপ ব্যক্তি [শারীর]-কর্ম্ম [ভিক্ষাটনাদি] করিয়াও বদ্ধ হয়েন না ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—ব্যুত্থিত যোগী শরীর ধারণার্থ ভিক্ষাটনাদি করিবেন। শরীরধারণজন্যত অন্ন বস্ত্র আবশ্যক। এ সমস্ত সংগ্রহ জন্য প্রযত্ন করিলেও কর্ম্ম বন্ধন হইবে না?

ভগবান্—কৌপীন যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারণীম্। পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্" কৌপীন যুগল ইহাই যতির বাস আর শীতনিবারণ জন্য কন্থা এবং পাদুকা—ইহা ভিন্ন অন্য সঞ্চয় থাকিবে না। যতি, অযাচিত ভাবে যাহা আসিল তাহাতেই পরিতৃপ্ত—এবং ক্ষুধা পিপাসাদি সহনশীল। অন্যে পায় আমি পাই না এই মাৎসর্য্য তাঁহার নাই। কিরূপে থাকিবে বল? যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন যিনি আপন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছেন—এরূপ ব্যক্তি কিছু আসুক বা না আসুক কিছুতেই তিনি সুখী বা দুঃখী হননা। তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব ভাব নাই বলিয়া ভিক্ষাটনাদি করিলেও তিনি বদ্ধ হইবেন না।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

শ শ
গত সঙ্গস্য সর্ব্বতোনিবৃত্তাসক্তেঃ মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাদিবন্ধনস্য
ম ম শ ম
কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যধ্যাসশূন্যস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক-
শ শ
বোধে এব অবস্থিতং চেতোযস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাস্তস্য
ম ম

ম ম
স্থিতপ্রজ্ঞস্যেত্যর্থঃ উত্তরোত্তরবিশেষণস্য পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বেনান্বয়ো দ্রষ্টব্যঃ। গতসঙ্গত্বং কুতঃ যতোঽধ্যাসহীনত্বং, তৎ কুতোযতঃ স্থিত-
ম ম
প্রজ্ঞত্বমিতি ঈদৃশস্যাপি যজ্ঞায় প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ যজ্ঞসংরক্ষণার্থং
ম
জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে শ্রেষ্ঠাচারত্বেন লোকপ্রবৃত্ত্যর্থং যজ্ঞায় বিষ্ণবে
ম ম শ
তৎপ্রীত্যর্থমিতি বা আচরতঃ কর্ম্ম যজ্ঞদানাদিকং সমগ্রং সহাগ্রেণ
শ ম
কর্ম্মফলেন বর্ত্ততেইতি সমগ্রং প্রবিলীয়তে প্রকর্ষেণ কারণো-
শ রা
চ্ছেদেন তত্ত্বদর্শনাদ্বিলীয়তে বিনশ্যতি নিঃশেষংক্ষীয়তে ॥২৩॥

যিনি সর্ব্বত আসক্তিশূন্য, যিনি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিঅভিমানমুক্ত, যিনি ব্রহ্মাত্মৈক জ্ঞান বিশিষ্ট, তাঁহার যজ্ঞের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান ফলের সহিত ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট, বিমৎসর, দ্বন্দ্বাতীত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান ইহা সন্ন্যাসীই হইতে পারেন। আর সন্ন্যাসী যদি শরীর রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম্মবন্ধন হয় না বুঝিলাম কিন্তু জনকাদির ন্যায় ব্রহ্মবিৎ গৃহীকে শরীর, পরিবার, রাজ্য সমস্তই রক্ষা করিতে হয়—যজ্ঞাদিও করিতে হয়—ইঁহাদের কর্ম্মবন্ধন থাকেনা কিরূপে?

ভগবান্—ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসী যিনি কর্ম্মসন্ন্যাস করেন আর তোমার মত বা জনকাদির মত গৃহস্থ যাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য ফলসন্ন্যাস। ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা কখনও বন্ধনের কারণ হয় না।

অর্জ্জুন—কোন অবস্থায় গতসঙ্গ হওয়া যায়?

ভগবান্—তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত, যিনি মুক্ত অর্থাৎ যিনি "অহং কর্ত্তা" "অহং ভোক্তা" এই অভিমানশূন্য।

অর্জ্জুন—"অহং কর্ত্তা" এই অভিমান কিরূপে যাইবে?

ভগবান্—যাঁহার চিত্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছে—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মের সহিত আত্মা যে অভিন্ন ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন তিনিই অভিমান শূন্য। এরূপ ব্যক্তি প্রারব্ধবশে বা লোক শিক্ষার্থ বা বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় যজ্ঞদানাদিও যখন করেন তখন তাঁহার কর্ম্ম ফলের সহিত নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ইঁহার বন্ধন আর কিছুতেই হয় না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

হ ম
অর্পণং অর্প্যতে হূয়তেঽনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং জুহ্বাদি
ম ম ম
মন্ত্রাদি চ এবমর্প্যতেঽস্মা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং দেবতারূপং সম্প্রদানং
ম ম
এবমর্প্যতেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণমধিকরণং দেশকালাদি তৎ সর্ব্বং
ম ম
ব্রহ্মণি কল্পিতত্বাৎ ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব রজ্জুকল্পিতভুজঙ্গবদধিষ্ঠানব্যতিরে-
ম নী নী শ্রী
কেণাসদিত্যর্থঃ হবিঃ অর্পণীয়ং ঘৃতাদিকমপি ব্রহ্ম ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মাগ্নৌ
ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মভূতেঽগ্নৌ ব্রহ্মণা যজমানেনাধ্বর্য্যুণা চ
ব ব ব হ
হুতং ত্যক্তং প্রক্ষিপ্তঞ্চ অগ্নির্যজমানোঽধ্বর্য্যুশ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। যস্য
রা শ
এতৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ ব্রহ্মময়ং তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম
ব
ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ ব্রহ্মরূপে কর্ম্মণি সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রং যস্য স ব্রহ্মকর্ম্ম-
শ ব শ্রী শ্রী
সমাধিস্তেন মুমুক্ষুণা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং নতু ফলান্তরমিত্যর্থঃ
রা রা
ব্রহ্মাত্মকতয়া ব্রহ্মরূপমাত্মস্বরূপং গন্তব্যমিতি ॥ ২৪ ॥

অর্পণটি [হোতা বা মন্ত্র বা হোমপ্রক্রিয়া] ব্রহ্ম, হবিঃ [ঘৃতাদি যাহা অর্পিত হয়] ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপযজমান দ্বারা হোম অনুষ্ঠিত, এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছ যে জ্ঞানীর "কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা শাস্ত্র যে বলেন "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ফল ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম কিছুতেই

ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। আরও "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্" শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ অবশ্যই করিতে হইবে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ফল না জন্মাইয়াই কিরূপে নষ্ট হয়?

ভগবান্—যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করিলে তাহা নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অগ্রে যজ্ঞ কি বুঝ। সকল কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেনা। যে সকল কর্ম্ম যজ্ঞার্থ নহে, যাহা দ্বারা প্রকৃষ্ট গতি (প্রোত) লাভ হয় না, যে কর্ম্ম দ্বারা জীবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ না হয়, এক কথায় যে কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের পরমপদে চিরস্থিতি লাভ না হয় তাহা যজ্ঞ নহে। কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে অথবা ব্রহ্মার্পণ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কর্ম্ম কখন যজ্ঞ হইবে না। ঈশ্বরার্পণ হইলে ভোজনকে যজ্ঞরূপে গ্রহণ করা যায়, স্নানকেও যজ্ঞ বলা যায়, শয়নকে যজ্ঞ বলা যায়। ভোজন কালে তাঁহাতে অন্ন আহুতি দিতেছি, স্নান কালে তাঁহাতে মগ্ন হইতেছি, শয়নে তাঁহাতে সমাধি করিতেছি—এইরূপে এই সমস্ত কার্য্য যজ্ঞ হইয়া যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্পণ তখন হয় যখন কর্ম্মগুলিকে ব্রহ্ম বোধ করা যায়। পূর্ব্বে ব্রহ্মার্পণ ও ঈশ্বরার্পণ বুঝাইয়াছি স্মরণ কর।

বেদে যে উপাসনার কথা আছে তাহা "বিশিষ্ট চিন্তা"। এই উপাসনা তিন প্রকার। (১) অঙ্গাববদ্ধ (২) প্রতীক (৩) অহংগ্রহ। "ইদং উদ্গীথং ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" এই উদ্গীথকে—যজ্ঞের অঙ্গ বিশেষকে ব্রহ্ম ভাবনায় উপাসনা করিবে। ইহার নাম অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা।

এক্ষণে যজ্ঞের অঙ্গগুলি লক্ষ্য কর। অর্পণ (হোতা), যাহা অর্পিত হয় হবি, যাহাতে অর্পিত হয় অগ্নি, যিনি অর্পণ করেন যজমান, হবন রূপ ক্রিয়া হুতম্—এই গুলি যজ্ঞের অঙ্গ। যজমান ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, যদ্দ্বারা ঘৃত আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহাও ব্রহ্ম, যাহা বলিয়া আহুতি দেওয়া হইতেছে তাহাও ব্রহ্ম, সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ গুলিকে যিনি ব্রহ্মরূপে ভাবনা করেন তাঁহার উপাসনাকে অঙ্গাববদ্ধ উপাসনা বলে। ব্রহ্মে এইরূপে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন।

জপ যজ্ঞের দৃষ্টান্ত ধর। অনেকে জিজ্ঞাসা করে প্রকৃতিই ত কর্ম্ম করেন আত্মা ত কিছুই করেনা তবে জপ করে কে? জপ করে মানুষের মন। মনকেই লোকে আত্মা ভাবে তাই বুঝিতে পারেনা নিষ্ক্রিয় আত্মা কোনটি। মনটাই প্রকৃতি। আর যিনি দ্রষ্টাভাবে প্রকৃতির কার্য্য দেখেন তিনিই আত্মা। কিন্তু যে ব্যক্তি—যে মন্ত্র জপ করিতেছে তাহাকে ব্রহ্ম দেখেন, যে মন জপ কার্য্য করিতেছে তাহাকেও ব্রহ্ম দেখেন, যে শ্বাস সাহায্যে জপ হইতেছে তাহাকেও ব্রহ্ম দেখেন, এক কথায় মন্ত্র, শ্বাস, মন, ইষ্টদেবতা সমস্তই যাঁহার এক হইয়া গিয়াছে—সমস্তই ইষ্টদেবতা হইয়া গিয়াছে তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন। মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত, আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত, মনকে ব্রহ্ম ভাবনা করিয়া উপাসনা করা, সূর্য্যকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করা ইহার নাম প্রতীক উপাসনা। অহংগ্রহ উপাসনায় অহংব্রহ্ম ইহার ভাবনা করিতে হয়। পরে এই সমস্ত বিষয় আরও আসিবে। এখানে এই পর্য্যন্ত আবার বলি যে যতি যজ্ঞ করিতে

গিয়া স্রুবাদি দেখিতে পাননা—কেবল ব্রহ্ম ভাবনাই করেন, যে হবি আহুতি দেন তাহাকে ব্রহ্ম ভাবনা করেন, আহুতি প্রদানের অগ্নিতে ব্রহ্ম ভাবনা করেন—যাঁহার চক্ষে হোতাও ব্রহ্ম—এইরূপ ব্রহ্মার্পণচিত্ত যতির যে ফল লাভ হয় তাহাও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত যিনি অন্য কিছুই ভাবনা করিতে পারেন না তাঁহার আর কর্ম্মই বা কি আর কর্ম্মবন্ধনই বা কি ?

অর্জ্জুন—কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান হয়না ইহা ত শাস্ত্র বলেন।

ভগবান্—কর্ম্ম ও জ্ঞান এক নহে। যতদিন কর্ম্ম থাকে ততদিন জ্ঞান হয় না। কিন্তু কর্ম্ম যখন অহং অভিমান শূন্য হইয়া কৃত হয়—অর্থাৎ কর্ম্ম যখন প্রকৃতিবিযুক্ত কিন্তু আত্মস্মরণানুসন্ধানযুক্ত—তখন কর্ম্মটি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হইলেও মনটি আত্মানুসন্ধানব্যাপৃত বলিয়া ঐ কর্ম্মও জ্ঞানাকারতা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে ফলসন্ন্যাস পরে কর্ম্মসন্ন্যাস হইয়া জ্ঞান লাভ হইয়া যায়।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

শ শ্রী শ
অপরে যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্মযোগিনঃ দৈবমেব যজ্ঞং দেবা
শ্রী শ
ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞ স্তমেব ইন্দ্রাদি-
ব নী ম
দেবার্চ্চনারূপং দেবতাপ্রধানম্ দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিরূপং
শ্রী রা
পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। এব-
শ্রী শ্রী শ
কারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। অপরে অন্যে জ্ঞান-
শ্রী শ শ
যোগিনঃ ব্রহ্মবিদঃ ব্রহ্মাগ্নৌ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং
ব্রহ্ম, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদি-
শ
বচনোক্তমশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং "নেতি নেতি" ইতি
শ
নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ সহোমাদি-

শ নী নী
করণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মৈব সত্যজ্ঞানানন্তানন্দাত্মকম-
নী
খণ্ডৈকরসং বস্তু তদেব জ্ঞাতং সৎ সর্ব্বকর্ম্মদগ্ধৃত্বাদগ্নির্ব্রহ্মাগ্নিস্তত্র
শ্রী শ শ
ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞং যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা আত্মনামসু যজ্ঞশব্দপাঠাৎ
শ ম ম নী
তং আত্মানং প্রত্যগাত্মানংতম্পদার্থং জীবং যজ্ঞেন এব উপজুহ্বতি
ম ম নী নী
যজ্ঞশব্দ আত্মনামসু যাস্কেন পঠিতঃ আত্মনৈব নিরুপাধিকরূপেণ
শ নী নী
প্রতিক্ষিপন্তি ঘটাকাশমিব মহাকাশে উপাধিপ্রহাণেন প্রবিলাপয়ন্তি
ম ম শ
তৎ স্বরূপতয়া পশ্যতীত্যর্থঃ। সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন
পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমস্তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-
দর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অপর [কর্ম্ম] যোগিগণ দেবোদ্দেশেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। অপরে [জ্ঞানযোগী] ব্রহ্মাগ্নিতে [নিরুপাধিক] আত্মাদ্বারাই [সোপাধিক] আত্মাকে আহুতি প্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—"ব্রহ্মার্পণং" ইত্যাদি যে যজ্ঞ তাহার নাম সম্যগ্‌জ্ঞান যজ্ঞ। ইহাতে জ্ঞানকেই যজ্ঞরূপে সম্পন্ন করিয়াছ। ইহার ফল "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং"। সকলেই কি এই রকম যজ্ঞই করিবে, না অধিকারী ভেদে যজ্ঞও বহু প্রকার?

ভগবান্—সম্যগ্ জ্ঞান যজ্ঞে যাঁহাদের অধিকার নাই তাঁহাদের কেহ কেহ (১) দৈব যজ্ঞ করেন। ইন্দ্র অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশেই এই দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈদিক যজ্ঞ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য। গোভিল গৃহ্যসূত্রে ইহার বিধি লিখিত আছে। পক্ষান্তা উপবস্তব্যাঃ পক্ষাদয়োঽভিযষ্টব্যাঃ" প্রতি মাসেই অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে উপবাস করিবে এবং শুক্ল প্রতিপদ ও কৃষ্ণ প্রতিপদে যাগ করিবে। কেহ কেহ (২) জ্ঞানযজ্ঞ বা আত্মযজ্ঞ করেন। সম্যগ্ জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞং বিভজতে ব্রহ্মাগ্নাবিতি। ব্রহ্মাগ্নৌ ইত্যাদি শ্লোকে যে জ্ঞান যজ্ঞ বলা হইতেছে তাহা সম্যগ্ জ্ঞানাখ্য যজ্ঞের বিভাগ। এজন্য ব্রহ্মার্পণরূপ সম্যক্ জ্ঞান যজ্ঞকে পরবর্ত্তী যজ্ঞ সমূহের সহিত গণনা করা হইলনা—পরবর্ত্তী যজ্ঞগুলি ইহারই বিভাগ।

অর্জ্জুন—(২) জ্ঞান যজ্ঞে করণীয় কি ?

ভগবান্—যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দান। সম্যগ্‌জ্ঞান যজ্ঞে যজ্ঞীয় উপকরণ সমূহকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোম করিতে হয়। আর জ্ঞান যজ্ঞে তৎরূপ চিদগ্নিকুণ্ডে তমরূপ জীবকে আহুতি দিতে হয়। উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে উপাধিশূন্য ব্রহ্মস্বরূপে যে দর্শন তাহাই এখানে হোম। ব্রহ্মাগ্নিই তৎ পদার্থ। ইহাতে ত্বম্পদার্থ বা জীবহবিকে প্রণব মন্ত্রে নিক্ষেপ করিতে হয়। জীবাত্মার পরমাত্মদর্শনরূপ হোম এই জ্ঞানযজ্ঞ বা আত্মযজ্ঞে করণীয়। সন্ন্যাসীগণ ইহার অধিকারী।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ শ্রী ম
অন্যে যোগিনঃ নৈষ্ঠিকাব্রহ্মচারিণঃ প্রত্যাহারপরাঃ শ্রোত্রাদীনি
ম
ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য সংযমাগ্নিষু
ম ম
ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দেনোচ্যতে। তথা-
ম
চাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ “ত্রয়মেবাত্র সংযমঃ” ইতি সংযমানাং ভেদাদ-
ম
গ্নিত্বিতি বহুবচনম্ তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ “ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে
নী
সংযমনাৎ চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্, কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিরিতি।
শ শ ম
সংযমা এবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ধারণা-
ম
ধ্যানসমাধিসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরন্তীত্যর্থঃ।
নী
তত্র শ্রোত্রম্ অনাহতধ্বনৌ সন্নিয়ম্য হংসোপনিষদুক্তরীত্যা ঘণ্টানা-
নী
দাদীন্ দশ নাদাননুভবন্তি, নহি তত্র সন্নিয়তে চেতসি শব্দান্তরগ্রহণং
নী ম
তদা ভবতি, সোঽয়ং শ্রোত্রস্য সংযমাগ্নৌ হোমো বোধ্যঃ। বিষয়েভ্যো

ম
নিগৃহীতানীন্দ্রিয়াণি চিত্তরূপাণ্যেব ভবন্তি। ততশ্চ বিক্ষেপাভাবাচ্চি-
ত্তধারণাদিকং নির্ব্বহতীত্যর্থঃ। তদনেন প্রত্যাহারধারণাধ্যান-
ম
সমাধিরূপং যোগাঙ্গচতুষ্টয়মুক্তম্, তদেবং সমাধ্যবস্থায়াং সর্ব্বে-
ম
ন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধো যজ্ঞত্বেনোক্তঃ, ইদানীং ব্যুত্থানাবস্থায়াং রাগদ্বেষ-
ম
রাহিত্যেন বিষয়ভোগো যঃ সোঽপ্যপরো যজ্ঞ ইত্যাহ—শব্দাদীন্
হ হ
শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদীন্ বিষয়ান্ অন্যে যোগিনঃ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু
শ ম ম
ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি অন্যে শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়-
ম
গ্রহণং স্পৃহাশূন্যত্বেনানন্যসাধারণং কুর্ব্বন্তি, স এব তেষাং হোমঃ
॥২৬॥

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্যে সংযমাগ্নিতে হোম করেন। অন্যে আবার শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—দৈব যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ বা আত্মযজ্ঞ—এই দুই প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছ। আরও যজ্ঞের কথা বলিবে?

ভগবান্—দৈব যজ্ঞের সহিত ব্রহ্মযজ্ঞ ও তদংশভূত জ্ঞানযজ্ঞের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে জ্ঞানযজ্ঞেরও বহু প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার মধ্যে যাহার যেটিতে রুচি লাগে সে তাহা অভ্যাস করিতে পারিলেই সমাধি লাভ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—আচ্ছা এখন তুমি সমস্ত যজ্ঞ গুলির নাম কর ও করণীয় বল।

ভগবান্—(৩) সংযম যজ্ঞ। এই যজ্ঞ দ্বারা চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিকে রূপশব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া ধারণা ধ্যান সমাধি রূপ সংযম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হয়। চক্ষু সর্ব্বদাই যেন রূপের সহিত সংলগ্ন আছে—কর্ণও যেন শব্দের সহিত মিলিত আছে—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার না করিতে পারিলে সেই পরম পদে স্থিতি লাভ কিছুতেই হইতে পারেনা।

অর্জ্জুন—কিরূপে ইন্দ্রিয় জয় হইবে ?

ভগবান্—পূর্ব্বে ৩।৪১ শ্লোকে ইন্দ্রিয় জয়ের কথা বলিয়াছি। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন না হইলে কিছুতেই রিপুজয়ও হইবেনা ইন্দ্রিয় জয়ও হইবেনা—মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়াও যাইবে না। সেখানে কুম্ভকে জপাদি করিবার কথা যাহা বলিয়াছি তাহাতে অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে ইহাই আমার অভিপ্রায়। এখন যোগের দ্বারা কিরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া যায় তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা প্রাণায়ামপরায়ণ তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যাহার অবশ্য করণীয়।

এই যে সংযম যজ্ঞের কথা বলিতেছি এখানে প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই চারিটি যোগাঙ্গের সাধন বলা হইতেছে।

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে ইহাই ত মূল কথা ? সংযম কাহাকে বলে ? লোকে কোন্ বস্তুতে সংযম করিবে এবং কেমন করিয়া সংযম করিবে তাহা বল ?

ভগবান্—ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দেন উচ্যতে। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ইতি যোগসূত্রে। শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া অথবা কোন বাহ্য বা আভ্যন্তর বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তকে উহাতে ধারণা ধ্যান সমাধি করার নাম সংযম।

অর্জ্জুন—ধারণা ধ্যান ও সমাধি—কাহার নাম ? ইহাদের দ্বারা কি আনন্দ লাভ হয় ?

ভগবান্—ইন্দ্রিয় গুলিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন কিছুতে ধারণা করিতে হয়। চিত্ত বিষয়শূন্য হইয়া কখন থাকিতে পারে না। বাহিরের বা ভিতরের যে কোন বিষয়ে ইহাকে ধারণা করিতে অভ্যাস করা যায় তাহার সহিত চিত্ত মিলিত হইতে পারিলেই ইহা আনন্দ অনুভব করে। যোগী নাভিচক্র বা হৃদয় পদ্ম বা কূটস্থ ইত্যাদিতে চিত্ত ধারণা করেন।

"হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকালস্থাপনং ধারণা"। নাভিচক্রে হৃদয়পুণ্ডরীকে মূর্দ্ধি-জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে ইত্যেবমাদিষু বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা। নাভিচক্রে, হৃৎপদ্মে, কূটস্থে, নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য দেশে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা।

অর্জ্জুন—ধারণার স্থান কি আরও আছে ?

ভগবান্—প্রাঙ্ নাভ্যাং হৃদয়ে বাথ তৃতীয়ে চ তথোরসি।

কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্র-ভ্রূমধ্যমূর্দ্ধসু।
কিঞ্চিত্তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশ কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি গারুড়ে।

নাভি, হৃদয়, বক্ষঃ, কণ্ঠমধ্যে, জিহ্বাগ্রে, নাসিকাগ্রে, নেত্রভাগে, ভ্রূমধ্যে, মূর্দ্ধস্থ—জ্যোতিতে এবং তাহার উপরি ভাগে—এই দশস্থানে ধারণা করা যায়। তালুতেও ধারণা করা যায়।

অর্জ্জুন—ধ্যান কি বল।

ভগবান্— "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানম্" ইতি যোগসূত্রে। যাহাতে চিত্তের ধারণা করা যায় সেই ধ্যেয় বস্তুর আকারে চিত্তবৃত্তির যখন সদৃশ প্রবাহ হইতে থাকে—অর্থাৎ ধ্যেয়,

বিষয়ে যখন প্রযত্ন ব্যতিরেকে আপনা হইতেই পুনঃ পুনঃ চিত্তবৃত্তি হইতে থাকে তখন ধ্যান হয়।

অৰ্জ্জুন— আর সমাধি ?

ভগবান্—সর্ব্বথা বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ। চিত্তে যখন আর বিজাতীয় প্রত্যয় উঠিতে পায় না শুধু সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ ক্রমে চলিতে থাকে তখন সমাধি হয়। চিত্তধ্যেয় বিষয়ে একাগ্র হইলেই সমাধি। পরে একাগ্র সমাধি হইতে নিরোধ সমাধি ঘটে। সমাধি অবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিরোধকে সংযম যজ্ঞ বলা হইতেছে। তবেই দেখ সংযম যজ্ঞে প্রথমে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার কর। পরে ভিতরের অনাহত ধ্বনিতে চিত্তের ধারণা ধ্যান সমাধি কর অথবা চক্ষুকে ভ্রূমধ্যস্থ জ্যোতিতে ধারণা ধ্যান সমাধি রূপ সংযম কর ইহাই সংযম যজ্ঞ।

অৰ্জ্জুন— (৪) ইন্দ্রিয় যজ্ঞ কি ?

ভগবান্—যোগীর যখন সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয় তখন ভোগে অরুচি থাকায় ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে অনুরাগী হয় না। অনুরাগশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয় যখন বিষয় ভোগ করে তখন ইন্দ্রিয়যজ্ঞ হয়। সংযমযজ্ঞে ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযমাগ্নিতে আহুতি দিতে হয় আর ইন্দ্রিয় যজ্ঞে—ইন্দ্রিয়াগ্নিতে রূপ রসাদি বিষয়কে আহুতি দিতে হয়।

শব্দাদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়ে নিক্ষেপ করা রূপ যে যজ্ঞ তাহাতে কিন্তু বিষয় ভোগ করিতে বলা হইতেছে না। বিষয় উপস্থিত হইলেও যোগীর তাহাতে কোন আসক্তি থাকে না। অনুগীতা ২০ অধ্যায় ১৯-২৩ শ্লোকে যাহা আছে তাহার মর্ম্ম এই :—"ঘ্রাণকর্ত্তা ভক্ষয়িতা দ্রষ্টা স্পর্শকর্তা শ্রোতা সংশয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়কর্ত্তা চক্ষু কর্ণাদি শরীরস্থ সপ্ত অগ্নিতে রূপ রসাদি সপ্ত বিষয়কে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ করেন। সুষুপ্তি কালে গন্ধাদি গুণ সমুদয় ইতর ব্যক্তির চিত্তে বাসনা রূপে অবস্থান করিয়া জাগ্রদ্দশায় নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয় কিন্তু যোগীগণের সেরূপ হয় না। স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের অন্তরেই ঐ সমুদায় গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্মের আবির্ভাবনিবন্ধন সতত আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকেন। ব্যুত্থিত যোগিগণ আত্মজ্যোতির স্মৃতিতে পূর্ণ থাকিয়া বিষয় সেবা করিলেও বিষয়ে তাঁহাদের স্পৃহা থাকেনা। সমাধি হইতে ব্যুত্থান হয় বলিয়া সমাধি সুখস্মৃতির বলে তাঁহারা রাগদ্বেষশূন্য চিত্তে বিষয় সেবা করিতে পারেন। যেমন অত্যন্ত শোকাতুরের অন্নব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ কালে কোন স্বাদ লাগেনা সেইরূপ।

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

নী ম
অপরে যোগিনঃ সর্ব্বাণি অখিলানি স্থূলরূপাণি সংস্কার-

শ ম
রূপাণি চ ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানাং
ম
পঞ্চানাং বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানাঞ্চ পঞ্চানাং বাহ্যানামি-
ম
ন্দ্রিয়াণাং আন্তরয়োশ্চ মনোবুদ্ধ্যোঃ কর্ম্মাণি শব্দশ্রবণস্পর্শগ্রহণ-
ম
রূপদর্শনরসগ্রহণগন্ধগ্রহণানি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাখ্যানি চ
ম শ্রী শ্রী
সঙ্কল্পাধ্যবসায়ৌ চ এবং প্রাণকর্ম্মাণি চ প্রাণানাঞ্চ দশানাং
কর্ম্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোগমনং, ব্যানস্য আকুঞ্চন-
শ্রী
প্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধনয়নং;
শ্রী
"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো
শ্রী
জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভনে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী
শ্রী ম ম
ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যেবংরূপাণি জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্তবাক্য-
জন্যো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যাতৎকার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে
ম নী ম
অত্যন্তোজ্জ্বলিতে প্রকাশিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ আত্মবিষয়কঃ
ম
সংযমো ধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপস্তৎপরিপাকে সতি
ম শ
যোগো নিরোধসমাধিঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি।
ন
অত্র চ সর্ব্বাণীতি আত্মেতি জ্ঞানদীপিত ইতি বিশেষণৈরগ্নারিত্যেক-

ম ন আ

বচনেন চ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যং সূচিতমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। সর্ব্বমপি

আ

ব্যাপারং নিরুদ্ধ আত্মনি চিত্তসমাধানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম্মকে অপরে জ্ঞানপ্রজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—অপর যোগী কিরূপ যজ্ঞ করেন ?

ভগবান্—ইঁহারা (৫) আত্মসংযমযজ্ঞ করেন। ইহাতে অন্তরেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমস্ত কর্ম্ম নিরোধ করিতে হয়। সমস্ত কর্ম্মকে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ এই জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বলিত আত্মসংযম যোগাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে ত সংযমযজ্ঞের কথা বলিয়াছ ?

ভগবান্—সংযমযজ্ঞে ও আত্মসংযমযজ্ঞে অনেক পার্থক্য আছে। সংযমযজ্ঞে বিষয়চিন্তা হইতে মনকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য ভগবানের চিন্তা করিতে হয়। সম্মুখে স্ত্রীমূর্ত্তি পড়িল। স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিতে ভাল লাগিতেছে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়সুখ নানা বিপদের বীজ। এজন্য সাধুরা কামিনী চিন্তা নিষেধ করিয়াছেন। গুরু, শাস্ত্র, ভগবান্ সকলেই ইহা হইতে মনকে ফিরাইতে বিধি দিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ফিরাইবে ? সংযমযজ্ঞ দ্বারা ভিতরে উপাস্য দেবতার নাম রূপ চিন্তা করিতে থাক। অর্থাৎ ভগবানের নাম ও রূপে ধারণা ধ্যান সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পার। এইরূপ সমাধিকে লয়পূর্ব্বক সমাধি বলে। অন্তর্জ্জ্যোতির ভাবনা দ্বারা বাহিরের দৃশ্য ভুলিয়া যাও। অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বাহিরের শব্দ ভুলিয়া যাও। ভগবানের নাম রূপ ভিন্ন অন্য সমস্ত লয় করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম লয় পূর্ব্বক সমাধি। কিন্তু এই সমাধি ভঙ্গ হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত বাহিরের দৃশ্য বা শব্দ সম্পূর্ণ মিথ্যা—চিত্তস্পন্দন কল্পনা এই ভাবনা দ্বারা বিষয় বাসনা সমূলে নাশ করিতে না পার ততদিন সমাধি ভঙ্গ হইলে আত্মদর্পণে জগৎ ভাসিয়া উঠিবেই।

কিন্তু আত্মসংযম যজ্ঞে যে সমাধি হইবে তাহাকে বাধ পূর্ব্বক সমাধি বলে। সম্মুখে স্ত্রীমূর্ত্তি পড়িয়াছে। সংযমযজ্ঞ দ্বারা স্ত্রীমূর্ত্তি দূর করিবার জন্য ভগবৎমূর্ত্তি ভাবনা করা বিধি; কিন্তু আত্মসংযমযজ্ঞে যেরূপ বিচার করিতে হইবে তাহা লক্ষ্য কর।

স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া ভাল লাগিতেছে—কেন ভাল লাগে বিচার কর। বিচার করিলে দেখিবে ইহাতে মনের একটা সুখ হইতেছে। মনটা সঙ্কল্প বিকল্প ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। মন বিষয় লইয়া সুখ অনুভব করিতেছে কিন্তু আত্মা বা চৈতন্য মন নহে। তবে ইহাতে আত্মার বিকার কেন হইতেছে ? আত্মা, মনে অভিমান করিয়াছেন বলিয়া। মনটা সঙ্কল্প বিকল্প মাত্র কাজেই ইহা মিথ্যা। মিথ্যাতে অহংজ্ঞান করাই ক্লেশ। যে মুহূর্ত্তে মিথ্যার উপর অভিমান

ত্যাগ হয় তৎক্ষণাৎ আত্মাতে চিত্ত সমাহিত হইতে থাকে। কাজেই স্ত্রীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়াও ইহা মিথ্যা বলিয়া আত্মসমাহিত হওয়া যায়। সমস্ত সংস্কার মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিয়া সমাধি হয় বলিয়া ইহা বাধপূর্ব্বক সমাধি। লয়সমাধিতে একটা ধরিয়া বিষয় ত্যাগ করিতে হয়, আর বাধপূর্ব্বক সমাধিতে বিষয়টা মিথ্যা বলিয়া তাহা ত্যাগ হইয়া যায়। বাধসমাধি কখন ভঙ্গ হয় না। জ্ঞান একবার হইয়া গেলে আর অজ্ঞান আসিবার আশঙ্কা থাকেনা। আত্মসংযমযজ্ঞে এই জন্য বাধপূর্ব্বক সমাধি হয়।

তবেই দেখ সংযমযজ্ঞে ও আত্মসংযমযজ্ঞে দুই প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রক্রিয়ার ভেদ এবং ফলের ভেদ। একস্থানে চিত্ত একাগ্র করিতে হয় দ্বিতীয়ে নিরোধ হয় এই প্রক্রিয়া-পার্থক্য এবং ফলপার্থক্য এই যে একস্থানে সমাধি ভঙ্গ হয় দ্বিতীয়ে তাহা হয় না। সংযমযজ্ঞ বা লয়পূর্ব্বক সমাধিতে আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্তই লয় হইয়া যায় বটে—কিন্তু এই অনাত্ম বস্তুগুলি মিথ্যা এই বোধ দ্বারা লয়ক্রিয়া সমাধা হয় না বলিয়া সমাধি ভঙ্গে আবার মিথ্যা জাগিয়া উঠে। যেরূপে লয় করিতে হয় তাহা কতক পূর্ব্বে বলিয়াছি এক্ষণে ক্রম অনুসারে বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহা কিছু কার্য্য তাহাও কারণে লয় হয়। পঞ্চীকরণে এই জগৎ গঠিত। ব্যষ্টি পঞ্চ মহাভূত সমষ্টি পঞ্চ মহাভূত বা বিরাট হইতে জাত বলিয়া উহাতে লয় হয়। সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত মহাভূত—অপঞ্চীকৃত মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্রায় লয় হয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট পৃথ্বী শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসবিশিষ্ট জলে লয় হয়। জল শব্দ-স্পর্শ-রূপবিশিষ্ট তেজে লয় হয়। তেজ শব্দ-স্পর্শবিশিষ্ট বায়ুতে লয় হয়। বায়ু শব্দ-বিশিষ্ট আকাশে লয় হয়। আকাশ অহং বহুস্যাম্ রূপ অহং তত্ত্বে লয় হয়। [স্থূল আকাশ শব্দ তন্মাত্র হইতে জাত, শব্দ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প হইতে জাত—ভাবনা বা সঙ্কল্প যাহা তাহাতেই শব্দ বা চলন আছে।] অহং তত্ত্ব—আমি ইহা এই নিশ্চয় রূপ মায়ার ঈক্ষণ যে মহত্তত্ত্বে তাহাতে লয় হয়। মহত্তত্ত্ব বা মায়ার ঈক্ষণ মায়াতে লয় হয়। মায়া বা শক্তি জড় বলিয়া স্বীয় কারণ চৈতন্যে লয় হয়। জাগ্রদভিমানী চৈতন্য বা প্রণবের অ মাত্রা বা বৈশ্বানর স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য বা প্রণবের উ মাত্রা বা তৈজস পুরুষে লয় হয়। স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য, সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ পুরুষে বা প্রণবের ম মাত্রাতে লয় হয়। বিশ্বের সমষ্টিদেহকে বলে বিরাট আর তাহাতে উপহিত চৈতন্যের নাম বিশ্ব বা বৈশ্বানর। এইরূপ তৈজস পুরুষকে বা সূত্রাত্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলে।

প্রাজ্ঞ পুরুষকে অব্যাকৃত চৈতন্য বলে। অব্যাকৃত মায়ার নাম তাঁহাতে উপহিত চৈতন্য যিনি তিনি প্রাজ্ঞ বা অন্তর্যামী। প্রণবের ম মাত্রা—অর্দ্ধমাত্রা বা তুরীয় ব্রহ্মে লয় হয়। সমস্ত লয় হইয়া গেলে তুরীয় ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। এই লয়পূর্ব্বক সমাধিতে তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচার জনিত ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না। লয়পূর্ব্বক সমাধি ভঙ্গ হয়। অবুদ্ধিপূর্ব্বক সমাধিতেও জীব প্রতিদিন ব্রহ্মে লয় হয় কিন্তু তাহা বুদ্ধি পূর্ব্বক নহে বলিয়া আবার জীব সংসার করে। লয়সমাধি, বুদ্ধি পূর্ব্বক হইলেও ইহা সর্ব্ব সঙ্কল্প ক্ষয় করিয়া হয়না বলিয়া এই সমাধির ভঙ্গ হয়।

কিন্তু আত্মসংযমযজ্ঞে যে বাধপূর্ব্বক সমাধি হয় তাহাতে অবিদ্যা তাহার সমস্ত কার্য্য

পর্য্যন্ত শেষ হয়। সমস্ত অসত্য নিশ্চয় হওয়ায় চিরতরে সত্য ব্রহ্মে স্থিতি লাভ হয়। সুষুপ্তির পরে যেমন জাগ্রত অবস্থা আইসে, বাধপূর্ব্বক সমাধিতে সেইরূপ নিদ্রাভঙ্গরূপ ব্যুত্থান হয় না। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরের যাবতীয় কার্য্য ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ নিরোধঅগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়।

অর্জ্জুন—জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ বলিতেছ কেন?

ভগবান্—সংযমাগ্নি যখন বলিয়াছি তখন অগ্নিষু এই বহুবচন দিয়াছি কিন্তু আত্মসংযম-অগ্নি যখন বলিয়াছি তখন অগ্নৌ এই একবচন দিতেছি। সংযমযজ্ঞে যে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ সংযমের কথা বলিয়াছি—অনেক প্রকারে এই ধারণা ধ্যান সমাধি হইতে পারে। সংযমের ভেদ হেতু অগ্নিষু এই বহুবচন বলা হইয়াছে। কিন্তু আত্মসংযমযজ্ঞে যে অগ্নির কথা বলা হইতেছে তাহা তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচার জনিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞান দ্বারা দীপিত বা উজ্জ্বলিত না হইলে হইবেনা। এই জন্য আত্মসংযমযোগাগ্নিকে জ্ঞানদীপিত বলিতেছি। এই আত্মসংযমযোগাগ্নি ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞান লাভ না হইলে কিছুতেই প্রজ্বলিত হইতে পারে না। বাধপূর্ব্বক সমাধি তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচার ভিন্ন কিছুতেই হইতে পারে না। আত্মসংযম অগ্নি এক সংযম অগ্নি বহু।

ভক্তগণ একাগ্র সমাধিই ভালবাসেন। একাগ্র সমাধিই লয় সমাধি। কিন্তু এই একাগ্র সমাধি পরিপক্ক হইলে নিরোধ বা বাধসমাধিতে পরিণত হইয়া যায়। তখন বিচারপূর্ব্বক বাধসমাধি উপস্থিত হয় এবং জ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞান লাভের পরে যখন সমস্ত আয়ত্ত হয় তবে পুরুষ শ্রীভগবানের মত স্বেচ্ছাময়।

অর্জ্জুন—তুমি কৃপাময়—তুমি সমস্ত সাধনাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছ—কিন্তু বল দুঃখী জীব কিরূপ সাধন মার্গে চলিলে, এই বাধসমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইবে?

ভগবান্—অর্জ্জুন তুমি আমার সখা—তুমি ভিন্ন দুঃখী জীবের কথা চিন্তা করিয়া কে আমার এত প্রিয় হইবে? আরও যজ্ঞের কথা বলিব। কিন্তু এখানে সর্ব্ব সাধারণের জন্য সাধনার পথ বলিয়া রাখি। আমাকেই সমস্ত জীব আশ্রয় করুক। কিন্তু প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। এই মনের সঙ্কল্প বিকল্প মিথ্যা, এই দেহও থাকিবেনা—এই সংসার ধোঁকার টাটি। এই মিথ্যা সংসারে কিছুই সত্য নহে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই জীবনও থাকিবেনা। তবে এই জীবন সৎকার্য্যে ক্ষয় করিতে ভয় কি? শ্রীভগবানই সত্য। আর সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া, অন্য সমস্ত বিষয়ে অনাস্থা করিয়া সকল ভাবেই শ্রীভগবান্ লইয়া থাকুক। একদিকে বৈরাগ্য, অন্যদিকে অভ্যাস এই দুই ধরিয়া জীব যে কোন সাধন মার্গে চলুকনা কেন সে লয় ও বাধসমাধি মিশ্রিত পথে চলিয়া অন্তিমে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। প্রত্যহ সাধনায় বসিয়া প্রথমেই বৈরাগ্য ভাবনা করুক তবেই উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে পারিবে।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ
দ্রব্যযজ্ঞাঃ তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে যদ্বা
শ্রী ম
দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে পূর্ত্তদত্তাখ্যস্মার্ত্তকর্ম্মপরাঃ তপোযজ্ঞাঃ
শ ব
তপো যজ্ঞো যেষাং তে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ যোগযজ্ঞাঃ
হ চ ম
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যমনিয়মাসনাদি-
ম শ
যোগানুষ্ঠানপরাঃ, তথা অপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়ো
শ শ
যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানযজ্ঞাঃ
শ নী
শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ তে চ জ্ঞান-
ব
যজ্ঞাশ্চেতি স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞা ইতি সমাসঃ বেদাভ্যাসপরাস্ত-
শ শ্রী
দর্থাভ্যাসপরাশ্চ যতয়ঃ যতনশীলাঃ প্রযত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ
শ ম শ
সম্যক্‌শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি অতিদৃঢ়ানি ব্রতানি
যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

[কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞ-তপোযজ্ঞ-যোগযজ্ঞ-অনুষ্ঠাননিরত আবার যত্নশীল, অপর কেহ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ দৃঢ়ব্রতঅনুষ্ঠাতা ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—পাঁচপ্রকার যজ্ঞের কথা উপরোক্ত তিনশ্লোকে বলিয়াছ। এখন এই শ্লোকে ছয়
আ ন
প্রকার "যজ্ঞষট্‌কম অবতারয়তি—অধুনৈকেন শ্লোকেন ষট্‌যজ্ঞানাহ" যজ্ঞের কথা বলিতেছ ?

ভগবান্—(৬) দ্রব্যযজ্ঞ—শাস্ত্রমতে দ্রব্যত্যাগই যাঁহাদের যজ্ঞ তাঁহারা দ্রব্যযজ্ঞ। পূর্ব্বে "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" স্থানে দর্শপূর্ণমাসাদিশ্রৌতকর্ম্মকারীদের কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে পূর্ত্ত-দত্ত ইত্যাদি স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণদিগের কথা বলা হইল। বাপী-কূপ-তড়াগাদি দেবতায়তনানিচ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ বাপীকূপতড়াগাদি খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নছত্র দান ইত্যাদি হইল পূর্ত্তকর্ম্ম। আবার শরণাগত রক্ষা, সর্ব্বজীবে অহিংসা, শ্রেষ্ঠ নয়প্রকার ব্রাহ্মণ দিগকে যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যে দান এবং অন্য ব্রাহ্মণকে যজ্ঞীয় বেদীর বাহিরে অন্নাদি ভোজন ইহাই দান কর্ম্ম। এই সমস্ত দত্তকর্ম্ম।

(৭) তপোযজ্ঞ—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি উপবাসই যাঁহাদের যজ্ঞ তাঁহারা। অতিকৃচ্ছ্রব্রতে প্রথম তিনদিন দিবাভাগে কুক্কুটাণ্ডের মত ৩ গ্রাস, দ্বিতীয় তিনদিন সায়ংকালে ঐরূপ ৩ গ্রাস, তৃতীয়দিন অযাচিত ভাবে ঐরূপ ৩ গ্রাস, শেষ তিনদিন উপবাস—ইহাই বিধি। চান্দ্রায়ণব্রতে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে ১৫ গ্রাস (কুক্কুটাণ্ডেরমত), প্রতিপদে ১৪ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ১৩, এইরূপ প্রত্যহ এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যায় উপবাস; পরে প্রতিপদে ১ গ্রাস, দ্বিতীয়ায় ২ ইত্যাদি বাড়াইয়া আবার পৌর্ণমাসীতে ১৫ গ্রাস এই সমস্ত যজ্ঞ—নিষ্পাপ হইবার জন্য।

(৮) যোগযজ্ঞ—চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। পূর্ব্বে সংযমযজ্ঞে ও আত্মসংযমযজ্ঞে প্রত্যাহার এবং ধারণাধ্যানসমাধির কথা বলা হইয়াছে পরে আবার প্রাণায়ামযজ্ঞের কথা বলিব এখন যম নিয়ম আসনাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠানই যজ্ঞ হইয়াছে যাহাদের তাহাদের কথাই বলিলাম। অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ, শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ, স্থিরসুখমাসনং পদ্মকস্বস্তিকাদ্যনেকবিধম্। যমাদি পঞ্চ অশাস্ত্রীয় প্রাণিবধ আপনি না করা, অন্যকে দিয়া না করান, অথবা অনুমোদন না করা ইহার নাম অহিংসা। যথার্থ ভাষণ করা হইল সত্য, অশাস্ত্রীয় পরদ্রব্য স্বীকার না করা ইহার নাম অস্তেয়, অশাস্ত্রীয় স্ত্রী পুরুষ মৈথুন না করা বা শুক্রচাঞ্চল্য না করা ইহাই ব্রহ্মচর্য্য, দেহ যাত্রা নির্ব্বাহক ভোগ সাধনের অধিক সংগ্রহ না করার নাম অপরিগ্রহ। নিয়মাদি পঞ্চ—মৃত্তিকা জল ইত্যাদি দ্বারা শরীরাদি ধৌতকরা এবং হিতকর পরিমিত অমেধ্য আহারাদি—বাহ্যশৌচ। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা ইহাদের দ্বারা অন্তর্ম্মল ধৌতকরার নাম আভ্যন্তর শৌচ। বিদ্যমান ভোগোপকরণে তৃপ্তি—এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা সন্তোষ। ক্ষুধা পিপাসা শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা এবং মৌন ব্রতাদির নাম তপ। স্বাধ্যায়—আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ পাঠ অথবা প্রণব জপ। ঈশ্বর প্রণিধান—ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া পরমগুরু শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্মার্পণ। শরীর মন বাক্য দ্বারা যাহা কিছু করি তাহা আমি করিতে ইচ্ছা করি না, তোমার ইচ্ছামত হউক ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া—"আমি তোমার" এই বোধে কর্ম্ম করাই ঈশ্বর প্রণিধান। ভিতরেও যাহার আজ্ঞা পালন করি বাহিরেও তাহাকেই অনুসন্ধান করা—সর্ব্বত্র তিনিই রহিয়াছেন ভুলিয়া না গিয়া মাংনমস্কুরু অভ্যাস করা।

(৯) স্বাধ্যায়যজ্ঞ = যথাবিধি বেদাধ্যয়ন হইয়াছে যজ্ঞ যাহাদের।

(১০) জ্ঞানযজ্ঞ = পূর্ব্বে যে (২) জ্ঞানযজ্ঞ বা আত্মযজ্ঞের কথা বলিয়াছি সেখানে জীবাত্মাতে পরমাত্মদর্শন করার কথা বলা হইয়াছে আর এখানে যে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলিতেছি তাহাতে শুধু বেদ অধ্যয়ন না করিয়া যুক্তির দ্বারা অর্থ নিশ্চয় করার কথা বলিলাম।

(১১) সংশিতব্রত যজ্ঞ = দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। কেহ কেহ যতনশীল ও সংশিতব্রত পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিকগণের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করিতেছি এইরূপ ভাবেন। কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলি মহাব্রত যাহাকে বলিয়াছেন—"তে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ইতি" অর্থাৎ অহিংসাদি যম জাতি দেশ কাল ও প্রয়োজন দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইলে সার্ব্বভৌম মহাব্রত হইল। মৃগয়াতে মৃগজাতি ভিন্ন অন্য শীকার করিবনা, তীর্থপ্রদেশে কোন পশু বিনাশ করিবনা, চতুর্দ্দশী বা পুণ্যকালে পশুহিংসা করিবনা, বিবাহ উপলক্ষে মিথ্যা কহা, আপৎকালে ক্ষুধায় যখন প্রাণ যায় তখন চুরিকরা, ঋতুকালে পত্নীগমন, গুরু প্রয়োজনে প্রতিগ্রহ—এই সমস্ত শাস্ত্রবিধি সত্ত্বেও যিনি সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্ব প্রয়োজনে যমনিয়মাদি অনুষ্ঠান করেন তিনিই সংশিতব্রত যজ্ঞ করেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অপরে অপানে অপানবৃত্তৌ[শ] অধোবৃত্তৌ[শ্রী] অপানবায়ৌ[হ] প্রাণং প্রাণবৃত্তিং[শ] ঊর্দ্ধবৃত্তিং[শ্রী] জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি[শ] পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ[শ], তথা প্রাণে অপানং জুহ্বতি[শ] রেচকাখ্যঞ্চ[শ] প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ[শ], প্রাণাপানগতী মুখনাসিকাভ্যাং[শ] বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্যগতিস্তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য[শ] তে প্রাণাপানগতী এতে রুদ্ধ্বা নিরুধ্য[শ] প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামঃ[হ] পরময়নং স্থিতি-

যেষাং [২]তে [শ]প্রাণায়ামতৎপরাঃ [শ]কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ[শ]। অপরে নিয়তাহারাঃ [শ]নিয়তঃ পরিমিতঃ [শ]আহারো যেষাং তে [শ]সন্তঃ দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ” [শ্রী]ইতি প্রাণান্ [শ]বায়ুভেদান্ প্রাণেষু প্রাণভেদেষ্বেব[শ] জুহ্বতি যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ জুহ্বতি তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি। [ম]যদ্বা জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপান্ প্রাণান্ [ম]বাহ্যাভ্যন্তরকুম্ভকাভ্যাসনিগৃহীতেষু প্রাণেষু জুহ্বতি চতুর্থকুম্ভকাভ্যাসেন [ম]বিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ [ম]তথা যোগসূত্রে—বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ইতি। [ম]বাহ্যোবিষয়ো [ম]দ্বাদশান্তাদিরাভ্যন্তরোবিষয়োহৃদয়নাভিচক্রাদিঃ তৌ দ্বৌ বিষয়াবাক্ষিপ্য [ম]পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থপ্রাণায়াম ইতি। তৃতীয়স্তু [ম]বাহ্যাভ্যন্তরৌ বিষয়াবপর্য্যালোচ্যৈব সহসা ভবতি ইতি বিশেষঃ। এতাদৃশঃ [ম]চতুর্ব্বিধঃ প্রাণায়ামোঽপানে জুহ্বতি প্রাণমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন শ্লোকেন দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

[কেহ] অপানে প্রাণের আহুতি করেন, সেইরূপ অপরে প্রাণে অপান [আহুতি করেন] [কেহবা] প্রাণ-অপানের গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ। অপরে আহার সংযম করিয়া [জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ] প্রাণসকলকে [বাহ্যআভ্যন্তর কুম্ভক নিগৃহীত] প্রাণ সকলে আহুতি প্রদান করেন॥ ২৯॥

(১) অপানে জুহ্বতি প্রাণঃ—পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং। শঙ্করাচার্য্যঃ।

(২) অপানে জুহ্বতি প্রাণমিতি পূরকঃ। রামানুজঃ।

(৩) অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। শ্রীধরঃ।

(৪) পূরকেণ প্রাণমপানেন সহৈকীকুর্ব্বন্তি। বলদেবঃ।

(৫) প্রাণঃ প্রাণবৃত্তিং বাহ্যবায়োঃ শরীরাভ্যন্তরপ্রবেশেন পূরকাখ্যপ্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কৈশ্চিত্তু বাহ্যশব্দেন রেচক আন্তরশব্দেন চ পূরকো ব্যাখ্যাতঃ ইতি মধুসূদনঃ॥

অর্জ্জুন—এখন কি প্রাণায়ামযজ্ঞের কথা বলিবে?

ভগবান্—(১২) যজ্ঞ এই প্রাণায়াম যজ্ঞ। ইহার প্রকারভেদ দেখ।

(১) অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি—ইহা পূরক প্রাণায়াম।

(২) প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি—ইহা রেচক প্রাণায়াম।

(৩) প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ—ইহা কুম্ভক প্রাণায়াম।

(৪) ইন্দ্রিয়সমূহরূপপ্রাণসমূহকে বাহ্য ও আন্তর কুম্ভকনিগৃহীত প্রাণে আহুতি—ইহা চতুর্থ প্রাণায়াম।

অর্জ্জুন—প্রাণায়াম সম্বন্ধে কেহ কেহ অনেক বিরুদ্ধ কথা বলেন। কেহ ইহাকে "হঠের প্রাণায়াম" বলিয়া অভক্তি প্রকাশ করেন, কেহ বলেন "প্রাণায়াম অস্বাভাবিক—ইহা দ্বারা মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই বরং নানা রোগোৎপত্তি হয়" এই সমস্ত বিরুদ্ধ কথার খণ্ডন তুমি পরে করিও কিন্তু অগ্রে বল প্রাণায়াম কথার অর্থ কি—উপরের চারি প্রকার প্রাণায়ামের ব্যাপার কি?

ভগবান্—তাহাই ভাল। প্রাণের যে আয়াম অর্থাৎ গতিরোধ তাহাই প্রাণায়াম।

প্রাণো বায়ুরিতি খ্যাত আয়ামস্তু নিরোধনম্।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনম্॥ ইতি গান্ধর্ব্ব ১০ম পটলে।

প্রাণ=প্রাণবায়ু এবং আয়াম=নিরোধ। প্রাণায়াম অর্থ প্রাণবায়ুর গতি রোধ।

অন্যান্য স্থানে প্রাণায়াম সম্বন্ধে উক্তি :—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।

১। প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচ-পূরক-কুম্ভকৈঃ॥ ইতি যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

২। রেচকপূরকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ॥ ইতি বেদান্তসারে।

৩। প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ॥ ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

৪। প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ॥ ইতি গারুড়ে।

৫। প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ॥ ইতি বিষ্ণু পুরাণে।

৬। "জিতশ্বাসস্ত যোগিনঃ"॥ ইতি ভাগবতে।

৭। সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।

ত্রিঃ পঠেদায়তঃ প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥ অমৃতবিন্দু উপ—
৮। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ইতি যোগসূত্রে।

অধিক সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। প্রাণনিগ্রহের উপায়, প্রাণ ও অপান বায়ুর সমাবেশ বা একীকরণ; প্রাণাদি বায়ুর নিরোধ, বায়ুর জয়, প্রাণকে বশ করা—ইত্যাদি লক্ষণা দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে প্রাণায়াম অর্থে বায়ুর গতিরোধ। বায়ু স্পন্দনধর্ম্মী এই স্পন্দন রোধ করাই প্রাণায়াম। প্রাণাপানের গতিবিচ্ছেদ রূপ নিগ্রহই প্রাণায়াম।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। ইহাদের ব্যাখ্যা পরে করিতেছি। প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, গায়ত্রীশির এই সমস্ত মন্ত্র পূরক কুম্ভক রেচকে উচ্চারণ করিয়া এক প্রাণায়াম হয়। পূরক, কুম্ভক ও রেচকে একটি প্রাণায়াম হয় বলা হইতেছে। আবার পূরকপ্রাণায়াম কুম্ভকপ্রাণায়াম ও রেচকপ্রাণায়াম এইরূপও বলা হইতেছে।

অর্জ্জুন—এখন চারি প্রকার প্রাণায়াম যাহা বলিতেছ তাহাই বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—[সতু প্রাণায়ামঃ] বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিদেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ইতি যোগ সূত্রে। এই সূত্রের ব্যাখ্যা পরে প্রয়োজন হইবে কিন্তু এখানে এই পর্য্যন্ত বলা হইতেছে যে "বাহ্যবৃত্তিঃ রেচক আভ্যন্তরবৃত্তিঃ পূরকঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। পূরক, কুম্ভক, রেচক ভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। সংক্ষেপতঃ এখানে উহাদের স্বভাব বলা হইতেছে।

উচ্ছ্বাসেন মুখনাসিকাভ্যাং বহির্নির্গচ্ছতি বায়ুঃ স প্রাণঃ।
নিশ্বাসেনান্তঃ প্রবিশতি যঃ সোঽপানঃ।
তত্র প্রাণবৃত্ত্যাপান বৃত্তেরভিভবো নিরোধো রেচকাখ্যপ্রাণায়ামঃ।
এবমপানবৃত্ত্যা প্রাণবৃত্তেরভিভবঃ পূরকাখ্যঃ।
এবমনেন পরস্পরাভিভবপ্রকারদ্বয়েন স প্রাণায়ামো দ্বিধা।
তয়োর্যুগপৎ সংযমাৎ কুম্ভকাখ্যঃ তৃতীয়প্রাণায়ামঃ।

পরে ইহাদের ব্যাখ্যা করিতেছি। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য আরও সংক্ষেপে বলেন—

"নাসিকোৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্যাতঃ পূরক উচ্যতে।
কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচকঃ॥

প্রথম পূরক প্রাণায়ামঃ—অপান বায়ু দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি রোধ করাকে পূরক প্রাণায়াম বলে। অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে মিলিত করা—উহাদের একীকরণ করাও পূরক। গতি রোধরূপ পূরকের কথা অগ্রে বলিব। পূরকে বায়ু দ্বারা অন্তর পূর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম পূরক, আর রেচকে ভিতর হইতে বায়ুকে রেচন বা নিঃসারণ করিতে হয়। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু দেহের ভিতরে বাহিরে উভয় স্থানেই রহিয়াছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলেন "সমানগতি প্রাণবায়ু সর্ব্বদাই স্পন্দশক্তিমান্। ইহা দেহের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ অপান বায়ুও সর্ব্বদা স্পন্দশক্তিমান্। দেহের অন্তরে অধোদেশে এবং বাহিরে ইহা প্রবাহিত হইতেছে। যোঃ বাঃ নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ২৫।১-৫ শ্লোক। ঐ ২৫ অধ্যায়েই পুনশ্চ বলিতেছেন "হৃৎপদ্মদল হইতে উঠিয়া বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুলের শেষ সীমায় প্রাণবায়ু একবার

নিশ্চল ভাব ধারণ করে ইহাই প্রাণের অভ্যুদয়। এইরূপ অপান বায়ু, হৃৎপদ্মের বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুল প্রমাণ স্থানের প্রান্তসীমা হইতে চালিত হইয়া হৃদয়পদ্মমধ্যে যে নিশ্চলীভাব ধারণ করে তাহাই অপানের অভ্যুদয়। প্রাণবায়ু যখন বাহ্য দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত শূন্যমার্গে চালিত হয় অপান বায়ু ঠিক সেই প্রদেশ হইতে অভ্যন্তরের দিকে আসিতে থাকে। প্রাণবায়ু দেহাভ্যন্তর হইতে বহিরাকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় বহিতে থাকে। অপান বায়ু বহির্দ্দেশ হইতে হৃদয়াকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া চন্দ্রমারূপে দেহকে পরিতৃপ্ত করেন"। "এই যোগ ব্যাপারে বুঝিতে হইবে প্রাণবায়ু যে স্থানে উৎপন্ন হয় সে স্থানে অপান বায়ু নষ্ট হইয়া যায়, আবার অপান বায়ুর জন্মস্থানে প্রাণবায়ু নষ্ট হইয়া যায়"।

বাহিরের অপান বায়ুকে ভিতরে টানিয়া লইলে প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয় অর্থাৎ প্রাণবায়ু বাহিরে আসিতে পায়না। এখানে অপানবায়ু প্রাণবায়ুকে গ্রাস করে। ইহাই পূরক প্রাণায়াম। পূরক কে প্রাণায়াম বলা হইতেছে এই জন্য যে সাধক এখানে পূরক করিয়া হৃৎপদ্মে প্রাণগতি রোধরূপ ব্যাপারকে প্রাধান্য প্রদান করেন।

অপানবায়ু দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি রোধ করা হয় বলিয়া পূরক প্রাণায়ামকে বলা হইতেছে "অপানে জুহ্বতি প্রাণং"।

দ্বিতীয় রেচক প্রাণায়াম—প্রাণবায়ু হৃৎপদ্ম হইতে যেমন বাহিরে আসিতেছে অপান বায়ুও বাহির হইতে সেইরূপ ভিতরে আসিতেছে। প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে নিঃসারণ করিয়া অপান বায়ুর গতিরোধ করাকে রেচক প্রাণায়াম বলে। প্রাণবায়ু দ্বারা অপানের গতি রোধ নাসাগ্রের দ্বাদশ অঙ্গুল বাহিরে হয়। "অপান বায়ুর উদয় স্থান নাসাগ্র হইতে ১২ অঙ্গুল দূরে। যে যোগী ১৬ অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রাণ রেচক অবলম্বন করিয়া নিখিল বায়ু রেচিত হওয়ায় স্বচ্ছকুম্ভক অভ্যাস করিতে পারেন তিনি সমস্ত শোক হইতে-উত্তীর্ণ হয়েন"। যোঃ বাঃ নির্ব্বাণ ২৫ অধ্যায়।

এস্থানে প্রাণ ও অপানের প্রকৃতি লক্ষ্য কর। "জগৎ অগ্নিসোমাত্মক।" "প্রাণবায়ু উষ্ণপ্রকৃতি অগ্নি আর অপানবায়ু শীতলপ্রকৃতি সোম। প্রাণাপান মুখমার্গগত হইয়া ছায়া ও আতপের ন্যায় অবস্থিত জানিবে। সৃষ্টির আদিতে মায়াশবলিত ব্রহ্ম শীতোষ্ণরূপে ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করতঃ অগ্নি ও সোম আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্ন্যাত্মা সূর্য্য, সোমের শুভ্র পঞ্চদশ কলা গ্রাস করিয়া থাকেন, আর ধ্রুবা নাম্নী এক চিদ্রূপা কলা মাত্র অবশিষ্ট রাখেন, আবার শুক্লপক্ষে সেই উষ্ণীভূত কলা সমুদায় উদ্গীরণ করেন তখন সেই সকল কলা পূর্ণ হইয়া ধ্রুবা কলা পূর্ণচন্দ্রাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হৃদয়স্থিত প্রাণসূর্য্য অপানরূপ সোমের মুখ নাসিকাপথে প্রবিষ্ট শুভ্র পঞ্চদশকলা গ্রাস করতঃ মুখের বহির্ভাগে ধ্রুবানাম্নী এক কলা অবশিষ্ট রাখিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল গ্রস্ত কলাকে উষ্ণ করিয়া উদ্গীরণ করিয়া থাকে; সেই সকলে পূর্ণ হইয়া ঐ ধ্রুবা কলা বহির্ভাগে অপান নামে সোমাকারে পরিণত হয়। বহির্ভাগে প্রাণাপানের সন্ধিকাল পৌর্ণমাসী আর হৃদয়ে প্রাণাপানের সন্ধিকাল অমাবস্যা।

যেমন বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎকালে ক্রমে উষ্ণতা শীতকে গ্রাস করে বলিয়া সোমের অগ্নিসংক্রান্তি হয় এবং শরৎ হেমন্ত শীতকালে ঐ উষ্ণতাকে আবার শীত ক্রমশঃ গ্রাস করে বলিয়া অগ্নির সোমসংক্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ জীব শরীরেও জঠরাগ্নি অপান শৈত্যকে গ্রাস করিলে সোমের অগ্নিসংক্রান্তি হয় এবং ঐ প্রাণাগ্নি উষ্ণতাকে বাহ্য শৈত্য গ্রাস করিয়া অগ্নির সোমসংক্রান্তি হইয়া থাকে। তুমি শরীরের সোমসূর্য্যাগ্নির সংক্রান্তি যদি অবগত হইতে পার তবে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া যাইবে।

হৃদয় মধ্যে নিত্য চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয়াস্ত চলিতেছে। প্রাণ দ্বারা অপান গ্রস্ত এবং অপান দ্বারা প্রাণের অস্ত চলিতেছে ইহা যিনি অনুভব করেন তাঁহার আর জন্ম হয় না। যোঃ বাঃ নির্ব্বাণ পূর্ব্ব ৮১ অধ্যায়ঃ।

প্রাণ ও অপানের প্রকৃতি এবং গতি না জানিলে প্রাণায়ামের সমস্ত কথা স্পষ্ট হইবেনা বলিয়া ইহা বলা হইল।

অপান বায়ুকে টানিয়া লইলে যে সময়ে বাহিরের অপান বায়ু মুখ নাসিকা দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণবায়ুর গতি রোধ করে সেই সময়ে মূলাধার হইতেও অপান বায়ু প্রাণবায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত গমন করে। এখানে অপানবায়ুর প্রাণবায়ুর সহিত একীকরণ হয়। প্রাণেন প্রের্য্যমাণেন অপানঃ পীড্যতে যদি গত্বাচোর্দ্ধং নিবর্ত্তেত এতদুদ্ঘোত লক্ষণং। নাভিমূল হইতে প্রেরিত বায়ুর মস্তক দেশে অভিঘাতকে উদ্ঘাত বলে। প্রথম উদ্ঘাত পূরক।

অর্জ্জুন—প্রাণ ও অপানের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিলাম, কিন্তু প্রাণাপানের এরূপ গতির কারণ কি?

ভগবান্—মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুই নাড়ী আছে—ইহাদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী। এই সুষুম্না নাড়ী মূলাধারে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত সপ্তকুণ্ডলিনী শক্তির আধার। উহা দেখিতে অর্দ্ধ ওঁকারের প্রতিকৃতি তুল্য কুণ্ডলাকারে অবস্থিত। সকল প্রাণীর শরীরে উহা বিদ্যমান আছে। শীতকালে শীত নিবারণের জন্য সুপ্তসর্প যেরূপ শরীর মণ্ডলাকারে রাখে তদ্রূপ উহা মণ্ডল্যাকারে অবস্থিত।

উরুদ্বয়সন্ধি গুহ্য হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত রন্ধ্র সকল স্পর্শ করিয়া তাহাতে অনুস্যূতা রহিয়াছে এবং মনোবৃত্তি সাহায্যে অন্তরে চঞ্চল ও বাহিরে প্রাণাদি পবনবেগে অনবরত স্পন্দিত। উহাই মনই ইহার ইচ্ছাশক্তি, প্রাণ ইহার ক্রিয়াশক্তি। কুণ্ডলীই প্রাণিগণের পরয়াশক্তি। উহাই নিজ মুখে নিরন্তর প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে ও অপান বায়ুকে অধোভাগে নিঃসৃত করিয়া ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। যখন হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ু কুণ্ডলিনী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া অপান বৃত্তিতে কুণ্ডলিনী পদে গমন করে তখন জীবসম্বিৎ বৃত্তি সঙ্কল্প অধ্যবসায় অভিমান রাগাদিভেদে অন্তরে উদিত হয়। * * অধিক আর কি বলিব "ঐ কুণ্ডলিনীই প্রাণ স্বরূপে উর্দ্ধ গমনে উৎসুক ও অপান স্বরূপে অধঃপ্রবেশে প্রবৃত্ত"। যোঃ বাঃ নিঃ পূ ৮০ অধ্যায়। তবেই দেখিতেছ প্রাণের উর্দ্ধগতি ও অপানের অধোগতির কারণ

কুণ্ডলিনীর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ বা গ্রহণ ও ত্যাগ। এস্থানে ইহাও লক্ষ্য করিও যে কুণ্ডলিনীই সকল সংবিদের বীজ। চিৎশক্তিই সংবিদ স্বরূপ ইহা সত্য। কিন্তু ইনি সর্ব্বদা অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন। চিৎসম্বিৎ যখন ভূত তন্মাত্রের অধীন হয় তখনই স্থানে স্থানে উহার উদয় অস্ত দেখা যায়। দেব মনুষ্যাদি দেহে চিৎসম্বিৎ মুখ্য চেতন, পশুদেহে জড় চেতন এবং বৃক্ষাদি দেহে জড়। সুর, অসুর, মনুষ্য, মৃগ, নক্র, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী বিরাজিত।

স্পন্দশক্তি বিশিষ্ট কুণ্ডলিনী প্রাণরূপে উর্দ্ধ গমন করিতেছে, অপানরূপে অধোদিকে বহিতেছে, সমানরূপে নাভিতে অবস্থান করিতেছে, উদানরূপে কণ্ঠায় ও ব্যানরূপে সর্ব্বশরীরে ব্যাপিয়া আছেন। পূরক দ্বারা পূর্ণ দেহ মধ্যে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করায় কুণ্ডলিনী প্রাণবায়ু রোধ জনিত উষ্ণতা দ্বারা দেহ তাপযুক্ত করেন আবার রেচক অভ্যাস যোগে মুখ হইতে বহির্ভাগে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে প্রাণবায়ুকে যিনি স্থির করিতে পারেন তিনি পরকায় প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি মূলাধার হইতে বায়ু আকর্ষণ কালেও মুখ নাসিকা দিয়া অপানবায়ু অন্তরে প্রবেশ করে। প্রাণ অপানের প্রকৃতি ও গতি লক্ষ্য করিয়া প্রাণায়াম করাই কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন—এখন কুম্ভক প্রাণায়াম বুঝাইয়া দাও?

ভগবান্—তৃতীয় কুম্ভক প্রাণায়াম: "প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ" প্রাণ ও অপানের গতিরোধরূপ যে প্রাণায়াম তাহাই কুম্ভক প্রাণায়াম। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন "তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ"। ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন "সত্যাসনজয়ে বাহ্যস্ত বায়োরাচমনং শ্বাসঃ, কৌষ্ঠস্থ বায়োর্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়াভাবঃ প্রাণায়ামঃ"। শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উভয়ের অভাবকে প্রাণায়াম বলে। পরসূত্রে বলিতেছেন [সতু] বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশ কাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ। ব্যাসদেব ভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। যত্র প্রশ্বাস পূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ। প্রশ্বাস পূর্ব্বক গতির যে অভাব অর্থাৎ ভিতরের প্রাণবায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করিলে অপানবায়ুর অন্তঃপ্রবেশরূপ গতি তাহার রোধ হয় ইহা রেচক প্রাণায়াম। আবার যত্র শ্বাস পূর্ব্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ—অর্থাৎ শ্বাস পূর্ব্বক গতির যে অভাব—বাহিরের অপানবায়ু টানিয়া লইলে যে প্রাণের গতির অভাব হয় তাহাই পূরক এবং তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তি যত্রোভয়াভাবঃ সকৃৎ প্রযত্নাৎ ভবতি—তদুক্তং "যত্রোভয়োঃ শ্বাস প্রশ্বাসয়োঃ সকৃদেব বিধারকাৎ প্রযত্নাদভাবো ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপূরণ প্রযত্নৌঘ বিধারণং, নাপি রেচকপ্রযত্নৌঘ বিধারণং, কিন্তু যথা তপ্তউপলে নিহিতং জলং পরিশুষ্যৎ সর্ব্বতঃ" সঙ্কোচমাপদ্যতে তথা দ্বয়োর্যুগপত্তবত্যভাব ইতি। অর্থাৎ পূরক ও রেচক দ্বারা যখন পূরক রেচক আর করিতে হয় না বিনা প্রযত্নে উভয়ের গতি রোধ হয় তখন কুম্ভক হয়। তপ্ত শিলায় জলবিন্দু প্রক্ষেপ করিলে তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায় সেইরূপ সম্যকরূপে নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বায়ুর বেগ হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

অর্জ্জুন—প্রাণ ও অপানের যুগপৎ অভাব ত পূরক রেচক এই দুই প্রক্রিয়া দ্বারাও হইতে পারে ?

ভগবান্—হাঁ তাহাও ত হয়। "অপানেঽস্তং গতে প্রাণো যাবন্নাভ্যুদিতো হৃদি। তাবৎ সা কুম্ভকাবস্থা যোগিভির্যানুভূয়তে" অপান বায়ু প্রশমিত হইলে যাবৎ হৃদয়ে প্রাণবায়ু উদিত না হয় তাবৎ কাল কুম্ভক হয়। বহিরস্তং গতেপ্রাণে যাবন্নাপান উদ্গতঃ তাবৎ পূর্ণাং সমাবস্থাং বহিষ্ঠং কুম্ভকং বিদুঃ আবার প্রাণবায়ু প্রশমিত হইলে যাবৎ না অপান বায়ু উত্থিত হয় তাবৎ কাল কুম্ভক হয়। ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু আকর্ষণরূপ পূরক করিয়া ইড়া পিঙ্গলা রোধ করিয়া বায়ু স্তম্ভন করিয়া যতক্ষণ থাকা যায় তাহা কুম্ভক পরে পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু নিঃসারণরূপ রেচক করিলে একটি প্রাণায়াম হয়। অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ এই পূরক্ কুম্ভক রেচক সমন্বিত প্রাণায়াম বিধান করিতেছেন। "স ব্যাহৃতিং স প্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তঃ প্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

এতৎ ব্যতিত পূরক রেচক পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে আপনা হইতে প্রাণাপানের গতি যখন রোধ হয় তখনও কুম্ভক হয়। যে কয়েকটি কুম্ভকের কথা বলা হইল তাহা এই :—

(১) বাহ্যকুম্ভক—যখন প্রাণ বায়ু অস্তমিত হয় তখন হইতে অপান বায়ু উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাহাই বাহ্য কুম্ভক।

(২) অন্তঃ কুম্ভক—অপান বায়ু অস্তগত এবং প্রাণবায়ু ঈষদ্ উদয়োন্মুখ সময় পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাহা অন্তঃকুম্ভক।

(৩) পূরক ও রেচক ক্রিয়ার পর আপনা হইতে যে বায়ু স্তম্ভ তাহাও কুম্ভক।

(৪) স্বচ্ছকুম্ভক—অপান বায়ুর উদয়স্থান নাসাগ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল। কিন্তু তদপেক্ষা দূর ১৬ অঙ্গুল পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রাণ রেচক অবলম্বন করিয়া নিখিল বায়ু রেচিত হওয়ার স্বচ্ছ কুম্ভক হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠ ১, ২, ৪ কুম্ভকের কথা বলিতেছেন। যোগশাস্ত্রে অষ্টবিধ কুম্ভকের উল্লেখ আছে। সূর্য্যভেদনমুজ্জায়ী সীৎকারী শীতলী তথা। ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবল শ্চাষ্ট কুম্ভকাঃ।

সূর্যাভেদ কুম্ভক—পূরয়েৎ সূর্য্য নাড্যা চ যথাশক্তি বহির্ম্মরুৎ।

ধারয়েদ্বহু যত্নেন কুম্ভকেন জলন্ধরৈঃ॥
যাবৎ স্বেদঃ নখকেশাভ্যাং তাবৎ কুর্ব্বন্তু কুম্ভকম্।
সর্ব্বে তে সূর্য্যসংভিন্না নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ॥
ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্য্যেণা খণ্ড বেগতঃ।
পুনঃ সূর্য্যেন চাকৃষ্য কুম্ভয়িত্বা তথা বিধি॥
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ।

কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া চিবুক (দাড়ী) বক্ষঃস্থলে জোর করিয়া ধরিতে হইবে। ইহা জালন্ধর মুদ্রা। পিঙ্গলা দ্বারা (দক্ষিণ নাসিকা) বাহিরের বায়ু যথাশক্তি টানিয়া লইয়া জালন্ধর মুদ্রা করিবে পরে যতক্ষণ না কেশ নখ হইতে ঘর্ম্মবাহির হয় ততক্ষণ কুম্ভক করিবে। পরে

ইড়া দ্বারা (বামনাসা) ধৈর্য্যের সহিত বায়ুকে অখণ্ডভাবে ত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসায় পূরক, মধ্যে কুম্ভক ও বাম নাসায় রেচক কর এইরূপ বারম্বার কর।

উজ্জায়ীকুম্ভক—উভয় নাসিকা দ্বারা বহির্ব্বায়ু এবং হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা অন্তর্ব্বায়ু আকর্ষণ করিয়া মুখ মধ্যে কুম্ভক করিবে (মুখ মধ্যে চ ধারয়েৎ) পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া জালন্ধর মুদ্রা করিবে যথাশক্তি এইরূপে বায়ুধারণ করাই উজ্জায়ীকুম্ভক।

সহিতকুম্ভক (সগর্ভ)। অং বীজ ১৬ দ্বারা বাম নাসায় বায়ু পূরণ (রক্তবর্ণ ব্রহ্মার ধ্যান সঙ্গে) উংবীজ ৬৪ দ্বারা নীলবর্ণ বিষ্ণু ধ্যান করিতে করিতে কুম্ভক এবং মংবীজ ৩২ দ্বারা শুক্লবর্ণ শিবধ্যান করিতে করিতে রেচন পুনর্ব্বার ঐ ঐ বীজ দ্বারা দক্ষিণ নাসায় পূরক, মধ্যে কুম্ভক এবং বাম নাসায় রেচক। এইরূপ অনুলোম বিলোম ক্রমে পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম। বীজমন্ত্র না জপিয়া প্রাণায়াম করাকে নির্গর্ভ বলে।

শীতলী কুম্ভক। জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে উদর পূর্ণ কর। পরে ক্ষণমাত্র কুম্ভক করিয়া (ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা) উভয় নাসা দ্বারা রেচন কর। পুনঃ পুনঃ ইহা কর।

ভস্ত্রিকা কুম্ভক। উভয় নাসা দিয়া যাঁতার ন্যায় বায়ু টানিয়া লও। ২০ বার এইরূপ বায়ু চালন করিয়া কুম্ভক কর। পরে আবার যাঁতা দ্বারা (ভস্ত্রিকা দ্বারা) যেমন বায়ুছাড়া যায় সেইরূপ উভয় নাসা দ্বারা বায়ু ছাড়। এই ভস্ত্রিকা কুম্ভক তিনবার কর।

ভ্রামরী কুম্ভক। মধ্যরাত্রে শব্দ বর্জ্জিত স্থানে যোগী হস্তদ্বারা উভয় কর্ণ বন্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভক করিবে। ইহা দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে, ঝিল্লী, বংশী, মেঘ গর্জ্জন, ঝর্ঝরীবাদ্য ভ্রমর গুঞ্জন, ঘণ্টা কাংস্য তুরী ভেরী মৃদঙ্গ অনেক দুন্দুভি ইত্যাদি শব্দ ক্রমশঃ শ্রুত হইবে। ভ্রামরী কুম্ভক নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে বহু প্রকার শব্দ শোনা যায়। শেষে হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে অদ্ভুতপূর্ব্ব শব্দ শোনা যাইবে। ঐ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিও দর্শন হয়।

মূর্চ্ছা কুম্ভক। স্বচ্ছন্দে কুম্ভক করিয়া মনকে ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে ধারণ করিবে, করিয়া সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মাতে স্থাপন কর।

কেবলী কুম্ভক বা কেবল কুম্ভক। "নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ" উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। উদর বায়ু পূর্ণ করিয়া—নবদ্বার রুদ্ধ করিয়া মনকে ভ্রূমধ্যে রাখিয়া—যে বায়ু ধারণা তাহাই কেবল কুম্ভক। নিবিদ্ধেতু নবদ্বারে উচ্ছসন্নিশ্বসং স্তথা। ঘটমধ্যে যথা দীপং নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদুঃ। ইহাতে রেচক পূরক নাই কেবল কুম্ভকই আছে। রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যৎ বায়ু ধারণম্। প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবল কুম্ভকঃ॥

এই যে অষ্টবিধ কুম্ভকের কথা বলা হইল—ইহা গুরুর নিকট জানিয়া অভ্যাস করিতে হয়। বই পড়িয়া এই সমস্ত অভ্যাস করা আর আত্মহত্যার চেষ্টা করা প্রায় সমান।

অর্জ্জুন—এখন ৪র্থ প্রাণায়াম কি বল ?

ভগবান্—৪র্থ প্রাণায়াম। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভবৃত্তির্দেশকাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ" স্থান কাল ও সংখ্যা দ্বারা প্রাণায়ামকে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম বলা যায়। রেচক প্রাণায়াম বাহিরে কতদূর যায় তাহা দেখ। হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া নাসাগ্র সম্মুখে ১২ অঙ্গুল পর্য্যন্ত দেশে প্রাণেরগতি শেষ হয় এবং অপান বায়ুও ঐ স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়ে গিয়া শেষ হয় এই প্রাণাপানের স্বাভাবিকীগতি। রেচক কতদূর পর্য্যন্ত যাইতেছে তাহার পরীক্ষাই দেশ পরীক্ষা। হাতে তুলা বা সক্তু (ছাতু) রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ু বহির্গতির পরিমাণ জানা যায়। পূরক প্রাণায়ামের দেশ পরীক্ষা অভ্যন্তরে। পূরক কালে (বা কুম্ভক কালেও) যদি আপাদ মস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকা সঞ্চরণ স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ অনুভূত হ অথবা অন্য কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয় তবে প্রপূরিত বায়ু সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছে বুঝিবে। পূরক ও রেচকের এবং কুম্ভকেরও দীর্ঘতা বা সূক্ষ্মতা এইরূপে দেশ পরীক্ষা দ্বারা করিতে হয়। কতক্ষণ ঐ ত্রিবিধ প্রাণায়াম স্থিতি লাভ করিতেছে ইহাও লক্ষ্য কর। আর জপের সংখ্যা দ্বারাও প্রাণায়াম সূক্ষ্ম কি দীর্ঘ স্থির করা যায়। ১৬।৬৪।৩২ জপ দ্বারা অথবা গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ দ্বারা পূরক কুম্ভক রেচকের দীর্ঘ সূক্ষ্মতা ঋষিরা নির্দ্ধারণ করেন। "বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ" প্রাণায়াম যখন মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা চক্র প্রভৃতি স্থান ও প্রণবাদি মন্ত্রের সংখ্যা ইত্যাদি আলোচনা করিয়া হয় তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম। প্রথম অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়াম অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইলে স্থান কালাদির প্রতি লক্ষ্য থাকেনা। তৃতীয় প্রণায়ামে স্থান কালাদির প্রতি লক্ষ্য থাকেনা চতুর্থ প্রাণায়ামে থাকে ইহাই প্রভেদ।

অর্জ্জুন—শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বহু প্রশংসা দেখা যায়।

প্রাণায়াম পরাঃ সর্ব্বে প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
প্রাণায়ামৈ র্বিশুদ্ধা যে তে যান্তি পরমা গতিং।
প্রাণায়ামাদৃতে নান্যৎ তারকং নরকাদিব।
সংসারার্ণব মগ্নানাং তারকং প্রাণ সংযমঃ॥ যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

শাস্ত্র আরও বলেন—

মানসং বাচিকং পাপং কায়িকঞ্চাপি যৎ কৃতম্।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহেচ্ছীঘ্রং প্রাণায়াম ত্রয়েণ বৈ॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথামলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য সংযমৈঃ॥
তপসাং তীর্থযাত্রাদ্যা যম দান ব্রতাদয়ঃ।
প্রাণায়ামস্য তস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

যত প্রকার তপস্যা আছে কায়িক বাচিক মানসিক পাপ দূর করিতে প্রাণায়ামের মত তপস্যা আর নাই।

শাস্ত্র এইরূপ বলিলেও লোকে "হঠের প্রাণায়াম" বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য করেন কেন? কেহ

বলেন "প্রাণায়াম অস্বাভাবিক। ইহা দ্বারা মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই বরং নানা রোগোৎপত্তি হয়"।

ভগবান্—শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত তাহা সহজেই বুঝিতেছ কারণ আমি কখন কোন অস্বাভাবিক কথা বলি নাই। এই সমস্ত লোক শাস্ত্র ও গুরু মানে না। কাজেই প্রাণায়ামাদি পুস্তক দেখিয়া শিখিতে গিয়া ইহাদের রোগগ্রস্ত হওয়াই উচিত। পুস্তক দেখিয়া যখন চেষ্টা করে তখন পুস্তকই ইহাদের গুরু। তথাপি ইহারা বিকারগ্রস্ত মনুষ্যের মত। যাহাকে ইহারা স্বাভাবিক কর্ম্ম বলে ইহারা জানেনা যে ইহাদের স্বাভাবিক কর্ম্মই মৃত্যু। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" বাজসনেয় সংহিতা ৪০।১৪। স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞানং মৃত্যুশব্দবাচ্যং ইতি ভাষ্যে। স্বাভাবিক কর্ম্মই মৃত্যু। এই বেদ মৃত্যু অতিক্রম করিবার জন্য বহু উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাণায়ামটি প্রধান উপায়,

আর যাঁহারা হঠের প্রাণায়াম বলিয়া প্রাণায়াম অগ্রাহ্য করেন তাঁহারাও একদেশ দর্শী। সর্ব্ব শাস্ত্রে যাহার বিধি—এমন কি দ্বিজ বালককে অতি শিশু কাল হইতে সন্ধ্যা করিবার সময় যে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন কৌশল্যা প্রাণায়াম দ্বারা বিষ্ণু উপাসনা করিতেছিলেন—প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দ্দনম্।, ৩৩ অযো ৫ সর্গঃ। এতদ্বারা স্ত্রীলোককেও যাহা অভ্যাস করিতে হয় তাহা উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? তবে যে কারণে হঠের প্রাণায়াম বলা হয় তাহাও প্রকৃত কথা নহে।

চিত্তাদি সর্ব্ব ভাবেষু ব্রহ্মত্বে নৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ব বৃত্তীনাং প্রাণায়াম স উচ্যতে॥

চিত্তাদি সর্ব্ব ভাবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া যে বৃত্তি নিরোধ তাহাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামে জগতকে মিথ্যা ভাবনা করা রেচক এক ব্রহ্মই সর্ব্বময় এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞানই পূরক এবং বিষয়াদি উপেক্ষা জন্য এবং সমস্তই ব্রহ্ম জন্য যে নিশ্চলভাবে বৃত্তিস্থিতি তাহাই কুম্ভক। এই প্রাণায়ামই আত্মসংযম যজ্ঞ। এ স্থানে প্রাণায়ামকে রূপক করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাণায়াম করিয়া যদি কেহ জ্ঞান প্রাপ্তি লক্ষ্য না করে তবে সে অজ্ঞ। অজ্ঞজনের প্রাণায়াম সম্বন্ধে বলা হয় অজ্ঞানাং ঘ্রাণ পীড়নং। এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত *কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥ ৩১॥

ব ম
যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞান্পূর্ব্বোক্তান্ দৈবাদিদ্বাদশযজ্ঞান্ বিদন্তি জানন্তি

---

* ক্ষপিত ইতি বা পাঠঃ।

ম ম
বিন্দন্তি লভতে বেত্তি যজ্ঞানাং জ্ঞাতারঃ কর্ত্তারশ্চ যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ
শ শ
যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতো নাশিতো কল্মষো যেষাং তে যজ্ঞাশিষ্টা-
শ নী
মৃতভুজঃ যজ্ঞানাং শিষ্টং অবশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টঞ্চ তদমৃতঞ্চ
শ শ
যজ্ঞশিষ্টামৃতং তৎ ভুঞ্জত ইতি যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন
শ
কালেন যথাবিধি চোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি এতেসর্ব্বেঽপি
নী শ ম নী
চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সনাতনম্ চিরন্তনম্ নিত্যং ব্রহ্মযান্তি প্রাপ্নুবন্তি।
শ
হে কুরুসত্তম অযজ্ঞস্য যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য
শ ম
নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য অয়ম্ অয়মপি লোকঃ ন অল্পসুখো
ম শ্রী শ
মনুষ্যলোকো নাস্তি অন্যঃ বহুসুখঃ পরলোকঃ বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ
ব ব নী শ্রী
মোক্ষলভ্যোলোকঃ কুতঃ স্যাৎ নকুতশ্চিদিত্যর্থঃ। অতো যজ্ঞাঃ
সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০।৩১ ॥

যজ্ঞজ্ঞ, যজ্ঞ দ্বারা বিনিষ্ট পাপ এবং অমৃতরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী ইঁহারা সকলেই সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কোন যজ্ঞই যে করে না তাহার ইহলোকই নাই পরলোক ত দূরের কথা ॥ ৩০।৩১ ।

অর্জ্জুন—এই যে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলিলে ইহা করিলেই বা কি হয় আর না করিলেই বা কি হয়?

ভগবান্—যাঁহারা এই সমস্ত যজ্ঞ জানিয়াছেন—জানিয়া অনুষ্ঠান করেন এজন্য যাঁহাদের এই সমস্ত পাপ দূর হইয়াছে এবং যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্ট কালে যজ্ঞ শেষ অমৃত ভোজন করেন তাঁহাদের সত্ত্বগুণের উদয় জন্য জ্ঞান লাভ হয়—তাঁহারা সনাতন' ব্রহ্মপদ লাভ

করেন, তাঁহাদের আর জননমরণরূপ সংসার থাকেনা। কিন্তু এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কোন একটিও যে করেনা তাহার ইহলোকেই কোন সুখ হয়না—পরলোকে তাহার আর কি হইবে? ইহলোকেও সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে পরলোকেও তাহার জন্য ভয়ানক নরক যাতনা অবশিষ্ট থাকে।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে যে "সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্টাঃ" বলিয়াছ তাহাও কি এই সমস্ত যজ্ঞ?

ভগবান্—৩.১০ শ্লোকে বলিয়াছি যজ্ঞ অর্থে বিষ্ণু এবং ঈশ্বরারাধনা জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মত কর্ম্ম। হোমাদিও যজ্ঞ। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ শোধ করিতে হয়। গৃহস্থগণ প্রত্যহ যে পাপ করে তাহা পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা দূর হয় "পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি"। ৩।১৩ বলিয়াছি যজ্ঞ পাঁচ প্রকার পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। এখানে যে সমস্ত বলিলাম তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞের কতকগুলিও আছে। এই সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আত্মরক্ষা ও জগৎরক্ষা না করে সে ব্যক্তি অঘায়ু—পাপ আয়ু। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি। যে যজ্ঞশেষ ভোজন না করিয়া "পচন্ত্যাত্ম-কারণাৎ" নিজের উদর পূরণার্থ যে পাক করে সে ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা—তাহারা পাপ অন্নই ভোজন করে। প্রকৃত কথা তুমি ইন্দ্রিয়ারাম কিনা সর্ব্বক্ষণ তাহা স্মরণ রাখিও। ইন্দ্রিয়ের জন্য যাহা করিবে তাহাই পাপ। যজ্ঞ যে না করে পূর্ব্বোক্ত কারণে সে ইন্দ্রিয়ারাম। ইহলোকে সে ত সুখগন্ধী দুঃখই ভোগ করে আর পরলোকেও তাহার জন্য ভীষণ নরক উথলাইতে থাকে।

অর্জ্জুন—মনে মনে ব্রহ্ম চিন্তাকেও ত অন্তর্য্যাগ বলে?

ভগবান্—ইহাও সহজ ভাবিও না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন অন্তর্যাগ হয় না। মহাভারত অনুগীতা ২৫ বলেন "পরব্রহ্ম ঐ যজ্ঞের অগ্নি প্রাণ উহার স্তোত্র, অপান উহার শাস্ত্রমন্ত্র, সর্ব্ব-ত্যাগ উহার দক্ষিণা, সত্যবাক্য প্রশাস্তার বাক্য ও অপবর্গ উত্তরাঙ্গ কর্ম্মস্বরূপ, অহংকার মন বুদ্ধি ইহার হোতা অধ্বর্য্য ও উদ্গাতা। অন্তর্যাগে রিপু বলিদান সামবেদে আছে"।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

শ শ হ
ব্রহ্মণঃ বেদস্য মুখে দ্বারে এবং উক্তপ্রকারেণ বহুবিধাঃ
শ ম ম
বহুপ্রকারাঃ যজ্ঞাঃ সর্ব্ববৈদিকশ্রেয়ঃসাধনরূপাঃ বিততাঃ
শ শ শ
বিস্তীর্ণাঃ বেদদ্বারেণাবগম্যমানাঃ ব্রহ্মণোমুখে বিততা উচ্যন্তে,
শ শ্রী
উদযথা "বাচি হি প্রাণং জুহুমঃ" ইত্যাদয়ঃ তথাপি তান্ সর্ব্বান্

ম শ শ ম

যজ্ঞান্ কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানস কর্ম্মোদ্ভবান্ বিদ্ধি জানীহি

শ শ ম ম শ

নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা ন তদ্ব্যাপারা এতে, কিন্তু নির্ব্ব্যাপারোঽহমুদাসীন

শ ম ম

ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে অস্মাৎ সংসারবন্ধনাদিতি শেষঃ ॥ ৩২।

এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তারিত হইয়াছে। এই সমস্তকে [কায়িক-বাচিক-মানসিক] কর্ম্মোদ্ভূত জানিও। আত্মা হইতে জাত কেহই নহে কারণ আত্মা নির্ব্ব্যাপার, উদাসীন ও নির্লিপ্ত বলিয়া—এই সমস্ত যজ্ঞের কোন যজ্ঞই নিষ্পন্ন করেন না। এইরূপ জানিয়া [সংসার হইতে] মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন—এই যে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলিলে ইহাদের কথা কি বেদে আছে?

ভগবান্—আমি নূতন কল্পনা করিয়া কিছুই বলিতেছিনা—বেদে বহুবিধ যজ্ঞের কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন—যজ্ঞ সমূহ ত কায়িক বাচিক মানসিক ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন। এই কর্ম্ম ব্যাপার হইতে মোক্ষ কিরূপে হইবে?

ভগবান্—যজ্ঞ মাত্রই কর্ম্মজ। কিন্তু আত্মার কোন কর্ম্ম নাই। আত্মা নির্ব্ব্যাপার সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত। কোন যজ্ঞাদি ব্যাপারে আত্মার কর্ম্ম নাই ইহা নিশ্চয় হইলেই আত্মার স্বরূপ দর্শন হইবে। সম্যগ্ দর্শন হইলেই সংসার বন্ধন ছুটিয়া যায় ইহাই মুক্তি।

অর্জ্জুন—"তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি" যজ্ঞ সমূহকে কর্ম্মজান্—কর্ম্মোদ্ভবান্ বলিতেছ?

ভগবান্—যজ্ঞগুলি কর্ম্ম। কর্ম্ম তিন প্রকার কায়িক বাচিক এবং মানসিক। আত্মা কিন্তু নির্ব্ব্যাপার, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ। আত্ম স্বরূপ সংস্পর্শ রহিত বলিয়া যজ্ঞ সমূহকে কর্ম্মজনে কর্ম্মোদ্ভবান্ বলা হইতেছে। যজ্ঞ করিতে হইলে শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয়। আত্মার সহিত ইহাদের কোন সংস্পর্শ নাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

নী

শ দ্রব্যাঃ

হে পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ দ্রব্যসাধন সাধ্যাৎ

নী
বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদি তৎসাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ
নী শ শ্রী
নিঃশেষবাঙ্মনঃকায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মকঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ শ্রেষ্ঠঃ
ম শ
সাক্ষান্মোক্ষফলত্বাৎ দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকো ন জ্ঞানযজ্ঞঃ
শ আ
ফলস্যারম্ভকোঽতঃ শ্রেয়ান্ কথং ? যতঃ হে পার্থ সর্ব্বং সমস্তং
আ আ
কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকং অখিলং অবিদ্যমানংখিলং শেষোঽস্যেত্যনল্পং
আ আ আ
মহত্তরমিতি যাবৎ সর্ব্বমখিলমিতিপদদ্বয়োপাদানমসঙ্কোচার্থম্।
ম শ
জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে
শ শ
পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি জ্ঞানানন্তরং কর্ম্ম ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

হে শত্রুতাপন ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু হে পার্থ ! সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কেন ?

ভগবান্—দ্রব্যময় যজ্ঞ দ্রব্যসাধ্য। এবং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপারের মাত্র আবশ্যক হয়। ইহাতে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই। ব্রহ্ম ও আত্মা এক এই জ্ঞান না থাকিলেও যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যে যজ্ঞ জ্ঞানশূন্য, যাহার পরিসমাপ্তি স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তি অথবা চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত তাহা জ্ঞানযজ্ঞ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ জ্ঞানযজ্ঞে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়; সমস্ত যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভ হয় সেই সমস্তই একমাত্র জ্ঞানযজ্ঞোদ্ভূত ব্রহ্মানন্দ রূপ অমৃতের অন্তর্ভূত। দ্রব্যযজ্ঞজাত স্বর্গলাভাদি ভোগসুখ, ব্রহ্মানন্দের তুলনায় সিন্ধুর নিকট বিন্দুর মত। এইজন্য দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

যদি বল যজ্ঞ সম্পন্ন কালে যেমন মানসিক ব্যাপার আছে জ্ঞানযজ্ঞেও ত মানসিক ব্যাপার আছে। আছে সত্য—কিন্তু জ্ঞান লাভের জন্য যে মানসিক ব্যাপার তাহা ভোগবাসনা

ত্যাগের জন্য। মন হইতে ভোগবাসনা বিগলিত করিতে পারিলেই মনের নাশ হয়। জ্ঞানে যে মানসিক ব্যাপার তাহা মনের নাশ জন্য, দ্রব্যযজ্ঞে তাহা হয় না।

আরও, দ্রব্যযজ্ঞ সমূহ ফলের আরম্ভক ; জ্ঞানযজ্ঞে কিন্তু ফলারম্ভ নাই।

অর্জ্জুন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইহা কেন বল ?

ভগবান্---কর্ম্ম করিতে হয় কেন ? শান্তিলাভ জন্যই মানুষ কর্ম্ম করে। শান্তি লাভ হ কখন ? না যখন চিত্ত স্পন্দনশূন্য অবস্থায় থাকে। যতদিন স্পন্দন থাকে ততদিন ক থাকিবেই। চিত্তকে বিষয়ে স্পন্দিত হইতে না দিয়া যখন জ্ঞান বা আনন্দ স্বরূপ ভগবানের কথায় স্পন্দিত করা যায় তখন ইহার আংশিক শান্তি কিন্তু ইহার পূর্ণ শান্তি তখনই হয় যখ চিত্তরূপ লবণপুত্তলিকা আপন উৎপত্তি স্থান যে আনন্দসমুদ্র, তাহাতে মগ্ন হইয়া তাহাই হইয়া যায়। ইহাই না জ্ঞান ? জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় একীভূত হইয়া যায়—তখন আর কর্ম্ম থাকে কোথায় ? তাই বলা হয় জ্ঞান হইলে সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যায়।

"নিষ্কাম ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করা প্রথমতঃ নিতান্ত দুঃসাধ্য। যদিও কোন রূপে জানা যায় তাহা হইলেও উহা অনুষ্ঠান করা সহজ নয় যদিও অনুষ্ঠান করা যায় উহা দ্বারা সুখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। অতএব যজ্ঞাদির ফ বিনশ্বর জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য" শান্তি পর্ব্ব ২৬৯। যাহারা বিচার দ্বারা ভোগ বাসনা ত্যাগ করিতে পারেনা, যাহারা তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা মনোনাশ ও বাসনা ত্যাগে অসমর্থ তাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সম্পন্ন করুক—করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হইবে তখন তাহাদের জ্ঞান লাভ হইবে তখন তাহার জপ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের শেষ হইবে। ৩৩।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ম রা রা
তৎ সর্ব্বকর্ম্মফলভূতং আত্মবিষয়ং জ্ঞানং অবিনাশি তু

রা
তদ্বিদ্ধি ইত্যারভ্য এষা তেঽভিহিতা ইত্যনেন ময়োপদিষ্টম্ বিদ্ধি

শ শ শ
বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যতে ইত্যাচার্য্যানভিগম্য প্রণিপাতেন

শ শ
প্রকর্ষেণ নীচৈঃ প্রপতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন পরিপ্রশ্নেন

শ্রী ম শ ম
কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কোঽহং কথংবন্ধঃ কেনোপায়েন মুচ্যেয়মিত্যাদি

শ ম
বহুবিষয়েণ প্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া সর্ব্বভাবেন তদনুকূল-
ম হ
কারিতয়া এবং ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়পূর্ব্বকেণাবনতিবিশেষেণ। এবং
নী শ শ
সতি জ্ঞানিনঃ গ্রন্থজ্ঞাঃ জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্‌যথাবৎ তদ্দর্শন-
শ ম
শীলাশ্চ ন ভবন্তীত্যাহ তত্ত্বদর্শিনঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ কৃতসাক্ষাৎকারাঃ
হ নী শ্রী ম
সাক্ষাৎকৃত-পরমার্থাঃ অনুভববন্তঃ তে তুভ্যং জ্ঞানং পরমাত্ম-
শ শ্রী
বিষয়ং উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি।
রা রা
সাক্ষাৎকৃতাত্মস্বরূপাস্তু জ্ঞানিনঃ প্রণিপাতাদিভিঃ সেবিতাঃ জ্ঞান-
রা
বুভুৎসয়া পরিতঃ পৃচ্ছতস্তবাশয়মালক্ষ্য জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি ইতি।
শ শ
যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি
ভগবতোমতম্ ॥ ৩৪ ॥

দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, বহুবিষয় প্রশ্ন দ্বারা, ভৃত্যবৎ সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। যাঁহারা গ্রন্থ দেখিয়াছেন, যাঁহারা অনুভব করিয়া সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করিব তাহাই বল।

ভগবান্—তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞান লাভের জন্য গুরু আবশ্যক। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি ইহা বিধি দিতেছেন। যাঁহারা বলেন শ্রীভগবানই আমার গুরু ; মানুষগুরুতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রকৃত কথা শাস্ত্রদৃষ্টে অবগত হইয়াও কোন সার্থ সিদ্ধি জন্য বা সাম্প্রদায়িকতা জন্য শ্রুতির বিকৃত অর্থ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে আপনার বাণ আপনাকে লাগেনা—বিনা গুরুর উপদেশে তত্ত্বদর্শন হইতে পারেনা। এইজন্য শ্রীভগবানই গুরুরূপে জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন।

ত্যাগের জন্য। মন হইতে ভোগবাসনা বিগলিত করিতে পারিলেই মনের নাশ হয়। জ্ঞানে যে মানসিক ব্যাপার তাহা মনের নাশ জন্য, দ্রব্যযজ্ঞে তাহা হয় না।

আরও, দ্রব্যযজ্ঞ সমূহ ফলের আরম্ভক ; জ্ঞানযজ্ঞে কিন্তু ফলারম্ভ নাই।

অর্জ্জুন—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইহা কেন বল ?

ভগবান্---কর্ম্ম করিতে হয় কেন ? শান্তিলাভ জন্যই মানুষ কর্ম্ম করে। শান্তি লাভ হ কখন ? না যখন চিত্ত স্পন্দনশূন্য অবস্থায় থাকে। যতদিন স্পন্দন থাকে ততদিন ক থাকিবেই। চিত্তকে বিষয়ে স্পন্দিত হইতে না দিয়া যখন জ্ঞান বা আনন্দ স্বরূপ ভগবানের কথায় স্পন্দিত করা যায় তখন ইহার আংশিক শান্তি কিন্তু ইহার পূর্ণ শান্তি তখনই হয় যখ চিত্তরূপ লবণপুত্তলিকা আপন উৎপত্তি স্থান যে আনন্দসমুদ্র, তাহাতে মগ্ন হইয়া তাহাই হইয়া যায়। ইহাই না জ্ঞান ? জীবাত্মা যখন পরমাত্মায় একীভূত হইয়া যায়—তখন আ কর্ম্ম থাকে কোথায় ? তাই বলা হয় জ্ঞান হইলে সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যায়।

"নিষ্কাম ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞাদির কাল নির্ণয় করা প্রথমতঃ নিতান্ত দুঃসাধ্য। যদিও কোন রূপে জানা যায় তাহা হইলেও উহা অনুষ্ঠান করা সহজ নয়। যদিও অনুষ্ঠান করা যায় উহা দ্বারা সুখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। অতএব যজ্ঞাদির ফ বিনশ্বর জানিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য" শান্তি পর্ব্ব ২৬৯। যাহারা বিচার দ্বারা ভো বাসনা ত্যাগ করিতে পারেনা, যাহারা তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা মনোনাশ ও বাসনা ত্যাগে অসমর্থ, তাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সম্পন্ন করুক—করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধি হইবে; তখন তাহাদের জ্ঞান লাভ হইবে তখন তাহার জপ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের শেষ হইবে। ৩৩।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

ম রা রা
তৎ সর্ব্বকর্ম্মফলভূতং আত্মবিষয়ং জ্ঞানং অবিনাশি তু

রা
তদ্বিদ্ধি ইত্যারভ্য এষা তেঽভিহিতা ইত্যনেন ময়োপদিষ্টম্ বিদ্ধি

শ শ শ
বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যতে ইত্যাচার্য্যানভিগম্য প্রণিপাতেন

শ শ
প্রকর্ষেণ নীচৈঃ প্রপতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন পরিপ্রশ্নেন

শ্রী ম শ ম
কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কোঽহং কথংবন্ধঃ কেনোপায়েন মুচ্যেয়মিত্যাদি

শ ম
বহুবিষয়েণ প্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া সর্ব্বভাবেন তদনুকূল-
ম হ
কারিতয়া এবং ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়পূর্ব্বকেণাবনতিবিশেষেণ। এবং
নী শ শ
সতি জ্ঞানিনঃ গ্রন্থজ্ঞাঃ জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্‌যথাবৎ তদ্দর্শন-
শ ম
শীলাশ্চ ন ভবন্তীত্যাহ তত্ত্বদর্শিনঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ কৃতসাক্ষাৎকারাঃ
হ নী শ্রী ম
সাক্ষাৎকৃত-পরমার্থাঃ অনুভববন্তঃ তে তুভ্যং জ্ঞানং পরমাত্ম-
শ শ্রী
বিষয়ং উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি।
রা রা
সাক্ষাৎকৃতাত্মস্বরূপাস্তু জ্ঞানিনঃ প্রণিপাতাদিভিঃ সেবিতাঃ জ্ঞান-
রা
বুভুৎসয়া পরিতঃ পৃচ্ছতস্তবাশয়মালক্ষ্য জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি ইতি।
শ শ
যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি
ভগবতোমতম্‌ ॥ ৩৪ ॥

দণ্ডবৎ প্রণাম দ্বারা, বহুবিষয় প্রশ্ন দ্বারা, ভৃত্যবৎ সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। যাঁহারা গ্রন্থ দেখিয়াছেন, যাঁহারা অনুভব করিয়া সাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাঁহারা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করিব তাহাই বল।

ভগবান্—তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞান লাভের জন্য গুরু আবশ্যক। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি ইহা বিধি দিতেছেন। যাঁহারা বলেন শ্রীভগবানই আমার গুরু; মানুষগুরুতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রকৃত কথা শাস্ত্রদৃষ্টে অবগত হইয়াও কোন সার্থ সিদ্ধি জন্য বা সাম্প্রদায়িকতা জন্য শ্রুতির বিকৃত অর্থ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে আপনার বাণ আপনাকে লাগেনা—বিনা গুরুর উপদেশে ইষ্টদর্শন হইতে পারেনা। এইজন্য শ্রীভগবানই গুরুরূপে জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুতে মানুষবুদ্ধি যাঁহারা রাখেন তাঁহাদের কিছুতেই জ্ঞান লাভ হইতে পারেনা। শিষ্য শ্রীগুরুর বাক্যামৃত পান করিতে করিতে যখন সমান চিত্তবৃত্তির সঙ্গম জনিত সুখ আস্বাদন করে তখনই শ্রীগুরুই যে ভগবান্ ইহা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যায়।

অর্জ্জুন—কোন্ প্রকার শিষ্য জ্ঞানের পাত্র ?

ভগবান্—" কৃতকার্য্যং " " নিরাকাঙ্ক্ষং " " প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্ " "জ্ঞানাপেক্ষং"—সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, কোন আকাঙ্ক্ষা আর নাই, সম্মুখে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া জ্ঞানের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে—এরূপ পাত্র দেখিয়া শ্রীগুরু বলেন "নিষ্কল্মষোঽয়ং" "জ্ঞানস্ত পাত্রং" "নিত্যভক্তিমান্" এই শিষ্য নিষ্পাপ হইয়াছে—ইনি নিত্য ভক্তিমান্—একদিন ভক্তি আসিল, পরদিন আর এক ভাব, এরূপ নহেন। ইনিই জ্ঞানের প্রকৃত পাত্র।

অর্জ্জুন—শিষ্য কিরূপ ভাবে গুরুর নিকটে কার্য্য করিবে ?

ভগবান্—শিষ্য কুশহস্তে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকটে উপস্থিত হইবেন। শ্রীগুরুকে দণ্ডবৎ দীর্ঘ প্রণিপাত করিবেন, করিয়া শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করিবেন প্রভু ! কেন আমার এই সংসার বন্ধন—কেইবা আমি, এইরূপে বদ্ধ কেন হইয়াছি, কি উপায়ে আমার ভববন্ধন ছুটিবে, কি উপায়ে অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমি আমার রমণীয়দর্শনকে দেখিতে পাইব, তাঁহার সহিত মিলিতে পারিব ? শিষ্য গুরুকে ভৃত্যবৎ সেবা করিয়া প্রসন্ন করিবেন-এই রূপের শিষ্যেরই জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু যে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে সম্মান প্রার্থনা করেন তিনি শিষ্য হইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার অহং জ্ঞানেরই শিষ্য।

অর্জ্জুন—জ্ঞানী বলিলেই ত হইত আবার তত্ত্বদর্শী কেন ?

ভগবান্—জ্ঞানী=গ্রন্থজ্ঞ ; তত্ত্বদর্শী=অনুভব কর্ত্তা। বহুবচন প্রয়োগ গৌরবে হইয়াছে। এই দুয়ের পার্থক্য এই যে গ্রন্থ দেখিয়া একরূপ জ্ঞান লাভ হয় কিন্তু সে জ্ঞানের উপদেশ করিলে কার্য্য হয় না—শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হইলে হইবে না—সাক্ষাৎকার যাঁহার হইয়াছে, সম্যগ্ দর্শন যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ পাইবে তবে জ্ঞান কার্য্যক্ষম হইবে—তদিতরে হইবে না ইহাই আমার মত ॥ ৩৪ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ * দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

ম
হে পাণ্ডব ! যৎ পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানমাচার্য্যৈরুপদিষ্টং জ্ঞাত্বা

শ শ ম ম শ
প্রাপ্য পুনঃ ভূয়ঃ এবং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ভ্রমং যথেদানীং

---

* ভূতান্যশেষাণি ইতি বা পাঠঃ।

শ শ্রী ম
মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি প্রাপ্স্যসি। কস্মাদেবং ?
ম শ ম ব
যস্মাৎ যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি অশেষেণ সামস্ত্যেন
শ ম ম
সর্ব্বাণীত্যর্থঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মনি
শ ম শ শ
ত্বয়ি ত্বম্পদার্থেঽথোঽপি ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে
ম ম ম হ
তৎপদার্থে পরমার্থতো ভেদরহিতেঽধিষ্ঠানভূতে দ্রক্ষ্যসি অভেদে-
শ
নোপলক্ষ্যসে। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং
শ
দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

হে পাণ্ডব! যাহা জানিলে পুনরায় এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবেনা [কারণ] যে জ্ঞান দ্বারা অশেষ ভূতকে স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতে [অভেদরূপে] দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন—আচার্য্য উপদেশে জ্ঞান লাভ যেন হইল—যেন জানিলাম আমি কে ? সংসার কি ? কেন আমার বন্ধন ? কিরূপেই বা মুক্ত হওয়া যায়—যেন এই সমস্ত জানিলাম তাহার পর কি ?

ভগবান্—স্বজন বন্ধু বান্ধবাদি মরিবে বলিয়া যে শোক করিতেছিলে—এইরূপ মোহ আর তোমায় অভিভূত করিতে পারিবেনা। জ্ঞান লাভ হইলে দেখিবে যে ব্রহ্মা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী তোমার আত্মাতে এবং আমাতেও নির্ব্বিশেষ রূপে অনুভূত হইতেছে। জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্বদর্শন তোমার লাভ হইবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই জ্ঞান।

"কর্ম্মীর মধ্যে কাহারও কখন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মেনা" শান্তি পর্ব্ব ২১৬ অধ্যায়। "লোকে প্রথমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া পরিশেষে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে এইজন্য কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। কামনার বশীভূত হইয়া যাহারা সর্ব্বদা শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহাদের স্বর্গাদি লাভ হয়। আর যাহারা মোক্ষ লাভার্থ কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয়।" শান্তিপর্ব্ব ২০১।

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

ম ম
চেৎ যদ্যপি সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপিভ্যঃ পাপকারিভ্যঃ
শ্রী শ শ্রী
পাপকৃত্তমঃ অতিশয়েন পাপকারী অসি ভবসি তথাপি সর্ব্বং
ম ম ম
বৃজিনং- পাপং অতিদুস্তরত্বেনার্ণবসদৃশং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানমেব
ম ম
প্লবং পোতং কৃত্বা সন্তরিষ্যসি সম্যগনায়াসেন পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতত্বেন
স ০ ম ম
চ তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। বৃজিনশব্দেনাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্ম
ম
সংসারফলমভিপ্রেতম্, মুমুক্ষোঃ পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপি সকল পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও তথাপি সমস্ত পাপরাশি জ্ঞান-তরণি দ্বারা পার হইয়া যাইবে। ৩৬ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান কি সকলকেই মুক্ত করিতে পারে?

ভগবান্—তুমি পাপী নও, কিন্তু মনে কর তুমি বিশ্বের সমস্ত পাপী অপেক্ষা পাপকারী হইলে, তথাপি তুমি জ্ঞানরূপ নৌকায় চড়িয়া পাপ সমুদ্র পার হইতে পারিবে।

অর্জ্জুন—না ঠাকুর! এরূপ মনে করিয়া কাজ নাই। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যে অতিশয় পাপী সে কি জ্ঞান লাভ করিতে পারে?

ভগবান্—অতিশয় পাপীও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। কেন পারিবে না? যে পাপী তাহার কি উদ্ধার নাই তুমি মনে কর? তাহা হইতে পারেনা। সৎসঙ্গ দ্বারা পাপীর বৃত্তি সৎবিষয়ে যাবেই। তখন সে অল্পে অল্পে পাপত্যাগ করিয়া কল্যাণ পথে যাইতে পারিবেই। অবশ্য পাপীর ক্লেশ অধিক হইবেই কিন্তু সেও প্রবল পুরুষার্থ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে যদি সে ইচ্ছা করে।

অর্জ্জুন—বৃজিন অর্থ কি?

ভগবান্—বৃজিন অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। মুমুক্ষুর পক্ষে অধর্ম্মও যেমন পাপ ধর্ম্মও সেইরূপ পাপ। কারণ ধর্ম্মেও বন্ধন আছে।

অর্জ্জুন—অনেক বার অনেক প্রকারে ত বলিতেছ জ্ঞান লাভের ক্রম কি? এখন আর একবার সহজ করিয়া বল জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে তুমি গীতাশাস্ত্রে কোন উপায় বলিতেছ?

ভগবান্—গীতাশাস্ত্রে সমস্ত উপায়ই বলিতেছি। সহজ করিয়া বলি শোন।

“যিনি নিখিল কর্ম্ম ও তৎফলাদি মনের দ্বারা একবারে ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কার্য্যতঃ তত্ত্যাগী না হইলেও মনের দ্বারা সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান স্বরূপ আমাকে লাভ করিতে পারেন”। ক্রম এই :—

(১) কর্ম্ম ত্যাগ ভিন্ন কখন জ্ঞান লাভ হইবেনা। কর্ম্মত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কিরূপে ফলত্যাগ হইবে? আমার শরণাপন্ন হইয়া কর্ম্ম করাই সহজ উপায়। সাধক প্রথমেই ভক্তিভাব গ্রহণ করিবে আমি নিজেই কিছুই পারিনা—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব সত্য কিন্তু হে প্রভু আমার শক্তিতে কিছুই হইবেনা—আমি তোমার শরণাগত—তুমি আমার মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া তোমার কার্য্যে ইহাকে নিযুক্ত কর—তদ্ভিন্ন আমার দুর্দ্দান্ত মনকে বশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। তুমি করাইতেছ বলিয়া আমি করিতেছি—তোমার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইতেছে এই ভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করাই প্রথম কথা। যেদিন তুমি করাইলে সেদিন রসের সহিত কর্ম্ম হইল, যে দিন তুমি করাইলে না সেদিন সুবিধা হইল না—এইটি মনে থাকিলে একদিন হর্ষিত একদিন বিষণ্ণ এরূপ ভাব থাকিবে না। এইভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ হইয়া কর্ম্ম হইবে।

ভক্তের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ এইরূপ।

(২) জ্ঞানী মনে মনে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উভয়ই ত্যাগ করিবেন। তিনি বিচার করিবেন—আত্মা নিষ্ক্রিয়, আত্মার কোন কর্ম্ম নাই। আমি আত্মা, আমি প্রকৃতি নহি। কাজেই কর্ম্ম আমি করিনা। জপ পূজা ধ্যান ধারণাই করি বা লৌকিক যাহা করি—মনে মনে বিচার দ্বারা সর্ব্বদা নিশ্চয় করি কর্ম্ম করে প্রকৃতি বা মন। আমি মন নহি, আমি আত্মা। মনে মনে কর্ম্মত্যাগ যদি সর্ব্বদা থাকে তবে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় আত্মার সহিত জ্ঞানীর একত্ব স্থাপিত রহিল। মনে এই ভাব রাখিয়া কার্য্যতঃ কর্ম্মত্যাগী না হইলেও তিনি বাস্তবিক অনাসক্ত। তাঁহার কোন বন্ধন নাই কারণ ভাবনা বলে দেহ ও দেহীর জড়ত্ব ও চিন্ময়ত্ব রূপ বিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহমাত্রে যে বিশ্বাস তাহাই বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ। জ্ঞানীর এরূপ সঙ্গ হয়না তিনি আত্মতত্ত্বের অপরিচ্ছিন্ন সুখ স্বভাব কখন বিস্মৃত হন না। তিনি কখন আত্মতত্ত্বকে পরিচ্ছিন্ন কল্পনা করিয়া বিষয় সুখের ভাবনা করেন না। আমি দেহ নহি, আমি মন নহি, আমিই আত্মতত্ত্ব, ইহার অভ্যাস জ্ঞানী নিরন্তর করেন বলিয়া কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কোন বন্ধন নাই।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ সম্যক্ ইদ্ধো দীপ্তোঽগ্নিঃ এধাংসি
শ শ ম
কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মীভাবং নয়তি তথা জ্ঞানাগ্নিঃ
শ্রী ব
আত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি
শ্রী ম
ভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মীকরোতি, তৎকারণাজ্ঞানবিনাশেন
ম শ
বিনাশয়তীত্যর্থঃ। যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎপ্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব
শ
ক্ষীয়তেঽতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্
শ
কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব
সর্ব্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে [প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্মকে] ভস্ম করে ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন—ভোগ না হইলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না—কোটি কল্পেও হয়না ইহাও শাস্ত্রবাক্য। তবে যে বলিতেছ জ্ঞান হইলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়? মহাভারত বলিতেছেন "পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মানুষের অনুগামী হয়। শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন ও কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। সকলেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। আর কালপুরুষ জীবগণের কর্ম্ম অনুসারেই জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। ফল পুষ্প যেমন ইচ্ছা না করিলেও পরিপক্ক হয় তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথাসময়ে পরিণত হইয়া থাকে"। শান্তিপর্ব্ব ১৮১ অঃ। "মৎস্য যেমন স্রোতোঽভিমুখে ধাবমান হয় তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম মনুষ্যের নিকটে আগমন করে" শান্তিপর্ব্ব ২০১ অঃ।

"জীবানাং নিষ্কৃতির্নাস্তি স্থিতে কর্ম্মণি নারদ !
তেন কুর্ব্বন্তি সন্তশ্চ সততঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ম্" ॥

হে নারদ! কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে জীবের নিষ্কৃতি নাই। সেই জন্য সাধুগণ সতত কর্ম্মক্ষয়ে নিযুক্ত থাকেন। এখন বল জ্ঞান হইলে এই কর্ম্ম কিরূপে ক্ষয় হয়?

ভগবান্—শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি এই উভয় দিয়াই দেখাইতেছি জ্ঞান হইলে কর্ম্ম কিরূপে ক্ষয় হয়। শ্রুতি বলেন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। সেই পরম বস্তু দৃষ্ট হইলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি সকলের ভেদ হয়, সংশয় সকলের উচ্ছেদ হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়। হৃদয়গ্রন্থি কি তাহা জানিয়া রাখ। আত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধিঃ যঃ তৎ লিঙ্গশরীরং হৃদয়গ্রন্থিঃ ইত্যুচ্যতে"। লিঙ্গশরীরই আত্মার উপাধি। লিঙ্গশরীরকেই আত্মার হৃদয়গ্রন্থি বলে। পরিপূর্ণ আত্মা উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে বদ্ধ ভান করেন। ইহাই জীবভাব। ইহা ভান মাত্র। অপরিচ্ছিন্ন মত এই যে মহাকাশ—ইহা যেন ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, হইয়া পরিচ্ছিন্ন মত হইয়া আপনার স্বরূপ ভুলিয়া ঘটকেই আমি বলিয়া অভিমান করিলেন। দেহে আত্মাভিমান করাই অজ্ঞান। এই অভিমান ত্যাগ করিলেই আপন পরিপূর্ণ স্বরূপে স্থিতি হয়। অভিমান বা অহংজ্ঞান ত্যাগের জন্যই প্রথমে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিতে হইবে। কর্ম্ম ত সকলেই করে, কিন্তু কর্ম্মকে কর্ম্মযোগে পরিণত করিবার কৌশল কয়জন জানে? দেখ অর্জ্জুন! আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষয় কর। আবার একবার ভাল করিয়া এই কথা বুঝাইতেছি মনোযোগ কর।

"কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥

কর্ম্মসমূহ পাপের পাচক—পাপনাশক। কিন্তু জ্ঞান পরমগতি। কর্ম্মদ্বারা পাপসমূহ পরিপাক পাইলে পরে জ্ঞানকে উৎপন্ন করে। তবেই দেখ পাপ নাশের জন্য প্রথমেই কর্ম্ম আবশ্যক। লৌকিক কর্ম্ম—স্নান ভোজন ভ্রমণ কথন ইত্যাদি অথবা বৈদিক কর্ম্ম যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি—যেরূপ কর্ম্মই কেন না কর—কর্ম্মের উদ্দেশ্য পাপক্ষয়, কর্ম্মের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সৎবস্তুকে পাপই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই পাপই মানুষের বাসনা—মানুষের কাম। যাহারা জপযজ্ঞে প্রথম প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারা যে জপ করিতে পারেনা, জপ করিতে গিয়া নানা বিষয় চিন্তা করে ইহাই তাহাদের পাপ। কর্ম্ম দ্বারা এই পাপ ত্যাগ হয়। মনে কর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে হইবে ইহাই ভগবদাজ্ঞা। অত্যন্ত শীতের সময়ে তোমার শয্যা ত্যাগ করিতে আলস্য ও অনিচ্ছা আসিতেছে আবার প্রাতঃকৃত্য করিবার ইচ্ছা আছে। শেষ ইচ্ছাটি সাত্ত্বিক, আলস্য অনিচ্ছাটি তামসিক। প্রথমটি ভগবৎইচ্ছা শেষটি বদ্ধজীবইচ্ছা। তুমি যদি আলস্য অনিচ্ছার সময়ে মনে ভাব—ভগবান্! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিতে চাই সত্য, কিন্তু নিজের শক্তিতে তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিতেছি না। আমার শক্তিতে কোন কর্ম্মই নিষ্পন্ন হয়না. আমি আমার দেবভাব ত্যাগ করিয়া পশু স্বভাবের এত কর্ম্ম করিয়াছি যে তম ও রজ আমাকে ছাড়েনা। এখন আমি তোমার দাস তুমি আমার করাইয়া লও—এই চিন্তা করিলেই তুমি শীত, আলস্য, অনিচ্ছারূপ পাপ বাসনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারিবে। আবার কর্ম্ম কালে যখন তোমার মন লয় বিক্ষেপ তুলিতে থাকিবে তখন যদি ভাবনা কর ভগবান্! আমি সন্ধ্যাপূজা

জপ করিতে পারিতেছিনা—মন আমার লয় বিক্ষেপ বা তম ও রজ ভাবে আক্রান্ত হইয়া তোমার পথে চলিতে পারিতেছেনা তুমি আমায় করাইয়া লও—ইহা ভাবনা করিতে করিতেই তুমি বল পাইবে। এই ভাবে কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে নিজে বুঝিতে পারিবে পাপ ক্ষয় হইতেছে। হে ভগবান্ আমি তোমার হইলাম দৃঢ়ভাবে এই ভাবনা করিতে না পারিলে শুধু মুখে পাপ নাই পাপ নাই করিলে পাপ ছাড়েনা। বিনা কর্ম্মে পাপক্ষয় নাই।

যাহারা বিষয়ী, যাহারা পাপী তাহারা কর্ম্ম করে অহংকর্ত্তা এই অভিমানে। আমি করিয়াছি, আমা দ্বারা এই সমস্ত হইয়াছে ইহাই পাপীর উক্তি। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি। যাহারা সকল কর্ম্মকে ভগবানের কর্ম্ম একবারে বলিতে পারেনা তাহারা ভগবানের প্রীতি জন্য তাহাদের কর্ম্ম করে ইহারা সাধনার প্রথম অবস্থায় থাকে। প্রথম অবস্থায় ভগবৎ প্রীতি জন্য আমার কর্ম্ম করা দ্বিতীয় অবস্থায় আমার কর্ম্ম নাই ভগবানের কর্ম্ম ভগবান্ আমার দ্বারা করাইতেছেন অনুভব করা অর্থাৎ আমার অহংকে ভগবৎ অহংতে মিশাইয়া দেওয়া তৃতীয় অবস্থায় অহং অভিমান হইতে পৃথক হইয়া আপন সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করা ইহাই অহং নাশের ক্রম।

তবেই দেখ কর্ম্ম যোগের দ্বারা কি কি করিতে হইবে:—

(১) ভগবৎ প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা—
(২) ফলাকাঙ্ক্ষা পূর্ণভাবে ত্যাগ করা।
(৩) অহংকর্ত্তা এই অভিমান সম্পূর্ণ ত্যাগ করা।

কর্ম্ম সকল যখন এই রূপে ভগবানে অর্পিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কৃত হয় এবং অহংকর্ত্তা এই অভিমান শূন্য হইয়া কৃত হয় তখনই তাহা কর্ম্ম যোগে পরিণত হয়। এই যে কর্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছি ইহার সহিত ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ মিশ্রিত আছে। প্রথমেই যোগী হইতে হইবে। কিন্তু যোগীর মধ্যে যিনি মদ্গত চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন তিনিই যুক্ততম। যোগীর কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি জন্য, শুধু পাপক্ষয় জন্য। যিনি যুক্ততম, যিনি ভক্ত তাঁহার ভজনাদি কর্ম্ম আপন আনন্দস্বভাবপ্রাপ্তি জন্য। শেষে যিনি জ্ঞানযোগী এবং ধ্যানযোগী তাঁহার জন্য নিত্য আনন্দ সমাধিতে স্থিতি। তবেই দেখ নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের প্রসার কত দূর। নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ম্ম অংশ দ্বারা নিজের পাপক্ষয় এবং জগচ্চক্র পরিচালন হইবে আর নিষ্কাম অংশ দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হইবে। গীতাশাস্ত্রে আমি এই শিক্ষা দিতেছি তুমি কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় কর, ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মার আনন্দভাব জাগ্রত কর এবং জ্ঞান ও ধ্যান যোগ দ্বারা চিৎ ও সৎভাবে নিত্য স্থিতি লাভ কর। এই জন্য যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান তোমাকে সমকালে আচরণ করিতে হইবে। প্রতিদিনের কর্ম্মে সন্ধ্যাপূজা জপাদিতে শ্রদ্ধা, প্রাণায়াম কুম্ভকাদি থাকিবে, সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রে আনন্দ ও জ্ঞান বিকাশে যত্ন থাকিবে; লৌকিক কর্ম্মেও শ্রীভগবানের নাম ভুলিবে না। মনে মনে কর্ম্মফল যে সুখ দুঃখাদি ইহা ত্যাগ থাকিবে, মনে মনে কর্ম্মত্যাগ থাকিবে, কারণ আত্মার আনন্দ ও জ্ঞান স্বরূপে কর্ম্ম নাই—মনে ত্যাগ করিয়া কার্য্যতঃ না হইলেও তুমি আপনার নিঃসঙ্গ ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও ত্যাগী,

অনাসক্ত ভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও লৌকিক কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারিবে। শেষে ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া জনন মরণ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারিবে। এখন বুঝিতেছ কর্ম্মক্ষয় কিরূপে হয়?

অর্জ্জুন—আচ্ছা কর্ম্মত্যাগ হইয়া গেলে দেহ থাকিবে কি?

ভগবান্—কর্ম্ম সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ভেদে তিনপ্রকার। জ্ঞান লাভ হইলে সঞ্চিত কর্ম্ম নিঃশেষ হয়, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারেনা। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ভোগভিন্ন প্রারব্ধ কর্ম্ম নিঃশেষ হয়না। প্রারব্ধ দ্বারা শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় মাত্র। দেহ প্রাপ্তির সময় হইতে যে ফলাফলের সূচনা তাহাই প্রারব্ধ কর্ম্ম। দেহ বিনাশ না হইলে তাহার শেষ নাই। অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা এই শরীর আরম্ভ হইয়াছে জ্ঞান লাভ হইলেও কুলাল চক্রের ন্যায় তাহা আপনা হইতেই চলিতে থাকে—ঘট গড়া হইয়া গিয়াছে তথাপি পূর্ব্বদত্ত বেগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চক্র ঘুরিতেছে। সেই গতি স্থির হইলেই দেহের পতন হইবে। জ্ঞানীর দেহ পতনেই মুক্তি। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় কোন ফল উৎপাদন না করিয়াই ক্ষয় হয়। তবেই দেখ "মনে মনে কর্ম্মে ফল যখন ত্যাগ হয় তখনই দেহাত্মাভিমান নাই। ইহাই মোক্ষের হেতু। কর্ম্মযোগ কর্ম্মাত্মক। জ্ঞান হইলেই কর্ম্ম থাকেনা। ইহাই ব্রহ্মপদ। ইহাই প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তি" শান্তিপর্ব্ব ২০১ অঃ ॥ ৩৭ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

শ রা রা শ্রী
হি যস্মাৎ ইহ জগতি জ্ঞানেন সদৃশং আত্মজ্ঞানতুল্যং
শ রা ব রা
পবিত্রং শুদ্ধিকরং ন বিদ্যতে বস্তন্তরং নাস্তি তস্মাদাত্মজ্ঞানং
রা ব
সর্ব্বং পাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বপাপনাশকম্ আত্মজ্ঞানং
শ্রী শ ব
যোগসংসিদ্ধঃ সন্ যোগেন কর্ম্মযোগেন নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেন
শ শ
সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতঃ যোগ্যতাম্প্রাপন্নঃ সন্ কালেন
ব হ শ্রী
ন তু সদ্যঃ আত্মনি অন্তঃকরণে স্বয়ং বিন্দতি অনায়াসেন লভতে
শ্রী
নতু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যে হেতু [আত্ম] জ্ঞানের সমান পবিত্র [আর কিছুই] এই জগতে নাই [সেই জন্য আত্মজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট হয়]। কর্ম্ম যোগের দ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইলে কালে সেই জ্ঞান আপনি অন্তরে লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন—বাস্তবিক আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের সমূলে নাশ হইবার অন্য উপায় নাই। পাপ একবারে নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত শোকেরও নাশ নাই। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম তিনি আমার পাপ দূর করিয়া দিলেন—আমি তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া নিষ্পাপ হইলাম, আর আমার দ্বারা কখন পাপ হইতে পারেনা—এই সমস্ত বাক্য বিশ্বাসমূলক। বিশ্বাস দ্বারা একটা সাময়িক পবিত্রতা আইসে সত্য, কিন্তু মানুষ শতবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম বলিয়াও কার্য্যকালে পাপ করিয়া ফেলে ইহা সরল সাধক মাত্রকেই বলিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আসিলে পাপ কিরূপে যায়—তৎকালে চিত্তের অবস্থা কিরূপ হয় ইহার তত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন আত্মজ্ঞান না জন্মান পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে আর কিছুতেই পাপ দূর হইতে পারেনা। এই জন্যই কি আত্মজ্ঞানকে পবিত্র—শুদ্ধিকর বলিতেছ? এখন বল এই পবিত্র জ্ঞান সদ্যঃ লাভ করিবার উপায় কি?

ভগবান্—জ্ঞান যে পবিত্র ইহা আবার বলি শোন। যজ্ঞ দান তপস্যা তীর্থপর্য্যটনাদি কর্ম্ম এবং উপাসনাদি ব্যাপার—ইহাদের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। এই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে করিতে প্রথমে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার উপর লক্ষ্য পড়ে, পরে শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি হইতে থাকে। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাব এতই ভয়ানক যে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত পাপ বা অজ্ঞান বা অপবিত্রতা একবারে স্থায়ীভাবে দূর হয়না। স্বরূপ জ্ঞান জন্মিলে তবে অনুভব হয় আত্মা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পদার্থ; প্রকৃতিই কর্ম্ম করে; সেই কর্ম্মের ফলকেই পাপ বা পুণ্য বলা হয়—প্রকৃত পক্ষে আত্মার কোন কর্ম্ম নাই বলিয়া পাপ পুণ্যও নাই। প্রকৃতির কর্ম্মে অভিমান যিনি করেন সেই বিমূঢ় আত্মাই পাপী বা পুণ্যবান্। প্রকৃতি, আমি নহি, আমি আত্মা এই অনুভূতিই জ্ঞান। এই জ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে তাঁহার পাপ আর কোথায়? সেই জন্য বাধপূর্ব্বক সমাধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপের সমূলে নাশ হয়না। বিশ্বাস দ্বারা ধ্যান পূর্ব্বক সমাধি হয় এই জন্য এক্ষেত্রে পাপের নাশ ক্ষণিক। শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া যখন প্রকৃতিকে ভুলিয়া থাকা যায়—যতক্ষণ ঐ বিস্মৃতি ভাব থাকে ততক্ষণ পাপ থাকেনা বটে, কিন্তু জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে স্থায়ীভাবে বিস্মৃতিতে আনা যায় না। হরি হরি করিয়া ভূতের ভয় ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু হরিকে জানিয়া হরি না হইতে পারিলে এই পঞ্চভূতাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ একবারে ছাড়া যায় না। জ্ঞান হইলে ইহা হয় এজন্য জ্ঞান পবিত্র।

এই জ্ঞান কিন্তু সদ্যঃ লাভ করা যায় না। প্রযত্ন সহকারে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে—যখন সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যায় তখন সমাধি আইসে। এই সমাধি অভ্যস্ত হইয়া গেলে জ্ঞান আপনি প্রকাশ হয়। তবেই দেখ বিনা কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি নাই—আর তজ্জন্যই বিনা কর্ম্মে জ্ঞান লাভ হইতেই পারেনা ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রী শ্রী
শ্রদ্ধাবান্ গুরু-বেদান্তোপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্
ম ম ম
পুরুষঃ **জ্ঞানং** **লভতে**। এতাদৃশোঽপি কশ্চিদলসঃ স্যাৎ তত্রাহ
ম শ্রী
তৎপরঃ গুরূপাসনাদৌ জ্ঞানোপায়েঽত্যন্তাভিযুক্তঃ তদেকনিষ্ঠঃ।
ম ম
শ্রদ্ধাবাং স্তৎপরোঽপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদত আহ **সংযতেন্দ্রিয়ঃ**
শ
সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন স সংযতেন্দ্রিয়ো
শ শ
যোগী য এবম্ভূতঃ শ্রদ্ধাবাং স্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং
শ
জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যানৈকান্তিকোঽপি ভবতি
শ
মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ নতু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ
শ
কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিত্যুচ্যতে **জ্ঞানং** **লব্ধ্বা**
হ শ নী
অচিরেণ অল্পকালেন ক্ষিপ্রমেব প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তৌ সত্যাম্ **পরাং**
ম ম শ শ
অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিরূপাং চরমাং মোক্ষাখ্যাং **শান্তিং** উপরতিং
ম রা শ
মুক্তিং **অধিগচ্ছতি** প্রাপ্নোতি সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষোভবতীতি
শ ম
সর্ব্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ। যথাহি দীপঃ

ম

স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবান্ধকারনিবৃত্তিং করোতি নতু কঞ্চিৎ সহকারিণমপেক্ষতে, তথা জ্ঞানমপি স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিং করোতি নতু কিঞ্চিৎ প্রসঙ্খ্যানাদিকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯।

শ্রদ্ধাবান্ [গুরু বেদান্ত বাক্যে স্থির বিশ্বাসী] জ্ঞান লাভ করেন। [ইঁহার] তৎপরতা [গুরূপাসনাদিজ্ঞানোপায়ে অনলসতা] ও ইন্দ্রিয়সংযম থাকা চাই। [শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও জিতেন্দ্রিয়তা—সমকালে এই তিন উপায় দ্বারা সাধক] আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অতিশীঘ্র পরমশান্তি লাভ করেন ॥ ৩৯।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে ৪।৩৪ শ্লোকে জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়াছ প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা, এখন বলিতেছ শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়সংযম। সকল গুলিই কি আবশ্যক ?

ভগবান্—প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা এই সমস্ত বহিরঙ্গ সাধন। এই সকলে যাঁহার ঐকান্তিকতা বা পটুতা নাই তাঁহার জন্য অন্তরঙ্গ সাধন বলিতেছি। এই অন্তরঙ্গ সাধনে সর্ব্ব প্রথমে শ্রদ্ধা চাই।

অর্জ্জুন—শ্রদ্ধা কি ? শাস্ত্রে শ্রদ্ধার এত মহিমা কেন ?

ভগবান্—শ্রদ্ধা দ্বারা মনুষ্য সমস্তই লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধা হইতেছে "গুরু বেদান্ত বাক্যাদিতে বিশ্বাস"। গুরু বেদান্ত বাক্যে যে অটল বিশ্বাস—গুরু যাহা বলিয়া দিয়াছেন শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—অন্য কিছুই আমার প্রয়োজন নাই—এইরূপ যে অবিচলিত ভাব তাহাই শ্রদ্ধা। শাস্ত্র এই কথাই অন্যরূপে বলিতেছেন "প্রত্যযো ধর্ম্মকার্য্যেষু সা শ্রদ্ধেত্যভিধীয়তে"। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "শ্রদ্ধাবিধিসমাযুক্তং কর্ম্ম যৎ ক্রিয়তে নৃভিঃ। সুবিশুদ্ধেন ভাবেন তদানন্ত্যায় কল্পতে"॥ যে কোন কর্ম্মই হউকনা কেন, মানুষ যদি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে তাহা সম্পাদন করে তবে তাহা অনন্ত ফল প্রদান করে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলেন "বিধিহীনং ভবেৎ দুষ্টং কৃতমশ্রদ্ধয়া চ যৎ। তদ্ধরন্ত্যসুরাস্তস্য মূঢ়স্য দুষ্কৃতাত্মনঃ। কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক না কৃত হইলে দুষ্ট কর্ম্ম হয়। কর্ম্ম অশ্রদ্ধায় যদি কৃত হয় তবে অসুরেরা সেই দুষ্কৃত মূঢ়ের শুভ হরণ করে। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ২৬৪ বলেন—"শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির অন্ন পর্য্যন্ত অভক্ষ্য। যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহার অধিকার নাই। অশ্রদ্ধা অপেক্ষা গুরুতর পাপ এবং শ্রদ্ধা অপেক্ষা পাপ নাশের প্রধান উপায় আর নাই। যিনি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহার তপস্যা আচার ব্যবহারাদি অন্য প্রযত্নে কোন প্রয়োজন নাই"।

জগতস্থ সমুদায় জীব শ্রদ্ধাময়। সকলেই সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ের কোন না কোনটিতে শ্রদ্ধা করে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণে যাঁহার শ্রদ্ধা তিনি সাত্ত্বিক। ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ হইতে

হয়। ঐ শ্রদ্ধা জপ ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও একমাত্র শ্রদ্ধা প্রভাবেই সুসম্পন্ন হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও—জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—শুধু শ্রদ্ধা থাকিলেই জ্ঞান লাভ হইবে ?

ভগবান্—শ্রদ্ধাবান্ যদি আলস্যপরায়ণ হয়েন তবে হইবেনা। গুরু বেদান্ত বাক্যে অটল বিশ্বাস রূপ শ্রদ্ধা থাকা চাই সঙ্গে সঙ্গে অনলস হইয়া গুরূপাসনাদি ব্যাপারে তৎপর হওয়া চাই। এইরূপ ব্যক্তিও যদি ইন্দ্রিয় সংযম না করেন তবে জ্ঞান লাভ করিতে পারেনা। এজন্য শুধু শ্রদ্ধায় হইবেনা। অনলস হইয়া তৎপর হইতে হইবে—ইহাতেও হইবেনা, কিন্তু শ্রদ্ধা ও তৎপরতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযম থাকা চাই। এই তিন উপায় আশ্রয় করিলে জ্ঞানেচ্ছু শীঘ্রই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিবেন।

দীপ যেমন অন্য সাহায্য না লইয়া অন্ধকার নাশ করে সেইরূপ অন্য সাধনার অপেক্ষা না করিয়া আত্মজ্ঞান একবারেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর করে ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

শ রা
অজ্ঞশ্চ অনাত্মজ্ঞঃ এবমুপদেশলব্ধজ্ঞান রহিতঃ অশ্রদ্দধানশ্চ
রা রা ম
উপদিষ্টজ্ঞানবৃদ্ধ্যুপায়ে অত্বরমাণঃ গুরুবেদান্তবাক্যার্থে ইদমেবং
ম
ন ভবত্যেবেতি বিপর্য্যয়রূপা নাস্তিক্যবুদ্ধিরশ্রদ্ধা তদ্বান্ সংশয়াত্মা
রা
রা ম ম
উপদিষ্টে চ জ্ঞানে সংশয়িতমনা ইদমেবং ভবতি নবা মমৈতৎ
ব
ম রা
সিধ্যেন্নবেতি সর্ব্বত্র সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ বিনশ্যতি নষ্টোভবতি।
শ
শ
অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ, তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা
শ শ্রী শ
নতু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্, কথম্ ? যতঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য
ম ম
অয়ং লোকঃ মনুষ্যলোকঃ ন অস্তি বিত্তার্জ্জনাদ্যভাবাৎ ন পরঃ

ম পরলোকঃ স্বর্গমোক্ষাদিঃ ম ধর্ম্মজ্ঞানাদ্যভাবাৎ ন সুখম্ ম ভোজনাদিকৃতম্ ম অজ্ঞস্যাশ্রদ্ধধানস্য চ পরলোকো নাস্তি, মনুষ্যলোকে ভোজনাদিসুখঞ্চবর্ত্ততে, সংশয়াত্মাতু ত্রিতয়হীনত্বেন সর্ব্বতঃ পাপীয়ানিত্যর্থঃ। ম সংশয়েনৈব শ্রী ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ শ্রী তস্মাৎ সংশয়োন শ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

[আত্মজ্ঞান শূন্য] অজ্ঞ, শ্রদ্ধাশূন্য এবং সন্দেহাকুলচিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্মার না আছে ইহলোক, না আছে পরলোক, না আছে সুখ ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান হয়না কিরূপ লোকের ?

ভগবান্—(১) যাহারা নিজে সৎশাস্ত্রাদি পড়েনা এবং সৎসঙ্গও করেনা—যদি কখন কোন উপদেশ পায় তাহা বুঝিতে এবং বুঝিয়া করিতে চেষ্টা করেনা, ইহারা অজ্ঞ।

(২) যাহারা উপদেশ পাইয়াও অশ্রদ্ধা করে—এইত উপদেশ ইহা আমি জানি এই বলিয়া অশ্রদ্ধা করে অথবা জ্ঞান বৃদ্ধি জন্য গুরুবেদান্তমত কার্য্য করিতে সত্বর হয় না ইহারা অশ্রদ্ধাবান্। (৩) এই কি ঠিক এই রূপে যাহারা সকল বিষয়েই সন্দেহ করে তাহারা সংশয়াত্মা। এই তিন প্রকার লোক জ্ঞানে অনধিকারী।

অর্জ্জুন—এই তিন প্রকার লোকের মধ্যে ভীষণ কে ?

ভগবান্—এই তিন প্রকার লোকই পাপী কিন্তু ইহাদের মধ্যে সংশয়াত্মাই ভীষণ পাপী। সংশয়াত্মার সদাই অশান্তি। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু ভাবিয়া কষ্ট পায়, স্ত্রীকে নষ্টা ভাবিয়া নিরন্তর জ্বলিতে থাকে, ভোজনদ্রব্যে বুঝি কেহ বিষ দিয়াছে ভাবিয়া সুস্থ হইয়া আহার করিতেও পারেনা। অজ্ঞ এবং অশ্রদ্ধাবানের পরলোক নাই সত্য কিন্তু ইহলোকে ভোজনাদি সুখ থাকে কিন্তু সংশয়াত্মার ইহ লোকও নাই পরলোকও নাই এমন কি কোন ভোগেও সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

মশ হে ধনঞ্জয়। যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং শ পরমার্থদর্শনলক্ষণেন

শ ম
যোগেন সন্ন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন তং যদ্বা যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণ—
ম
সমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্ন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন যদ্বা
নী
যোগেন কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনাত্মকেন সন্ন্যস্তানি ফলতঃ স্বরূপতো বা
নী ম
ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যেন তং। সংশয়ে সতি কথং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মত্বমত-
নী শ
আহ জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ জ্ঞানেন সম্যগ্দর্শনেন আত্মেশ্বরৈকত্বদর্শন-
ম নী নী নী
লক্ষণেন আত্মনিশ্চয়লক্ষণেন বা ছিন্নাঃ সংশয়াঃ আত্মা দেহোঽন্যোবা,
অন্যোঽপি বিভুরবিভুর্ব্বা, অবিভুরপি কর্ত্তা অকর্ত্তা বা, অকর্ত্তাপ্যেকোঽ
নেকোবা, একোঽপি সগুণো নির্গুণো বেত্যেবমাদয়ঃ যস্য স জ্ঞান-
নী ম ম
সংছিন্নসংশয়স্তং বিষয়পরবশত্বরূপ প্রমাদে সতি কুতো জ্ঞানোৎপত্তি-
শ ম নী
রিত্যত আহ আত্মবন্তং অপ্রমাদিনং সর্ব্বদা সাবধানং শমদমাদি পরং
বা এতাদৃশমপ্রমাদিত্বেন জ্ঞানবন্তং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ত্বেন যোগসন্ন্যস্ত
নী
কর্ম্মাণং কর্ম্মাণি কৃতানি লোকসংগ্রহার্থানি বৃথা চেষ্টারূপাণি বা
শ ম ম ম শ
ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টমিষ্ট মিশ্রং বা শরীরং নারভন্তে ॥ ৪১ ॥

যোগদ্বারা যাঁহার কর্ম্মত্যাগ হইয়াছে, [আত্মদর্শনরূপ] জ্ঞান দ্বারা যাঁহার [আত্মা, দেহ বা আর কিছু, কর্ত্তা বা অকর্ত্তা, নির্গুণ বা সগুণ এক বা বহু ইত্যাদি] সংশয় ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্মজাগ্রত সদাসাবধান শমদমাদি সম্পন্ন পুরুষকে আর কর্ম্মরাশি আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

অর্জ্জুন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" পূর্ব্বশ্লোকে ইহা বলিয়াছ। আমি দেখিতেছি সমস্ত অনর্থের মূল হইতেছে সংশয়। এই সংশয় কত প্রকার? কিরূপেই বা সংশয় দূর হয়? তুমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ভগবান্—জ্ঞানে সংশয় এবং জ্ঞান লাভ জন্য যে কর্ম্ম অবলম্বন করা যায় তাহাতে সংশয় এই দুই প্রকার সংশয় এখানে বলা হইতেছে। কারণ যে ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে তাহা দ্বিবিধা—জ্ঞান ও কর্ম্মময়ী। তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ উল্লেখ করিয়া চতুর্থে জ্ঞানযোগ বলিতেছি। ৪১·৪২ শ্লোকদ্বয়ে ঐ দ্বিবিধা নিষ্ঠার উপসংহার করিতেছি। জ্ঞান বিষয়ে জীবের সংশয় এই—আত্মাই কি দেহ বা ইহা অন্য কিছু : যদি আর কিছু ইনি হন তবে এই আত্মাই কি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ; ইঁনিই কি আমার রক্ষা কর্ত্তা ; ইনি কি কর্ত্তা না অকর্ত্তা, ইনি কি এক না অনেক, ইনি সগুণ বা নির্গুণ, ইনি কিরূপে আমাদিগকে রক্ষা করেন, অনেক সময়ে প্রাণের দায়ে ডাকিলেও ত ইনি বিপদ নিবারণ করেন না—ইত্যাদি সংশয়কে জ্ঞানসংশয় বলে। আবার জ্ঞানের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া যে জপ, ধ্যান বা আত্মবিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় গুরু বলিয়াদিলেন তদ্দ্বারা আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব কি পারিবনা—যোগ, ভক্তি, জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইবে কিনা ইত্যাদি সংশয়কে কর্ম্মসংশয় বলাযায়। শ্রীগুরুর বাক্যে যাহার অটল বিশ্বাস তাহার কর্ম্মসংশয় থাকেনা। গুরু ও বেদান্ত বাক্যার্থে যাঁহার শ্রদ্ধা—অবিচলিত বিশ্বাস তাহার কোন সংশয়ই থাকেনা। এই উপদেশই এই শ্লোকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি—বলিতেছি যে পুরুষ আত্মবন্ত, যে পুরুষ জ্ঞান সংছিন্ন সংশয় এবং যিনি যোগ সন্ন্যস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে আর কর্ম্মবন্ধনে থাকিতে হয় না।

অর্জ্জুন—আত্মবন্ত, জ্ঞানসংছিন্ন সংশয় এবং যোগসন্ন্যস্ত কর্ম্ম। ইহা কি ক্রমঅনুসারে বলিতেছ?

ভগবান্—হাঁ। যে পুরুষ প্রমাদশূন্য তিনি আত্মবন্ত। বিষয়ে অনুরাগই প্রমাদ। প্রথমে বিষয়াসক্তিরূপ ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে। বিষয়ই যে সমস্ত বিপদের মূল বিষয়ই যে সমস্ত পাপ, সমস্ত দোষ উৎপন্ন করে—বিষয়ে দোষ দর্শন করাই যে বৈরাগ্য—যেজন বিষয়দোষ দর্শনরূপ বৈরাগ্য লাভে বিষয়াসক্তিরূপ ভ্রান্তি পরিহার করিয়াছেন তিনিই আত্মবন্ত। বিষয়াসক্তিতে সর্ব্বদা সাবধান আত্মবন্তকেই জ্ঞানবান্ বলা যায়। প্রমাদশূন্য জ্ঞানবানও জ্ঞানসংশয় এবং কর্ম্মসংশয় গ্রস্ত হইতে পারেন। বিষয়ে বৈরাগ্য আসিয়াছে কিন্তু জ্ঞান সংশয় [illegible] ব্যাকুল এরূপ ব্যক্তিও হইতে পারেন। আত্মবন্ত ব্যক্তি যখন দেহই কি আত্মা না আত্মা অন্য কিছু—আত্মাই যদি রক্ষা করেন তবে সর্ব্বদা রক্ষা হয় না কেন ইত্যাদি সংশয় দূর করিতে পারেন—গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সমস্ত জ্ঞানসংশয় দূর হয় তখন তিনি কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্মত্যাগ বা ফলত্যাগ করিয়া সম্যগ্দর্শন লাভ করেন—আত্মাই যে পরমাত্মা ইহা অনুভব করিয়া জীবন্মুক্ত হয়েন।

অর্জ্জুন—বিষয়ে ক্লেশ পাইয়া কাহারও কাহারও বৈরাগ্য জন্মে। কিন্তু বৈরাগ্য ত স্থায়ী হয় না।

ভগবান—ক্ষণিক বৈরাগ্য বা মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য অনেকেরই হয় : পুত্র-কন্যার মৃত্যু, স্ত্রীবিয়োগ বা স্বামী বিয়োগে বৈরাগ্য আইসে বটে কিন্তু শমদমাদি সাধন সম্পন্ন না হইলে ঐরূপ বিরাগী আত্মবন্ত হইতে পারে না। এইজন্য শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হওয়া চাই। পরে অন্যগুলি আসিবেই।

অর্জুন—"যোগসন্ন্যস্ত কর্ম্মাণং" যে বলিতেছ যোগ দ্বারা কি কর্ম্মত্যাগ হইয়া যাইবে ?

ভগবান্—২।৪৮ শ্লোকে এই বিষয় বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কর্ম্মত্যাগ করাকে বলে বৈধসন্ন্যাস আর কর্ম্মফল ত্যাগ করাকে বলে ফল সন্ন্যাস। "তচ্চ বৈধ সন্ন্যাস পক্ষে পরোক্ষং ফল সন্ন্যাস পক্ষে ত্বপরোক্ষমিতি বিবেকঃ"। আমি ফলসন্ন্যাসকেই অপরোক্ষবিবেক লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিতেছি। সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই ফলসন্ন্যাস হয়। ঈশ্বরার্পণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি স্মরণ কর।

অর্জুন—আচ্ছা তুমিত বলিতেছ যোগসন্ন্যস্ত কর্ম্মা হইতে হইলে সন্দেহ শূন্য হওয়া চাই আবার সন্দেহ শূন্য হইতে হইলে বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া আত্মবন্ত বা জ্ঞানযুক্ত হওয়া চাই ইহাতে বুঝিতেছি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা সহজ কথা নহে।

ভগবান্—গীতাশাস্ত্রে যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছি—সেই কর্ম্মযোগী হইতে হইলে বিষয় বৈরাগ্যবান, ঈশ্বর অনুরাগী ও জ্ঞানবান হওয়া চাই। ঈশ্বরকে ভাল না বাসিলে ঈশ্বর প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা যাইবে কিরূপে ? আবার বিষয়াসক্তি ত্যাগ না করিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা যাইবে কিরূপে ? ঈশ্বরকে ভালবাসা ও বিষয়কে ভালবাসা এই উভয়ই এককালে হইতে পারেনা।

দুইটি উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। (১) নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে অভ্যাস করিতে থাক। (২) জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মাই যে শ্রীভগবান্ এতদ্বিষয়ে সমস্ত সংশয় বিদূরিত করিয়া লও। তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছি চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বলিলাম। জ্ঞানযোগের ফল যাহা তাহা ৪।২০ শ্লোকে এবং বহু স্থলেও উল্লেখ করিয়াছি। বলিয়াছি "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"॥ ৪১ ।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

শ
তস্মাৎ যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংছিন্ন-
শ
সংশয়ো ন নিবধ্যতে কর্ম্মভি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব, যস্মাচ্চ জ্ঞান-
শ শ
কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি তস্মাৎ হে ভারত আত্মনঃ স্বস্য
শ শ শ
অজ্ঞানসম্ভূতং অজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং এনং
শ হ শ
স্ববিনাশহেতুভূতং সংশয়ং ভূয়োভূয়ঃ উৎপদ্যমানং জ্ঞানাসিনা শোক-

শ

মোহাদিদোষহরং সম্যক্ দর্শনং জ্ঞানং তদেবাসিঃখড়্গস্তেন আত্মবিষয়-

হ শ শ

কনিশ্চয়খড়্গেন ছিত্ত্বা বিনাশ্য যোগং সম্যক্‌দর্শনোপায়ং কর্ম্মানুষ্ঠানং

ম ন নী

আতিষ্ঠ কুরু। অত ইদানীমুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়েতিশেষঃ ॥ ৪২ ॥

অতএব হে ভারত! অবিবেক জাত হৃদয়স্থ এই আপন সংশয় রাশিকে জ্ঞানখড়্গে ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগানুষ্ঠান কর, উঠ ॥ ৪২ ॥

অর্জ্জুন—হৃদয়ের সংশয় দূর করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে এইত বলিতেছ?

ভগবান্—তুমি ক্ষত্রিয় তোমার উপস্থিত কর্ম্ম যুদ্ধ। সেই জন্যই তুমি কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছ। কতকগুলি সংশয় আসিয়াছে বলিয়াইত কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হইতেছ। অবিবেক বা অবিদ্যা হইতেই এই সংশয় উত্থিত হয়। আমি তোমাকে সকল কথা বুঝাইলাম। কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপদেশ দিলাম। তুমি জ্ঞান অসি দ্বারা সমস্ত সংশয় ছেদন কর; করিয়া উপস্থিত যুদ্ধরূপ কর্ম্মকে কর্ম্মযোগে পরিণত কর—উঠ যুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন—আর যাহারা ধর্ম্ম জগতে জয় লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন?

ভগবান্—তাহাদিগকেও যোগানুষ্ঠান করিতে হইবে; যোগ দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুর উপদেশ মত কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু এই কর্ম্মে কি হইবে এরূপ সংশয় থাকিলে কর্ম্ম শিথিল হইয়া যাইবে। সেইজন্য জ্ঞান দ্বারা সংশয় দূর করিয়া নিত্য কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হৃদয়ে বৃথা সংশয় রাখিতে পারিবে না। জ্ঞান খড়্গে সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতেই বলিতেছি।

যদিও শ্রবণ মাত্রেই অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় না তথাপি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে পরোক্ষজ্ঞান জন্মে। এতদ্দ্বারা যে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা সমস্ত সংশয় দূর করিয়া কর্ম্ম উৎসাহ জন্মে। যতদিন অপরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিতেছে ততদিন তুমি আমার বাক্য এবং জনিত জ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়া যোগ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। যোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞানের অধিকার জন্মিল।

অর্জ্জুন—অধ্যায় ক্রম গুলি সংক্ষেপে একবার বল।

ভগবান্—শোক মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই আছে। এই শোককে যোগরূপে গ্রহণ করাই বিষাদ যোগ। শোকের নাশ জন্য ব্রাহ্মীস্থিতি আবশ্যক। কাম রূপ শত্রু ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে দেয় না বলিয়া কামজয়ের জন্য কর্ম্ম কর। বিষাদযোগ ব্রাহ্মীস্থিতি ও কর্ম্মযোগ প্রথম তিন অধ্যায়ে ইহা বলিয়াছি। কর্ম্ম করিতে যে উৎসাহ হয়না তাহার কারণ সংশয়। এই কর্ম্ম দ্বারা হইবে কিনা? বিনা জ্ঞানে এ সংশয় দূর হইবেনা। সেই জন্য চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বলিতেছি—বলিতেছি জ্ঞান অসি দ্বারা সংশয় ছেদ করিয়া "যোগ মাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত"।

ইতি শ্রীমহাভারতে শত সহস্র্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্‌ভাগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে
জ্ঞান যোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সন্ন্যাস যোগঃ।

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিরব্রবীৎ॥
বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ।
সমুচ্চয় ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্॥ শ্রী

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুন র্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

নী ম ব
হে কৃষ্ণ পাপকর্ষণ! সচ্চিদানন্দরূপ! কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং সর্ব্বে-
ব ব ব
ন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ পুনর্যোগঞ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ
ব শ ম
সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি প্রশংসসি জিজ্ঞাসুমজ্ঞং প্রতি কথয়সি
নী
নী
মহ্যং জ্ঞানার্থিনে সন্ন্যাসং কর্ম্মযোগং চেতি দ্বয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং কথং
নী
কথয়সি; পুনরিত্যনেন প্রাগপি ত্বয়া বেদকর্ত্রা ইদং দ্বয়ং বিহিতমস্তীতি

নী
গম্যতে, তথাচ শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ
নী
প্রব্রজন্তিঃ” “সংসারমেবং নিঃসারং দৃষ্ট্বা সার দিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্য-
কৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাস্থিতাঃ” ইতি চ, তথা “তমেতং বেদানু-
নী
বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন” ইতি
নী
“মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ” ইতি চ, ব্রাহ্মী ব্রহ্মদর্শন-
ম ম
যোগ্যা। পুনঃ “নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা ত্যক্ত সর্ব্ব পরিগ্রহঃ। শারীরং
শ
কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্”। “ছিত্ত্বৈনং শংসয়ং যোগমা-
তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত!” ইতি গীতা বাক্যদ্বয়েন বা তত্রৈকমজ্ঞং প্রতি
ম ব
কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্ব্বিধানাৎ স্থিতিগতিবৎ তমস্তেজোবচ্চ যুগপদুভয়ানুষ্ঠানা-
ম রা
সম্ভবাৎ এতয়োঃ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মধ্যে যৎ একং সৌকর্য্যাচ্ছ্রেষ্ঠ্যাচ্চ
ম ম ম
শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং মন্যসে কর্ম্ম বা তত্ত্যাগং বা তন্মে সুনিশ্চিতং ব্রূহি
ম
তবমতমনুষ্ঠানায় ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন কৃষ্ণ! কর্ম্ম সমূহের সন্ন্যাস [ত্যাগ] পুনরায় [কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান রূপ] যোগও প্রশংসা করিতেছ। এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয় সেই একটি আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১ ॥

ভগবান্—কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসা কিরূপ করিয়াছি তাহা বল দেখি? পরে আমি কোনটি শ্রেয় বলিব।

অর্জ্জুন—সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগের কথা যেখানে যেখানে বলিয়াছ প্রথমে তাহাই বলি—“যোগসং

কর্ম্মাণং" ৪।৪১ "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি" ৪।৩৭ "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ !" ৪।৩৩ "কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" ৪।২৩ "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং" ৪।১৯ "শারীরং কেবলং কর্ম্ম" ৪।২১ "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো" ৪।২২ "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ৪।২৪ "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য" ৩।৩০ "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ৩।১৭ ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মত্যাগের কথা বলিয়াছ ; আবার "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠভারত" ২।৪২ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ২।৪৭ "যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি" ২।৪৮ "যোগায় যুজ্যস্ব" ২ ৫ "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ৩।৪ "নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং" ৩।৮ "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" ৩।১৯ "কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি" ৪।২০ "কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে" ৪।২২ ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্ম করিতে বলিতেছ। এই চারি অধ্যায় ধরিয়া উভয়ই বলিতেছ। তুমি যখন কর্ম্ম সন্ন্যাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছ তখন আমি আনন্দিত হইতেছি, আর ভাবিতেছি আমিওত কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসই লইতে চাই "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে" ২।৫। এখন ঠিক করিয়া বল সন্ন্যাস লওয়া ভাল না কর্ম্মানুষ্ঠান ভাল।

ভগবান্—শ্রুতি বলেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। ব্রহ্মকে জানাই অতিমৃত্যু বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি। এতদ্ভিন্ন মুক্তির আর অন্য পথ নাই। ব্রহ্মজ্ঞানই চরম লক্ষ্য। এই জ্ঞান লাভ করিবার উপায় দুইটি। (১) সন্ন্যাসযোগ (২) কর্ম্মযোগ। "দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা" দুই প্রকার নিষ্ঠার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। "জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং" "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম"। সমত্ব বুদ্ধিই গীতার যোগ। জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা এই সমত্ব বুদ্ধি লাভ হয় ; আবার নিষ্কাম কর্ম্ম, আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তিযোগ, দ্বারাও চিত্তসাম্য হয়। জ্ঞানযোগের নাম সন্ন্যাসযোগ ; কর্ম্মযোগকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বলিতেছি। এই উভয় উপায় দ্বারা চিত্তকে রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত করিয়া সমত্ব বুদ্ধি লাভ করা যায়। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগের নাম সন্ন্যাস। পরে স্পষ্ট করিয়া বলিব "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" কাম্য কর্ম্মের ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগে অধিকার জন্মিলেই এই চিহ্ন দ্বারা তাহা বুঝা যায় যে চিত্ত একেবারেই বিষয় চিন্তা প্রত্যাহার করিতে পারে। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম দ্বারা চিত্তে বৈরাগ্য প্রবল হয়। ঐ অবস্থায় সন্ন্যাস লইয়া কেবল শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়, তখন তত্ত্বমস্যাদি বিচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আর কর্ম্মযোগীকে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে করিতে যখন নানা প্রকারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব হয় তখন চিত্ত ঈশ্বরে অর্পিত হয় বলিয়া কর্ম্মত্যাগ হইয়া যাইবে। তখন সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগী এক অবস্থাই লাভ করিবেন। সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রবণাদি অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। কর্ম্ম যোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে করিতে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া জ্ঞান লাভ করেন। সন্ন্যাস কিন্তু সকলের হইতে পারেনা। জ্ঞান নিষ্ঠায় সকলের রুচি হয় না। কর্ম্মযোগ কিন্তু সকলে অভ্যাস করিতে পারে। তুমিও কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে কিন্তু তোমার পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়। যাবজ্জী-

রাদিষু মায়য়াত্মধী স্তাবন্নিষেধো বিধিবাদ কর্ম্মণাম্। যাবৎ আমি আমার রূপ মায়াতে শরীরে আত্মবুদ্ধি না যায় তাবৎ কর্ম্ম সন্ন্যাস হয়না।

অর্জ্জুন—গীতাশাস্ত্রে সন্ন্যাসের স্থান কোথায়? শুধু সন্ন্যাস লইয়া জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা হইবেনা কেন? ইহা আমাকে তুমি বলিতেছ কিন্তু ভাল করিয়া এই কথা আবার বল।

ভগবান্—দেখ অর্জ্জুন! যে সমস্ত তত্ত্ব পরবর্ত্তী লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার ব্যভিচারের পথ সৃষ্টি করিবে, গীতাশাস্ত্রে আমি সেই সমস্ত তত্ত্বই পরিষ্কার করিয়া সনাতনধর্ম্ম উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাইতেছি। জাতিভেদ, অবতারবাদ, পুনর্জ্জন্ম, সন্ন্যাস এই সমস্তই নিতান্ত আবশ্যকীয় তত্ত্ব। ইহাদের মীমাংসা দ্বারাই ধর্ম্মসংস্থাপন হয়। আমি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেও পরবর্ত্তী লোকে তপস্যাশূন্য হইবে বলিয়া এই সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করিতে পারিবেনা। তপস্যা দ্বারা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা যাহারা করিবেনা তাহারা ধর্ম্মের সহিত আহার, বিহারাদির সম্বন্ধ না বুঝিতে পারিয়া জাতিভেদাদির ব্যভিচার করিবে। বর্ষাকালে নবীন তৃণাদি জন্মিয়া যেমন পুরাতন পথ আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, সেইরূপ তপস্যা বিহীন, মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ব্যভিচারে বেদমার্গ সমস্ত লুপ্ত হইয়া পড়িবে; তখন আবার আমাকে যন্ত্র রূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে—সাধুর পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ জন্য। সন্ন্যাস সম্বন্ধে বহু ব্যভিচার হইবে বলিয়া আমি এই চারি অধ্যায়ে যাহা বলিলাম তাহার মধ্য হইতে সন্ন্যাসের স্থান কোথায় দেখাইতেছি।

অর্জ্জুন—আমিও ইহা শুনিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। প্রকৃত সন্ন্যাস কি? প্রকৃত সন্ন্যাস ভিন্ন পরম পুরুষকে পাওয়া যায়না কিরূপে তাহাই ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—সম পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক অস্ ধাতু ঘঞ্ করিয়া সন্ন্যাস শব্দ হইয়াছে। ইহার অর্থ জানিলে পাইবে সম্যকরূপে ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন এই সম্যকরূপ ত্যাগ। জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই সন্ন্যাস। জ্ঞান শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার হয়। জ্ঞা ধাতু লুট্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান। লুট্ প্রত্যয় বহু অর্থে হয়। যদ্দ্বারা জানা যায় তাহা জ্ঞান—যাহাতে জানা যায় তাহাও জ্ঞান—এবং জানার ভাবটিও জ্ঞান। যাঁহাকে জানিলে শোকতাপ চিরতরে নিঃশেষ হয় তিনিই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্। এই পরম পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানভুঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষঃ সর্ব্বানভুঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই আকাশে—যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই আত্মাতে তাঁহাকে জানাই অতিমৃত্যু বা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি। মুক্তির আর অন্য পথ নাই। ইঁহাকে জানাই জ্ঞান। বিনা সাধনায় জ্ঞান হয়না। এই জ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তি যোগ এবং অন্তরঙ্গ সাধনা সন্ন্যাস ও জ্ঞান নিষ্ঠা। বিনা সন্ন্যাসে জ্ঞান হইবেনা। ত্যাগ অনেকেই অনেক রকম করিতে পারে কিন্তু সম্যক্ ত্যাগ অল্পলোকেই পারে। স্ত্রী পুত্র কন্যা রাজ্য সংসার ত্যাগ করিলেও সম্যক্ ত্যাগ হয়না। বনে গেলেও কৌপিন কমণ্ডলু থাকে। এমন কি দেহত্যাগেও সর্ব্বত্যাগ হয় না। সম্যক্ ত্যাগ বা সর্ব্বত্যাগ হয়

চিত্তত্যাগ করিতে পারিলে। অহং ত্যাগেই চিত্তত্যাগ হয়। তুমি চিত্তত্যাগ একবারে পারিবেনা বলিয়া তোমাকে নানা উপায় বলিতেছি। চিত্ত হইতেই সমস্ত কর্ম্ম নির্গত হইতেছে। চিত্ত দুইদিকে চলে—পাপ পথে ও কল্যাণ পথে। জীব আপন চিত্তকে একবারে ত্যাগ করিতে পারেনা বলিয়া সে প্রথমে চিত্তকে কল্যাণ পথে চালাইবার জন্য কর্ম্ম করুক। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া, জীব চৈতন্য, চিত্তকে কর্ম্ম করাইতে করাইতে যখন আপনি আপনার দিকে ফিরিবেন, চিত্তের উপর অহংকর্ত্তা অভিমান দূর হইয়া আত্মাই কর্ত্তা বোধ হইবে, তখন চিত্ত কর্ম্ম করিয়াও আর সুখ দুঃখ রূপ কর্ম্মফলে আসক্ত হইবেনা। তখন কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস লইয়া—জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইবে। দেখ অর্জ্জুন! চিত্তত্যাগ কিরূপ কঠিন ব্যাপার। তুমি জপ, ধ্যান, বিচার যাহা যাহা করিতেছ তাহা চিত্তই করিতেছে। তুমি যাহা দেখ, যাহা কর, কোথায় তোমার সমস্ত ভাবনা হয়, কোথায় তোমার সমস্ত কর্ম্ম হয়? সমস্তই চিত্ত। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে আর এই যে চিন্তা প্রবাহ ভিতরে ছুটিতেছে সমস্তই চিত্ত। দৃশ্যপ্রপঞ্চ মার্জ্জনা করিলে তবে চিত্তত্যাগ হইল। দেখ দেখি কখন এই জগৎ তোমার ভুল হইয়াছিল কিনা? প্রিয়ের চিন্তায় আপনাহারা হও, জগৎ ভুলরূপ চিত্তত্যাগ কি বুঝিবে। তুমি চিত্তকে শুভ কর্ম্ম, শুভ কামনা, শুভ চিন্তা বা শুভ ভাবনা করাও। পরে চিত্ত আপনার সত্তা স্বরূপ সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া লুপ্ত হইবে। লবণ পুত্তলিকা সমুদ্র কত গভীর পরিমাণ করিতে গিয়া—নিজে গলিয়া—নিজের উৎপত্তি স্থান যে সমুদ্র সেই সমুদ্র রূপেই পরিণত হইবে। চিত্তত্যাগ এই জন্য প্রকৃত ত্যাগ, প্রকৃত সন্ন্যাস।

তোমাকে ত্যাগ ও সন্ন্যাস যে এক, গীতাতে ইহাই বলিলাম। পরে আরও তোমার জন্য বলিব "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে" নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ বা সন্ন্যাস উচিত নহে কিন্তু "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ" কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই তোমার সন্ন্যাস। অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্র কর্ম্মফল, ত্যাগীকে পরলোকে ভোগ করিতে হয়, সন্ন্যাসীকে হয় না।

যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপতঃ এই:—জ্ঞান লাভ ভিন্ন সংসার নিবৃত্তি হইবেনা। অজ্ঞান হইতেই সংসার চক্র। কর্ম্মও অজ্ঞান। কর্ম্ম যতদিন থাকে ততদিন অজ্ঞান কিছুতেই নাশ হয় না। বেদে যে কর্ম্ম করার বিধি আছে তাহা জ্ঞান লাভের জন্য নহে, কিন্তু বেদ বোধিত—কর্ম্ম যে সন্ধ্যা পূজা যজ্ঞ দান তপস্যা, তদ্দারা সাধারণ কর্ম্ম—যে ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত চেষ্টা, তাহা ত্যাগ করার জন্য। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ হইলে, পরে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাস লইবে। সন্ন্যাসের পরে জ্ঞাননিষ্ঠায় মুক্তি। জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ জন্য কর্ম্মত্যাগ রূপ কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মফল ত্যাগ রূপ ফলসন্ন্যাস এই দুই উপায় ৫।১৬ শ্লোকে ইহা আবার বলিব। এক্ষণে তোমার অবস্থা ধরিয়া এই কথাই বলিব।

এই কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে তোমাকে—শোকসংবিগ্ন মানস, অশ্রুপূর্ণাকুল লোচন এবং এক কথায় নিতান্ত বিষাদাপন্ন দেখিয়াও আমি কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া যাহা তাহা দ্বারা তোমার শোক দূর করিবার প্রয়াস পাই নাই। যে জ্ঞান না হইলে শোক কিছুতেই চিরতরে

বিনষ্ট হইতে পারেনা প্রথমে তাহাই বলিয়াছি। এই জ্ঞানের কথা শুনিবামাত্রই যদি তোমার জ্ঞান নিষ্ঠা হইয়া যাইত, তবে আর কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠার কোন প্রয়োজন হইত না। যে অবস্থার মনুষ্যই কেন হউক না, অতি মূর্খও যদি হয় অথচ বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাকুল হয় তাহাকে প্রথমে জ্ঞানের কথা শুনাইয়া দাও। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই জন্য প্রথমেই আত্মা যে কি তাহা বলিতেছি—বলিতেছি আত্মার আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, নাই, আত্মার জনন মরণ নাই, আত্মার জরা, আধি, ব্যাধি, নাই, আত্মার রাগ দ্বেষ নাই, লাভ অলাভ নাই, ইষ্ট অনিষ্ট নাই, শত্রু মিত্র নাই, তিরস্কার পুরস্কার নাই, আত্মার দেহত্যাগের ক্লেশ নাই, দেহগ্রহণের দুঃখ নাই, আত্মার কোন প্রকার ভাবনা নাই, আত্মা নিত্য, আত্মা সদাই আনন্দ, আত্মাই জ্ঞান—এই আত্মাই সর্ব্বান্তর্যামী, এই আত্মাই সর্ব্বত্র পূর্ণ, সকল বস্তুর মূলে এই অধিষ্ঠান চৈতন্য, তিনি ভিন্ন কোন বস্তুর চলন পর্য্যন্ত হয় না, তিনি ভিন্ন শক্তির কোন সামর্থ্য নাই, স্থির আত্মসমুদ্র বক্ষ ভিন্ন চঞ্চল সংসার তরঙ্গের ভাঙ্গিবার ভাসিবার খেলা করিবার আর স্থান নাই; তাঁহার উপরে ভিন্ন সত্ত্ব রজ তম গুণের খেলা শূন্যে শূন্যে হইতে পারেনা—কাজেই মানুষের মনের সর্ব্বপ্রকার চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যেই বল, বা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প মূলেই বল, অথবা কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সমস্ত প্রবৃত্তি ব্যাপারেই বল, অথবা সমস্ত নিবৃত্তি ব্যাপারেই বল, সকল গতির মূলে স্থিতি স্বরূপ তিনি আছেন, সকল প্রবাহের মূলে সনাতন প্রভু রহিয়াছেন। আবার বাহিরের বায়ুর চলন, বা আকাশের অচলন, অগ্নির কার্য্য, বা জলের ব্যাপার, অথবা পৃথিবীর অবস্থান, সকলেই তিনি আছেন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস যে যেখানে যাহাই কেন করুক বা না করুক তিনি সর্ব্বত্র আছেন। ইহা শ্রবণ কর ইহাই প্রথম। অতি অজ্ঞানী যে সেও ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করুক শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন, সর্ব্ববস্তুতে আছেন, তিনি মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনি অমূর্ত্তও থাকেন, জীব বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিলে তিনি বিপদ উদ্ধার করিয়া দিয়া থাকেন, দুঃখে পড়িয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে দয়াময় দয়া করিয়া দুঃখ দূর করিয়া দিয়া থাকেন—প্রথমেই নিতান্ত মূঢ় ব্যক্তিও এই বিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু এই বিশ্বাস করিতে পারিলেই তাহার জ্ঞান হইল না। জ্ঞান হওয়া তাহার নাম যখন সে অনুভব করিবে আত্মা ও তাঁহার শক্তি—ইঁহাদের খেলাই এই জগৎ। আত্ম—পুরুষ তাঁহার মায়া-রাণীর সহিত খেলা করিতেছেন। মায়া অঘটন ঘটনা পটীয়সী—বিস্মৃত করাই তাঁহার কার্য্য—মায়ার সমস্ত ব্যাপার মিথ্যা—মায়াও মিথ্যা। আত্মা, আত্মমায়া দ্বারা এই জগৎ রচনা করেন. "সম্ভবামাত্মমায়য়া" আত্মা. আত্মমায়া দ্বারা দেহ ধারণ করেন, মনুষ্যের মত কর্ম্ম করেন। এ সমস্তই মায়িক। সমস্ত লৌকিক ব্যাপারকে মিথ্যা জানিয়া, মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া—সদা স্বরূপে অবস্থান করিয়া মিথ্যার ব্যবহার পরায়ণ হওয়াই আত্মার খেলার অনুকরণ। আত্মাই যখন সত্য—আর সকলের মূলে আত্মা আছেন বলিয়া যখন মিথ্যা বস্তুর ক্ষণিক অস্তিত্ব মাত্রই হয় তখন সমস্ত বস্তুর সত্য অংশটি আত্মা আর মায়া অংশটি মিথ্যা। এই জন্য সমস্তই মায়া; কারণ মিথ্যা যাহা তাহা মিথ্যামাত্র তাহার গণনা আর কি করিবে? যাহা ইন্দ্রজাল তাহা

আর গণনার মধ্যে কি আসিবে? সমস্তই যখন আত্মা তখন আমিও আত্মা। প্রথমে আত্মা সর্ব্বত্র আছেন ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করা ইহা পরোক্ষ জ্ঞান। এই আত্মাই আমি এইটির অনুভবই অপরোক্ষ জ্ঞান। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই মুক্তি। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই শোকের হস্ত হইতে চিরতরে এড়াইবার উপায় নাই। শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন "তরতি শোক মাত্মবিৎ। বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। মুক্তির আর অন্য পথই নাই।

দ্বিতীয় কথা। অজ্ঞ ব্যক্তি এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে কিরূপে? জীব জ্ঞানযোগ বা সাংখ্য জ্ঞানের অধিকারী কিরূপে হয়? সকলেই কি মিথ্যাকে মিথ্যা জানিয়া সত্য স্বরূপ আত্মা হইয়া ব্যবহার পরায়ণ হইতে পারে? তাহা হইতে পারেনা। এই জন্য গীতাশাস্ত্রে আমি সমস্ত উপায়গুলি বলিতেছি। সমস্ত গীতা ধরিয়াই এই উপদেশ বলিব। এখানে সন্ন্যাসের প্রকৃত স্থান কোথায় উল্লেখ করিব মাত্র।

(১) আত্মজ্ঞান লাভই মূল লক্ষ্য।

(২) সর্ব্ব কর্ম্মের ন্যাস বা ত্যাগ করিয়া গুরুর নিকটে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ জ্ঞান নিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। বিনা সন্ন্যাসে আত্মদর্শন হইতেই পারে না। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগের সামর্থ্য ও যা ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া কর্ম্মকরাও তা। উভয়েরই ফল কর্ম্মত্যাগ ও চিত্তসাম্য।

(৩) রাগ দ্বেষ, লাভ অলাভ, প্রিয় অপ্রিয়, তিরস্কার বোধ, পুরস্কার বোধ, জয় পরাজয়, ইষ্ট অনিষ্ট অনুভব ইত্যাদি চিত্তমল থাকিতে থাকিতে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস কখনই হইবেনা। ইহা দূর হওয়াই চিত্ত শুদ্ধি। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া শ্রবণ মননাদিদ্বারা পূর্ণভাবে চিত্তসাম্য করিবেন। ইহা কঠিন পথ কিন্তু কর্ম্ম দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয়।

(৪) যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম এবং গমন, ভোজন, নিদ্রা, সংসার পালন, প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্ম, ফল কামনা শূন্য হইয়া, ঈশ্বর প্রীতি জন্য, অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া অভ্যাস না করা পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি কিছুতেই হইবেনা। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম বা ফল সন্ন্যাস কর্ম্ম। ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগের দুই অবস্থা। প্রথম অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম লোকালয়ে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ভিতরে জপ বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়ংকালে প্রতিদিন নিয়ম মত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে ইহাও ফলাকাঙ্খা শূন্য হইয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া, ঈশ্বরের নিকটে শক্তি প্রার্থনা করিয়া, অহংকর্ত্তা অভিমান না রাখিয়া আমি ঈশ্বরের দাস এই অভিমান রাখিয়া করা চাই আর বাহিরে-পরিজনের সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান্ আছেন, সমাজের সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান্ আছেন, মনুষ্যজাতি সকলের মধ্যেই শ্রীভগবান্ আছেন, সকল জীবে তিনি আছেন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, পাষাণ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত, সর্ব্বত্রই তিনি আছেন—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ অভ্যাস করিতে করিতে যথাপ্রাপ্ত পীড়িতের শুশ্রূষা, বিপন্নের সহায়তা, ক্ষুধিতকে অন্ন দান, অজ্ঞানীকে শিক্ষা দান ইত্যাদি লোক হিতকর কার্য্য করিতে হইবে। এক কথায়

শিক্ষা দান, যুদ্ধাদি কার্য্য, বানিজ্যাদি, পশুপালনাদি, সেবা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য আপন আপন বিভাগ মত করিতে হইবে। ভগবান্‌কে ভাল বাসিয়া, সর্ব্বত্র ভগবান্ আছেন স্মরণ রাখিয়া, তাঁহার সেবা করিতেছি ভাবনা করিয়া—অন্য ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, অহংকর্ত্তা এই অভিমান ত্যগ করিয়া, ভিতরে বাহিরে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের কর্ম্মযোগ। ইহা আরুরুক্ষের জন্য, লোকালয়ে থাকা পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান। এই কর্ম্মযোগ সাধনের দ্বিতীয় অবস্থায় একান্তে, শুদ্ধ স্থানে, স্থির, অনতিউচ্চ, অনতি নিম্ন, কুশাশন বা ব্যাঘ্রাদি চর্ম্মের উপর আসন বিছাইয়া তদুপরি উপবেশন করিয়া আত্ম সংস্থ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। লোকালয়ে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আংশিক চিত্তশুদ্ধি এবং একান্তে আত্মসংস্থ যোগ দ্বারা পূর্ণভাবে চিত্তসাম্য লাভ করিতে হইবে। আরুরুক্ষের জন্য কর্ম্ম কিন্তু যোগারূঢ়ের জন্য শম বা বাসনা ত্যাগ।

তৃতীয় কথা। কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি করিলেই যে জ্ঞান হইবে তাহা নহে। ইহার পরে যোগীকে ভক্ত হইতে হইবে। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গাতে নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এই আত্মসংস্থ যোগ ও যুক্ততম হইবার কথা বলিয়াছি। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিও যে নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রীভগবান্‌কে ভাল না বাসিলে হইতে পারেনা। প্রথমে বিশ্বাসে তাঁহাকে ভাল বসিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন রূপ ভিতরের বাহিরের কর্ম্ম কর। পরে আত্মসংস্থ যোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা স্থায়ী চিত্ত সাম্য লাভ করিয়া ভক্ত হও। প্রথমে বিশ্বাসী হইয়া কর্ম্ম কর। তদ্বারা আংশিক চিত্তশুদ্ধি হউক। পরে আত্মসংস্থ হও। পরে ভক্ত হও এতদ্বারা পূর্ণভাবে চিত্ত সাম্য হইল। তখন মন আর বিষয়ে যাইতে পারিবেনা—আর লয় বিক্ষেপ উঠিবেনা—চিত্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া শ্রীভগবানে স্থিতি লাভ করিবে। ইহাই ভক্তিযোগ। এই অবস্থায় আপনা হইতে কর্ম্মত্যাগ হইতে থাকিবে। তখন সন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মুক্তি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যে বুদ্ধি বা বিচারের কথা বলিয়া, সন্ন্যাস, ভক্তি, আত্মসংস্থ যোগ বাদ দিয়া একবারে কর্ম্মযোগের সর্ব্ব নিম্ন অবস্থার কথা বলিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম "এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু" কর্ম্মযোগে এই বুদ্ধি বা বিচার কিরূপ তাহা সাংখ্য বুদ্ধির পরেই বলিয়াছিলাম কারণ জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য যে রাগ দ্বেষ ত্যাগ আবশ্যক তাহা আংশিক ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই সহজে লাভ করিতে পারা যায়।

সাংখ্যযোগের রমণীয় অবস্থা শুনিয়া—যে অবস্থায় কোন কামনা থাকেনা, যে অবস্থায় তুষ্ট থাকা যায়, যে অবস্থায় দুঃখেও উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই, যে অবস্থায় বীতরাগ ভ ক্রোধ হয়, যে অবস্থায় শুভ অশুভ সকল বিষয়েই হৃষ্ট বা রুষ্ট হওয়া নাই, যে অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় আত্মরসে ডুবিয়া যায়, যে অবস্থায় কাম ক্রোধ লোভ নাই, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিচরণ করিলেও চিত্ত সর্ব্বত্র প্রসন্ন থাকে, যে অবস্থায় আর অশান্তি কিছুতেই আসেনা, এক কথায় যে জ্ঞান লাভ করিলে কামনা থাকেনা, স্পৃহা থাকেনা, মমতা থাকেনা, অহঙ্কার থাকেনা—সর্ব্বত্রই শান্তি—ঐ যে ২য় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলিয়াছি বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বা

পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি"। তুমি এই রমণীয় ব্রাহ্মীস্থিতির কথা শুনিয়া প্রলুব্ধ হইয়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছিলে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব"! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে জ্ঞান না হইলে যখন স্থিতপ্রজ্ঞের সুখের অবস্থা লাভ হইবে না তখন আমাকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত কর কেন? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম সাংখ্যেরা জ্ঞানযোগে বা জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী। ইহাঁরা কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি জন্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা করিবেন আর যোগী কর্ম্মযোগাদি দ্বারা ক্রম অনুসারে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসাম্য করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হইবেন। সেইখানে বলিয়াছি "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" "নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি"। কর্ম্ম যোগানুষ্ঠান না করিয়া—কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে সকলে পারিবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম করা না থাকিলে বৈরাগ্য কিছুতেই স্থায়ী হয় না। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসে কাহারও সিদ্ধি হইবে না।

এখানে দেখ দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্ঞান কি ইহা বলিয়াছি। এই জ্ঞান নিষ্ঠার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম যোগের কথা বলিয়াছি। "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং"। কর্ম্ম ভিন্ন কামনা ত্যাগ হয় না কর্ম্মযোগে ইহা বলা হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠানকালে যে জ্ঞানের আবশ্যক তাহা ৪র্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। কর্ম্মযোগদ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস "যোগসংন্যস্ত কর্ম্মাণং" এবং জ্ঞানযোগ দ্বারা সংশয় বিনাশ "জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ম্" করিতে হইবে। করিয়া "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ" ইহা চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে বলিলাম। পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাসের কথা বিশেষরূপে বলিতেছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ বলিয়া ৭ম হইতে ১২শ পর্য্যন্ত ভক্তি যোগের কথা বলিব পরে শেষ ছয় অধ্যায়ে বলিব জ্ঞান নিষ্ঠার কথা।

এস্থলে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর সন্ন্যাস লইয়া পরে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মযোগ করিলেও ত হয়? ইহাতে বুঝা যায় লোকে কর্ম্মকে বড়ই ক্লেশকর মনে করে, কিন্তু আমি যে ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে বলিতেছি তাহা বড়ই সুখকর। বিশেষ শেষ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় কর্ম্মকরা বেদবিরুদ্ধ। এই পঞ্চম অধ্যায়ে বলিতেছি যোগ না করিয়া সন্ন্যাস লওয়া বড়ই দুঃখের কারণ। "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ"। আবার বলি কর্ম্মযোগ না সাধিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ একবারে অসম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহাদের কর্ম্মকরা থাকে তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কলির সময় উপস্থিত হইলে কর্ম্মযোগ শূন্য হইয়াও বহুলোক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহাদের অনেকেই উদরান্নের জন্য গৈরিকবস্ত্র ও দণ্ডধারণ করিবে। ইহাই ব্যভিচার। শ্রুতিবলেন অধিকারী না হইয়া—সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ ও সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস না সাধিয়া সন্ন্যাসী হইলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। "কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ। তিতিক্ষা জ্ঞান বৈরাগ্য শমাদি গুণবর্জ্জিতঃ। ভিক্ষামাত্রেণ যো জীবেৎ স পাপী যতিবৃত্তিহা।" ইহাও শ্রুতিবাক্য।

এখন তুমি বুঝিতেছ গীতা শাস্ত্রে বা বেদশাস্ত্রে সন্ন্যাসের স্থান কোথায়? কর্ম্মত্যাগ কোন

অবস্থায় করিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠার প্রকৃত অবস্থা কি? এখন তোমার পক্ষে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি কি সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ তোমার এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইবে।

অর্জ্জুন—আমি এখন বুঝিতেছি আমার পক্ষে শ্রেয় কি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে সন্ন্যাসের কথা তুমি বলিতেছ ইহা কি বেদে আছে?

ভগবান্—বেদে যাহা নাই সে কথা আমি কখন বলিতে পারিনা ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন "ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাহি পরঃ পরোহিব্রহ্মা তানিবা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবা ত্যরেচয়ৎ য এবং বেদেত্যুপনিষৎ।" বেদে ন্যাসের কথা আছে। বেদ আমার হৃদয়। আমার হৃদয়ের স্পন্দন হইতে যে ছন্দ বাহির হইয়াছে সেই ছন্দোবদ্ধ শব্দ সমষ্টিই না শব্দব্রহ্ম বা বেদ? আর গীতা মে হৃদয়ং পার্থ!"। বেদে নাই এমন কোন কথা গীতায় নাই। এখন দেখ সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে শ্রুতি আরও কি বলেন? শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইতি জাবালোপনিষৎ। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে। গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ করিবে। বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যাশ্রমী হইবে। ইহাই সাধারণ ক্রম। কিন্তু এসম্বন্ধে অসাধারণ ক্রমও আছে। যে চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসাম্য জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বা প্রব্রজ্যাশ্রম করিতে হয়, যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই সেই চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসাম্য হইয়া যায়, যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুষ্ঠান থাকায় নিষ্কাম কর্ম্ম, আত্মসংস্থ যোগ ও ভক্তি যোগের অবস্থা লাভ হইয়া যায়, ভিতরে নিত্যকর্ম্ম কালে ভগবদ্রসে হৃদয় ভরিয়া যায়, বাহিরে লোকসঙ্গে যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" হইয়া যায়, যদি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই ইহা হয় তবে গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমে না গিয়াও একবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পরে গৃহস্থাশ্রমেই যদি বিষয় বৈরাগ্য আইসে, যদি হৃদয়ে "ভুবি ভোগা ন রোচন্তে" অর্থাৎ ভগবৎরস প্রাপ্তিতে আর বিষয় রস ভাল না লাগে, মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য নহে কিন্তু যদি গৃহস্থাশ্রমেই স্থায়ী বৈরাগ্য—স্থায়ী অনুরাগ আস্বাদন দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ হইয়া যায়, তাহা হইলে বনী না হইয়াও একবারে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করিতে পারি। আর বানপ্রস্থের পরে আসিলে ত শেষ আশ্রম সন্ন্যাস আছেই। সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠা যখন হইতে লাগিল তখনকার জন্য শ্রুতিবাক্য "ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্"। জগতে যা কিছু আছে তাহা ঈশ্বর দ্বারা—ঈশ্বর ভাব দ্বারা বা ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা আচ্ছাদয়িতব্য। সমস্তই ঈশ্বর ইহা ভাবনা করিয়া বিষয় ত্যাগ করিয়া যথা প্রাপ্ত বস্তু ভোগকর—"শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্"। কাহার ও ধনে স্পৃহা রাখিওনা। ইহাই জ্ঞানযোগ।

এই জ্ঞানযোগে যিনি পৌঁছিতে না পারিয়াছেন তাঁহার জন্য "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যামৃতমশ্নুতে"। যজ্ঞদান তপস্যাদি বৈদিক কর্ম্মই অবিদ্যা। বৈদিক কর্ম্মও কর্ম্ম বটে। কর্ম্ম মাত্রেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। কারণ কর্ম্ম (অজ্ঞান) ও জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেখানে কর্ম্ম সেইখানে চলন, অভাব, বা অজ্ঞান, আছেই। শক্তি বা মায়া বা অবিদ্যার ব্যক্তাবস্থা বা চলনই

কর্ম্ম। কামনার স্থূল অবস্থাই কর্ম্ম। এজন্য বেদবোধিত কর্ম্মও অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা বেদ বোধিত কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হও। মৃত্যুও কর্ম্ম। যতদিন কর্ম্ম থাকিবে ততদিন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর নাম সাধারণ কর্ম্ম। এই সাধারণ কর্ম্ম আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন। যজ্ঞদান তপস্যাদি অবিদ্যা কর্ম্ম দ্বারা, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি সাধারণ কর্ম্ম যে মৃত্যু তাহা অতিক্রম কর। অসাধারণ কর্ম্ম দ্বারা সাধারণ কর্ম্ম অতিক্রম কর। ইহা হইলেই সমস্ত হইলনা। পরে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ কর, তজ্জন্য সন্ন্যাস কর। বিদ্যালাভ করিয়া অমর হইয়া যাও। শ্রুতির এই সিদ্ধান্তের সহিত গীতার কোন বিরোধ নাই এখন বুঝিতেছ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সন্ন্যাসের কথা আবার বলিব। ত্যাগ বা ফল ত্যাগ কি তাহাও তখন বুঝাইব। অসক্তবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হইবে। ঐসময়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে। "নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা" ১৮ অধ্যায় ৫০ শ্লোক। এই জন্য বলিতেছি তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এখন সন্ন্যাস ও কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা তুমি বুঝিতেছ।

অর্জ্জুন—যাহা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা আমি ধারণা করিয়াছি তথাপি তোমার মুখ হইতে পরে শুনিব। এখন জিজ্ঞাসা করি জ্ঞান ও কর্ম্ম কি সমকালে অনুষ্ঠান করা যায়?

ভগবান্—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। স্থিতি ও গতি এক সঙ্গে হইতে পারেনা। এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া আছি আবার সেই সময়েই দ্রুতপদে চলিতেছি ইহা কিরূপে হইবে? কিন্তু বৃদ্ধ আপন বৃদ্ধত্ব স্মরণ রাখিয়াও বালকের সহিত বালক সাজিয়া যেমন খেলা করিতে পারে, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও বহু খেলা তুলিতে পারেন। ইহা জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিলে হয়। যতদিন না সিদ্ধি লাভ হয় ততদিন স্থিতি ও গতির মত অথবা আলোক অন্ধকারের একত্র অবস্থান মত জ্ঞান কর্ম্ম সমকালে চলিতে পারেনা। সমুচ্চয় যেমন হয়না সেইরূপ বিকল্পও হয়না। একের পরিবর্ত্তে অন্যটি দ্বারাও চলিতে পারেনা। শুধু কর্ম্ম লইয়া থাকিলে জ্ঞান হইবেনা আর শুধু জ্ঞানের আলোচনাতেও চিত্তশুদ্ধি নাই বলিয়া জ্ঞান লাভ হইবেনা। জ্ঞানশূন্য কর্ম্মে বা কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে কখন মুক্তি হইতে পারেনা। আর যতদিন কর্ম্ম থাকে ততদিন জ্ঞানও হইতে পারেনা।

অর্জ্জুন—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নাই বুঝিলাম কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান কালে জ্ঞানের আলোচনা সঙ্গেই করিতে হইবে।

ভগবান্—নিশ্চয়ই। নিষ্কাম কর্ম্ম কি ইহা বুঝিতেও জ্ঞানের আলোচনা আছে। তোমাকে আমি কর্ম্ম করিতে বলিতেছি কিন্তু জ্ঞানের কথা কতই বুঝাইতে হইতেছে। কর্ম্মটি বুঝিয়াও ত লইতে হইবে। জ্ঞানের আলোচনা বাদ দিয়া কর্ম্ম করিতে গেলে নীরস অভ্যাস মত অর্থে কোন ফল হইবেনা। শুধু স্পন্দন শূন্য সন্ধ্যা আহ্নিকে বা শুধু জপে কর্ম্মটি প্রাণ হীন হইয়া যাইবে। কর্ম্ম করিয়া উঠিয়া আসিলে কিন্তু "ভূবাপাং কণং যথা" যদি হইয়া যায়, কর্ম্মের বাসনা সকল ক্ষয় হইল কিনা ইহা যদি পরীক্ষা না কর তবে কোটি কল্প কর্ম্ম করিলেও কিছু হইবেনা। কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোচনাও আবশ্যক। এই জ্ঞানালোচনার প্রকারভেদ

অনেক আছে। পরে এই সমস্ত বুঝাইব। এখন সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ মধ্যে কে কেন শ্রে
তাহা বলিব। ১।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শ
শ্রীভগবানুবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মযোগঃ চ
শ শ শ
কর্ম্মানুষ্ঠানং উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে
ম ম শ
জ্ঞানোৎপত্তি হেতুত্বেন মোক্ষোপযোগিনৌ। উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়স-
শ শ হ
করৌ তথাপি তু তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মত্যাগাৎ কর্ম্মযোগঃ
ব শ শ ম
বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠোভবতি। ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি। অধিকার
ম শ্রী
সম্পাদকত্বেন। নহি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগং অহং
শ্রী
ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্নাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপিতু দেহাত্মাভি-
শ্রী
মানিনং ত্বাং-বন্ধুবধাদি-নিমিত্তং শোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্ম-
শ্রী
বিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি
শ্রী
ব্রবীমি। কর্ম্ম যোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরি-
শ্রী শ্রী ব
পাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাস পূর্ব্বমুক্তঃ। যদ্বা ন খলু লব্ধজ্ঞানস্যাপি
ব
কর্ম্মযোগো দোষাবহঃ কিন্তু জ্ঞানগর্ভত্বাজ্ জ্ঞানদার্ঢ্যকৃদেব। জ্ঞান-
ব
নিষ্ঠতয়া কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু চিত্তদোষে সতি তদ্দোষবিনাশায় কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং

ব
প্রতিষেধক শাস্ত্রাৎ। কর্ম্মত্যাগবাক্যানিত্বাত্মনিরতৌ সত্যাং কর্ম্মাণি
ব
তংস্বয়ং ত্যজন্তীত্যাহুঃ। তস্মাৎ সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্ জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চ
ব
কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু। কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মুক্তি পথে লইয়া যাইতে পারে বলিতেছ। তথাপি এই দুয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেছ কেন?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থে বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ ইহা ১৮ অধ্যায়ে আবার বলিব। আর কর্ম্মযোগ অর্থে কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা অর্থাৎ ফলসন্ন্যাস। কর্ম্মসন্ন্যাস ও ফলসন্ন্যাস এই উভয়ই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ। তথাপি যে বলিতেছি কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ তাহার কারণ কর্ম্মসন্ন্যাসে সকলে অধিকারী হইতে পারেনা। শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে যাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, বৈরাগ্যই যাহার যথার্থ আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছে, তাহার বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা শ্রবণমননে ইষ্ট লাভ হয়। কারণ কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞান সাধনার অঙ্গ। বিনা কর্ম্মে কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ ও বিষয় বৈরাগ্যাদির প্রবল অভিলাষ জন্মে না। আর চিত্তে বৈরাগ্য না জন্মিলে যদি সন্ন্যাস লওয়া হয় তাহাতে সন্ন্যাসের ফল লাভও হয় না। আর সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্ম নাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও চিত্তসাম্য করিবার উপায় নাই। অধিকারী না হইয়া সন্ন্যাস লইলে এই অবস্থায় পতিত হইতে হয়। চিত্তশুদ্ধি এরূপ কঠিন যে দুই চারিদিন বা দুই চারি মাস রাগদ্বেষের কর্ম্ম হইলনা বলিয়াই যে পাকাভাবে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ইহা মনে করা বড়ই ভ্রম। অন্য পক্ষে কর্ম্মযোগে সকলেই অধিকারী। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রীতি জন্য কর্ম্ম সকলেই করিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রতিকর্ম্মে ভগবানকে স্মরণ করা, প্রতিকর্ম্ম তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব জন্য করা, ইহা বড়ই সুখকর। প্রতিবস্তু দর্শনে যখন ভগবানকে মনে পড়ে—প্রতিবস্তুতে তুমি আছ যখন একবারও ভুল হয়না—এমন কি মনের সমস্ত কার্য্যে যখন মনে হয় তুমি ইহার মধ্যে আছ—যখন মনে হয় কর্ম্ম করি তোমার সন্তোষের জন্য—যখন সকলের জন্য যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে করিতে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে—যখন নিজের আহার, বিহার, ভ্রমণ, কথোপকথন, সমস্ত ব্যাপারে শ্রীভগবানের উপর লক্ষ্য থাকে—যখন নিত্যকর্ম্ম সুন্দররূপে করিয়াও সাধক বলে আজ তুমি করাইয়াছ বলিয়া হইয়াছে—সুন্দররূপে না পারিলে বলে আজ তুমি কেন করাইলেনা—যখন সাধক কর্ম্ম দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করিতেছি অনুভব করে, তখন তাহার কতই

সুখের অবস্থা ভাব দেখি। যাহাকে ভালবাসি তার জন্য কর্ম্ম করায় কত সুখ ভাব দেখি। যাহাকে ভালবাসি সে হৃদয়েও আছে আবার হৃদয় হইতে বাহির হইয়া বহুমূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র দাঁড়াইয়াছে। যখন নিষ্কাম কর্ম্মে এইরূপে চিত্তশুদ্ধ হয় তখন সাধকের বিষয় ভোগে পূজা, নিদ্রাতে সমাধি, গমনাগমনে প্রদক্ষিণ, কথা কহাতে স্তবপাঠ—সকল কর্ম্মেই তাঁহার ঈশ্বর আরাধনা, তবেই দেখ অনধিকারীর সন্ন্যাসে বড়ই ক্লেশ, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে বড় আনন্দ। পাকাভাবে কর্ম্মদ্বারা চিত্তকে ভগবৎ অনুরাগী না করিয়া সন্ন্যাস লইলে সেরূপ সন্ন্যাসে প্রমাদ আছেই, নিষ্কাম কর্ম্মে প্রমাদ নাই। অনধিকারীর সন্ন্যাসে অজ্ঞানের কার্য্য হইবেই, নিষ্কাম কর্ম্মে অজ্ঞানের ভয় নাই—"প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে" অঙ্গহানীতেও প্রত্যবায় নাই। পাতিত্যেও নাই। সেইজন্য কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগ দ্বারা ভগবৎ অনুরাগ লাভ করিয়া আত্মদর্শনের জন্য সন্ন্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মযোগ ঠিক ঠিক হইলেই ইহা আসিবেই এইজন্য সন্ন্যাস ও যোগ উভয়েই মোক্ষের হেতু বলিলাম। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্খতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

রা
যঃ কর্ম্মযোগী কর্ম্মান্তর্গতাত্মানুভবানন্দ পরিতৃপ্তস্ততোঽন্যৎ কিমপি
ম রা শ্রী
ন কাঙ্খতি স্বর্গাদিকং ততএব কিমপি ন দ্বেষ্টি রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন
শ্রী
পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী কর্ম্মানুষ্ঠান-
শ্রী শ
কালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ জ্ঞাতব্যঃ ইত্যর্থঃ। হে মহাবাহো ইতি
বি ম
মুক্তিনগরী জেতুং স এব মহাবীরঃ ইতি ভাবঃ। হি যস্মাৎ নির্দ্বন্দ্বঃ
ম ম হ ব
রাগদ্বেষাদিরহিতঃ তস্মাৎ সুখং অক্লেশেন সুকরকর্ম্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ বন্ধাৎ
ম ম শ্রী
অন্তঃকরণাশুদ্ধিরূপাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ
ম
মুক্তো ভবতি ॥ ৩ ॥

হে মহাবাহো ! যিনি দ্বেষও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিও। যেহেতু তিনি [রাগদ্বেষাদি] দ্বন্দ্বশূন্য সেইজন্য অনায়াসে [সংসার] বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী কেন বলিতেছ ?

ভগবান্—শাস্ত্র বলেন কর্ম্ম মাত্রেই বন্ধের কারণ। "কর্ম্মহি বন্ধকারণং প্রসিদ্ধং"। কেন বন্ধের কারণ ? কারণ কর্ম্ম করিতে গেলেই মানুষের কোন না কোন কামনা থাকেই। যেখানে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই মানুষ সেরূপ কার্য্য করিতে চায়না। "প্রয়োজনমনুদিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। যে কার্য্যে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না মনে করে, তাহা করিতে বলিলেও কার্য্য করিবার উৎসাহ পায়না। আবার যেখানে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেখানে কোনরূপ বাধা পাইলেই ভয়ানক দ্বেষ হইয়া পড়ে। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবার বিধি, এই রাগ ও দ্বেষের উদয় আর না হইতে পায় এই জন্য। সংসারে যাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছে, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া শ্রবণ মননাদি ব্যাপারে নিত্য নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও যদি লোকসঙ্গ করিতে হয়, আর কাহারও উপর অনুরাগ, কাহারও উপর বিরাগ আসিয়া যায়, কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয় হইয়া যায়, তবে সন্ন্যাসীর কর্ম্মে রাগ দ্বেষ থাকিবেই। যে জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ তাহা সিদ্ধ হইল না। নিত্যসন্ন্যাসী থাকা গেলনা। শ্রবণ মননাদি কালে সন্ন্যাসী, কিন্তু ব্যবহার কালে রাগদ্বেষবান্ হইতে হইল। "তথাপি চিত্তস্বাভাব্যাৎ কদাচিৎ সন্ন্যাসিনো রাগোদয়ে পাতাশঙ্কাস্তি"। সন্ন্যাসীর পতন আশঙ্কা এই রাগদ্বেষ হইতে। কিন্তু যে কর্ম্মযোগী নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা রাখেননা, অথচ কর্ম্ম করেন শুধু শ্রীভগবানকে ভাল বাসিয়া, শাস্ত্রমুখে তোমার আজ্ঞা পাই তাই কর্ম্ম করি, আবার মানুষের মধ্যেও তুমি থাকিয়া কর্ম্ম করিতে বল বলিয়া করি—শাস্ত্রের আজ্ঞার সহিত মানুষের আজ্ঞার বিরোধ যেখানে, সেখানে তোমার মায়ার খেলা দেখিয়া রঙ্গ করি মাত্র—যে কর্ম্মযোগীর এইভাবে কর্ম্ম চলে, কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই, কোন দ্বেষও নাই, সেই কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী—কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী—কারণ শ্রীভগবানকে ভালবাসাই তাঁহাকে কর্ম্ম করায়, কর্ম্মের কোন ফলাফল তিনি জানেননা, জানিতে চানও না। এই নিত্যসন্ন্যাসীর রাগদ্বেষাদি কোন দ্বন্দ্ব ভাব নাই। কাজেই শুধু ভগবানকে ভালবাসিয়া তিনি অতি সুখে অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। কর্ম্মফল যে সুখ ও দুঃখ তাহাই না বন্ধন ? কর্ম্মফল শূন্য হইয়া শুধু ভগবানকে ভালবাসিয়া যে কর্ম্ম করে সে রাগদ্বেষ শূন্য। কর্ম্মে যদি ক্লেশ পায় তাহাতেও তাহার আনন্দ। কারণ যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার জন্য কষ্ট করাতেও সুখ। অতএব দেখ কর্ম্মযোগী সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও আনন্দে থাকেন। চিত্তে যাহার আনন্দ থাকে তাহার রাগ দ্বেষের কারণ থাকিলেও রাগদ্বেষ আসিতে পারেনা। শুধু রাগদ্বেষ আসা উচিত নহে বলিয়া রাগদ্বেষ রুখিয়া রাখা যাইবে কিরূপে ? হৃদয় আনন্দে যাহার ভরা তাহারই সর্ব্বদা সন্ন্যাস। তাহারই চিত্তসাম্য।

অর্জ্জুন—কর্ম্ম করিতে গেলে লোক যেন কতই ক্লেশ পায়। "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই

বেদবাক্য থাকিলেও কোন দেশে পূর্ণিমা অমাবস্যা দ্বাদশী ইত্যাদিতে সায়ংসন্ধ্যা বাদ দেওয়া বিধি। দেখিয়াছি ঐ ঐ দিনে সন্ধ্যাবাদ বলিয়া বহু জাতিব্রাহ্মণ ভারি আনন্দে বলিয়া উঠেন-আজ সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি বাঁচা গেল। এইরূপে যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদের কোন্ কর্ম্ম হয় তাহাত সহজেই বুঝা যায়। ইহাদের কর্ম্ম "রোগী যেন নিমখায় মুদিয়া নয়ন"। ইহারা কর্ম্ম করে ভয়ে, কখন কর্ম্ম করে আশায়, কখন করে আশঙ্কায়। কিন্তু তুমি কর্ম্ম করার আনন্দ যাহা দেখাইতেছ ইহাতে কার না ইচ্ছা হয় কর্ম্ম করি? তুমি আবার বল কর্ম্মযোগী বৈদিক কর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্ম কিরূপে আনন্দে সম্পাদন করেন?

ভগবান্—মন আসক্ত হইয়া বিষয়ে আসিয়া পড়িলেই রাগ দ্বেষ জন্মিবেই। এই জন্য ভগবানকে ভালবাসিয়া চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া রাখিতে হয়। বৈদিক কর্ম্ম, পূজা উপাসনা, ইত্যাদির সময়ে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া উহাকে শ্রীভগবানের চরণস্পর্শ করাইতে হয়। ইহা ধ্যানের আভাস। ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে—তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার আজ্ঞা পালন করায় সুখ আছে। চিত্তকে ভগবানে রাখিতে পারিতেছনা—শত বাধা পাইতেছ, তথাপি কাতর হইয়া বল প্রভু! আমার দুষ্কৃতি, আমার মনকে স্থির হইতে দিতেছেনা, কিন্তু দয়াময়! আমি তোমার আশ্রিত—আমি তোমার শরণাপন্ন—আমি তোমারই! সত্য সত্যই আর কেহ আমায় রক্ষা করিতে পারেনা—সত্যই আমার আর কেহ নাই। পতিতপাবন! আমি পতিত হইয়াও তোমার হইলাম। শরণাগত বৎসল! আমায় কৃপা কর! আমায় শক্তি দাও! আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থ হই। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ নিশ্চয়ই করা যায়। শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন কিনা তাহার পরীক্ষাও লোকে করিতে পারে। যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মানুষ কর্ম্মের আদিতে বা কর্ম্মকালে বা পশ্চাতে কোন প্রকার গ্লানি বোধ করেনা, যে কর্ম্ম করিয়া মানুষ গ্লানিশূন্য আনন্দ পায়, এক কথায় যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া চিত্তের গ্লানিশূন্য প্রসন্নতা লাভ হয়, তাহাতে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হয়েন। চিত্তের প্রসন্নতাই শ্রীভগবানের প্রসন্নতার চিহ্ন।

ভিতরের নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা এইরূপে আনন্দ পাওয়া যায়। আবার বাহিরের কর্ম্ম দ্বারাও আনন্দ পাওয়া যায়। বাহিরেও সর্ব্বলোকের জন্য যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্ব জীবের জন্য যথাসাধ্য কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বপ্রাণীকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া, পীড়িতের শুশ্রূষা করিয়া, দরিদ্রকে সাধ্যানুসারে অন্ন বস্ত্র দিয়া, বিপন্নকে সাহায্য করিয়া একটা সুখ পাওয়া যায়। গরিব লোক খাইতে পরিতে পায়না আমি তাহাকে খাইতে পরিতে দিতেছি মনে হইলে, অহং অভিমান আইসে, ইহাতে কিছুই হয় না। কিন্তু গরিবের মধ্যে আমার ভগবান্ আছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া যখন সেবা করা যায় তখনই যথার্থ কর্ম্ম দ্বারা আনন্দ। সাধারণ মনুষ্য কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারেনা। কিন্তু কর্ম্ম গুলিকে যখন পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যোগরূপে পরিণত করে, কর্ম্ম যখন নিষ্কাম ভাবে করিতে পারে, তখন ভিতরের কর্ম্মে বা বাহিরের কর্ম্মে আনন্দ পায়। এইজন্য বলিতেছি কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী। সকল বস্তুতে, সর্ব্বজীবে, আমার ভগবান্ আছেন

স্মরণ রাখিয়া যে কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সেবা করে, সে আবার কাহার উপর দ্বেষ করিবে? যে সর্ব্বদা আনন্দ পায় সে আবার কি আকাঙ্ক্ষা করিবে? কোন কর্ম্মে যিনি ভগবানের সেবা বিস্মৃত না হয়েন তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। প্রতি কর্ম্মে ঈশ্বর স্মরণ, প্রতি কর্ম্মে ঈশ্বরের সেবা, ভাব দেখি ইহাতে কত আনন্দ। এই ভাব যাহার হয় সংসার কি তাহার পক্ষে দুঃখময় না মধুময়, অমৃতময়? এইরূপ শুদ্ধচিত্ত সাধক যে সহজেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? তুমি কর্ম্মের আনন্দ ভোগ কর, করিয়া নিত্য সন্ন্যাসী হও। পূর্ণভাবে কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হওয়াকে নিত্য সন্ন্যাসীর প্রথম অবস্থা বলিতেছি। ইহার পরে স্থায়ীভাবে চিত্তের সমতা বিধান জন্য গীতোক্ত যোগ বা আত্মসংস্থ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রম—চিত্তসমতা জন্য সন্ন্যাস। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ইহা বিশদরূপে আর একবার বলিব।

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৪ ॥

নী
সাংখ্যযোগৌ সাংখ্যং সমিত্যেকীভাবে ইতি যাস্কঃ একীভাবেনা-
নী
ত্মানমনন্যত্বেন খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুস্বরূপমনয়েতি সংখ্যা, স্থূলসূক্ষ্ম-
নী
কারণপ্রপঞ্চস্য নির্ব্বিকল্পে প্রত্যগাত্মনি প্রবিলাপনেন উদিতা
নী
চেতোবৃত্তিঃ তৎসাধনভূতোঽয়ং সাংখ্যঃ সন্ন্যাসঃ, স চ দারাদিবুধ্যন্তানাং
নী
পদার্থানামাত্মন্যেকীভাবেন ন্যসনং ত্যাগঃ প্রবিলাপনম্‌ তথা যোগঃ
ম ম রা
পূর্ব্বোক্তঃ কর্ম্মযোগঃ তৌ পৃথক্‌ জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ ফলভেদাৎ
শ্রী রা রা রা ম
পৃথগ্‌ভূতৌ ইতি যে প্রবদন্তি তে বালাঃ অনিষ্পন্নজ্ঞানাঃ শাস্ত্রার্থবিবেক-
রা রা
জ্ঞানশূন্যাঃ ন পণ্ডিতাঃ নতু কৃৎস্নবিদঃ। কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগমেব
রা
সাধয়তি, জ্ঞানযোগস্ত্বাত্মাবলোকনং সাধয়তি ইতি তয়োঃ ফলভেদেন

ম
পৃথক্ত্বং বদন্তো ন পণ্ডিতা ইত্যর্থঃ কিং স্যাৎ তর্হি পণ্ডিতানাং মতম্?
ম ম ম
উচ্যতে—একমপি সন্ন্যাসকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে সম্যগাস্থিতঃ স্বাধিকারানু-
ম ম হ
রূপেণ সম্যক্ যথাশাস্ত্রং কৃতবান্ সন্ উভয়োঃ সাংখ্যযোগয়োঃ ফলং
ম ম শ্রী
বিন্দতে জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ নিঃশ্রেয়সমেকমেব। তথাহি কর্ম্মযোগং
শ্রী
সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং
শ্রী
তদ্বিন্দতীতি, সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি
শ্রী
পরম্পরয়া যৎ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সাংখ্য এবং যোগকে যাহারা পৃথক্ বলেন তাঁহারা অজ্ঞ, পণ্ডিত নহেন। কারণ [এই দুয়ের মধ্যে] একটিও সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল [মোক্ষ] লাভ হয় ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—কেহ কেহ বলেন কর্ম্মযোগটা জ্ঞানযোগের সাধনা। আর জ্ঞানযোগটা—আত্মাবলোকনের সাধনা। ইহাদিগকে তুমি কি বল?

ভগবান্—যাহারা সাংখ্যকে এবং যোগকে ভিন্ন বলে তাহারা পণ্ডিত নহেন, জ্ঞানহীন। সাংখ্যকেই কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ বলিতেছি আর যোগটি ত পূর্ব্ব কথিত চিত্তনিরোধ যোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। একমাত্র জ্ঞান লাভের জন্য এই দ্বিবিধা নিষ্ঠা। এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন একটি যদি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করা যায় তবে এক জ্ঞানকেই লাভকরা যায়। দুয়ের ফল এক বলিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ বলা মূর্খতা। "তাবেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ"। উভয় উপায় দ্বারাই একটি মাত্র ফল লাভ হয়। সমদর্শন বা সমবুদ্ধি উভয়েই প্রদান করে। সন্ন্যাসীও কাহার উপর দ্বেষ করেন না, কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না—সুখে দুঃখে, লাভে অলাভে, জয়ে পরাজয়ে, ইষ্টে অনিষ্টে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আত্মবিচারে নিযুক্ত বলিয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে সেই এক জ্ঞানস্বরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যে লক্ষ্য বলিয়া, তিনি সর্ব্বত্র এক ভাবনা করিয়াই আনন্দ দেখেন আর কর্ম্ম যোগীও ভিতরের বা বাহিরের কর্ম্মে এক ঈশ্বরের সেবা করিতেছি ভাবনা করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও দ্বেষ আর কাহাকে করি-

লের, আকাঙ্ক্ষাই বা আর করিবেন কি? একজন কর্ম্মত্যাগ করিয়া যে সমত্ববুদ্ধি লাভ করেন, অন্যজন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া সেইসমত্ব বুদ্ধি লাভ করেন। একজন বিচারের ভিতর দিয়া আনন্দ লাভ করিতে করিতে যে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন; অন্যজন নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়া আনন্দ লাভ করিতে করিতে সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরকেই পাইবার পথ প্রাপ্ত হয়েন।

অর্জ্জুন—জ্ঞানই ঈশ্বর, জ্ঞানই ব্রহ্ম এরূপ বলিতেছ কেন?

ভগবান্—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, নির্গুণ ব্রহ্ম বা সগুণ ঈশ্বর সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ। তিনি নিত্যজ্ঞানানন্দ। অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বর্জ্জিত জীবও ব্রহ্মের একতানিশ্চয়রূপ যে সমবুদ্ধিত্ব তাহাই সাংখ্যযোগ। আর সর্ব্বত্র তুমিই আছ, সকলের মধ্যেই তুমি, তোমার ইচ্ছাতেই সমস্ত হইতেছে—তুমিই সমস্ত করিতেছ দেখিতে দেখিতে যখন আমার ইচ্ছা বলিয়া আর কিছু না থাকে, যখন তুমি তুমি করিয়া আমি হারাইয়া যায়, যখন তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি হইয়া যায়, তখন কর্ম্মযোগ সিদ্ধি। এই দুই পথ দিয়া এক নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং গীতোক্ত যোগ দ্বারা চিত্তের স্থির সমতা প্রাপ্তি। চিত্তসাম্যে উপস্থিত হইয়া পরে তত্ত্বমস্যাদি বিচারে তত্ত্বতঃ তোমাকে জানিয়া মুক্তি লাভ করা যায় বলিয়া উভয়েই এক। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এই শ্রুতি এই জন্য ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

শ ম
সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ ঐহিককর্ম্মানুষ্ঠানশূন্যত্বেঽপি
ম
প্রাগ্‌ভবীয়কর্ম্মভিরেব সংস্কৃতান্তঃকরণৈঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকয়া জ্ঞান-
ম ম
নিষ্ঠয়া যৎ প্রসিদ্ধং স্থানং তিষ্ঠত্যেবাস্মিন্ ন তু কদাচিদপি চ্যবতে ইতি
শ শ্রী
ব্যুৎপত্ত্যা মোক্ষাখ্যং প্রাপ্যতে প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে যোগৈরপি
শ্রী শ
কর্ম্মযোগিভিরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ
শ
ফলমনভিসন্ধায়ানুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসন্ন্যাস-
শ ম শ্রী ম
প্রাপ্তিদ্বারেণ তৎ স্থানং গম্যতে অবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ একফলত্বাৎ

হ ব ব
যঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ একং অভিন্নং পশ্যতি ভিন্নরূপমপি ফলৈক্যাদেকং
ম ম ব ব
বেত্তি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্যঃ। স চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ।
ম
অয়ম্ভাবঃ যেষাং সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব
ম
লিঙ্গেন প্রাগ্‌জন্মসু ভগবদর্পিতকর্ম্মনিষ্ঠানুমীয়তে, কারণমন্তরেণ
ম
কার্য্যোৎপত্ত্যযোগাৎ। তদুক্তং "যান্যতোঽন্যানি জন্মানি তেষু নূনং
ম
কৃতং ভবেৎ। সৎ কৃত্যং পুরুষেণেহ নান্যথা ব্রহ্মণি স্থিতিঃ"। ইতি
ম
এবং যেষাং ভগবদর্পিতকর্ম্মনিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব লিঙ্গেন ভাবিনী
ম
সন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠানুমীয়তে সামগ্র্যাঃ কার্য্যাব্যভিচারিত্বাৎ
ম
তস্মাদজ্ঞেন মুমুক্ষুণান্তঃকরণশুদ্ধয়ে প্রথমং কর্ম্মযোগোঽনুষ্ঠেয়ো
ম
ন তু সন্ন্যাসঃ স তু বৈরাগ্যতীব্রতায়াং স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি॥ ৫॥

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কর্ম্মযোগিগণও তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী॥ ৫॥

অর্জ্জুন—সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন তাহাত মোক্ষ, কর্ম্মযোগীও সেই মোক্ষ লাভ করেন বলিতেছ। ইহা স্পষ্ট করিয়া আর একবার বল। এই মত অন্য শাস্ত্রেও আছে?

ভগবান্—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০৬ অধ্যায়ে আছে "সাংখ্যও যোগমতে যেরূপ যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর। যোগীরা যোগবলে যাঁহাকে দর্শন করেন সাংখ্যেরা তাহাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব যাঁহারা সাংখ্য ও যোগমতকে এক জানেন তাঁহারাই বুদ্ধিমান্"। এই কথা শান্তিপর্ব্বে ভবিষ্যতে উক্ত হইবে। শান্তিপর্ব্বে আছে বলিয়া যে বলিতেছি তাহার কারণ কল্পে কল্পে এই মহাভারত ও রামায়ণের ব্যাপারই ঘুরিয়া ফিরিয়া হইতেছে! আমি সমস্তই জানি তুমি ভুলিয়া যাও।

এখন দেখ সাংখ্যেরা কোন স্থান লাভ করেন। সন্ন্যাসীগণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই যে জ্ঞান নিষ্ঠায় রুচি

ইহা চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসাম্য না হইলে হয়না। চিত্তশুদ্ধি ও বিষয় বৈরাগ্য একই কথা। যাঁহার প্রথম হইতেই কোন ভোগে রুচি থাকেনা, সংসারের দুঃখ ভোগ না করিয়াও যাঁহার চিত্ত বিচার দ্বারা বিষয় দোষ দর্শনে সমর্থ, সেই সমস্ত ব্যক্তির চিত্ত পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইয়াই থাকে। তথাপি অনবধারণজন্য যে সামান্য মলিনতা তাহা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রমুখ বিচার দ্বারা কাটিয়া যায়। সন্ন্যাসীগণ বিচার দ্বারা সমত্ব বুদ্ধিলাভ করেন। কাজেই ইহাদের বিশেষত্ব কর্ম্মত্যাগ ও সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি। পরে জ্ঞান লাভ করিয়া ইঁহারা মুক্ত হয়েন।

কর্ম্মযোগীও এই স্থান লাভ করেন। কর্ম্মযোগী প্রথম অবস্থায় ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করেন। সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগ করেন, কর্ম্মযোগী প্রথম অবস্থায় ফলত্যাগ করেন। কর্ম্মসন্ন্যাসও যা, ফলসন্ন্যাসও তাই। কারণ ফলসন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করাতে কর্ম্মের বন্ধন হয় না। ফলসংন্ন্যাস দ্বারাও সমত্ব বুদ্ধি লাভ হয়। রাগ দ্বেষ, লাভ অলাভ, ইষ্ট অনিষ্ট, তিরস্কার পুরস্কার কিছুই আসিতে পায়না; কারণ সর্ব্বজীবে ভগবান্ আছেন—তাঁহার প্রীতিজন্য কর্ম্ম করা—অভ্যাস করিলে রাগ দ্বেষের আর স্থান থাকেনা। কর্ম্মযোগী আবার যখন আত্মসংস্থ যোগ অভ্যাস জন্য নির্জ্জনে গমন করেন তখন আপনা হইতেই তাঁহার কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়। এই অবস্থায় কর্ম্মযোগী ও সন্ন্যাসী এক। শেষ অবস্থায় উভয়েই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। বিচার দ্বারা যে আত্মদর্শন লাভ হয় কর্ম্মযোগীর দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা সেই আত্মদর্শনই লাভ হয়। চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় কিন্তু চিত্ত নিরোধ দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। একাগ্র সমাধিতে ধ্যেয় বিষয় থাকে। ইহাতে ধ্যেয় বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হয়। যে বিষয়েই চিত্ত সমাধান কর—সমাধি লাগিলেই ধ্যেয় বিষয়ের স্বরূপ দর্শন হইবেই। চিত্ত নিরোধ হইলে কিন্তু যে সমাধি হয় তাহাতে আত্মাই যে সচ্চিদানন্দ এই অপরোক্ষানুভূতি হয়। ইহারই দৃঢ়তা জন্য গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি শ্রবণে জীবন্মুক্তি। যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমচিত্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আরও পরিষ্কার করিয়া ইহা বলিব।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

শ শ্রী শ ম
হে মহাবাহো! অযোগতঃ যোগেন কর্ম্মযোগেন বিনা যোগমন্তঃ-
করণশোধকং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মান্তরেণ হঠাৎ এব যঃ কৃতঃ সন্ন্যাসঃ স তু
ব ম ব
দুঃখং আপ্তুং প্রাপ্তুমেব ভবতি দুষ্করত্বাৎ সংপ্রমাদত্বাচ্চ দুঃখহেতুরেব
ব ম ম
স্যাদিত্যর্থঃ। অশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন তৎফলস্য জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ,

শোধকত্বেচ কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টত্বেন পরমশঙ্কটাপত্তেঃ যোগযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মী তু মুনিঃ আত্মমননশীলঃ সন্ন্যাসীভূত্বা নচিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণমাত্মানং অধিগচ্ছতি সাক্ষাৎ করোতি প্রতিবন্ধকাভাবাৎ। এতচ্চোক্তং প্রাগেব "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি"। ইতি অত একফলত্বেঽপি কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি যৎপ্রাগুক্তং তদুপপন্নম্ ॥ ৬॥

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ না সাধিয়া যে সন্ন্যাস তাহা দুঃখই প্রদান করে। কিন্তু কর্ম্মযোগযুক্ত আত্মমননশীল [সাধক সন্ন্যাসী হইয়া] অচিরাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—"এবংতর্হি যোগাৎ সন্ন্যাস এব বিশিষ্যতে কথংতর্হি এবমুক্তং তয়োস্ত কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে?" এতক্ষণ যাহা বলিলে তাহাতে ত বুঝিতেছি সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। সন্ন্যাস আর যোগ ইহাদিগকে যে পৃথক্ মনে করে সে মূর্খ, সন্ন্যাসে যে স্থান লাভ হয় কর্ম্মযোগেও সেই স্থান পাওয়া যায়, "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে" ইত্যাদিতে সন্ন্যাস যে নিকৃষ্ট তাহাত কোথাও বলিতেছ না। তবে কেন বলিতেছ তয়োস্ত কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে—কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ?

ভগবান্—জ্ঞান হউক বা না হউক ইহাতে লক্ষ্য না রাখিয়া "জ্ঞানমনপেক্ষ্য" যদি একজন কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লয় আর একজন কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করে তাহার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? না যে জন কর্ম্মযোগী সেই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ জ্ঞান অপেক্ষা না করিয়া কেবল কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের তুলনা করিলে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জ্ঞান অপেক্ষা করিয়া যে সন্ন্যাস তাহাই পরমার্থ যোগ। ইহা কর্ম্মযোগ হইতে অতি নিকটের বস্তু। কিন্তু পরমার্থ যোগরূপ যে সন্ন্যাস তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। জ্ঞাননিষ্ঠায় সামর্থ্য সকলের কোথায়? যাহার প্রিয় অপ্রিয়, ইষ্ট অনিষ্ট, রাগ দ্বেষে সমত্ববুদ্ধি আসিয়াছে—এককথায় যাহার চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তসাম্য হইয়াছে সেই না শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লইয়া থাকিতে পারে? নতুবা কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুধু দেহটিকে এক স্থানে বসাইয়া রাখিলে মন ত নানা চিন্তার জাবর

হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে। এরূপ অবস্থায় সন্ন্যাস না লইয়া কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে করিতে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মন যখন ঈশ্বর প্রীতি অনুভব করিতে থাকিবে—ভিতরে জপ মনে সেই পরমপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে এবং বাহিরেও সর্ব্বজনে সর্ব্ববস্তুতে আমার পরমপুরুষ আছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া "মাংনমস্কুরু" করিতে করিতে মনে মনে জবা তুলিয়া সেই সর্ব্বগত রমণীয় দর্শনকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি আসিয়া যাইবে—রাগ দ্বেষ, ইষ্ট অনিষ্ট, লাভ অলাভ সমান হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় ভিতরের পূজা ধ্যান কালে মন ভগবৎ রসে ডুবিয়া যাইতে থাকিবে তখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া গীতোক্ত আত্মসংস্থ যোগের সময়। এই জন্য বলিতেছি কর্ম্মযোগ না সাধিয়া কেবল সন্ন্যাস যে লয় তাহার সন্ন্যাস লওয়া কেবল ক্লেশেরই কারণ। অসিদ্ধকর্ম্মা অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস দুঃখেরই কারণ। এরূপ ব্যক্তি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, উভয়ই ভ্রষ্ট হয়। নিষ্কামকর্ম্ম করা নাই বলিয়া মনের মলিনতা যে রাগ ও দ্বেষ তাহা থাকিয়া যায়—রাগ দ্বেষ থাকায় মনের লয়বিক্ষেপ কাটেনা। লয়বিক্ষেপ না কাটিলে মন শান্ত হয়না। কাজেই এক্ষেত্রে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব। আবার সন্ন্যাস লইয়া কর্ম্মযোগীর মত কর্ম্মানুষ্ঠান করাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া পাপ। সন্ন্যাসী যদি মূর্খ হয়—শ্রবণ করিয়াও যদি আত্মভাবনা কেমন করিয়া করিতে হয় বুঝিতে না পারে তবে মূর্খ সন্ন্যাসীর ও কর্ম্মাধিকার নাই বলিয়া জ্ঞানের পথ বন্ধ। এই জন্য অশুদ্ধচিত্ত মূর্খ ব্যক্তির সন্ন্যাস গ্রহণে কর্ম্মও নষ্ট হয়, ব্রহ্মপথও রোধ হয়। তাই বলিতেছি কর্ম্মযোগ সাধিয়া যিনি সর্ব্বত্র ভগবান্ আছেন স্মরণ করিতে করিতে আত্মমননশীল হইয়াছেন, তিনি আপনা হইতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া শীঘ্রই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রুতি যে বলেন "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সন্ন্যাসই লও বা কর্ম্মযোগীই হও মুক্তির আর অন্য পথ নাই যতক্ষণ না জ্ঞান হয়। ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী কে তাহাও জানিয়া রাখ—

যস্ত্ সংযতষড়্ বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত স্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা ।
অবিপক্ককষায়োঽ স্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥

যাহার ষড়্ রিপু অসংযত এবং ইন্দ্রিয় গণের সারথি যে মন তাহাও প্রচণ্ড, যে ব্যক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য রহিত কেবল বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড এই ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ধারণ করে কেবল উপজীবিকা জন্য, সেই ধর্ম্মঘাতী ব্যক্তি সুর (দেবতা) দিগকে এবং অপনার আত্মাকে এবং আমাকেও (শ্রীভগবান্‌কে) বঞ্চনা করে। তাহার অকালধৃত সন্ন্যাসী বেশ তাহাকে ইহলোক ও পরলোক পরিভ্রষ্ট করে।

এই লক্ষণ দৃষ্টে গৈরিকবস্ত্র ধারণ ও ত্রিদণ্ড ধারণ যদি উপজীবিকার জন্য মাত্র হয়, তবে এরূপ সন্ন্যাসীর গতি কি তাহা লোকে বুঝিয়া উহা হইতে বিরত হউক ইহাই আমার অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

ব ব
যোগযুক্তঃ যোগে নিষ্কামে কর্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ অতএব বিশু-
ম
দ্ধাত্মা বিশুদ্ধো রজস্তমোভ্যামকলুষিত আত্মান্তঃকরণরূপঃ সত্ত্বং যস্য সঃ,
শ্রী শ ম ম
অতএব বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ স্ববশীকৃতদেহঃ ততো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ম ম
স্ববশীকৃতসর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়ঃ এতেন মনূক্তস্ত্রিদণ্ডী কথিতঃ, "বাগ্‌দণ্ডোঽথ-
মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি ক-
ব ব শ
থ্যতে।" অতএব সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মাদি-
ব নী নী নী ব
স্তম্বপর্য্যন্তানাং জীবানাং আত্মভূতঃ উপাদানত্বেন স্বরূপভূতঃ প্রেমা-
ব শ শ শ ম
স্পদতাং গতঃ আত্মা প্রত্যক্ চেতনো যস্য স সম্যগ্‌দর্শীত্যর্থঃ এতাদৃশঃ
শ্রী শ্রী
পরমার্থদর্শী কুর্ব্বন্নপি লোক সংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি
শ শ
ন লিপ্যতে ন কর্ম্মভির্ব্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৭॥

যিনি যোগযুক্ত [এজন্য] শুদ্ধচিত্ত, [এজন্য] স্ববশীকৃতদেহ [এবং] স্ববশীকৃত ইন্দ্রিয় [এবং] সর্ব্বভূতের স্বরূপ ভূত আত্মাই যাঁহার আত্মা তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্ত ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—কর্ম্ম দ্বারা জীবের বন্ধন হয় অথচ তুমি বলিতেছ কর্ম্মযোগী কর্ম্ম দ্বারা মুনি হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন ইহাই তাৎপর্য্য কি?

ভগবান্—ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মে বন্ধন হয় সত্য কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্মের লক্ষ্য কর্ম্মের দিকে থাকেনা। থাকে আমার প্রীতিতে। এজন্য মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকাররূপ অন্তঃকরণ রজস্তমোগুণ বর্জ্জিত হয়, বিষয়ে রাগ দ্বেষ থাকেনা ইহার নাম চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির

পরে আত্মসংস্থ যোগ। গীতোক্ত যোগের প্রথম অবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্তনিরোধ যোগ। এইরূপ যোগ যুক্ত ব্যক্তি মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড যুক্ত হইয়া দণ্ডীহয়েন। তখন সর্ব্বজীব কে, জড় অজড় যাবতীয় পদার্থের আত্মাকে, আপন আত্মারূপে দর্শন করেন। কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় কোন কর্ম্মের সংস্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা। কাজেই কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ঘটেনা ‖ ৭ ‖

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ‖ ৮ ‖
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্লন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ‖ ৯ ‖

ম ম শ শ ম
যুক্তঃ আদৌ নিষ্কাম কর্ম্মযোগেন সমাহিতঃ সন্ পশ্চাৎ অন্তঃকরণ-
ম শ শ
শুদ্ধিদ্বারেণ তত্ত্ববিৎ আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি আত্মতত্ত্ববিৎ
শ ম হ হ
পরমার্থদর্শী ভূত্বা পশ্যন্ রূপমালোচয়ন্ শৃন্বন্ শব্দং শৃন্বন্ জিঘ্রন্
হ হ হ
গন্ধানুপাদদানঃ অশ্নন্ ওদনান্ ভুঞ্জানঃ গচ্ছন্ পদ্ভ্যাং বিহরন্ স্বপন্
হ হ হ হ হ
শয়ানঃ শ্বসন্ শ্বাসং বিসৃজন্ প্রলপন্ প্রভাষমানঃ বিসৃজন্ মূত্র পুরীষে
হ হ হ
বিসৃজন্ গৃহ্লন্ হস্তেনোপাদদানঃ উন্মীষন্ উন্মীলয়ন্ নিমিষন্ নিমীলয়ন্
রা
অপি ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি রাগাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি
রা ব° ম ম ম
প্রাণাশ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষু রূপাদিষু স্বস্ব বিষয়েষু বর্ত্তন্তে প্রবর্ত্তন্তে নত্বহং
ম ম
ইতি ধারয়ন্ অবধারয়ন্ কিঞ্চিৎ এব ন করোমি ইতি মন্যেত মন্যতে।

শ যস্ত্বেবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব পশ্যতঃ শ সম্যগ্‌দর্শিনস্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ শ নহি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে। শ ম অত্র দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণাশ- ম নানি চক্ষুঃ ম শ্রোত্রত্বগ্‌ঘ্রাণরসনানাং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ ম পশ্যন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ ইত্যুক্তাঃ; গতিঃ পাদয়োঃ, প্রলাপোবাচঃ, ম বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োরিতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নিত্যুক্তাঃ; ম শ্বসন্নিতি প্রাণাদি পঞ্চকস্য চ ম ব্যাপারোপলক্ষণম্ উন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগ কূর্ম্মাদি পঞ্চকস্য চ, ম স্বপন্নিত্যন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য, অর্থক্রমবশাৎ পাঠক্রমং ভঙ্‌ক্ত্বা ম ব্যাখ্যাতোঽয়ং শ্লোকঃ। যস্মাৎ সর্ব্বব্যাপারেষ্বপ্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বমেব ম পশ্যতি, অতঃ “কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে” ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৮।৯ ॥

যোগী ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিনা, এ সমস্ত ব্যাপারে ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয় মাত্র ॥ ৮।৯ ॥

অর্জ্জুন—চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে তথাপি আমি কিছুই করিতেছিনা ইহা কিরূপে হইবে ?

ভগবান্—কেন হইবে না। অগ্রে তাহাই বল দেখি ?

অর্জ্জুন—আমি মনোযোগ করি বলিয়াই না চক্ষু রূপদর্শন করে, চক্ষুত নিজে জড়। পুত্তলিকার চক্ষু আছে, মৃতমানুষের ও চক্ষু থাকে ইহারা ত দেখিতে পায়না। সেইজন্য বলিতেছি আমি যদি মনোযোগ না করি তবে দর্শন শ্রবণাদি কার্য কিরূপে হইবে ? তবেইত হইল আমার মনোযোগ করা চাই। তবে কিরূপে বল ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে আমি কিছুই করিতেছি না ?

ভগবান্—আমি মনোযোগ করি এই যে বলিতেছি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আত্মা সর্ব্ব বস্তুতে মিশিয়া আছেন তথাপি কর্ম্ম হয়না। পাহাড় পর্ব্বতে কি আত্মা নাই তথাপি ত কর্ম্ম হয়না। কর্ম্ম হয় তখন যখন আত্মা অন্য কিছুতে অহং অভিধান করেন। আর যখন আপনাতে আপনি থাকেন, যখন অন্য কিছুতেই অভিমান করেন না তখন তিনি মুক্ত ; ইহাকেই বলে তত্ত্ববিৎ। তখন অন্য কিছুতে মনোযোগ হয়না বলিয়া চক্ষুরাদি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম হয়না।

অর্জ্জুন—তুমি কি বলিতেছ নিষ্কাম লৌকিক কর্ম্ম ও নিষ্কামবৈদিক কর্ম্ম দ্বারা যিনি আত্মসংস্থ যোগী হইতে পারিয়াছেন তিনি তত্ত্ববিৎ হইয়া যখন সম্যক্ দর্শন করিতে পারেন তিনিই উহা পারেন ? কিরূপে ইহা হয় বল ?

ভগবান্—ব্রহ্ম বস্তুতে যখন মনোযোগ হয় তখনই না সম্যক্ দর্শন হয়। কর্ম্মযোগী ধারণা ধ্যান দ্বারা যখন আত্ম বস্তুতে সমাধি লাভ করেন তখনই আত্মা তাহার নিকট প্রকাশ হয়েন। কর্ম্মযোগীর আত্মসংস্থ যোগ অভ্যাস দ্বারা ইহা হয়। ইহার পূর্ব্বে কর্ম্মকালে, আত্মাই সমস্ত, বিশ্বাস রাখিয়া আত্মা যে বস্তুতে অহং অভিমান করেন তাহা দ্বারাই কর্ম্ম হয় ইহা ধারণা করা চাই। আত্মা সকল বস্তুতে মিশিয়া থাকিলেও অহং অভিমান না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম হয় না।

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি সর্ব্বদা আছে, তথাপি শুধু সত্তামাত্রে অগ্নি দাহ করেনা। আত্মার সংযোগ দেহের সহিত সর্ব্বদা থাকিলেও আত্মা দেহকে পরিচালিত করেন না। দেহে অহম্ভাব যুক্ত হইলে তবে দেহের চলন হয়। কর্ম্মযোগী বিশ্বাস রাখেন যে আত্মা সর্ব্বত্র আছেন এবং তাঁহার অহম্ভাব ব্যবহার জন্য কর্ম্ম হয়। অতএব তিনিই কর্ত্তা আমিকে ? আর একথাও সত্য যে হস্তী কখনও তৃণ ক্ষেত্রে লুক্কায়িত হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মা কোথাও লুক্কায়িত নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অপ্রকাশ থাকেন ইহা যে বলা হইতেছে ইহার কারণ এই যে হস্তীকেই স্তম্ভ, কুলা, মার্জ্জনী, শুণ্ডাদি, এক কথায় নামরূপ বিশিষ্ট প্রকৃতি বা প্রকৃতি অংশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, রজ্জুকেই সর্প বলিয়া বোধকরা হইয়াছে, তাঁহার প্রকৃতি কর্ম্ম করেন লোকে অজ্ঞানে বলে আমি করি। প্রকৃতিতে অহং অভিমান করাজন্য যে মোহ বা অজ্ঞান তদ্দারাই কর্ম্ম হয়। কিন্তু সম্যক্ দর্শনে যখন অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন সর্ব্বত্র আত্মাই প্রকাশিত হয়েন্। আর সেই অবস্থায় চক্ষু কর্ণাদি যে আমার চক্ষু, আমার কর্ণ, আমার হস্ত, এই বোধও থাকেনা। কাজেই কর্ম্ম হয় বটে কিন্তু ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম করিয়াও করেনা সেইরূপ হয়। ব্রহ্মভাবোন্মত্ত ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিলেও নিজে ব্রহ্মভাবেই মত্ত থাকেন্। কবি যেমন সুন্দর

লিখিয়াও বুঝিতে পারেননা তিনি কখন লিখিলেন সেইরূপ তত্ত্ববিৎ জানেন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কর্ম্ম করিলেও তিনি কিছুই করেননা।

আরও সহজ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। কর্ম্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিতরে বাহিরে এক আত্মাই আছেন ইহা সর্ব্বদা স্মরণ হইতে থাকে। ক্রমে যোগারূঢ় ব্যক্তি যখন আত্মসংস্থ হয়েন তিনি তখন নিজের ধ্যেয় আত্মাকেই সীমাশূন্য ভাবে দর্শন করেন। কর্ম্মযোগী প্রথম অবস্থাতে অহংকর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকরা অভ্যাস করেন। সর্ব্বত্র তুমি আছ—সমস্তই তুমি করিতেছ এই অবস্থা তিনি অভ্যাস করেন। তুমিই সমস্ত এই দেখিতে দেখিতে আমিটা হারাইয়া যায়। তোমার কর্ম্ম তুমি কর তথাপি লোকে বৃথা বলে আমি করি। এই অহং কর্ত্তা, এই অভিমান, যখন পূর্ণমাত্রায় ত্যাগ হয় তখন চক্ষু কর্ণাদি, হস্ত পদাদি, প্রাণাদি এবং মন বুদ্ধি আদি কর্ম্ম করিলেও ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মকরে আত্মা কিছুই করেননা এই বোধ হয়। ৮।৯।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

শ ম শ ম
যঃ পুনরতত্ত্ববিৎ ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য সমর্প্য সঙ্গং
ম ব ম ম
ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা ঈশ্বরার্থং ভৃত্যইব স্বাম্যর্থং
ম ম
স্বফলনিরপেক্ষতয়া করোমীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদি-
ম শ রা
কানি চ করোতি সঃ অম্ভসা উদকেন পদ্মপত্রং ইব, যথা পদ্মপত্রমম্ভসা
রা ম
সংস্পৃষ্টমপি ন লিপ্যতে, তথা পাপেন পাপ পুণ্যাত্মকেন কর্ম্মেণ
শ ম
ন লিপ্যতে ন সম্বধ্যতে, যথা পদ্মপত্রমুপরি প্রক্ষিপ্তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে
ম
তদ্বদ্ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধিফলমেব স্যাৎ।
নী
অয়ম্ভাবঃ—যতো বিদ্বান্ অসঙ্গত্বাৎ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তস্মাদবিদ্বানপি
নী
সর্ব্বান্তর্যামিণি কর্ম্মাণি আধায় অয়মেব কারয়িতা নত্বহং কর্ত্তেতি

নী
সমর্প্য যঃ কর্ম্মাণি করোতি সঃ পাপেন ন লিপ্যতেঽম্ভসা পদ্ম-
ম
পত্রমিব ॥ ১০ ॥

পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনি [জলের উপরে থাকিয়াও] পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত হয় না সেইরূপ কর্ম্মে লিপ্ত হননা ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি কর্ম্ম করিয়াও না হয় বলিতে পারেন "নৈবকিঞ্চিৎ করোমি" কিন্তু অতত্ত্ববিৎ ব্যক্তির ত কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে ? তাহার সন্ন্যাস পূর্ব্বিকা জ্ঞান নিষ্ঠা হয় কিরূপে ?

ভগবান্—ভৃত্য যেভাবে প্রভুর কর্ম্মকরে, সেই ভাবে কর্ম্মফলের কোন কামনা না করিয়া, আমি কর্ত্তা নহি এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া, যিনি কর্ম্ম করেন তিনি, কর্ম্মে বদ্ধ হয়েননা। পদ্মপত্র জলের উপরে উপরে ভাসে কিন্তু জলে লিপ্ত হয়না সেইরূপ অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করিলে পুণ্য পাপাদিতে লিপ্ত হইতে হয়না।

অর্জ্জুন—"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ব্রহ্মে কর্ম্ম নিক্ষেপ করা কি ? আর একবার বল।

ভগবান্—কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে। কিন্তু সেই অগ্নিদ্বারা সর্ব্বদা দাহকরা রূপ কর্ম্ম হয়না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যখন কাষ্ঠে ব্যাপ্ত হয় তখন দাহন কর্ম্ম হয়।

ব্রহ্ম আপন প্রকৃতি বা মায়াতে সর্ব্বদাই মিশিয়া আছেন। শুধু মিশিয়া থাকিলেই কর্ম্ম হয়না। যখন অহং অভিমান করেন, যখন প্রকৃতিতে অহং বোধ করেন, আর যদি করেন তবে কর্ম্ম হয়। তবেই অহং অভিমান বা অহংকর্ত্তা এই অভিমান যখন তুমি ত্যাগ করিতে পারিলে তখন প্রকৃতি ব্রহ্মে নিক্ষিপ্ত হইল অথচ কোন কর্ম্ম হইলনা। বদ্ধ জীবের কথা গ্রহণ কর। সমুদ্রের তরঙ্গের মত মনে চিন্তা তরঙ্গ উঠিতেছে। অহংকর্ত্তা এই অভিমান পূর্ব্ব হইতে করা আছে বলিয়া সঙ্কল্প বিকল্পরূপ কর্ম্ম উঠিতেছে। পুণ্য কর্ম্ম বা পাপ কর্ম্ম ফলদান সময়ে উঠিতেছে, ফলদান শেষ হইলেই লয় হইয়া যাইতেছে—তুমি শান্ত হইয়া ইহা বহুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্য কর, ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির থাক, যাহা হয় হউক—জপ পূজাদি ভাল হইয়াছে না বলিয়া দুঃখ করিওনা, ভাল হইতেছে বলিয়াও হর্ষিত হইওনা—কোন ফলাকাঙ্ক্ষা করিওনা কতক্ষণ পরে সমস্ত শান্ত হইয়া যাইবে ; অর্থাৎ আমি সুখ পাইতেছি বা দুঃখ পাইতেছি এই ভাবে যখন না থাকিবে তখন তোমার অহংটা সঙ্কল্প বিকল্প ছাড়িয়া আত্মাতে লয় হইবে। এইজন্য আত্মাতে প্রকৃতি মিশিয়া গেলেই অহং অভিমান নাই বলিয়া তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মে নিক্ষিপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

শ নী নী
যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ সঙ্গং অহং করোমীত্যভিনিবেশং ত্যক্ত্বা
নী ব ব
আত্মশুদ্ধয়ে চিত্তশুদ্ধ্যর্থম্ অনাদি দেহাত্মাভিমান নিবৃত্তয়ে কেবলৈঃ
শ শ
মমত্ববর্জ্জিতৈঃ ঈশ্বরায় করোমি ন কর্ম্মফলায়েতিমমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ
শ শ্রী শ্রী
ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি কায়েন দেহেন স্নানাদি মনসা ধ্যানাদি বুদ্ধ্যা তত্ত্ব
শ্রী শ
নিশ্চয়াদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। কায়াদীনাং সর্ব্বেষাং বিশেষণং কেবলৈ
ম
রিতি ॥ ১১ ॥

[কর্ম্ম] যোগিগণ ফল কামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য কেবল শরীর মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

অর্জ্জুন—যোগিগণ কি অভিপ্রায়ে কর্ম্ম করেন?

ভগবান্—চিত্তশুদ্ধিই কর্ম্মের একমাত্র প্রয়োজন। বিষয়ে রাগ দ্বেষ না জন্মিলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বুঝাযায়। রাগ দ্বেষ দূর হইলেই শরীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় যাহা দ্বারাই কর্ম্মসম্পন্ন হউক না কেন কিছুতেই (অহংকর্ত্তা) এই অভিমান থাকেনা। ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য থাকিলে কর্ম্মের ফলাফলে লক্ষ্য থাকিতে পারেনা। ইহারই নাম আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি। কর্ম্ম যাহা উঠে উঠুক কিন্তু আমি সুখী আমি দুঃখী এই ফলাকাঙ্ক্ষা যখন না থাকে—তুমি তোমার প্রকৃতি লইয়া খেলা করিতেছ—তোমার প্রকৃতি কর্ম্ম করিতেছ, তোমার কর্ম্ম তুমি কর—আমি কোথাও নাই এই বোধ হইয়া গেলেই চিত্তশুদ্ধি হইল ॥১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

শ শ ম
যুক্তঃ ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি ন মম ফলায়েত্যেবমভিপ্রায়—

ম শ নী
বান্ এবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মণাং ফলং ঈশ্বরে
নী ম ম
সমর্প্য নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাং সত্ত্বশুদ্ধি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক-
শ শ ম নী
জ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠ'ক্রমেণজাতাং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি
নী রা রা
ক্রমপ্রাপ্তব্রহ্মনিষ্ঠাফলভূতাং শান্তিং স্থিরাত্মানুভবরূপাং নির্বৃতিং
শ ব ব রা
মোক্ষাখ্যং আপ্নোতি অযুক্তঃ আত্মানর্পিতমনাঃ আত্মব্যতিরিক্ত-
রা শ্রী শ
ফলেষু চপলঃ বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ করণংকারঃ কামস্তকারঃ কামকার-
শ নী ম ম
স্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিতয়েত্যর্থঃ স্বৈর বৃত্ত্যা কামতঃ প্রবৃত্ত্যা
শ শ শ্রী নী
ফলে মম লাভায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তঃ আসক্তঃ সন্
ম ম শ
নিবধ্যতে নিতরাং সংসারবন্ধং প্রাপ্নোতি অতস্ত্বং যুক্তোভব
শ
ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কর্ম্মযোগিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না স্থিরা শন্তি প্রাপ্ত হয়েন। সকাম কর্ম্মী বহির্ম্মুখ ব্যক্তি কামনা বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

অর্জ্জুন—যোগী নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কিপ্রাপ্ত হন ?

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মী নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন।

অর্জ্জুন—নৈষ্ঠিকী শান্তি কি ?

ভগবান্—ক্রমঅনুসারে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস জনিত যে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তজ্জনিত যে শান্তিলাভ হয় তাহাই নৈষ্ঠিকী বা স্থিরা শান্তি। ইহা হইতে কখন স্খলন হয়না। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে নিরন্তর ঈশ্বর প্রীতিতে লক্ষ্য থাকে তখন চিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরের জন্য কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে

বলিয়া আর রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হয়না। চিত্ত রাগ দ্বেষ শূন্য হইলেই শুদ্ধ হয়। ইহাই সত্ত্ব শুদ্ধি। অর্থাৎ আলস্য, অনিচ্ছা, বা কোনরূপ উন্মত্ত কর্ম্ম না করিয়া চিত্ত সত্ত্বগুণ লাভ করে। সত্ত্ব শুদ্ধির সহিত কোন্ বস্তু নিত্য কোন্ বস্তু অনিত্য এই জ্ঞানলাভ হয়। নিত্য বস্তু জানিলেই সর্ব্বকর্ম্মের ন্যাস আপনা হইতে হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা আত্ম বিচাররূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় শান্তিলাভ হয়। এই শান্তি কিছুতেই বিচলিত হয়না। যুক্ত ব্যক্তির লাভ স্থিরশান্তি। কিন্তু অযুক্ত ব্যক্তি কামপ্রেরিত হইয়া বহু ব্যভিচার করে এজন্য ক্রমেই সংসারে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়।

"ভোগ বাসনয়া জাতিবন্ধো দার্ঢামবস্তুজঃ ॥ ৪
বাসনা ত্যানবং রাম মোক্ষ ইত্যুচ্যতেবুধৈঃ ॥ ৫
ভুবি ভোগা ন রোচন্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে" ॥ যোঃ মুঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

বশী [ম] স্ববশীকৃতকার্য্যকারণসংঘাতঃ [শ] জিতেন্দ্রিয়ঃ [শ্রী] জিতচিত্তঃ দেহী [ম] দেহ ভিন্নাত্মদর্শী [ম] অজ্ঞোহি দেহতাদাত্ম্যাভিমানাৎ দেহ এব নতু দেহী। [ম] দেহী প্রবাসীব পরগেহে অহঙ্কার মমকার শূন্যঃ তিষ্ঠতি ইতি [ম] ভাবঃ। [শ] সর্ব্বকর্ম্মাণি নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চেতি সর্ব্বাণি [শ] কর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি [শ্রী] মনসা [শ] বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদৌ অকর্ম্ম [শ] সন্দর্শনেন সন্ন্যস্য [শ] পরিত্যজ্য নবদ্বারে পুরে [ম] দ্বে [শ্রী] শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে নাসিকে মুখঞ্চেতি [শ্রী] সপ্তশিরোগতানি অধোগতে দ্বে পাযূপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি [শ্রী] যস্মিন্ পূরে পূরবৎ অহম্ভাব বর্জ্জিতেদেহে [ব] নৈব কুর্ব্বন্ [শ] স্বয়ং মমকারাভাবাৎ [শ্রী] ন কারয়ন্ [শ] ন চ কার্য্য কারণাণি ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্ [শ] সুখং [ম] অনায়াসেন [ম] আয়াসহেতুকায়বাঙ্মনোব্যাপারশূন্যত্বাৎ [নী] নির্ব্বিকল্পক

ম ম শ
সম্বিৎ রূপেণ আস্তে প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ তিষ্ঠতি। ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়-
শ
চেষ্টো যতিঃ নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্ব-
শ
প্রয়োজন ইতি সুখমাস্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

[জিতচিত্ত আত্মদর্শী] দেহী মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে সুখে বাস করেন। তিনি স্বয়ং কোন কিছু করেন না এবং অন্যকেও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করান্ না ॥ ১৩ ॥

অর্জ্জুন—সর্ব্বত্র ভগবান্ আছেন, তিনি তাঁহার মায়া দ্বারা কর্ম্ম করাইতেছেন, সন্ন্যাসী বিচার দ্বারা ইহা অনুভব করিলে অহংকর্ত্তা এই অভিমান আর তাঁহার থাকিবে না, আর কর্ম্মযোগী বিশ্বাস দ্বারা প্রতিকর্ম্মে ইহার স্মরণ করিতে করিতেও কর্ম্মত্যাগ করিবেন ইহাইত মনের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ।

ভগবান্—হাঁ তাহাই। আর কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও বল?

অর্জ্জুন—বুঝিলাম "অশুদ্ধচিত্তস্য কেবলাৎ সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি পূর্ব্বোক্তং" অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহা যে পূর্ব্বে বলিয়াছ ইহা ঠিক। কিন্তু শুদ্ধ ব্যক্তির জন্য যে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ এখানে তাহাই বলিতেছ। এখন বল সন্ন্যাসী কিরূপ ভাবে কালযাপন করেন?

ভগবান্—যিনি চিত্তত্যাগ করিয়াছেন—চিত্ত ব্যাপারে যিনি আমি চিত্ত বা আমার চিত্ত এই অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস হইয়াছে। সন্ন্যাসীর অহংকর্ত্তা এই অভিমান নাই বলিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম নাই। কামনা পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম তাঁহার হয় না। চিত্ত দেহকে কর্ম্ম করাইলেও উহাতে তাঁহার অহংকর্ত্তা অভিমান নাই বলিয়া তিনি কিছুই করেন না। এজন্য কোন আয়াস নাই, ইন্দ্রিয়গণ কোন কর্ম্ম করিতে পারুক বা না পারুক তাঁহাতে তাঁহার কোন দুঃখ নাই কারণ সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার বশীভূত। বশীভূত ভৃত্য কর্ম্ম করিতে না পারিলেও প্রভু তাহাকে ক্ষমাই করেন। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র, একমুখ, এই ঊর্দ্ধ সপ্তদ্বার এবং পায়ু ও উপস্থ এই দুই নিম্নদ্বার, এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহ তাঁহার নিকটে বাসাবাড়ী। সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় পরগৃহে বাস করেন। অজ্ঞব্যক্তি অহম্ভাব যুক্ত বলিয়া দেহকেই আত্মা বোধ করে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দেহী দেহকে পান্থশালা বলিয়া অনুভব করেন। এই ময়লার দেহ, বিকার প্রাপ্ত হইলে, রোগে শোকে জরায় জীর্ণ হইলে, অথবা পতন হইলে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হয়েন না। দেহানুষ্ঠিত কোন কর্ম্মই তিনি করেন না। অথবা তাঁহার বাসনাক্রমে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয়না।

সন্ন্যাসীই জানেন—"গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তইতি" ৩-২৮। "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ" ইত্যাদি। তিনি কায় বাক্য মন ইত্যাদির সর্ব্বব্যাপার শূন্য বলিয়া কিছু মাত্র আয়াস অনুভব করেন না। নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী নবদ্বার বিশিষ্ট গৃহে সুখে বাস করেন।

অর্জ্জুন—আত্মা কিছুই করেনা বুঝিলাম কিন্তু কিছুই করান না কিরূপে? এই যে দেহ চলিতেছে বলিতেছে দেখিতেছে শুনিতেছে ইহা করায় কে? এবং দেহের যে গতি হয় তাহাতে কি আত্মার গতি হইতেছেনা?

ভগবান্—মনে করা হউক আকাশে চাঁদ স্থির আছে কিন্তু চাঁদের উপরে মেঘ গুলি বায়ু ভরে ছুটিতেছে। মেঘ ছুটিতেছে দেখিয়া স্থির চন্দ্রের যেমন গতি দেখা যায়, সেইরূপ প্রকৃতির বা দেহের গতি হইতেছে দেখিয়া দেহ ঢাকা আত্মার গতি হইতেছে মনে হয়। আত্মা কিছুই করেন না ও করান না।

অর্জ্জুন—"নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" আর একবার বল।

ভগবান্—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা" ইত্যাদিতে তোমার মনে হইতে পারে আমিও ত কর্ম্ম করি। কর্ম্ম করিয়াও যখন কর্ম্মে আসক্তি না থাকে, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকে তখন কর্ম্মই তাহা নহে—তাহাতে কোন বন্ধন নাই। স্থূল কথা ইহা, কিন্তু মূলে আমি এক ভাবেই আছি—আমি পূর্ণ, চলিব কোথায় বল? মায়াতে খণ্ড মত হই বলিয়া কর্ম্ম হয়। আর "নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাসৌ" "কর্ত্তা সন্নিধি মাত্রতঃ"। ইচ্ছা নাই বলিয়া অকর্ত্তা আবার সন্নিধি বশতঃ কর্ম্ম চলে বলিয়া কর্ত্তা। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া কর্ত্তা ভোক্তা নহেন আবার ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কর্ত্তা ভোক্তাও বটে। দীপের ইচ্ছা নাই যে বস্তু প্রকাশ করি কিন্তু সন্নিধি বশতঃ বস্তু স্বতই প্রকাশিত হয়। বর্ষাকালে মেঘের সন্নিধি বশতঃ কূটজ কুসুমের উদ্যান যেমন হয় সেইরূপ দেহীর সন্নিধি বশতঃ দেহ কর্ম্ম করে। সূর্য্যদেব ইচ্ছা করিয়া লোককে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করান না তিনি উদিত হইলে লোকে ব্যবহার পরায়ণ হয়। দিবাকর প্রাণিগণের দিবাকৃত্য নির্ব্বাহ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় সত্য, বাস্তবিক তিনি নিষ্ক্রিয়, আত্মাও সেইরূপ কর্ত্তারূপে ভাসমান হইলেও নিষ্ক্রিয়। এবং কর্ত্তাপ্যকর্ত্তৈব করোত্যাত্মা ন কিঞ্চন তিষ্টত্যেব মুদাসীন আলোকং প্রতি দীপবৎ" আমি মায়াতে খণ্ডমত হই সেই জন্য মায়ার কর্ম্ম হয় এবং কর্ম্ম আমাতে আরোপিত হয়। করে মায়া।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতিপ্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

ব ব শ নী
প্রভুঃ দেহেন্দ্রিয়াণাংস্বামী আত্মা লোকস্য লোক্যতে প্রকাশ্যত-
রা রা ব
ইতি লোকো জড়বর্গঃ প্রকৃতি সংসর্গেন বর্ত্তমানস্য জনস্য কর্ত্তৃত্বং

শ শ নী
স্বতঃ কুর্ব্বিতি ন সৃজতি ন উৎপাদয়তি, আত্মা সূর্য্য ইবাস্মদাদীনাং
নী ম
প্রকাশকোঽপি ন কর্ম্মাদৌ প্রবর্ত্তকঃ ত্বং কুর্ব্বিতি নিয়োগেন তস্য
ম শ শ
কারয়িতা ন ভবতীত্যর্থঃ কর্ম্মাণি ঈপ্সিততমানি রথঘটপ্রাসাদাদীনি
শ ব ব ব
ন সৃজতি স্বয়ং কর্ত্তাঽপি ন ভবতি, কর্ম্মফল সংযোগং ন কর্ম্মফলেন
ব নী নী শ
সুখেন দুঃখেন চ সংযোগং সম্বন্ধং বা ন সৃজতি। যদি কিঞ্চিদপি স্বতো
শ শ
ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী, কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততে? তু
নী শ শ
কিন্তু স্বভাবঃ স্বোভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যা লক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ত্ততে।
নী
যথা সূর্য্যোঽভ্যুদিতে কমলানাং বিকসনং কুমুদানামুন্মুদ্রনঞ্চেতি তদ্বৎ
নী
এবামত্মনি প্রকাশমানে ঘটাদয়ো ন চেষ্টন্তে মনুষ্যাদয়স্তু চেষ্টন্তে
নী
ন হ্যাত্মা কস্যচিৎ প্রবর্ত্তকো নিবর্ত্তকো বা লৌহায়স্কান্তয়োরিব সত্যা-
নী ম
নৃতয়োরাত্মানাত্মনোঃ সম্বন্ধাভাবাদিতিভাবঃ “সমান সন্ উভৌ লোকৌ
ম
অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স্মৃধীঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ অত্রাপি
ম ম
শরীরস্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে” ইত্যুক্তেঃ যদি কিঞ্চি-
ম
দপি স্বতো ন কারয়তি ন করোতি চাত্মা কস্তর্হি কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ
ম
প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ স্বভাবস্তু অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া প্রকৃতিঃ
ম
প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

প্রভু, [আত্মা ঈশ্বর] লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মফলও সৃজন করেন নাই, এবং [সুখ দুঃখ রূপ] কর্ম্মফল সম্বন্ধও রচনা করেন নাই। কিন্তু স্বভাবই [অবিদ্যাই] কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন—সংক্ষেপে প্রকৃতি পুরুষ ও অহংকর্ত্তা ইহাদের সম্বন্ধটা একবার বল পরে আমি জীব সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সংযোগ বুঝিব।

ভগবান্—কর্ম্ম করে প্রকৃতি। প্রকৃতিও জড়। পুরুষ নিকটে থাকেন বলিয়া কর্ম্ম হয়। প্রকৃতির কর্ম্ম হইলে চিজ্জড়ের একটা মিলন হয়। সেই মিলনে অহংকর্ত্তা এই অভিমানের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী রাজার শক্তি নিজের উপর আরোপ করিয়া বলে রাজা হুকুম দিতেছেন। রাজা হুকুম দেন নাই। মন্ত্রী রাজার কাছে থাকায় শক্তি জন্মে। নিজে কাজ করিয়া বলে রাজা করিতেছেন। জড়, চেতনের কাছে থাকে বলিয়া চলে আর বলা হইয়া যায় চেতন চলিতেছেন। প্রকৃতি অন্ধমত, চেতন পঙ্গুমত। কাছাকাছি হইলেই পঙ্গু অন্ধের ঘাড়ে চড়েন। অন্ধ চলে পঙ্গু বলেন আমি চলি। অহং অভিমানটাই সমস্ত।

অর্জ্জুন—এই সঙ্গে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। পরম পুরুষ জীব হৃদয়ে আছেন কিন্তু তিনি নিজে কিছুই করেন না, কিছু করানও না। স্বভাবই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তুমি ইহা বলিতেছ। আমি জিজ্ঞাসা করি সকলের হৃদয়েই, হৃদয়ের রাজা তিনি আছেন তথাপি কোন লোক পাপ করে, কোন লোক বা পুণ্য করে। তিনি সর্ব্বস্থানে একরূপে থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বভাবের কার্য্য হয় কেন? তিনি আছেন তবুও কোন স্বভাব পবিত্র কর্ম্ম করিতেছে, কোন স্বভাব অপবিত্র কর্ম্ম করিতেছে ইহা কিরূপে হয়?

ভগবান্—মেঘ সমভাবে সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করিলেও বীজ বিভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ উৎপন্ন হইবেই। তিনি এক কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বভাব বা প্রকৃতি ভিন্ন। সত্ত্ব রজ তম গুণের বৈষম্যেই সৃষ্টি। সৃষ্টিবৈচিত্র—গুণের তারতম্য অনুসারে। স্বভাব বা প্রকৃতি সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতে চায় সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে চায়। ইহাই প্রকৃতির স্বভাব। প্রকৃতি এক ক্ষণকালও বিনা পরিবর্ত্তনে থাকিতে পারেনা। প্রকৃতি বিষয়ের দিকে সর্ব্বদাই ছুটিবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে কি সাধু কি অসাধু সকল লোকেরই স্বভাব বিষয় পথে ছুটিবে। কিন্তু স্বভাবের এই প্রকার গতির সঙ্গে আমার একটি নিয়মও জীবকে পালন করিতে হইবে। আমার আজ্ঞা এই ইন্দ্রিয় বিষয়ে যুক্ত হইলেই রাগ দ্বেষ হইবে কিন্তু জীব তুমি রাগদ্বেষের বশে যাইওনা। "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" তোমার স্বভাব সর্ব্বদা নানা কামনা তুলিবেই তুমি কিন্তু আমার আজ্ঞামত চলিতে প্রাণপণ কর "জহিশত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং"। একদিকে প্রকৃতি ছুটিতেছে অন্যদিকে আমার আজ্ঞায় আমি সংযমী হইতে বলিতেছি। জীবের স্বাধীনতা আমি দিয়াছি। জীব ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারে এবং পুণ্যও করিতে পারে। এ শক্তি আমি তাহাকে দিয়াছি। এই শক্তির অপব্যবহার না করিয়া যদি সে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে তবে সে প্রকৃতি জয় করিতে পারে। আমি আছি তথাপি ভিন্ন-স্বভাবের কর্ম্ম এইরূপে হয়।

অর্জ্জন—বড় প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ইহা। বহুলোকে বলে ঈশ্বর করান তাই করি। জীবের এই সন্দেহ থাকাতে জীব পাপ করিয়া ঈশ্বরের উপরে দোষ দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে চায়। এইজন্য এই সম্বন্ধে আমি ভাল করিয়া প্রশ্ন করি তুমি আবার বুঝাইয়া দাও। প্রশ্ন এই :—দেহাদি জড় এজন্য কর্ত্তা নহে দেহী নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী তিনি নিজেও কিছু করেন না, কাহাকেও কিছু করান্ না তবে জীবের নিয়ন্তা কে? পাপ পুণ্যের বিধাতা কে? ফল দাতাই বা কে? কর্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল সংযোগ এই সমস্ত হইতেছে কিরূপে?

ভগবান্—আকাশে সূর্য্য উঠিলেই লোকের স্বভাব তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সূর্য্য কাহাকেও ডাকিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করেন না। সূর্য্য উদয় হইলেই কমলিনী বিকসিতা হয় কুমুদিনী মুদিতা হয়। আত্মা প্রকাশমান থাকিলে জীবের স্বভাবই কার্য্য করে। অনাদিকাল প্রবৃত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম জনিত আকার ও কর্ম্ম প্রকৃতিরূপা বাসনাদ্বারা কৃত। এই বাসনাই প্রকৃতি বা স্বভাব। স্বভাবই সমস্তের প্রবর্ত্তক। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে—সকলেই আপন স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে—নতুবা আত্মা কাহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান না। কর্ম্মফলের সহিত সুখ দুঃখের সম্বন্ধও সৃজন করেন নাই। চৈতন্যের সহিত কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। "পরমাত্মা স্বভাব শূন্য। ত্বগাদি ইন্দ্রিয় স্পর্শাদি বিষয় অনুভব করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ সমস্ত গুণের অতিরিক্ত কিছুই অনধ্যাত্মবিৎ মনুষ্যেরা অনুভব করিতে পারেনা। যে ব্যক্তি রস হইতে রসনাকে, দুর্গন্ধ হইতে নাসিকাকে, শব্দ হইতে কর্ণদ্বয়কে, স্পর্শ হইতে ত্বক্‌কে ও রূপ হইতে চক্ষুকে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তিনিই আপন স্বভাবকে বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ষষ্ঠ বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন"। শব্দাদি পঞ্চগুণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের অনুগত, মন বুদ্ধির অনুগত, এবং বুদ্ধি স্বভাবের অনুগত" শান্তি ২০২। মনুষ্যের বাসনাই মনুষ্যের স্বভাব। এই বাসনাই চিত্ত, ইহাই প্রকৃতি। "স্বভাব ঈশ্বরস্থ প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া" "অথবা জন্মান্তর কৃত সংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখ্যেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ"। জীবের বাসনাই যেমন স্বভাব সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্ত্ব রজ তম গুণান্বিতা প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। প্রকৃতিই স্বভাব। প্রকৃতিতে জড়িত চৈতন্যই কখনও ঈশ্বর কখনও জীব। "মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যিনি কর্ত্তা কর্ম্ম করণ দেশ কাল সুখ দুঃখ প্রবৃত্তি অনুরাগাদির কারণ তিনিই ঐ স্বভাব। স্বভাবই ব্যাপ্যাখ্য জীবও ব্যাপকাখ্য ঈশ্বর। মন্ত্র দ্বারা উহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সেই স্বভাব একাকীই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। সুতরাং তিনিই কারণ ও তদতিরিক্ত সমুদায়ই কার্য্য।" শা২০২। [প্রকৃতিতে যুক্ত হওয়ায় পরমাত্মার জীবও ঈশ্বর উপাধি। জীব প্রকৃতি ও ঈশ্বর প্রকৃতি—একটি মায়াধীন একটি মায়াধীশ। ইহাঁদিগকে স্বভাব বলায় দোষ হয় না।

অর্জ্জুন—ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে থাকিয়া আমাদিগকে কার্য্য করাইতেছেন কেহ কেহ বলেন?

ভগবান্—অষ্টাদশের ৬১ শ্লোকে আমিও বলিব "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" এখানে এই যে বলিতেছি জীবের স্বভাবই জীবকে কর্ম্ম

প্রবর্ত্ত করে, ইহার সহিত পরবর্ত্তী বাক্যের বিরোধ নাই। কারণ ঈশ্বরের প্রকৃতিকেই ঈশ্বরের স্বভাব বলা হইয়াছে। ঈশ্বর কর্ম্ম করাইতেছেন অর্থে ঈশ্বরের স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা কর্ম্ম হইতেছে। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ আপন স্বভাবের দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি আপন তাণ্ডবে আপনি মগ্না হইলেও ঈশ্বর চৈতন্য সর্ব্বদাই প্রকৃতির দ্রষ্টা মাত্র। এই অবস্থায় ঈশ্বর প্রকৃতির বশীভূত নহেন তিনি মায়াধীশ। কিন্তু প্রকৃতির যতই বিকার ঘটিতে থাকে তাহাতে উপহিত চৈতন্য প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়ে। সেইজন্য জীবকে মায়াধীন বলা যায়। কর্ম্ম করে স্বভাব, চৈতন্য কার্য্যের দ্রষ্টা।

অর্জ্জুন—উপলব্ধি করিবার এবং উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবার কথা কি বলিলে?

ভগবান্—দেহী ও প্রকৃতি এক দেহেই বাস করিতেছেন। প্রকৃতিই চিত্ত। চিত্তই কর্ম্ম করে চৈতন্য কিছুই করেন না করানও না। তুমি চিত্তকে "আমি বলিয়া অভিমান করিও না। চিত্ত হইতে "আমি ও আমার" ভাবটি সাধনা দ্বারা উঠাইয়া লও—চিত্ত যাহা করে করুক তাহাতে তোমার কিছুই করা হইল না এই ভাবটি সাধনা দ্বারা বুঝিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পরিলেই তুমি প্রকৃতির শত কোলাহলে ও আপন শান্ত স্বভাব হইতে কখন বিচ্যুৎ হইবে না। এই জন্যই বলিতেছি চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগ। চিত্তত্যাগ ভিন্ন সন্ন্যাস হইল না; আত্মস্বরূপে অবস্থান হইল না। "আমি" "আমার" এই অভিমানটাই মায়া। "আমি" "আমার" ইহাই বাসনা, ইহাই স্বভাব, ইহাই দুঃখের মূল।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ১৫ ॥

ব
বিভুঃ অপরিমিত বিজ্ঞানানন্দোঽনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিক-
ব ম ম রা
স্ততোঽন্যত্রোদাসীনঃ পরমেশ্বরঃ কস্যচিৎ জীবস্য পাপং দুঃখং ন আদত্তে
শ রা ব ম
ন গৃহ্লাতি। সুকৃতং সুখং নচৈব গৃহ্লাতি অজ্ঞানেন আবরণবিক্ষেপ—
ম ম
শক্তিমতা মায়াখ্যেনানৃতেন তমসা জ্ঞানং সচ্চিদানন্দরূপমদ্বিতীয়ং
ম ম ম ম
পরমার্থসত্যং আবৃতং আচ্ছাদিতং তেন স্বরূপাবরণেন জন্তবঃ জনন-
ম শ
শীলাঃ সংসারিণো বস্তুস্বরূপাদর্শিনঃ মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি
শ
ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি ॥ ১৫ ॥

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না [পরমেশ্বর কোন স্বার্থ কামনায় জীবকে কর্ম্ম করান না বলিয়া তিনি জীবের পাপ পুণ্যের ভাগী হননা] অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় বলিয়া জীব মোহ প্রাপ্ত হয় [অর্থাৎ জীব ভগবানে বৈষম্য দর্শন করে] ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুনঃ—যদি " স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে " তবে শ্রুতিস্মৃতিতে ঈশ্বরকে প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে কেন ?

ভগবান্—কিরূপ ?

অর্জ্জুন্—শ্রুতি বলেন " এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে " ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেণ তাহাকে সাধু কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া উর্দ্ধে লইয়া যান। আর যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চাহেন তাহাকে পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন। স্মৃতিও বলেন—

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখ দুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরঃ প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেববা ॥

অজ্ঞজীব আপনার সুখ দুঃখ আপনি আনিতে পারে না। কারণ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই তাহারা পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা নরকে বা স্বর্গে গমন করে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাতে জীব পাপ পুণ্য করে যদি ঈশ্বরের প্রেরণাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম করে তবে আবার ঈশ্বর প্রবর্ত্তক নহেন কিরূপে ?

ভগবান্—ঈশ্বরের "ইচ্ছা" "ঈশ্বরের প্রেরণা" ইত্যাদি দ্বারা মায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরমার্থ দৃষ্টিতেই যদি জীবের পাপ পুণ্যের কর্ত্তৃত্ব দেখা না যায় তখন আপ্তকাম পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বারোপ কিরূপে হইতে পারে ? তিনি জীবকে পাপ বা পুণ্যে প্রণোদিত করেন না। যিনি আপ্তকাম, যাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার আবার কোন্ স্বার্থ থাকিবে যজ্জন্য তিনি জীবকে কর্ম্ম করাইবেন ? আবরণ ও বিক্ষেপশালিনী মায়া মেঘ নিত্য প্রকাশ স্বরূপ জ্ঞান সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। জীব তখন নিজের স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া এবং মায়ার মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আপনার সহিত ব্রহ্মের অভেদত্ব বিস্মৃত হয়, আমি করিতেছি করাইতেছি ইত্যাদি মোহসম্ভূত দুঃখে মোহিত হয়। এইজন্য বলা হইতেছে অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয় বলিয়া দেহাত্মাভিমান ঘটে। দেহাত্মাভিমানই জীবকে পাপ পুণ্য করায়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬ ॥

শ শ
তু কিন্তু যেষাং জন্তূনাং আত্মনঃ জ্ঞানেন আত্মবিষয়েণ বিবেক-
শ রা
জ্ঞানেন আত্মযাথাত্ম্যোপদেশজনিতেনাত্মবিষয়েণাহরহরভ্যাসাধেয়াতি-

রা নী
শয়েন নিরতিশয়পবিত্রেণ জ্ঞানেন তৎ অজ্ঞানং আত্মন আবরক-
নী রা রা
মজ্ঞানং তজ্জ্ঞানাবরণমনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তকর্ম্মসঞ্চয়রূপমজ্ঞানং
ব শ শ্রী ব
নাশিতং প্রধ্বংসিতং তেষাং জন্তূনাম্ তজ্জ্ঞানং কর্ত্তৃ আদিত্যবৎ
শ শ ম
যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি যদ্বা যথাদিত্যঃ স্বোদয়মাত্রে-
ম
ণৈব তমো নিরবশেষং নিবর্ত্তয়তি নতু কিঞ্চিৎ সহায়মপেক্ষতে, তথা
ম
ব্রহ্মজ্ঞানমপি শুদ্ধসত্ত্বপরিণামত্বাদ্ব্যাপকপ্রকাশরূপং স্বোৎপত্তি-
ম
মাত্রেণৈব সহ কার্য্যান্তরনিরপেক্ষতয়া সকার্য্যমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ৎ পরং
ম ম
সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপমেকমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মতত্ত্বং প্রকাশয়তি
ম
প্রতিচ্ছায়াগ্রহণমাত্রেণৈব কর্ম্মান্তরেণাভিব্যনক্তি। অত্রাজ্ঞানেনাবৃতং
ম
জ্ঞানেন নাশিতমিত্যজ্ঞানস্যাবরণত্বজ্ঞাননাশ্যত্বাভ্যাং জ্ঞানাভাবরূপত্বং
ম
ব্যাবর্ত্তিতম্, নহ্যভাবঃ কিঞ্চিদাবৃণোতি ন বা জ্ঞানাভাবো জ্ঞানেন
ম
নাশ্যতে স্বভাবনাশরূপত্বাৎ তস্য তস্মাদহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামী-
ম
ত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং ভাবরূপমেবাজ্ঞানমিতি ভগবতো মতম্।
ম
যেষামিতি বহুবচনেনানিয়মোদর্শিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "তদ্যো যো
ম
দেবানাং প্রত্যবুধ্যত সএব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং
ম
তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি"

ইত্যাদিঃ। "যদ্বিষয়ং যদাশ্রয়মজ্ঞানং তদ্বিষয় তদাশ্রয় প্রমাণ জ্ঞানাৎ তন্নিবৃত্তিঃ" ইতি ন্যায়প্রাপ্তনিয়মং দর্শয়তি তত্রাজ্ঞানগতমাবরণং দ্বিবিধং, একং সতোঽপ্যসত্ত্বাপাদকং, অন্যত্তু ভাতমপ্যভানাপাদকং। তত্রাদ্যং পরোক্ষাপরোক্ষসাধারণপ্রমাণজ্ঞানমাত্রান্নিবর্ত্ততে, অনুমিতেঽপি বহ্ন্যাদৌ পর্ব্বতে বহ্নির্নাস্তীত্যাদি ভ্রমাদর্শনাৎ। তথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি" ইতি বাক্যাৎ পরোক্ষনিশ্চয়েঽপি ব্রহ্মনাস্তীতি ভ্রমো নিবর্ত্তত এব, অস্ত্যেব ব্রহ্ম কিন্তু মম ন ভাতীত্যেকং ভ্রমজনকং দ্বিতীয়মভানাবরণং সাক্ষাৎকারাদেব নিবর্ত্ততে স চ সাক্ষাৎকারো বেদান্তবাক্যেনৈব জন্যতে নির্ব্বিকল্পক ইত্যাদ্বৈত সিদ্ধাবনুসন্ধেয়ম্॥ ১৬॥

কিন্তু যাহাদের আত্মবিষয়ক্ জ্ঞান দ্বারা সেই [আত্মার আবরক] অজ্ঞানের নাশ হয়, তাহাদের সেই জ্ঞান, সূর্য্য যেমন সমস্ত রূপকে প্রকাশ করেন সেইরূপ পরমাত্ম তত্ত্বকে প্রকাশিত করে॥ ১৬॥

অর্জ্জুন—পূর্ব্বে বলিলে "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত বলিয়া জন্তুগণ মোহপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞান যদি অনাদি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্নই রহিল তবে সেই জ্ঞানের প্রকাশই বা কিরূপে হইবে আর সংসার নিবৃত্তিই বা হইবে কিরূপে?

ভগবান্—মেঘ যেমন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে সেইরূপ অনাদি কাল প্রবৃত্ত অনন্ত কর্ম্ম সঞ্চয়রূপ অজ্ঞান জীবের জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। জীব প্রথমে চিত্তকে রাগ দ্বেষের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া শুদ্ধ করুক। পরে শুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মসংস্থ যোগ ও ভক্তিযোগ দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা অভ্যাস করুক, গুরু মুখে আত্মার কথা শ্রবণ করুক, সংশয় দূর করিয়া আত্মার মনন করুক এবং ধ্যান করুক, করিতে করিতে অজ্ঞান মেঘ কাটিয়া যাইবে। তবেই দেখ অজ্ঞান নাশই প্রথম কথা।

অর্জ্জুন—অজ্ঞান নাশের জন্যই এই উপদেশ করিতেছ। আবার বল—অজ্ঞান দ্বারা অনিষ্ট কি হইতেছে—আর অজ্ঞান নাশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহা দ্বারা হইবে?

ভগবান্—এই যে ঘোরতর দুঃখময় সংসারে জীব পড়ে "অজ্ঞান মেবাস্তহি মূল কারণং" এই সংসারের কারণ অজ্ঞান। আবার সংসারের সারবস্তু এই দেহ। দেহ যাঁহার ভুল হইয়া যায় তাঁহার সংসার হয়না। দেহ ভুল হয় তত্ত্ব চিন্তাদ্বারা। "জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ", এই দেহ যে হইয়াছে ইহা পূর্ব্বানুষ্ঠিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা। প্রিয় অপ্রিয়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইষ্ট অনিষ্ট, কর্ম্ম দ্বারা শরীর হইয়াছে। শরীর পাইয়া যে শরীরে অনুরাগ করিল সে আবার সুখ দুঃখ জনক কর্ম্ম করিতে লাগিল; তাহাতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইল। তদ্দারা আবার শরীর হইতে লাগিল। ইহাই সংসার চক্র। তাই বলা হইতেছে অজ্ঞানই এই সংসার চক্রের মূল—অজ্ঞান হইতেই প্রিয় অপ্রিয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম চলিতেছে। অজ্ঞান নাশ না করিতে পারিলে সংসারে গতাগতি নিবারণ হইবে না। অজ্ঞান কিন্তু বিনা জ্ঞানে নাশ হইবে না। "বিদ্যৈব তন্নাশ বিধৌ পটীয়সী" বিদ্যাই বা জ্ঞানই অজ্ঞান নাশে পটু। আলোক অন্ধকার বিনাশ করে ইহারা বিরোধ পদার্থ কিন্তু "ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্" কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশ অজ্ঞান হয়না। কর্ম্ম অজ্ঞান হইতে জন্মে। তাই কর্ম্ম ও অজ্ঞান বিরোধী বস্তু নহে। যিনি অজ্ঞান তিনিই কর্ম্ম। জল জলকে ভিজাইতে যেমন পারেনা সেইরূপ কর্ম্ম বা অজ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারেনা। কর্ম্মের আবশ্যকতা এইটুকু যে যত কাল সংসারের প্রতি অনুরাগ থাকিবে—দেহের সুখ দুঃখে, সুখ দুঃখ বোধ থাকিবে ততদিন বেদোক্ত অসাধারণ কর্ম্ম যে সন্ধ্যা পূজা, যজ্ঞ দান তপস্যা, তদ্বারা সাধারণ কর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়াদির সুখ জন্য কর্ম্ম তাহা ত্যাগ করিবে। বেদ বোধিত কর্ম্ম দ্বারা সাধারণ ইন্দ্রিয় সুখ জন্য কর্ম্মের গতি রোধ করিবে। সাধারণ কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা জপ পূজা নিরন্তর অভ্যাস জন্য "আদৌ স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিত শুদ্ধ মানসঃ" অর্থাৎ প্রথমে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তকে অসাধারণ কর্ম্ম করাইবে ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে। তখন শম দম অভ্যাস করিবে পরে সন্ন্যাস লইবে, পরে "সমাশ্রয়েৎ সৎগুরু মাত্মলব্ধয়ে" জ্ঞানলাভ জন্য সদগুরু আশ্রয় করিবে। গুরু নিকটে সৎ সঙ্গ করিতে করিতে অজ্ঞান দূর হইবে তখন আত্মজ্ঞান রূপ সূর্য্য প্রকাশ হইবেন। সেই সূর্য্যের প্রকাশে "ত্বং" কিনা জীবাত্মা "তৎ" কিনা পরমাত্মাকে—পরম পুরুষকে সেই আমি বলিয়া জানিবে। ইহাই মুক্তি বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি। শ্রুতি সেইজন্য বলিতেছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানভূঃ
যশ্চায় মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানভূঃ
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আকাশে, যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই জীব হৃদয়ে অবস্থিত তাঁহাকে জানাই অতিমৃত্যু বা সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

অর্জ্জুন—আচ্ছা অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের আবরণটা কি? অজ্ঞানটাই বা কি পদার্থ? কিরূপেই বা আবরণ করে?

ভগবান—আকাশে মেঘ উঠিল। মেঘে বিদ্যুৎ চমকাইল। মেঘের গর্জ্জন হইতে লাগিল আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সৃষ্টি ব্যাপারও এইরূপ চলিতেছে।

সদানন্দে চিদাকাশে মায়ামেঘ তড়িৎ মনঃ।
অহন্তা গর্জ্জনং তত্র ধারাসারোহি যত্তমঃ॥

সর্ব্বব্যাপী আকাশের মত চিৎ বা জ্ঞান সমন্তাৎ পরিব্যাপ্ত। ইহাই সৎ ও ইহাই আনন্দ। এই সদানন্দ চিদাকাশে মেঘ উঠিল। জ্ঞানের উপর অজ্ঞান ভাসিল। পরমাত্মায় মায়া জাগিল। "আমিই আছি" ইহার উপর "আমি আর কিছু" ভান হইল। পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু প্রথমেই অজ্ঞান কল্পনা করিলেন। জ্ঞান, অজ্ঞানে মিশিল। "আমিই আছি" এই জ্ঞান স্বরূপে "আমি" থাকিয়াও যেন আমি ভুলিয়া "আমি আর কিছু হইয়াছি" এই ভান কল্পনা করিলেন। ইহাকেই বলা হইল অনন্তচিন্মণির ঝলক উঠিল। কেন উঠিল? কে বলিবে কেন উঠিল? কে সেই স্বতন্ত্র বিভুকে পরতন্ত্র বলিতে পারে? কেন উঠিল ইহার উত্তরে বলা হইল স্বভাবতঃ—বলা হইল এমনি উঠে। উঠাই স্বভাব। এই স্বভাবই স্বাধীনতা। যাহা স্বাধীন তাহা ত কাহারও অধীন নহে। কেন উঠিল যদি কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাও—যদি "অহং বহুস্যাম" ইহার কারণ দেখাইতে যাও তবে তাঁহাকে আর স্বাধীন বলিওনা। তিনি স্বাধীন ইচ্ছামত কিছুই পারেন না—তাঁহার ইচ্ছারও কারণ আছে। তিনিও কারণের অধীন। তাই বলা হইল কেন অজ্ঞান উঠিল ইহার উত্তর হইল এই মায়া গ্রহণ, এই অজ্ঞান কল্পনা ইহা নিষ্কারণ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কোন কারণ থাকিতে পারেনা। মণির ঝলক কেন উঠে তাহার কোন কারণ নাই। অজ্ঞান কেন? "ন কেনাপি কারণেন ভবতীতি" স্মরণ কর। আচ্ছা ঝলক উঠিল। প্রথমেই আমার জাগিল। আমি যা করি তাহাত বড় সুন্দর? আমার মায়াত বড় সুন্দরী? ভিতরে অতি সূক্ষ্মভাবে আমি আছি। এখনও স্পষ্ট জাগে নাই। আগে জাগিল আমার। আমার মায়া। মায়া আমার অধীন। আমি মায়াধীশ। এইখানে আমি স্পষ্ট হইল। আমরা আদি দম্পতী—আমরা অর্দ্ধনারীশ্বর। বলিবার কেহ নাই—এ রঙ্গভূমির অভিনয় হাব ভাবে। যাঁহারা অভিনয় করিতেছেন তাঁহারাই দর্শক। তাঁহারাই শেষে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বেদে প্রকাশ। এক পরমপুরুষ দুই মত হইয়াছেন। প্রথমেই আমার, পরে আমি বোধ ঘনীভূত হইতেছে। সদানন্দে চিদাকাশে যে মায়া মেঘ উঠিতেছে তাহাতে মন তড়িৎ ক্ষণে ক্ষণে চমকাইতেছে। এই মনই মহামন। সূক্ষ্ম "আমার—আমি" রূপ মায়ামেঘে ঘনীভূত "আমার—আমি" রূপ সঙ্কল্প মালা ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়া করিতেছে। "আমি ইহা," "আমি ইহা নই" ইহারও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে। এ কোটায় একবার, ও কোটায় একবার ছুটাছুটী হইতেছে। সম্বিৎ উভয় কোটার মধ্যে দোলায়মান। শেষে দোলায়মান যাহা ছিল তাহা একদিকে স্থির হইল। "আমি ইহা" নিশ্চয় হইল। স্থূলের দিকে নিশ্চয় যে করিল সে বুদ্ধি। ইহা মায়ার বিকার, মায়ার কন্যা। আবার উর্দ্ধদিকে "আমি ইহা নই" যখন বুদ্ধি এই নিশ্চয় করেন তখন ইনিই শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাহা হউক তড়িৎ মেঘকে অহং অহং গর্জ্জন আরম্ভ করাইল। মন প্রকৃতিকে তমোভাবে গর্জ্জাইল। অহং অহং গর্জ্জনের পর তমোভাবে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। যখন অহং অহং এবং

আমার আমার গর্জ্জন বর্ধণ হয় তখন বল দেখি সম্বিৎ কোথায়? আমি আমি, আমার আমার —এই অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান তখন আবৃত হয়। ইহাই অজ্ঞানের জ্ঞানকে আবরণ।

স্থূলে বলা হয় আহা লোকটির স্ত্রী পুত্রাদিতে বড় মায়া অর্থাৎ ভারি "আমি আমার" বোধ। অর্থাৎ লোকটি ভারি অজ্ঞান। এই স্থূল মায়াই প্রথমে সাত্ত্বিক—তাঁহার নিকটে বলিয়া। ক্রমে যত যত খণ্ড হইতে থাকে ততই রজ ও তমোগুণে আচ্ছাদন করেন। এই জন্য মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। নিকটে সত্ত্ব, দূরে আসিয়া অধিক চঞ্চল বলিয়া রজ, অত্যন্ত চঞ্চলের পরে যে অবসাদ তাহাই তম।

অর্জ্জুন—আচ্ছা এই যে অজ্ঞানের কথা বলিতেছ জ্ঞানের অভাবকেই ত অজ্ঞান বলিবে? অজ্ঞান ত অভাব পদার্থ?

ভগবান্—যাহা অভাব পদার্থ তাহা ত কিছুই নয়। তাহার কি কোন শক্তি থাকে? আমি অজ্ঞানকে ভাব পদার্থ বলিতেছি। কারণ ইহার আবরণ ও বিক্ষেপ দুই শক্তি আছে। যেমন বারীপর্ণী (পানা) জল হইতে জন্মিয়া জলকে আবরণ করিয়া রাখে সেইরূপ অজ্ঞান তাঁহার কল্পনা হইতে জন্মিয়া তাঁহাকেই আবরণ করে। অজ্ঞানের আবরণ দুই প্রকার। একং সতোঽপ্যসত্ত্বাপাদকং. অন্যত্তু ভাতমপ্য ভানাপাদকং। প্রথম আবরণটি সৎ হইলেও তাঁহাকে অসৎ বলিয়া ভ্রম জন্মায় দ্বিতীয়টি প্রকাশকেও প্রকাশিত নহে বলিয়া ভ্রম জন্মায়। যেমন ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে অগ্নি আছে বলিয়া ভ্রম হইল। তথায় অগ্নি নাই ইহা বুঝিলে যে পরোক্ষজ্ঞান হয় তদ্দ্বারা ইহা নিবারণ হয়। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান যখন হয় অর্থাৎ যুক্তি যুক্ত বিশ্বাস যখন হয় তখন ব্রহ্ম নাই বলিয়া যেভ্রম ছিল বা অবিশ্বাস ছিল তাহা দূর হয়। কিন্তু বিশ্বাস করিলেও ব্রহ্ম হৃদয়ে অনুভব হয়না বলিয়া দ্বিতীয় ভ্রম ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়। গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি বাক্য বিচারই আমাতে আমার আত্মাই যে সেই সত্যংজ্ঞান মনন্তং এই একতা বোধ জন্মাইয়া দেয়। "আমিই সেই" এই অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই অজ্ঞান নিঃশেষে দূর হইল। ত্বং প্রকাশ হইয়া তৎকে প্রকাশ করিল এবং তাহাতে মিশিয়া এক তৎ মাত্রই রহিল। যাহা আছে তাহাই আছে—আর কিছুই নাই।

অর্জ্জুন—এই সৃষ্টিতত্ত্ব তুমি কত প্রকারে বলিতেছ। এই সঙ্গে আমি জাগ্রত হইতে স্বপ্ন. স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময়ে জীব প্রথমে স্থূল জাগ্রত অজ্ঞান আবরণ, পরে সূক্ষ্ম স্বপ্ন আবরণ ছাড়িয়া কেমন করিয়া সুষুপ্তিতে সেই পরমপুরুষে মিশ্রিত হয় তাহাই ভাবিতে ছিলাম। আবার সুষুপ্তির পরেই পরিত্যক্ত বস্ত্রটি আবার গ্রহণের মত সেই পরিত্যক্ত অজ্ঞানটিকে আবার আশ্রয় করে। তীরে পাপ রাখিয়া গঙ্গাস্নান। আবার কাপড় পরিলেই সেই পাপ আশ্রয়।

ভগবান্—সাধনা দ্বারা সুষুপ্তি আনিতে পারাই সমাধি অনেক বার এই সমস্ত আলোচিত হইবে ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তং পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

শ শ রা রা
তদ্বুদ্ধয়ঃ তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তথাবিধাত্মদর্শনাধ্যবসায়াঃ
শ শ ম
তদাত্মানঃ তদেব পরংব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে অজ্ঞা হি অনাত্মভূতে
ম
দেহাদাবাত্মাভিমানিন ইতি ন তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্তে, বিজ্ঞাস্তু
ম
নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানা ইতি বিরোধিনিবৃত্ত্যা তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্তে,
ম ম
ইতি যুক্তং বিশেষণম্। তন্নিষ্ঠাঃ তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠান-
ম
বিক্ষেপনিবৃত্ত্যা নিষ্ঠা স্থিতি র্যেষাং তে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন তদেক-
ম শ
বিচারপরা ইত্যর্থঃ তৎপরায়ণাঃ তদেব পরময়নং পরাগতি র্যেষাং
শ ম ম শ শ
ভবতি তে সর্ব্বতো বিরক্তাঃ কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ জ্ঞান নির্দ্ধূত
শ
কল্মষাঃ যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতো নিবৃত্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদি-
শ শ
সংসারকারণদোষো যেষাং তে যতয়ঃ অপুনরাবৃত্তিং পুনর্দ্দেহ সম্বন্ধং
শ ম
ন গচ্ছন্তি ন গৃহ্লন্তি। অত্র তদ্বুদ্ধয় ইত্যনেন সাক্ষাৎকার উক্তঃ,
ম
তদাত্মান ইত্যনাত্মাভিমানরূপবিপরীতভাবনানিবৃত্তিফলকো নিদি-
ম
ধ্যাসন পরিপাকঃ, তন্নিষ্ঠা ইত্যনেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ প্রমাণ-
ম
প্রমেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তিফলকো বেদান্তবিচারঃ শ্রবণমননপরি-

ম
পাকরূপঃ, তৎপরায়ণা ইত্যনেন বৈরাগ্য প্রকর্ষ ইতু তয়োরুত্তরস্য পূর্ব্ব
ম
পূর্ব্ব হেতুত্বং দ্রষ্টব্যম্॥ ১৭ ॥

যাহাদের বুদ্ধি পূর্ব্বোক্তরূপে পরমাত্মারপ্রতি ধাবিত, পরব্রহ্মে যাহাদের আত্মভাব, [সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া] পরব্রহ্মে যাহাদের স্থিতি, পরব্রহ্ম যাহাদের পরম অনুরক্তির বিষয় এবং জ্ঞান দ্বারা যাহাদের [পাপাদি সংসার কারণ] দোষ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে তাহাদের আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়না ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন—জ্ঞান লাভ দ্বারা যখন অজ্ঞান নাশ হয় এবং পরমাত্ম দর্শন হয় তখনকার অবস্থা কিরূপ? এরূপ ব্যক্তির শেষ ফল কি?

ভগবান—তাহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মপদগামিনী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আত্মদর্শন ব্যাপারে সর্ব্বদা যাহাদের দৃঢ় অধ্যবস্থায়, তাহারা পরমাত্মাকেই আপন প্রকৃতস্বরূপ বুঝিয়া স্থির হন, জীবন্মুক্ত জানেন আমি ছাড়া তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। ইহাদের শেষ ফল এই যে ইহাদিগকে আর সংসারে ফিরিতে হয়না।

অর্জ্জুন—দেহে আমি অভিমান না গেলে পরমাত্মাতে আমি অভিমান কিরূপে হইবে?

ভগবান্—জীবন্মুক্তের অন্য কোন কর্ম্ম নিষ্ঠা নাই। সকল কর্ম্ম ব্রহ্মেই অর্পিত। সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া তাঁহারা ব্রহ্মবিচার লইয়াই থাকেন। প্রথমে আমি চৈতন্য এই অভিমান—পরে খণ্ড চৈতন্য অখণ্ডে মিলন জন্য উপাসনা, ধ্যান ও সমাধি ইহাই ক্রম। জীবন্মুক্ত সর্ব্ব বিষয়ে বিরক্ত একমাত্র অনুরক্তি তাঁহাদের ব্রহ্মে। জীবন্মুক্ত জ্ঞানলাভে সমস্ত পাপ ও পুণ্যের মূল উৎপাটন করিয়াছেন। 'তদ্বুদ্ধয়' বাক্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, 'তদাত্মান' বাক্যে নিদিধ্যাসন তাঁহাতেই, 'তন্নিষ্ঠা' বাক্যে শ্রবণ মনন তাঁহাতেই, 'তৎপরায়ণ' বাক্যে অন্যসমস্তে বৈরাগ্য কেবল তাঁহাতেই অনুরাগ—এইরূপ যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের যোগের সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিতে হইবেনা ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

শ শ ম
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বিদ্যা আত্মনো বোধঃ বেদার্থপরিজ্ঞানং ব্রহ্মঃ
শ ম ম
বিদ্যা বা বিনয়ঃ নিরহঙ্কারত্ব-মনৌদ্ধত্যমিতিযাবৎ। তাভ্যাং সম্পন্নো

শ ম ম
বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে সর্ব্বোত্তমে গবি
ম ম
সংস্কারহীনায়াং রাজস্যাং মধ্যমায়াঞ্চ তথা হস্তিনি শুনি কুক্কুরে
ম ম রা
শ্বপাকে চ চণ্ডালে চ অত্যন্ত তামসে সর্ব্বাধমেঽপি অত্যন্তবিষমাকারতয়া
রা শ
প্রতীয়মানেষু চাত্মসু বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি
শ
ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে, মধ্যমায়াঞ্চ রাজস্যাং গবি, সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব
শ রা ম
কেবল তামসে হস্তিনি শুনি শ্বপাকে পণ্ডিতাঃ আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ জ্ঞানিনঃ
রা রা শ
জ্ঞানৈকাকারতয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্মদ্রষ্টুং
শ রা
শীলং যেষাং তে বিষমাকারস্তু প্রকৃতের্নাত্মনঃ আত্মাতু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া
রা ম
সম ইতি পশ্যন্তীত্যর্থঃ। যথা গঙ্গাতোয়ে তড়াগে সুরায়াং মূত্রে বা
ম
প্রতিবিম্বিতস্যাদিত্যস্য ন তদ্গুণদোষসম্বন্ধস্তথা ব্রহ্মণোঽপি
ম
চিদাভাসদ্বারা প্রতিবিম্বিতস্য নোপাধিগতগুণদোষসম্বন্ধ ইতি প্রতিসন্দধানাঃ
ম
সর্ব্বত্র সমদৃষ্ট্যৈব রাগদ্বেষরাহিত্যেন পরমানন্দস্ফূর্ত্ত্যা
ম
জীবন্মুক্তিমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পণ্ডিতগণ, বিদ্যা বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুক্কুর, ও চণ্ডালে, সমদর্শী ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন—অজ্ঞান নাশ হইলে পণ্ডিতগণ দৃশ্য জগৎ কিরূপে সন্দর্শন করেন ?

ভগবান—যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির চক্ষে বেদার্থ জ্ঞান জনিত ব্রহ্ম বিদ্যা যুক্ত ঔদ্ধত্য শূন্য

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, সংস্কার বর্জ্জিত রাজসিক গাভী, এবং সর্ব্ব নিকৃষ্ট অত্যন্ত তামসিক হস্তী কুক্কুর ও চণ্ডাল এই যে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক প্রাণী এই সমস্তই সমান। তাঁহারা কাহাকেও ঘৃণা করেননা। কাহাকেও অশুচি মনে করেন না। নিতান্ত বিষমাকার বস্তু সমস্তে তাঁহারা একব্রহ্মই দর্শন করেন। গঙ্গাজলে, তড়াগে, সুরাতে, বা মূত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াও সূর্য্য যেমন ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ বা দোষ কিছুই স্পর্শ করেননা, সেইরূপ ব্রহ্ম চিদাভাস রূপে সকল জীবে প্রতিবিম্বিত হইলেও ঐসমস্ত জীবের উপাধিগত দোষ গুণ স্পর্শ করেননা। আর সর্ব্বত্র সমদর্শন পণ্ডিতগণ কুক্কুর বা চণ্ডাল প্রভৃতিতে আত্মার কোন তারতম্য দেখিতে পান না।

অস্তিভাতিপ্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং ॥

অস্তি ভাতি প্রিয় এবং নামরূপ এই পাঁচটি জগতের সর্ব্বত্র। প্রথম তিনটি ব্রহ্ম শেষ দুইটি জগৎ। যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত তাঁহারা জগৎকে ব্রহ্মদৃষ্টিতেই দেখেন।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯॥

শ ম
যেষাং মনঃ অন্তঃকরণম্ সাম্যে সর্ব্বভূতেষু বিষমেষ্বপি বর্ত্তমানস্য
ম শ ম ম
ব্রহ্মণঃ সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং ইহএব জীবন দশায়ামেব তৈঃসম-
শ ম শ রা ম
দর্শিভিঃ পণ্ডিতৈঃ সর্গঃ জন্মঃ সংসারঃ সৃজ্যত ইতি বুৎপত্ত্যা দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ
শ ম ম শ
জিতঃ বশীভূতঃ অতিক্রান্তঃ হি যস্মাৎ নির্দ্দোষং যদ্যপি দোষবৎসু
শ
শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তর্দ্দোষৈর্দোষবদিব বিভাসতে তথাপি তদ্দোষৈরসং-
শ রা রা ব ব
স্পৃষ্টমিতিদোষবর্জ্জিতং প্রকৃতিসংসর্গদোষবিমুক্তয়া রাগদ্বেষাদি-
ম নী ম ম নী
সর্ব্ববিকারশূন্যং সমং সর্ব্বত্রাবিষমং কূটস্থনিত্যমেকঞ্চ ব্রহ্মাত্মি
শ্রী
ম নী নী
তস্মাৎ তে সমদর্শিনঃ দ্রষ্টারঃ ব্রহ্মণিঃ অখণ্ডৈকরসে স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং

নী
প্রাপ্তাঃ একীভাবেন সমাপ্তিংগতাঃ। যথা হিরণ্ময়য়োর্দ্দেবতা তৎ-
নী
পীঠয়োঃ স্বর্ণদৃক্ সাম্যং পশ্যতি পূজকস্তু আকারদৃক্ তারতম্যং পশ্যতি
নী
তদ্বৎ পূজাস্মৃতিঃ ভ্রান্তিকৃততারতম্যবিষয়া, সাম্যদৃষ্টিস্তু তত্ত্ববিষয়েতি
নী
ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহাদের মন [এই বিষম দৃশ্য প্রপঞ্চ মধ্যেও এক] বৈষম্য রহিত [ব্রহ্ম] ভাবে অবস্থিত ইহ লোকে থাকিয়াও তাঁহারা [জনন মরণ রূপ] সংসার অতিক্রম করেন। যেহেতু ব্রহ্মনির্দ্দোষ ও সর্ব্বত্র সমান সেই জন্য তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৯ ॥

অর্জ্জুন—ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে যিনি সমভাবে দর্শন করেন তিনি কি শাস্ত্র লঙ্ঘন করেন না ?

ভগবান্—কেন ?

অর্জ্জুন—ইহা যেন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা। গৌতম ঋষি বলেন—"নমু সমাসমাভ্যাং বিষমেসমে পূজাতঃ" ইতি তুল্যশ্রুতশীলায় ব্রাহ্মণদ্বয়ায় বিষমাং পূজাং প্রযুক্তবতঃ, তথা অতুল্যশ্রুতশীলায় ব্রাহ্মণদ্বয়ায় চ সমাং পূজাং প্রযুক্তবতশ্চাভোজ্যান্নত্বং। অর্থাৎ সমান স্বভাব বিশিষ্ট দুই ব্রাহ্মণকে বস্ত্র অলঙ্কার দানাদিতে যদি পক্ষপাতিত্ব করা হয়, আর দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন চতুর্ব্বেদ পরায়ণ শুদ্ধাচার, অন্যজন মূর্খ হীনাচার অথচ তাহাদিগকে এক সমানে দান বা অভ্যর্থনা যদি করা হয় তবে এইরূপ পূজকের অন্ন অভোজ্য, এইরূপ পূজক ধর্ম্মভ্রষ্ট। এই না শাস্ত্রের মত ? তবে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমান ভাবে দেখা হইবে কিরূপে ? আর সমদর্শী পণ্ডিতগণকে জীবন্মুক্ত বলা হইতেছে কিরূপে ?

ভগবান্- জীবে জীবে পার্থক্য আবার জীবের সহিত জড় বস্তুর পার্থক্য, দৃশ্য প্রপঞ্চ সর্ব্বত্র বিষম। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যে সাম্য আছে। সেই সাম্যই ব্রহ্ম। বিষম বস্তুতে যাহারা সাম্য দেখেন তাঁহারা সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ বিকার রহিত ব্রহ্মই দেখেন। ভিতরে একব্রহ্ম দেখিয়াও লোকশিক্ষার্থ ব্যবহারিক কর্ম্ম যথানিয়মে করা যায়। আর চণ্ডাল মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম দোষ যুক্ত হননা। অবোধ ব্যক্তি একটা দৃষ্টান্ত দেয়। মূত্রাদি স্বভাবতঃ দুষ্ট এবং গঙ্গাজল স্বভাবতঃ অদুষ্ট। কিন্তু পবিত্র গঙ্গাজল কূপজলে মিশ্রিত হইলে দুষ্ট হয় সেইরূপ স্বভাবতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম, দোষযুক্ত বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া দুষ্ট হয়। এই মত ভ্রম্। আকাশ যাহার সহিত মিশ্রিত হউকনা কখন কলুষিত হয় না। আত্মা কাহারও সহিত মিশ্রিত্ব হন না। যাহাদের জ্ঞান নাই তাহারাই বলে ইহার অন্ন অভোজ্য ইহার স্পর্শে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয়। জ্ঞানি ব্যক্তি ভিতরে সমস্তই ব্রহ্ম জানিয়াও লোক শিক্ষার্থ ব্যবহারিক জগতে শুচি

অশুচি বিচার রাখেন, পাছে তাঁহার অনুকরণে অজ্ঞানীর অধঃপতন হয়। আরও যিনি জ্ঞানবান্ তিনি—মিথ্যা জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে সেই সত্য বস্তুই দেখেন, ভেদাভেদ শুচি অশুচি তাঁহার চক্ষে পড়ে না। "তথাপি লৌকিকাচারো মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ" তথাপি তাঁহারা লৌকিকাচার মানিয়া চলেন—লোক শিক্ষার্থে। স্বর্ণ বেদিতে সোণার প্রতিমা। যিনি সর্ব্বত্র স্বর্ণ দেখেন তিনি সমদৃষ্টি আর যিনি পূজক তিনি দেখেন প্রতিমূর্ত্তি। সেইরূপ পূজা ইত্যাদি ব্যক্তিকৃত তারতম্য মাত্র। তত্ত্ববিষয়ে দৃষ্টি পড়িলেই একদৃষ্টি হইয়া গেল। সংসারী অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের জন্য স্মৃত্যাদির শাসন। জীবন্মুক্তের জন্য নহে॥ ১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥

শ হ নী
যস্মান্নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ প্রিয়ং অভীষ্টং পুত্রাদিকং
শ শ শ নী নী
প্রাপ্য লব্ধ্বা ন প্রহৃষ্যেৎ ন হর্ষং কুর্য্যাৎ অপ্রিয়ং অনিষ্টং শত্রুং দুঃখদং
শ শ্রী রা
প্রাপ্য লব্ধ্বা ন উদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ। স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরে
রা ম
আত্মনি বুদ্ধির্যস্য সঃ বা স্থিরা নিশ্চলা সন্ন্যাসপূর্ব্বকবেদান্তবাক্যবিচার-
ম
পরিপাকেণ সর্ব্বসংশয়শূন্যত্বেন নির্ব্বিচিকিৎসা নিশ্চিতা ব্রহ্মণি বুদ্ধি-
ম ম রা
র্যস্য সঃ লব্ধশ্রবণমননফলইতিযাবৎ। অসংমূঢ়ঃ অস্থিরেণ
রা শ্রী
শরীরেণ স্থিরমাত্মানমেকীকৃত্য মোহঃ সংমোহস্তদ্রহিতঃ নিবৃত্তমোহঃ
ম
নিদিধ্যাসনস্য বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহস্য পরি-
ম ম
পাকেণ বিপরীত ভাবনাখ্য সংমোহ রহিতঃ ততঃ ব্রহ্মবিৎ অসম্ভা-
ম
বনাবিপরীতভাবনাপ্রতিবন্ধাপগমাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ
ম ম
ততঃ সমাধিপরিপাকেণ সমেব্রহ্মে স্থিতঃ জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

[যেহেতু ব্রহ্ম ও আত্মা একভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেইজন্য] তিনি অভীষ্ট লাভে হৃষ্ট বা অপ্রিয় সমাগমে উদ্বিগ্ন হয়েন না। [তাঁহার বুদ্ধি স্থির আত্মায় গিয়াছে বলিয়া] স্থিরবুদ্ধি তিনি [অস্থির শরীরকে স্থির আত্মা বলিয়া ভ্রম করেন না তজ্জন্য] অসংমূঢ় তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন—জীবন্মুক্তের আর কি হয় ?

ভগবান্—জীবন্মুক্তের পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় সমাগমে হর্ষোদ্বেগ হয়না। কারণ তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মন্যাস হইবার পর বেদান্ত বিচার হইয়াছে। তত্ত্বমস্যাদি বিচারের পরিপাক হওয়ায় বুদ্ধিতে অসম্ভাবনা বা বিপরীত ভাবনা কোন প্রকার সংশয় নাই কাজেই স্থির বুদ্ধি, মোহ শূন্য, ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার তাঁহার হইয়াছে এবং তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করেন।

অর্জ্জুন—জীবন্মুক্ত অসংমূঢ় কিরূপে ?

ভগবান্—অস্থির বিষয়কে স্থিতিশীল মনে করাই মোহ। যাহা স্থির থাকিবেনা তাহাকে স্থির করিবার জন্য যে কার্য্য তাহাই মোহের কার্য্য। শরীর অস্থির, সংসার এবং অস্থির একমাত্র আত্মাই স্থির। যিনি জীবন্মুক্ত তিনি কখন অস্থির দেহকে স্থির আত্মা মনে করেন না এই বিপরীত ভাবনা তাঁহার নাই এজন্য তাঁহার মোহ নাই।

অর্জ্জুন—জীবন্মুক্তের দ্বৈত দর্শন নাই এজন্য তাঁহার চক্ষে প্রিয়াপ্রিয় সমান, কাজেই হর্ষ বিষাদ নাই। কিন্তু জীবন্মুক্ত ও বিদেহ মুক্ত কি এক ?

ভগবান্—না, জীবন্মুক্ত ও বিদেহ মুক্তে একটু পার্থক্য আছে। জীবন্মুক্তের চক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ থাকে—কিন্তু দৃশ্য জ্ঞানে তাঁহার মোহ আইসে না। বিদেহ মুক্তের চক্ষে একমাত্র আত্মাই থাকেন। বিষয় কিছুই থাকেনা। দ্বৈত দর্শন থাকিলেও যাঁহারা বিষয়ের দোষ দর্শন অভ্যাস করিয়া পরিপক্ক হইয়াছেন তাঁহারা সহজেই হর্ষ বিষাদ ত্যাগ করিতে পারেন। ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥ *

নী নী ম
বাহ্য স্পর্শেষু বহির্ভবাঃ বাহ্যাঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ
ম ব ব ম
শব্দাদয়ঃ তেষু শব্দাদি বিষয়ানুভবেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ তৃষ্ণা-

---

* সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ইতি বা পাঠঃ।

ম শ্রী ম শ্রী
শূন্যতয়া বিরক্তঃ সন্ আত্মনি অন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং স্বাত্বিকং
ব ম ব ম
সুখং তদাদৌ বিন্দতি লভতে। তদুত্তরং স তৃষ্ণাশূন্যঃ ব্রহ্মযোগ-
ব ব ব ম
যুক্তাত্মা সন্ ব্রহ্মণিযোগঃ সমাধিঃ তৎ যুক্তাত্মা সন্ অক্ষয়ং অনন্তং
ম ম ম
সুখং স্বস্বরূপানুভূতং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। সুখানুভবরূপএব সর্ব্বদা
ম
ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বাহিরের বিষয়ানুভবে অনাসক্ত চিত্ত [ব্যক্তি] প্রথমে নিজের অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক স্বাত্বিক সুখ তাহাই অনুভব করেন। পরে তিনি ব্রহ্মে সমাধিযোগ যুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অর্জ্জুন—ব্রহ্মে চিত্ত স্থির হইলে কি কোন সুখ অনুভব হয় ?

ভগবান্—তদুক্তং ভারতে "যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং।"

ইহলোকে কাম জনিত যে সুখ অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ তাহাও তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের তুলনায় ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে।

অর্জ্জুন—বিষয় সুখ যেমন সহজেই অনুভূত হয় ব্রহ্মানন্দও কি সেইরূপ ?

ভগবান্—বহু জন্মে জন্মে লোকে বিষয় সুখানুভব করে। এসুখ কোথা হইতে আইসে দেখ। আকাঙ্খার বস্তু পাইলে চিত্ত ক্ষণকালের জন্য শান্ত হয়। স্থির জলে যেমন চন্দ্রের ছায়া সর্ব্বদাই থাকে সেইরূপ চিত্ত স্থির হইলেই আনন্দময়ের ছায়া চিত্তে সুস্পষ্ট হয়। এইজন্য সুখ অনুভব হয়। তজ্জন্য বলা হয় বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের সহোদর। লোকে বুঝিতে চেষ্টা করেনা সুখটা কি বিষয়ে আছে না আনন্দময় আত্মাতে আছে ? না বুঝিলে ও এই ব্যাপার পুনঃ পুনঃ ঘটে বলিয়া বিষয়ের সুখ অনুভবটা সহজ হইয়া যায়। যাহারা কিন্তু বুঝিয়াছেন যে চিত্ত ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বিষয় হয় বলিয়া সুখ হয় তাহারা চিত্তকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া শান্ত করিবার জন্য শাস্ত্রোক্ত সাধনা করে। সাধনা দ্বারা—চিত্তকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া যখন ব্রহ্মে স্থির করে তখন সুখময়কে স্পর্শ করিয়া চিত্ত চমৎকৃতি জন্য অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করে। পুনঃ পুনঃ যিনি সাধনা দ্বারা এই সুখ ভোগ করেন তাঁহার ইহা সহজ হইয়া যায়। পরে যখন প্রতি শান্ত চিত্ত পরম ব্রহ্মে সমাধি মগ্ন হয় তখন নিরন্তর অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকে।

লোমকূপে যেন সেই সুখ ভোগ হয়। দ্বৈত অবস্থা পর্য্যন্ত ইহা হয় কিন্তু চিত্ত ব্রহ্মে ডুবিয়া গেলে যখন দ্বৈত থাকেনা শুধু সুখময় আত্মাই থাকেন তখন ইহা প্রকাশ করিবার কেহ থাকেনা ঠিক সুষুপ্তিকালেও জীবের ইহা হয়। পরে যখন দুই ভাসে তখন বলিতে পারে কত সুখে ছিল। ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

শ শ শ্রী
সংস্পর্শজাঃ বিষয়েন্দ্রিয় সংস্পর্শেভ্যো জাতাঃ যে ভোগাঃ সুখানি
ম ম শ
তেহি সর্ব্বে দুঃখ যোনয়ঃ এব দুঃখ হেতবএব তেঽবিদ্যাকৃতত্বাৎ
শ
দৃশ্যন্তে আধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্যান্যেব, যথেহলোকে তথা
শ
পরলোকেঽপীতি গম্যতে, এব শব্দান্ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি
শ
বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে
ম ম
“যাবন্তঃ কুরুতে জন্তু সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে
শ
হৃদয়ে শোক শঙ্কবঃ” ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ তেচ আদ্যন্তবন্তঃ
ম
আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগোঽন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব তৌ বিদ্যেতে যেষাং
ম
তে পূর্ব্বাপরয়োরসত্ত্বান্মধ্যে স্বপ্নবাবির্ভূতাঃ ক্ষণিকাঃ মিথ্যাভূতাঃ।
ম
তদুক্তং গৌড়পাদাচার্য্যেণ—“আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ
ম ম ম
তথা” ইতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে কৌন্তেয়! তেষু বুধঃ বিবেকী
ম ম
ন রমতে ন প্রীতিমনুভবতি। মৃগতৃষ্ণিকা স্বরূপজ্ঞানবানিব
ম
তত্রোদকার্থী ন প্রবর্ত্ততে ॥ ২২ ॥

হে কৌন্তেয়! বিষয়েন্দ্রিয় স্পর্শ জনিত যে সকল ভোগ তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদিঅন্তবিশিষ্ট [অতএব ক্ষণস্থায়ী] বিবেকী ইহাতে রমণ করেন না ॥ ২২ ॥

অর্জ্জুন—স্রক্‌চন্দন বনিতা ইত্যাদির যে ভোগ তাহাকেইত বলিতেছ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় স্পর্শ জনিত সুখ। ভাল খাওয়া, ভাল সাজসজ্জা করা, ভাল শয্যায় শোওয়া, ভাল গান বাদ্যনায় আমোদ করা, এ সমস্তই ত সংস্পর্শজাভোগা—সমস্ত বিলাসিতাই বিষয় ভোগ। সমস্ত বিষয় ভোগই যে নিশ্চয়রূপে দুঃখেরই হেতু তাহা কি সকলে বুঝিবে?

ভগবান্—তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? যাহা থাকিলে তাহা বুঝা যায় তাহাই যাহাদের নাই—যদিও থাকে তথাপি যাহারা তাহার ব্যবহার করেনা তাহারা কিরূপে বুঝিবে? বিবেক হীন লোকে তাহা বুঝেনা। যাহাদের বিবেক বুদ্ধি আছে যাহারা বিচার বুদ্ধির ব্যবহার করে তাহারাই সহজে বুঝিতে পারে বিষয় ভোগ দুঃখের কারণ কেন?

অর্জ্জুন—বিষয় ভোগ দুঃখের হেতু ইহার বিচার কি?

ভগবান্—“পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈ গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ” যাঁহাদের বিবেক আছে তাঁহারাই দেখিতে জানেন বিষয় ভোগের পরিণাম বড়ই দুঃখময়, বিষয় ভোগকালেও অন্তর্দ্দাহরূপ তাপ, বিষয় ভোগ হইয়া গেলে যে পরিমাণে সুখ অবিবেকী ভাবেন, সত্ব, রজ, তমগুণ সর্ব্বদা পরস্পরকে অভিভব করে বলিয়া তাহাতে সেই পরিমাণে দুঃখ আসিবেই—এই সমস্ত কারণে বিষয় ভোগে কেবলই দুঃখ। সহজ করিয়া বলি শ্রবণ কর। বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভোগ তৃষ্ণা বড়ই বাড়িয়া যায়; যতদিন ইন্দ্রিয় সবল থাকে ততদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নূতন নূতন ভোগ নূতন প্রকারে করিতে থাকে, ক্রমে ইন্দ্রিয়শিথিল হয়—ভোগের সামগ্রী থাকিলেও ভোগ করিতে সামর্থ্য থাকেনা—তখন কতই দুঃখ পায়। সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ভোগে শক্তির অপব্যবহার করে বলিয়া বহু রোগে আক্রান্ত হয়, শীঘ্র শীঘ্র জরাক্রান্ত হয়। হায়! তখন মূর্খের দুঃখের কি ইয়ত্বা থাকে? তারপরে ইহাতে কতই তাপ। যদি সকলেই ভোগ চায়—তবে একজনকে বঞ্চিত না করিলে ভোগ হয় কিরূপে? কাজেই ভোগে যে বাধা দেয় তাহার উপর কতই কতই বিদ্বেষ হয়—ইহাতে কতই অন্তর্দ্দাহ। বিষয় ভোগে সর্ব্বদা শঙ্কা। এই ভোগত অন্যেও চায়, যদি কাড়িয়া লয়—যদি আর ভোগ করিতে না পাই! ভোগে ভোগে তৃষ্ণা বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু যদি ভোগ না পাই এই ভাবিদুঃখের ভয়ে কতই ভয়। কাহারও একটু সম্পদ বাড়িলে কতই অন্তর্জ্জালা। বিষয় সুখ ভোগ একটা সংস্কার রাখিয়া যায়। এই সংস্কার, ভুক্ত ভোগসুখের সমান সুখভোগ জন্য সর্ব্বদা চিত্তকে ব্যাকুল করে, তখন আর কিছুতেই শান্তি হয়না—সুখ ভোগ মিলিতেছে না বলিয়া ছটফট করে। স্বামী বা পুত্র লইয়া যখন বৈষয়িক সুখই ভোগ করা হয় যখন সংস্পর্শজা সুখহেতু তৃষ্ণাকে অতিশয় বলবতী করে—পরে যখন স্বামী পুত্র যায়—যাইবার কালে বখন শিখাইয়া যায় তুমিও আমার কেহ ছিলেনা আমিও তোমার কেহ ছিলাম না—

ইহা সত্ত্বেও কি এক হৃদয় ভেদিনী স্মৃতি রাখিয়া যায়—কি এক জীবন ব্যাপী স্মরণ দুঃখ দিয়া যায়—যাহা কিছুতেই ভোলা যায়না—যাহা হৃদয় হইতে তাহারা কখন চাছিয়া ফেলিতে পারেনা; এজ্বালা কতই ভয়ানক। আর ভোগের দ্বারা একটা গুণ বৃত্তি বিরোধ হয়। সত্ত্বগুণ সুখরূপে পরিণত হয় সত্য কিন্তু তাহার সঙ্গে রজঃ ও তমোগুণ মিশ্রিত থাকে। গুণত্রয়ের স্বভাব সর্ব্বদা পরিণাম হওয়া—সুতরাং তৎকার্য্য যে বুদ্ধি তাহাও সর্ব্বদা বিষয়ে প্রাপ্তিতে প্রতিক্ষণেই বৃত্তিতে পরিণত হয়। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য এই আট প্রকার বুদ্ধির ধর্ম্ম ও বৃত্তির যে সুখ দুঃখ ও মোহ ইহারাই পরস্পর বিরোধী। ধর্ম্মকে অধর্ম্ম অভিভূত করে, সুখকে দুঃখ অভিভূত করে, সত্ত্বকে, রজ ও তম অভিভূত করে। এই রূপে বিষয়ভোগে চিত্ত সর্ব্বদা রাগ দ্বেষ মলিন থাকে। আবার বায়ু তাড়িত জলের ন্যায় ভোগ দ্বারা চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল ও হয়। যেমন জল যখন ঘোলা থাকে ও চঞ্চল থাকে তখন যেমন তাহাতে পূর্ণ চন্দ্রের ছায়া ভাসেনা, জলের সহিত মিশিয়া থাকিলেও যেমন উহার প্রকাশ হয়না—সেইরূপ বিষয়ীর মলিন ও চঞ্চল চিত্ত—ভোগের বস্তু লাভ কালে ক্ষণকালের জন্য একটু চঞ্চলতা ত্যাগ করে বলিয়া সুখময়ের ছায়া চিত্তে ক্ষণিক প্রকাশ হয় সেই প্রকাশে সুখ বোধ হয়—বিষয়ী প্রকৃত সুখের স্থান কোথায় তাহা জানিতে চেষ্টা করেনা বলিয়া সর্ব্বদা সুখ সুখ করিয়া, বিষয় বিষয় করিয়া চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া মরে।" যে চিত্ত নিরন্তর ছুটিতেছে সে কি কখন অন্তর্ম্মুখী হইয়া, শান্ত হইয়া, আপনার মধ্যে সুখময়ের প্রতিকৃতি দেখিতে পারে? এই জন্যই ভগবান ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন "তদেব অনাদি দুঃখ স্রোতসা ব্যুহ্যমানমাত্মানং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় কারণং সম্যগ্দর্শনং শরণং প্রপদ্যতে।" চিত্তকে শান্ত কর, চিত্তকে নির্ম্মল কর, তবেই সম্যগ্দর্শন হইবে—সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হইবে।

অর্জ্জুন—"সংস্পর্শজা ভোগা" "আদ্যন্তবন্ত" তাহাত সকলেই দেখে তথাপি লোকে স্পর্শ সুখের জন্যই এত ব্যাকুল কেন?

ভগবান্—আমার বিশ্ববিমোহিনী মায়া সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই লোকের মোহ উৎপাদন করে। চক্ষের উপরে দেখে সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণ ভঙ্গুর, সুখ একক্ষণে অনুভূত হইয়াই পর মুহূর্ত্তেই চলিয়া যায়—তথাপি মানুষ আমার আশ্রয়ে বিবেক লাভ করিয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেনা—'আমি আমার' রূপ মায়া ত্যাগ করিতে চায়না—যাহার আদি আছে ও অন্ত আছে সেই ক্ষণ স্থায়ী বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়া নিরতিশয় সুখ যে আমি, আমার দিকে আইসেনা। বিষয়ানন্দ ও যে ব্রহ্মানন্দের সহোদর বিষয়ানন্দ কালে চিত্ত, বিষয় প্রাপ্তিতে ক্ষণ কালের জন্য নিশ্চিন্ত হয় বলিয়া ক্ষণকালের জন্য অন্তর্ম্মুখী হয়, হইয়া ভিতরে সুখময়ের ছায়া দেখিয়া সুখ পায়—বিষয়ী যদি ইচ্ছা বুঝিত তবে বাহিরে সুখ না খুঁজিয়া চিত্তকেই নির্ম্মল ও শান্ত করিতে চেষ্টা করিত। বিবেকী এই জন্য বিষয়ে রমণ করেন না॥ ২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

নী ম শ্রী
ইহ জীবদেহে যঃ যতির্ধীরঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ ন ক্ষণমাত্রম্ কিন্তু
শ শ্রী শ ম
আমরণাৎ দেহপাতাৎ প্রাক্ পূর্ব্বং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স্ত্রীপুংস-
শ
ব্যতিকরতৃষ্ণা কাম ইতি নিরূঢ় কামশব্দঃ ইহতু ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে
শ
ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে চানুভূতে সুখ হেতৌ যা গৃধিঃ তৃষ্ণাঃ
শ
স কামঃ, ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু
শ ম ম শ
স্মর্য্যমাণেষু বা যো প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষো মন্যুঃ স ক্রোধঃ, তৌ কাম-
শ শ
ক্রোধৌ উদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবোবেগঃ রোমাঞ্চনহৃষ্ট-
শ
নেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণ প্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবোবেগঃ, গাত্রপ্রকম্প-
শ ম
প্র স্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদি লিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবোবেগস্তং অন্তঃকরণ-
ম শ্রী ম ম
প্রক্ষোভরূপং সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং তিমিঙ্গিলইব নদীবেগং বিষয়দোষ-
শ
দর্শনাভ্যাসজেন বশীকারসংজ্ঞকবৈরাগ্যেণ সহিতুং শক্নোতি সমর্থো
ম ম ম নী ম
ভবতি সএব যুক্তঃ যোগী স এব সুখী ন চান্যঃ সএব নরঃ পুমান্
ম শ্রী
পুরুষার্থ সম্পাদনাৎ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলসন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্য-
শ্রী
মানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে
শ্রী
তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে সএব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ।
শ্রী
তদুক্তং বশিষ্ঠেন "প্রাণে গতে যথাদেহঃ সুখ দুঃখে ন বিন্দতি তথা

চেৎ প্রাগ্ মুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ” ইতি। যথা হি নদ্যা বেগো বর্ষাস্বতিপ্রবলতয়া লোকবেদবিরোধপ্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি-গর্ত্তে পাতয়িত্বা মজ্জয়তি চাধো নয়তি চ, তথা কাম ক্রোধয়োরপি বেগো বিষয়াভিধ্যানাভ্যাসেন বর্ষাকালস্থানীয়েনাতিপ্রবলো লোকবেদবিরোধ-প্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি বিষয়গর্ত্তে পাতয়িত্বা সংসারসমুদ্রে মজ্জয়তি চাধো মহানরকান্ নয়তি চেতি বেগপদপ্রয়োগেণ সূচিতম্॥ ২৩॥

যিনি, এই দেহে, মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত [অর্থাৎ যাবজ্জীবন] কাম ক্রোধ জাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পরেন তিনিই যোগী, তিনিই সুখী, তিনিই মানুষ অথবা মৃত্যুর পরে যুবতী ভর্য্যা কর্ত্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইলেও পুত্রাদি কর্ত্তৃক দহ্যমান হইলেও যেমন সেই মৃত দেহ কাম ক্রোধ বেগ অগ্রাহ্য করে সেইরূপ জীবিত থাকিয়াও যিনি সহ্য করিতে পাঁরেন তিনিই মুক্ত পুরুষ॥ ২৩॥

অর্জ্জুন—এই স্পর্শ সুখাভিলাষ—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় স্পর্শ করিবার প্রবল বাসনা ইহাত দেখিতেছি শ্রেয়োমার্গের নিতান্ত প্রতিপক্ষী—বড়ই ভয়ানক দোষ এই ভোগ বাসনা—ইহা দ্বারাই সমস্ত অনর্থ ঘটে অথচ ইহা দুর্নিবার্য্য। ইহার পরিহার জন্য অত্যন্ত যত্ন করাই কর্ত্তব্য। কিরূপ যত্ন করিলে ভোগ কামনা একেবারে দূর হয় তাহাই আবার বল।

ভগবান্—কাম এবং ক্রোধ মুক্তির চির শত্রু। এই শত্রু দমণ করিলেই জীবন্মুক্ত হওয়া যায়।

অর্জ্জুন্—কাম কি? কিরূপেই বা কাম মুক্তিকামী পুরুষের বিরোধী?

ভগবান্—নরনারীর পরস্পর মিশ্রণ জনিত যে সুখাভিলাষ ইহাই কাম শব্দের রূঢ় অর্থ। এখানে কিন্তু কাম অর্থে কামনা। বিষয় অনুকুল হইলেই সুখের হেতু হয়। অনুকূল. বিষয় দেখা, তাহার কথা শুনা, তাহার কথা মনে মনে স্মরণ করা, তাহার গুণ অনুসন্ধান এই সমস্ত একবার হইলে আবার পুন: পুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। সেই অভ্যাস দ্বারা তাঁহার উপর অত্যাসক্তি জন্মে। অত্যাসক্তি জন্য যে অভিলাষ, তৃষ্ণা বা লোভ তাহার নাম কাম। আবার বিষয় প্রতিকূল হইলে দুঃখ। প্রতিকূল বিষয় দর্শনে, তাহার বিষয় শ্রবণে, মনে মনে স্মরণে, অথবা তাহার দোষানুসন্ধান অভ্যাস করিতে করিতে. যে প্রজ্বলনাত্মক দ্বেষ বা মন্যু জন্মে

তাহাই ক্রোধ। কামজনিত বেগের উদয় হইলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, নেত্র ও বদন হৃষ্ট হয়। এই সমস্ত চিহ্ন দ্বারা অন্তঃ করণের ক্ষোভকর কাম পরিচিত; ক্রোধ জনিত বেগে গাত্রে কম্প হয়, স্বেদ হয় নেত্রাদি রক্তবর্ণ হয়। ∴ কাম ও ক্রোধের বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য।

কাম ক্রোধ উৎকট হইলে লোকে সমাজ, ধর্ম্ম, শাস্ত্র, কিছুই মানে না। তখন কাম ক্রোধের বেগ জানা যায়। বর্ষাকালে নদীর বেগের মত এই কাম সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। যিনি বিষয় দোষ দর্শন জনিত বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়াছেন, আরাধ্য বস্তু হইতে মন কদাচিৎ সরিয়া আসিয়া যদি বিষয়ে পড়ে তাহা হইলে যাঁহার বিষয় দোষ দৃষ্টি এত প্রবল হয় যে সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার চক্ষে রক্ত মাংস শুক্র শোণিত ভিন্ন কিছুই বোধ হয় না, অথবা যাঁহার উপাস্য বস্তুতে চিত্ত এতই সংলগ্ন যে যাহা চক্ষে পড়ে তাহাকেই সেই অমৃতময় পুরুষ বলিয়া মনে হয়, এইরূপ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। কাম ও ক্রোধ জীবন্মুক্তের মহাশত্রু। সেই জন্য কাম ক্রোধের বেগ মনে উদয় হইলেই যিনি চিত্তকে আরাধ্য বস্তুতে তুলিতে পারেন, কাম ক্রোধের বেগ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত না আসিতে আসিতে যিনি ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইতে পারেন, এই জীবনেই যিনি উহা অভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন তিনিই যথার্থ মনুষ্য। মৃত দেহে যুবতীর আলিঙ্গন যেমন নিস্ফল, অথবা মৃত পিতাকে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিলে ও যেমন পুত্রের প্রতি পিতার ক্রোধ হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি কাম ক্রোধ সম্বন্ধে জীয়ন্তে মরা তিনিই যথার্থ পুরুষ। নতুবা কাম ক্রোধ যুক্ত মনুষ্যকে মানব-পশু বলিলেও ক্ষতি নাই ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

শ শ রা
যঃ অন্তঃ সুখঃ অন্তঃ আত্মনি সুখং যস্য সঃ বাহ্যবিষয়ানুভবং
রা ম
সর্ব্বং বিহায় আত্মানুভবৈক সুখঃ অন্তরারামঃ অন্তঃ আত্মন্যেব নতু
ম
স্ত্র্যাদিবিষয়েবাহ্যসুখ সাধনে আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যস্য সঃ তথা
ম ম
যঃ অন্তর্জ্জ্যোতিঃ এব অন্তরেব আত্মনি জ্জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানং যস্য সঃ ন
শ্রী ম শ্রী শ্রী শ
গীত নৃত্যাদিষু সঃ যোগী সমাহিতঃ ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ইহজীব-

শ নী নী শ শ
ন্যেব ব্রহ্মভাবং গতঃ সন্ ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নিবৃত্তিং মোক্ষং
ম ম
অধিগচ্ছতি নিত্য প্রাপ্তমেব প্রাপ্নোতি । ২৪ ॥

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া আবার আত্মাতেই যাঁহার জ্ঞান দৃষ্টি, সেই যোগীই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই [সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি রূপ] মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

অর্জ্জুন—শুধু কাম ক্রোধের বেগ সহন করিতে পারিলেই কি সব হইয়াগেল ?

ভগবান্—আত্মানন্দ অনুভব না করিলে কাম ক্রোধ সম্ভূত বেগ কখন স্থায়ী রূপে সম্বরণ করা যায় না । আত্মসুখে মগ্ন বলিয়া বাহ্য সুখে যাহার দৃষ্টি নাই, ব্রহ্মে রমণ করেন বলিয়া যাহারা স্ত্রী প্রভৃতি সুখের বস্তুতে প্রীতিনাই, আপনা হইতে আগত কোকিলাদির মধুর শব্দ শ্রবণ, মন্দ পবন সংস্পর্শ, নব চন্দ্রোদয়, ময়ূর নৃত্যাদি দর্শন, অতি মধুর শীতল গন্ধোদক পান, কেতকী কুসুম সৌরভাদি আঘ্রাণ, ইত্যাদি ইতর সুখ যাহার সম্বন্ধে এক প্রবল ব্রহ্মানন্দে অন্তর্হিত তিনিই প্রকৃত যোগী । এই জীবনেই তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ ॥ ২৫ ॥

ম আ আ শ
ক্ষীণকল্মষাঃ প্রথমং যজ্ঞাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ক্ষীণ পাপাদি
শ ম ম ম ম
দোষাঃ অতোঽন্তঃকরণশুদ্ধা ঋষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তু বিবেচনসমর্থাঃ সন্ন্যাসিনঃ
ম ম ম
ততঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণ ছিন্নদ্বৈধাঃ নিবৃত্তসর্ব্বসংশয়াঃ ততো
ম ম ম
নিদিধ্যাসনপরিপাকেণ যতাত্মানঃ পরমাত্মন্যেবৈকাগ্রচিত্তাঃ
ম রা
সর্ব্বভূত হিতেরতাঃ দ্বৈতাদর্শনেন আত্মবৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতেষু
রা ম শ্রী ন
নিরতাঃ হিংসাশূন্যাঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে । "যস্মিন্ সর্ব্বাণি

ম
ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্ব-
ম
মনুপশ্যতঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

যাঁহারা নিষ্পাপ, যাঁহারা [সম্যগ্‌দর্শী] ঋষি যাঁহারা সংশয় শূন্য, যাঁহারা একাগ্র চিত্ত এবং যাঁহারা সর্ব্বভূতানুকম্পী তাঁহারাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—শুধু কাম ক্রোধের বেগ সহন করিলেইত মুক্তি হইবে না কিন্তু অন্তঃসুখ অন্তরারাম এবং অন্তর্জ্জ্যোতি হইতে হইবে ইহাইত বলিতেছ। পাপ শূন্য সর্ব্বভূতানুকম্পী সম্যগ্‌দর্শী ঋষি দিগের অবস্থা আবার বল।

ভগবান্—প্রথমতঃ নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ ও মনের বিকার কাটান আবশ্যক, ইহা অভ্যস্ত হইলে পাপ ক্ষয় হইল। তৎপরে উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয় তখন সূক্ষ্ম বস্তু বিবেচনা করিবার সামর্থ্য জন্মে। ইহাই কর্ম্ম ত্যাগের অবস্থা। কর্ম্ম সন্ন্যাসের পর শ্রবণ মননাদি পরিপাক বশতঃ পরমাত্মাতে চিত্তের একাগ্রতা লাভহয়। ঈশ্বরে চিত্ত একাগ্র হইলে দ্বৈতদর্শন থাকে না সর্ব্বভূতহিতে রত হয়। এই ক্রম অনুসারে চলিলেই চিত্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া শান্ত হয়। শ্রুতি বলেন” যখন সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয় তখন শোক মোহাদি কিছুই থাকে না সমস্তই এক মনে হয়। এইরূপে বুঝিবে সমচিত্ত পুরুষের নিকট কেহ শত্রুও নাই, মিত্রও নাই। কিছু প্রিয় ও নাই অপ্রিয় ও নাই। সব আনন্দ ময়। এই যে সাধনার ক্রম বলিলাম ইহা প্রতিদিন অভ্যাস করা উচিত যতক্ষণ না পাপ ক্ষয় হয়, ততক্ষণ চিত্ত লয় বিক্ষেপ যুক্ত থাকে। নিত্য ক্রিয়াতে, যাতে পার তাতে ইহা দমন কর। পরে পরে সমস্ত ক্রম গুলি অভ্যাস কর। যতক্ষণ না পার ততক্ষণ ইহার যে বিঘ্ন তাহা দুর কর ইহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। চিত্তের স্পন্দন হউক অথবা স্পন্দন না হউক—সমস্তই ব্রহ্ম এই ভাবনা করিয়া এই উভয় অবস্থাতে একরূপ থাকাই চরম কথা। এই অবস্থা যখন আয়ত্তাধীন হইল তখন অন্তরারাম হইয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্যে স্পন্দিত হইলেও কোন অনিষ্ট নাই ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

ম
কামক্রোধ বিমুক্তানাং কামক্রোধয়োর্ব্বিয়োগ স্তদনুৎপত্তিরেব
ম ম ম
তদ্‌যুক্তানাং অতএব যতচেতসাং সংযতচিত্তানাং যতীনাং যত্নশীলানাং

ম ম ম
সন্ন্যাসিনাং বিদিতাত্মনাং সাক্ষাৎকৃতপরমাত্মনাং অভিতঃ উভয়তো
ম ম রা
জীবতাং মৃতানাঞ্চ তেষাং ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং বর্ত্ততে এবম্ভূতানং হস্তস্থং
হ হ
ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যর্থঃ। অতঃ কর্ম্মযোগশ্চেশ্বরার্পিত সর্ব্বভাবেনেশ্বরে
হ
ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারেণ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ ক্রমেণ
হ
মোক্ষয়েতি ভগবান্ পদেপদে ব্রবীতীহ বক্ষ্যতি চ ॥ ২৬ ॥

যাঁহাদের হৃদয়ে কাম ক্রোধ উৎপন্ন হয়না, যাঁহারা সংযতচেতা এবং যে সন্ন্যাসীগণ আত্মসাক্ষাৎ কারবান্, তাঁহাদের উভয় লোকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ আছে [অর্থাৎ তাঁহারা যে কেবল দেহান্তেই মুক্ত এরূপ নহে, কিন্তু তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেও মুক্ত] ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন—ইহাঁরা কি চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া যান? এই জীবনে ও মুক্ত?

ভগবান্—পূর্ব্বে বলিয়াছি কাম ক্রোধের বেগ দমনের কি ফল। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ে আর কাম ক্রোধাদির উৎপত্তিই হয়না, যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মে লাগিয়া রহিয়াছে—যাঁহাদের আত্মায় ও পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞান তাঁহারা সদ্যোমুক্ত। এই জীবনেই মুক্ত—মৃত্যু ত তাঁহাদের নাই।

অর্জ্জুন—তুমি বহুবার ধরিয়া একটি সাধনা বলিতেছ।

ভগবান্—হাঁ। যে সমস্ত সন্ন্যাসীর সম্যগ্‌দর্শনে নিষ্ঠা জন্মে তাঁহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। কিন্তু কর্ম্মযোগী সর্ব্বভাবে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ করিয়া করিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্ম করেন তাহাতে ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি লাভ হয়, পরে জ্ঞান প্রাপ্তি, পরে সর্ব্বকর্ম্মন্যাস, এইরূপ ক্রমে মোক্ষলাভ হয়। এক্ষণে সম্যগ্‌দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন যে ধ্যান যোগ তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছি। ।২৬।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাং শ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

শ ম ব
স্পর্শান্ শব্দাদীন্ বাহ্যান্ বহির্ভাবানপি স্মৃতাঃ সন্তো মনসি
ব ম ম শ্রী শ্রী ব
প্রবিশন্তি—তান্ পুনঃ বহিঃকৃত্বা তাং স্তচ্চিন্তাত্যাগেন তাংস্তৎ স্মৃতি-
ব ব ব
পরিত্যাগেন বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্যেত্যর্থঃ। বাহ্যানান্তু
ম
রাগবশাদন্তপ্রবিষ্টানাং বৈরাগ্যেণ বহির্গমনং সম্ভবতীতি বদিতুং
ম
বাহ্যানিতি বিশেষণম্। তদনেন বৈরাগ্যমুক্ত্বা অভ্যাসমাহ চক্ষুশ্চ
শ্রী ম শ্রী
ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়ো র্নিমীলনে নিদ্রয়া
ম
মনোলীয়ন্তে, উন্মীলনে চ বহি প্রসরতি, তদুভয়দোষপরিহারার্থ-
শ্রী নী
মর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। চ শব্দো বার্থে,
চক্ষুরেব বা ভ্রুবোরন্তরে কুর্য্যাৎ, খেচরীমুদ্রামভ্যসেদিত্যর্থঃ। সাচো-
ম
ক্তা যোগসারে “লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে জিহ্বাং ব্যাবৃত্ত ধারয়েৎ
ম
দৃঢ়াসনশ্চিরং তিষ্ঠেৎ মুদ্রৈষা খেচরী মতা। ভ্রূমধ্য দৃষ্টীরপ্যেষা
ম
মহাদেবেন কীর্ত্তিতা”। ইতি ভ্রুবোরন্তর্গতাদৃষ্টীর্ম্মুদ্রাভবতি খেচরী”
ম ম ম
ইতি বা। তথা প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যাবূদ্ধাধোগতিবিচ্ছেদেন
ম ম
নাসাভ্যন্তরচারিণৌ কুম্ভকেন কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ যতা
ব ব
আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য সঃ। তথা মোক্ষ
ব ব ম ম শ্রী
পরায়ণঃ মোক্ষৈক প্রয়োজনঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তা অতএব বিগতেচ্ছা-

ম ম ব
ভয়ক্রোধঃ বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ যঃ মুনি সন্ন্যাসী আত্মমননশীলঃ স
ব ব ব শ্রী
সদা সর্ব্বদা সাধন কালেঽপি জীবন্নপি যুক্তএব ॥ ২৭। ২৮ ॥

স্পর্শাদি বাহ্যবিষয়কে [মন হইতে] বহিষ্কৃত করিয়া চক্ষুদ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া, প্রাণাপান বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগতি সমান করিয়া, উহাদিগকে নাসাভ্যন্তর সঞ্চরণশীল করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযম করেন, এবং যিনি মোক্ষপরায়ণ, ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-শূন্য আত্মমননশীল তিনি সর্ব্বদা মুক্ত ॥২৭। ২৮॥

অর্জ্জুন—সম্যগ্ দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধনইত ধ্যান যোগ। এই ধ্যান যোগ লাভ করিবার জন্য কি করিতে হইবে ?

ভগবান্—প্রথমে বিষয় দোষ দৃষ্টি অভ্যাস কর। বৈরাগ্য না জন্মিলে মন হইতে রূপরসাদি বিষয় চিন্তা দূর করিতে পারিবে না। বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসও অবলম্বন করিতে হয়।

অর্জ্জুন—অভ্যাস কিরূপ ?

ভগবান্—কপাল কুহরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া ঊর্দ্ধ নেত্রে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে হয়। ইহা খেচরী মুদ্রা "ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টি মুদ্রাভবতি খেচরী" অমৃতবিন্দু উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। এই সঙ্গে কুম্ভক অভ্যাস দ্বারা প্রাণ বায়ুর ঊর্দ্ধ্ব গতিরোধ ও অপান বায়ুর অধোগতি রোধ দ্বারা সমান করিতে পারিলে স্থির চিত্ত হয়। তখন ইচ্ছা ভয়, ক্রোধ দূর হয় এবং সাধক মুক্তি লাভ করেন।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বেও একরূপ সাধনের কথা বলিয়াছ এখন আর একরূপ বলিলে। এই দুই প্রকার সাধনা পরিষ্কার করিয়া বল ?

ভগবান্—প্রথম সাধনা ভগবৎ প্রীতিজন্য কর্ম্মানুষ্ঠান কে নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাসে চিত্ত শুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধি হইলে কর্ম্ম সন্ন্যাস হয়। সন্ন্যাস লাভ হইলে শ্রবণ. মনন, নিদিধ্যাসন, অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হয়। সাংখ্যজ্ঞান লাভ জন্য প্রথম হইতে কার্য্য এই সমস্ত।

দ্বিতীয় সাধনাঃ—(১) বাহিরের ইন্দ্রিয় রোধ করিলেও মনে মনে বিষয় চিন্তা হয়। মনকে বিষয় চিন্তা হইতে পরিত্রাণের উপায় ২ টী। (১) বৈরাগ্য। (২) অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ বিষয় দোষ দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে বিষয়ের আসক্তি ছুটিয়া যায়। কিন্তু তথাপি ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত রাখিতে অভ্যাস করিতে গেলে নানা প্রকার অন্তরায় ঘটে। অন্তরায় ৯টী তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলি এই—দেহের ব্যাধি। আমি জীবন্মুক্ত হইতে পারিব কিনা সংশয়। তমোগুণে শরীর ও মনের জাড্য, অবিরামে বিষয় চিন্তা, কোন অবস্থা লাভ করিয়াও তাহাতে

স্থিতি লাভ করিতে না পারা এই সমস্ত কারণে চিত্তের বিক্ষেপ হয়। তখন চিত্তে নানা রূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়। প্রথম ইচ্ছা মত কার্য্য করিতে না পারায় চিত্তক্ষোভ, দ্বিতীয় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলেই শ্বাস প্রশ্বাসের চাঞ্চল্য, পরে অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়। চিত্তকে প্রসন্ন রাখিলে জড়তা, আলস্য, অনিচ্ছা ইত্যাদি দূর হয়। চিত্তকে প্রসন্ন করিবার জন্য সকল প্রাণীতে এমন কি সকল বস্তুতে ঈশ্বর ভাবনা করিতে হয়। ঈশ্বর এই সমস্ত সাজিয়া আছেন ইহা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ করিতে হয়। সাধনকালে প্রথমেই ঈশ্বর বাচক প্রণব জপ করিতে হয়। এবং সর্ব্বদা প্রণবপুটিত ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ রাখিতে হয়। মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন থাকে। আবার মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারাও চিত্ত প্রসন্ন থাকে অর্থাৎ সুখী ব্যক্তির সুখ দেখিয়া সুখবোধ করার নাম মৈত্রী। দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া তন্নিবারণ জন্য ভগবান স্মরণে যথাসাধ্য সাহার্য্য করাই করুণা। পুণ্যবানের পুণ্য অনুমোদনে হর্ষলাভ করাই মুদিতা আর পাপী ব্যক্তিকে উপেক্ষা না করিয়া ঐ ব্যক্তির পাপ কর্ম্মে ঔদাসীন্যই উপেক্ষা। চিত্ত প্রসন্ন করিয়া পরে খেচরী মুদ্রা অবলম্বনে প্রাণায়াম অভ্যাস। কপাল কুহরে জিহ্বা, ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধ নিমিলিত চক্ষু, প্রাণাপানের গতিরোধ জন্য কুম্ভক অভ্যাস। প্রাণায়াম অভ্যাসে বাহ্য বিষয় ও তাহার মানসিক সংস্কার হইতে চিত্ত সংযত হয়। তৎপরে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত স্থির জন্য অন্তরে অথবা প্রতিমা বা স্থূল পদার্থে চক্ষু স্থির করিয়া উপাস্যের ধ্যান আবশ্যক। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বরূপের চিন্তা দ্বারা উপাস্যের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাবনা করা আবশ্যক। এই ধারণা দ্বারা মন ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত হইয়া স্থির হইলেই আপন সর্ব্ব ব্যাপিত্বে পরিণত হয়। যাহাতেই কেন একাগ্র হউক না তাহাতেই স্বরূপ দর্শন হয়; সকল বস্তুর স্বরূপই ব্রহ্ম। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ক্রমগুলি আরও সহজ করিয়া বলি শুন! ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত ধারনা দৃঢ় হইলে প্রথমে 'সেই সব,' পরে 'সেই আমি,' পরে আমিই সব এইরূপ ভাবনা প্রবাহ যখন চলিতে থাকে তখন সানন্দ সমাধি আইসে, পরে আমিই আমি যখন এইরূপ ভাবনা হয় তখন অস্মিতা সমাধি। কিন্তু এই সমাধি দ্বারা জনন, মরণ, নিবারণ হয় না। দেহ বিলয়ে এইরূপ যোগী অন্য জন্ম লাভ করিয়াই সমাধি সিদ্ধ হয়েন। পূর্ব্বোক্ত সমাধিতে সদ্যোমুক্তি হয়না। সদ্যোমুক্তি জন্য 'অস্মি' ইহার ভাব যে অস্মিতা ইহাও যখন না থাকে তখনই ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয় অর্থাৎ মেঘ হইতে জল ধাবার মত আনন্দ ধারা যোগীকে সর্ব্বদা সুখদিতে থাকে। ইহাতেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

অর্জ্জুন— তুমিত এখানে অষ্টাঙ্গ যোগের তত্ত্ব বলিতেছ ?

ভগবান্—হাঁ তাহাই। ইহাতে সাঙ্খ্য ও যোগ উভয়ই মিশ্রিত আছে। ২০।২৮ শ্লোকে যোগেরতত্ত্ব বলিলাম। ২৯ শ্লোকে যোগের ফল যে আত্মজ্ঞান তাহাই বলিব।

অর্জ্জুন—এই তিন শ্লোকে সম্যগ্দর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন যে ধ্যান তজ্জন্য কিকি করিতে বলিতেছ সংক্ষেপে আর একবার বল।

ভগবান্—আমি এই তিন শ্লোকে যাহা বলিলাম তাহার ক্রম শুন। অত্র উত্তরার্দ্ধেন প্রাণায়াম উক্তঃ, স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যানিতি প্রত্যাহার উক্তঃ, ভ্রুবোরন্তরে চক্ষুঃকৃত্বেতি ধারণা

উক্তা, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইতি সাধনভূতাঃ ফলভূতাশ্চ দ্বিবিধা যমা নিয়মাশ্চ উক্তাঃ যতেন্দ্রিয় ইতি বিতর্কাখ্যঃসম্প্রজ্ঞাতঃ, যতমন ইতি বিচারাখ্যঃ, যতবুদ্ধিরিত্যানন্দাস্মিতাখ্যো, মোক্ষপরায়ণ ইত্যসম্প্রজ্ঞাত উক্তঃ, শেষেণ যোগফলমিতি বিভাগঃ। প্রথমাংশে প্রাণায়াম, দ্বিতীয়ে প্রত্যাহার, তৃতীয়ে ধারণা, ৪র্থে যম নিয়ম, ৫মে বিতর্ক নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ৬ষ্ঠে বিচার নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সপ্তমে অস্মিতা, ৮মে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এবং শেষে যোগের ফল। ইহাতে সব বলা হইল।

অর্জ্জুন—২৮ শ্লোকের শেষে বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ বলিয়া উপসংহার করিতেছ ইহাই মুক্ত হইতে হইলে হইতে হইবে ?

ভগবান্—যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি এবং বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ ইহাই সমস্ত সাধনার ফল। বিগতেচ্ছ, বিগতভয়, বিগতক্রোধ কোন্ উপায়ে হয় লক্ষ্য কর। প্রধানতঃ হিংসা, অনৃত (মিথ্যা), স্তেয় (চুরি), আর স্ত্রীলোকসঙ্গ এবং পরিগ্রহ (দানগ্রহণ) এই সমস্ত বাসনা থাকিলে বিগতেচ্ছ হওয়া যায় না। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যম অভ্যাস প্রথম কার্য্য বলিতেছেন। এইরূপ বিগতভয় হইবার জন্য "শৌচসন্তোষস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" অর্থাৎ শুচি থাকা, সন্তোষ থাকা, বেদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা এবং সর্ব্বদা ঈশ্বর অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেছি অভ্যাস ইহাই নিয়ম। আবার বিগতক্রোধ হইবার জন্য "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" পূর্ব্বে ইহাদের কথা বলিয়াছি। এই সমস্ত সাধনা দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া পরে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিবার জন্য বৈরাগ্যচিন্তা এবং কপালকুহরে জিহ্বা তুলিয়া, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণায়াম ও কুম্ভক অভ্যাস কর। পরে ভক্তিযোগ ও গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি বিচার শ্রবণ করিলে তত্ত্বের সহিত আত্মাকে জানিয়া মুক্ত হইবে।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

শ শ
মাং যজ্ঞতপসাং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ
ম ম ম
ভোক্তারং ভোগকর্ত্তারং পালকমিতিবা সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং
শ ম ম ব
লোকানাং মহান্তমীশ্বরং হিরণ্যগর্ভাদীনামপি নিয়ন্তারং বিধিরুদ্রাদীনামপি
ব
মহেশ্বরং "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং" ইতিশ্রুতেঃ,

শ
সর্ব্ব ভূতানাং সুহৃদং সর্ব্ব প্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং
শ ম শ
সর্ব্ব ভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বাত্মানং নারায়ণং
ম ম নী নী শ
জ্ঞাত্বা আত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য মদ্ভাবং প্রাপ্য শান্তিং সর্ব্বসংসারোপ-
শ ম শ
রতিং মুক্তিং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

তিনি আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সমূহের ভোক্তা, [বিধিরুদ্রাদি] সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের সুহৃদ্ জানিয়া পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ২৯ ।

অর্জ্জুন—পূর্ব্ব শ্লোকে যে সাধনার কথা বলিলে—অর্থাৎ বিষয়দোষদর্শনরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া চিত্তকে সাধনায় উৎসাহান্বিত করা প্রথম, পরে বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ হইবার জন্য যম নিয়ম ও চিত্তের সমতা অভ্যাস, পরে "যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ" হইবার জন্য সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আবার প্রত্যাহার, পরে চক্ষুকে ভ্রূমধ্যে স্থাপন, পরে প্রাণায়াম ও কুম্ভক অভ্যাস, এই সমস্ত সাধনা দ্বারা ত যোগযুক্ত বা সমাহিতচিত্ত হওয়া গেল—ইহা হইলেই কি সব হইল ?

ভগবান্—না। চিত্তকে সমাহিত করিলেই হইল না। শুধু যোগ দ্বারা চিত্ত সমাহিত হইল বটে, কিন্তু আমাকে জানা চাই। নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ, ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণ ইতি। আমার জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত হইবেনা।

অর্জ্জুন—" নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্', পূর্ব্বে ৫।১৩ শ্লোকে এই ভাবে তোমাকে জানিতে হইবে ইহাত বলিয়াছ। সংযতচিত্ত হইয়া ঐ ভাবে তোমাকে জানিলেই কি হইবে ?

ভগবান্—আমার "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ " ভাবটিই আমার নির্গুণভাব—এইটি নিরুপাধিক ভাব। এইটি কিছুতেই জানা যায় না যদি আমার সগুণ ভাব বা সোপাধিক ভাবটি অগ্রে জানিয়া উপাসনা করা না যায়। শাস্ত্রে আমার এই দুই ভাবেরই উল্লেখ আছে। "সোপাধিনির্রুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নীরূপাখ্যোঽনুপাধিকঃ" ইতি বার্ত্তিকসারে।

তুমি আমার নির্গুণ ভাবটি প্রথমেই ধরিতে যাইও না। আমি সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার কর্ত্তা, আমিই দেবতারূপে ভোগকর্ত্তা, আমিই পালন কর্ত্তা, আমিই রক্ষাকর্ত্তা, আমিই নিয়ন্তা, আমিই সকল জীবের একমাত্র সুহৃৎ—আমি কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা না করিয়া জীবের মঙ্গল করি—আমাকে এই ভাবে জানিয়া তুমি সমস্ত কর্ম্ম কর। আমিই মাতা, আমিই পিতা, আমিই সখা, আমিই সুহৃৎ, আমিই ভ্রাতা, আমিই স্বামী, আমিই সর্ব্বেশ্বর, আমিই প্রাণেশ্বর—

এইভাবে আমাকে জানিয়া ভিতরের সাধনা-মানসপূজা, জপ, স্বাধ্যায়, প্রাণায়াম, কুম্ভক, আত্মবিচার সমস্তই আমার আশ্রয়ে থাকিয়া—আমাকে ডাকিতে ডাকিতে আমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিতে করিতে অভ্যাস করিতে থাক এবং বাহিরে আমি বোধে সর্ব্বজীবের যথাসাধ্য সেবা, যথাপ্রাপ্ত সর্ব্বজীবকে দয়া করিতে থাক—এই ভিতরের বাহিরের কার্য্যে তুমি অনুভব করিতে পারিবে আমিই তোমার একমাত্র সুহৃৎ—আমিই তোমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আমি ভিন্ন আর কেহই তোমার সংসারসাগরপারের কর্ত্তা নাই—কেহই তোমার ভবপারের কাণ্ডারী নাই—আমি তোমার হৃদয়ের রাজা। ইহাই তুমি অনুভব কর। এই অনুভব আসিলে তবে ঈশ্বর সহিত আমার নিরুপাধিক ভাব অনুভব করিয়া মুক্ত হইবে। তখন সমস্তই তোমার আয়ত্তাধীন হইবে। মুক্ত হইয়া যেমন ভাবে ইচ্ছা তুমি আমায় লইয়া থাকিবে।

এইজন্য জীব প্রথমে আমার আশ্রয়ে আসিয়া কর্ম্ম করুক, সর্ব্বদা আমায় স্মরণ করুক সন্ধ্যাবন্দনাদিকালে নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে "তুমি এস" বলিয়া নিরন্তর আমাকে ডাকুক। আমি দেখা দিয়া থাকি তাহাকেও দিব, এই বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা নাম জপাদি দ্বারা আমাকে স্মরণ করুক। অন্য সমস্ত আমিই করিয়া দিব।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং। ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
সন্ন্যাসযোগোনাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীআত্মারামায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানযোগঃ।

শ্রী
চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥ শ্রী
ম
যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতম্।
ম
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

শ
অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য
শ
সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ "স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ" ইত্যাদয় উপদিষ্টা স্তেষাং
শ
বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে; অত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং
শ
কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং
শ
শ
কর্ম্মেতি অতস্তৎ স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ ফলং

শ শ শ

অনাশ্রিতঃ সন্ কর্ম্মফলতৃষ্ণারহিতঃ সন্—যো হি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্

শ শ

স কর্ম্মফলমাশ্রিতোভবতি অয়ন্তু তদ্বিপরীতোঽতোঽনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং

শ শ শ শ

এবম্ভূতঃ সন্ যঃ ঈদৃশঃ কর্ম্মী কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীত-

শ শ

মগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি সঃ কর্ম্মান্তরেভ্যো বিশি-

শ শ

ষ্যত ইত্যেবমর্থমাহ—স সন্ন্যাসীচ যোগীচেতি। সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ

শ

স যস্যাস্তি স সন্ন্যাসী, যোগীচ যোগশ্চিত্তসমাধানং স যস্যাস্তি স যোগী

শ শ

চেত্যেবংগুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ ন কেবলং নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়

শ শ শ শ

এব সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ

ম শ

স নিরগ্নিঃ অগ্নিসাধ্যশ্রৌতকর্ম্মত্যাগী। অক্রিয়শ্চ অনগ্নিসাধনা

শ ম

অপবিদ্যমানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ অগ্নিনিরপেক্ষ-

শ শ

স্মার্ত্তক্রিয়াত্যাগী। ননু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু

শ

সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধম্, কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং

শ

যোগিত্বঞ্চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি? নৈষ দোষঃ কয়াচিদ্ গুণবৃত্ত্যোভয়স্য

শ

সম্পিপাদয়িষিতত্বাৎ তৎ কথং কর্ম্মফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসিত্বং

শ

যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ

শ

পরিত্যাগাদ্যোগিত্বঞ্চেতি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন! কর্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তিনিও সন্ন্যাসী এবং যোগী। শুধু কেবল অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতকর্ম্মত্যাগী এবং অগ্নিনিরপেক্ষ তপোদানাদি স্মার্ত্তক্রিয়াত্যাগীই যে সন্ন্যাসী ও যোগী তাহা নহে ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা বলিতে যাইতেছ। ধ্যানযোগের অন্তরঙ্গ সাধন ৫ অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকে বলিয়াছ। এখন ইহার বহিরঙ্গ সাধনের কথাও বলিতে হইবে। ধ্যানযোগ অভ্যাস কে পারিবে এবং যে পারিবেনা কি করিলে সে পারিবে এ সমস্ত কথা পরে শুনিব কিন্তু প্রথম হইতে এই যে ছয় অধ্যায় পর্য্যন্ত বহুবিধ যোগের আলোচনা করিলে এই সমস্ত অধ্যায়ের সম্বন্ধ আর একবার সংক্ষেপে দেখাইয়া দিলে হয়না?

ভগবান্—পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে বলিলে ইহা তুমি বুঝিতে পারিতে সেইরূপে একবার বলিয়াছি। এখন সেই কথাই এই অবস্থায় বুঝিবার মত করিয়া আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথম অধ্যায়ের শেষ কথা "শোকসংবিগ্নমানসঃ"। যাঁহাদের শোক একটুতেই হয় আবার একটুতেই যায়, তাঁহারা সাধনারাজ্যে আসেন নাই। জন্ম মরণ হইতে মুক্তি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা শোকগিয়াছে বলিয়া মনে করেন না তাঁহারাই সাধনার ভিত্তিভূমিতে দণ্ডায়মান। ইহারই জন্য "বিষাদযোগ"। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ কথা "ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি" ব্রহ্মনির্ব্বাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত শোকের চিরশান্তি কিছুতেই হইবেনা। শ্রুতি বলেন "তরতিশোকমাত্মবিৎ" যিনি আত্মবিৎ—যিনি আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়াছেন, যিনি আপনাকে জানিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়াছেন তিনিই মৃত্যুসংসাররূপ শোকসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। ইহারই জন্য "সাংখ্যযোগ"। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ কথা "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং"। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ জন্য কামশত্রুকে জয় করিতে হইবে। কামনা জয়ের জন্য "কর্ম্মযোগ"। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ কথা "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত"। কামনাজয় জন্য লৌকিক কর্ম্ম গুলি মাত্র নিষ্কামভাবে আমাতে অর্পণ করিলেই হইবেনা। ইহাতে আংশিক কামনা জয় হইবে। কিন্তু পূর্ণভাবে কামনা জয় করিতে হইলে গীতোক্ত যোগসাধনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমি "অজ" হইয়াও জন্মগ্রহণ করি কেন, আমি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হইনা কিরূপে—কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখি কিরূপে, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখি কিরূপে—এই সমস্ত জ্ঞানালোচনা দ্বারা হৃদয়ের সংশয় সমস্ত দূর করিতে হইবে। জ্ঞান কথাটি বহু অর্থে প্রয়োগ হয়। যে যে উপায়ে জ্ঞান লাভ হয় তাহাকেও জ্ঞান বলে। জ্ঞানের সাধনকেও জ্ঞান বলে। ত্রয়োদশ অধ্যায়েও ইহা আলোচনা করিব। এই কর্ম্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সংশয় ছেদের জন্য "জ্ঞানযোগ"। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ কথা "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি"। যোগ সাধনার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাকে সর্ব্বভূতের সুহৃৎ জানিয়া আমার আশ্রয়ে আসিয়া গীতোক্ত যোগসাধনা করিবে। ইহারই জন্য "সন্ন্যাসযোগ"। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিব "স মে যুক্ততমো মতঃ"। গীতোক্ত যোগ সাধনা করিয়াও সমস্ত হইলনা। যোগী হইয়াও

যুক্তম হইতে হইবে ইহারই জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে "ধ্যানযোগ" বলিতে যাইতেছি। গীতার অধ্যায় গুলির সুন্দর সম্বন্ধও ভাবিয়া দেখ, গীতাই আমার হৃদয় কেন, অনুভব করিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—তুমি যত বলিতেছ আমি মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি। গীতোক্ত যোগ সাধনা না করিলে যখন পূর্ণভাবে কামনা জয় হইবেনা, কামনা জয় না হইলে যখন আত্ম জ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইবেনা, আবার ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত যখন চিরতরে শোক শান্তি হইবেনা তখন গীতোক্ত যোগটি কি, কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হইলে ইহা সম্পন্ন করা যায় তাহাই ভাল করিয়া বল।

ভগবান্—সমচিত্ত হওয়াই গীতার যোগারূঢ় অবস্থা। "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা" ২।৩৮ "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে" ২।৪৮ "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" ২।৫০ "প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে" ইত্যাদি শ্লোকে সমচিত্ত বা প্রসন্নচিত্ত হওয়াই যে যোগ ইহা বলিয়াছি। চিত্ত যাঁহার সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি পরমশান্ত পরমপদে সর্ব্বদা অবস্থিত। প্রথমে সন্ন্যাস লইয়া চিত্তকে আত্মসংস্থ করার জন্য একান্তে এই যোগ সাধনা করিতে হইবে। ইহাতেও স্থায়ীভাবে চিত্তের সমতা হইবেনা, যতক্ষণ না যোগী "মদ্গতেনান্তরাত্মনা" হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজনা না করেন। এইরূপ যোগী যুক্তম। ইহার অবস্থাই পূর্ণভাবে সমচিত্ত হওয়ার অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিলে চিত্ত কোন স্পন্দন তুলুক বা না তুলুক চিত্ত সেই পরম শান্তপদ আর ত্যাগ করেনা। ইহাই সর্ব্বত্যাগ বা চিত্তত্যাগ অবস্থা। ইহার পরে জ্ঞাননিষ্ঠা। পরে গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিবাক্য বিচার দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি। তুমি সমচিত্ত হওয়া কত কঠিন ইহা লক্ষ্য করিয়া পরে বলিয়াছ "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন" (৬।৩৩)।—এই যোগ অভ্যাস করিতেই বলিতেছি। এই যোগ সাধনার দুই অঙ্গ। অন্তরঙ্গ সাধনাটি পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বলিয়াছি। বহিরঙ্গ সাধনাটি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মমত কর্ম্ম গুলি নিষ্কাম ভাবে করা। বহিরঙ্গ সাধন না করিয়া অন্তরঙ্গ সাধন হইতে পারেনা।

অর্জ্জুন—অন্তরঙ্গ সাধনার মধ্যে এমন কি আছে যাহা বহিরঙ্গ সাধন না করিলে হইবেনা?

ভগবান্—গীতোক্ত যোগটি আর একবার বলিতেছি মনোযোগ কর—তাহা হইলেই উভয় সাধনাই বুঝিতে পারিবে।

অর্জ্জুন—বল—আমি সম্পূর্ণ মনোযোগের সহিত শুনিতেছি।

ভগবান্—গীতোক্ত যোগ করিতে হইলে (১) "স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্" অর্থাৎ মন হইতে প্রথমেই বিষয় চিন্তা দূর করিতে হইবে। মন যদি বিষয় ভাবনা লইয়া চঞ্চল থাকে তবে যোগ হইতে পারেনা। মন হইতে বিষয় চিন্তা দূর করিতে কে সমর্থ? না যে ব্যক্তি নিদাঘকাল যেমন রস আকর্ষণ দ্বারা জীর্ণ পর্ণকে শুষ্ক করিয়া ফেলে সেইরূপ সমস্ত বিষয়ভোগকে সর্ব্বদা তিরস্কার করিতে করিতে মনকে শনৈঃ শনৈঃ কৃশ করে। যিনি প্রথমে ভোগ কমাইয়া দেন—দিয়াও যখন স্বল্প ভোগও করিতে চান তখন নানা দোষ দেখাইয়া চিত্তকে তিরস্কার করেন সেই ব্যক্তি মন হইতে বিষয় ভাবনা দূর করিতে পারেন।

যিনি একমাত্র আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই লইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না, যিনি দেহকে অনাস্থা করেন, পুত্র দারাদিতে "আমার" বোধ করেন না—যিনি "ইহা আমার শরীর" এই রূপও ভাবনা করেন না তিনি চিত্তকে বিষয় ভাবনা শূন্য করিতে পারেন।

"ইহা আমার" এই ভাবনাই জন্মমৃত্যুদুঃখপ্রদ। সংসারের রম্যতা ও চিরস্থায়িতাতে যে বিশ্বাস—তাহাই আধি ব্যাধির বিলাসভূমি। দেহে আস্থা ত্যাগ, ভোগে রুচি ত্যাগ এবং সংসারে আমি আমার ত্যাগ এই সমস্ত দূর করিতে পারিলেই চিত্ত হইতে বিষয় ভাবনা দূর হইয়া যায়। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মে ইহা অভ্যাস হইতে থাকে, কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিষয়ভাবনা মন হইতে একবারে যাইবেনা। এই জন্য পঞ্চম অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাসযোগ। যাহারা মন হইতে বিষয় ভাবনা দূর করিতে পারেনা—শ্বাসে শ্বাসে ভগবানের নাম বা রূপ, লীলাচিন্তা বা মানস পূজা বা কুম্ভকে জপ ইত্যাদি দ্বারা চিত্তকে ভগবানে একাগ্র করিতে গেলে যাহাদের নানাপ্রকার কথা মনে উঠে—সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সময় যাহাদের সংসারে কত কর্ত্তব্য করা হইলনা বলিয়া নানা চিন্তা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলে—অথবা ভগবান্‌কে ডাকিতে গিয়া যাহারা তমো ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ তন্দ্রাদ্বারা আচ্ছন্ন হয় এরূপ ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধ নহে। ইহারা গীতোক্ত ধ্যানের অন্তরঙ্গ সাধনা যে যোগ সেই যোগ করিতে অসমর্থ। ইহারা ভ্রূমধ্যে চক্ষু স্থির রাখিয়া "চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ" প্রাণাপানসমান করা রূপ যে চিত্তনিরোধ তাহার অভ্যাসে অনুপযোগী। ইহারা গীতোক্ত সমচিত্ততারূপ চিত্তনিরোধ অভ্যাসে চেষ্টা না করিয়া যে কার্য্য করিলে ঐ যোগ সাধনা করা যায় তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। ইহারা যোগারূঢ়ের কার্য্য যে "শম" তাহারা সাধনা করিতে পারিবেনা বলিয়া আরুরুক্ষের পূর্ব্বের সাধনা যে 'নিষ্কাম কর্ম্ম" তাহাই অভ্যাস করিবে। "সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোয়মিতি শব্দিতঃ" সর্ব্বদা বাসনার ত্যাগকে শম বলে। কর্ম্মসন্ন্যাস না হইলে ইহার সাধনা হইবেনা। যে গৃহীর বহুবিধ কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বোধ আছে তাহার গীতোক্ত প্রাণাপানরোধ রূপ যোগসাধনার সময় হয় নাই। এইরূপ ব্যক্তি যোগের অধিকারী হইবার জন্য—মন হইতে বহুবিধ বিষয়ভাবনা বাহির করিয়া দিবার জন্য নিষ্কামকর্ম্ম সাধনা করিবেন। চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি যখন পর্য্যন্ত করিতেছে বিষয়ে রস না পাইলেও নানা ভাবনা যখন ইহাতে উদয় হইতেছে—ভাবনা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সংস্কার চিত্তে উদয় হইয়া যখন চিত্তকে একাগ্র হইতে দিতেছেনা তখন এইরূপ চিত্তকে কর্ম্মশূন্য করিতে যে চেষ্টা করে—এইরূপ চিত্তকে আত্মসংস্থ যে করিতে চায়, তাহার পরিশ্রম কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। অস্থির চিত্ত ব্যক্তিকে প্রথমে কর্ম্মই করিতে হইবে। সে ব্যক্তির চিত্ত ভিতরে আপনা হইতে অশুভ বিষয় চিন্তা করে সে ব্যক্তি বাহিরেও রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া বহু অহিত করিয়া ফেলে বলিয়া তাহাকে ভিতরে শুভভাবনা করিতে হইবে বাহিরেও শুভ কার্য্য করিতে হইবে। নিজের অথবা অন্যের ভোগসুখের জন্য যে কামনা তাহাই কামনা, যে কামনায় ইষ্ট-ভোগ সুখের ইচ্ছা নাই তাহাই শুভ বাসনা। ভিতরের শুভ ভাবনা—যেমন মনে মনে ইষ্টদেবতা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মনে মনে মন্দির মার্জ্জনা, মনে মনে শ্রীভগবানের জন্য ধূপধুনা

ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য প্রদান করা, মনে মনে আরতির সমস্ত আয়োজন করা, ভগবানের সেবা জন্ত শয্যা প্রস্তুত করা, বস্ত্রাদি যথাস্থানে রাখা, পরে মনে মনে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া পুষ্প সংগ্রহ করা, মনে মনে শ্রীভগবানের জন্ত মালা গাঁথা—এক কথায় মানসপূজা করা—মানসে আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দাস বা দাসীভাবে শ্রীভগবানের সেবা করা। অশুদ্ধ চিত্তকে এইরূপ কর্ম্ম দিলে চিত্ত সাগ্রহে এই সমস্ত কর্ম্ম করিবে, করিয়া ভিতরে বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাই ভিতরকার নিষ্কাম কর্ম্ম। বাহিরেও ভগবান্ সর্ব্বভূতে আছেন স্মরণ করিয়া যথাপ্রাপ্ত লোক সেবা করা—পরিবারস্থ গুরুজন এমন কি বালক বালিকা ইত্যাদির মধ্যে শ্রীভগবান্ আছেন স্মরণ করিয়া কাহাকেও কর্কশবাক্য না বলা, কাহাকেও প্রতারণা না করা—যথাপ্রাপ্ত পীড়িতের সেবা করা, ক্ষুধিতকে অন্নাদি দান করা—এইরূপ কর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীতি জন্য করিতে করিতে তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইবে—সে তখন শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করিতে পারিবে। সে প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যদেব উদিত হইয়া সর্ব্ব জীবকে ভগবানের আরতি জন্য আহ্বান করে তখন শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। যখন শুভ্র প্রভাতে পুষ্প, আপন গন্ধ দ্বারা অর্ঘ দেয়, যখন বায়ু সুমন্দ ভাবে ধূপ দিয়া আরতি করেন, সূর্য্যদেব দীপ লইয়া আরতি করেন, পক্ষী গান করিয়া জগদীশ্বরের আরতিতে যোগ দেয়, তখন সে ব্যক্তি আলস্য করিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিবেনা। এইরূপে প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় সে নিত্য কর্ম্ম করিয়া জগতের সহিত বিশ্বেশ্বরের পূজায় যোগ দিবেই। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধ হইলে, যিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ—তিনি ঐরূপ সাধকের কর্ম্মসন্ন্যাস আনিয়া দিবেন। তখন ঐ সাধক একান্তে গীতার আত্মসংস্থ যোগ সাধনা করিবার জন্য গমন করিবেন। ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যানযোগ। এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের জন্ত আসন প্রাণায়ামাদি সমস্তই পরে বলিব।

অর্জ্জুন—যাহারা গৃহীর কর্ম্ম যে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসীর কর্ম্ম যে ধ্যানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনরূপ কুম্ভকাদি অভ্যাস—যাহারা গৃহী ও সন্ন্যাসীর কর্ম্ম বিপর্য্যয় করিয়া তুলিয়াছে তাহারা তোমার এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় আপন আপন কর্ম্মটি ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। তুমি কৃপা করিয়া দুঃখী জীবের কতই উপকার সাধন করিতেছ। কিন্তু আমার আরও জিজ্ঞাস্য আছে।

ভগবান্—ময়ূর যেমন মেঘগর্জ্জন শুনিয়া সুখী হয়, তুমিও আমার বাক্যার্থ ধারণ করিয়া সুখী হইতেছ। বল তোমার জিজ্ঞাস্য কি? তুমি আমার সখা—দুঃখী জীবের উপরে তুমিও দয়া করিয়া তুমি তাহাদের সমস্ত সন্দেহ দূর করিবার জন্যই প্রশ্ন করিতেছ—ইহা আমি জানি। বল এখন কি জিজ্ঞাসা করিবে।

অর্জ্জুন—যিনি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শাস্ত্রমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন তাঁহাকেও তুমি সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতেছ। আরও বলিতেছ নিষ্কাম কর্ম্মী, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং যজ্ঞদানাদি ক্রিয়াশূন্য যোগীর মত। অর্থাৎ কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয়ই যে সন্ন্যাসী ও যোগী ইহাই নহে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মীকেও সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতেছ। আমি পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সন্ন্যাস ও যোগ এতদুভয়ের মধ্যে আমার

পক্ষে শ্রেয়ঃ কি ? "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্"। তুমি বলিয়াছ সন্ন্যাস ও যোগ উভয়ই মোক্ষের হেতু। সন্ন্যাসী নিরগ্নি এবং যোগী অক্রিয়। একজন অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্ম্মত্যাগী এবং অন্যজন অগ্নিরহিত স্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগী। একজন কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, অন্যজন চিত্তনিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি বলিতেছ আমার পক্ষে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও চিত্তনিরোধরূপ যোগ অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেয়ঃ। কর্ম্মযোগীকে একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতেছ কেন ?

ভগবান্—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারাও সন্ন্যাস ও যোগের ফল যে সমচিত্ততা তাহা লাভ হয়। সন্ন্যাসী ও যোগী দৃঢ়ভাবে আত্মসংস্থ হইয়া সর্ব্বত্র যেরূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া শান্তচিত্ত হয়েন, নিষ্কাম কর্ম্মীও সেইরূপ ভিতরে ভগবানের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম এবং বাহিরেও ভগবৎ বোধে জনসেবা করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন। ইহার পরে জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য তিনেরই জ্ঞান বিচার এক। নিষ্কাম কর্ম্মীকেও শেষে কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া আত্মসংস্থ হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। নিষ্কাম কর্ম্মীও "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" আপন কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা দ্বারা কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করিয়া "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা জ্ঞানলাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্মে একদিকে কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা, অন্যদিকে আমার উপর নির্ভরতা। নিষ্কাম কর্ম্মে পূর্ণমাত্রায় আমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। এমন কি আমি না হইলে নিষ্কামকর্ম্মীর কোন কর্ম্মই ঠিক মত চলেনা। সর্ব্বদা কর্ম্মদ্বারা আমাকে যখন স্মরণ হয়, তখন একদিকে কর্ম্মী আত্মজ্ঞানরূপ নিঃশ্রেয়সেরদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জগতকে কর্ম্ম দ্বারা অভ্যুদয়ের দিকে চালাইয়া থাকেন। তবেই দেখ নিষ্কামকর্ম্মযোগ মধ্যে আত্মরক্ষা ও জগৎরক্ষার বীজ উপ্ত আছে। এই জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া বলিতেছি—যে নিষ্কামকর্ম্মী একাধারে সন্ন্যাসী ও যোগী হইতে পারেন। ইহা স্তব মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে যিনি যোগপথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত গৃহস্থের অধিকার। কিন্তু যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া ধ্যানযোগ অভ্যাস করিবেন। ইহা সন্ন্যাসীর কার্য্য। তুমি এখন বোধ হয় বুঝিতেছ যে সাগ্নিক ও সক্রিয় গৃহস্থ নিষ্কাম কর্ম্মীকে আমি যে শ্রুতি-স্মৃতিসঙ্গত-ক্রিয়াবর্জ্জিত সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতেছি ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। কর্ম্মফল ত্যাগকেও আমি সন্ন্যাস বলিতেছি এবং ইহাও চিত্তনিরোধরূপ যোগের জন্য। ফলাকাঙ্ক্ষাই চিত্তবিক্ষেপের হেতু। এই চিত্তবিক্ষেপ যাঁহার নাই তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগীর মত সমচিত্ত বলিতে দোষ কি ?

অর্জ্জুন—আচ্ছা আর এক কথা। গৃহস্থের কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না এবং সন্ন্যাসী ও যোগীর কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারেনা। তুমি কি গীতাতে কর্ম্ম ত্যাগের কথা বলিয়াছ ?

ভগবান্—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে বলিয়াছি—"একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহো ব্রহ্মচারী ব্রতে স্থিতঃ" ইতি কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা,

যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে, ন চ গৃহস্থস্য "নিরাশীরপরিগ্রহ" ইত্যাদি বচনমনুকূলমুভয়ভ্রষ্টপ্রসক্তেঃ" ইতি। অর্থাৎ চিত্তনিরোধরূপ যোগের অভ্যাস জন্য যাহা করিতে বলিতেছি তাহা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব। একাকী যখন বলিতেছি তাহাতে স্ত্রীর সহায়তার প্রয়োজন নাই, আর নিরাশী ও অপরিগ্রহ ইহাও গৃহস্থের পক্ষে সঙ্গত নহে। এইজন্য যিনি যোগারূঢ় হইবেন তিনি কখনই গৃহস্থ নহেন। তিনি কর্ম্মত্যাগী।

অর্জ্জুন—আরও একটি সংশয় আছে। এই যে কর্ম্মত্যাগের কথা তুমি বলিতেছ ইহা কি শ্রুতির বিরোধী কথা হয়না? শ্রুতি যে বলিতেছেন "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—দ্বিজগণ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি হবন করিবেন, "অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে"। আবার "বীরহাব এব দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়ত" কর্ম্মকাণ্ডীয় এই শ্রুতিতে বিহিত কর্ম্ম অকরণে প্রত্যবায় হয় ইহাত কথিত আছে—তবে কর্ম্মসন্ন্যাস লইতে ব্যবস্থা কিরূপে করে?

ভগবান্—"যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণাং" স্থূল দেহে যাবৎ অবিদ্যাকৃত স্বরূপাজ্ঞানক্রমে অহংবুদ্ধি থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ অহরহঃ সন্ধ্যা করিবেন, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবেন ইত্যাদি বেদবিধ্যুক্ত কর্ম্মসকলের বিধান আছে। কিন্তু অহংবুদ্ধি যখন নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা দূর হয় তখন কর্ম্ম ত্যাগ করাই বিধি "তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধীর্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।" কর্ম্ম ও অজ্ঞান অবিরোধী। কর্ম্মও যাহা অজ্ঞানও তাহা। যেমন জল জলকে ভিজাইতে পারেনা—অন্ধকার অন্ধকারেকে নাশ করিতে পারেনা, সেইরূপ অজ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারেনা। জ্ঞানই অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ। এজন্য কর্ম্মদ্বারা কখনই জ্ঞান হইতে পারেনা। তথাহি ভাগবতে "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্ন জায়তে॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তোবানপেক্ষকঃ। স লিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।" ইতি। মনুষ্য সকল যাবৎ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হয়, অথবা মৎকথা শ্রবণাদিতে যাবৎ তাহাদের শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ মাত্র কর্ম্ম করিবে—ঐ সকল হইলে বিধির দাস না হইয়া ত্রিদণ্ডাদির সহিত আশ্রমধর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে। কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রভৃতির মীমাংসা শুনিয়া বোধ হয় আর তোমার সন্দেহ নাই।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

শ শ

হে পাণ্ডব! শ্রুতিস্মৃতিবিদঃ যং সর্ব্বকর্ম্ম-তৎফলপরিত্যাগলক্ষণং

শ শ্রী

পরমার্থসন্ন্যাসং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ "সন্ন্যাস

ম এবাতিরেচয়তীতি ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণা-
ম য়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি” ইত্যাদ্যাঃ। তং শ পরমার্থসন্ন্যাসং
যোগং শ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং ম ফলতৃষ্ণাকর্তৃত্বাভিমানয়োঃ পরিত্যাগেন
বিহিত ম কর্ম্মানুষ্ঠানং ইতি যাবৎ বিদ্ধি শ জানীহি। শ কর্ম্মযোগস্য শ প্রবৃত্তি-
শ লক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসন্ন্যাসেন কীদৃশং
শ সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যতে? ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে—অস্তি
শ পরমার্থসন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্ম যোগস্য, যোহি
শ পরমার্থসন্ন্যাসী স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্মতৎফলবিষয়ং
শ সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সন্ন্যস্যতি, অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্ম
শ কুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সন্ন্যস্যতীত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ হি যস্মাৎ
শ অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ অসন্ন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়সঙ্কল্পোঽভিসন্ধির্যেন
সঃ ম অত্যক্তফলসঙ্কল্পঃ কশ্চন শ কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী শ সমাধানবান্
ন ভবতি ন শ সম্ভবতীত্যর্থঃ ফলসঙ্কল্পস্য শ চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্
যঃ কশ্চন কর্ম্মী, শ সন্ন্যস্তফলসঙ্কল্পো যোগী ভবেৎ, স যোগী সমাধান-
শ বান্ ভবতি। ন বিক্ষিপ্তচিত্তোভবতি চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্য
শ সন্ন্যস্তত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসঙ্কল্পস্য

শ
বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্যোগিত্বঞ্চেতি সন্ন্যাসিত্বঞ্চেত্যভি-
শ
প্রেতমুচ্যতে, এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃদ্বারকং সন্ন্যাস-
শ
সামান্যমপেক্ষ্য "যংসন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব !" ইতি
শ
কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সন্ন্যাসত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥

হে পাণ্ডব ! [শ্রুতিস্মৃতিবিৎ সমদর্শীগণ] যাহাকে [সর্ব্বকর্ম্ম-তৎফল-পরিত্যাগলক্ষণ পরমার্থসন্ন্যাসকে] সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই সন্ন্যাসকে যোগ বলিয়া জানিও ; যে হেতু সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া কোন কর্ম্মীই যোগী হইতে পারেন না ॥ ২ ॥

ভগবান্—সন্ন্যাসী, যোগী ও কর্ম্মী ইহাদের পার্থক্য তুমি বোধ হয় ধারণা করিয়াছ ? এবং ইঁহাদের একত্ব কোথায় তাহাও বুঝিয়াছ ?

অর্জ্জুন—আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা একবার বলিব ?

ভগবান্—বল !

অর্জ্জুন—প্রথমে একত্বের কথা বলি। "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" কেহই এক ক্ষণও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেনা—অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য সম্বন্ধে তুমি এই সাধারণ কথা বলিয়াছ। অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিজের অথবা অন্যের ভোগসুখতৃপ্তি জন্ত কর্ম্ম করে। সঙ্কল্পত্যাগ করিয়া ইহারা কর্ম্ম করিতে পারেনা। এই সকাম কর্ম্মীর কোন সাধনা তুমি এখানে বলিতেছ না। ইহাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা, যাঁহারা কর্ম্ম করেন, কিন্তু কোন সঙ্কল্প রাখেন না। সমস্ত সঙ্কল্প বা ভোগকামনা ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কর্ম্ম করেন, তুমি তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলিয়াছ। কর্ম্মীকেও সঙ্কল্পত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। যথাপ্রাপ্ত লোকব্যবহারে ইহারা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখিবেন। ইহাদেরও লক্ষ চিত্তশুদ্ধি—কামনা ত্যাগ।

আবার যিনি যোগী তাঁহাকেও "স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্" রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই বাহিরের বিষয় সমস্ত—যে সমস্ত বিষয়, চিন্তা করিলেই অন্তরে প্রবিষ্ট হয়—অন্তঃকরণ হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ যোগীকে বিষয় ভাবনা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সঙ্কল্পত্যাগ না করিলে গীতোক্ত যোগ হইবেনা। চিত্তনিরোধ করাই যোগ। সঙ্কল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু। এইজন্ত সঙ্কল্পত্যাগ ভিন্ন যোগ হইবেনা। যতদিন সঙ্কল্পত্যাগ না হইতেছে ততদিন কর্ম্ম আছে কিন্তু সঙ্কল্পত্যাগ হইয়া যখন গেল, তখন ভ্রূমধ্যে চক্ষু রাখিয়া প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভক অভ্যাসে শান্ত করিতে হইবে—এই কুম্ভক অভ্যাস

দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। এই যোগ সাধনার অনুষ্ঠান কালে যোগীরও কোন ভোগ কামনা নাই এবং যজ্ঞদানাদি কর্ম্মও নাই। যোগীও সর্ব্বসঙ্কল্পশূন্য। শেষে সন্ন্যাসী। যোগী প্রাণ ও অপানকে সমান করিয়া—প্রাণস্পন্দন রহিত করিয়া চিত্তকে আত্মাতে স্থাপন করেন, আর সন্ন্যাসী সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ আত্মবিচার দ্বারা সমচিত্ততা লাভ করেন। সন্ন্যাসীও সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করেন, করিয়া বিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন। সন্ন্যাসী, যোগী এবং গীতোক্ত কর্ম্মী সকলকেই সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। এই বিষয়ে তিনেরই একত্ব আছে। ইঁহাদের পৃথক্ত্ব এখন বলি। কর্ম্মী সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করেন, ইহাও তোমার আজ্ঞা পালন জন্য—জগৎ চক্র চালাইয়া আত্মরক্ষা জন্য। যোগী সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রাণাপান সমান করিয়া, চিত্তনিরোধ করেন। আর সন্ন্যাসী সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, কেবল আত্মবিচার দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন। সন্ন্যাসী ও যোগী উভয়েরই কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে হয়, কর্ম্মীকে ফলসন্ন্যাস করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। “যোহি ত্যক্তসর্ব্বসঙ্কল্পঃ স সন্ন্যাসী তাদৃশশ্চ ধ্যানযোগী অতো ন তয়োর্ভেদঃ। “নিঃসঙ্কল্পস্তটস্থস্তিষ্ঠেদেতন্মোক্ষ লক্ষণম্” ইতি মৈত্রায়ণীয়োপনিষচ্ছ্রুতস্য মোক্ষলক্ষণস্য নিঃসঙ্কল্পত্বস্যোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ। অতোঽয়মপি কর্ম্মযোগী ফলসঙ্কল্পত্যাগাৎ নিঃসঙ্কল্পত্বসাম্যাৎ সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি। কর্ম্মীকেও সন্ন্যাসী ও যোগীর মত বলিয়া এইজন্য প্রশংসা করিতেছ।

ভগবান্—হাঁ তুমি ঠিক বুঝিয়াছ সন্ন্যাস ও যোগ এক কিরূপে। আচ্ছা এখন বল দেখি যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগংতং বিদ্ধি—এখানে এই যে যোগ বলিলাম ইহা কি শুধু প্রাণস্পন্দননিরোধরূপ যোগ? না নিষ্কামকর্ম্ম করা রূপ কর্ম্মযোগ?

অর্জ্জুন—তুমি এই যে যোগ বলিতেছ তাহাতেই দুই প্রকার যোগকে লক্ষ্য করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কর্ম্মযোগী এবং চিত্তনিরোধকারী যোগী—তুমি উভয়কেই সন্ন্যাসীর সমান বলিতেছ।

ভগবান্—কর্ম্মযোগ ত প্রবৃত্তিলক্ষণবিশিষ্ট, আর পরমার্থসন্ন্যাস নিবৃত্তিলক্ষণবিশিষ্ট। এই উভয়ের সমতা কিরূপে হইবে? প্রবৃত্তি ত নিবৃত্তির বিপরীত?

অর্জ্জুন্—সঙ্কল্প থাকিলেই প্রবৃত্তি, আর সঙ্কল্প না থাকিলেই নিবৃত্তি। এইজন্য তুমি বলিতেছ সঙ্কল্পত্যাগ ব্যতীত কেহ যোগী হইতে পারেনা। এই গীতাশাস্ত্রে তুমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেই বলিতেছ। একবারে পূর্ণমাত্রায় সঙ্কল্পত্যাগ সকলে পারেনা। এইজন্য তুমি কর্ম্মীকে বলিতেছ কর্ম্ম কর কিন্তু নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্ম কর; অশুভ কর্ম্মত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্ম কর; শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মত্যাগ করিয়া শাস্ত্রমত কর্ম্ম কর; তোমার ব্যভিচারী, অসংযত, অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় মনের সঙ্কল্প মত কর্ম্ম না করিয়া অব্যভিচারী, সংযত, বিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় মনের সঙ্কল্প মত কর্ম্ম কর, শাসনশূন্য মনকে শাসনাধীনে আনয়ন জন্য শাস্ত্রবাক্য বা ভগবানের শাসন বাক্যের অধীনে আনয়ন কর—ইহাতে কর্ম্মীকে নিজের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মীকে কর্ম্ম করিতে হইবে সে কেবল ভগবান্ বলিয়াছেন বলিয়া—সে কেবল ভগবানের আজ্ঞা পালন করাই যে তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি করা বা ভক্তি করা ইহা স্মরণ রাখিয়া।

এইরূপে শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালন জন্য তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাঁহার দাস বা দাসী হইয়া যে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিল তাহার আবার নিজের সঙ্কল্প রহিল কি? এইরূপে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সেই ব্যক্তি যোগী হইতে পারিবে—কারণ ঐ কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগী নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি জন্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া একান্তে যোগীর দ্বিতীয় কর্ম্ম যে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ তাহা অভ্যাস করিবে। ইহা দ্বারা প্রাণস্পন্দন নিরোধ হইয়া ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হইবে, তখন ঐ যোগী শ্রদ্ধার সহিত তোমাকে পূজা করিয়া যুক্ততম ভক্ত হইয়া যাইবেন। আবার সর্ব্ব-সঙ্কল্প ত্যাগী কর্ম্মী কর্ম্মজা সিদ্ধি লাভের পর বিধিপূর্ব্বক সন্ন্যাস লইয়াও আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে থাকিবেন—অভ্যাস করিয়া গুরুমুখে "সেইই তুমি" "তৎত্বমসি" ইহার বিচার শুনিয়া দুরন্ত সংসারসাগর অতিক্রম করিবেন। যোগী, ভক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে করিতে প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, পরে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে ভীমভবার্ণব পার করিয়া দিবেন এবং দেহান্তে তিনি রমণীয়দর্শনের নিকটে ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অনুভব করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবেন—আর সন্ন্যাসী এই জীবনেই গুরুরূপী শ্রীভগবানের মুখে তত্ত্বমস্যাদি শুনিয়া শুনিয়া পরমপদে স্থিতি লাভ করিবেন। হে প্রভু! আমি কি তোমার ব্যাখ্যা ধারণা করিতে পারিতেছি? আমি প্রাণপণ করিতেছি যাহাতে আমি ঠিক ঠিক অনুভব করিতে পারি তুমি কৃপা করিয়া সেই শক্তি আমাকে দিয়া দাও।

ভগবান্—অর্জ্জুন! তুমি ও আমি অভেদ। আমি কতই সন্তুষ্ট হইব যখন তুমিও পতিত জীবের জন্য এইরূপ করিয়া আমার কথা মত কার্য্য নিজে আচরণ করিয়া অন্যকে আচরণ করিতে বলিবে। অর্জ্জুন তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। যোগীর প্রথম অবস্থা ও দ্বিতীয় অবস্থার কথা ও কার্য্য আমি পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছি। কিন্তু ইহা জানিও সঙ্কল্পত্যাগ ভিন্ন অন্য কোন সাধনাই নাই। সাধনা অর্থই সঙ্কল্পত্যাগ জন্য চেষ্টা। সঙ্কল্পই মায়া, সঙ্কল্পই প্রকৃতি, সঙ্কল্পই সংসার, সঙ্কল্পই সংসারবন্ধন। সঙ্কল্পক্ষয়ই সংসারমুক্তি—সঙ্কল্পক্ষয়ই পরমপদে স্থিতি, সঙ্কল্পক্ষয়ই মুক্তি। শাস্ত্র বহুপ্রকারে এই এক কথাই নানাস্থানে উল্লেখ করিতেছেন। শাস্ত্র প্রশ্ন করিতেছেন "দেহিনঃ সংস্থতির্বন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ" দেহীর দৃঢ় সংসারবন্ধন কিরূপে উৎপন্ন হয়?—শাস্ত্র এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন—

দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ।
তস্যাহঙ্কার এবাস্মিন্মন্ত্রী তেনৈব কল্পিতঃ॥
দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি।
তেন তাদাত্ম্যমাপন্নং স্বচেষ্টিতমশেষতঃ॥
বিদধাতি চিদানন্দে তদ্ভাসিতবপুঃ স্বয়ম্।
তেন সঙ্কল্পিতো দেহী সঙ্কল্পনিগড়াবৃতঃ॥
পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্পয়তি চানিশম্।
সঙ্কল্পয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্ব্বদা॥

চিদাত্মার দেহ নাই; তিনি অদেহ, অদেহের মহাগেহ এই দেহ, ইহা কল্পনা। এই মহাগেহে

চিদাত্মা রাজা, তাঁহার অহঙ্কারই মন্ত্রী। "তেনৈব কল্পিতঃ"—তিনিই মন্ত্রী কল্পনা করেন। ঐ মন্ত্রী ঐ দেহগেহঘটিত অহং মম ইত্যাকার অভিমানকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে আরোপ করেন, করিয়া রাজার সহিত মন্ত্রী অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আত্মার নিকটে বলিয়া ঐ অভিমান উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া—নিজ যাবতীয় চেষ্টা চিদানন্দ আত্মার উপর স্থাপিত করেন। দেহী তখন অহঙ্কারকৃত সঙ্কল্পবশে সঙ্কল্পনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর স্ত্রী পুত্র কন্যা কামনা করেন। "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে" পরে বলিব। ইহাই দেহীর শোকের কারণ।

ঐ অহঙ্কারের আবার তিন দেহ—সত্ত্বদেহ রজোদেহ ও তমোদেহ। তমোরূপ সঙ্কল্পবলে নিত্য তামস চেষ্টা। হইতে কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্তি। সত্ত্বরূপ সঙ্কল্পবলে ধর্ম্মাদি নাত চেষ্টা—এই অবস্থায় মোক্ষ সাম্রাজ্য তাঁহার অদূরবর্ত্তী। আর রজোরূপসঙ্কল্প যিনি তিনি লোক-ব্যবহার কুশল, স্ত্রী পুত্রে অনুরক্ত—বেশ সংসারী। দেখিতেছ সঙ্কল্প কিরূপ ব্যাপার করে? এই ত্রিবিধ সঙ্কল্প অল্পে অল্পে ত্যাগ যিনি করিতে পারেন—ইহার জন্য যিনি পূর্ব্বোক্ত সাধনা করেন তিনিই এ মৃত্যু সংসার হইতে পরিত্রাণ পান। এই জন্য তুমি "বাহ্যাভ্যন্তরার্থসঙ্কল্প ক্ষয়ং কুরু"—বাহ্য সঙ্কল্প ও অন্তর সঙ্কল্প উভয়েরই ক্ষয় কর। রূপ রসাদি বাহ্যবিষয় চিন্তা করিলেই ভিতরে প্রবেশ করে। বাহিরেও যাহা যাহা দেখ তাহা এক সময়ে অন্তর সঙ্কল্পের স্থূলমূর্ত্তি, আবার অন্তরে যাহা ভাব তাহাও অন্তর সঙ্কল্পের ঘনীভূত যে বাহ্য মূর্ত্তি তাহাদ্বারা জন্ম লাভ করিয়া আবার সঙ্কল্প হইয়া ভিতরে রাজত্ব করে। সহস্র বৎসর ধরিয়া তুমি তপস্যা কেন না কর "নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে" সঙ্কল্প ক্ষয় ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবানের ভক্তও হইতে পারিবেনা, যোগীও হইতে পারিবেনা, আর জ্ঞানীও হইতে পারিবেনা, মুক্তও হইতে পারিবেনা। যদি এই মুহূর্ত্তে ধারণা করিতে পার, চিত্ত সঙ্কল্প তুলুক বা না তুলুক আমার সহিত চিত্তের কোন সম্পর্ক নাই, আমি পরমশান্ত, চলনরহিত, সঙ্কল্পশূন্য আত্মা, আমি ইষ্টমন্ত্র, তুমি এখনই মুক্ত হইবে। ইহারই জন্য তত্ত্বমস্যাদির বিচার, ইহারই জন্য চিত্তনিরোধ, ইহারই জন্য নিষ্কামকর্ম্ম।

অর্জ্জুন—আহা তোমার মুখে সঙ্কল্পত্যাগের কথা শুনিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমি এখন বুঝিতেছি সঙ্কল্প তিন প্রকার। সত্ত্বসঙ্কল্প, রজঃসঙ্কল্প এবং তমঃসঙ্কল্প। যাহারা তমঃসঙ্কল্প লইয়া থাকে, নিজের ভোগ সুখের জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যকে দুঃখ দিতে ক্লেশ বোধ করেনা, অন্যের নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হয়না, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিতে ঘৃণা বোধ করেনা, অন্যের জন্য একটু পরিশ্রম করিয়াছে বলিয়া---সে ব্যক্তি মরুক বা বাঁচুক তাহা গণনা না করিয়া আপনার পরিশ্রমের জন্য অর্থ লইয়া অন্যকে বহু ক্লেশে পতিত করে—এইরূপ ব্যক্তি কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিকই দেখা যায় মশা মাছি কৃমি কীটাদি জীব লোককে দুঃখই প্রদান করে। পূর্ব্বজন্মে বহুলোককে ক্লেশ দিয়া ইহাদের দুঃখ দেওয়ার বা অন্যের দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বিলাসিতা করিবার অভ্যাস এত প্রবল হইয়া যায় যে ইহারা ডাঁস মাছি মশা রূপে জন্মিয়াও যেখানে মানুষের ব্রণ, যেখানে মানুষের ক্ষত সেই স্থান ভিন্ন দেহের অন্যস্থানে বসিতে চায়না। তমঃ সঙ্কল্পের মনুষ্য কীটের ব্রণাস্বাদনের ন্যায় অন্যকে ক্লেশ দিয়া

সুখভোগ করিতে চায়। আবার রজঃসঙ্কল্প যাহাদের, তাহারা অন্যের উপকারজন্য কার্য্য করে বটে, কিন্তু নিজের আত্মার উদ্ধারজন্য শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করেনা। ইহারা মরিয়া আবার মানুষ হইয়া কষ্ট পায়। যিনি নিষ্কাম কর্ম্মী তিনি এই দুই শ্রেণীর লোকের উপরে। তিনি আত্মার উদ্ধারজন্য বৈদিক কর্ম্ম করেন—জপ, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এই সমস্ত কর্ম্ম করেন—ভগবানের আজ্ঞা বলিয়া। তাঁহার আজ্ঞা পালনই যে তাঁহাকে প্রীত করা, ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হননা। আবার অন্যদিকে জগৎ রক্ষার জন্য—যথাপ্রাপ্ত লোকসেবা করেন—অহিংসাদি বেদবাক্য পালন করেন—কোন প্রাণীকে নিজে দুঃখ দেন না—কাহাকেও দুঃখ দিতে বলেন না—কেহ দুঃখ দিতেছে শুনিয়া অনুমোদনও করেন না। নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া অন্যকে সন্তুষ্ট করেন—নিজের জন্য কোন সুখ ইঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ঈশ্বরে ইঁহাদের এতদূর নির্ভর যে ইঁহারা নিজের দিকে আর লক্ষ্য করিতেই পারেন না—ঈশ্বরই আমার জন্য আছেন আমি আর নিজের ভাবনা কি ভাবিব ইহাই তাঁহাদের বাক্য। ইঁহারা সাধন ভজনাদি ঈশ্বরসেবা এবং যথাপ্রাপ্ত জীবে দয়া ও ঈশ্বরবোধে যথাপ্রাপ্ত জীবসেবা ইহা লইয়াই থাকেন। ইঁহারা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা অভ্যাস দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া সাধনা করেন। ইহাঁরাই গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। ইঁহারা গৃহস্থাশ্রমী। মোক্ষসাম্রাজ্য ইঁহাদের অদূরে। গীতার ধ্যানযোগী এবং সন্ন্যাসী উভয়েই কর্ম্মত্যাগী। উভয়েই মোক্ষসাম্রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেখানে গিয়া জ্ঞানলাভ করিয়া ইঁহারা চিরতরে মৃত্যুসংসার পার হইয়া আনন্দরাজ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। ইঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই, আর পতন নাই।

ভগবান্—ঠিক ধারণা করিয়াছ—১৪ অধ্যায়ে গুণের বিভাগে এই কথা আবার শুনিও। এখন গীতোক্ত যোগীর দুইটি বিভাগের কথা শ্রবণ কর।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ শ
যোগং আরুরুক্ষোঃ ধ্যানযোগমারোঢ়ুমিচ্ছতঃ ধ্যান যোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ মুনেঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ মুনিত্বং কর্ম্মফলসন্ন্যাসিত্বৌপচারিকমিতি ভবিষ্যতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগিনঃ কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতমগ্নিহোত্রাদি নিত্যং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং অপর কর্ম্মযোগ এব কারণং সাধনং যোগারোহণে অনুষ্ঠেয়ম্ উচ্যতে বেদমুখেন ময়া।

ম ম
যোগারূঢ়স্য যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিরূপং বৈরাগ্যং প্রাপ্তবতস্তু তস্য এব
ম ম শ শ
পূর্ব্বং কর্ম্মিণোঽপি সতঃ শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো-
শ শ ম
নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনম্ অনুষ্ঠেয়তয়া জ্ঞানপরিপাকস্য
ম শ শ
সাধনম্ উচ্যতে। যাবদ্‌যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবৎ তাবন্নিরায়াসস্য
শ
জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে, তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো
শ
ভবতি। তথা চোক্তং ব্যাসেন "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা,
শ
শমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ
শ
ক্রিয়াভ্যঃ" ইতি ॥ ৩ ॥

[ধ্যান] যোগে আরোহণেচ্ছু [নিষ্কাম কর্ম্মযোগ যুক্ত] মুনির সাধনা হইতেছে কর্ম্ম। যোগারূঢ় হইলে তাহারই সাধনা হইতেছে শম ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন—গীতোক্ত ধ্যানযোগীর দুইটি অবস্থার কথা বলিতেছিলে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনার পর ধ্যানযোগী হইতে হইবে, ইহাদের সাধনাই ত বলিবে?

ভগবান্—(১) যোগারোহণেচ্ছুমুনি (২) যোগারূঢ়—এই দুইটি ক্রম।

সমচিত্তত্বই গীতার যোগ পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। ইহাই ধ্যান। যোগীর চিত্ত লাভ অলাভে সমান, সুখে দুঃখে সমান, জয় পরাজয়ে সমান। যোগীর চিত্ত শীত উষ্ণে অবিচলিত, সত্ত্বগুণে নিত্যঅবস্থিত, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা—উভয় অবস্থাতেই সেই চিত্ত নির্ব্বিকার। যোগীর চিত্ত সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান। চিত্তের এই নিশ্চল অবস্থার নাম সমাধি। ইহাই ধ্যানযোগ। আত্মসংস্থ হওয়াই ধ্যান। এই সমাধি যখন লাভ হয় তখনই যোগ হয়। "সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি" ২।৫৩ শ্লোকে ইহা বলিয়াছি। চিত্তে কোন সঙ্কল্প উঠুক বা না উঠুক উভয় অবস্থাতে যিনি উদাসীন, ব্যাবহারিক কর্ম্ম আসিলে তাহা করিয়াও যিনি "বৃক্ষইবস্তব্ধঃ" তিনিই গীতোক্ত যোগী। সমাধি বা ধ্যান জড়ের মত অবস্থা নহে। এই অবস্থায় বিষয়চিন্তা কিছুইনাই। "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইহাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক কামনা বা কর্ম্ম বিধি ত্যাগ করিয়াছেন "প্রজহাতি যদা কামান্", অবুদ্ধিপূর্ব্বক কামনা বা কর্ম্মেও যিনি অচঞ্চল, দুঃ

আসিলেও যাঁহার উদ্বেগ নাই, সুখেও স্পৃহা নাই, রাগ ভয়ক্রোধ যাঁহার বিগত হইয়াছে, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে যাঁহার হর্ষও নাই, দ্বেষও নাই, প্রকৃতির কোন কর্ম্মে, চিত্তের কোন ব্যাপারে যাহার "আমি" "আমার" রূপ আসক্তি নাই, যিনি নির্ম্মম, যিনি নিরহঙ্কার, তিনিই গীতোক্ত যোগী। গীতোক্ত যোগী আত্মরতি ; গীতোক্ত যোগী আত্মতৃপ্ত, গীতোক্ত যোগী আত্মসন্তুষ্ট। গীতোক্ত যোগীর কোন কর্ম্ম নাই " তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে "। গীতোক্ত যোগী "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে " ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় আমি কিছুই করিনা—জানিয়া কোন কর্ম্মে আসক্তি করেন না। গীতোক্ত যোগী কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন। গীতোক্ত যোগী সমস্ত ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও " নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ " কিছুই করেন না। পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত নানা স্থানে ইহা বলিয়াছি। চিত্তের এই সমতাবস্থা লাভের জন্য প্রথম সাধনা নিষ্কামকর্ম্ম অভ্যাস। দ্বিতীয় সাধনা প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভক অভ্যাস। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন ভবিষ্যতে তাঁহারা মুনি হইয়া এই প্রাণাপান সমান করা রূপ কুম্ভক অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা ইহাতে অসমর্থ তাঁহারাও ভ্রূমধ্যে চক্ষুস্থাপন করিয়া যথাভিমত ধ্যেয় পদার্থে মন একাগ্র করিবেন, মানসপূজা, জপ-যজ্ঞাদিতেও কেহ কেহ মন একাগ্র করিয়া থাকেন। ইহারাই আরুরুক্ষ—অর্থাৎ ধ্যানযোগে অবস্থান জন্য কর্ম্ম করিলেও ধ্যানযোগে চিরস্থিতি লাভে অসমর্থ। এইজন্য আরুরুক্ষোঃ অর্থে "ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমসক্তস্য" ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে যে মুনি বলা হইয়াছে তাহা "ভাবিন্যাবৃত্ত্যা"—ভবিষ্যতে মুনি ইহারাই হয়েন বলিয়া মুনি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের কার্য্যগুলি এই অবস্থার "অভ্যাস" বলিয়া কথিত হয়। শুধু ধ্যেয় বিষয়ের "অভ্যাসই" যথেষ্ট নহে—এই অভ্যাস অপেক্ষা ধ্যেয়বস্তুটিই যে "সর্ব্বভূতের সুহৃদ্" এই জ্ঞান ভাল। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিব "শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ"। যাঁহারা আরুরুক্ষ তাঁহাদের "বৈরাগ্য " ব্যাপারটি "স্পর্শান কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্" ইত্যাদি আর " অভ্যাসটি " কুম্ভক বা শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতে করিতে ভ্রূমধ্যে চক্ষু রাখিয়া (খেচরীমুদ্রা) বিশ্বরূপের ঘনীভূত মূর্ত্তি বা জ্যোতিতে একাগ্র হওয়া। যাঁহারা ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক অথচ স্থিতি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছেন না তাঁহারাই আরুরুক্ষ। ইঁহাদের সাধনা কর্ম্ম। কিন্তু যাঁহারা যোগারূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদের সাধনা কর্ম্ম নহে ; তাঁহাদের সাধনা শম—উপশম অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি। পূর্ণমাত্রায় কর্ম্মসন্ন্যাস। যোগারূঢ়ের সাধনা যে শম—স্থায়ী ভাবে সর্ব্বদা বাসনা-ত্যাগ " সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোয়মিতি শব্দিতঃ " ইহারও দুই অঙ্গ। প্রথম অঙ্গ স্থায়ী বৈরাগ্য " সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্‌ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ" ইত্যাদিতে পরে ইহা আরও স্পষ্ট করিব। দ্বিতীয় অঙ্গ স্থায়ী অভ্যাস "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—এই সমাধি। এই সমাধিটিই গীতার মুখ্য ধ্যানযোগ। আরুরুক্ষুত্ব পর্য্যন্ত মুখ্য কর্ম্ম। আরুরুক্ষুত্বের পূর্ব্ব অবস্থা যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ইহাতে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম থাকিবে, কিন্তু ফলকামনা নাই বলিয়া ইহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছি। কর্ম্মসন্ন্যাস কোন অবস্থায় করিতে হইবে—এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিয়া তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। " যাবদ্‌যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে

তাবৎ তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে, তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি" আরুরুক্ষু ব্যক্তি যখন যখন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করেন—সংখ্যা মত কুম্ভক বা শ্বাসে শ্বাসে জপ বা মানসপূজা ইত্যাদি করিয়া যখন যখন বিশ্রাম করেন তখন তখনই তাঁহার চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত হয়। এইরূপ হইলে সেই আরুরুক্ষু মুনি ঝটিতি যোগারূঢ় হয়েন। কর্ম্মত্যাগ কোন সময়ে করিবে এতৎ সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলেন "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা শমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ"। শাস্ত্র একমাত্র ব্রাহ্মণকেই সন্ন্যাসে অধিকার দিয়াছেন—ব্রাহ্মণেতর কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে ধ্যেয় মাত্র দেখা, দ্বৈতের অভাব দেখা, ইহাই একতা; তাহাদের উপাধিগত ভেদ থাকিলেও তাহাদিগকে উপাধিভেদ ত্যাগ করিয়া দেখার বুদ্ধি, ইহাই শমতা। সকলের মধ্যেই যখন সেই একজন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সত্য বাক্য বলা ইহা সত্যতা। স্বভাবতঃ সৎ আচারবান্, সৎ ব্যবহারবান্ হওয়া, ইহা শীল। ধৈর্য্য, অহিংসা, সরলতা—যেমন এই সমস্ত গুণ জন্মে পরে কর্ম্মত্যাগ—এই সমস্ত অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিত্ত আর কিছুই নাই। এখন বুঝিতেছ ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন ফলনিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ---ইহাও সন্ন্যাসের মত বলিয়া প্রশংসিত। আবার কর্ম্মযোগ দ্বারাই ধ্যানযোগ সাধনাতে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

এই ধ্যানযোগই গীতার মুখ্য যোগ। এই যোগীই যোগারূঢ়। ইনি সতত একান্তে একাকী যতচিতাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ হইয়া থাকেন। ইহার পরে যুক্ত যোগীকে যুক্ততর হইতে হইবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব। এখন যোগারূঢ়ের কথা আরও বলি শ্রবণ কর।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥

শ ম
অথেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যস্মিন্
ম ম শ
চিত্তসমাধানকালে যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়স্তেষু
ম শ শ শ্রী
শব্দাদিষু নহি অনুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতি আসক্তিং
ম
ন করোতিতেষাং মিথ্যাত্বদর্শনেনাত্মনোঽকর্ত্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বয়স্বরূপ-
ম
দর্শনেন চ প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যাহমেতেষাং কর্ত্তা, মমৈতে ভোগ্যা

ম ম শ
ইত্যভিনিবেশরূপমনুষঙ্গং ন করোতি ন কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিক-
শ শ শ
কাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা অনুষজ্জতে তদা তস্মিন্কালে
শ শ
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলং
শ শ শ
অস্যেতি সঃ যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগঃ উচ্যতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি
শ
বচনাৎ, সর্ব্বাংশ্চ কামান্ কামাত্মকান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যেদি-
শ
ত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ। "সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ
শ
সঙ্কল্পসম্ভবাঃ। কামঃ জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ ত্বং হি জায়সে।
শ
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি"॥ ইত্যাদি স্মৃতেঃ। সর্ব্ব-
শ
কামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি "স যথাকামো ভবতি
শ
তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ,
শ
"যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ,
শ
ন্যায়াচ্চ। নহি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তস্তস্মাৎ
শ
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যাজয়তি
শ নী
ভগবান্। যথা তীব্রবুভুক্ষয়োপেতোঽন্যত্র নীরোগো ব্যাসঙ্গান্তরং
নী
ত্যক্ত্বা ভোজনারূঢ় এব ভবতি, তথা তীব্রারুরুক্ষাবান্ সর্ব্বত্র বীতরাগ-

শ

স্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা যোগারূঢ় এব ভবতি, তাবৎ কর্ম্মানি কর্ত্তব্যানি ততঃ

শ

পরং ত্যাজ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যখন কেহ ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ে এবং কর্ম্মে কর্ত্তব্যবুদ্ধি না করেন তখন ঐ সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগী যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন—কিরূপ আগ্রহ থাকিলে যোগারূঢ় হওয়া যায় তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়া দাও।

ভগবান্—যাহার তীব্র ক্ষুধার বেগ হইয়াছে সে যেমন অন্য কিছুই চায় না—সে যেমন অন্য সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ করিয়া ভোজনারূঢ় হয় সেইরূপ তীব্র আরুরুক্ষু সর্ব্বপ্রকার কামনা ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যোগারূঢ় হয়েন।

অর্জ্জুন—তুমি বলিতেছ আরুরুক্ষু যোগী যখন সাধনা দ্বারা এরূপ অবস্থা লাভ করেন যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই অর্থ বা আপন আপন ভোগ্য বিষয়ে আর কর্ত্তব্য বুদ্ধি করেন—ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে আসক্ত হয়না—সেইরূপ আবার নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মেও কর্ত্তব্য বুদ্ধি ঐ যোগী করেন না, তখন সর্ব্ব কামনা ও সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যোগী যোগারূঢ় হয়েন। সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ ত করা চাইই সমস্ত কর্ম্মও ত্যাগ আবশ্যক?

ভগবান্—যোগারূঢ় কখন হওয়া হয়? না যখন চিত্তটি আত্মসংস্থ হয় অর্থাৎ যখন চিত্তটি আত্মাতে স্থির হয়। চিত্তটি ভগবান্ আত্মদেবে সমাহিত হইলেই ইহার সমাধি হয়। “আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ” এই চিত্তসমাধানরূপ সমাধির কথা পরে বলিতেছি। চিত্তের স্বরূপ হইতেছে চঞ্চলতা—চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল। “বাসনাময়মাকুলং” চিত্ত সর্ব্বদা বাসনা বা সঙ্কল্প দ্বারা চঞ্চল। আর আত্মা সর্ব্বদা চলনরহিত শান্ত। চিত্ত ও আত্মার সম্বন্ধ কি? না সমুদ্রের সহিত সমুদ্রবক্ষস্থিত তরঙ্গের যে সম্বন্ধ। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, চিত্তও সেইরূপ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই দুয়ের প্রভেদ এই যে আত্মা স্থির জলের মত, আর চিত্ত চঞ্চল জলের মত। কাজেই চিত্ত স্থির হইলেই হইল আত্মা—চিত্তের সত্তাই আত্মা। চিত্ত শান্ত হইলেই তাহাকে বলে সমাধি। সমাধির জন্যই যোগ অভ্যাস। যিনি আরুরুক্ষু তিনি প্রাণাপান সমান করিয়া ধ্যানযোগ অভ্যাস করেন অথবা ইহারও পূর্ব্বে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করেন। একাগ্রও ধ্যান এবং নিরোধও ধ্যান। একাগ্রতার যে সমাধি হয় তাহাকে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আর নিরোধসমাধিকে বলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। একাগ্র সমাধিতে কোন একটি ধ্যেয় বস্তু থাকে—ধ্যেয় বস্তু যাহাই কেন হউকনা; একাগ্র হইলেই বস্তুর স্বরূপ দর্শন হয়—তাহার পরেই নিরোধ সমাধি লাভ হয়। চিত্তনিরোধ হইলে যে সমাধি হয় তাহাই যোগারূঢ়ের অবস্থা। চিত্তপিশাচ যখন আত্মাকে

এই স্পর্শ করিলাম এই ভাবনা করিয়া স্থির হইতে থাকে, তখনই আরুরুক্ষুর ধ্যান অভ্যাস হয়, পরে যখন স্পর্শ করিয়া ইহা লবণপুত্তলিকার সমুদ্র মাপার মত আত্মাতে লয় হইয়া যায় তাহাই যোগারূঢ়ের অবস্থা।

প্রাণাপান সমান অভ্যাসকারী আরুরুক্ষু যোগীকে এইজন্য "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তি মৃচ্ছতি" আত্মাই সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহার সাধনা পরিপক্ক হইলেই আরুরুক্ষু যোগী যোগারূঢ় হয়েন।

তবেই দেখ চিত্ত যতদিন চঞ্চল থাকে ততদিন যোগারূঢ়ের সমাধি লাভ হইতে পারে না। সেইজন্য বলা হইয়াছে যখন রূপরসাদি ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি থাকে না, যখন নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে আর ইহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি থাকেনা, যখন কামনা ও কর্ম্ম উভয়ই ত্যাগ হইয়া যায়, এইরূপ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীকেই যোগারূঢ় বলে।

অর্জ্জুন—যিনি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী তিনি কামনা ও কর্ম্ম উভয়ই ত্যাগ করেন?

ভগবান্—"সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতিবচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ কামাত্মকান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যেদিত্যর্থঃ" সমস্ত কামই সঙ্কল্পমূলক। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সঙ্কল্প হইতে জন্মে। স্মৃতি বলেন—কাম! আমি তোমার মূল জানি—সঙ্কল্প হইতে তোমার জন্ম। আমি আর তোমাকে সঙ্কল্প করিব না, তুমিও আমার নও। এই সঙ্কল্প ত্যাগ হইবে কখন? না যখন একদিকে হৃদয়ের রাজা যিনি "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" যিনি সদাশান্ত সেই আত্মদেবের দিকে দৃষ্টি পড়িবে এবং অন্যদিকে আত্মা ভিন্ন সদা অশান্ত যাহা কিছু—অর্থাৎ চিত্ত ও চিত্তস্পন্দন কল্পনাজাত এই জগৎপ্রপঞ্চ—এই সমস্তই সদা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনাস্থার বিষয় হইবে—সমস্ত ভোগ বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে তখনই সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ হইবে। সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগের মধ্যেই আমি কে, জগৎ কি, ইহার বিচার রহিয়াছে। মুমুক্ষুর বিচার—

কিমিদং নাম সংসারভ্রমণং কিমিমে জনাঃ।
ভূতানি চ বিচিত্রাণি কিমায়ান্তি প্রয়ান্তি কিম্॥ ইত্যাদি

জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী সকলকেই সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ, চিত্তত্যাগ বা চঞ্চলতা ত্যাগ করিতেই হইবে।

অর্জ্জুন—চিত্ত যে সর্ব্বদা চঞ্চল ইহার কারণ বলিতেছ চিত্তের সঙ্কল্প। তরঙ্গ ও জলে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য কেবল চঞ্চলতা জন্য। চিত্তের চঞ্চলতাটুকু না থাকিলেই ব্রাহ্মী-স্থিতি। তরঙ্গের চঞ্চলতা টুকু না থাকিলেই থাকিল স্থির সমুদ্র। এ চঞ্চলতা টুকু কোথা হইতে আইসে? "সংসারাড়ম্বরমিদং কথমভ্যুত্থিতং গুরো"!

ভগবান্—শক্তি সর্ব্বদা চঞ্চল। কিন্তু যখন ইহা শক্তিমানে মিলিয়া যায়, তখন স্থির শান্ত শক্তিমান্ মাত্রই থাকেন, শক্তির অস্তিত্বটি পর্য্যন্ত আছে বা নাই—এ দুইই বলা যায়না। এই জন্য ইহাকে মায়া বলে। নাই বলা যায়না কারণ ইহা উৎপন্ন হয়। যাহা নাই তাহা আসিবে কোথা হইতে? আছেও বলা যায়না কারণ যে চাঞ্চল্য ইহার স্বরূপ তাহা থাকেনা বলিয়া। স্পন্দন যেমন বায়ুর ধর্ম্ম সেইরূপ চাঞ্চল্যই চিত্তের ধর্ম্ম। শক্তি শক্তিমানে এক হইয়া থাকিলে চাঞ্চল্য থাকেনা, কিন্তু শক্তি বা প্রকৃতি যখন চৈতন্য বা পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেন, যখন একত্ব

হইতে কিঞ্চিৎ পৃথকত্ব লাভ করেন, তখন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ সত্ত্বরজতম গুণান্বিতা প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয়। শক্তির শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হওয়া রূপ ব্যাপারটিই হইতেছে শক্তি মানের স্বভাব। স্বভাবই স্বাধীনতা। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে আত্মাকে স্বাধীন বলা যায় না, এজন্য ইহা "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা" ইত্যাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে মণির ঝলক যেমন স্বভাবিক, আত্মার মায়া গ্রহণও সেইরূপ স্বাভাবিক। বেদান্তে ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ কথা বলা হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিত অবস্থাটি নির্গুণ। নির্গুণ ব্রহ্মকে সর্ব্ব-শক্তিমান্ও বলা যায়না—তাহাতে ও দোষ পড়ে, আবার সর্ব্বশক্তিমান নহেন ইহাও বলা যায় না, তাহাতেও দোষ আছে। এই জন্য বেদাদি শাস্ত্রে বলা হয় "যন্ন বেদা বিজানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি" বেদ যাঁহাকে জানেন না, মন যথায় কুণ্ঠিত—বাক্যের ত কোন শক্তিই নাই। সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধেই সমস্ত বলা হয়।

এখন চিত্ত ও আত্মার কথা শ্রবণ কর। আত্মা "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। চিত্ত স্বরূপতঃ জড় হইয়াও আত্মার সান্নিধ্যে চঞ্চল হইতেছে। চিত্ত মধ্যেই সংসার আড়ম্বর। চিত্তস্পন্দন কল্পনাই ঘনীভূত অবস্থায় দৃশ্যপ্রপঞ্চ। "যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং চরাচরম্ভাতি মনোবিলাসম্"। আত্মার উপরে এই যে চরাচররূপ কল্পিত ইন্দ্রজাল, ইহা মনোবিলাস মাত্র। স্থির শান্ত আত্মা, আর অশান্ত চিত্তস্পন্দন, এই দুয়ের মধ্যে একটা মিথ্যা অহংভাব কোথা হইতে আইসে। চিৎ ও জড়ের মিশ্রণ হয়না। তথাপি আত্মার নিকটে চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিলে একটা মিথ্যা আরোপ জন্মে। চিত্তের কর্ত্র সমূহ আত্মাতে আরোপ হয় যেন আত্মাই সমস্ত করিতেছেন, আর আত্মার চৈতন্য চিত্তে আরোপ হয়। চিত্তই যে আত্মা হইয়াছে। এই আরোপটা একবারেই ভুল—আত্মা আত্মাই থাকেন। অথচ ভুলে যেন আত্মা অহংকার-বিমূঢ় হইয়া সুখী দুঃখী হইতেছেন এই মিথ্যা ভাবনা করেন। ইন্দ্রিয়সকল আপন আপন বিষয় লইয়া উদর পূরণ করিতেছে, পদার্থসমুদায় স্বরূপতঃ যাহাই হউক না কেন ইহারা পদার্থ রূপেই অবস্থান করিতেছে, তবে কোথা হইতে কাহার অহং ভাবনা হইবে? আত্মারও অহম্ভাবনা নাই, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহরূপ স্ব স্ব ব্যাপারে অবস্থিত—প্রকৃতি আপন প্রকৃতিতে বিদ্যমান—তখন ত অহংভাবটা নাই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অহংটা যদি মিথ্যা হইল তবে কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ থাকে বল? যদি জগতে কোন পদার্থ থাকে তবে তাহার সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ? আত্মা স্থির, চিত্ত চঞ্চল। অহংটা আত্মারও নহে, চিত্তেরও নহে। ইহা মিথ্যা—ইহা ভ্রম, ইহা বাস্তবিক নাই। অহং নাই বলিয়া কাহারও সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ যখন নাই, তখন দ্বৈত কল্পনা নাই। জগতে যাহা আছে তাহা আত্মাই। আমি করি আমি দেখি এইরূপ অহং ভাবের অভ্যাসে মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। আত্মাভিন্ন সমস্তই অবস্তু, এই ধারণা হইলেই সর্ব্বসঙ্কল্প ক্ষয় হয়—চিত্তও তখন পরমা-লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত নিজেই বহিঃপ্রবৃত্ত নিজ অবয়ব ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে তত্ত্ববোধ দ্বারা জ্ঞানানলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিজ চঞ্চলতাকে দগ্ধ করিয়া আপন শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সেই "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নে" সর্ব্বদা লক্ষ রাখিয়া চিত্তের সমস্ত ব্যাপারকে সেই শান্ত আত্মাতে

অর্পণ করেন তাঁহারই সর্ব্বসঙ্কল্পার্পণ ও সর্ব্বকর্ম্মার্পণ সিদ্ধ হয়। কর্ম্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না। কারণ তাঁহার অহংভাবের আর স্ফূরণ হয় না। কর্ম্ম ও বাসনা সন্ন্যাস হইলেই নির্ম্মল আত্ম চৈতন্য প্রকাশিত হয়েন। তুমি সর্ব্বদা ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ভাবনা ত্যাগ কর; আয়াসশূন্য চিত্তে অনাসক্ত হইয়া বর্ত্তমান বিষয় ক্ষণকাল বাহ্যবুদ্ধিতে সেবন করিলেও তুমি সর্ব্বদা সঙ্কল্পাংশের অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত অচিত্ত প্রাপ্ত হইবে। ইহাই চিত্তের চঞ্চলতা ত্যাগ—ইহাই সংসার আড়ম্বর হইতে মুক্তি। প্রাণাপান নিরোধ, মানসপূজা ইত্যাদি ভক্তিব্যাপার এবং বিচার—ইহাদের কোন একটি অভ্যাস করিলেই ইহা হয়। যোগারূঢ়ের অবস্থাতে সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ হয় বলিয়া চিত্ত লয় হইয়া যায়। নিবৃষ্টসলিল জলধর যেমন নিঃশব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে, তোমার চিত্তও সেইরূপ যোগারূঢ়ের কথা শুনিয়া সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আত্মসংস্থ হউক। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও নির্ম্মল অংশ কল্পনাশূন্য আত্মচৈতন্য—যিনি তোমার হৃদয়ের রাজা—যিনি নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্, যখন তাঁহার বিস্মৃতি হয় তখন সংসারমোহ—মায়াচক্র—চিত্তস্পন্দন উত্থিত হয়, আর সর্ব্বদা স্মরণ হইলে যোগারূঢ় অবস্থা লাভ হয়।

যেমন তরঙ্গায়িত বিপুলকায় বলাহক গর্জ্জন করতঃ গগনমণ্ডলে তিরোহিত হয়, তোমার চিত্তও সেইরূপ এই কর্ম্ম দ্বারা আত্মস্বরূপে অন্তর্হিত হইবে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ব শ্রী ম
আত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন বিবেকযুক্তেন মনসা আত্মানং
শ
সংসারসাগরে নিমগ্নং বিষয়াসক্তিযুক্তং চিত্তং সবিষয়ং মন ইতি বা
শ আ শ শ শ
উদ্ধরেৎ উৎ সংসারাৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েৎ। "মন
এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ
আ
নির্ব্বিষয়ং মনঃ" ইতি স্মৃতিশ্চ। যোগপ্রাপ্তাবনাস্থা তু ন কর্ত্তব্যেত্যাহ
আ শ শ শ
নাত্মানমিতি। আত্মানং ন অবসাদয়েৎ নাধো নয়েৎ নাধো গময়েৎ
ম আ আ
ন তু বিষয়সমুদ্রে মজ্জয়েৎ। যোগপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চেন্নানুষ্ঠীয়তে তদা যোগা-
আ শ
ভাবে সংসারপরিহারাসম্ভবাদাত্মাধোনীতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ

শ শ আ আ
আত্মৈব আত্মনোবন্ধুঃ নহ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুঃ। অন্যোবন্ধুঃ সন্নপি
আ শ্রী
সংসারমুক্তয়ে ন ভবতীত্যর্থঃ। আত্মৈব আত্মনোরিপুঃ অপকারকঃ।
শ শ
বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূলভাবং স্নেহনির্ব্বন্ধনায়তনত্বাং
শ শ
তস্মাৎ যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি—যোঽন্যোঽপকারী
শ শ
বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মনিযুক্তত্রবেতি যুক্তমবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন
শ
ইতি ॥ ৫ ॥

আত্মা দ্বারা আত্মাকে [সংসার হইতে] উদ্ধার করিবে, আত্মাকে নিম্ন দিকে [বিষয় সমুদ্রে] যাইতে দিবে না। কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

অর্জ্জুন—বিষয়ে আসক্তি নাই, কর্ম্মে আসক্তি নাই এবং কোন প্রকার সঙ্কল্পেও আসক্তি নাই—সমস্ত ত্যাগ যাঁহার হইয়াছে তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলিলে। এইরূপ যোগারূঢ় হইলে তবে আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার হইল। এইত বলিতেছ ?

ভগবান্—হাঁ অগাধ কামসমুদ্রে আত্মরত্ন পড়িয়া গিয়াছে। ছোট রত্নের মত এ রত্ন নহে। এ রত্ন অনন্ত চিন্মণি। জলের মধ্যে মণির যে আভা ছড়াইতেছে তাহা দ্বারাই মণি ঐখানে আছে জানা যাইতেছে। কামনাসমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে যে জ্ঞানমণি, অথবা পরমপুরুষস্বীকৃত অজ্ঞান জনিত কাম দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব আবৃত "আবৃতং জ্ঞানমেতেন" (৩।৩৯-৩৭) তাহারই উদ্ধার করিবার জন্য যোগারূঢ় হইতে হইবে। বিষয়, কর্ম্ম আর সঙ্কল্প—এই গুলি হইতেছে চঞ্চল জলরাশি। এই চঞ্চলতা ঠেলিয়া দিতে পারিলেই রত্নের আভা দর্শন হয়। ইহা ধ্যান অবস্থা আরুরুক্ষুর। ক্রমে রত্ন স্পর্শ করিলে সবই রত্ন হইয়া যায়—জলতরঙ্গ কিছুই থাকেনা—শুধু রত্নই আছে দেখিয়া রত্নস্বরূপে অবস্থান হয়। এই রত্নও অনন্ত। তাই বিষয়সমুদ্রের যেখানে কেন না ডুব দাও—যাহাতে কেন না চিত্ত একাগ্র কর, আভা দেখিবেই—ধ্যান দ্বারা স্বরূপ দর্শন হইবেই—পরে রত্নস্পর্শেই রত্নই থাকিবে—বিষয়তরঙ্গ একটা ইন্দ্রজাল মত হইয়া যাইবে। দৃশ্যপ্রপঞ্চ থাক বা না থাক, রত্ন মিলিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া গেল।

অর্জ্জুন—আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার বলিতেছ—সংসারসাগরনিমগ্ন আত্মাকে উর্দ্ধে আনয়ন বলিতেছ। আত্মা কি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়?

ভগবান্—যে যাহার ব্যাপক, যাহা অপেক্ষা যাহার স্বাধীনতা বেশী, যে যাহার কারণ সে তাহার আত্মা। শাস্ত্র এই জন্য বলেন দেহের আত্মা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আত্মা বুদ্ধি, বুদ্ধির আত্মা জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্যরূপী পরমপুরুষ। কঠশ্রুতির " ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ " (৩,৩২) স্মরণ কর। শাস্ত্র আরও বলেন "ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্। আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ"। কামের বশীভূত হইয়া গিয়াছে যে "অহং," যে অহং অন্ধ হইয়া প্রবৃত্তিপথে চলিতেছে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গগত শাস্ত্রোজ্জ্বল অহং দ্বারা উদ্ধার কর। যিনি আত্মা তিনি "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্"। সেই আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বটি কখনও শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হইয়া নিবৃত্তিমার্গের অহং নাম ধরে, কখনও বা বিষয়জড়িত মনে প্রতিফলিত হইয়া প্রবৃত্তিমার্গের অহং বলিয়া কথিত হয়। এই অহং ভাবটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমিই বিচার কর বুঝিবে পরমশান্ত আত্মাতে এই অহং নাই, আর সম্পূর্ণ জড়স্বরূপ এই সত্ত্ব রজ তমের সাম্যাবস্থা যে প্রকৃতি তাহাতেও অহং নাই। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির চঞ্চলতা হইলে, গুণবৈষম্য হইলে, যে একটা মিথ্যা আরোপ হয় তাহাই এই অহং। তুমি প্রবৃত্তিমার্গের অহংকে নিবৃত্তিমার্গের অহং দিয়া উদ্ধার কর। প্রবৃত্তিমার্গের অহংটি অশুভ সঙ্কল্প। নিবৃত্তিমার্গের অহংটি শুভ সঙ্কল্প। আরুরুক্ষু শুভসঙ্কল্প দ্বারা—অশুভ সঙ্কল্প দূর করেন—বিষয়ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া প্রাণ অপানকে সমান করা রূপ যোগ করেন, আর যোগারূঢ় সমস্ত বিষয়, সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত সঙ্কল্প সন্ন্যাস করিয়া মনকে আত্মসংস্থ করেন। ইহাই আত্মার উদ্ধার।

অর্জ্জুন—আত্মাকে অবসন্ন করিবে না কিরূপে?

ভগবান্—ভোগের ইচ্ছা বাড়াইলেই আত্মা দিন দিন নীচের দিকে নামিয়া পড়িবেন। যত ভোগ কমাইবে ততই ইহাকে উর্দ্ধে তুলিবে। যখন পৃথিবীর কোন প্রকার ভোগে আর রুচি থাকিবে না, তখন আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করিবেন। বিষয়ের দোষদর্শন অভ্যাস করিতে করিতে এরূপ হইবে যে ইন্দ্রিয়সেব্য যাহা কিছু ভোগ উপস্থিত হউক না কেন, তখনই মনে হইবে—এ ভোগ করিয়া কি লাভ হইবে? ইহাত ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী আত্মাকে কিরূপে পাইব? কিরূপে যোগারূঢ় হইবে? শরীরধারণার্থ যাহা আবশ্যক তাহাতেও যাহাতে রুচি না লাগে এরূপ বিচার রাখিয়া আহার নিদ্রাদি হইবে এবং সর্ব্বদাই আত্মচৈতন্যে অবস্থান জন্য ধ্যান ও সমাধির চেষ্টা ও আত্মবিচার, স্বাধ্যায় ইত্যাদি চলিবে।

অর্জ্জুন—আত্মাই আত্মার মিত্র আত্মাই আত্মার শত্রু ইহা কিরূপ?

ভগবান্—আত্মাকে যেমন অবস্থায় কেন আনিয়া ফেলনা ইহাকে আবার উদ্ধার করিবার শক্তি প্রতিমানুষেরই আছে। তবে যাহার পাপ বেশী হইয়া গিয়াছে তাহাকে, বেশী ক্লেশ করিতে হইবে। আপন সুখময় আনন্দময় স্বরূপে অবস্থান জন্য চেষ্টা সকলেই করিতে পারে। যত্ন যে করে না তাহার: কারণ, আত্মার এ অবস্থার জ্ঞান, প্রথম নাই, দ্বিতীয় জানিতে সমর্থ

হইলেও দুষ্ক্রিয়া দ্বারা শক্তি নষ্ট করিয়াছে বলিয়া। কিন্তু ভাল হইবার ইচ্ছা যখন সকল জীবের আছে, তখন তজ্জন্য চেষ্টা সকলেই করিতে পারে। এই চেষ্টাই পুরুষার্থ। এই পুরুষার্থই ভগবান্। শ্রীভগবান্ কোন জীবকে একবারে ত্যাগ করেন না। তবেই হইল আত্মাকে উদ্ধার করা ও পাতিত করা যখন সকল মানুষের হাত, তখন যে আপনাকে আপনি উদ্ধারের চেষ্টা না করে সে নিজের শত্রু নিজেই, আর যে সে চেষ্টা করে সে নিজের বন্ধু নিজেই। অন্য বন্ধু অনেকে হইতে পারে বটে, কিন্তু আপনাকে উদ্ধার জন্য যে ভোগবাসনা ত্যাগ, সঙ্কল্পত্যাগ, শরীরাদিতে অনাস্থা, কুম্ভকাদি অভ্যাস, মানসপূজাদি অভ্যাস, ধ্যান ও সমাধিতে যত্ন—এই সমস্ত কেহ করিয়া দিলে হইবে না, জপ ধ্যান আত্মবিচার আপনাকেই করিতে হইবে। তাই বলা হইতেছে তোমার শত্রু বা মিত্র তুমি নিজেই। ঐ যে অনেকে পরের ঘাড়ে দোষ দেয় ঐ লোকটা আমায় নষ্ট করিল, ও লোকটা ইষ্ট করিল ইহা কথার কথা মাত্র। "সুখস্য দুঃখস্য ন কোহপি দাতা"। তপস্যা, সৎশাস্ত্রাদি পাঠ, সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া—এসমস্ত ক্রিয়াযোগও অন্যে করিয়া দিলে হইবেনা, আপনাকেই করিতে হইবে।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

ম
যেন আত্মনা এব বিবেকযুক্তেন মনসৈব ন তু শাস্ত্রাদিনা আত্মা
ব ম
বিষয়াসক্তমন এব জিতঃ স্ববশীকৃতঃ আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ
ব ম
উপকারী উচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্ত্যভাবেন স্বহিতকরণাৎ। অনাত্মনস্তু
শ ম শ
অজিতাত্মনস্তু আত্মা এব শত্রুবৎ বাহ্যশত্রুরিব শত্রুত্বে শত্রুভাবে
ম ম
বর্ত্তেত বাহ্যশত্রুরিবোচ্ছৃঙ্খলপ্রবৃত্ত্যা স্বস্য স্বেনানিষ্টাচরণাৎ ॥ ৬ ॥

যে আত্মা দ্বারা আত্মা জিত, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। কিন্তু যে আত্মা জিত হয় নাই সেই আত্মাই [বাহ্য] শত্রুর ন্যায় অপকার করণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬ ॥

অর্জ্জুন—আবার বল—যে আমি আমার বন্ধু তাহার লক্ষণ কি? আর যে আমি আমার শত্রু তাহারই বা লক্ষণ কি?

ভগবান্—তিনটি আত্মার কথা বলা হইতেছে লক্ষ্য কর।

যে আত্মা "নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্" তিনিই যথার্থভাবে হৃদয়ের রাজা। তিনি সর্ব্বসাক্ষী

দ্রষ্টা পুরুষ। তিনি যখন আত্মমায়াতে প্রকট হয়েন, সর্ব্বদা স্বস্বরূপে থাকিয়াও তিনি নিবৃত্তি-মার্গের প্রকৃতির সহিত যখন থাকেন, তখন তিনি শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি রূপে ভাসিতে থাকেন বলিয়া বাক্যদণ্ড, কায়দণ্ড এবং মনোদ্বারা আপনার শরীর, বাক্য ও মনকে জয় করেন। এই আমিই আমার বন্ধু। আবার যখন প্রবৃত্তিমার্গপ্রধাবিত আত্মা স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়েন—হইয়া বাক্য, মন ও শরীর লইয়া যখন যাহা ইচ্ছা হয় কোন কিছু না মানিয়া তাহাই করেন—যে প্রবৃত্তি-বশগত আত্মা স্বীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি বশে প্রকাশ্যে বা গোপনে আপন ব্যভিচার লইয়া ব্যস্ত—সেই ব্যভিচারী আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহা অপকার করে। বিষয়াসক্ত মনই শত্রু আত্মা।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

শ
জিতাত্মনঃ কার্য্যকারণাদিসংঘাত আত্মা জিতো যেন স
শ ম
জিতাত্মা তস্য প্রশান্তস্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধ্যা রাগদ্বেষশূন্যস্য পরমাত্মা
রা ম
প্রত্যগাত্মাত্র পরমাত্মোচ্যতে শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু চিত্তবিক্ষেপকরেষু
নী শ
শীতোষ্ণাদিষু প্রাপ্তেষু তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ চিত্ত-
ম ম শ শ শ্রী রা
বিক্ষেপহেত্বোঃ সতোরপি তেষু সমঃ স্যাৎ সমাহিতঃ ভবতি সম্যগাহিতঃ
রা ম শ শ ম
স্বরূপেণাবস্থিতঃ ভবতি সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। পরমিতি
শ্রী শ্রী
বা চ্ছেদঃ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্যৈব পরং কেবলমাত্মা নান্যস্য যদ্বা
নী
জিতাত্মনঃ নির্ব্বিকারচিত্তস্য আত্মা চিত্তং পরং উৎকর্ষেণ সমাহিতঃ
নী
সমাধিং প্রাপ্তো ভবতি ॥ ৭ ॥

নির্ব্বিকারচিত্ত, রাগদ্বেষশূন্য ব্যক্তির প্রত্যগাত্মা শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ অথবা মান অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত হয়েন [অর্থাৎ আপন পরম শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন] ॥ ৭ ॥

অর্জ্জুন—যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন—যিনি আপন চিত্ত জয় করিয়াছেন—তাঁহার কথা বলিতেছিলে।

ভগবান্—যিনি বাক্য, মন ও দেহ স্ববশে আনিয়াছেন তিনি জিতাত্মা। এইরূপ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমচিত্ত বলিয়া প্রশান্ত। শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ বা মান অপমান উপস্থিত হইলেও ইনি বিচলিত হন না। ফলে যাহাতে লোকের চিত্ত বিক্ষেপ হয় তাহা থাকিলেও ইঁহার প্রত্যগাত্মা—প্রত্যক্ চৈতন্য—চিত্ত হইতে পৃথক্ কৃত চৈতন্য—এই পরমাত্মা—সমাধি প্রাপ্ত হয়েন—অর্থাৎ ইহার প্রত্যক্ আত্মা, স্বস্বরূপে—আপন রমণীয়, শান্ত, চলনরহিত অবস্থাতে অবস্থান করেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

শ শ
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্
শ্রী শ্রী শ শ
ঔপদেশিকং জ্ঞানং বিজ্ঞানন্তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং
শ্রী শ
অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয়
শ শ ম
আত্মান্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ অপ্রকম্পঃ বিষয়-
ম ম শ্রী
সন্নিধাবপি বিকারশূন্যঃ অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ বিজিতানীন্দ্রিয়াণি
শ্রী ম
যেন অতএব সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যত্বেন সমানি
ম ম
মৃৎপিণ্ডপাষাণকাঞ্চনানি যস্য স যোগী পরমহংসপরিব্রাজকঃ যুক্তঃ
ম নী নী
পরমবৈরাগ্যযুক্তো যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগঃ ইত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

যাঁহার চিত্ত শাস্ত্রের উপদেশ ও ঐ সমস্ত উপদেশের অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষয়সন্নিধানেও বিকারশূন্য, আত্মনিষ্ঠাহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়জয় হইয়াছে, যিনি মৃৎশিলা ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি, এতাদৃশ যোগীকে যুক্ত বলে ॥ ৮ ॥

ভগবান্—শাস্ত্র পাঠ করা আবশ্যক, শাস্ত্রের যেখানে যাহা আছে জানা আবশ্যক—শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও শাস্ত্রের উপদেশ অবগত হওয়া আবশ্যক—শুধু শাস্ত্রোক্ত উপদেশ জানিলেই কার্য্য হইবেনা—শাস্ত্রে যাহা আছে তাহার অপরোক্ষানুভূতি আবশ্যক—কার্য্যে পরিণত করিয়া শাস্ত্র উপদেশ মত অবস্থা লাভ করা আবশ্যক, এই যাঁহার হইয়াছে তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। আরও যিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, যিনি ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত সংলগ্ন বলিয়া জিতেন্দ্রিয়, যিনি মৃত্তিকা, পাষাণ এবং সুবর্ণ সমচক্ষে দেখেন, সোনা মাটি টাকা মাটি, মাটি সোণা মাটি টাকা এই অভ্যাস যিনি করিয়াছেন, এইরূপ যোগীকে যুক্ত বলা হয়। এইরূপ যোগীই যোগারূঢ়।

অর্জ্জুন—জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত হওয়াকেও কি সমাধি বলে?

ভগবান্—শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্র মত কার্য্য করিয়া শাস্ত্রোক্ত অবস্থা লাভ করাও সমাধি বা ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করা। সমাধি লাগিলেই, ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত হইলেই, প্রাণাপানের গতি সমান হইবে এবং ধ্যেয় বস্তু লক্ষ্য করিতে করিতে যখন চিত্ত তদাকারকারিত হইয়া যাইবে—তখনই জ্ঞান-অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। যাহাতেই কেননা চিত্ত একাগ্র হউক—চিত্ত একাগ্র হইলেই বস্তুর স্বরূপ দর্শন হইবেই। সমস্ত বস্তুর স্বরূপই শ্রীভগবান্। প্রতিবস্তু হইতে নাম ও রূপ লয় করিতে পারিলেই অস্তি ভাতি প্রিয় মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। এজন্য ধ্যানযোগারূঢ়কেই যুক্ত যোগী বলিতেছি। যুক্ততম যোগীর কথা পরে আসিবে।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ *

সুহৃৎ [শ]প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা মিত্রং [ম]স্নেহেনোপকারকঃ অরিঃ [শ]শত্রুঃ [ম]স্বকৃতাপকারমনপেক্ষ্য স্বভাবক্রৌর্য্যেণ অপকর্ত্তা উদাসীনঃ [শ্রী]বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ মধ্যস্থঃ [ম]বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতৈষী দ্বেষ্যঃ [শ]আত্মনোঽপ্রিয়ঃ বন্ধুঃ [নী]সম্বন্ধী [ম]এতেষু সাধুষু [নী]পুণ্যকৃৎসু [ম]শাস্ত্রবিহিতকারিষু বা পাপেষু [নী]পাপাচারেষু শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধকারিষ্বপি [ম]চকারাদন্যেষ্বপি সর্ব্বেষু সমবুদ্ধিঃ [ম]কঃ কীদৃক্‌কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিঃ

সর্ব্বত্র [ম] রাগদ্বেষশূন্যঃ বিশিষ্যতে [ব] সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনাদপি যোগিনঃ [ব] সকাশাৎ [ম] উৎকৃষ্টো ভবতি। [শ] যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম [শ] ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

* বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্।

সুহৃৎ [প্রত্যুপকার না চাহিয়া যিনি উপকার করেন], মিত্র [স্নেহবশতঃ উপকার যিনি করেন], শত্রু [বিনাশোদ্যত], উদাসীন [বিবদমান উভয়পক্ষের উপেক্ষাকারী], মধ্যস্থ [উভয় পক্ষের হিতৈষী], দ্বেষ্য [স্বকীয়ের অপ্রিয়], বন্ধু [সম্বন্ধবিশিষ্ট], সাধু [শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা] এবং পাপ [শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মরত]—এই সকলের প্রতি যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

অর্জ্জুন—যত প্রকার যোগারূঢ় ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের মধ্যে উত্তম কে?

ভগবান্—যে যোগারূঢ় মৃৎপিণ্ড, মণি, পাষাণে সমদৃষ্টি, তদপেক্ষা যিনি শত্রু, মিত্র, উপকারী, অপকারী, পুণ্যবান্, পাপী—সকল প্রাণীতে সমবুদ্ধি, অর্থাৎ কাহার কিরূপ কর্ম্ম—সে ভাল কর্ম্ম করে কি মন্দ কর্ম্ম করে—তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া যিনি সর্ব্বত্র রাগদ্বেষশূন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

যোগী [শ] ধ্যায়ী [ম] যোগারূঢ়ঃ একাকী [শ] অসহায়ঃ [ম] ত্যক্তসর্ব্বগৃহপরিজনঃ রহসি একান্তে [শ] গিরিগুহাদৌ [ম] যোগপ্রতিবন্ধকদুর্জ্জনাদিবর্জ্জিতে [ম] দেশে স্থিতঃ [শ] সন্ [শ] একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং [শ] কৃত্বেত্যর্থঃ যতচিত্তাত্মা [শ] চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য [শ] সঃ নিরাশীঃ [ম] বৈরাগ্যদার্ঢ্যেন [শ] বীততৃষ্ণঃ [ম] অত এব অপরিগ্রহঃ [ম] শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতেনাপি যোগপ্রতিবন্ধকেন

ম নী নী
পরিগ্রহেণ শূন্যঃ একাকিত্বেঽপি কন্থাপুস্তকাদিবহুপরিগ্রহশূন্যঃ আত্মানং
শ ম শ ব ম
অন্তঃকরণং চিত্তং সততং সর্ব্বদা অহরহঃ যুঞ্জীত ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তভূমি-
ম
পরিত্যাগেনৈকাগ্রনিরোধভূমিভ্যাং সমাহিতং কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

যোগী [যোগারূঢ়-ধ্যায়ী] সর্ব্বদা জনহীন প্রদেশে থাকিয়া একাকী সংযত-চিত্ত, সংযতদেহেন্দ্রিয়, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া চিত্তকে অহরহঃ সমাধি অভ্যাস করাইবেন ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন—যোগারূঢ়ের কার্য্য কি ?

ভগবান্—অহরহঃ সমাধি অভ্যাসই যোগারূঢ়ের কার্য্য।

অর্জ্জুন—সমাধি অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে ?

ভগবান্—ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগ হয় না। যাহাতে চিত্তের ঐ তিন অবস্থা না আইসে এইরূপ দেশ কালও সাধনকালে আবশ্যক। এই জন্য যিনি সমাধি অভ্যাস করিতে চাহেন তিনি গৃহ, পরিজন, কোলাহলপূর্ণ লোকালয় ত্যাগ করিয়া, একান্তে নির্জ্জন স্থানে বাস করিবেন ; চিত্তকে এবং দেহেন্দ্রিয়কে স্থির রাখিবেন ; দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা সমস্ত বিষয়-আশা ত্যাগ করিবেন ; কন্থাদি, বহু পুস্তকাদি যোগবিরুদ্ধ বহুপদার্থ সংগ্রহ করিবেন না। এই সমস্ত করিয়া, একাগ্র ও নিরোধ অবস্থা লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করিবেন।

কতদিন পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিবে, কখন্ বা সন্ন্যাস লইয়া সমাধি অভ্যাস করিতে হইবে, তাহাও লক্ষ্য কর। আমার প্রীতিতে লক্ষ্য রাখিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে, যখন চিত্ত সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে আমাকে স্মরণ করিবে, যখন অনুভব করিতে পারিবে যে আমি তোমার ভিতরে রহিয়াছি—আমি জীবন্ত ভাবে তোমার হৃদয়ের রাজা, আর তুমি ভিতরে সর্ব্বদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কার্য্য করিতে অভ্যাস করিয়াছ—এক ক্ষণকালও আমায় ভুলিয়া থাকনা—আরও বাহিরে মৃৎপিণ্ড, মণি, পাষাণ যাহা দেখ, তাহাতেও আমাকে স্মরণ কর—অথবা শত্রু মিত্রাদি যাহা দেখ তাহাতেও বিচার কর আমিই সব সাজিয়া রঙ্গ করি মাত্র—এই দৃষ্টি যতদিন পর্য্যন্ত না অভ্যাস হইয়া যায়—ততদিন তুমি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে পারনা। কিন্তু যখন একবারও ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইয়া কর্ম্ম হইতেছে না দেখিবে, তখন সমাধি অভ্যাস জন্য লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে যাইবে। সন্ন্যাস লইয়া একান্তে সমাধি অভ্যাসের সময় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে হয়।

অর্জ্জুন—মনের মধ্যেই ত জনের বাস। মনকে ভাবনাশূন্য করিলেই ত একাকী জন-শূন্য স্থানে বাস হইল। গিরিগুহায় যাওয়া কেন ? সংসার ত্যাগই করিতে হইবে কেন ?

ভগবান্—সংসারেও থাকিব আবার সমাধিও করিব—ইহা কি হয়? প্রতিদিন ক্রিয়া কর, প্রতিদিন লয় বিক্ষেপ কাটাইয়া স্থির হও, আবার লোকসঙ্গে মিশিয়া লয় বিক্ষেপ আসিতে থাকুক—শত শত বিঘ্নে প্রতিদিন যাহা লাভ হইবে তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে থাক—ইহাতে কি সমাধি হইতে পারে? কপটাচার না করিয়া যে সাধক সত্য কথা বলেন, তিনিই বলিবেন সংসারে বিঘ্ন কিরূপ? এইজন্য বলিতেছি একাকী জনশূন্য স্থানে বাস করিতে হইবে। যখন একাকী বলিতেছি তখন স্ত্রীসহায়শূন্য হইতেই বলিতেছি। ৬।১৪ শ্লোকে "ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ" বলিব। "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ" ইতি কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ। ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে নচ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলমুভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ ইত্যাদি। যাঁহাদের সংসারাসক্তি প্রবল, বৈরাগ্য অভ্যাস যাঁহাদের হয় নাই—যাঁহারা ঘোর মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যথার্থ প্রয়াসী নহেন—এক কথায় মুমুক্ষু হওয়া কি ইহা যাঁহারা যথার্থ অনুভব না করিয়াছেন তাঁহারা সংসারে থাকিয়াই সমাধি হইতে পারে বলিবেন। ইহা মুখের কথা মাত্র। কার্য্যতঃ কোন সাধক গৃহস্থ থাকিয়া সমাধি অভ্যাস করিতে পারে না। এই জন্য যিনি মুমুক্ষু তিনি জ্ঞান লাভ জন্য সন্ন্যাস লইবেন এবং যিনি যোগারূঢ় তিনিও সংসার ত্যাগ করিয়া একান্তে ধ্যান অভ্যাস করিবেন। জ্ঞান হইয়া গেলে পরে জীবে দয়া করিবার জন্য তাঁহারা লোকালয়ে আসিতে পারেন—এই পর্য্যন্ত। যতদিন নিষ্কামকর্ম্মে সিদ্ধিলাভ না হইতেছে ততদিন সংসারাশ্রমে থাকিতে হইবে। সংসারাশ্রমে থাকিয়া যিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে না শিখিলেন—ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যিনি সংসারের বিপৎ-তরঙ্গ অবিচলিত ভাবে সহ্য করিতে না শিখিলেন—প্রতি বিপদে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিয়া যিনি স্থির থাকিতে না শিক্ষা করিলেন, যিনি শ্রীভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া সংসারে রাগ দ্বেষ জয় করিতে না পারিলেন, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের পরের অবস্থা যে সমাধি তাহাতে স্থিতি লাভ কিরূপে করিবেন? জ্ঞানই বা তাঁহার হইবে কিরূপে? চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কেহ কখন জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। আবার ভক্ত না হইলেও কেহ কখন যথার্থ ভাবে সংসার আশ্রমের কার্য্য করিতে পারে না। সংসারাশ্রমে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করা অভ্যাস হইয়া গেলে একান্তে যাইতে হইবে। এবং পরে কর্ম্মসন্ন্যাস লইয়া জ্ঞানলাভে মুক্তি হইবে। একান্তে গিয়া যেরূপে যোগাভ্যাস করিতে হইবে এখন তাহাই বলিব।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন*কুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১১।১২ ॥

---

* চৈলাজিন ইতি বা পাঠঃ।

শ ম
শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা শুদ্ধে জনসমুদায়রহিতে নির্ভয়ে
ম ম রা নী নী
গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে সমস্থানে পবিত্রভূতে দেশে পুণ্যে স্থানে
শ্রী ব
বা আত্মনঃ স্বস্য আত্মন ইতি পরাসনস্য ব্যাবৃত্তয়ে, পরেচ্ছায়া অনিয়ত-
ব ম
ত্বেন তস্য যোগপ্রতিকূলত্বাৎ, স্থিরং অচলনং নিশ্চলং ন অত্যুচ্ছ্রিতং
ম আ আ আ
নাত্যুচ্চং পতনভয়পরিহারার্থং নাত্যুচ্চমিত্যুক্তম্ ন অতিনীচং ভূতল-
আ
পাষাণাদিসংশ্লেষে বাতক্ষোভাগ্নিমান্দ্যাদিসম্ভাবিতদেশনিরাসার্থম্
ম শ
চেলাজিনকুশোত্তরং চেলং মৃদুবস্ত্রং অজিনং মৃদু ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম কুশাশ্চ
নী ম নী নী
উত্তরে উপর্য্যুপরি যস্মিন্ অজিনাদুপরি চৈলং কুশেভ্য উপরি অজিনঃ
নী ম
স্থণ্ডিলস্যোপরি কুশা ইত্যর্থঃ তথা চাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ " স্থিরসুখমা-
আ নী
সনম্ " ইতি। আসনং আস্যতেঽস্মিন্নিত্যাসনম্ স্থণ্ডিলং নিশ্চল-
নী
মিত্যেনেন মৃন্ময়মেব স্থণ্ডিলং নতু কাষ্ঠময়ং পীঠম্. [পিঠতি হিনস্তি
নী নী
শ্রমং=পীঠঃ], প্রতিষ্ঠাপ্য সুস্থিতং কৃত্বা তত্র তস্মিন্ আসনে পদ্ম-
নী ম
স্বস্তিকাদ্যন্যতমেনাসনে উপবিশ্য ন তু শয়ানস্তিষ্ঠন্ বা "আসীনঃ
ম ম নী
সম্ভবাদিতি ন্যায়াৎ" যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ যতাঃ নিগৃহীতাঃ চিত্তস্য
নী
ক্রিয়াঃ বিষয়াণাং স্মরণানি ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়াস্তেষাং গ্রহণং

নী
যেনাসৌ যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ তথাভূতঃ সন্ অতএব মনঃ বাহ্যাভ্যন্তর-
নী
বিষয়ানুপরক্ততয়া একাগ্রং কৃত্বা একং ধ্যেয়মেব অগ্রে যস্য স্ফুরতি
নী
নান্যৎ তদেকাগ্রং বৃত্ত্যন্তরানন্তরিতত্রৈক্ষ্যাকাকারবৃত্তিপ্রবাহি কৃত্বা
ম ম
আত্মবিশুদ্ধয়ে আত্মনোঽনন্তঃকরণস্য সর্ব্ববিক্ষেপশূন্যত্বেনাতি-
সূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ "দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া
নী রা
সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি শ্রুতেঃ। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বন্ধবিমুক্তয়ে বা যোগং
ম শ্রী
সমাধিং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যসেৎ ॥ ১১ । ১২ ॥

পুণ্যদেশে নিজের [কাষ্ঠময় পাঠ না করিয়া] নিশ্চল [মৃণ্ময়] আসন করিবে। [সেই আসন] অতি উচ্চ বা অভি নিম্ন না হয়। [মৃণ্ময় আসনে] প্রথমে কুশ বিছাইয়া তদুপরি মৃদু ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা মৃগচর্ম্ম, তদুপরি মৃদু বস্ত্র বিস্তৃত করিবে। সেই আসনে উপবেশন করিয়া বিষয়স্মরণাদি চিত্তের ক্রিয়া এবং বিষয়গ্রহণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রোধ করিয়া একাগ্র মনে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য সমাধি অভ্যাস করিবে ॥ ১১ । ১২

অর্জ্জুন—"যোগং যুঞ্জীত সততম্" ইহা বলিতেছিলে। এই সমাধি অভ্যাসের জন্য কিরূপে কি করিতে হইবে ?

ভগবান্—প্রথমে সমাধি অভ্যাসের স্থান স্থির কর। যে দেশ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, যেমন গঙ্গাতট, অথবা যে দেশ সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ যেমন নির্জ্জন ভয়বর্জ্জিত গিরিগুহাদি—এরূপ স্থান অগ্রে ঠিক কর। ঐ পুণ্যদেশে সমতল স্থানে সমাধি অভ্যাসের জন্য আসন প্রস্তুত কর। আসনটি স্থির নিশ্চল হওয়া চাই। কাষ্ঠাসন না করিয়া মৃণ্ময় আসন প্রস্তুত করিবে। পরের আসন হইলে হয়না ইহাতে যোগবিঘ্ন ঘটে। আসন অতিউচ্চ না হয়—কারণ তাহাতে পতনের ভয় থাকে, অতি নিম্নও না হয়—কারণ তাহাতে বায়ুবিকার অগ্নিমান্দ্যাদি হইতে পারে।

আসন প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে প্রথমে কুশ বিছাইবে, তদুপরি মৃদু ব্যাঘ্রচর্ম্ম বা মৃগ-ছালা বিছাইবে, তাহার উপর মৃদু বস্ত্র বিছাইবে।

এইরূপ আসনে বসিয়া প্রথমে চিত্তকে বিষয়স্মরণ হইতে নিবৃত্ত করিবে—চিত্তকে মানস পূজাদি ব্যাপার করাইলে চিত্ত আর বিষয় স্মরণ করিবে না। পরে ইন্দ্রিয়গণও বিষয় গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইবে। চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত হইলে মনকে একাগ্র করিবে। একমাত্র ধ্যেয় বস্তুটি যখন মনের অগ্রে স্ফুরণ হয় তখনই মন একাগ্র হয়। মন একাগ্র হইলে সমাধি লাগিবে। চিত্ত ধ্যেয়-বস্তুতে যখন সমাহিত হয় তখন তাহার নাম একাগ্র সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ইহার পরে নিরোধ-সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই শেষোক্ত সমাধিতে মন কোন অবলম্বন না করিয়াই সমাহিত হয়। একাগ্র সমাধি অভ্যস্ত হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়।

অর্জ্জুন—আসন করাটা ত দুই অর্থেই বলিতেছ। মৃণ্ময় আসন এবং পদ্মাসন সিদ্ধাসন স্বস্তিকাসন ইত্যাদি।

ভগবান্—আস্+অধিকরণে অনট্ করিয়া আসন। যাহাকে অধিকার করিয়া উপবেশন করা যায় তাহাই আসন। পৃথিবীকে অধিকার করিয়া যেমন উপবেশন করা যায় সেইরূপ এই দেহকেও অধিকার করিয়া উপবেশন করা যায়। দেহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসাইয়া রাখাও আসন। কুশাসন, কম্বলাসন, মৃগচর্ম্মাসন ইহারাও ঐ কারণে আসন।

অর্জ্জুন—"যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়:" ইহাতে ত সাধনার কথা আছে। চিত্তকে বিষয়স্মরণ হইতে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্তি করিতে হইলে যাহা করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া বল। একান্তে গিয়া সমাধি অভ্যাসের কোন দৃষ্টান্ত যদি দাও আরও সুবিধা হয়।

ভগবান্—যাঁহারা যথার্থ যোগী তাঁহারাই এরূপ করেন। উদ্দালক মুনির সমাধি অভ্যাসের কথা তোমায় বলিব। ফলে একান্তে না গিয়া ভগবৎ লাভ কাহারও ভাগ্যে হয়না।

অর্জ্জুন—উদ্দালক মুনি "যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়:" হইবার জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন?

ভগবান্—অপ্রাপ্তযৌবন উদ্দালক মুনি গন্ধমাদনশৈলস্থিত এক বনস্থলীতে আশ্রম করিয়া সমাধি অভ্যাস করিতেন। সংসাররোগভীত মুনি চিন্তা করিতেন "যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না এবং যাহাতে বিশ্রাম লাভ করিলে আর শোক করিতে হইবেনা, কিরূপে আমি সেই সর্ব্বপ্রধান প্রাপ্যটি পাইব? সুমেরুশৃঙ্গে মেঘ যেমন বিশ্রাম করে, কবে আমি মনো-ব্যাপাররহিত পরম পবিত্র পদে চিরবিশ্রান্তি লাভ করিব? কবে আমি "ইহার পর ইহা করিব, তাহার পর ইহা করিব" এরূপ কল্পনাকে অন্তরে উপহাস করিতে পারিব? নির্ব্বিকল্প ধ্যানে বিশ্রান্ত মৌনব্রতাবলম্বী আমার মস্তকে কবে বনপক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মান করিবে?" মুনি—এইরূপ চিন্তা করিয়া বনমধ্যে পুনঃ পুনঃ উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যানাভ্যাসে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মর্কটের ন্যায় চপল তদীয় চিত্ত কিছুতেই সমাধিপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলনা। তাঁহার চিত্ত-মর্কট কখন বাহ্যবিষয় ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক সুখাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়, কখন বা আন্তরিক সমাধি-সুখস্পর্শ ত্যাগ করিয়া বিষদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। কখন বা তদীয় মন বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ স্পর্শ ত্যাগ করিয়া "স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্" অজ্ঞান ও আত্মঃগ্লানির অন্তরালে লীন হইয়া নিদ্রারূপা চির-

স্থিতি লাভ করিতে লাগিল। গিরিগুহায় ধ্যানপরায়ণ সেই মুনি চিন্তা-তরঙ্গ দ্বারা বিচলিত হইয়া সঙ্কটে পতিত হইলেন। ক্রমে তিনি গিরিকন্দরে প্রবেশ করিয়া নব পত্র দ্বারা এক আসন রচনা করিলেন, তদুপরি এক মনোহর মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিলেন, বোধ হইল যেন সুমেরু পর্ব্বত স্বীয় নীলরত্নশোভী তটদেশে তারকাপুঞ্জ বিস্তার করিল। মুনি বদ্ধ-পদ্মাসনে উত্তরাস্য হইয়া জলবর্ষণান্তে মেঘের মত সেই গিরিকন্দরস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন; করিয়া প্রথমেই ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, প্রভৃতি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বিষয়াভিমুখে ধাবিত চিত্ত-হরিণকে অন্তর ও বাহ্য বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া সমাধি অভ্যাস জন্য এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন:—

রে মূর্খ মন! তুমি কার জন্য ব্যস্ত হইতেছ? সংসারে তোমার কে আছে? কে তোমায় রক্ষা করিবে? সংসারব্যাপারে তোমার প্রয়োজন কি? দেহটাই তোমার কি করিবে? যাহা পরিণামে দুঃখপ্রদ তাহার সেবায় তোমার শান্তি কোথায়? তুমি কিসের আশা কর? ভোগাশায় তোমার কোন্ শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? ইষ্টসম্পাদন ও অনিষ্টনিবারণাদি এই যে তোমার বিচিত্র বিষয়ভোগকল্পনা ইহা কেবল অসহ্য দুঃখ প্রদান করিবার জন্য।”

মুনি এইরূপ বিচারে চিত্তকে সুস্থ করিয়া ইন্দ্রিয়ক্রিয়াসমূহও রোধ করিবার জন্য বিচার করিতে লাগিলেন—

রে মূর্খ চিত্ত! সমাধিতে তোমার চেষ্টা নাই কেন? বহিঃপ্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকল ত তোমারই অবয়ব। রে মূর্খ! রূপ দর্শন লালসায় তুমি আর দর্শনেন্দ্রিয়ভাব প্রাপ্ত হইওনা। যদি হও তবে সুন্দরকান্তি লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইবে। তুমি শ্রোত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধি দ্বারা হরিণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইওনা। হে চিত্ত! ত্বগিন্দ্রিয় হইয়া স্পর্শোন্মুখী বুদ্ধিতে করিণীলোলুপ করীর ন্যায় বদ্ধ হইওনা। অরে অন্ধ! রসনেন্দ্রিয় হইয়া কদন্ন লালসায় বড়িশাপিণ্ডলোলুপ মীনের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইওনা। রে চঞ্চল! ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধলোভে শরীররূপ কমলের কোটরে ভৃঙ্গের ন্যায় বদ্ধ হইও না। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মীন, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ইহারা এক একটি ইন্দ্রিয় আশ্রয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রশ্রয় দিলে যে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? চিত্ত! তুমি যে "আমি আমার" করিয়া ব্যাকুল হইতেছ, দেখ দেখি তোমার আমি কোথায়? এই রক্ত, এই অস্থি, এই শ্বাসবায়ু, ইহার মধ্যে "আমি" কে? ইহার মধ্যে যে স্পন্দাংশ আছে তাহা বায়ুর, জ্ঞানাংশ পরমাত্মার, জরা মৃত্যু দেহের ধর্ম্ম, ইহার আমি কে? চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বিচার কর কোথাও "আমি" পাইবে না। পরমার্থ বিচারে জানা যায় মন ও আমি নহি, তুমিও (চিত্তও) আমি নহি, বাসনাও আমি নহি। এ সব আমি নই, কিন্তু বিশুদ্ধ-আভাস চৈতন্যই আমি। এই চৈতন্য ত সর্ব্বত্রই আছেন, আমি বস্তুটি ব্যাপক—কাজেই 'আমি' বস্তুটি দেহে আবদ্ধ নহে।

তুমি সদ্দৃষ্টি আশ্রয় কর—বুঝিবে সর্ব্বত্রই আমি অথবা আমি কিছুই নই। এই দুয়ের একতরই সদ্দৃষ্টি। দেহ-মাত্রে পরিচ্ছিন্ন অহং নামক উক্ত বিলক্ষণ পদার্থ নাই।

উদ্দালক চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিবার জন্য এই রূপ বিচার করিতেন। আরও বিচার করিতেন ইন্দ্রিয়বর্গ জড়। বুদ্ধি ও অহংকার ইহারাও জড়। বুদ্ধি ও অহঙ্কারে ছৈতন্তের প্রতিবিম্ব পড়িলে ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিতে ছুটিয়া যায়। বিষয়সমূহ কোথায় ছিল? নিতান্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় যাও দেখিবে বিষয়ের সূক্ষ্মাবস্থাই বাসনা। বাসনার সমষ্টিই চিত্ত। মন বা চিত্তে চৈতন্তের প্রতিবিম্ব পড়িলে জড় মনের একটা চলন হয় অর্থাৎ চেতনের ভাবটি মনে আরোপ হয়, আবার মন চঞ্চল হইয়া যে কার্য্য করে তাহা চৈতন্তে আরোপ হয়—এই অভ্যাসে অহংকর্ত্তা অহং ভোক্তা এই অভিমান জন্মে। মন, চৈতন্তের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া চঞ্চল হইলে, মন বা চিত্তের অবয়ব যে ইন্দ্রিয়াদি, ইহারা স্থুল বিষয়ে পরিণত যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্ষ্ম বাসনা—ইন্দ্রিয়গুলি সেই বিষয়ে ছুটিয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও ক্রিয়া জানিয়া, চিত্ত, স্পন্দন তুলুক বা না তুলুক এই উভয় ব্যাপারে অনাস্থা করিতে পারিলেই চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করা যায়। জ্ঞানমার্গে যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়া এইরূপ। ভক্তিমার্গেও এই ব্যাপারের সাধনা আছে। চিত্ত বিষয়ভাবনা ও বিষয়চিন্তা দ্বারা ব্যাকুল হয়, কিন্তু ইহাকে মানস পূজায় আত্মারামের সেবাকার্য্য দিলে চিত্ত আর বিষয় চিন্তা করে না। চিত্তকে বিষয়ের কথা না কহাইয়া যে ইহাকে ভগবানের সঙ্গে কথা কহাইতে অভ্যাস করে, তাহারও চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত হয়। জ্ঞানমার্গে হউক বা ভক্তিমার্গে হউক যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয় হইয়া দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণে রেচক কুম্ভক পূরক অভ্যাসে সমাধি লাভ হয়। সমাধি অভ্যাসে যখন সমাধি আয়ত্ত হয় তখনই আত্মশুদ্ধি হইল।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৩।১৪ ॥

শ শ ম
কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তৎ মূলাধারাদারভ্য
ম ম ম
মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তং সমং অবক্রং অচলং অকম্পং ধারয়ন্ একতত্ত্বাভ্যাসেন
ম
বিক্ষেপসহভাব্যঙ্গমেজয়ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্ "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং
শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য" ইতি শ্রুতিঃ ত্রীণি উরোগ্রীব-
শ
শিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে তৎ ইতি স্থিরঃ স্থিরোভূত্বা স্বং

[ম] স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য [শ] দর্শনং কৃত্বেবেতীবশব্দো [শ] লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ, ন হি স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমিহ [শ] বিধীয়তে [নী] কিন্তু নিমীলনে লয়ভয়ং উন্মীলনে বিক্ষেপভয়মতো [ম] লয়বিক্ষেপরাহিত্যায় [ম] বিষয়প্রবৃত্তিরহিতোঽর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ [ম] [ব] মনোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ভ্রূমধ্যদৃষ্টিঃ [ব] সন্ ইতি বা [নী] অতো দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ স্ত্র্যাদিবিক্ষেপকবিষয়দর্শনভয়াৎ [নী] [শ্রী] ইতস্ততঃ অবলোকনমকুর্ব্বন্ [ম] [নী] অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র আসীতেতি উত্তরেণান্বয়ঃ [নী] এবমাসনে উপবিষ্টেন যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ [নী] প্রশান্তাত্মেতি। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ত্যাগেন সমাধিসুখাস্বাদত্যাগেন চ শান্ত উপরতঃ [ম] রাগাদিদোষরহিতঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ [ব] অক্ষুব্ধমনাঃ ইত্যর্থ বিগতভীঃ [ম] শাস্ত্রীয়নিশ্চয়দার্ঢ্যাদ্বিগতা ভীঃ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগেন যুক্তত্বাযুক্তত্বশঙ্কা যস্য সঃ [শ] বিগতভয়ঃ [ব] নির্ভয় ইত্যর্থঃ ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে গুরুশুশ্রূষাভিক্ষাভোজনাদৌ স্থিতঃ [ম] সন্ মনঃ সংযম্য [ম] বিষয়াকারবৃত্তিশূন্যং কৃত্বা মচ্চিত্তঃ ময়ি পরমেশ্বরে প্রত্যক্চিতি সগুণে নির্গুণে বা চিত্তং যস্য সঃ মদ্বিষয়কধারাবাহিকচিত্তবৃত্তিমান্ [ম] পুত্রাদৌ প্রিয়ে চিন্তনীয়ে সতি কথমেবং স্যাৎ? অত আহ মৎপরঃ [ম] অহমেব পরমানন্দরূপত্বাৎ

পরঃ পুরুষার্থঃ প্রিয়ো যস্য স তথা। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ
ম
প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা"
ম
ইতি শ্রুতেঃ। যুক্তঃ এবং বিষয়াকার-সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন
ম
ভগবদেকাকারচিত্তবৃত্তিযুক্তঃ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিমান্ আসীত
ম
উপবিশেদ্ যথাশক্তি নতু স্বেচ্ছয়া ব্যুত্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। "ভবতি
ম
কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তো নতুস্ত্রিয়মেব পরত্বেনারাধ্যত্বেন গৃহ্লাতি,
ম
কিং তর্হি রাজানং বা দেবং বা, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ"
ম
সর্ব্বারাধ্যত্বেন মামেব মন্যত ইতিভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা।
ম
ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপি মে নাত্র ভাষ্যকারেণ তুল্যতা। গুঞ্জায়াঃ
ম
কিন্নু হৈম্নৈকতুলারোহেঽপি তুল্যতা॥ ১৩।১৪॥

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সরলভাবে এবং নিশ্চলভাবে স্থির রাখিয়া আপনার নাসাগ্রদর্শনের মত করিবে অন্য কোন দিকে অবলোকন করিবে না। [তৎপরে] [বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় ত্যাগে] শান্তচিত্ত, ভয়বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল হইয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক মৎগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া সমাধিস্থ হইবে॥ ১৩।১৪॥

অর্জ্জুন—আসনে উপবেশন করিয়া শরীরকে কিরূপ অবস্থায় রাখিতে হইবে ?

ভগবান—মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক সরলভাবে রাখিবে। শরীরকে কম্পিত না করিয়া স্থির রাখিবে। পরে আপন নাসাগ্রদর্শনের মত করিবে। নাসাগ্রই দেখিবে না, কিন্তু চক্ষু নিমীলনে লয় ও চক্ষুরুন্মীলনে বিক্ষেপ—এই লয় বিক্ষেপ রহিত করিবার জন্য অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে মনে মনে কূটস্থ জ্যোতি চিন্তা করিতে করিতে নাসাগ্র অবলোকন মত করিবে অথবা ভ্রূমধ্যদৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ভ্রূমধ্যকেও নাসাগ্র বলা যায়। পরে বাহিরের চিন্তা বা ভিতরের বাসনা দূর করিয়া শান্ত হইয়া থাকিবে—চিত্তত্যাগরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতেছ, ইহা যুক্ত বা অযুক্ত এরূপ শঙ্কা ত্যাগ করিয়া

শাস্ত্রনিশ্চয়ে দৃঢ়বিশ্বাসহেতু ভয়শূন্য হইবে। ব্রহ্মচারীর মত ব্রত পালন করিবে, করিয়া চিত্তটি আত্মতেই ধারণা করিবে—অন্য কোন বিষয়ে, স্ত্রী পুত্র বিষয়াদি বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রকার চিন্তা করিবে না। বিন্দুস্থিত আমিই তোমার পরমানন্দস্থান, আমিই তোমার একমাত্র প্রিয়, এই ভাবনা করিয়া - বিষয়াকার চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদাকার চিত্তবৃত্তি করিয়া সমাধি অভ্যাস করিবে।

অর্জ্জুন—সমাধি বলিলেই লোকে এক কঠিন ব্যাপার মনে করে—সমাধি কি এত কঠিন?

ভগবান—সমাধি অর্থ চিত্তকে বিষয়-চিন্তা ছাড়াইয়া ভগবৎচিন্তায় সমাধান করা। জ্ঞানমার্গেও সমাধি হয় এবং ভক্তিমার্গেও সমাধি হয় এবং যোগীর ও সমাধি হয়। সাধারণের পক্ষে ভক্তিমার্গের সমাধিতে বিশেষ ক্লেশ নাই। চিত্তকে সহস্রারের নীচের সূক্ষ্ম ত্রিকোণমণ্ডল ভেদ করাইয়া ভিতরে যে সীমাশূন্য পরম রমণীয়, সর্ব্বশোভাসম্পন্ন স্থান আছে তন্মধ্যে আমার মণ্ডপ—ইহা মনে মনে মার্জ্জনা, মনে মনে আমাকে প্রদক্ষিণ, পূজা, আমার জন্য মালা গাঁথা পরে ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে আমার লীলা পরে পরে চিন্তা করিয়া গেলে মনে আর বিষয় চিন্তা উঠিবে না। পরে আমার চক্ষে চক্ষু রাখিয়া স্থির হইয়া থাকিলে একাগ্র সমাধি লাগিবে। দৃঢ় ভাবনা যাহাতে করিবে তাহাতেই অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত ভাবে প্রকাশিত হইবে, হইয়া ভক্ত চিন্তানুসারে আমার রূপ প্রকাশিত হইবে,—পরে আমার সহিত কথা চলিবে, শেষে আমার মুখে উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ নিশ্চয় হইয়া গেলেই জ্ঞানলাভ হইবে। এই সমাধি অভ্যাসে যখন ইহা আয়ত্ব হইয়া যাইবে তখন সাধকের আমি হারাইয়া গিয়া ভিতরের "আমি" এবং বাহিরের প্রতি বস্তুতে "আমি" র উপর লক্ষ্য বাড়িবে। সর্ব্বত্র আমি—সকলই আমার মূর্ত্তি। কাজেই সাধকের সর্ব্বত্র আনন্দ। এই আনন্দে স্থিতি হইলেই সমাধি আয়ত্ব হইয়া গেল।

অর্জ্জুন—স্ত্রীতে অনুরাগ হেতু যদি কেহ স্ত্রীলোকের ধ্যান করে "ভবতি কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তো" ইত্যাদি—তবে তাহার কি হইবে?

ভগবান—শ্রুতি বলিতেছেন, "তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা" এই আত্মাই পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয় এবং সকলের অন্তরতম পদার্থ এই আত্মা। স্ত্রীর উপরে অনুরাগ থাকিলে স্ত্রীটিই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা তাহার উপলব্ধি হইতেই পারে না।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

আ শ
যোগী ধ্যায়ী সন্ন্যাসীত্যর্থঃ এবং যথোক্তেন বিধানেন সদা
নী শ্রী শ
নিরন্তরং দীর্ঘকালঞ্চ আত্মানং মনঃ যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্

নিয়তমানসঃ [ম] সন্ অভ্যাসাতিশয়েন নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং মনো [ম] যেন [রা] মৎস্পর্শপবিত্রীকৃতমানসতয়া নিশ্চলমানসঃ সন্ [রা] নির্ব্বাণপরমাং [শ] নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা [শ] তাং [ম] তত্ত্বসাক্ষাৎকারোৎপত্তিদ্বারেণ, সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপমুক্তিপর্য্যবসায়িনীং [ম] মৎসংস্থাং [শ] মদধীনতাং ময্যেব [নী] সংস্থা একীভাবেনাবস্থানং সমাপ্তির্ব্বা যস্যা স্তাং [নী] মৎস্বরূপ[ম] পরমানন্দরূপাং শান্তিং [বি] সংসারোপরতিং [ম] সর্ব্ববৃত্ত্যুপরতিরূপাং প্রশান্তবাহিতাং [ম] নিষ্ঠাম্ অধিগচ্ছতি [শ] প্রাপ্নোতি । [ম] যুঞ্জন্নেবংসদাত্মানমিত্যনেন সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরেকাগ্রভূমাবুক্তঃ । [ম] নিয়ত[ম]মানস ইত্যনেন তৎফলভূতো সম্প্রজ্ঞাত সমাধির্নিরোধভূমাবুক্তঃ । শান্তিমিতি [ম] নিরোধসমাধিজ সংস্কারফলভূতা প্রশান্তবাহিতা [ম] নির্ব্বাণপরমামিতি ধর্ম্মমেঘস্য সমাধেস্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা [ম] কৈবল্যহেতুত্বম্, মৎসংস্থামিত্যনেনোপনিষদাভিমতং কৈবল্যং দর্শিতম্ । [ম] যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ তং মহতা প্রযত্নেন [ম] সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দীর্ঘকাল মনঃসমাধান করিতে করিতে যোগীর মন

[অভ্যাসাতিশয্যে] নিরুদ্ধ হইয়া [অথবা মৎস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া] নিশ্চল হয়, তখন তিনি মোক্ষপ্রাপ্তিযোগ্যা নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপ যে পরমানন্দ তৎসমাপ্তিরূপা শান্তি বা সংসার-উপরতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৫ ॥

অর্জ্জুন—সমাধি অভ্যাসের ফলে কি লাভ হইবে ?

ভগবান—দীর্ঘকাল সমাধি করিতে করিতে অভ্যাস বশতঃ মন নিশ্চল হইবে। তখন সাধক মোক্ষপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুসংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

অর্জ্জুন—পূর্ব্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় ভক্তিমার্গে সমাধির কথা উল্লেখ করিয়াছ। এই সমাধি সকল সাধকের পক্ষে নিরুপদ্রব। এক্ষণে যোগমার্গের সমাধি ও জ্ঞানমার্গের সমাধি বিশেষ করিয়া বল।

ভগবান—যোগমার্গের সমাধি দুই প্রকার, একাগ্র সমাধি ও নিরোধ সমাধি। একাগ্র সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলে। ইহাতে ধ্যেয় পদার্থের চিন্তাও অনুভব থাকে। এই সমাধি দ্বারা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। ইহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং তজ্জন্য সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হয়। একাগ্র সমাধি লাভ হইলে চিত্ত-নিরোধসমাধি লাভের যোগ্য হয়। নিরোধ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সংক্ষেপে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে এই জানিয়া রাখ যে, "সম্প্রজ্ঞায়তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ধ্যেয় স্বরূপমত্র" অর্থাৎ যে সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই সমাধি একাগ্রচিত্তে উৎপন্ন হইয়া যথার্থ বিষয়কে প্রকাশ করে, অবিদ্যা অস্মিতাদি ক্লেশসমুদায়কে ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধনকে শিথিল করে, এবং নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখ করে অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ। পর-বৈরাগ্যের অনুশীলন করিয়া চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় হয়, কেবল আত্মা ভিন্ন আর যাহা কিছু সমস্তই যখন অনাস্থার বিষয় হইয়া যায়, তখন চিত্তভূমিতে আর কোন বিষয়ই জাগে না—চিত্ত আর বৃত্তিরূপে পরিণত হয় না—যখন চিত্তের কোন বৃত্তি থাকে না অথচ সংস্কার থাকে, তখন চিত্ত নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—ইহা নির্ব্বীজ—ইহা নিরবলম্বন।

অর্জ্জুন—একাগ্র সমাধির কি কোন প্রকার ভেদ আছে ?

ভগবান—গ্রাহ্যনিষ্ঠ, গ্রহণনিষ্ঠ এবং গৃহীতৃনিষ্ঠ ভেদে একাগ্র সমাধি ত্রিবিধ।

(১) গ্রাহ্য (যাহার গ্রহণ অর্থাৎ জ্ঞান হয় (১) স্থূল পঞ্চ মহাভূত (২) সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত) গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধিতে চিত্ত দেহাদি স্থূল বিষয় বা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপশ্চাৎ অনুসন্ধান দ্বারা, শব্দ ও অর্থ উল্লেখের সহিত ভাবনা করে, এজন্য ইহা সবিতর্ক সমাধি। কিন্তু ইহা যখন শব্দ ও অর্থ উল্লেখ শূন্য হয় তখন নির্ব্বিতর্ক সমাধি হয়। এই দুই প্রকার সমাধি বিতর্কানুগত।

গ্রাহ্যনিষ্ঠ সমাধির দ্বিতীয় অবস্থাতে চিত্ত যখন সূক্ষ্মবিষয় গ্রহণ করিয়া দেশ কাল ধর্ম্ম অবচ্ছেদের সহিত ভাবনা করে, তখন সবিচার সমাধি হয়। আর যখন দেশ কাল ধর্ম্মশূন্য ভাবনা

হয়—কেবল ধর্ম্মীর ভাবনা মাত্র থাকে তখন নির্ব্বিচার সমাধি হয়। এই দুই প্রকার সমাধির নাম বিচারানুগত সমাধি।

(২) গ্রহণ (যাহা দ্বারা গ্রহণ হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের কারণ অহংকার সূক্ষ্ম, গ্রহণনিষ্ঠ সমাধিতে যখন চিত্তে রজ তমের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে সেই অবস্থায় সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়। গুণযুক্ত চিৎশক্তির সেই প্রকাশ বড়ই সুখময়। সেই সত্ত্বগুণের ভাবনাতে সানন্দ সমাধির উদ্রেক হয়। এই সমাধিতে যাঁহারা বুদ্ধি স্থির করেন, অথচ প্রধানপুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের দেহাদি অহংকার পর্য্যন্ত নাশ হয়। এজন্য ইঁহারা বিদেহ। এই সমাধির নাম আনন্দানুগত সমাধি।

(৩) গৃহীতৃ (যে গ্রহণ করে, যে জানে অর্থাৎ অহংকার যুক্ত আত্মা) গৃহীতৃ নিষ্ঠ সমাধিতে চিত্ত রজ তমের লেশশূন্য হওয়ায় কেবল শুদ্ধ সত্ত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে। শুদ্ধসত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবাহিত হয় বলিয়া তাহাতে চিতিশক্তির উদ্রেক হইয়া যে সমাধি হয় যাহাতে কেবল সত্ত্বামাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহাই অস্মিতানুগত সমাধি।

তবেই দেখ, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ৪ প্রকার দাঁড়াইতেছে ; (১) সবিতর্ক বা নির্ব্বিতর্ক, (২) সবিচার বা নির্ব্বিচার, (৩) আনন্দানুগত এবং (৪) অস্মিতানুগত। অস্মিতা অর্থে অস্মির বা অহং এর ভাব। অস্মিতা ও অহংকার এক নহে। অস্মিতা সূক্ষ্ম, অহং স্থূল। চিত্তই আমি এবং আমি দৃশ্যাদি বিষয় জানি ইহার নাম অহংকার। কিন্তু চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হইলে যখন ইহা প্রকৃতিতে লীন হয় তখন যে সত্ত্বামাত্র প্রকাশ থাকে তাহার নাম অস্মিতা। এই সমাধিতে যাঁহার তৃপ্তি তাঁহারও চিত্ত পরম পুরুষকে দর্শন করিতে পারে না।

আর বিচার পূর্ব্বক যিনি পরম পুরুষ মাত্র ভাবনা করেন, তাঁহারও অস্মিতা ত্যাগ হয় না। যেখানে গৃহীতৃভান আছে, সেখানে সূক্ষ্মভাবে গ্রহণভানও আছে। এবং সূক্ষ্ম স্থূল গ্রাহ্য ভানও আছে। উপরোক্ত চারি প্রকার সমাধিতে মুক্তি হয় না। এজন্য ইহারা মুমুক্ষের হেয়।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যেমন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয় সেইরূপ পরবৈরাগ্য হইলে—যে বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতি পর্য্যন্ত অনাস্থার বস্তু হইয়া যায় সেই পরবৈরাগ্য জন্মিলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই সমাধিলাভের একমাত্র উপায় ঃ এই সমাধিতে চিন্তনীয় কোন কিছুই থাকে না। বিরাম প্রত্যয়টীই পরবৈরাগ্য—ইহাতে কোন অভিলষিত বিষয় থাকে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও যেমন কোন অভিলাষ থাকে না, পরবৈরাগ্য অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। কোন কিছু আসক্তি যখন না থাকে তখনই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। যতদিন চিত্তের বৃত্তি হওয়া থাকে ততদিনই চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবেই। এই প্রতিবিম্ব পড়িলেই আত্মার বন্ধন হয়। যখন চিত্তবৃত্তি আর হয় না, কাজেই পুরুষে কোন ছায়া পড়ে না, তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

আরও সহজ করিয়া বলি, শ্রবণ কর। স্ফটিকমণির নিকটে জপা আসিলেই তাহার ছায়া মণিকে রঞ্জিত করিবেই। মণি জড়পদার্থ। তাই স্বপতিত অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতন নিষেধ

করিতে পারে না। কিন্তু সাধক ঐ অসত্য প্রতিবিম্ব, আত্মা হইতে দূর করিতে পারিবে না কেন? তোমার আত্মায় যে জগৎ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে সেই প্রতিবিম্বকে অবস্তু বলিয়া জ্ঞান জানিয়া রঞ্জিত হইও না। আত্মা অখণ্ড আনন্দ—অন্য কোন কিছুর সহিত ইঁহার সম্বন্ধ নাই। ইহা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই জগৎ আত্মা হইতে অভিন্ন—আত্মাই এই জগৎ। আত্মারামই জগৎরূপে খেলা করিতেছেন। এইগুলি ভাল করিয়া ধারণা করিলে বুঝিবে যতদিন সঙ্কল্প উঠিতেছে ততদিন আত্মাতে চিত্তবৃত্তির ছায়া পড়িতেছে—যখন সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ হইয়া গেল তখনই আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করিলেন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিভিন্ন মুক্তি নাই। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কিরূপে হয়? না "শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞা পূর্ব্বক ইতরেষাম্। শ্রদ্ধাদি পঞ্চভ্যঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি। যোগিগণের শ্রদ্ধাদি উপায় জন্য এই সমাধি হয়। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ সাহি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি। তত্ত্ববিষয় জানিতে যখন প্রবল ইচ্ছাজন্মে তখন যে চিত্তের প্রসন্নতা তাহাকে বলে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাশীল বিবেকপ্রার্থী যোগীর বীর্য্য বা প্রযত্ন লাভ হয়। বীর্য্যলাভে তত্ত্বস্মরণ হয়। স্মৃতি আসিলে সমাধি হয়। চিত্ত সমাহিত হইলে জ্ঞানের উৎকর্ষ হয় সুতরাং যথার্থ বস্তু জানা যায়। এইরূপে বারম্বার অভ্যাস ও অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

অর্জ্জুন—যোগীর সমাধির কথা শুনিলাম এখন সংক্ষেপে জ্ঞানীর সমাধির কথা বল।

ভগবান—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই জ্ঞানীর অভ্যাসের বস্তু। জ্ঞান যোগে যাহা সমাধি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি জানিয়া রাখ।

অন্তঃকরণের যে শীতলতা, পূর্ণ-কামতা—কামনা-শূন্যতা, তাহাই সমাধি। সমাধি প্রাপ্ত হইয়া কেহ ব্যবহারী হয়েন কেহবা বনবাসী হয়েন। এই উভয়বিধ সাধকই সমান। ইঁহাদের মধ্যে ব্যবহারী কোথাও সাধারণ মনুষ্যের মত সুখদুঃখ অভিনয় করেন। কেহ বা বিবেক দ্বারা শোক অগ্রাহ্য করেন। উভয়েই অন্তঃশীতল। উভয়েই সমান সুখী। অন্তঃকরণের শীতলতা সাধনই অনন্ত তপস্যার ফল। শ্রীভগবান রামচন্দ্রের মত তুমিও জীবন্মুক্ত থাকিয়াও ব্যবহারিক কার্য্যে জীবের শিক্ষা জন্য জীবের সমস্ত সন্দেহ আমাদ্বারা সমাধান করিয়া লইতেছ। চিত্তের অকর্ত্তা ভাবই উত্তম সমাধি। যাহাতে জগতে ও দেহাদিতে অহং মমতা প্রশান্ত হইয়া যায়, শোক ভয়াদি কিছুই থাকে না এবং যে উপায়ে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই উপায়কেই সমাধি বলে।

সমুদায় দৃশ্য পদার্থে অহংতা মমতা অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া গিরিকন্দরে সমাহিতই হও বা গৃহমধ্যে ব্যবহারীই হও—যাহা ইচ্ছা সেইরূপেই অবস্থান করিতে পার।

অহম্ভাবনা যাঁহার নাই, সেইরূপ গৃহস্থের বিজন অরণ্যও যেমন গৃহও সেইরূপ আর যে জন রাগাদি বৃত্তিযুক্ত চিত্তে উন্মত্ত, তাহার নিকটে বিজন কাননও লোকপূর্ণ নগর।

সমাধির অবস্থা দুই প্রকার। যিনি আপন আত্মাকে সর্ব্ব দৃশ্য পদার্থের অতীত দেখেন তিনিও সমাহিত, আর যিনি আপনাকে সর্ব্বদৃশ্যময় দেখেন তিনিও সমাহিত। সমস্তই আমি এই ভাবনায় তোমার তৃপ্তি, অথবা সমস্ত হইতে এমন কি নিজের চিত্ত হইতেও স্বতন্ত্র আমি

এইরূপ ভাবনায় তোমার তৃপ্তি-অগ্রে নিশ্চয় করিয়া যে ভাবনায় তোমার তৃপ্তি তাহাই দৃঢ়ভাবে ভাবনা কর—সমাধি লাগিবে। যতদিন না লাগে ততদিন ধরিয়া দৃঢ় ভাবনা কর—লাগিবেই। জ্ঞানীর চিত্ত-সমাধানের এই দ্বিবিধ উপায় ভিন্নও ভক্তের চিত্ত-সমাধানের জন্য অন্য এক প্রকার ভাবনা আছে। ঐ ভাবনায় সমস্তই তুমি—সর্ব্বত্রেই তুমি—এমন কি এই শ্বাসও তুমি—এই চিত্তও তুমি—এই সংকল্প বিকল্পও তুমি—তীর্থও তুমি, গঙ্গাও তুমি, লোকজনও তুমি, গুরু-শিষ্যও তুমি, পর্ব্বত সমুদ্র নদী আকাশ, তরু লতা পশু পক্ষী—সমস্তই তুমি—এই ভাবে সর্ব্বত্র তোমাকে বিশ্বাসে দেখা, সর্ব্বত্র বিশ্বাসে তোমার সহিত কথা কওয়া, এই দৃঢ় ভাবনাতেও সমাধি লাগিবে। যাহার যেটিতে তৃপ্তি, তাহার সেইটিই অভ্যাস করা উচিত.।

যিনি সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিয়া বুদ্ধিকে উপশান্ত করিয়াছেন তিনি সমাহিত। আর যিনি জগতকে মিথ্যা বোধ করিয়া জাগতী দৃষ্টিকে উপহাস করেন তিনিও সমাহিত। তিনি বিচার করেন,—এই আত্মা আস্তের স্বচিত্তকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে বহিঃস্থিত চক্ষুরাদি দ্বারা বাহ্য জগদাকারে এবং অন্তঃস্থিত জাগ্রত্ বাসনাদি দ্বারা হৃদয়মধ্যে স্বপ্নরাজ্যাদি রূপে দর্শন করেন। এই জন্য যিনি আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত, তিনি জগতের কার্য্য করিলেও সুসমাহিত। তত্ত্বজ্ঞানই সমাধি। তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি সমাধি নহে।

শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী নিত্যসন্তুষ্টা পরমাবুদ্ধির শ্রীভগবানে একাগ্রতাই সমাধি। অহঙ্কারশূন্য অক্ষুব্ধ বুদ্ধির সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিতিই সমাধি।

মন যখন অভিষ্ট পরমব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়া জাগতিক প্রপঞ্চে হেয় উপাদেয় বুদ্ধি রহিত হয় এবং পরিপূর্ণ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা সমাধি লাভ করিয়াছে বলা যায়।

আত্মতত্ত্বই সত্য। জগতে হেয় উপাদেয় কোথাও নাই। এই অচঞ্চল অবস্থার স্থিতিই সমাধি। রেচক ও পূরকই তম ও রজ; কুম্ভকই সত্ত্ব। কুম্ভকে স্থিতিই সমাধি।

সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তোমার ত্রিমূর্ত্তি। তাপে, দুঃখে, কঠিন ব্যবহারে, যুদ্ধাদিতেও তুমি। এ তোমার সংহার মূর্ত্তি। সুখে, হাস্যে, সুমিষ্ট বাক্যে তোমার সৃষ্টিস্থিতি মূর্ত্তি। জগতে সুখ বা দুঃখ, তিরস্কার বা পুরস্কার, যে অবস্থা আসুক না কেন, যে সকল অবস্থাতে, সকল সময়ে তোমাকেই দেখে,—সংহার-মূর্ত্তিতেও তুমি, সৃষ্টিস্থিতি-মূর্ত্তিতেও তুমি, সর্ব্বত্র তুমি, সকল বস্তুতে তুমি—এই ভাবে নিজের চিত্তকেও যে তুমি দেখিতে পায়—সংকল্প বিকল্পকেও তুমি দেখে—তাহার চিত্ত শ্রীভগবানে সমাহিত হয়।

বৈরাগ্য জন্মিলে অর্থাৎ সংসার ব্যাপারে বিরক্ত হইলে মানব যেমন জন্মমৃত্যুতে ব্যথিত হয় না, সেইরূপ চিত্ত শরীরাদি সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চই অবিদ্যা (মিথ্যা ভ্রান্তি) ইহা জানিতে পারিলে আর দুঃখিত হয় না। ইহাই সমাধি। এই জগৎ অবিদ্যামাত্রে ভ্রান্তিমাত্র—এইরূপ জ্ঞানই সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি বা সমাধি।

মন সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গী। এই সুহৃদের সহিত আত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা বিচার করিলে আত্মার উদ্ধার হয়। সর্ব্বদা মনকে কথা কহাও, সংসার-দোষ দেখাও; দেহ ও জগৎটা যে ভ্রম জ্ঞান তাহা

স্মরণ করাও ; এইরূপে সংসারভাবে প্রবিষ্ট মনকে সর্ব্বদা নিগ্রহ করা অভ্যাস কর, পুনঃ পুনঃ কর, যতক্ষণ না ইহার বৈরাগ্য হয় ততক্ষণ কর—ইহা শান্ত হইবে। শান্ত মনই আত্মাতে সমাহিত জানিও। মন শান্ত হইলে দুরাত্মা মনের ইন্দ্রিয় নামক পাঁচটি দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। ইহা হইলেই আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনই সমাধি।

অর্জ্জুন—তোমার মুখে সমাধির কথা শুনিতে শুনিতেই মনে হইতেছে, আমার চিত্তমৃগ সমাধিবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করুক। জীবের ত্রিতাপতাপিত চিত্ত সমাধিবৃক্ষতলে চির বিশ্রাম লাভ করুক। চিত্ত জুড়াইয়া যাউক। আহা! সমাধি সুখের কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, সকল দুঃখী লোক কেননা ইহা লাভ করিতে প্রয়াস করে। তুমি আর একবার এই সমাধির কথা বল।

ভগবান—অর্জ্জুন তুমিই ধন্য। নিজে সুখসংবাদ পাইয়া যিনি অন্যকে তাহা দিতে চাহেন, তিনিই ধন্য। অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য যিনি কার্য্যে না পারিলেও মনে মনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন—তাঁহার যদি আবার জন্ম হয়, তবে তিনি রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তুমি যদি নিজের জন্যই জগতের সমস্ত বস্তু আত্মসাৎ কর, তবে ঈশ্বর তোমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রকৃতি জানিয়া, তুমি তোমার ধনসম্পত্তির যথার্থ ব্যবহার জানিলে না বলিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত তুমি ঠিক ব্যবহার না জানিতেছ ততদিনের জন্য তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে পরজন্মে বঞ্চিত করেন। তুমি দরিদ্র হইয়া আবার যখন পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হও, তখন আবার তোমার কল্যাণ হয়।

আমি তোমাকে ও দুঃখী জীবকে সমাধিবৃক্ষের কথা আর একবার বলিতেছি, মনোযোগ কর।

সমাধি-বৃক্ষের ছায়া ভিন্ন চিত্তমৃগের বিশ্রাম আর কোথাও হইবে না জানিও।

সংসার-কাননে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়া অথবা প্রাক্তন শুভাদৃষ্টবশে সংসার-কাননের প্রতি যখন বিরাগ জন্মে তখন ঐ বিরাগই সমাধি-বৃক্ষের বীজ বলিয়া কথিত।

বৈরাগ্য সমাধির বীজ। চিত্ত সমাধির ক্ষেত্র। পূর্ব্বকৃত শুভকর্ম্ম হল-চালনা। সৎসঙ্গ ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্রচর্চ্চা জলসেক। বীজ চিত্তক্ষেত্রে যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য তপস্যা, দান, ক্রোধলোভাদিত্যাগ, তীর্থ-পর্য্যটনাদি সৎকর্ম্ম করিতে হয়। প্রাণায়ামাদি সৎক্রিয়া রূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঐ ক্ষেত্রের রজঃ-কণা মার্জ্জনা করিতে হয়। দুষ্কৃতরূপ মেঘ হইতে যাহাতে প্রমাদরূপ অশনিপাত না হয়, তজ্জন্য প্রণবার্থ চিন্তামগ্ন হইয়া, ধৈর্য্য, :ঔদার্য্য, জপ, তপ, দয়া, স্নান শৌচাদি উপায়ে ঐ উপদ্রব নিবারণ করিতে হয়। স্নান, শৌচ, আহারাদির বিচার ইত্যাদি না অভ্যাস করিলে চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বরের দিকে একাগ্র হইতে ছুটিবে না। যাহারা চিত্তকে একাগ্র করিতে কখন চেষ্টা করে না, তাহারা যদি ধর্ম্মকথা কয় বা ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, তবে তাহাতে কোন ফল হয় না। ধর্ম্ম নিজে আচরণ না করিয়া অন্যকে উপদেশ দিলে বীর্য্যবান হয়েন না।

তাই বলিতেছি, পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে সমাধি-অঙ্কুর হইতে প্রথমে দুইটি পত্র নির্গত হয়। একটি পত্র অধ্যাত্মশাস্ত্রের চর্চ্চা, অপরটি সাধুসঙ্গ। ক্রমে বৈরাগ্যরসে পুষ্ট হইয়া

বৃক্ষটি পরিপুষ্ট হইলে ইহা বিষয়সঙ্গ ও ক্রোধরূপ বানরের আন্দোলনে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। ক্রমে বিজ্ঞান শোভিত ঐ ধ্যানবৃক্ষ হইতে নানাবিধ সরস ও বিস্তৃত শাখা বাহির হইতে থাকে। আত্মতত্ত্বের স্ফূর্তিভাব, আত্মতত্ত্বে স্থিতি, নির্ব্বিকল্প ভাব, সমতা, শান্তি, মৈত্রী, করুণা কীর্ত্তি, উদারতা প্রভৃতি ইহার শাখা। এইরূপে শাখা পত্র পুষ্প সমন্বিত ঐ সমাধি বৃক্ষ সাধককে জ্ঞানফল প্রদান করিয়া চরিতার্থ করে।

অর্জ্জুন—সমাধি যখন অভ্যাসের মধ্যে আসিয়া যায় তখন সাধকের অবস্থা কিরূপ হয়?

ভগবান—সমাধি যখন অভ্যস্ত হয় তখন ভূতপূর্ব্ব স্ত্রী, পুত্র, ধন, মিত্রাদির সহিত সমাগম, জন্মান্তরের ঘটনার মত বোধ হয় অথবা স্বপ্নাবস্থার ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইয়া দিলে কাঁচা ঘুমে জাগিয়া সে যেমন বিরক্তি বোধ করে সেইরূপ সমাধিমগ্ন ব্যক্তিকে ব্যবহারিক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিলে সাধকও অতিশয় বিরক্ত হয়েন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার পরে একটু বিশ্রাম লাভ করিবার অবসর পাইলে, শীঘ্র আর পরিশ্রম করিতে যেমন প্রবৃত্তি হয় না, সর্ব্বদাই বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ যোগী এ যাবৎ মোহবশতঃ সংসার বিষয়ে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ সমাধি বৃক্ষতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ আর পরিশ্রম করিতে চাহেন না—সর্ব্বদাই বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।

এক্ষণে সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ দুইই বলা যায়। সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়। অপ্রপঞ্চের হয় না এবং ইঁহার ধ্যানও হয় না। জ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করে। তখন ধ্যান করিবে কিরূপে? যাহার বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, সে দৃশ্য বস্তুকে ত্যাগই করিবে। তদ্ভিন্ন ধ্যান (চিন্তা) আবার কাহার করিবে?

সমাধি শব্দের অর্থ চিন্তা নহে। দৃশ্য-প্রপঞ্চকে সাক্ষীস্বরূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যথার্থ স্বরূপে সমাহিত অর্থাৎ স্থাপিত করাই সমাধি। যখন দ্রষ্টা সাক্ষী চৈতন্য এবং দৃশ্য জগৎ এতদুভয়ের একতা-সম্পাদক জ্ঞান মনের মধ্যে দৃঢ় হয়, তখন জীব সেই জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে। জীবস্বরূপ চিন্তাই যোগীর ধ্যানের বিষয়। বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যই যোগীর সমাধি। যদি ভোগে অরুচি আসিয়া যায় তবে অন্য ধ্যানের আবশ্যক নাই; দৃশ্য পদার্থের আস্বাদ যাঁহার একবারেই নাই, নির্ব্বিঘ্নে সমাধি তাঁহার সর্ব্বদাই থাকে। দৃশ্যবস্তু যাঁহার রুচিকর হয়না তিনিই বুদ্ধি। শাস্ত্রচর্চা ও জপাদির পরে সমাধি নিরত হইবে। আবার যখন সমাধি বিরাম লাভ করিবে, তখন আবার শাস্ত্রপাঠ ও জপে নামিবে। জ্ঞানমার্গে সমাধির কথা এখন বোধ হয় ধারণা করিয়াছ।

অর্জ্জুন—আর কি বলিব? তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আর কথা শুনিনা, না শুনিয়া, ভ্রমর যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ্মের মধ্যে উপবেশন করিয়া মধুপান করে সেইরূপ আমার চিত্ত-ভ্রমর তোমার মুখারবিন্দে স্থির হইয়া ঐরূপে মগ্ন হইয়া বিভোর হইয়া যায়; শেষে মনে হয়, যেন তোমার এই বিশ্ববিমোহনরূপ কি এক স্বরলহরীর ঘনীভূত মূর্ত্তি—কি এক ছন্দের প্রকট আকার, আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

ম
হে অর্জ্জুন! তু কিন্তু অতি-অশ্নতঃ যদ্ভুক্তং স জীর্য্যতি
ম
শরীরস্য চ কার্য্যক্ষমতাং সম্পাদয়তি তদাত্মসম্মিতমন্নং
ম ম ম
তদতিক্রম্য লোভেনাধিকমশ্নতো ন যোগোঽস্তি অজীর্ণদো-
ম শ
ষেন ব্যাধিপীড়িতত্বাৎ ন চ একান্তং অনশ্নতঃ যোগোঽস্তি—
ম ম
অনাহারাদত্যল্পাহারাদ্বা রসপোষণাভাবেন শরীরস্য কার্য্যাক্ষমত্বাৎ
শ
"যদুহ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি, তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়ো হিনস্তি
শ
"তদ্বৎ কণীয়োন তদবতি" ইতি শতপথশ্রুতেঃ। তস্মাৎ যোগী
শ
নাত্মসংগিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াৎ।" অথবা যোগিনো
শ
যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো
শ
নাস্তি। উক্তং হি "অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু।
শ শ
বায়োঃ সঞ্চরণার্থস্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইত্যাদি পরিমাণম্।
শ ম
তথা নচ অতিস্বপ্নশালস্য অতিনিদ্রাশীলস্য ন চৈব জাগ্রতঃ
ম ম ম
অতি জাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। একশ্চকার উক্তাহারাতি

ক্রম সমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽত্রানুক্তদোষসমুচ্চয়ার্থঃ। যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে "নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ। যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র। যোগী সিদ্ধ্যর্থ মাত্মনঃ। নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নালিপান্বিতে। কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপরঃ" ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

কিন্তু হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত ভোজন যিনি করেন তাঁহার যোগ হয় না আবার নিতান্ত অল্প ভোজনকারীরও হয় না। অতি নিদ্রাশীলের বা অতি জাগরণশীলেরও হয় না। ১৬।

অর্জ্জুন—যোগীর আহার সম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম থাকিবে এবং নিদ্রা সম্বন্ধেই বা নিয়ম কিরূপ হইবে?

ভগবান—যাহা খাইলে যোগী সহজে জীর্ণ করিতে পারেন এবং যেরূপ আহারে শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখা যায়, সেইরূপ আহার করা যোগীর কর্ত্তব্য। লোভ করিয়া অধিক আহার করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিকমত চলেনা—শরীর আলস্যবশতঃ কার্য্যক্ষম হয়না, আবার ধাতুবৈষম্যও ঘটে, তজ্জন্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে অত্যল্প আহার করিলে শরীরে রস পোষণ হয় না; এজন্য কার্য্য করিতে বসিলে নিতান্ত দুর্ব্বল বোধ হয়। শতপথ শ্রুতি বলেন,—যে অন্ন ভোজন করা যায় তাহা ভোক্তাকে বলদান করে ও রক্ষা করে—ভোক্তার হানী করে না। অশাস্ত্রীয় অধিক ভোজন করিলে সে অন্ন হানিকর হয়। আবার শাস্ত্রীয় মাত্রারও অল্প আহার করিলে কার্য্য করিবার জন্য যতটুকু বল থাকা আবশ্যক ততটুকু বল থাকেনা এবং ভুক্ত অন্নও রক্ষা করেনা। এই জন্য শাস্ত্র বিধি দিতেছেন, অন্নব্যঞ্জনে উদরের অর্দ্ধাংশ পূরণ করিবে, পানীয় জল দ্বারা তৃতীয়াংশ পূর্ণ করিবে, আর চতুর্থাংশ বায়ুর গতাগতি জন্য খালি রাখিবে। দিন রাত্রে একবার মাত্র আহার করিব বলিয়া প্রাণায়াম-অভ্যাসী একবারে অধিক কখন ভোজন করিবে না, প্রথম প্রথম গ্রাস সংখ্যা রাখিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। যোগশাস্ত্রমত আহার করা উচিত; অতিভোজন বা অল্প ভোজন বা সর্ব্বদা উপবাস-পরায়ণ হওয়া উচিত নহে। আবার একাদশী, শিবরাত্রি, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, ইত্যাদি দিবসে উপবাস না করাও অনুচিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন, অনাহারী থাকিয়া, ক্ষুধিত হইয়া, পরিশ্রান্ত হইয়া, চিত্ত ব্যাকুল রাখিয়া, হে রাজেন্দ্র। যোগাভ্যাস করিবে না। করিলে সিদ্ধি হইবে না। আবার অতিশীত, অতিউষ্ণ, অথবা এই শীত—এই উষ্ণ এরূপ কালে ধ্যানতৎপর যোগী যোগাভ্যাস করিবে না।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

শ
যুক্তাহারবিহারস্য আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং বিহরণং বিহারঃ
শ
পাদক্রমস্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহার-
ম
বিহারস্তস্য কর্ম্মসু প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু যুক্ত চেষ্টস্য
ম ম ম
যুক্তা নিয়তকালা চেষ্টা যস্য স যুক্তচেষ্টস্তস্য তথা যুক্ত
ম
স্বপ্নাববোধস্বপ্না নিদ্রা অববোধো জাগরণং তৌ যুক্তৌ
ম হ শ
নিয়তকালৌ যস্য তস্য যোগিনঃ যোগঃ দুঃখহা দুঃখানি সর্ব্বাণি
শ ম
হন্তীতি দুঃখহা সর্ব্ব-সংসারদুঃখকারণাবিদ্যোন্মূলনহেতু
ম ম
ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকত্বাৎ সমূলসর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ।
ম ম
ভবতি সাধনপাটবাৎ সমাধিঃ সিদ্ধতি নান্যস্য। অত্রাহারস্য
ম
নিয়তত্বম্ "অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্যতু। বায়োঃ
ম ম
সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইত্যাদি প্রাগুক্তম্।

আ
বিহারস্য নিয়তত্বম্, "যোজনান্ন পরংগচ্ছেৎ" ইত্যাদি। কর্ম্মসু
ম আ
চেষ্টায়া নিয়তত্বং বাগাদি চাপল্য পরিত্যাগঃ। স্বপ্নাববোধয়ো-
আ
র্নিয়তকালত্বং "রাত্রৌ প্রথম তো দশঘটিকাপরিরমিতে কালে
আ
জাগরণং মধ্যতঃ স্বপনং পুনরপি দশঘটিকাপরিমিতে জাগরণং
ম
ইতি যদ্বা রাত্রের্বিভাগত্রয়ং কৃত্বা প্রথমান্ত্যয়োর্জাগরণং মধ্যে
ম
স্বপ্নমিতি। এবমন্যেঽপি যোগশাস্ত্রোক্তা নিয়মা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি নিয়মমত আহার করেন, 'বিহার করেন, [প্রণব জপ শাস্ত্রাদি পাঠ] কর্ম্মে নিয়ম রাখেন, নিদ্রা জাগরণেও যাঁহার নিয়ম থাকে, যোগ তাঁহারই সর্ব্ব-দুঃখ নিবৃত্তি করে ॥১৭॥

অর্জ্জুন—আহার, ভ্রমণ, কর্ম্ম, নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে রোগীর নিয়ম কিরূপ তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান—প্রথমে একটি আবশ্যকীয় কথা জানিয়া রাখ। যোগাভ্যাসের প্রথম অবস্থায় যোগী কদাচ প্রাতঃস্নান, উপবাস, অন্যান্য কায়ক্লেশ, একাহার বা নিতান্ত অল্পাহার করিবেন না। প্রাণায়াম শিক্ষার কালে ঐগুলি বর্জ্জন করিবে। কিন্তু ধ্যান যোগের অভ্যাস কালে বা সমাধি অভ্যাস কালে একাহার, অনাহার, উপবাস, লঙ্ঘন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নিষেধ নাই। বরং বিধিই আছে। মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ৩০০ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বাচভারত
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন পিতামহ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া ও কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন।

ভীষ্মদেব বলিলেন,—

কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বৰ্জ্জনে যুক্তো যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ ॥
ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকাল মরিন্দম।
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ ॥
পক্ষান্ মাসান্ ঋতুংশ্চৈবং সংবৎসরানহস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥
অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর।
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগীবলমবাপ্নুয়াৎ ॥
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণবর্ষমেবচ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়ান্ তথা।
অরতিং দুর্জ্জয়াঞ্চৈব ঘোরাংতৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব।
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জ্জয়াং নৃপসত্তম ॥
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা ।৪৮

ভীষ্মদেব কহিলেন, বৎস! যোগিগণের মধ্যে যাঁহারা তৈলঘৃতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিলকল্ক ও তণ্ডুল-কণা (শালিচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ) আহার করেন; যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দিবাভাগের মধ্যে একবার মাত্র রূক্ষ যবান্ন ভোজন করেন, যাঁহারা দুগ্ধমিশ্রিত জলপান করিয়া ক্রমে ক্রমে একদিন, এক পক্ষ, এক মাস, এক ঋতু ও এক সংবৎসর সম্পন্ন করিতে পারেন এবং যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া পূর্ণ একমাস উপবাসী থাকিতে পারেন, তাঁহারাই যোগবল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বিষয় বিরাগ-বিহীন যোগশীল মহাত্মারা কাম ক্রোধ শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি ভয় শোক শ্বাস, শব্দাদি বিষয় তৃষ্ণা, অপ্রীতি, স্পর্শসুখ, নিদ্রা ও তন্দ্রা পরাজয় পূর্ব্বক বুদ্ধিপ্রভাবে ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা আপনা আপনি পরমাত্মারে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তবেই দেখ, প্রাণায়াম অভ্যাস কালে একাহার, প্রাতঃস্নান, অনাহার, উপবাস যেমন বৰ্জ্জনীয়, প্রথম অবস্থায় ঘৃতভক্ষণ, দধিত্যাগ যেমন আবশ্যক—ধ্যানাদি বা সমাধি অভ্যাস কালে সেরূপ কোন নিষেধ নাই। বরং সে সময়ে তৈল ঘৃতাদি ভক্ষণ করিবে না এবং একাহার, উপবাসাদি করিবে।

ভীষ্মদেব আরও বলিতেছেন, এই যোগমার্গ অতি দুর্গম। কোন ব্যক্তিই অনায়াসে এই পথে গমন করিতে পারে না। দুই একজন যোগশীল ব্রাহ্মণ অব্যাঘাতে যোগমার্গ অতিক্রম করিয়া পরম পদলাভে সমর্থ হন। বরং সুশাণিত ক্ষুরধার অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করা যায়; কিন্তু যোগ ধারণা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। শাস্ত্র আরও বলিতেছেন, যোগমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরিবার পালনের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে (৯৯ অধ্যায়); কিন্তু যাহারা যোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহপোষণ করাই স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্বস্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যক্‌যোনি স্বর্গলাভও করিয়া থাকে। স্বর্গলাভও যোগীর পতন জানিও। কিন্তু যোগের সাহায্যে ভক্তি-

মার্গ অবলম্বন করিয়া যিনি জ্ঞান বিচার করেন, "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। এবং "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ এই সমস্ত কথা পরে শ্রবণ করিও।

এখন যোগীর আহার ভ্রমণাদির নিয়ম শ্রবণ কর।

আহারের নিয়ম।

মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ।
নানা রোগো ভবেৎ তস্য কিঞ্চিৎ যোগোন সিদ্ধতি ॥

যোগাভ্যাসকালে মিতাহার যিনি না করিবেন, তাঁহার নানাবিধ রোগ আসিবে এবং কিছুমাত্র যোগ সিদ্ধি হইবে না। যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে—শরীর ভার বোধ হয় না, আহারের পরে উপবেশন করিয়া থাকা যায়, আহারের পরে শয়ন করিতে হয় না, তাহাই মিতাহার। যাহাতে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। ঘৃতদুগ্ধাদিই সাত্ত্বিক আহার।

আহারের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ নিয়ম এই যে, গ্রাস গুণিয়া আহার করিবে।

অষ্টৌগ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনাং।
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥

গ্রাস কুক্কুটাণ্ডের মত হইবে। মুনির আটগ্রাস, অরণ্যবাসির ১৬ গ্রাস, গৃহস্থের ৩২ গ্রাস, আর ব্রহ্মচারীর যাহাতে সুবিধা তাহাই।

যোগী অর্দ্ধ-অশন করিবেন। উদরের দুইভাগ অন্ন ব্যঞ্জনে পূর্ণ করিবেন—একভাগ জলের জন্য এবং এক ভাগ বায়ুর জন্য খালি রাখিবেন—অর্থাৎ আধপেটা খাইবেন, পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। যোগী অল্প আহার করিবেন, বরং ক্ষুধা পাইলে আবার খাইবেন ; ইহাও প্রথম অবস্থার ভাল তাম্বুল যদি খাইতে হয়, তবে চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বুল-ভক্ষণ যোগীর বিধি। কিন্তু না খাওয়াই উত্তম।

ভ্রমণাদির নিয়ম। "যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ" এক যোজনের অধিক ভ্রমণ করিবেন না। কথা কহা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যোগী বাকচাপল্য ত্যাগ করিবেন। যোগী নিয়মপূর্ব্বক প্রণবাদি জপ এবং উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিবেন ; "কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য" "প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু" ইত্যাদি।

নিদ্রা ও জাগরণের নিয়ম। ১২ ঘণ্টা রাত্রির মধ্যে প্রথম চারি ঘণ্টা অর্থাৎ রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিবেন "প্রথমতো দশ ঘটিকা পরিমিতে কালে জাগরণং" রাত্রি ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত নিদ্রা ; "মধ্যতঃ স্বপনং" এবং রাত্রি ২টা হইতে আবার ৬টা পর্য্যন্ত জাগরণ "পুনরপি দশ ঘটিকাপরিমিতে জাগরণমিতি। ইহাই নিদ্রা ও জাগরণের নিয়ম। কিছুদিন যোগাভ্যাসের পর রাত্রি ১১ টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত সময়ে প্রাণায়ামাদি অভ্যাস প্রশস্ত। ইহা কিন্তু সকল সাধকের সামর্থ্যে কুলায় না। শাস্ত্রে পরিপক্ক সাধকের জন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও মধ্যরাত্রি এই

চারিটি সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথানিয়মে কার্য্য করিলে নিদ্রার আবশ্যক হয় না। অথবা যে টুকু নিদ্রা হয়, তাহার নাম যোগনিদ্রা। শুধু নিদ্রাকে প্রকৃত বিশ্রাম বলে না। কারণ, শরীরটার বিশ্রামে বিশ্রাম হয় না—মনের বিশ্রামই বিশ্রাম। যোগনিদ্রাতেই মনের বিশ্রাম হয়। এই নিদ্রায় শরীর পড়িয়া থাকে, মন সজাগ থাকে,—সকল শব্দ কর্ণে যায় অথচ নিদ্রাও হয়।

যোগীর আহারের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন :—

মাংসং দধি কুলত্থংচ লশুনং শাকমেব চ।
কট্বম্ল তিক্ত পিণ্যাক হিঙ্গু সৌবীর সর্ষপাঃ॥
তৈলং চ বর্জ্জয়েৎতানি যত্নতো যোগিনা সদা।
পুনরুষ্ণীকৃতং দ্রব্যসহিতং চেতি কেচন॥

মাংস, দধি, কুলথডাল (অশ্বের খাদ্য), লশুন পলাণ্ডু ইত্যাদি, শাক; কটু, অম্ল, তিক্ত, পিণ্যাক (তিলের খলি) হিঙ, সৌবীর (বদর, কুল) সরিষা, তৈল ইত্যাদি যোগী সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে। কেহ বলেন, কোন দ্রব্য শীতল হইয়া গেলে পুনরায় উষ্ণ করিয়া খাওয়াও নিষেধ। এতভিন্ন'ভাজা দ্রব্য, লবণ, তক্র (ঘোল), মদ্য, তাল, কাঁটাল, মুসুর, কুমড়া, শাকের ডাঁটা, লাউ, কৎবেল, কাঁচা বেল, বেল, জামীর লেবু, কামরাঙ্গা, পিয়াল, স্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবা, কর্কশ-ব্যবহার, পাপকার্য্য, বাসী দ্রব্য, অতি ঠাণ্ডা বা অতি উষ্ণ দ্রব্য, এই সমস্ত যোগীর পক্ষে নিষেধ। বিধির মধ্যে শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, পটোল, কাঁকুড়, ফুটী, রম্ভা কাঁচকলা মোচা, ডুমুর, থোড়, আলু, মূলা, পলতা শাক, হিঞ্চেশাক, ননী, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড়, নারিকেল, বেদানা, কিসমিস, আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮॥

ম ম ম
যদা যস্মিন্‌কালে বিনিয়তং পরবৈরাগ্যবশান্নিয়তং বিশেষেণ
ম ম
নিয়তং সর্ব্ববৃত্তিশূন্যতামাপাদিতং চিত্তং বিগতরজস্তমস্কমন্তঃ-
ম
করণসত্ত্বং স্বচ্ছত্বাৎ সর্ব্ববিষয়াকার গ্রহণসমর্থমপি সর্ব্বতোন-
ম
রুদ্ধবৃত্তিকত্বাৎ আত্মনিএব প্রত্যক্‌চিতি অনাত্মানুপরক্তে বৃত্তি-
ম
রাহিত্যেঽপি স্বতঃসিদ্ধস্যা ত্মাকারস্থ বারয়িতুমশক্যত্বাৎ

ম ম
চিতেরেব প্রাধ্যান্যাৎ ন্যগ্‌ভূতং সৎ অবতিষ্ঠতে নিশ্চলং ভবতি
শ ম ম
স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ তদা তস্মিন্ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকালে
ম
সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ নির্গতা দোষদর্শনেন সর্ব্বেভ্যো দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ
ম ব
কামেভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য স আত্মৈতর সর্ব্বস্পৃহাশূন্যঃ
ম ম
সন্ যুক্তঃ সমাহিতঃ ইতিউচ্যতে। ইতি পরং
বৈরাগ্যমসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরন্তরঙ্গং সাধনমুক্তম্॥ ১৮॥

চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া যখন কেবল আত্মাতেই স্থিতিলাভ করে তখন কোন কামনাতে স্পৃহা থাকেনা। যোগী তখনই যুক্ত কথিত হয়েন॥ ১৮॥

অর্জ্জুন—চিত্তের একাগ্র ভূমিকাতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ইহাত ৬।১৫ শ্লোকে বলিয়াছ, কিন্তু চিত্তের নিরোধ ভূমিকাতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা ত ভগবান পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন। তুমি গীতাতে ইহা বলিতেছ কোথায়?

ভগবান—নিরোধ সমাধিতে চিত্তের কোন্ অবস্থা হয় তাহা এই শ্লোকে বলিতেছি। চিত্তের সর্ব্বকামনা ত্যাগ ভিন্ন, চিত্ত বিশেষরূপে নিয়মিত হওয়া ভিন্ন, ইহা কেবল মাত্র আত্মাতে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। এই অবস্থা না হইলেও যোগীকে যুক্ত বলা যায় না। যুক্ত যোগীই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা লাভ করেন। পূর্ব্বে এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলিয়াছি। এখন আর একবার বলি শ্রবণ কর।

চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শতসহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রতি বিষয়ের উদয়ে চিত্ত, বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে। শত সহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্ত একটি মাত্র বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে, তখন চিত্ত আর একটু উন্নতি লাভ করিলে একবারে অবলম্বন শূন্য অবস্থায় যে থাকিবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

সমস্ত আসক্তি ত্যাগ হইলেই এই অবস্থা হয়। পর বৈরাগ্যটি না হইলেও আবার সমস্ত কামনা কখন দূর হইবে না।

অর্জ্জুন—পর বৈরাগ্য কাহাকে বলিতেছ?

ভগবান—অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য ভেদে বৈরাগ্য দুই প্রকার। অপর বৈরাগ্যের চারি প্রকার ভেদ।

(১) যতমান সংজ্ঞা (২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা (৩) একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা (৪) বশীকার সংজ্ঞা।

(১) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলেই রাগ দ্বেষ আসিবেই। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। রাগ দ্বেষই চিত্ত মল। রাগদ্বেষ দ্বারাই ইন্দ্রিয় বিষয়ে ধাবিত হয়। যে উপায় অবলম্বন করিলে ইন্দ্রিয়গণ আর বিষয়ে ধাবিত হইতে না পারে সেই উপায় অবলম্বন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য যে যত্ন তাহার নাম যতমান সংজ্ঞা।

(২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা বৈরাগ্য তাহার নাম যাহাতে নিশ্চয় করা হয় কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্ত হইল আর কোন্ কোন্ বিষয়ই বা অবশিষ্ট রহিল।

(৩) বাহিরের ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও ঔৎসুক্য সহকারে মনে মনে বিষয় চিন্তার নাম একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা। ইহাতে চিত্তরূপ একটি ইন্দ্রিয়ে মাত্র বিষয়ের অবস্থান হয়।

(৪) যখন চিত্তরূপ ইন্দ্রিয়েও আর বিষয় থাকে না—মনের ঐ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হইলে যে বৈরাগ্য জন্মে তাহার নাম বশীকার সংজ্ঞা।

বৈরাগ্যটি অভাব পদার্থ নহে। ইহাকে জ্ঞানপ্রসাদ বলে। ইহাতে রজঃ ও তমের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। অপর বৈরাগ্য অবস্থায় রজঃভাব কথঞ্চিৎ থাকে, পর বৈরাগ্যে কিছুই থাকে না। চিত্ত আপন স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। রজ ও তম ভাব দূর হইলে শুদ্ধ সত্ত্বভাবে চিত্তের যে প্রসন্নতা তাহাই পরবৈরাগ্যের কারণ শ্রদ্ধা। পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি। এই অবস্থায় চিত্ত জ্ঞানময় হইয়া যায়। যতদিন চিত্ত রজতম যুক্ত থাকে ততদিন ইহা ভ্রমময়। ভ্রমময় চিত্তনাশ হইয়া জ্ঞানময় চিত্তের যখন প্রকাশ হয় তাহাকে বলে চিত্তের সত্ত্ব। চিত্তের সত্ত্বই জ্ঞানময়। এই অবস্থায় অজ্ঞান দূর হয় এবং সর্ব্বত্র জ্ঞানময় একটি বস্তু ভাসিতে থাকে। এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সাধনার সহিত ভাবিতে হইবে এই সংসারে এই বিশাল প্রপঞ্চে শ্রীভগবান ভিন্ন কিছুই নাই। ভাবনা করিতে হইবে এ সংসারে যাহাকে উপেক্ষা করিতেছি, যাহাকে ঘৃণা করিতেছি, যাহাকে উপাদেয় ভাবিতেছি, যাহাকে বন্ধু ভাবিতেছি, যাহাকে সম্পদ বলিতেছি, যাহাকে শরীর বলিতেছি, সে সমস্তই সেই চৈতন্যময় পুরুষ। এইরূপ দৃঢ় ভাবনায় সমস্ত কামনা বিগলিত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইলেই পর বৈরাগ্য হইল। এই পর-বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত সমস্ত বৃত্তিশূন্য অবস্থা লাভ করে—অর্থাৎ চিত্ত সত্ত্ব হইয়া যায়। চিত্ত স্বচ্ছ হইয়া গেলে ইহার সমস্ত বিষয়াকার গ্রহণ সামর্থ্য থাকিলেও সর্ব্বত্র বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া চিত্ত কেবল মাত্র আত্মাতেই স্থিতিলাভ করে। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

যোগীর এই অবস্থাকে যুক্ত অবস্থা বলে। ইহার উপরের অবস্থার নাম যুক্ততম অবস্থা। পরে ইহা বলিব।

যথা দীপোনিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯॥

নিবাতস্থঃ নিবাতে [শ] বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতঃ দীপঃ [শ] প্রদীপঃ যথা ন [শ] ইঙ্গতে ন চলতি সা উপমা [শ] উপগীয়তেঽনয়েত্যুপমা [শ্রী] দৃষ্টান্তঃ স্মৃতা [শ] যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ [শ] চিন্তিতা। [ব] কস্যেত্যাহ যোগিন ইতি। আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ [শ্রী] আত্মবিষয়ং [শ] সমাধিং [শ] অনুতিষ্ঠতঃ [শ] সংযতান্তঃকরণস্য [ম] নিশ্চলো দীপো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ॥১৯॥

যেমন নির্ব্বাত প্রদেশে অবস্থিত দীপশিখা চঞ্চল হয় না, এই উপমাটিই আত্মবিষয়ক সমাধি অনুষ্ঠানকারী যোগীর সংযত চিত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়॥১৯॥

অর্জ্জুন—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃত্তিশূন্য হয়। বৃত্তিশূন্য চিত্ত কিরূপ একটা উপমা দিয়া তাহা বলিয়া দাও।

ভগবান—নির্ব্বাত প্রদেশে দীপশিখা যেরূপ চঞ্চল হয়না—বৃত্তিশূন্য চিত্ত ও সেইরূপ অচঞ্চল। চিত্তস্পন্দন কল্পনাই এই প্রপঞ্চ তরঙ্গ। কল্পনাশূন্য স্পন্দনশূন্য চিত্ত যাহা তাহাকে চিত্ত না বলিয়া সত্ত্বা বলা যায়। চিত্তের সত্ত্বাই অচঞ্চল ব্রহ্ম। তরঙ্গ না থাকিলে যেমন স্থির সমুদ্রই থাকে—সেইরূপ বৃত্তিতরঙ্গ শূন্য হইলে স্থির নিশ্চল ব্রহ্মই থাকেন।

একাগ্র ভূমিকায় সম্ভূত সমাধি অভ্যাস হইলে চিত্তের বহুবিষয়ের বৃত্তিরোধ হইয়া একটি মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকে। নিরোধভূমিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যখন অভ্যস্ত হয় তখন সমস্তবৃত্তিরোধ হইয়া যায়। তখন চিত্ত নিশ্চল হয়। চিত্তের নিশ্চল অবস্থাই ইহার স্বস্বরূপে পরিণতি। ইহাই প্রকাশময় আত্মা। চিত্তস্পন্দন কল্পনা যতদিন থাকে ততদিন চিত্তকে ভ্রমময় চিত্ত বলে। এই অবস্থায় আশক্তি প্রবল থাকে বলিয়া হেয় উপাদেয়, সুন্দর কুৎসিৎ, শত্রুমিত্র, আমার পরের

এইরূপ অসমদৃষ্টি থাকে ইহাই অজ্ঞান; ইহাই সমস্ত দুঃখের মূল। কিন্তু যখন চিত্তস্পন্দন শূন্য হয়, যখন কল্পনাশূন্য হয়, তখন ইহা জ্ঞানময় হইয়া যায়। দৃঢ় ভাবনা দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতে পারে। জ্ঞানের বিচার শুনিয়া, আত্মার স্বরূপ শাস্ত্র ও গুরুমুখে অবগত হইয়া, শ্রীভগবান সর্ব্বব্যাপী জানিয়া যদি বিশ্বাসে তিনি সর্ব্বত্র আছেন ইহা ভাবনা করা যায়, জগতে যাহা কিছু নয়ন গোচর হউক না কেন যদি সকল বস্তুই তিনি, শত্রুমিত্র, হেয় উপাদেয়, আকাশ সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য, মনুষ্য গো, যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় বা ভাবনা করা যায় সমস্তই তুমি এই দৃঢ় ভাবনা দ্বারা "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—ইহা হইয়া যায়—তবেই চিত্ত জ্ঞানময় হইয়া যায়। সর্ব্বত্র তুমি তুমি করিতে করিতে যখন তুমি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না তখন আর বহু থাকে না—সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তিনিই শতসূর্য্যের মত প্রকাশ হয়েন। একাগ্র সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাসের পরে তবে সম্যগ্‌দর্শনের জন্য সর্ব্বত্র সেই পরম পুরুষই আছেন এই ভাবনা হইতে পারে, নতুবা বহুচিন্তা ব্যাকুল মন কখনও সর্ব্বত্রই চৈতন্য ইহা ভাবনা করিতে পারে না।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

শ শ
যত্র যস্মিন্ কালে যোগসেবয়া নিরুদ্ধং যোগানুষ্ঠানেন
শ
সর্ব্বতোনিবারিতপ্রচারং চিত্তং উপরমতে উপরতিং গচ্ছতি
ম
একবিষয়কবৃত্তিপ্রবাহরূপামেকাগ্রতাং ত্যক্ত্বা নিরিন্ধনাগ্নি-
ম ম
বদুপশাম্যৎ নির্ব্বৃত্তিকতয়া সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপেণ পরিণতং-
ম শ শ
ভবতি যত্র চ যস্মিংশ্চকালে আত্মনা সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃ-
শ শ
করণেন আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতোজ্যোতিঃ স্বরূপং পশ্যন্
ম শ ম
সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ আত্মনিএব স্বে এবাত্মনি পরমানন্দঘনে তুষ্যতি
শ নী শ্রী
তুষ্টিং ভজতে ন বাহ্যার্থে তুষ্টিং ভজতে [যত্রেত্যাদীনাং

ম ম
যচ্ছব্দানাং তমন্তঃকরণপরিণামং সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপং
শ্রী
যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ] ॥২০॥

যে কালে যোগাভ্যাস দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপরতি প্রাপ্ত হয় [সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়] যে কালে সমাধি-শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা [জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরম চৈতন্য] আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া আপনাতেই তুষ্টিলাভ করে [সেই সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ অন্তঃকরণ পরিণামকে যোগ বলে] ॥২০॥

অর্জ্জুন—যোগ সেবা দ্বারা চিত্তের সর্ব্বত্র গমনাগমন নিবারিত হয় তখন চিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় আর তখন আত্মাদ্বারা আত্মাতে আত্মাকেই দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ হয় বলিতেছ—এখানে আত্মনা আত্মানং আত্মনি এই আত্মা শব্দ গুলি কি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ?

ভগবান—আত্মনা অর্থ সমাধিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা। আত্মানং পশ্যন্ অর্থে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরম চৈতন্যকে সাক্ষাৎ করিয়া। আত্মনি তুষ্যতি অর্থে পরমানন্দঘন আত্মাতে তুষ্টিলাভ করেন। আত্মা শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহা অপেক্ষা যাহা ব্যাপক তাহাই তাহার আত্মা। দেহ অপেক্ষা ব্যাপক ইন্দ্রিয়াদি শক্তি সেই জন্য দেহের আত্মা ইন্দ্রিয় আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ব্যাপক জীব চৈতন্য সেই জন্য চৈতন্য ইন্দ্রিয়ের আত্মা। আবার জীবচৈতন্য অপেক্ষা ব্যাপক পরমাত্মা এজন্য জীবের আত্মাই পরমাত্মা।

যে চিত্ত বিষয় চিন্তা লইয়া ব্যাকুল যোগসেবা দ্বারা সেই চিত্তকে বহু বিষয় ছাড়াইয়া এক বিষয়ে যখন আনা যায় তখন অপর ও পর বৈরাগ্য অভ্যাসে ঐ চিত্ত আপন সত্ত্বা জীব চৈতন্যরূপে ভাসমান হয়। তাহাও খণ্ড সত্ত্বা মাত্র। কিন্তু সপ্রণব সব্যাহৃতিযুক্ত প্রাণায়াম দ্বারা খণ্ড চৈতন্য অখণ্ডের ভাবনা করিয়া অখণ্ডত্বপ্রাপ্ত হয়। সাধক একান্তে "তুমি এস" বলিয়া যখন শ্রীভগবানকে আহ্বান করেন, তখন যোগসেবা নিরুদ্ধ তাঁহার চিত্ত অগ্রে শান্ত হইয়া ভ্রূমধ্য জ্যোতিকে দেখিতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে সীমাশূন্য অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ভাবযুক্ত মন্ত্রটি দ্বারা ঐ খণ্ড জ্যোতিকে অখণ্ড জ্যোতিতে মিশাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ মন্ত্রটি উচ্চারিত হয়।

যে স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল তিনি সতী। তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বিষয়ে লিপ্ত নহেন। এই স্ত্রীর চিত্ত যখন নির্জ্জনে "এস" বলিয়া স্বামীকে আহ্বান করে—যখন বলে "তুমি এস" "আমি আর তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারি না" তখন স্ত্রীর পরিচ্ছিন্ন হৃদয় স্বামীর অপরিচ্ছিন্ন হৃদয়ের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু যদি স্বামীকে অপরিচ্ছিন্ন সীমাশূন্য বলিয়া বোধ না থাকে তবে স্বামীর সহিত মিলন হইলেও সব শান্ত হইয়া যায় না। বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিশিতে না পারিলে শান্তি নাই। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ হইয়া গেলেই চিত্ত অখণ্ড হইয়া যায়। নিরোধরূপা চিত্তের পরিণামই যোগ। জড়, খণ্ড আমিকে অগ্রে চেতন খণ্ড আমি ভাবনাকরক পরে খণ্ড

চেতনকে অখণ্ড চেতন ভাবনা করিতে পারিবে। তবেই দেখ যোগ সেবা দ্বারা আমির যে অখণ্ড স্বরূপ তাহাই প্রাপ্তি হয়। সাধারণের "আমি" দেহটি মাত্র ব্যাপী। দেহ ছাড়িয়া ইহাদের "আমি" কোথাও যায় না। যাঁহারা সাধক তাঁহারা যখন বলেন "আমি" জপ করি বা ধ্যান করি বা আত্মবিচার করি, তখন তাঁহাদের এই "আমি" দেহ নহে বা জড় নহে। "আমি" জড়নই "আমি" দেহ নহে বা জড় নহে। "আমি" জড়নই "আমি" চেতন। এই চৈতন্যই জপ ধ্যানাদি করে। করে কাহার? বিন্দু চৈতন্য সিন্ধু চৈতন্যের, খণ্ডজীব অখণ্ড ব্রহ্মের। পরিচ্ছিন্ন জীব চৈতন্য অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্ম চৈতন্যের।

ঘটের মধ্যে যে আকাশ তাহা যখন ঘটটিকে দেখে তখন নিজের স্বরূপ ভুল হইয়া ঘটকেই আকাশ ভাবে। পরে যখন ঘট হইতে আকাশ আপনাকে পৃথক দেখে তখন বুঝিতে পারে ঘট মধ্যস্থ খণ্ড আকাশের স্বরূপটি মহাকাশ। খণ্ড আকাশ, মহাকাশকে হৃদয়ে বসায় ইহাই কে কাহার ধ্যান করে বুঝিবার সঙ্কেত।

সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥

[শ] যত্র যস্মিন্‌কালে আত্যন্তিকং [শ] অত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্য-
ন্তিকং [ম] নিরতিশয়ং [শ] অনন্ত[শ]মিত্যর্থঃ বুদ্ধিগ্রাহ্যং [ম] বুদ্ধ্যৈব রজস্তমো-
মলরহিতয়া সত্ত্বমাত্রবাহিন্যা [ম] গ্রাহ্যং [নী] সৌষুপ্তসুখবৎ অতীন্দ্রিয়ম্
[শ] ইন্দ্রিয়গোচরাতীতমবিষয়[শ]জনিতমিত্যর্থঃ যৎ সুখং তৎ বেত্তি
[শ] তদীদৃশংসুখমনুভবতি যত্র চ [নী] সুখে স্থিতঃ অয়ং [শ] বিদ্বান্ তত্ত্বতঃ
[শ] তত্ত্বস্বরূপাৎ [ম] আত্মস্বরূপাৎ ইতি বা ন চলতি ন [শ] প্রচ্যবত
ইত্যর্থঃ। [[ম] তং যোগসঙ্গিতং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ
[ম] সমানঃ] ॥২১॥

ম

অত্রাত্যন্তিকমিতি ব্রহ্মসুখস্বরূপ কথনম্। অতীন্দ্রিয়মিতি বিষয়সুখ ব্যাবৃত্তিঃ, তস্য বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ সাপেক্ষত্বাৎ। বুদ্ধিগ্রাহ্যমিতি সৌষুপ্তৌ সুখব্যাবৃত্তিঃ, সুষুপ্তৌ বুদ্ধের্লীনত্বাৎ, সমাধৌ নির্ব্বৃত্তিকায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাৎ। তদুক্তং গৌড়পাদৈঃ "লীয়তে তু সুষুপ্তৌ তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে" ইতি। তথাচ শ্রূয়তে "সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ইতি ॥২১॥

যে সমাধিতে অত্যন্ত যে সুখ তাহাই অনুভূত হয়, যে সুখ ইন্দ্রিয়ের আগোচর, [কেবল সুষুপ্তি সুখের মত] বুদ্ধিগ্রাহ্য; এবং যে সুখে স্থিতিলাভ করিলে এই যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না [তাহাই যোগ শব্দবাচ্য জানিও] ॥২১॥

অর্জ্জুন—এই সমাধিতে অত্যন্ত সুখ হয় বলিতেছ এ সুখ নিরতিশয়, এ সুখ অত্যন্ত—বল ত ইহা লোকে বুঝিবে কিরূপে?

ভগবান—কেন বুঝিবে না?

অর্জ্জুন—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগে যে সুখ হয় মানুষ তাহাই জানে, তুমি বলিতেছ এই সুখ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে সুখের অনুভব কিরূপে হয়?

ভগবান—বিষয় সুখ অনুভব জন্যই ইন্দ্রিয়। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় রোধ করিলে যখন চিত্তের সমস্ত বৃত্তি রোধ হয় তখনও বুদ্ধির লয় হয় না। সুষুপ্তির সহিত সমাধির প্রার্থক্য আছে। জাগ্রতের পর নিদ্রা। এই নিদ্রাকালে বাহিরের ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু ভিতরের সংস্কার জাগ্রত থাকে এই জন্য স্বপ্ন হয়। কিন্তু যখন স্বপ্নও থাকে না তখন সুষুপ্তি হয়। এই সুষুপ্তিতে বুদ্ধিও লয় হয়, কিন্তু সমাধিতে বুদ্ধি লয় হয় না। ইন্দ্রিয় থাকে না, চিত্ত বৃত্তিশূন্য অবস্থায় জ্ঞানময় হইয়া যায়। আত্মার অব্যবহিত পরেই বুদ্ধি। এই বুদ্ধিমাত্র জাগরিত থাকে বলিয়া সমাধি সুখ বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়। আমি অনুভব করিতেছি এ বোধ থাকে না সত্য কিন্তু সুখ স্বরূপে অবস্থান হয়। সাধারণকে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে কেহ ঘুমাইয়া পড়ে এখানে সঙ্গীত সুখ দ্বারা একটা মোহ আনিয়া দেয় কিন্তু কোথাও কোথাও সঙ্গীত সুখে এমন একটি অবস্থা আসে যে অবস্থায় পৃথিবীর শব্দরাশি ছাড়াইয়া ভিতরে একটি শান্ত, অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়—সে

অবস্থাটি সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা অথচ সে অবস্থায় দৃশ্যপ্রপঞ্চের শব্দাদির কিছুই অনুভব থাকে না—থাকে একটি আনন্দে স্থিতি। ইহাই জ্ঞানময় চিত্তের আত্মাকারতা প্রাপ্তি। ইহাই আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের অনুভূতি। এই সুখে স্থিতিলাভ করিলে যোগী আত্মস্বরূপ হইতে আর বিচলিত হন না ॥২১॥

যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

শ ব
যংলব্ধা যমাত্মলাভং প্রাপ্য চ ততঃ সকাশাৎ অপরং লাভং
শ শ শ
অন্যল্লাভান্তরং অধিকং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি কিঞ্চ যস্মিন্
শ ম শ ম
আত্মতত্ত্বে স্থিতঃ যোগী গুরুণাপি শস্ত্রনিপাতাদিনিমিত্তেন
শ শ্রী ম
মহতাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে কিমুতক্ষুদ্রেণেত্যর্থঃ
[তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ॥২২॥

যে [আত্মলাভ] করিয়া [যোগী] ঐ লাভের নিকট অন্যলাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না, যে আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিয়া গুরুদুঃখেও বিচলিত হন না। [তাহাই যোগ শব্দ বাচ্য জানিবে]। ২২॥

অর্জ্জুন—এই গীতাশাস্ত্রে তুমি যোগ শব্দ বহু অর্থে প্রয়োগ করিতেছ বলিয়া বোধ হয়।

ভগবান—গীতা শাস্ত্রে বিষাদকেও যোগ বলিতেছি। সমস্ত অধ্যায়গুলিকে যোগ বলিয়াছি। ইহার কারণ "সমচিত্ততাই" যোগ। যখন বিষাদ দ্বারা চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হয়—এক বিষাদভিন্ন অন্য কিছুই আর চিত্তে থাকে না—একবার চিত্ত বিষণ্ণ হইতেছে আবার বিষাদ ছাড়িয়া আনন্দ করিতেছে—এরূপ যখন না হয় তখন বিষাদই যোগরূপে পরিণত হয়। গীতায় প্রধান প্রধান যোগ কয়েকটি এই—

(১) সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ।
(২) কর্ম্মযোগ বা নিষ্কামকর্ম্মযোগ—ভক্তিযোগ।
(৩) চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ।

সমাধি যোগই মুখ্য যোগ। চিত্ত একাগ্র-ভূমি ছাড়িয়া নিরোধ-ভূমিতে পৌঁছিলে মনের নিবৃত্তি হইয়া যায়,—তখন সমস্ত ভবরোগের উপশম হয়। সমস্ত বৃত্তিনিরোধজনিত আনন্দ

তখন অনুভূত হয়। তখন আনন্দে চিরস্থিতি লাভ হয়। সচ্চিদানন্দঘনচৈতন্য দর্শনে অতি শীতল এক আত্মানন্দ সুখ ভোগ হয়। কথায় বলিতে গেলে, দ্বৈতভাবে ইহা বলা হইয়া যায়,— কারণ আত্মানন্দ সুখ প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। এই অবস্থায় চিত্ত আর কোন প্রকার দুঃখে বিচলিত হয় না। নিরোধ সমাধি জড় সমাধির মত নহে। জড় সমাধি ভঙ্গে মনে হয়, আহা বড় সুখে ছিলাম ; কিন্তু নিরোধ-সমাধিতে সুখস্বরূপ হওয়া যায়। এই সীমাশূন্য সুখের নিকট অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর। আমি সর্ব্বদা এই সুখে থাকিয়াও ব্যবহারিক কার্য্য করিতেছি। তোমাকেও ইহা উপদেশ করিতেছি ॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ চেতসা ॥২৩॥

ম
তং "যত্রোপরমতেচিত্তং" ইত্যারভ্য বহুভির্বিশেষৈর্ণের্যো
ম
নির্ব্বৃত্তিকঃ পরমানন্দাভিব্যঞ্জকঃ বিত্তাবস্থাবিশেষ উক্তস্তং চিত্ত-
ম শ
বৃত্তিনিরোধং দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখ-
শ ব
সংযোগস্তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগস্তং যদ্বা দুঃখ-
ব শ
সংযোগস্য বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র তং যোগসংজ্ঞিতং যোগ
শ ম
ইত্যেব সংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিয়োগশব্দার্হমপি বিরোধি-
ম ব শ শ্রী
লক্ষণয়া যোগশব্দবাচ্যং সমাধিং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ যস্মাদেবং
শ্রী শ্রী
মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স যোগঃ পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং
শ্রী শ
নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেনাধ্যবসায়েন অনির্ব্বিণ্ণ-
শ
চেতসা ন নির্ব্বিণ্ণমনির্ব্বিণ্ণং তচ্চেতস্তেন নির্ব্বেদরহিতেন
শ ব
চেতসা চিত্তেন হৃতাণ্ডার্ণবশোষক পক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ

এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমতঃ পরং কষ্টমিত্যনুতাপো নির্ব্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা ইহজন্মনি জন্মান্তরে বা সেৎস্যতি কিং ত্বরয়েত্যেবং ধৈর্য্যযুক্তেন মনসেত্যর্থঃ যোক্তব্যঃ অভ্যসনীয়ঃ ॥ তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ “উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈক বিন্দুনা । মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥” ইতি । উৎসেক উৎসেচনং শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ । অত্র সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকামাচক্ষতে । কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোঽপজহার, স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুং উপরি প্রচিক্ষেপ, তদা চ বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুবর্গৈর্বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম । যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি প্রতিজজ্ঞে । ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস, সমুদ্রস্তজ্জ্ঞাতিদ্রোহেণ ত্বামবমন্যতে ইতি বচনেন, ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ

বি
পক্ষিণে দদাবিতি । এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে ভক্তৌ
বি
জ্ঞানে বা প্রবর্ত্তমানমুৎসাহবন্তং অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানে-
বি
বানুগৃহ্নাতীতি নিশ্চেতব্যম্। এতাদৃশ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্য
বি
প্রাথমিকং কৃত্যম্। অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ সঙ্কল্পেতি দ্বাভ্যাম্ ॥২৩॥

এইরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধে দুঃখসংযোগের বিয়োগ হয়। "বিয়োগ" হয়, তথাপি ইহা যোগশব্দবাচ্য। এই যোগ অধ্যবসায়ের সহিত [সমুদ্রকর্তৃক অণ্ডাপহৃত ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায়] শৈথিল্যরহিত চিত্তে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন—জীবাত্মা পরমাত্মার যোগকে যোগ বলে; আবার দুঃখসংযোগের বিয়োগ বা ধ্বংসকেও যোগ বলিতেছ।

ভগবান—যোগটি সমাধি। যতদিন চিত্ত শ্রীভগবানে সমাহিত না হয়, ততদিন চিত্ত দুঃখের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু চিত্ত আনন্দময়ের সহিত যুক্ত হইলে দুঃখসংযোগ হইতে চিত্তের বিয়োগ হয়। এইজন্য বিয়োগকে যোগ বলিলাম।

অর্জ্জুন—কোন্ প্রকারের সাধক এই সমাধিযোগ লাভে সমর্থ, তাহাও বলিতেছ?

ভগবান—যে সাধকের অধ্যবসায় আছে এবং যে সাধক কিছুতেই শিথিলপ্রযত্ন হন না, তিনিই এই যোগ লাভ করিতে পারেন।

অর্জ্জুন—(১) অধ্যবসায় (২) অনির্ব্বিণ্নচিত্তত্ব এই দুইটী চাই বলিতেছ, ইহা স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান—(১) অধ্যবসায়ের কথা শ্রবণ কর। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ সত্য—কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। যে যাহাই কেন বলুক, গুরুবাক্য ও বেদবাক্য অভ্রান্ত—এইটির দৃঢ়নিশ্চয় হওয়াই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় থাকাই প্রথম কথা। গুরু ও বেদবাক্যে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার কিছুতেই হইতে পারে না। গুরু বেদান্তবাক্যে যাহার সংশয় রহিয়া যায় সে ব্যক্তি কোটিকল্পও যদি শাস্ত্র লইয়া থাকে, তাহার কিছুতেই হইবে না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা আগমন করিতেছেন—এই ভাব যে ধারণা করে নাই, সে ব্যক্তি কোটিকল্প গঙ্গাজলে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার কিছুই হয় না। সেইরূপ যে সাধনা শ্রীগুরু আমাকে দিয়াছেন, যে নামকে বেদপ্রমুখ শাস্ত্র, মোক্ষপ্রাপক বলিতেছেন,—যদি সেই সাধনা, যদি সেই নাম, নিশ্চয়ই আমাকে ভবসাগর হইতে নিত্যধামে লইয়া যাইবে, যাহার এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস না থাকে, তাহার কিছুই হয় না। এই জন্য অধ্যবসায়টি প্রথমেই অবলম্বন কর।

(২) অনির্ব্বিণ্নচিত্তত্ব। এতদিন সাধনা করিলাম, কৈ কিছুইত হইল না। কত কষ্ট করি-

লাম, আরও কত কষ্ট আছে—বুঝি আমার দ্বারা কিছুই হইল না, এইরূপ হতাশ ভাবকে নির্ব্বেদ বলে। সাধকের চিত্ত কিন্তু নির্ব্বেদশূন্য হওয়া চাই। যে নাম অবলম্বন করিয়াছি, যে স্বাধ্যায় ধরিয়াছি, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই লাভ করিব; এই জন্মেই হউক বা শত জন্মেই হউক। ব্যস্ত হইবার কারণ নাই, হতাশ হইবার কারণ নাই। শাস্ত্রবাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ অনেক আছে বলিয়াই শীঘ্র হইতেছে না। তথাপি শ্রীভগবানের করুণার অন্ত নাই। আমি সাধনা দ্বারা নির্ম্মল হইলেই তিনি সংসার-সাগর পার করিয়া দিবেন। হউক সমুদ্র—আমি ইহা শোষণ করিবই। অণ্ডাপহরণ করিলে ক্ষুদ্র পক্ষী যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—যে দৃঢ় অধ্যবসায়ে পক্ষী সেই মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে করিয়া বিন্দু বিন্দু জল, সমুদ্র হইতে তুলিয়া তীরে ফেলিতে লাগিল, সকলে নিবারণ করিল—ক্ষুদ্রপক্ষী কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না, নিজ প্রতিজ্ঞাও ত্যাগ করিল না—শেষে ভগবান নারদ কৃপা করিয়া যেমন ভগবান গরুড়কে তাঁহার জ্ঞাতিসাহায্যে প্রেরণ করিলেন—আর সমুদ্রও তখন ভয়ে ক্ষুদ্রপক্ষীর অণ্ড প্রত্যর্পণ করিল—এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়ে কার্য্য করিতে হইবে। আলস্য অনিচ্ছা কিছুই গ্রাহ্য করা চাই না—কোন কিছুতেই সঙ্কল্প শিথিল করা চাই না—দেহত যাইবেই—না হয় তোমার নাম করিতে করিতেই যাক্—এই দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া যিনি সাধনা করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীভগবান নিশ্চয়ই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন। আমি ভগবানকেই চাই—আর কিছুই চাই না—কারণ অন্য সমস্তই নশ্বর—অন্য সমস্তের অন্ত আছে, অন্য সমস্তই আমাকে ছাড়িতে হইবে। একমাত্র ভগবানই পাইবার বস্তু—তিনি ভিন্ন আর কোথাও জুড়াইবার স্থান নাই। এইটি নিশ্চয় করিয়া যিনি ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া সাধনা করেন—গুরু যে নাম দিয়াছেন—শাস্ত্রে যাহা জোর করিয়া বলিতেছেন—"তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন"—তাহা দ্বারাই আমার হইবে—এই দৃঢ় ভাবনা যাঁহার হইয়াছে, তিনি অবহেলে ভগবদ্ কৃপায় মৃত্যুসংসার-সাগর পার হইয়া যাইবেন।

এখন সমাধির অভ্যাস কি, তাহাই বলিব, শ্রবণ কর।

সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

আ আ ম
সংকল্প-প্রভবান্কামান্ সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ যদ্বা সংকল্পো
ম
দুষ্টেষ্বপি বিষয়েষু শোভনত্বাদি দর্শনেন শোভনাধ্যাসঃ, তস্মাচ্চ
ম
সঙ্কল্পাদিদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপাঃ কামাঃ প্রভ-

রা
বন্তি। কামাশ্চ দ্বিবিধাঃ স্পর্শজাঃ সঙ্কল্পজাশ্চেতি। স্পর্শজাঃ
রা রা
শীতোষ্ণাদয়ঃ সঙ্কল্পজাঃ পুত্রপৌত্রক্ষেত্রাদয়স্তত্র স্পর্শজেম্ববর্জ্জ-
রা
নীয়েষু তন্নিমিত্ত হর্ষোদ্বেগৌ ত্যক্ত্বা কিন্তু সঙ্কল্প-প্রভবান্ শোভনা-
ম ম
ধ্যাস প্রভবান্ কামান্ বিষয়াভিলাষান্ বিচারজন্যাশোভনত্ব-
ম
নিশ্চয়েন শোভনাধ্যাসবাধাদৃষ্টেষু স্রক্চন্দনবনিতাদিষ্বদৃষ্টেষু
ম
চেন্দ্রলোকপারিজাতাপ্সরঃপ্রভৃতিষু শ্রুবান্তপায়সবৎ স্বতএব
ম নী
সর্ব্বান্ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তান্ অশেষতঃ বাসনোচ্ছেদপূর্ব্বকং
ম শ
সঙ্কল্পনিরোধেন যদ্বা নিরবশেষান্ সবাসনাং স্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য
ম
অতএব কামপূর্ব্বকত্বাদিন্দ্রিয়প্রবৃত্তেস্তদপায়ে সতি বিবেকযুক্তেন
ম
বিষয়দোষদর্শিনা বা মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং চক্ষুরাদিকরণসমূহং
ম শ
সমন্ততঃ বিনিয়ম্য সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যোঃ প্রত্যাহৃত্য কামত্যাগ-
আ
দ্বারেণেন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহৃত্য কিং কুর্য্যাৎ ইতি শঙ্কিতায়ং প্রত্যাহ
শ
শনৈঃ শনৈঃরিতি। ধৃতিগৃহীতয়াবুদ্ধ্যা "ধৃত্যা যয়া ধারয়তে
নী
মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ-
নী ম
সাত্ত্বিকী" ইত্যুক্তলক্ষণাধৃতি ধৈর্য্যমখিন্নতা তয়া গৃহীতা
নী ম ম
বশীকৃতা যা বুদ্ধিরবশ্যকর্ত্তব্যতানিশ্চয়রূপা, তয়া যদা কদাচিদ-

বি
বশ্যং ভবিষ্যত্যেব যোগঃ ইহজন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু কিং
ব
মে ত্বরয়েত্যেবং রূপয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাসক্রমেণ ন তু
ম শ ব
হঠেন ভূমিকাজয়ক্রমেণ উপরমেৎ উপরিতং কুর্য্যাৎ সমাধৌ
আ
তিষ্ঠেৎ সহসা বিষয়েভ্যঃ সকাশাত্তু-পরমে মনসো ন স্বাস্থ্যং
আ ম
সম্ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ ন সহসা উপরিতং কুর্য্যাৎ কিন্তু শনৈঃ
ম
শনৈঃরুপদিষ্টমার্গেন মনো নিরুন্ধ্যাৎ এতেনানির্ব্বেদনিশ্চয়ৌ
ম
প্রাগুক্তৌ দর্শিতৌ। তথাচ শ্রুতিঃ। "যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী
ম
প্রাজ্ঞস্তদযচ্ছেজ্‌ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানং নিযচ্ছেম্মহতি তদ্‌-
ম
যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইতি। বাগিতি বাচং লৌকিকীং বৈদি-
ম
কীঞ্চ মনসি ব্যাপারবতি নিযচ্ছেৎ, "নানুধ্যায়াদ্বহূন্‌ শব্দান্‌
ম
বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" ইতি শ্রুতেঃ, বাগ্বৃত্তিনিরোধেন মনো
ম
বৃত্তিমাত্রশেষো ভবেদিত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিনিরোধোঽপ্যেতস্যাং ভূমৌ
ম
দ্রষ্টব্যঃ। (মনসীতিছান্দসং দৈর্ঘ্যম্‌) তন্মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়-
ম
সহকারি নানাবিধবিকল্পসাধনং করণং জ্ঞানে জানাতীতি জ্ঞানমিতি
ম
বুৎপত্ত্যা জ্ঞাতির্য্যাত্মনি জ্ঞাতৃত্বোপাধাবহঙ্কারে নিযচ্ছেৎ মনোব্যা-
ম
পারান্‌ পরিত্যজাহঙ্কার মাত্রং পরিশেষয়েৎ তচ্চ জ্ঞানং জ্ঞাতৃত্বো-

পাধিমহঙ্কারমাত্মনি মহতি মহত্তত্ত্বে সর্ব্বব্যাপকে নিযচ্ছেৎ। দ্বিবিধো হ্যহঙ্কারো বিশেষরূপঃ সামান্যরূপশ্চেতি। অয়মহমেতস্য পুত্র ইত্যেবং ব্যক্তমভিমন্যমানো বিশেষরূপো ব্যষ্ট্যহঙ্কারঃ। অস্মীত্যেতাবন্মাত্রমভিমন্যমানঃ সামান্যরূপঃ সমষ্ট্যহঙ্কারঃ, স চ হিরণ্যগর্ভো মহানাত্মেতি চ সর্ব্বানুস্যূতত্বাদুচ্যতে। তাভ্যামহঙ্কারাভ্যাং বিবিক্তো নিরুপাধিকঃ শান্তাত্মা সর্ব্বান্তরশ্চিদেকরসস্তস্মিন্ মহান্তমাত্মানং সমষ্টিবুদ্ধিং নিযচ্ছেদেবং তৎকারণমব্যক্তমপি নিযচ্ছেৎ, ততোনিরুপাধিক স্তৎপদলক্ষ্যঃ শুদ্ধাত্মা সাক্ষাৎকৃতো ভবতি, শুদ্ধে হি চিদেকরসে প্রত্যগাত্মনি জড়শক্তিরূপমনির্ব্বাচ্যমব্যক্তং প্রকৃতিরুপাধিঃ সা চ প্রথমং, সামান্যাহঙ্কাররূপং মহত্তত্ত্বং নাম ধৃত্বা ব্যক্তীভবতী। ততো বহির্বিশেষাহঙ্কাররূপেণ ততো বহির্মনোরূপেণ ততো বহির্বাগাদীন্দ্রিয়রূপেণ। তদেতৎ শ্রুত্যাভিহিতম্ "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ। মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"॥ ইতি। তত্র

ম
গবাদিষ্বিব বাঙ্‌নিরোধঃ প্রথমাভূমিঃ, বালমুগ্ধাদিষ্বিব নির্ম্মনস্ত্বং
ম
দ্বিতীয়া, তন্দ্রাদিষ্বিবাহঙ্কাররাহিত্যং তৃতীয়া, সুষুপ্তাবিব মহত্তত্ত্ব-
ম
রাহিত্যং চতুর্থী, তদেতদ্ভূমিচতুষ্টয়মপেক্ষ্য শনৈঃ শনৈরুপর-
নী নী
মেদিত্যুক্তম্। তথা এবং উপরতং মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা
শ
আত্মনি সংস্থিতং আত্মৈব সর্ব্বং ন ততোন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেব-
শ নী
মাত্ম সংস্থং মনঃ কৃত্বা যদ্বা আত্মনিস্বরূপে সংস্থা স্থিতির্যস্য ন তু
নী ম ম
দৃশ্যে দ্রষ্টরি বা ইত্যেবং সর্ব্বপ্রকারং বৃত্তিশূন্যং কৃত্বা কিঞ্চিদপি
ম ম
অনাত্মানং আত্মানং বা ন চিন্তয়েৎ ন বৃত্ত্যা বিষয়ীকুর্য্যাৎ।
নী
ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয়বিভাগমপি ন স্মরেৎ কিন্তু অখণ্ডৈকরস-
নী
সংবিদাত্মনা সুষুপ্তবৎ তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪, ২৫ ॥

সঙ্কল্পজাত কামনা বা বিষয়াভিলাষ সমূহকে নিরবশেষে ত্যাগ করিয়া, [বিষয় দোষদর্শী] মন দ্বারা [চক্ষুরাদি] ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা অল্পে অল্পে [কিন্তু সহসা নহে বা হটাৎ নহে কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ] বিষয় হইতে উপরত হইবে [বিষয় ত্যাগ করিয়া সমাধি অবলম্বন করিবে] [এইরূপে] মনকে আত্মাকার বিশিষ্ট করিয়া অন্য কিছুই ভাবনা করিবে না ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুন—চিত্তসাম্যই যোগ। সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ বা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যিনি কর্ম্ম করেন—সেই নিষ্কামকর্ম্মী কর্ম্মযোগী। এই যোগী দ্বিতীয় ভূমিকাতে আরুরুক্ষ। প্রাণ অপান বায়ুকে সমান করা রূপ কুম্ভক অভ্যাসই ইহার কার্য্য। আরুরুক্ষ যোগী তৃতীয় ভূমিকাতে উঠিলে ইহাঁকে যোগারূঢ় বলা হয়। যোগারূঢ়ের কার্য্য সমাধি অভ্যাস। এখন বল, সমাধি অভ্যাস কিরূপে করিতে হয়।

ভগবান—চিত্তকে সমাহিত করাই সমাধি। পূর্ব্বে ইহার প্রকারভেদ সমস্তই প্রায় উল্লেখ করিয়াছি। এখন যোগারূঢ়ের সমাধি অভ্যাসে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহাই বলিতেছি মনোযোগ কর।

প্রথম—সঙ্কল্পজাত কাম বা বিষয়াভিলাষ একবারে ত্যাগ বা নিঃশেষ করা।

দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় দোষদর্শী মন দ্বারা বিষয় হইতে প্রত্যাহার করা।

তৃতীয়—মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে আসার শক্তি রোধ করিতে সক্ষম এইরূপ ধৈর্য্যবিশিষ্ট বুদ্ধি দ্বারা সহসা নহে কিন্তু অল্পে অল্পে বিষয় রমণ ত্যাগ করিয়া আত্মরমণ করা—মনকে আত্মসংস্থ করিয়া, আমি অনাত্মা ত্যাগ করিয়াছি বা আমি আত্মরতি লাভ করিতেছি—এইরূপ ধ্যাতা ধ্যান বা ধ্যেয় ইহার কিছুই চিন্তা না করিয়া পরম শান্ত আত্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করা। ইহাই সমাধি লাভের ক্রম।

অর্জ্জুন—মনের কাম বা বিষয় ভোগাভিলাষ ত্যাগ, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার, স্বচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়কে বাহিরে বা ভিতরে স্পন্দিত হইতে না দেওয়া—অর্থাৎ মনকে একবারে চিন্তাশূন্য করা—এই যে উপায় বলিতেছ ইহা কি ক্রম অনুসারে করিতে হইবে? তাহাই যদি হয় তবে কিরূপে ইহা করিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।

ভগবান—একান্তে গিয়া যোগারূঢ় যোগী প্রথমে সঙ্কল্পজাত কামকে একবারে ত্যাগ করিবেন ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। সঙ্কল্প হইতে জাত কামনা কি অগ্রে তাহাই দেখ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় (১৩২ পৃঃ) কামনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ কর। অবার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় (২৬৫ পৃঃ) সঙ্কল্প ও কাম ইহাদের সম্বন্ধেই কথাও বলিয়াছি। ঐখানে বলিয়াছি স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য চেত্যবিষয়ে যখন উন্মুখ হয়েন তখন সেই উন্মুখী ভাবকে সঙ্কল্প বৃক্ষের অঙ্কুর বলিতে পার ইত্যাদি। এখন আর একবার সঙ্কল্প ও কামের কথা বলিতেছি। পরে বলিব সঙ্কল্পপ্রভব কামকে নিঃশেষে ত্যাগ করা কিরূপ।

সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত প্রভুই আছেন। আর কিছুই নাই। যাহা শান্ত তাহা সর্ব্বাবস্থাতে শান্ত। এই শান্ত সচ্চিদানন্দে চলনবৎ সঙ্কল্প উঠিল। সঙ্কল্পই চলন। সঙ্কল্পই মায়া—ইহাই অজ্ঞান। পরম শান্ত সচ্চিদানন্দ প্রভু প্রথমেই অজ্ঞান কল্পনা করিলেন।

মণির যেমন ঝলক উঠে সেইরূপ শান্ত হইতে চলনবৎ কিছু উঠিল—সীমাশূন্য জলরাশি থাকিলেই তাহাতে স্পন্দন উঠে। পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান। সমস্ত শক্তি বা সঙ্কল্প আছে, এই ভাবনা হইলেই স্পন্দন উঠে। ইহা স্বভাব—বা স্বাধীনতা। যাহা স্বাধীন তাহা কেন কোন্ কার্য্য করেন বলিতে গেলেই স্বাধীনতার লোপ হয়। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র না হইয়া পরতন্ত্র হইয়া যান। এইজন্য যখন জিজ্ঞাসা করা হয় অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ—তাহার উত্তরে বলা হয় ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানং অনাদ্যং অনির্ব্বচনীয়ং। সচ্চিদানন্দ যিনি তিনিই আছেন। আর কিছুই নাই। "আর কিছু আছে" ইহা ভাবনা করা অজ্ঞান। আমি "আর কিছু" বা "আমার আর কিছু" আছে ইহাই সঙ্কল্প। সঙ্কল্পকে বলা হয় শোভনাধ্যাস। শোভন অর্থে সুন্দর আর অধ্যাস অর্থে আরোপ। যাহা সুন্দর নহে তাহাতে সুন্দর আরোপ করা ইহার নাম শোভনাধ্যাস। আত্মাই আছেন। আত্মাই

৩৩

সুন্দর। আমি "আর কিছু", এই "আর কিছু"রূপ "আমিই" সুন্দর ইহাই শোভনাধ্যাস। যাহা সুন্দর নহে তাহাকে সুন্দর ভাবনা করাই শোভনাধ্যাস বা সঙ্কল্প। অসুন্দর বিষয়কে সুন্দর ভাবনা করিয়া—যখন আবার ভাবনা করা যায় "ইহা আমার হউক" "ইহা আমার হউক" এই যে ইচ্ছা ইহা কাম বা কামনা বা বাসনা। বিষয় ভোগের ইচ্ছাই কাম।

সাধারণ মনুষ্য মধ্যে যে কামনা বা বাসনা উঠে তাহা যেরূপে উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দৃঢ় পূর্ব্বাভ্যাস বশে পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া যে অসুন্দর পদার্থকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ এবং তাহার প্রাপ্তি ও ভোগেচ্ছা তাহাই কামনা বা বাসনা।

সঙ্কল্পজাত কামকে—বা বিষয় গ্রহণ ইচ্ছাকে একবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কিরূপে ত্যাগ হইবে পরে বলিতেছি। কিন্তু স্থূলভাবে দেখিতে গেলে দেখা যায় কাম দ্বিবিধ। স্পর্শজ কাম ও সঙ্কল্পজ কাম। শীত উষ্ণ অনুভব ইহা স্পর্শজ কাম। পুত্র পৌত্র ক্ষেত্রাদি হউক ইহা সঙ্কল্পজ কাম।

কেহ বলেন স্পর্শজ কাম অবর্জ্জনীয়। তজ্জন্য স্পর্শজ কামজাত যে হর্ষ ও উদ্বেগ তাহা ত্যাগ করিতে হইলে, সহ্য করিতে হইবে এবং সঙ্কল্পজ কাম স্বরূপতঃ ত্যাগ হয় না বলিয়া বিষয় দোষ দর্শন দ্বারা কামের বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া রমণীয় দর্শন আত্মাতে মন রাখিতে হইবে।

প্রথম অবস্থায় বাসনা ত্যাগ হয় না সত্য, তজ্জন্য ভগবৎবাসনারূপ শুভ বাসনা দ্বারা অশুভ বাসনা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু শ্রীভগবান আত্মদেবই সুন্দর—তাঁহাতে কোন দোষ নাই। তিনি ব্যতীত আর যাহা কিছু তাহাই অসুন্দর। কারণ অন্য সমস্তই ক্ষণিক। অন্য সমস্তই অনিত্য। শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য সমস্ত রূপরসাদি বিষয় সর্ব্বদা বহুদোষ দুষ্ট—এই বিষয় দোষ দর্শন যখন সর্ব্বদা চলিতে থাকে আবার অন্য দিকে আত্ম চৈতন্যই প্রকৃত সুন্দর এই অভ্যাস, চিত্ত যখন সর্ব্বদা করিতে সমর্থ হয় তখন কামকে একবারে সমূলে উচ্ছেদ করা যায়। কামকে নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইলে একদিকে বিষয়কে দোষযুক্ত দেখ অন্য দিকে শ্রীভগবান মাত্র সুন্দর সকল গুণের আধার ইহা ভাবনা কর—ইহা দ্বারা "সঙ্কল্প প্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ" ইহা লাভ-করা যায়। এস্থানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যোগারূঢ় যিনি তিনিই এইরূপে কামনা ত্যাগ করিতে পারেন। যিনি এখনও একান্তে গিয়া যোগারূঢ়ের অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই তিনি ঐ অবস্থা লাভ জন্য প্রাণায়াম ও কুম্ভক অভ্যাস করিবেন; এই অবস্থাও যাঁহার লাভ হয় নাই তিনি এই অবস্থা লাভ জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস করিবেন। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগী লৌকিক কর্ম্মকালে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন—ইহাই ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ। শ্রীভগবানকে দৃঢ়ভাবে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অনুভব জন্য লৌকিক সমুদায় কর্ম্ম তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হয়। আবার ঐ কর্ম্মযোগী সন্ধ্যা, পূজা, জপ. ধ্যান ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্মকালে যে সমস্ত সঙ্কল্প মনোমধ্যে উঠিবে তাহা তৎক্ষণাৎ ভগবানে অর্পণ করিবেন—অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনকে বৈরাগ্য উপদেশ দ্বারা অন্য বাসনা ত্যাগ করিবেন। এইভাবে

নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনা করিয়া আরুরুক্ষু অবস্থা লাভ করিয়া পরে যোগারূঢ় হইবার জন্য সঙ্কল্পজাত কাম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার।

মন যখন সকল বিষয়ে দোষ দর্শন করিতে অভ্যস্থ হয় তখন মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে আর যাইতে দেয় না। চক্ষে রূপ পড়িল—আর মন উপদেশ করিল কত রূপইত দেখিলে—আর কি দেখিবে বল? ইহাতে ত শান্তি নাই। কারণ ইহা ক্ষণিক চিত্তবিনোদন মাত্র। এই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনে আত্মচৈতন্যে স্থিতিলাভ রূপ পরম আনন্দ লাভ হইবে না। এই রূপদর্শনরূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগ লালসা বহু দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাগ কর। এইরূপ কর্ণ যখন সুন্দর কথা বা সুন্দর সঙ্গীত শ্রবণে অভিলাষ করে তখনও মন উহাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া নিরোধ করে। সুন্দর পুষ্প আঘ্রাণ, সুন্দর সৌগন্ধী চন্দন লেপন, সুন্দর বনিতা ভোগ, সুন্দর খাদ্য ভক্ষণ—এ সমস্তইত বহুবার করা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ত দুঃখ শান্ত হইল না, ইহাতে ত জুড়াইতে পারা গেল না, বরং ক্ষণিক তুষ্টির পরে একটা বিষাদই বাড়িয়া যাইতেছে—অতএব এ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন। বিষয় দোষদর্শী মন এইরূপ বিচারে বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করে। কিন্তু মন যদি কামনা ত্যাগ করিতে না পারে তবে ইন্দ্রিয় রোধ করিতে পারে না। আবার মন যতদিন বিষয় দোষ দর্শন করিতে অভ্যস্থ না হয় তত দিন কাম ত্যাগ বা ইন্দ্রিয় রোধ কিছুই পারিবে না। তবেই হইল কাম ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় নিরোধ জন্য বৈরাগ্য বা বিষয় দোষ দর্শন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়—মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি শক্তিগুলির স্পন্দন রোধে কে সমর্থ? কিরূপেই বা সমর্থ? একটি শক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন কার্য্য করিয়া—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্পন্দিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করে। শক্তি সঙ্কল্প বিকল্প করিলে তাহাকে বলে মন, শক্তি বায়ুরূপে স্পন্দিত হইলে হইলেন প্রাণ, শক্তি বিষয়ভোগে নিযুক্ত হইলেই হইল ইন্দ্রিয়। মহামন যখন যাহা ভাবনা করেন তখনই সেইরূপে কার্য্য করেন। এখন এই বাহিরে স্পন্দিত হইবার যে শক্তি ইহাকে গুটাইয়া ভিতরে রুদ্ধ কে করিবে? ইহা করেন বুদ্ধি। যে শক্তিকে বুদ্ধি বলে তাহা ভালমন্দ নিশ্চয় করেন। যাহা নিত্য তাহা লইয়া থাক যাহা অনিত্য তাহাতে যাইও না; সমস্ত ভোগই দোষদুষ্ট, অনিষ্টকর ভোগ একবারে ত্যাগ কর—এই সমস্ত উপদেশ উত্তম বুদ্ধিই প্রদান করেন। মনকে বিষয় দোষ দেখাইতে যিনি সমর্থ তিনিই উত্তম বুদ্ধি। এই উত্তম বুদ্ধি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ মনকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া আত্মার নিকট লইয়া যান। শনৈঃ শনৈঃ কথার স্বার্থকতা লক্ষ্য কর। দুই প্রকারে এই স্বার্থকতা দেখাইব।

(১) ভোগেচ্ছা থাকে বলিয়া মানুষ দুঃখী। ভোগেচ্ছা হয় কখন? না যখন যাহা অসুন্দর তাহাকে সুন্দর বোধ হয়। ইহাই মূল অজ্ঞান। এখন দেখ শনৈঃ ভোগেচ্ছা ত্যাগ কেন করিতে হয় এবং কিরূপে করিতে হয়। দেখা শুনা আহার নিদ্রা একবারে ত্যাগ করিব এই সঙ্কল্প করিলে মন অসুস্থ হইয়া পড়ে—সমস্ত বিষয়ে একেবারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে গেলে মন অসুস্থ হইয়া কর্ম্মশক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। অথবা দিবারাত্রি প্রাণায়াম করিব বা জপ করিব—অন্ততঃ সর্ব্বদা চেষ্টা করিব—অন্য কিছুই করিব না—একবারে ইহা হইতে পারে না। বহুকাল ধরিয়া মন বিষয়

ভোগ করিয়াছে, একবারে সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বর লইয়া থাকিতে এরূপ মন সম্পূর্ণ অসমর্থ। এজন্য অল্পে অল্পে ইহাকে বিষয় ছাড়াইতে হইবে। এইজন্য প্রথমে প্রাতে মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় বৈদিক কর্ম্ম ১ ঘণ্টা করিয়া ৩ ঘণ্টা অভ্যাস কর। সঙ্গে সঙ্গে আর ৩ ঘণ্টা সৎ শাস্ত্র ও সৎসঙ্গ (যদি পাও) করিয়া যাও। আর ৬ ঘণ্টা সংসারে ব্যয় কর। সকল মনুষ্যে ভগবান আছেন ইহা মনে রাখিয়া সংসার সেবায় ভগবানের সেবা করিতেছি ভাবিয়া কর্ম্ম কর। এই অবস্থা আয়ত্ত্বাধীন হইলে দ্বিতীয় অবস্থায় সংসার সেবা তিন ঘণ্টা কর। শাস্ত্র সেবা ৩ ঘণ্টা কর এবং জপ ধ্যান প্রাণায়ামাদিতে ৬ ঘণ্টা দাও। এই অবস্থা আয়ত্ত্বাধীন হইলে তৃতীয় অবস্থায় ৬ ঘণ্টা শাস্ত্র ৬ ঘণ্টা জপ ধ্যান কর। ইহার মধ্যে আহারাদি ভগবানে মন রাখিয়া হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে শনৈঃ শনৈঃ। এরূপ করিলে মন অসুস্থ হইবে না। আর ঐ যে ভোগ ত্যাগের কথা বলিতেছিলাম—তাহার অভ্যাসও শনৈঃ শনৈঃ কর। প্রথমে বহু বিষয় আহার করিব এরূপ ইচ্ছা ত্যাগ কর। কতইত আহার করা গেল। কৈ যাহার জন্য আহার করি সেত কখন ঠিক থাকে না। তবে বহু প্রকারের আবশ্যক কি? যাহা যুটিবে তাহাই আহার করিব। ইহা হইল না উহা হইল না—ইহা হইলে বেশ হয় উহা হইলে বেশ হয়, ইহা আর করা হইবে না। কিন্তু সময়ে সময়ে অনেক সুখাদ্যও ত যুটে। তখনও ঐ ভোজনকালে বিচার রাখ। লালসা যুক্ত হইয়া আহার করিও না। যাহা যুটিবে তাহাও যখন আহার করিতেছ তখনও মন যাহাতে লালসাযুক্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া না যায় তজ্জন্য আহার্য্য দ্রব্যের দোষ দেখাও। এই আহারে এখনও তোমার লালসা? এত দিন আহার করিলে—ইহাতেও তোমার হইল না? কি ধা লাভ করিলে বল? আহার কর দেহের জন্য। দেহ কি চিরদিন রাখিতে পারিবে? তবে রে মন—শরীরটা সুস্থ না রাখিলে তোমাকে কর্ম্ম করান যায় না সেই জন্য উদরে কিছু দেওয়া আবশ্যক —এই বিচার করিয়া লোভশূন্য হইয়া প্রতিগ্রাসে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে আহার কর।

(২) শনৈঃ শনৈঃ ইহার দ্বিতীয় স্বার্থকতা দেখ।

শ্রুতি বলেন—যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানং নিযচ্ছেন্মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ইতি—

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্য হইতে মনে, মন হইতে জ্ঞান-আত্মায়, জ্ঞান-আত্মা হইতে মহতে, মহৎ হইতে শান্ত আত্মায় গমন করিবেন।

যে শক্তি স্পন্দিত হইয়া বাক্যরূপে বাহির হইতে চায়—ঐ বাক্য সকলকে রোধ কর। নানা প্রকার কথা আর কহিও না। প্রথমে বহু কথা ত্যাগ কর. করিয়া বাক্য সকলকে মনে আটকাও: কিন্তু বাহিরের কথা বন্ধ হইলেও মনের ভিতরে ভিতরে কথা কহা থাকিবে, মন বহু জল্পনা কল্পনা তুলিবে। মনকে ভগবৎ কথা কহাও। মন ভিতরে যাহা কথা কহিতে হয় আত্মদেবের সঙ্গে কহুক। তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুক আমি কে, সংসার কেন, সংসারে এত দুঃখ কেন—আত্মা কোনটি—আত্মচৈতন্যকে অনুভব করিতে হয় কিরূপে ইত্যাদি। এইরূপে যথেচ্ছা-বাক্য-স্পন্দনরুদ্ধ মন জ্ঞান-ভক্তিনিষ্ঠায় রুদ্ধ হইল। বাহিরের কথা নাই, ভিতরেরও বিষয়-সঙ্কল্প-বিকল্পও নাই। ভিতরে জ্ঞান রহিল। জ্ঞানের আলোচনা কে করিতেছে দেখ। অহঙ্কার আছে বলিয়া,

অহং অভিমান করিয়াছি বলিয়া, আমি জ্ঞাতা অভিমান করিয়াছি বলিয়া, চিত্ত কল্যাণপথে চলিতে চলিতে বহু বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে চায়। তবেত অহংকারই সমস্ত জ্ঞান আলোচনার কারণ। জ্ঞানকে এইরূপে অহংকারে ডুবাইয়া ফেল। এই অহংকার দুই প্রকার। বিশেষ ও সামান্য।

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং
পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসুবলং বিদ্যাসুহৃদ্বান্ধবাঃ।
চিত্তস্পন্দিত কল্পনাননুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং
নিদ্রামেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি ॥

আমি জন্মিয়াছি, ইনি আমার জনক, ইনি আমার জননী, এই আমার ভূমি, ইনি আমার পত্নী, এই আমার বংশ, এইগুলি আমার পুত্র, ইনি আমার মিত্র, ইনি আমার শত্রু, এই আমার ধন, এই আমার সৈন্য, এই আমার বিদ্যা, ইনি আমার প্রিয়, ইনি আমার সহায়, ইনি আমার কুটুম্ব—অবিদ্যাময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আত্মার এই যে বহুবিধ স্বপ্ন—ইহাই বিশেষ অভিমান, ব্যক্ত অভিমান। ইহাই ব্যষ্টি অহঙ্কার। ইহা চিত্তস্পন্দন কল্পনামাত্র। এইগুলিও যখন লোপ করা যায়—আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নই এই অভ্যাসও যখন করা যায়, তখন চিত্তস্পন্দন কল্পনা না থাকিলেও কেবল "আমি আছি" এইরূপ সামান্য অভিমান থাকে। আমি আছিরূপ যে সামান্য অভিমান তাহাকে বলে সমষ্টি অহংকার। এই দুই অভিমানকে গুটাইয়া লইলে অভিমানশূন্য স্পন্দনরহিত সীমাশূন্য যিনি ভাসেন তিনিই মহৎ। এই মহতই প্রথমে বহির্বিষয়রূপে, পরে বহির্মনোরূপে পরে বহির্বাগিন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হয়েন।

কঠশ্রুতি বলেন—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তুপরাবুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরম ব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি পর, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান-আত্মা পর, মহতের অপেক্ষা পুরুষ পর, পুরুষ অপেক্ষা পর আর কেহই নাই। তাহাই শেষ স্থান, তাহাই উত্তম গতি। সর্ব্বভূতে এই আত্মা আছেন তিনি কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসেন না। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্মবুদ্ধিকে অগ্রে স্ফুরণ করিয়া ইঁহার দর্শন পান। উপরম করিতে হইলে গবাদি পশুর ন্যায় বাঙ্নিরোধ প্রথমা ভূমি—বালক ও মুগ্ধের ন্যায় কিছুই মনে না রাখা দ্বিতীয়া ভূমি, তন্দ্রাকালে অহঙ্কারশূন্য অবস্থার ন্যায় অহঙ্কাররহিত ভাব তৃতীয়া ভূমিকা এবং সুষুপ্তিতে মহত্তত্ত্বরহিত ভাব চতুর্থী ভূমিকা। এই ভূমিকা চতুষ্টয় অল্পে অল্পে পার হইয়া অন্য সমস্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া শ্রীভগবান্ পরম পুরুষে স্থিতিলাভ করিবার জন্য বলা হইয়াছে শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ। এখানে ইহাও মনে রাখিও মহত্তত্ত্বে সমস্ত পর্য্যবসান না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষকার

অবলম্বন আবশ্যক। ইহার পরে পুরুষ প্রযত্ন অপেক্ষা না করিয়াও তত্ত্বদর্শন হইয়া থাকে। নিরোধ সমাধি লাভ করা ইহাই।

প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও জানিয়া রাখ যে চিত্ত নিরোধই যোগ। মনকে আত্মসংস্থকর, করিয়া কিছুই চিন্তা করিও না। চিত্তের বৃত্তিশূন্য অবস্থা ইহাই। সমস্ত শক্তিগুলি বাহিরে স্পন্দিত হইতে যখন না পায় তখন চিত্তের নির্বৃত্তিক অবস্থা। এ অবস্থায় চিত্তের আর কি থাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলা যায় চিত্তের সংস্কার মাত্র শেষ থাকে, ইহা অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। সেইজন্য বলা হইয়াছে অতিসূক্ষ্ম অতি নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা তখন নিরুপাধিক চিদাত্মার দিকে যাইতে যাইতে সংস্কারমাত্র অবশেষ চিত্ত নির্ব্বিঘ্নে আত্মাকে অনুভব করেন। তাই বলিতেছি আত্মসংস্থ হইয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না। আপনা হইতেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে মিলন হইতেছে শান্ত হইয়া তাহাই অবলোকন কর।

অর্জ্জুন—"ধৃতি গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা" যে বলিলে, ইহা কি?

ভগবান—ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ইত্যাদির ক্রিয়া সমূহকে ধারণ করার শক্তিটি ধৃতি। ক্রিয় হইলে শক্তি বাহিরে ব্যক্ত হয়েন। শক্তিকে স্পন্দিত না হইতে দিলে শক্তি অব্যক্ত অবস্থায় যাইবে। জল বাহিরে ছুটিতে চায়, যাহাতে বাহিরে ছুটিতে না পায় তাহাই কর। ভিতরে ধারণা করাই ধৃতি। ভিতরে ধারণা করিলে নিস্তরঙ্গ জলের মত শক্তি ও শক্তিমান একত্রে মিলিয়া পরমশান্ত পরমপদে থাকেন। হট্ করিলে নিরোধ হইবে না। ধীরে ধীরে ভূমিকা জয় করিতে হইবে। সেই জন্য বলা হইতেছে ধৈর্য্য ধরিয়া বাক্য, মন, ইত্যাদি নিরোধ কর। যে সাধনা করিতেছ তাহাতেই নিরোধ সমাধি আসিবে। এজন্মে না হয় পরজন্মে হইবে এই ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি লইয়া খাটিয়া চল। হইলনা বলিয়া হতাশ হইও না। হইবেই নিশ্চয় এই স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ভূমিকা জয় করিয়া মনকে আত্মসংস্থকর। ইহাই সমাধি অভ্যাস।

অর্জ্জুন—সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার ক্রম দুইটি। (১) বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়দোষ দর্শী মনের দ্বারা জয়, মনকে ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আত্মসংস্থ করা। এইটি সংহার ক্রম। (২) দ্বিতীয় ক্রমটিতে ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত বা প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, মহতত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব বা মন, মন হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় এইগুলি কিরূপে আসিয়াছে ইহা জানিয়া নিজের স্বরূপ যে পরমাত্মা ইহা নিশ্চয় করিতে হয়—করিয়া সাধনা দ্বারা আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করাই মুক্তি। তুমি সংহার ক্রমটি বলিয়াছ, এখন একবার সৃষ্টিক্রমটি বল।

ভগবান—ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন বা অহংতত্ত্ব, বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং পুরুষ ইঁহারা পরে পরে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় কিরূপে শ্রেষ্ঠ তাহা ৩।৪২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। যাহা হউক, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই পরমগতি। প্রথমে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাতে অনির্ব্বাচ্যা অব্যক্তজড়শক্তিরূপা প্রকৃতি ভাসেন।

সেই প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থা হইতে সামান্য অহংকার রূপ মহত্তত্ত্ব নাম ধারণ করিয়া ব্যক্ত হয়েন। প্রকৃতির প্রতি পুরুষের ঈক্ষণে "অহংঅস্মি" "প্রকৃতিই আমি" "আমিই আছি" এই অভিমানরূপ সামান্য অহংকার বা মহত্তত্ত্ব জাগিয়া উঠেন। এই সামান্যরূপ সমষ্টি অহংকার হিরণ্যগর্ভরূপ মহান্ আত্মা দৃশ্যজাত সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। নিদ্রাকালে একমনই যেমন বহুরূপে দৃশ্য হয়, সেইরূপ ঐ মহান্ আত্মাও বহুরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। তাহার পরে বহু দেখিয়া মহত্তত্ত্বই বাহিরে বিশেষ অহংকাররূপে পরিণত হয়েন। বিশেষ অহংকারই আমি জন্মিলাম, এই আমার জনক, ইহা আমার ইত্যাদি অভিমান করেন—ইহাই ব্যষ্টি অহংকার। তারপর বহির্মন, বহির্বাগাদি ইন্দ্রিয়ে ইনিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন।

এক্ষণে কি উপায়ে সংসার নিবৃত্তি হয় তাহা লক্ষ্য কর। "আমি ইহা দেখিতেছি" এই ব্যাপারে দ্রষ্টা দৃশ্য ও দর্শন এই তিনই আছে। প্রথমে 'দর্শন' ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার কর। তাহা হইলে ভিতরে দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাবটি সংস্কার অবস্থায় চলে। অন্য কিছু দেখিলে দৃশ্য প্রত্যাখ্যান হয় অথবা বিচার দ্বারাও দৃশ্য প্রত্যাখ্যান হয়। প্রথম ব্যাপারটি একাগ্রতা দ্বিতীয় ব্যাপারটি নিরোধ। দৃশ্যে বা ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র হইতে পারিলে ক্রমে দ্রষ্টা ও দৃশ্য আর পৃথক থাকে না এক হইয়া যায়। যেমন স্বপ্নে দৃশ্য নাই দ্রষ্টাও নাই কারণ ইন্দ্রিয়ের অভাব। কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্য বাসনা বাসিত চিত্রপট সদৃশ একমাত্র মনই থাকে। তাহাও জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দ্বারা ভাসিতে থাকে। এই জন্য স্বপ্নেও জাগ্রতের ন্যায় দ্রষ্টা দৃশ্যবাসনাযুক্ত মন দ্রষ্টৃ দৃশ্যমত প্রকাশ পায়। কিন্তু চিত্ত একাগ্রতারূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইলে মন আত্মার আকারে আকারিত হয়। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাস বশে মন দ্রষ্টৃদৃশ্য বাসনাময় থাকে বলিয়া আবার একাগ্রতা হইতে বিচলিত হয় আবার দ্রষ্টৃ দৃশ্য জাগে। এই ব্যুত্থান নিবারণ জন্য অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না, এই চিন্তাশূন্য অবস্থায় থাকিতে থাকিতেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। ধ্যাতৃধ্যান ও ধ্যেয় বিভাগ স্মরণ না করিয়া সুষুপ্ত মত অবস্থান ইহারই নাম। এইজন্যই প্রথমে গবাদির ন্যায় বাঙ্ নিরোধ, পরে বালক ও মুগ্ধের ন্যায় ভাব, পরে যেমন তন্দ্রাকালে বিশেষ অহঙ্কার শূন্যভাব হয় সেইরূপ, সর্ব্বশেষে সুষুপ্তিতে যেমন সামান্য অহংকার শূন্যভাব হয় অর্থাৎ "অস্মি" পর্য্যন্ত থাকে না সেইরূপ ভাব হয়। যোগের এই চারি-ভূমিকা লাভ হইলেই যোগ সাধনা শেষ হয়।

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

স　শ　ম

যতঃ যতঃ　যস্মাদ্‌যস্মান্নিমিত্তাৎ　শব্দাদীনাং চিত্তবিক্ষেপ

ম　ম

হেতূনাং মধ্যে যস্মাৎ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্বিষয়াৎ রাগদ্বেষাদেশ্চ

চঞ্চলং অত্যর্থং চলমতএবাস্থিরং বিক্ষেপাভিমুখংসৎ মনঃ নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি স্বভাব দোষাৎ বিক্ষিপ্তং সৎ বিষয়াভিমুখং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতীনামন্যতমামপি সমাধিবিরোধিনীং বৃত্তিমুৎপাদয়তি, তথা লয়হেতূনাং নিদ্রাশেষবহ্বশনশ্রমাদীনাং মধ্যে যতো যতো নিমিত্তাৎ অস্থিরং লয়াভিমুখং সন্ মনঃ নিশ্চরতি লীনংসৎ সমাধিবিরোধিনীং নিদ্রাখ্যং বৃত্তিমুৎপাদয়তি, ততঃ ততঃ তস্মাৎ তস্মাচ্ছব্দাদে-নিমিত্তাৎ বিক্ষেপনিমিত্তাল্লয়নিমিত্তাচ্চ এতৎ মনঃ নিয়মা তত্তনিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চ নির্ব্বৃত্তিকং কৃত্বা আত্মনি এব স্বপ্রকাশপরমানন্দমনে নিরতিশয়-সুখত্বভাবনয়া বশংনয়েৎ আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ নিরুন্ধ্যাৎ যথা ন বিক্ষিপ্যেত নবা লীয়েতেতি। এবকারো নাত্মগোচরত্বং সমাধের্বারয়তি। এতচ্চ বিবৃতং গৌড়াচার্য্যপাদৈঃ—উপায়েন নিগৃহ্নীয়াৎ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ। সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথাকামো লয়স্তথা। দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগং

নিবর্ত্তয়েৎ। অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥
ম
লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং সময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজা-
ম
নীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ
ম
প্রজ্ঞয়া ভবেৎ। নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তমেকী কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
ম
যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ। অনিঙ্গনমনা-
নী
ভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্মতৎ তদা॥ এতেন "শনৈঃ শনৈরিত্যেতৎ
পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাখ্যাতম্॥ ২৬॥

মন চঞ্চল হইয়া এবং অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে এই মনকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মার বশে আনিবে॥ ২৬॥

অর্জ্জুন—মনকে আত্মসংস্থ করাই সমাধি। সমাধিভঙ্গে মন যখন আবার চঞ্চল ও অস্থির হয়, তখন উহাকে আবার সমাহিত করিতে হইবে। একটা সহজ উপায় বল, যাহা অভ্যাস করিলে মন আর চঞ্চল হইতে পারিবে না এবং অস্থির হইতেও পারিবে না।

ভগবান—লয় ও বিক্ষেপ এই দুইটি সমাধির পরমশত্রু। এই দুইটি থাকিতে মন চিরতরে কখন শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

অর্জ্জুন—লয় ও বিক্ষেপ উঠে কেন? যায়ই বা কিরূপে?

ভগবান—সময়ে সময়ে মন আত্মসংস্থ হইতেছে আবার সমাধিভঙ্গে বিষয় পাইলেই ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে অথবা একটু অধিক নিদ্রা বা অপরিমিত আহার বা অপরিমিত শ্রম দ্বারা চিত্ত লয় হইতেছে,—এরূপ অবস্থা প্রথম প্রথম হইবেই। ভোগ যতদিন থাকিবে, ততদিন বিক্ষেপ থাকিবেই। আবার যুক্তাহার বিহার যতদিন অভ্যস্ত না হইবে, ততদিন লয় দূর হইবে না। ভোগের আবার দুইটি অবস্থা। হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ যাহা তাহা স্থূল। ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ভোগ না করিলেও মনে মনে যে বিষয়-চিন্তা, তাহাও ভোগ। কাম-ভোগ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়—হইয়া প্রমাণ বিপর্য্যয়ে বিকল্প স্মৃতি ইত্যাদি বৃত্তিতে মনকে পরিণত করে। কামভোগ দ্বারা চিত্ত—বৃত্তিরূপে পরিণত হয় বলিয়া ভোগটা সমাধির বিরোধী। ভোগবাসনা ত্যাগ না হইলে সমাধি হয় না। আবার অপরিমিত আহার বিহার পরিশ্রমাদি দ্বারা চিত্ত লয়

হয়, হইয়া নিদ্রাখ্যবৃত্তি উৎপন্ন করে। ইহাও সমাধির বিরোধী। উপায় দ্বারা এই বিক্ষেপ ও লয় দূর করিতে হইবে।

অর্জ্জুন—লয় ও বিক্ষেপ দূর করিবার উপায় কি ?

ভগবান—"সর্ব্বং দ্বৈতমবিদ্যাবিজৃম্ভিতমল্পং দুঃখমেবিতানুস্মৃত্য" "যো বৈ ভূমাতৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখম্" ইতি শ্রুতিঃ। দ্বৈত যাহা কিছু তাহাই অবিদ্যাবিজৃম্ভিত এবং অল্প। একমাত্র ব্রহ্মই অদ্বৈত। অন্য সমস্ত অজ্ঞানকল্পিত—এজন্য অল্প। যাহা সীমাশূন্য নহে, যাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাই দুঃখ, এইটি সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। ভূমা অপরিমিত যাহা তাহাই সুখ। পরিমিত অল্পবস্তুতে সুখ নাই। অল্প যাহা তাহা এই মর্ত্ত্যলোকের—তাহাই দুঃখ—শ্রুতির এই বাক্যমত যিনি জগতের সমস্ত বস্তুকে অনাস্থা করিতে পারেন,—তিনি সমস্ত ভোগ-সুখ যে দুঃখেরই অন্যরূপ ইহা ধারণা করিতে পারেন। জগতের সমস্তই ক্ষণিক—সমস্তই দুঃখময়, সমস্তই অবিদ্যাকল্পিত—সমস্তই অনাস্থার বস্তু—এই শ্রুতি উপদেশ গুরুমুখে শুনিয়া সংসারে যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাতেই আলোচনা করিতে হইবে ; কামের চিন্তামান এবং ভুজামান এই দুই অবস্থা হইতে মনকে প্রত্যাহার করিতে হইবে। পথে বাহির হইলে কত বস্তুই সম্মুখে পড়ে। যাহাদের পূর্ব্বাপর বিচারশক্তি নাই, তাহারা পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই মনে মনে বস্তুগুলি গ্রহণ করে, অসুন্দরকে সুন্দর ভাবনা করে এবং স্থূলেও কত বস্তু ভোগ করে,—এই অবিচার অবিদ্যারই কার্য্য। কিন্তু যিনি বিচার করিতে পারেন,—ক্ষণিক ভোজবাজীর সুখ—সেত সুখ নহে—সে দুঃখই। জগতে যাহা কিছু দেখি তাহাতে সুখ কোথায় ? কেবল একটা মায়িক প্রতারণা মাত্র—ইহা যিনি নিত্য ভাবিতে পারেন, তিান আর কিছুই ভোগ করিতে চান না। ভোগ-বাসনা অপগত হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন দ্বৈত যাহা তাহাই অগ্রাহ্য হয়। পরে দ্বৈত বিস্মরণ যখন হয়, এই ভ্রান্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ মনে না আসা রূপ বিস্মরণ যখন হয়, "দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্" যখন হয়, তখন আর বিক্ষেপ আদৌ থাকে না। দেখ দ্বৈত-বিস্মরণ কি উপায়ে হয় ? একমাত্র পরিপূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন। আমার মধ্যে যেমন আত্মচৈতন্যটি মাত্র সার বস্তু, অন্য সমস্ত অসার মায়িক অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত বস্তু—জগতের সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক সেই আত্মচৈতন্য-সার। তদতিরিক্ত যাহা তাহা বাস্তবিক কিছুই নহে—এইরূপ বৈরাগ্য-অভ্যাসে বিক্ষেপ দূর হয়। মন স্থির করিতে গেলে যখন অন্য অনাবশ্যকীয় চিন্তা আইসে, তখন মনকে বৈরাগ্য দ্বারা সুস্থ করিতে হয়। এরূপ মনকেও যখন আবার লয় আসিয়া আকর্ষণ করে—যখন তন্দ্রা বা নিদ্রার উদয়ে মন তমোভাবে জড়ভাবে ঘুমাইয়া পড়িতে চায়,—বহু আহার, বহু নিদ্রা, বহু পরিশ্রমে যখন লয় আইসে, তখন মনকে ধমকাইতে হয়, ধমকাইয়া ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়—ইহাতে লয় ছুটিয়া যায়। উপরোক্ত লয় বিক্ষেপ ভিন্ন অপর যে বিঘ্ন আছে, তাহা কষায়—সুখানুভব-প্রবৃত্তি। ইহাও দমন করিবে—চিত্তকে বিষয়াভিমুখে আসিতে দিবে না। আমি ভিন্ন অপর কিছু আছে, ইহা যতদিন থাকিবে ততদিনই অন্য বস্তু গ্রহণে ইচ্ছা হইবে। কিন্তু সমস্তই ব্রহ্ম—এই বোধ বা বিচার যখন হইবে, তখন আর গ্রহণেচ্ছা থাকিবে না—কে কি গ্রহণ করিবে বল—সমস্তই যে সেই একই। আহার-কালেও এই জন্য খাদ্যাদিতে ব্রহ্ম ভাবনা

করিয়া ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হয়। সমানই সমানে অর্পিত হয়। এইরূপে দ্বৈত বিস্মরণ করিতে পারিলে চিত্ত আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে—লয় বিক্ষেপ আর উঠিবেই না। যতদিন লয় বিক্ষেপ উঠিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত বিক্ষেপ উঠিলে বিষয়দোষ দর্শন করাইয়া চিত্তের লোলুপতা ছাড়াও অন্য দিকে লয় উঠিলে মনকে নানাপ্রকারে সম্বোধন করিয়া জাগাইতে থাক। এইরূপে প্রতিদিনের লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যকালে যিনি লয়বিক্ষেপ বর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহারই সমাধি হয়। আত্মন্যেব—ইহার মধ্যে যে 'এব' শব্দ আছে তদ্দ্বারা সুখাস্বাদনরূপ তৃতীয় প্রকার সমাধিবিঘ্নের কথা বলিতেছি, মনে রাখিও।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

নী　　　　　　　　ম　　　　ব
হি যস্মাৎ এনং প্রশান্তমনসং বৃত্তিশূন্যতয়া আত্মন্যচলং
　　　　　　　　ম
মনো যস্য তম্ শান্তরজসং শান্তং বিক্ষেপকং রজো যস্য তং
ম　　　　ম
বিক্ষেপশূন্যং অকল্মষং ন বিদ্যতে কল্মষং লয়হেতুস্তমো যস্য তং লয়-
ম　　　　শ　　　　শ্রী　　শ
শূন্যম্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতম্ ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং জীবন্মুক্তং
　　　　　　শ　　　　স্বা
ব্রহ্মৈব সর্ব্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বন্তং স্বরূপসুখেনাবস্থিতং যোগিনং
ব　　　　ম　　　　ব
প্রতি উত্তমং নিরতিশয়ং সুখং আত্মানুভবরূপং মহৎসুখং উপৈতি
শ　　　শ　　　শ
উপগচ্ছতি। এবং যোগভ্যাসবলাদ্ যোগিন আত্মন্যেব প্রশা-
শ　　　　　নী
ম্যতি মনঃ ইতি এতেন "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" ইতি
ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৭ ॥

এইরূপে প্রশান্তচিত্ত এই যোগী, রজোগুণজনিত বিক্ষেপশূন্য এবং তমোগুণজনিত লয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মই সমস্ত নিশ্চয় করেন, এজন্য তাঁহাকে উত্তম [সমাধি] সুখ আশ্রয় করে ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন—সমাধি হইতে থাকিলে কি হয়?

ভগবান—মন লয়-বিক্ষেপ-শূন্য হইলে আপনা হইতে শান্ত হইতে থাকে। যোগী তখন সর্ব্বদা আত্মানুভবজনিত সমাধি সুখে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। রজগুণ শান্ত হইলে বিক্ষেপ দূর হয় এবং তমোগুণ দূর হইলে কল্মষশূন্য হয়। রজ ও তমগুণ দূর হইলে শুদ্ধসত্ত্ব মাত্র থাকে। সত্ত্বগুণেই ব্রহ্মের প্রকাশ অধিক। এজন্য যোগী ব্রহ্মভূত হয়েন। ইহাই সর্ব্বোত্তম সুখ।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

ম
এবং মনসৈরিন্দ্রিয় গ্রামং ইত্যাদ্যুক্তক্রমেণ আত্মানং মনঃ
শ শ্রী ম ব
সদা সর্ব্বদা যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ সমাদধৎ তেনৈব বিগতকল্মষঃ
শ ব ম ম
বিগতপাপঃ দগ্ধসর্ব্বদোষঃ যোগী যোগেন নিত্যসম্বন্ধী সুখেন
ম ম
অনায়াসেন ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ সর্ব্বান্তরায় নিবৃত্ত্যা ব্রহ্মসংস্পর্শং
শ রা
ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তৎ ব্রহ্মানুভবরূপং অত্যন্তং
নী নী নী
অন্তো দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবেন পরিচ্ছেদঃ তমতিক্রান্তং নির্ব্বিশেষং
শ্রী নী শ
সর্ব্বোত্তমং সুখং পরমানন্দৈকরূপম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি।
নী
এতেন "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইতি চতুর্থ পাদো
নী
ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সর্ব্বদা মনকে সমাহিত করিয়া নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী অনায়াসে ব্রহ্মানুভবরূপ অপরিসীম সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন—যোগের দ্বারা অপরিসীম সুখলাভ হয় বলিতেছ। সকলেই—এই অবস্থা যখন লাভ করিতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের যোগপথে বিঘ্ন ঘটে। যোগের অন্তরায় কি, তাহা বল।

ভগবান—যাহা দ্বারা চিত্তের লয় বিক্ষেপ ঘটে, তাহাই যোগের অন্তরায় বা বিঘ্ন। ভগবান পতঞ্জলি যোগবিঘ্নগুলির উল্লেখ করিয়াছেন :—

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।"

পূর্ব্বে বলা হইল, যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে বা একাগ্রতা নষ্ট হয়, তাহার নাম অন্তরায়। এই অন্তরায় ৯ প্রকার :—

(১) ব্যাধি—ধাতুরসকরণ বৈষম্য। বায়ু পিত্ত কফ ইহারা ধাতু, আহারের পরিণাম হইল রস, আর করণ হইতেছে ইন্দ্রিয়। এই গুলির বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাব হইতে ব্যাধি জন্মে।

(২) স্ত্যান—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা। গুরুর নিকট হইতে আসন প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিয়াও তাহার অভ্যাসে অকর্ম্মণ্যতাই স্ত্যান।

(৩) সংশয়—"যোগঃ সাধনীয়ো ন বা"—যোগ সাধনা করা উচিত বা অনুচিত—এই দুই কোটায় দোদুল্যমান হওয়াই সংশয়। আজকালকার দিনে যোগ হইতে পারে না—এইরূপ নিশ্চয়ই বিপর্য্যয়।

(৪) প্রমাদ—সমাধি-সাধনের অনুষ্ঠান-সামর্থ্য থাকিতেও তাহার অনুষ্ঠান না করা বা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যোগসাধনে ঔদাসীন্য করা।

(৫) আলস্য—তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের জড়তা বা গুরুত্ব এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীর ভার বোধ হওয়ায় যে প্রযত্নের অভাব, তাহাই আলস্য। শরীর ভার থাকিলেত প্রাণায়ামাদি হইতেই পারে না কিন্তু চিত্ত পিবর ভাব ধারণ করিলে ও আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ হইতে পারে না। চিত্তের পুষ্টিসত্ত্বে আত্মজ্ঞান অসম্ভব। বিষয়ভোগ দ্বারাই চিত্ত পিবরতা লাভ করে। বিষয়ভোগ ছাড়াইবার উপায়—ঐ বাসনা তুলিলে চিত্তকে তিরস্কার কর—আবার অন্ন ভোগ কালেও—এটা ভাল—এটা মুখরোচক—এটা খাসা পাক হইয়াছে—চিত্ত যখন এইরূপে লোলুপতা প্রকাশ করে, তখনও ইহাকে তিরস্কার কর—এইরূপে অল্পে অল্পে চিত্তকে বিষয় ত্যাগ করাইয়া শনৈঃ শনৈঃ ইহাকে কৃশ কর। অনাত্ম বিষয়ে আত্মভাবনা, দেহের প্রতি মমতা, পুত্র দারাদির প্রতি আসক্তি ইহাতে চিত্ত পিবরতা প্রাপ্ত হয়। এই সব আমার, এই সব আমি করিয়াছি, বা ভগবান আমা দ্বারা করাইতেছেন—এই গণনায়, স্নেহ বা ধনলোভে চিত্ত স্থূল হয়। বিষয় লইয়া চিত্ত যাহা করে তাহাতেই দোষ দেখাও, চিত্তের সমস্ত বিষয় সঙ্কল্পই দোষের নিশ্চয় কর, করিয়া সর্ব্বসংকল্প ত্যাগ কর, তবে চিত্ত ত্যাগ হইবে—হইলে আত্মচৈতন্যের স্ফুরণ হইবে। একদিকে এই স্পর্শ করিলাম, ইহার অভ্যাস, অন্য দিকে শনৈঃ শনৈঃ বিষয়ত্যাগ, এতদ্বারা আলস্য একবারে দূর হইবে।

(৬) অবিরতি—বিষয়বিশেষে চিত্তের একান্ত অভিলাষ। সর্ব্বদা বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্ণা

(৭) ভ্রান্তিদর্শন—যোগসাধন না করিয়াও যোগসাধনত্ব বুদ্ধি এবং সাধন করিয়াও অসাধনত্ব বুদ্ধি।

(৮) অলব্ধভূমিকত্ব—সমাধি জন্য একাগ্রতা লাভ না হওয়া এবং ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ় ভূমিকাতে যাওয়া আসা।

(৯) অনবস্থিতত্ব—সমাধিভূমিকা লাভ করিয়াও প্রযত্ন-শৈথিল্যবশতঃ চিত্তের সেই সমাধি ভূমিকাতে অপ্রতিষ্ঠা।

এই সমস্ত যোগ-মল বা যোগান্তরায়।

অর্জ্জুন—বিক্ষিপ্ত চিত্তের কোন্ কোন্ দোষ ?

ভগবান—বিক্ষিপ্তচিত্তের দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, শরীরের কম্পনাদি—অঙ্গ-অজেয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস অশান্ত হওয়া। দুঃখ হইতেছে চিত্তের রাজস পরিণাম। শারীরিক দুঃখ ব্যাধি দ্বারা হয়, মানসিক দুঃখ কামাদি বা শোকাদি দ্বারা হয়—এই দুই প্রকার দুঃখ আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক দুঃখ ব্যাঘ্রাদিজনিত এবং আধিদৈবিক দুঃখ গ্রহপীড়াদিজনিত। ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার জন্য যে বলবৎ দুঃখ, তাহাতে চিত্তের তামস পরিণাম হয় ; এই স্তব্ধীভাবকে বলে দৌর্ম্মনস্য। শরীরের কম্পন, আসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারা—ইহার নাম অঙ্গ-অজেয়ত্ব। শ্বাসটি—সমাধি-অঙ্গ যে রেচক তাহার বিরোধী, আর প্রশ্বাসটি—সমাধি-অঙ্গ যে পূরক তাহার বিরোধী।

এই সমস্তের প্রতীকার হইবে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা। আরও উপায়—ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধান জন্য প্রণব জপ ও প্রণবের অর্থ ভাবনা করা আবশ্যক। এতদ্বারা আত্মচৈতন্যে স্থিতি লাভ হয় এবং অন্য সমস্ত সমাধি-অন্তরায় দূর হয়। কোন একটি তত্ত্বে পুনঃ পুনঃ চিত্তকে নিয়োগ করাই অভ্যাস। মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার ভাবনা দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। কাহারও সুখসম্ভোগে ঈর্ষা না করিয়া সকলেই সুখী হউক—এই ভাবনাই মৈত্রী—দুঃখীজনের দুঃখ কিরূপে নিবারণ হইবে, এই ভাবনা করিয়া কৃপা করা উচিত—উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে বা দুঃখে হর্ষিত হওয়া উচিত নহে। পুণ্যবান দেখিয়া পুণ্যকার্য্যে হর্ষ করা উচিত—বিদ্বেষ বা উপেক্ষা উচিত নহে। অপুণ্য কার্য্য করিতে দেখিলে উপেক্ষা ভাবনা করা উচিত—অনুমোদন করা বা দ্বেষ করা উচিত নহে।

অনেকে যোগসাধন করিতে গিয়া, সংযম অভ্যাস করিতে গিয়া, জগতের দুঃখী লোকদিগকেও উপেক্ষা করেন ; ইহাতে মৈত্রী করুণা মুদিতা ইত্যাদির অপব্যবহার হয়। কিন্তু ঐ গুণগুলির ব্যবহার করিতে পারিলে চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ ইত্যাদি মল দূর হয়—তখন চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং চিত্ত একাগ্রতা লাভের যোগ্য হয়। লয় বিক্ষেপ দূর করিবার আরও উপায় হইতেছে প্রাণায়াম। ইহা দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে লয় বিক্ষেপও আর থাকে না। ভগবৎ-অনুগ্রহে —সাধনা দ্বারা যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাঁহার সমাধি বিষয়ে আর কোন বিঘ্ন হয় না। ২৮।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

নী ম
যোগযুক্তাত্মা যোগেন সমাহিতচিত্তঃ যোগেন যুক্তঃ প্রসাদং

প্রাপ্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সঃ [শ] সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সন্ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু [শ] বিষয়েষু সর্ব্বভূতেষু [শ] সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়া-রহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিষয়ং [ম] দর্শনং জ্ঞানং যস্য সঃ সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু [শ] ভূতেষু স্থিতং [ম] ভোক্তৃতয়া স্থিতম্ আত্মানং [ম] একমেব নিত্যং বিভুং প্রত্যক্‌চেতনং সাক্ষিণং [ম] পরমার্থসত্যমানন্দঘনং ঈক্ষতে [ম] বিবেকেন সাক্ষাৎ [ম] করোতি তথা সর্ব্বভূতানি [শ] ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি [ম] ভোগ্যতয়া [ম] কল্পিতানি মিথ্যাভূতানি পরিচ্ছিন্নানি জড়ানি [ম] দুঃখাত্মকানি আত্মনি [শ] আত্মন্যেকতাংগতানি ঈক্ষতে [শ] পশ্যতি। [রা] সর্ব্বভূতসমানাকারং স্বাত্মানং সাত্মসমানাকারাণিচ [রা] সর্ব্বভূতানি পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সমাধি প্রসাদপ্রাপ্ত পুরুষ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকেই সর্ব্বভূতস্থ দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন—সমাধি যাঁহারা করিতে সমর্থ তাঁহারা আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন—ইহা অনুভব কি করা যাইতে পারে ?

ভগবান—যাঁহারা সমাধি করিতে পারেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। তবে সাধারণে তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, তিনি আপনি যাহা সুখ মনে করেন, সকলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হউক—এই প্রার্থনা তাঁহারা সর্ব্বদা করেন। আপনি যাহাতে ক্লেশবোধ করেন, অন্যের সেরূপ ক্লেশ না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করেন। তিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন বলিয়া সর্ব্বভূতের সুখ বা দুঃখ যেন নিজের সুখ বা দুঃখ এই অনুভব করেন।

অর্জ্জুন—শ্রীভগবান ত সর্ব্বজীবে আছেন। তবে কি জীবের সুখদুঃখে ভগবান ব্যথা পান ?

জীবন্মুক্ত পুরুষ আপন আত্মাকে যখন সর্ব্বজীবে দেখেন, আপন আত্মাকেই যখন সর্ব্বজীবের আত্মা দেখেন, তখন ত তাঁর দুঃখই বাড়িয়া যায়, কারণ জগতে দুঃখই ত সমস্ত।

ভগবান—দুঃখ যাহা তাহাই না অজ্ঞান। যোগী এই অজ্ঞানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই না আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। প্রথম অবস্থায় অন্যকে প্রহার করিলে যেন আপনাকেই লাগিল—এইরূপ বোধ হয়। এই বোধ হইবার কারণ তখনও দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক বলিয়া বোধ হয় নাই। ক্রমে সাধনা পরিপক্ক হইলে যখন দেহ ও আত্মা পৃথক্ এই ধারণা হইয়া যায়, তখন জ্ঞানী সাধক অজ্ঞানীর দুঃখ দেখিয়া ঐ ব্যক্তির অজ্ঞানের প্রসার কত তাহাই দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয়েন মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" স্মরণ করিয়া নিজে সমাহিতচিত্ত হয়েন—আর যে প্রার্থী তাহাকে অজ্ঞান নাশ করিবার উপায় বলিয়া দিয়া থাকেন। নতুবা ভগবানের আবার ব্যথা লাগিবে কি? যিনি আত্মস্বরূপে পূর্ণানন্দে অবস্থান করেন তাঁহার ব্যথা লাগিবে কোথায়? শূন্য আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘের গর্জ্জন হয়, ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে কি আকাশ ক্ষুব্ধ হয়েন? আকাশ যে কাহারও সহিত মিশিতে পারে না। শ্রীভগবান আত্মদেবও সেইরূপ অলেপক। তবে যে তাঁহাকে দয়াময় বলা হয়, সে কেবল তাঁহার সৃষ্টিরক্ষা জন্য তিনি অনুকম্পা করেন মাত্র। লোকের মত হইয়া লোককে যে ধর্ম্মশিক্ষা দেন, সে কেবল তাঁহার দয়া।

অর্জ্জুন—সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন কিরূপে?

ভগবান—যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনি আত্মা যে ব্যাপক ইহাই না দেখেন। আত্মা একটি। বহু প্রকৃতির উপরে অভিমান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশে আসিয়াই না আত্মা খণ্ড-মত হয়েন। ইহাই ত অজ্ঞান। প্রকৃতির উপর অভিমান ত্যাগ হইলেই আত্মা পরিচ্ছিন্ন নহেন ইহা অনুভব হয়। ইহাই জ্ঞান। জ্ঞান হইলেই বুঝিতে পারা যায়, এক আত্মার উপরে বহু চিত্ত-স্পন্দন কল্পনা খেলিতেছিল। প্রতি কল্পনায় অভিভূত হইয়া অজ্ঞানী আপনাকে সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন ভাবিয়া দুঃখ করে। জ্ঞানী দেখেন, বহু অজ্ঞানী জীব মায়ামোহিত হইয়া এক আত্মাতেই অবস্থিত। মায়া-মোহিত হইয়া জীব নানাবিষয়ে অভিমান করে বলিয়া বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়। এই অহংজ্ঞান টুকু দূর করিলেই এক পূর্ণ আত্মা অনুভব হয়। প্রকৃতি শতকল্পনায় নৃত্য করিলেও আত্মা আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ জানিয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। তুমিই দেখ না কেন; তোমার এই দেহে কত জীব আশ্রয় করিয়া আছে। আত্মা ব্যাপক—যদি ইহা অনুভব কর, তবে দেখিবে তোমারই আত্মা এই সমস্ত জীবের আত্মা। এই সমস্ত জীব তোমার আত্মাতেই থাকিয়া অজ্ঞানে আপন আপন রক্তবিন্দুটুকুতে সংসার পাতিয়া খেলা করিতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে। এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহার দুটি অংশ। একটি অংশ সার, একটি অসার। সার অংশটি ব্রহ্ম, অসার অংশটি মায়া। সার অংশটির উপর লক্ষ্য বাড়িলে সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। অসার অংশ লইয়া ভ্রমে হেয় উপাদেয় শত্রু মিত্র ইত্যাদি বোধ জন্মে। অসারকে অনাস্থা কর।

এই শ্লোকে কিরূপে ত্বম্ পদার্থ শোধন হয়, তাহা বলিলাম। ৩১।৩২ শ্লোকে তৎপদার্থ ও তত্ত্বমসি তত্ত্ব বলা হইবে।

ত্বম্পদার্থ জ্ঞান হইলে যোগী সমস্ত শরীরী পদার্থে ভোক্তারূপে অবস্থিত আনন্দঘন এক আত্মাকেই দর্শন করেন। অহং অভিমান বিশিষ্ট আত্মাই ভোক্তা। সেই আত্মা মিথ্যা জড় পদার্থ যে ভোগ্যরূপে তাঁহাতেই ভাসিতেছে তাহাও অনুভব করেন। পূর্ব্বে সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার সমাধির কথা বলা হইয়াছে। নির্ব্বিচার সমাধিতে যোগী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। সেই সময় সত্যপ্রকাশিকা প্রজ্ঞার সমুদ্ভব হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি দেব বলেন "নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ" নির্ব্বিচার সমাধিতে বিশারদ হইলে অধ্যাত্ম প্রসাদ হয় বা আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। "ঋতম্ভরা তত্রপ্রজ্ঞা।" ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উদিত হইলে কি নিকটস্থ কি দূরস্থ সকল পদার্থেই সমদর্শন হয়। তখন আত্মা বা অনাত্মা সর্ব্বত্রই এক আত্মবস্তুর দর্শন হয়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আপন আত্মাই যে সর্ব্বভূতের আত্মা ইহা বোধ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ব্রহ্মাদি সমস্তই আত্মাতে একতা প্রাপ্ত হয়।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

ম শ ম ম
যঃ যোগী মাং বাসুদেবং সর্ব্বস্যাত্মানং ঈশ্বরং তৎপদার্থং
শ ম
সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রপঞ্চে সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চানুস্যূতং
ম
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং পরমার্থসত্যমানন্দঘনমনন্তং পশ্যতি যোগ-
ম ম শ
জেন প্রত্যক্ষেণাপরোক্ষী করোতি তথা সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং
শ ম
ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি সর্ব্বঞ্চ প্রপঞ্চজাতং মায়য়া ময্যারোপিতং
ম শ
মদ্ভিন্নতয়া মৃষাত্বেনৈব পশ্যতি ইত্যর্থঃ তস্য এবমাত্মৈকত্ব-
শ শ ম
দর্শিনঃ অহং ঈশ্বরঃ ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি ঈশ্বরঃ
ম
কশ্চিন্ন ভিন্নোঽস্তীতি পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ন ভবামি কিন্তু যোগ-
ম শ্রী শ্রী
জাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ভবামি অদৃশ্যো ন ভবামি ইতিবা এবং

যোগজেন প্রত্যক্ষেণ মামপরোক্ষী কুর্ব্বন্ সচ বিদ্বান্ মে বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষো ভবতি ন অদর্শনং গচ্ছতি স্বাত্মা হি মম স বিদ্বানতিপ্রিয়ত্বাৎ সর্বদামদপরোক্ষজ্ঞানগোচরো ভবতি। তথৈব চ শরশয্যাস্থভীষ্মধ্যানস্য যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভগবতোক্তেঃ। অবিদ্বাংস্তু স্বাত্মানমপি সন্তং ভগবন্তং ন পশ্যতি অতো ভগবান্ পশ্যন্নপি তং ন পশ্যতি। "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি শ্রুতেঃ। বিদ্বাংস্তু সদৈব সন্নিহিতোভগবতোঽনুগ্রহ ভাজনমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বভূতে [অবস্থিত] দেখেন, এবং সমস্ত ভূতকে আমাতে [অবস্থিত] দেখেন আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ॥৩০

অর্জ্জুন—তোমাকে সর্ব্বভূতে কিরূপে দেখা যাইবে? তোমার এই মানুষমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছি। ইহা এই পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী কিরূপে হইবে? তবে কি তুমি আত্মারূপে যে সর্ব্বত্র আছ তাহাই বলিতেছ? ব্যাপক যাহা তাহার দর্শন ও মূর্ত্তির দর্শন কি একরূপ?

ভগবান—পূর্ব্বে বলিয়াছি "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" আত্মমায়া দ্বারা আমি মূর্ত্তি গ্রহণ করি। জগতের সমস্ত প্রাণী সমস্ত বস্তু আমার উপরেই ভাসিতেছে। আমি সকলের মধ্যে চৈতন্যরূপে অবস্থান করিতেছি। নামরূপ বিশিষ্ট যে আকার সেটি মায়িক, আর চৈতন্যরূপ সার পদার্থটি আমি। আমি আমার আত্মচৈতন্যকে ঘনীভূত করিয়া নামরূপ বিশিষ্ট জগদাকারে দাঁড়াইয়া আছি। স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে সকল প্রাণীতে, তৃণ সমূহে, জল সমূহে, অগ্নিতে, বায়ুতে, এমন কি শূন্যময় আকাশেও সেই এক ব্রহ্মই দাঁড়াইয়া আছেন। এই চৈতন্য পুরুষকে অগ্রে তুমি তোমার অন্তরে অনুভব কর। ইহার জন্যই সাধনা। তুমি তোমার অন্তরে যে ভাবে দেখিতে পারিবে সেই ভাবেই আমি জগতের সকল বস্তু মধ্যে আছি দেখিতে পাইবে। তোমার হৃদয়ে যদি আমার এই মূর্ত্তি দেখ তবে উহার উপাসনা দৃঢ় করিলে দেখিতে পাইবে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। আমি ব্যাপক হইলেও তুমি যাহাতে চিত্ত একাগ্র করিবে সেইখানেই আমার নিরাকার-ঘন সাকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে যদি তোমার চিত্ত ইহাই দেখিতে চায় তবে। "ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্

অজঃ” জন্ম নাই তথাপি যে জন্ম গ্রহণ করি সে কেবল ভক্তের চিত্ততৃপ্তি জন্য। আমি মূর্ত্তি দেখিব এই দৃঢ় ভাবনা করিয়া যে স্থানে চিত্ত একাগ্র করিবে সেইখানেই নিরাকার ঘন হইয়া সাকার মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবে। আবার যদি চৈতন্যরূপে অনুভব করিতে চাও তবে উগ্র ভাবনা করিলে নামরূপের আবরণ ভেদ করিয়া চৈতন্যরূপী আমিই সকল বস্তুকে আকার দিতেছি অনুভব করিতে পারিবে। এই আকারটি আমি আমার মায়া বা শক্তি সাহায্যে ধারণ করি। যখন নামরূপ বিশিষ্ট না হই তখন আমি ও আমার শক্তি এক হইয়া একটি অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান করি। এই যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটি এই কুরুক্ষেত্রে দেখিতেছ এটি কোথায় ছিল? বীজের মধ্যে শক্তিরূপে ছিল। কিন্তু বীজটি ভাঙ্গিয়া দেখনা—বৃক্ষটি কি দেখিতে পাও? বটবীজে বটবৃক্ষ করণের সর্ব্বশক্তি থাকিলেও বীজাবস্থায় তাহা এমন অস্ফুট যেন তাহাতে কিছুই নাই। কিন্তু যেমন এই নাস্তিত্বের অভ্যন্তরে অস্তিত্বের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ “কিছুনা”র ভিতরে সর্ব্বশক্তি সমবায় রূপী “কিছুত্ব” আছে। “যেন কিছুই নাই” এইটি শক্তি ও শক্তিমান জড়িত অবস্থা। ঐ অবস্থা শক্তিই যেন ব্রহ্মসমাধি মগ্না। সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে গুণবৈষম্য ঘটে। অথবা গুণবৈষম্য জন্য ব্যুত্থান হয়। শক্তি যখন শক্তিমানে এক হইয়া থাকেন তখন ইহাকে বলে মায়া। ইহাকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। মায়া অনির্ব্বচনীয়া। কিন্তু ক্রিয়াশক্তি জাগিলেই মায়া আপন অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত জগৎ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন। সেইজন্য প্রতি নামরূপ বিশিষ্ট অসার আকারের মধ্যে সার চৈতন্যরূপী আমিই আছি। শুদ্ধ সত্বগুণে অবভাসিত যে চৈতন্য তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শুদ্ধ সত্বপ্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া উহাকে সজীব করে। প্রকৃতিকার্য্যে তখন অহং আরোপ হয়। যে এই ভাবে আমাকে দেখেন তস্যাহং ন প্রণশ্যামি—তার আমি অদৃশ্য হই না। সেও যেমন আমাকে দেখে আমিও সেইরূপ তাকে দেখি। আমিই জগৎ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রক্ষা জন্য দেবতা মানুষ তীর্য্যগ্ প্রাণীর দেহ ধারণ করি। এই সমস্ত দেহ সহস্রশীর্ষ-পুরুষ আমি—ইহারা আমারই দেহ। কিন্তু আমি দেহগুণে লিপ্ত নই। অখিল জন মোহকরী মায়াও আমার নিকট ভয় পান। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি “ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ॥ ইহা আমার প্রকৃতির নিয়ম। আমার মায়ার ব্যবস্থা। কিন্তু আমার নিয়ম “তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ” তুমি রাগদ্বেষের বশে যাইও না। আমার নিয়ম মত চলিলেই তুমি আমার মায়া অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র আমাকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবে। তবেই দেখ আমাকে সর্ব্বত্র যদি দেখিতে চাও তবে যোগমার্গে পূর্ব্বোক্ত সাধনা কর আর জ্ঞানমার্গে নামরূপ মিথ্যা জানিয়া জগতের কোন বস্তুতে আসক্তি রাখিও না। সমস্ত মায়িক বস্তুতে আসক্তি শূন্য হইয়া মায়ার ভিতরে চৈতন্যরূপী যে আমি আছি সেইদিকে দৃষ্টি কর। তবেই তোমার হেয় উপাদেয়, শত্রু মিত্র ভাব দূর হইয়া যাইবে। তুমি নামরূপ-দর্শন-ব্যস্ত ভ্রমময় চিত্ত ত্যাগ করিয়া অস্তি ভাতি প্রিয় দর্শন নিযুক্ত জ্ঞানময় চিত্ত হইয়া যাইবে। ইহাই সত্বগুণে স্থিতি। নিত্যসত্বস্থ হইলেই সর্ব্বদা আমাকেই দেখিবে। কারণ সত্বগুণেই আমি সর্ব্বদা প্রকাশিত।

অর্জ্জুন—কি সুন্দর উপদেশ! যে বেশী কিছু করিতে পারে না সেও যদি তুমি সর্ব্বত্র আছ

বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বত্র তোমার ভাবনা করে তবে কালে সেও তোমার দর্শন লাভ করিতে পারে। তুমি সর্ব্বত্র এই ভাবনা প্রবল করিয়া যাহা দেখি তাহাতেই তুমি আছ—এই ভাবে তুমি তুমি ভাবনা করিতে করিতে তোমাকে পাওয়া যায়। তোমার করুণা অনন্ত। তুমি ভিন্ন জীবকে কে আর উদ্ধার করিবে? আচ্ছা "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" ত বলিলে—"সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" ইহা আমি ধারণা করিতে পারিতেছি তথাপি তুমি আর একবার বলিবে? তোমার মুখে তোমার কথা শুনিয়া জীব বড়ই আশ্বাস পায়।

ভগবান—সত্যই বলিয়াছ। তুমি জীবের অবস্থা জানিতেছ তাহার কারণ তুমি নরস্থানীয় আর আমিই নারায়ণস্থানীয়। নারা অর্থে জল। এই জল হইতেছে কারণ বারি অর্থাৎ জগতের উপাদানস্থানীয় আণবিক অবস্থারও পূর্ব্ব তরল অবস্থা। নারাই বা শক্তিই আমার অয়ন বা স্থান বলিয়াই আমি নারায়ণ। নারা ভিন্ন আমার ব্যক্তমূর্ত্তি হয় না। আমিই ব্যক্ত হইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া শক্তিকে ভাবনা করি। ভাবনা হইতে মহাশূন্যে একটা চলন বা স্পন্দন হয়। ইহাই আদি শব্দ। শব্দ হইতেই এই জগৎ। সকল শব্দের মূলে ভাবনারূপী আমি আছি। সেই জন্য ভাবনা দ্বারাই আমার দর্শনলাভ হয়। সমান বস্তু না হইলে দর্শন হয় না। সর্ব্ববস্তুকে আমাতে দর্শন কি বুঝিয়া দেখ। সর্ব্ব যখন দেখা হইতেছে তখন বহু আছে। বহু যাহা তাহাই নামরূপ। কিন্তু সর্ব্বের ভিতরে এক আমিই অখণ্ডভাবে রহিয়াছি। সমুদ্রে যেমন বহুতরঙ্গ দৃষ্ট হয় সেইরূপ অস্তিভাতি প্রিয়রূপ একমাত্র সীমাশূন্য চৈতন্য পদার্থের উপর এই অসংখ্য নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ তরঙ্গ ভাসিয়াছে। আমাতে সমস্ত যিনি দেখেন সে আমার অদৃশ্য কিরূপে হইবে? আমাতেই যখন সমস্ত—আর সমস্তের মধ্যে সেই দর্শকও একজন—তখন আমাতেই সে আপনাকে দেখে: দেখে সে আমারই অঙ্গ তখন আমার অঙ্গ আমি দেখিতেছি ইহা সে অনুভব না করিবে কেন? বুঝিলে, যে আমাকে দেখে আমিও তাহাকে দেখা দিই কিরূপে?

অর্জ্জুন—আমি কতই অভিভূত হইয়া যাইতেছি। আর কি করিব তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। সংসার-তাপত্রয়-দগ্ধ জীব যেন সর্ব্বত্র তুমি তুমি ভাবনা করিয়া সকলকেই মনে মনে প্রণাম অভ্যাস করে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর—জীবের দুঃখ দূর হউক।

ভগবান—তথাস্তু। যাহা বলিলাম তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—যে যোগী প্রপঞ্চ দেখিতে গেলে যোগজ অপরোক্ষ জ্ঞান হেতু পরমাত্মা বাসুদেব স্বরূপ আমাকে জগৎ-প্রপঞ্চের সত্তারূপে দেখিতে পান এবং আমাকে দেখিয়া আমাতেই জগৎপ্রপঞ্চ ভাসিতেছে দেখেন—দেখেন যে আমার শক্তিরূপিণী মায়ার প্রভাবে আমি ব্রহ্মাদি জীব ও অনন্ত কোটি জগত আমাতে আরোপিত করিয়া খেলা করিতেছি; সেই ব্যক্তি যেমন আমাকে দেখেন সেইরূপ আমিও যে তাঁহাকে দেখিতেছি ইহা অনুভব করেন। শেষে তিনি ও আমি অভেদ হইয়া যাই। তিনিও তাঁহাকে আমা হইতে পৃথক দেখেন না, আমিও তাঁহাকে আমা হইতে পৃথক দেখি না। আমি বহু হইয়া খেলা করি—এই বহু এক হইয়াও বহুরূপে খেলা করে। আত্মজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া যে খেলা ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব আর কিছুই নাই।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১॥

সর্ব্বভূতস্থিতং সর্ব্বেষু ভূতেষু অধিষ্ঠানতয়া স্থিতং সর্ব্বানুস্যূতং সন্মাত্রং মাং ঈশ্বরং তৎপদলক্ষ্যং একত্বং স্বেনত্বম্পদলক্ষ্যেণ সহ অত্যন্তাভেদং আস্থিতঃ ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যত্রেবোপাধিভেদনিরাকরণেন নিশ্চয়েন যো ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণাপরোক্ষী করোতি সোঽবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তঃ কৃতকৃত্য এব ভবতি, যাবত্তু তস্য বাধিতানুবৃত্ত্যা শরীরাদিদর্শনমনুবর্ত্ততে তাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন বা যাজ্ঞবল্ক্যাদিবদ্বিহিতেন কর্ম্মণা বা জনকাদিবৎ প্রতিষিদ্ধেন কর্ম্মণা বা দত্তাত্রেয়াদিবৎ সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ যেন, কেনাপিরূপেণ বা বর্ত্তমানোঽপি ব্যবহরন্নপি স্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা স যোগী ব্রহ্মাহমস্মীতি বিদ্বান্ ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে পরমাত্মন্যেবাভেদেন বর্ত্ততে নিত্যমুক্ত এব সঃ নঃ মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যতে সর্ব্বথা তস্য মোক্ষং প্রতি নাস্তি প্রতি-

বন্ধশঙ্কা ইত্যর্থঃ। "হত্যাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন ম
নী
নিবধ্যতে" ইতি দেবা অপি তস্য ব্রহ্মবিদঃ অভূত্যৈ অনৈশ্বর্য্যায়
নী
ন ঈষতে ন সমর্থা ভবন্তি যতোহয়মেষামাত্মেতি শ্রুত্যর্থঃ,
নী
স ন পুনঃ সংসারী পূর্ব্ববদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বভূতস্থ আমাকে যিনি [নিজ আত্মার সহিত] একান্ত অভেদরূপে নিশ্চয় করিয়া ভজনা করেন, সেই যোগী যেরূপভাবে ব্যবহারিক কার্য্য কেন না করুন তিনি আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন—অখণ্ডচৈতন্ত তুমি—তুমি ব্যাপকভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছ। জীবের আত্মাও তুমি। জীবচৈতন্তই যে ব্রহ্মচৈতন্য—ইহার অনুভব যিনি নিশ্চয়রূপে করিয়াছেন—তিনি যাহাই কেন করুন না—তিনি কোন কর্ম্মে আর লিপ্ত হয়েন না। তিনি সর্ব্বদা আত্মচৈতন্তেই অবস্থান করেন। এখানে ইহাইত বলিতেছ। কিন্তু তৎপদার্থ ও ত্বম্পদার্থ কি অভিন্ন?

ভগবান—তৎপদার্থ সৎবস্তুকেই লক্ষ্য করে। এই সৎবস্তু সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান-ভূত। "সৎ"এর অভাব কখন হয় না। যখন মায়াকর্তৃক ব্রহ্মে এই জগদাড়ম্বর আরোপিত হয় তখনও বলা যায় "ইহা" আছে। ভ্রান্তিকালেও সৎভাব প্রতীতি হয় ভ্রান্তির নিবৃত্তি কালেও প্রতীতি হয়। এই সৎই ব্রহ্মের সামান্ত অংশ। কিন্তু চিৎ ও আনন্দই আত্মার বিশেষ অংশ। ভ্রান্তিকালে ইহার প্রতীতি হয় না। এতদ্ভিন্ন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ ভ্রান্তি অংশকে কল্পিতবিশেষ অংশ বলে। তৎপদ লক্ষ্য সন্মাত্র পরমাত্মা ত্বম্পদ্ লক্ষ্য জীবাত্মার সহিত অভিন্ন। যেমন ঘটাকাশ যাহা তাহাই মহাকাশ। কেবল উপাধিগত একটা পার্থক্য থাকে মাত্র। তৎপদার্থ সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ও সৎরূপে অনুস্যূত। অহং ব্রহ্মাস্মি এই বেদান্ত বাক্যের মর্ম্ম বোধ হইলেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ বোধ হয়। এই শ্লোকে তত্ত্বমসি বাক্যার্থ নিরূপণ হইল।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

শ
হে অর্জ্জুন! আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত ইতি
শ ম
উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন আত্মদৃষ্টান্তেন

শ্রী শ্রী শ্রী
স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেসামপীতি
ম ম
যঃ সর্ব্বত্র প্রাণিজাতে সুখংবাযদি বা দুঃখং সমং তুল্যং পশ্যতি
ম
স্বস্যানিষ্টং যথা ন সম্পাদয়তি এবং পরমস্যানিষ্টং যো ন সম্পাদয়তি প্রদ্বেষশূন্যত্বাৎ, এবং স্বস্যেষ্টং যথা সম্পাদয়তি তথা
ম ম
পরস্যাপীষ্টং য সম্পাদয়তি রাগশূন্যত্বাৎ, স নির্ব্বাসনতয়োপশান্ত-
ম শ শ শ্রী
মনা যোগী ব্রহ্মবিৎ পরমঃ উৎকৃষ্টঃ মতঃ অভিপ্রেতঃ মমাভিমত
ম
ইত্যর্থঃ। হে অর্জ্জুন! অতস্তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়াণাং
ম
যথাক্রমমভ্যাসায় মহান্ প্রযত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপনার সহিত তুলনা দ্বারা সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখ সমান দেখেন [আপনার সুখ যেমন প্রিয়, দুঃখ অপ্রিয় অন্যেরও তাই] সেই যোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী কে?

ভগবান—সর্ব্বভূতে যিনি দয়া করেন যোগীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিজের যাহাতে সুখ হয় অন্যেরও তাহাতে সুখ হইতে পারে—সুখটা নিজের যেমন প্রিয় অন্যেরও তাই—দুঃখটা নিজের যেমন অপ্রিয় অন্যেরও সেইরূপ—যে যোগী আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা অপরের সুখ দুঃখ কিরূপ হয় বিচার করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগীরও কি দুঃখাদি থাকে?

ভগবান—যতদিন ব্যুত্থান আছে ততদিন দুঃখ আছেই। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও কখন কখন মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় এই উভয়ের অভাবে জীবন্মুক্তি সুখ অনুভব হয় না। প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশে সমাধি হইতে ব্যুত্থান হইলে চিত্ত আবার বিক্ষিপ্ত হয়—হইয়া ইহাতে দৃষ্টদুঃখ অনুভূত হয়। এজন্য অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস কর—অভ্যাস জন্য মহান্ প্রযত্ন কর।

বাসনাক্ষয় বিজ্ঞান মনোনাশ মহামতে।
সমং কালং চিরাভ্যস্থা ভবন্তি ফলদা মতাঃ ॥ মুক্তিঃ উ ২।১১

অর্জ্জুন—এই সাধনার কথা বিশেষ করিয়া বল!

ভগবান—(১) **তত্ত্বাভ্যাস**—আত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু। সচ্চিদানন্দ চৈতন্য দেবের উপরে মায়া দ্বারা এই চিত্তস্পন্দন কল্পনারূপ জগৎপ্রপঞ্চ ভাসিয়াছে। আত্মা সত্য—সমস্ত দ্বৈতজাত মিথ্যা। প্রথমে সচ্চিদানন্দ অদ্বয় পরমাত্মা সর্ব্বত্র আছেন। ইহা জানার নাম পরোক্ষ জ্ঞান—আমিই সেই ইহার অনুভবের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান। সোঽহং জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান।

যিনি তত্ত্বাভ্যাস করিবেন তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণের বস্তু—আমি চেতন আমি জড় নহি। এই জগৎটা স্বপ্ন। দ্বৈতজাত সমস্তই মায়াময় বলিয়া কল্পিতমাত্র। সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দেখা ইহাকেই বলে। জগৎ ব্রহ্মই বটেন তবে নামরূপবিশিষ্ট যাহা তাহা মাত্র মায়িক। সমস্তই মায়িক ইহার স্মরণ রাখিয়া সমস্ত বস্তুতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মচৈতন্য দর্শনে প্রাণপণ কর। আপনার মধ্যে আত্মদেবের অনুসন্ধান কর আত্মচৈতন্যকে বাহিরে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কর—লোকসঙ্গে আত্মচৈতন্যকে মনে মনে নমস্কার কর আবার একান্তে এই আত্মচৈতন্যকে চিত্তে যাহা উঠিবে তাহাই সমর্পণ করিয়া পূজা কর। অন্য সমস্ত দেখা শুনা ইত্যাদিকে অনাস্থা কর সমস্তই মায়িক বলিয়া। তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেক পরত্বঞ্চ তত্ত্বাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ।
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্তেব সর্ব্বদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাস বিদুঃপরম্ ॥

এইরূপ স্মরণই তত্ত্বাভ্যাস।

(২) **মনোনাশ**—মন যখন আর বৃত্তিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না সেই নিরোধ-সমাধি দ্বারা মনোনাশ হয়।

"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"

ইহাই মনোনাশ। মনোনাশের সাধন যোগ।

"তত্ত্বজ্ঞানস্য শ্রবণাদিকং সাধনং মনোনাশস্য যোগঃ।"

দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জনহেতু যোগাভ্যাসই মনোনাশাভ্যাস।

"অত্যন্তাভাব সম্পত্তৌ জ্ঞাতু জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তেঽপ্যত্রাভ্যাসিনঃ স্থিতাঃ ॥

(৩) **বাসনাক্ষয়**—রাগদ্বেষাদি বাসনা যখন মন হইতে বিগত হয় তখনই বাসনা ক্ষয়ের অবস্থা লাভ হয়। পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পূর্ব্বদৃঢ় ভাবনাবশে যে পদার্থের গ্রহণ তাহাই হইল বাসনা। শোভনৌধ্যাসকে বাসনা বলে। রাগ ও দ্বেষ যে পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত বাসনা থাকে। বাসনাক্ষয়ের সাধনা হইতেছে প্রতিকূল বাসনার উৎপত্তি। রাগ ও দ্বেষ ক্ষয় জন্য মৈত্রী করুণা মুদিতা এবং উপেক্ষা অভ্যাস করা আবশ্যক। রাগ দ্বেষাদির ক্ষীণতাই বাসনাক্ষয় অভ্যাস!

"দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদি তানবে।
রতিঘনোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভাসঃ স উচ্যতে॥

তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে অভ্যাস করিবে। তত্ত্বাভ্যাসটি বিচার, মনোনাশটি আত্মসংস্থ যোগ এবং বাসনাক্ষয়টি নিষ্কাম কর্ম্ম অভ্যাস, এবং সর্ব্বত্রই তুমি—তোমার প্রীতি জন্যই আমার কর্ম্ম। এজন্য তুমি তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা। ভক্তি বা নিষ্কাম কর্ম্ম, যোগ বা নিরোধ সমাধি অভ্যাস এবং বিচার এই তিন সমকালে অভ্যাস করিতে করিতে জীবন্মুক্তি এই জীবনে লাভ হইবে।

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

ম ম
যঃ অয়ং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিলক্ষণঃ যোগঃ পরমোযোগঃ সাম্যেন
শ ম
সমত্বেন চিত্তগতানাং রাগদ্বেষাদীনাং বিষমদৃষ্টিহেতূনাং নিরা-
ম ব শ্রী
করণেন স্বপরদুঃখতৌল্যেন লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মা-
শ্রী ম ম মী
কারাবস্থানেন ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ প্রোক্তঃ উক্তঃ বর্ণিতঃ
শ ম ম
হে মধুসূদন! সর্ব্ববৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক! এতস্য তদুক্তস্য
ম বি
সর্ব্বমনোবৃত্তিনিরোধলক্ষণস্য যোগস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং দীর্ঘ-
ম শ ম ম
কালানুবর্ত্তিনীং অচঞ্চলাং স্থিতিং বিদ্যমানতাং অহং অস্মদ্বিধো-
ম ম
হন্যো বা যোগাভ্যাসনিপুণঃ চঞ্চলত্বাৎ মনস ইতি শেষঃ
শ বি
ন পশ্যামি নোপলেভে। এষ যোগঃ সর্ব্বদা ন তিষ্ঠতি, কিন্তু
বি বি
ত্রিচতুরদিনান্যেবেত্যর্থঃ ॥ অয়মর্থঃ— আত্মসুখদুঃখসমমেব সর্ব্ব-

বি
জগদ্বর্ত্তিজনানাং সুখদুঃখং পশ্যেদিতি সাম্যমুক্তম্। তত্র যে
বি
বন্ধবতটস্থাশ্চ, তেষু সাম্যং ভবেদপি, যে রিপবো ঘাতকাঃ
বি
দ্বেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব। নহি ময়া স্বস্য
বি
যুধিষ্ঠিরস্য দুর্য্যোধনস্য চ সুখদুঃখে সর্ব্বথা তুল্যে দ্রষ্টুং শক্যেতে।
বি
যদি চ স্বস্য স্বরিপূণাঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মপ্রাণেন্দ্রিয়দৈহিকভূতানি
বি
সমান্যেবেতি বিবেকেন পশ্যেত, তদা তৎ খলু দ্বিত্রিদিনান্যেব
বি
স্যাৎ। বিবেকেনাতিপ্রবলস্যাতিচঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহণা-
বি
শক্যত্বাৎ। প্রত্যুতবিষাসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রস্য-
বি
মানত্বদর্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি এই যে সর্ব্বত্র সমত্বদর্শনরূপ যোগ [তত্ত্ব] বলিলে, মনের চঞ্চলতা হেতু আমি ইহার সার্ব্বদিকী স্থিতি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৩৩ ॥

অর্জুন।—এই যে তুমি যোগ বলিতেছ—যে যোগে সর্ব্বত্র সমদর্শন হইবে, যে যোগে আত্মীয়কে এবং শত্রুকে, সুন্দরকে এবং কুৎসিতকে ঠিক একরূপে দেখা যাইবে, যে যোগে রাজা যুধিষ্ঠিরের দুঃখ দেখিয়া এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের দুঃখদাতা দুর্য্যোধনের জঘন্য আমোদ দেখিয়া একরূপ বোধ হইবে; এক কথায়, যে যোগে পৃথিবীর সমস্ত লোকের সুখ দুঃখকে আমার নিজের সুখ দুঃখের মত অনুভূত হইবে—এই সমত্বদর্শন যোগ, ইহা যে অসম্ভব, ইহাই বোধ হইতেছে। দুই চারিদিন ধরিয়া চিত্ত সমদর্শন করিলেও করিতে পারে; কিন্তু চিত্তের এই সাম্যভাব কি স্থায়ী হওয়া সম্ভব?

ভগবান।—সকলের হয় না বলিয়া যে কাহারও এইরূপ হয় না, ইহা হইতে পারে না। বহুলোকের মধ্যে ভাগ্যবানের সংখ্যা অতি বিরল। একজনেরও যখন হয়, তখন উগ্রচেষ্টা করিলে, সকলেরই হইতে পারে। বহুকাল ধরিয়া যাহা অভ্যাস করিতে হইবে; তাহা পরে বলিতেছি। এখন বল দেখি, মনকে বশ করা কি লোকে একাবারে অসম্ভব মনে করে?

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

শ ম
হে কৃষ্ণ! ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণাৎকৃষ্ণ! ভক্তানাং
ম
পপাদি দোষান্ সর্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যানপি কৃষতি নিবারয়তি,
ম
তেষামেব সর্ব্বথা প্রাপ্তুমশক্যানপি পুরুষার্থানাকর্ষতি প্রাপয়তীতি
ম ম
বা কৃষ্ণস্তেন রূপেণ সম্বোধয়ন্ দুর্নিবারমপি চিত্তচাঞ্চল্যং নিবার্য্য
ম ম
দুষ্প্রাপমপি সমাধিসুখং ত্বমেব প্রাপয়িতুং শক্নোষীতি সূচয়তি
শ রা যা শ্রী
হি যস্মাৎ মনঃ চিত্তং চঞ্চলং স্বতএব চঞ্চলস্বভাবং স্বভাবেনৈব-
শ্রী রা শ
চপলম্ পুরুষেণৈবাত্রস্থাপয়িতুমশক্যং ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং
নী ম
কিঞ্চ প্রমাথি বহুদস্যুবদেকস্য প্রমথনশীলম্ শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ
প্রমথিতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্য তৎ ক্ষোভকতয়া শরীরে-
ম ব
ন্দ্রিয় সংঘাতস্য বিবশতহেতুরিত্যর্থঃ ন কিঞ্চ বলবৎ স্বপ্রশমক-
ব ব ম
মপ্যৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি তদ্বৎ অভিপ্রেতাদ্বিষ-
ম
য়াৎ ন কেনাপ্যুপায়েন নিবারয়িতুমশক্যম্ কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়-
ম ম ম ব
বাসনাসহস্রানুস্যূততয়া ভেত্তুমশক্যং সূচ্যালোহমিব তন্তুনাগ-
ম ম
বদচ্ছেদ্যমিতি ভাষ্যে। তন্তুনাগো নাগপাশঃ তান্তনীতি

ম
গুর্জ্জরাদৌ প্রসিদ্ধো মহাহ্রদনিবাসী জন্তুবিশেষো বা। তস্য
ম ম
অতিদৃঢ়তয়া বলবতো বলবত্তয়া প্রমাথিনঃ প্রমাথিতয়াতিচঞ্চলস্য
ম শ যা
মহামত্তবনগজস্যেব মনসো নিগ্রহং রোধং নিয়মনং নির্ব্বৃত্তি-
ম যা
কতয়াবস্থানং অহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে প্রতিকূলবাতস্যেব
যা শ
অতিদুষ্করং জানামি। যথা বায়োর্দুষ্করোনিগ্রহস্ততোঽপি
শ্র
মনসো দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হে কৃষ্ণ! মন যেহেতু চঞ্চলস্বভাব, [কেবল যে চঞ্চল তাই শুধু নহে কিন্তু] [বহু দস্যু যেমন একজন পথিককে মন্থন করে, সেইরূপ] [শরীর ও ইন্দ্রিয়ের] ক্ষোভকর, এবং [প্রবলরোগ যেমন ঔষধ মানে না সেইরূপ] বলবান্, আর [সূচি দ্বারা যেমন লৌহ ভেদ করা যায় না সেইরূপ বাসনা নাগপাশের মত] দৃঢ়, সেই মনের নিগ্রহকে আমি সেইরূপ দুষ্কর মনে করি [যেরূপ প্রতিকূল] বায়ুর নিরোধ দুষ্কর ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন।—মন সদাই চঞ্চল—প্রায়ই লোকে মনকে একস্থানে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এক স্থানে ত রাখাই যায় না। কিন্তু দস্যুগণ যেমন নিরাশ্রয় পথিককে মথন করে, সেইরূপ এই বলবান দস্যু শরীর ও ইন্দ্রিয়কে মন্থন করে,—করিয়া একবারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। ইহার বলের কথা আর কি বলিব,—কোনরূপ মন্ত্র-মহৌষধি এ দুরন্ত মন মানে না। দুরন্তরোগ যেমন বৈদ্যের ঔষধ মানে না, এই দুরন্ত মনও সেইরূপ বুদ্ধির বিচার শোনে না। নাগপাশ যেমন অচ্ছেদ্য, সেইরূপ মন সহস্রবাসনাবেষ্টিত নাগপাশে এমন ভাবে থাকে যে, ইহার বাসনাজাল কিছুতেই ছেদ করা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল বায়ুকে যেমন শান্ত করা অসম্ভব, সেইরূপ বাসনাময় আকুল মনকে শান্ত করা দুষ্কর। অপর, শাস্ত্রেও দেখা যায় :—

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ ॥

বরং নিঃশেষে সমুদ্র পান হইতে পারে, বরং সুমেরু পর্ব্বতকে উৎপাটন করা যায়, এমন কি অগ্নিভক্ষণও সম্ভব, কিন্তু মনকে নিগ্রহ করা বড়ই বিষম। মন বৃথাই ইতস্ততঃ ধাবিত হয়—

দূরাদ্দূরতরং দীনং গ্রামে কৌলেয়কো যথা" গ্রাম্য কুকুরের মত, মন দীনভাবে দূর-দূরান্তরে ছুটাছুটি করে। ইহাকে মহাধন দাও, তথাপি ইহা "ন প্রাপ্নোতি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ"—ইহা কখন কিছুই পায় না। মন হরিণ-শিশুর মত ভোগ-দূর্ব্বাঙ্কুরের লোভে গর্ত্তে পতনের ভয় না করিয়া দূরে ধাবমান হইতেছে। বল, এই দুরন্ত মনকে নিগ্রহ করিবে কে ?

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো ! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় ! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

হে মহাবাহো ! [ম] সম্যগ্বিদিতং তে চিত্তচেষ্টিতমতো নিগ্রহীতুং শক্ষ্যসীতি [ম] সন্তোষেণ সম্বোধয়তি—হে মহাবাহো ! মহান্তৌ সাক্ষান্মহাদেবেনা [ম] পি সহ কৃতপ্রহরণৌ বাহূ [শ] যস্যেতি নিরতিশয়মুৎকর্ষং [শ] সূচয়তি। যদ্বা মহাবাহো [বি] ইতি সংগ্রামে ত্বয়া যন্মহা- [বি] বীরা অপি বিজীয়ন্তে, স চ পিনাকপাণিরপি বশীকৃতস্তেনাপি [বি] কিং যদি মহাবীর শিরোমণির্মনো নাম প্রাধানিকো ভটো মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগেণ জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহুরিতি ভাবঃ। চলং [ম] স্বভাবচঞ্চলং মনঃ দুর্নিগ্রহং দুঃখেনাপি [ম] নিগ্রহী- [শ্রী] তুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতৎ অসংশয়ং [শ্রী] এতন্নিঃসংশয়মেব, [ম] নাস্ত্যেব সংশয়োঽত্র [ম] সত্যমেবৈতদ্ব্রবীষীত্যর্থঃ। [শ্রী] তথাপি হে কৌন্তেয় ! [বি] তত্র ত্বং মাভৈষীঃ মৎ পিতুঃ স্বসুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রে ত্বয়ি ময়া সাহায্যং

বি ম
বিধেয়মিতি স্নেহসম্বন্ধসূচনেনাশ্বাসয়তি। অভ্যাসেন তু
শ
অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য,
শ
বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু দোষ
শ শ
দর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং তেন চ বৈরাগ্যেন গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে
আ
নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ অভ্যাসহেতুক বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত
আ
প্রচারনিরোধে নিরুদ্ধবৃত্তিকং মনো বিষয়বিমুখমন্তর্নিষ্ঠং
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহো! স্বভাবচঞ্চল মন দুর্নিগ্রহ, ইহাতে সংশয় নাই। তথাপি হে কৌন্তেয়! অভ্যাসের দ্বারা এবং বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাকে নিরোধ করা যায় ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন।—মননিগ্রহ করা নিতান্ত কঠিন নয় কি?

ভগবান।—নিশ্চয়ই নিতান্ত কঠিন। তথাপি মনকে নিরোধ করা চাই। নিরোধ না করা পর্য্যন্ত দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। নিরোধের উপায়ও আছে। উপায় হইতেছে—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসের জন্যই বৈরাগ্য। এই অভ্যাসহেতুক বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তের প্রচার নিরোধ করিতে হইবে। তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তিরোধ হইবে; হইলে বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্নিষ্ঠ হইবে।

অর্জ্জুন।—তুমি এই দুই উপায় ভাল করিয়া বল;—অভ্যাস কিরূপ এবং বৈরাগ্য কিরূপ, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও—আমি তোমার কথামত কার্য্য করিব।

ভগবান্।—এক কার্য্য পুনঃ পুনঃ করাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাসে সিদ্ধ হয় না, এমন কার্য্যই নাই। অভ্যাস দ্বারাই অজ্ঞজনও বিজ্ঞ হয়। অভ্যাসগুণে কটুদ্রব্যও মিষ্ট লাগে। অভ্যাসের গুণে কাহারও নিম্ব ভাল লাগে, কাহারও মধু ভাল লাগে; কাহারও সংসার ভাল লাগে, কাহারও শ্রীভগবান্ ভাল লাগে। সর্ব্বদা নিকটে থাকা রূপ অভ্যাসের গুণে অনাত্মীয়ও

আত্মীয় হইয়া যায় ; আবার সর্ব্বদা দূরে থাকারূপ অভ্যাসের বলে আপনার প্রিয়জনের প্রতিও ভালবাসা কমিয়া যায়। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দৃঢ় অভ্যাস করিতেই হইবে, নতুবা সিদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই।

জরা-মরণরূপ সংসার-দুঃখ অতিক্রম জন্য শ্রীভগবান্ লইয়া থাকার যে অভ্যাস, তাহাই মুক্তির কারণ। এই অভ্যাস যাহার নাই, তাঁহার সৎশাস্ত্র শ্রবণ বা তদর্থ ভাবনা অথবা বিচার, ইহাতে কোন ফল নাই। বিনা অভ্যাসে চিত্ত কখনই স্থায়ী বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে না। "অভ্যাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাদিতি বেদানুশাসনম্"—অভ্যাসে সমস্ত সিদ্ধ হয়—ইহা বেদের আজ্ঞা। যোঃ নিঃ পূঃ ১২৮।৫৬॥

অর্জ্জুন।—মন্ত্রজপ, দেবতার ধ্যান, কুম্ভক অভ্যাস, আত্মবিচার, সমাধি,—এই সমস্তই ত অভ্যাসের বস্তু ?

ভগবান।—হাঁ। কিন্তু ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন. "তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"। দ্রষ্টাভাবে অবস্থান অর্থাৎ বিষয়দোষদর্শনজনিত যে বৈরাগ্য, তদ্দ্বারা চিত্তকে বিষয়-স্রোতে প্রবাহিত হইতে না দিয়া, বিবেক দর্শনাভ্যাসে চিত্তের কল্যাণ-স্রোত উদ্ঘাটন করিতে পুনঃ পুনঃ যে যত্ন করা যায়, এবং ঐ যত্নের ফলে চিত্ত নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া যখন স্বস্বরূপে অবস্থান করে, তখনই প্রকৃত অভ্যাস হয়। ঈশ্বর-বিষয়ক যে অভ্যাস—যে অভ্যাস ঈশ্বর-চিন্তা লইয়া, ঈশ্বরের কথালাপ লইয়া, মন্ত্রজপ লইয়া হয়, তাহাই অভ্যাস।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন, "সংসারে বিরক্ত হইয়া যাঁহারা জন্মজরাদি জয়ের জন্য অন্তরে ভোগ-বাসনাকে স্থান না দেন—সামান্য ভোগ উপস্থিত হইলেও চিত্তকে ভোগের দোষ দর্শন করান, তাঁহারাই শেষে চিত্তকে বৈরাগ্যরসে আপ্লুত করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। বৈরাগ্য অভ্যাস যিনি নিরন্তর করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ অভ্যাসী"। বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে করিতে বিষয়ে চিত্তের প্রসার যাঁহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—গিয়া যাঁহার মনে দৃশ্যজগৎ প্রথমে স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে, শেষে যাঁহার মন হইতে দৃশ্য জগৎ একবারে মুছিয়া গিয়াছে—মন যাঁহার অভ্যাসের বস্তুময় হইয়া গিয়াছে,—নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ যাঁহার কাছে নাই, আছে একমাত্র ব্রহ্ম, তাঁহাকেই ব্রহ্মাভ্যাসী বলে। দৃশ্য নাই, রাগদ্বেষ অসম্ভব, এইরূপ অভ্যাসে পরমাত্মায় যে রতি, তাহাকেই ব্রহ্মাভ্যাস বলে।

অর্জ্জুন।—আর বৈরাগ্য ?

ভগবান—পূর্ব্বে পর ও অপর ভেদে বৈরাগ্য দুইপ্রকার বলা হইয়াছে। আবার যতমান বৈরাগ্য (দৃষ্ট ও অনুশ্রবিক সমস্ত বিষয়ই দোষযুক্ত), ব্যতিরেক বৈরাগ্য (চিত্তের কোন কোন দোষ গেল কি বা থাকিল), একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য (বিষয়ে আসক্তি নাই, তথাপি কখন কখন ঔৎসুক্য) এবং বশীকার বৈরাগ্য (যখন কোন কিছুতেই ঔৎসুক্য থাকে না), এই চারি প্রকার বৈরাগ্যের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৈরাগ্যদ্বারা বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ, ভোগত্যাগ, বাসনা-ত্যাগ, শেষে দৃশ্য বিষয় পর্য্যন্ত মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া চিত্তকে নাম বা নামী বা আত্মদেব লইয়া রমণ করান—ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য। যাঁহারা একদিকে সমস্ত দৃশ্যজাত দোষযুক্ত সমস্ত ভোগের

বস্তু দোষ দুষ্ট—যৎসামান্য ভোগ যাহা শরীররক্ষার্থও আবশ্যক, তাহারও ভোগকালে আহার-নিদ্রাদির দোষ দেখা, আবার অন্যদিকে নাম ও নামী আত্মদেবই নিরন্তর জপিবার বস্তু, ভাবনার বস্তু, সর্ব্বদা নাম করিতে করিতে জগৎকে নামময় দেখা—সকল শব্দই আত্মদেবের নাম, সকল রূপই আত্মদেবের উপর ভাসিয়াছে, জগৎ তিনিই—এই অভ্যাস, এককথায় বৈরাগ্যে দৃশ্যজগৎ মন হইতে মুছিয়া যাওয়া এবং অনুরাগে আত্মদেবের নামরূপে জগৎ ভরিয়া ফেলা—এই বৈরাগ্যপূর্ব্বক অভ্যাস যাঁহারা করেন, তাঁহারা মনের নিগ্রহ করিতে সমর্থ।

এখন মনোনিগ্রহ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি, শ্রবণ কর। মনোনিগ্রহটি যোগের কার্য্য। আত্মসংস্থ যোগ দ্বারা মনোনাশ হয়।

কিন্তু হঠ করিয়া চিত্তনিগ্রহ সম্ভব নয়। চিত্তকে ক্রমে ক্রমে নিগ্রহ করিতে হয়। হঠ্-নিগ্রহ ও ক্রম-নিগ্রহ—মনের বা চিত্তের এই দুই প্রকার নিগ্রহ। চক্ষুর সম্মুখে রূপ আসিল, অমনি চক্ষু বন্ধ করিলাম,—ইহা হঠ্-নিগ্রহ। এইরূপ করিয়া মনকেও নিগ্রহ করিতে পারিব—যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা মূঢ়—তাঁহারা ভ্রান্ত।

শনৈঃ শনৈঃ মনকে নিগ্রহ করিতে হয়। ভগবান বশিষ্ঠ বলেন,—বিনাযুক্তিতে মনকে কিছুতেই বশ করা যায় না। যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে অঙ্কুশ বিনা কিছুতেই বশ করা যায় না, সেইরূপ মনকেও অধ্যাত্মবিদ্যা, সাধুসঙ্গ, বাসনা-ত্যাগ ও প্রাণস্পন্দ-নিরোধ, এই সমস্ত দ্বারা অল্পে অল্পে জয় করিতে হইবে।

অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা জানিবে—একমাত্র আত্মদেবই সত্য। ঐ আত্মচৈতন্য ভিন্ন অন্য সমস্তই মায়িক। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সমস্তই মায়িক—এই ভাবনা করিয়া আত্মচৈতন্যেরই অনুসন্ধান কর,—ইহাই অধ্যাত্ম বিদ্যার ফল।

অধ্যাত্ম বিদ্যা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করান, তাহাতে যিনি প্রবুদ্ধ হইতে পারেন না,—যিনি ঐ তত্ত্ব বিস্মৃত হন, সাধুসঙ্গই তাঁহার উপায়। সাধুসঙ্গে ঐ তত্ত্ব উপলব্ধি হয়, আবার পুনঃ পুনঃ স্মরণও হয়। কিন্তু পণ্ডিত অভিমান বশতঃ যিনি সাধুসঙ্গ করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে বাসনা পরিত্যাগই উপায়। আবার যাঁহার বাসনা অতিশয় প্রবল, সেইজন্য যিনি উহা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে প্রাণস্পন্দ নিরোধই উপায়। সামান্য অধিকারীও প্রাণস্পন্দনিরোধের জন্য অভ্যাস এবং বাসনাত্যাগের জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। এজন্য ভগবান পতঞ্জলিও বলিতেছেন,—'অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ইতি।" বাসনাক্ষয়ের জন্যই বৈরাগ্য। একবারে বাসনাক্ষয় যাঁহাদের অসম্ভব, তাঁহাদের জন্য শুভ বাসনা করা প্রথম সোপান। মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস—বাসনাক্ষয় জন্য।

শ্রুতিতে যে তিনটি সাধনা সমকালে সাধন করিতে বলিতেছেন, তাহাও এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য। তন্মধ্যে অভ্যাস দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান-অভ্যাস ও যোগ-অভ্যাস। আর বৈরাগ্য যাহা, তাহা বাসনাক্ষয়। তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ—ইহা অভ্যাস; এবং বিষয়দোষ দর্শন করিয়া চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করা—ইহাই বাসনাক্ষয়। প্রথমেই বাসনাক্ষয় অভ্যাস করিয়া দৃশ্যপ্রপঞ্চও অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলা অর্থাৎ প্রথমে বৈরাগ্য পরে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি এবং তত্ত্ববিচার (সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রমে আত্মচিন্তা), ইহাই সমকালে কর।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অসংযতাত্মনা [শ] অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং অসংযতাত্মা অন্তঃকরণং [শ] যস্য সোঽয়মসংযতাত্মা তেন [রা] অজিতমনসা [ব] পুংসা যোগো দুষ্প্রাপঃ [শ] দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ [ম] মম সম্মতিঃ। বশ্যাত্মনাতু [শ] অভ্যাস [শ] বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনো যস্য সোঽয়ং বশ্যাত্মা তেন [রা] জিতমনসা [শ্রী] পুরুষেণ উপায়তঃ [শ] যথোক্তাদুপায়াৎ অভ্যাস [নী] বৈরাগ্যরূপাৎ যততা ভূয়োঽপি [শ] প্রযত্নং কুর্ব্বতা [ম] চিত্তচাঞ্চল্য নিমিত্তানি প্রারব্ধকর্ম্মাণ্যপি [ম] অভিভূয় যোগঃ [ম] সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ অবাপ্তুং [ম] প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥৩৬॥

অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা যাহার মন বশীভূত হয় নাই সেইরূপ পুরুষ দ্বারা যোগলাভ হয় না ইহা আমার মত। কিন্তু যাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে সেরূপ ব্যক্তি বৈরাগ্য বিশিষ্ট অভ্যাস রূপ উপায়ে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিলে যোগ লাভে সমর্থ হন ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন—অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা যিনি মনকে নিগ্রহ না করেন তাঁহার কি যোগলাভ হয় না?

ভগবান—বৈরাগ্য বিশিষ্ট অভ্যাস লইয়া যিনি নিরন্তর না থাকেন তাঁহার মন কিছুতেই শান্ত থাকিবে না। অভ্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বনে প্রবল পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দ্দন্তাম্বিচূর্ণ চ।
অঙ্গানঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌস্বকং মন॥

হাতে হাত দাঁতে দাঁত অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ আক্রমণ করিয়া প্রথমেই মন জয় কর

অর্জ্জুন—এই যে পুরুষার্থ তুমি প্রয়োগ করিতে বলিতেছ পুরুষার্থ প্রয়োগ কালে যদি প্রারব্ধ বাধা দেয় তখন ?

ভগবান—পুনঃ পুনঃ পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই প্রারব্ধ খণ্ডন হইবেই। পুরুষকার প্রয়োগে কখনই আলস্য করিবে না। প্রারব্ধই সাধারণতঃ দৈব। যাহারা ক্লীব তাহারাই প্রারব্ধ দুরতিক্রম্য মনে করিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে কিন্তু উত্থানবান পুরুষ কখনই তাহা করেন না। ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষম্। দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরাঃ সদ্যোদ্যমাঃ। ইতি অগ্নি পুরাণে। ভগবান বশিষ্ঠও বলেন :—

সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে॥

এই সংসারে সম্যক্‌রূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিলে পাওয়া যায় না এরূপ বস্তুই নাই। বৈরাগ্য পূর্ব্বক অভ্যাস লইয়া তুমি পুরুষার্থ প্রয়োগ কর—প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে বলিয়া চিত্তকে অবসন্ন করিওনা—প্রারব্ধ যত জোর করিবে তুমিও ততোধিক পুরুষার্থের বল প্রয়োগ কর সমস্ত প্রারব্ধ কাটাইয়া তুমি সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারিবে। ক্লীব হইও না। উঠ পুরুষকার সর্ব্বদা প্রয়োগ করিতে যত্নবান হও।

অর্জ্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ! গচ্ছতি ॥৩৭॥

বি রা শ বি
হে কৃষ্ণ! অযতিঃ অল্পযত্নঃ দৃঢ়প্রযত্নরহিতঃ অপ্রযত্নবান্ অথচ
শ বি
শ্রদ্ধয়া যোগমার্গেআস্তিক্যবুদ্ধ্যা উপেতঃ যোগাভ্যাসেপ্রবৃত্ত এব
বি বি বি বি
নতু লোকবঞ্চকত্বেন মিথ্যাচারঃ। কিন্তু অভ্যাস বৈরাগ্যয়োরভাবেন
বি বি
যোগাচ্চলিতমানসঃ যোগাচ্চলিতং বিষয়প্রবণীভূতং মানসং যস্য সঃ
রা
শ শ বি
অন্তকালেঽপি যোগতোভ্রষ্টস্মৃতিঃ অতএব যোগসংসিদ্ধিং যোগসা
নী
রা রা
সম্যকদর্শনরূপস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্‌সিদ্ধিং অপ্রাপ্য অলব্ধা মৃতশ্চেৎ

ম
কাং গতিং গচ্ছতি সুগতিং দুর্গতিং বা কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ জ্ঞানস্য
ম
চানুপপত্তেঃ শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ সাধনানুষ্ঠায়িত্বাৎ শাস্ত্রগর্হিত কর্ম্ম
ম
শূন্যত্বাচ্চ ॥৩৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! দৃঢ়প্রযত্নরহিত [অথচ প্রথমে] শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত কিন্তু [অভ্যাস বৈরাগ্য অভাবে] যোগপথ হইতে ভ্রষ্টস্মৃতি [অত এব] যোগের [সম্যকদর্শন রূপ] সম্যক্ সিদ্ধি লাভে অসমর্থ [এরূপ ব্যক্তি] যদি মৃত হয় তবে সে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ? ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন—মনে কর কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে যোগ মার্গে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ঐ পথে যতদূর যত্ন করা আবশ্যক ততদূর প্রিরিশ্রম করিতে পারিল না। ঐ ব্যক্তি বুজরুক সাজিয়া লোক বঞ্চনা করিতে আদৌ চায় না। তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য ঠিক মত হইল না বলিয়া তাহার মন যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। শেষে অন্তিমকালে যোগ হইতে ভ্রষ্টস্মৃতি তাহার ঘটিল। সম্যক্ দর্শনরূপ যোগ সিদ্ধি তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ সাধক ইচ্ছা থাকিলেও আর বিশেষ যত্ন করিতে পারিল না। শেষ দশায় প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে যদি ইঁহার ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে—যদি ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা জন্য যোগস্মৃতি ভ্রষ্ট হন—তবেত ইঁহার অবিদ্যাবীজ নষ্ট হইল না—তবেত ইঁহার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ হইল না—তবেত ইঁহার অপুনরাবৃত্তিও ছুটিল না। হে শ্রীকৃষ্ণ !—হে অগতির গতি! এ হেন জনের গতি কি হইবে ?

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

ম
হে মহাবাহো ! মহান্তঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বোপদ্রব নিবারণ-
ম
সমর্থাঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয় দান সমর্থা বা চত্বারো বাহবো যস্যেতি প্রশ্ন-
ম
নিমিত্ত ক্রোধাভাবস্তদুত্তরদান সহিষ্ণুত্বঞ্চ সূচিতম্।

ব্রহ্মণঃ পথি [শ] ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে [ম] জ্ঞানে বিমূঢ়ঃ [ম] বিক্ষিপ্তঃ [ম] অনুৎপন্ন-ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার ইতি যাবদ প্রতিষ্ঠঃ [শ] নিরাশ্রয়ঃ [ম] দেবযান পিতৃযান-[ম] মার্গগমনহেতুভ্যামুপাসনা কর্ম্মাভ্যাং প্রতিষ্ঠাভ্যাং সাধনাভ্যাং রহিতঃ সোপাসনানাং [ম] সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ এতাদৃশ উভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাৎ [শ] যোগমার্গাচ্চবিভ্রষ্টঃ [শ] সন্ [ম] যদ্বা কর্ম্মমার্গাজ্ জ্ঞানমার্গাচ্চ বিভ্রষ্ট শ্ছিন্নাভ্রমিব [ম] বাযুনাচ্ছিন্নং [আ] বিশকলিতং পূর্ব্বস্মান্মেঘাদ্ভ্রষ্টমুত্তর মেঘঞ্চাপ্রাপ্তমভ্রং যথা [ম] বৃষ্ট্যযোগ্যং সদন্তরাল এব নশ্যতি [শ্রী] মধ্য এব বিলীয়তে তথা যোগভ্রষ্টোঽপি পূর্ব্বস্মাৎ [ম] কর্ম্মমার্গাদ্বিচ্ছিন্ন উত্তরঞ্চ জ্ঞানমার্গমপ্রাপ্তোঽন্তরাল এব ন নশ্যতি কচ্চিৎ? ন [শ] নশ্যতি কিং? কর্ম্মফলং জ্ঞানফলঞ্চ লব্ধুমযোগ্যো ন কিমিতি [ম] প্রশ্নার্থঃ। এতেন জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ো নিরাকৃতঃ। জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষে বাখ্যা :—

অপ্রতিষ্ঠঃ ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি ফলাভিসন্ধিরহিতঃ ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ় ব্রহ্মপ্রাপ্তি সাধনভূতে যোগমার্গে প্রচ্যুতঃ অতএব উভয় বিভ্রষ্টঃ ভোগ মোক্ষরূপ পুরুষার্থদ্বয় রহিতঃ সন্ সঃ ছিন্নাভ্রমিব মেঘশকলমিব কচ্চিৎ কিং নশ্যতি? ন নশ্যতিবেতিত্বং পৃচ্ছসে ॥৩৮॥

হে মহাবাহো! [হে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শোভিত ভক্ত পুরুষার্থ প্রদান সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ!] অপ্রতিষ্ঠ [ফল সন্ন্যাস বা কর্ম্মসন্ন্যাস হেতু স্বর্গাদি ভোগ রহিত] ব্রহ্মপ্রাপ্তিপথ [যে জ্ঞান তাহা] হইতেও বিক্ষিপ্ত [এই] উভয়ভ্রষ্ট [সেই যোগী] ছিন্ন মেঘ খণ্ডমত নষ্ট হয় না কি? ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন—ফল সন্ন্যাস লইয়া সেই যোগী কর্ম্ম করেন বলিয়া তাঁহার এই জগতে কোন কিছু ভোগ হয় না—এবং ফল কামনা শূন্য বলিয়া তাঁহার স্বর্গাদি ভোগ স্থান প্রাপ্তিও ঘটে না অথবা কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন বলিয়া কর্ম্মের ফল যে ইহ জগতের বা পর জগতের ভোগ তাহা কিছুমাত্র হয় না অথবা ব্রহ্ম প্রাপ্তির পথ যে জ্ঞান—যে জ্ঞানে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব স্থাপিত হয় তাহাও ঐ ভ্রষ্ট যোগীর হয় না। অন্য প্রকার বলিতেছি শোন। যোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন বলিয়া পিতৃযান মার্গে গমন করিতে অসমর্থ। আবার উপাসনা ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধানকে সিদ্ধির জন্য আশ্রয় না করিয়া যোগমার্গে পুরুষার্থ প্রয়োগ করেন বলিয়া—অথচ যোগে সিদ্ধি লাভ হইতেছে না তজ্জন্য দেব যান মার্গে গমনেও অনুপযুক্ত—এরূপ যোগীর শাস্ত্রোক্ত জীবন্মুক্তিও হইল না কর্ম্মফল লাভও হইল না, যোগফল লাভও হইল না এরূপ সাধকের কি গতি হইবে? একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ পূর্ব্ব মেঘ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে অথচ উত্তর মেঘেও মিশিতে পারিতেছে না—এই ছিন্ন অভ্র যেমন মধ্য আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে নষ্ট হইয়া যায়—ভ্রষ্ট যোগীর গতিও কি তদ্রূপ হইবে?

ভগবান—তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিতেছি। কিন্তু কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় ভ্রষ্ট ইহাত বেশ করিয়া ধারণা করিয়াছ?

অর্জ্জুন—আমি একরূপ বুঝিয়াছি তথাপি তুমি আবার বল।

ভগবান—কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় হয় না। কর্ম্ম যতদিন থাকে ততদিন নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান কিছুতেই লাভ হয় না। আবার ফল কামনা শূন্য করিয়া কর্ম্ম না করা পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি কিছুতেই হইবে না। চিত্তশুদ্ধি করিয়া তবে উপাসনা ও যোগ দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে। তবে জ্ঞানের অনুষ্ঠান হইবে। জ্ঞান অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না। এই জ্ঞান লাভ জন্য নিষ্কাম কর্ম্মী ফলসন্ন্যাসী ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন। ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করায় কর্ম্মীর বন্ধনও হয় না—জগৎ চক্র চলে অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী বা ভক্তকে ক্রমে শান্ত করিয়া আনে। এই জ্ঞান লাভ জন্যই যোগী স্মার্ত্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম, কুম্ভকাদি, অভ্যাস করেন—ইহারই জন্য সন্ন্যাসী কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১২ শ্লোকে জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় যে হয় না তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। এখন একবার তাহা স্মরণ কর। গীতাতে সন্ন্যাস ও যোগকে এক বলা হইয়াছে। ফলসন্ন্যাসী একাধারে যোগী ও সন্ন্যাসী। ইনি নিত্যসন্ন্যাসী। গীতার পথটি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ। শ্রুতি বলেন বাসনা ত্যাগ ভিন্ন পরমানন্দে স্থিতি হইতে পারে না। এজন্য শ্রুতি বাসনা ত্যাগ করিতেই বলেন। গীতাও বলেন বাসনা ত্যাগ অহং ত্যাগ এ সমস্ত করা ভিন্ন অন্য পথ নাই। কিন্তু বাসনা ত্যাগ, কামনা ত্যাগ অহং ত্যাগ ইত্যাদি বড় কঠিন—একবারে লোকে পারে না। সেই জন্য প্রথমে শুভ বাসনা করুক, শুভসঙ্কল্প করুক, শুভ কর্ম্ম করুক। সব ছাড়িতেই হইবে কিন্তু একবারে ইহা পার না সেইজন্য মন্দটা আগে ছাড়, ছাড়িয়া ভালটি অভ্যাস কর ক্রমে ইহাও ত্যাগ হইয়া জ্ঞান লাভ হইবে।

ব্রহ্মণ পথি বিমূঢ়ঃ ইহাতে বলিতেছ ব্রহ্ম প্রাপ্তি পথ যে জ্ঞান তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়া। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্ম প্রাপ্তি নাই। কিন্তু কর্ম্ম এই পথে যাইতে সহায়তা করে। কর্ম্ম প্রথমে শুভকর্ম্মে পরিণত হয় পরে আপনি বিনষ্ট হইয়া জ্ঞান আনিয়া দেয়। শ্রুতিও এই কথা বলেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া মৃতমশ্নুতে।"

অপ্রতিষ্ঠ অর্থে ফলসন্ন্যাস বা কর্ম্ম সন্ন্যাস এই উভয়েই যে ভোগত্যাগ বলা হইয়াছে তাহাই। ভোগ থাকিতে কখন পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় না। এই গীতা প্রথমে ভগবানের প্রসন্নতা জন্য ভগবানের প্রসাদ ভোগের কথা বলিয়াছে শেষে ভোগের আধার যে চিত্ত তাহাও ত্যাগ ব্যবস্থা। চিত্ত ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ—সর্ব্বত্যাগ ভিন্ন ব্রহ্ম লাভ হইবে না। আত্মদেবকে পাইলে আনন্দে চির স্থিতি।

অর্জ্জুন—ভ্রষ্ট যোগীর গতি সম্বন্ধে সন্দেহ এখন দূর কর।

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

ম নী ম রা
হে কৃষ্ণ! মে মম এতৎ এতং পূর্ব্বোপদর্শিতং সংশয়ং সন্দেহং
রা ম ম রা
অশেষতঃ সবাসনং সংশয়মূলাদ্যুচ্ছেদেন ছেত্তুং অপনেতুং অর্হসি
ম শ ম
যোগ্যো ভবসি। হি যস্মাৎ ত্বদন্যঃ ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা
ম শ ম
দেবো বা অস্য যোগভ্রষ্টপরলোকগতিবিষয়স্য সংশয়স্য ছেত্তা সম্যগুত্তর-
ম ম
দানেন নাশয়িতা ন উপপদ্যতে ন সম্ভবতি। ত্বমেব প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য-
ম
পরমগুরুঃ সংশয়মেতং মমচ্ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় সমূলে বিনাশ করিতে তুমিই যোগ্য। কেননা তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের অপনেতা আর কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারি না ॥৩৯॥

অর্জ্জুন—আমি আর কাহার কাছে যাইব? সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান জগদ্গুরু ছাড়িয়া আর কাহাকে ধরিব? অন্য ঋষি বা দেবতা? তুমিই ত ঋষি বা দেবতা রূপ ধারণ কর। তুমি না বলাইলে ভাল কথা কেহইত বলিতে পারে না। তুমি সখা, তুমি অন্তর্যামী—তুমি সমস্তই জানিতেছ—তুমি আমার সংশয় দূর কর।

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

রা রা ম
হে পার্থ ! তস্য শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তস্য তস্মাৎ প্রচ্যুতস্য যোগভ্রষ্টস্য
শ শ
ন এব ইহ লোকে ন অমুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশঃ বিদ্যতে
শ শ ক্ষ
নাশোনাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীন জন্ম প্রাপ্তিঃ স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি।
শ আ
হি যস্মাৎকারণাৎ হে তাত হে বৎস ! তাতেতি কথং পুত্রস্থানীয়ঃ শিষ্যঃ
আ শ
সম্বোধ্যতে পিতরেব তাতশব্দত্বাদিত্যাশঙ্কাহ তনোত্যাত্মাণং পুত্ররূপেণেতি
শ
পিতা তাত উচ্যতে পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে শিষ্যোঽপি
শ আ আ
পুত্রতুল্য উচ্যতে। পুত্রস্থানীয়স্য শিষ্যস্য তাতেতি সম্বোধনং কৃপাতি-
ম শ রা ম
শয়সূচনার্থম্। কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎ শুভতরযোগানুষ্ঠাতা শাস্ত্রবিহিত-
ম ম নী
কারী কশ্চিদ্দুর্গতিং ইহাকীর্ত্তিং পরত্রচ কীটাদিরূপতাং ন গচ্ছতি নৈব
প্রাপ্নোতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন হে পার্থ! সেই যোগভ্রষ্টের ইহলোকে বা পরলোকে কুত্রাপি বিনাশ নাই। কারণ হে বৎস! শুভ কার্য্য যিনি অনুষ্ঠান করেন তিনি কোন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০ ॥

ভগবান—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম যিনি শ্রদ্ধার সহিত আচরণ করেন—তিনি গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া যোগ অনুষ্ঠান করেন, বা উপাসনা করেন বা অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ মনন করিয়া আত্মানাত্ম বিচার করেন—যিনি বিশ্বাসী, যিনি ভক্ত, যিনি প্রেমিক তিনিই কল্যাণকৃত। আত্মকল্যাণ জন্য যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করেন তিনি, কল্যাণকৃৎ। গোশৃঙ্গে সর্ষপ

যতক্ষণ থাকে তত অল্প সময়ও যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে রমণ করে তিনি সর্ব্বতীর্থ সেবা, সমস্ত দান ও সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি সমস্ত দেবগণেরও পূজিত হন আর যে যোগী শ্রদ্ধা সত্য বিচার এবং সন্ন্যাস—সমস্ত জীবন ধরিয়া আচরণ করেন ব্রহ্ম নিরূপন ও ব্রহ্ম চিন্তনে যিনি সর্ব্বদা নিযুক্ত—এমন কি যিনি সর্ব্বদা জপাদি অভ্যাস করেন, অন্য কর্ম্ম যদি তাঁহাকে করিতে হয়, কিন্তু সেই কর্ম্মের বিরাম হইলেই যিনি তিনি আপন অভ্যাসের বস্তু যে নাম জপাদি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং মুহূর্ত্ত সময়কেও যিনি বৃথা ব্যয় করেন না—এরূপ ব্যক্তি যদি প্রারব্ধবশে সিদ্ধি লাভ করিতে নাও পারেন—যদি যোগভ্রষ্টও হয়েন তবে কি তাঁহার অসদ্গতি কখন হইতে পারে?

অর্জ্জুন—কেন হয় না?

ভগবান—ভগবান বশিষ্ঠ বলেন "যে প্রাণী যে স্থানে যে সময়েই বিনষ্ট হউক সেই প্রাণীর জীবাত্মা আতিবাহিক নামক সূক্ষ্ম শরীরে স্বীয় হৃদয়াকাশে বাসনাময় ত্রিজগৎ অবলোকন করেন। জীবের ঐ সময়ে স্বরূপাবস্থান হয়। জীবের স্বরূপই হইতেছে পরমাত্মা। যে ব্যক্তি প্রতি বিপদে, প্রতি ক্লেশে, প্রতি তাপকালে শ্রীভগবানের সহিত কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছে, প্রতি যাতনার সময়ে যে ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে, যে বলে ঠাকুর আমার কোন সামর্থ্য নাই আমার আর কেহ নাই কেহ আমায় রক্ষা করিতে পারে না, তুমি আমার হৃদয়ের রাজা তুমি আমায় রক্ষা কর—এইরূপ কথা কওয়া ও প্রার্থনা যাঁহার অভ্যাস হইয়াছে সে ব্যক্তি ব্যাধির যাতনাতেও ইহাই করিবে—যদি প্রবল প্রারব্ধ বলে ইহা করিতেও না পারে তবে তাহার কল্যাণ কর্ম্মে সর্ব্বদা চেষ্টা ছিল বলিয়া অবশ্যই মৃত্যুর পরেই সদ্গতিই হইবে। মৃত্যু ত নিদ্রার মত। নিদ্রাকালে না হয় ভুল হইল কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলেইত তাহার চিরদিনের অভ্যাস যাহা ছিল তাহা জাগিবেই। এ অবস্থাত আপনা হইতেই তাহার হইবে! কিন্তু শ্রীভগবান ত অন্তর্য্যামী। তিনি ত সকলের হৃদয় জানেন তিনি অগতির গতি, তিনি অসময়ের সহায়। প্রবল চেষ্টা করিয়াও যদি এই জীবনে জ্ঞানলাভ না করিতে পার—ক্ষতি নাই, ভক্ত হইয়া যাও, বিশ্বাসী হও, প্রেমিক হও—এই জীবনেই মুক্তি লাভ না করিতে পারিলেও দেহান্তে নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে আনন্দে চিরস্থিতি হইবে। জপ, ধ্যান, আত্মবিচার লইয়া থাক। বিচারবান হইতে পার এই জীবনেই মুক্ত হইবে। তাহা না পার ধারণাভ্যাসী হও—মুক্তি মণ্ডপে, ভাবনাময় রাজ্যে জ্যোতিরাশির মধ্যে ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে অভ্যাস কর, তাঁহার নাম কর দেহান্তে মুক্ত হইবে। যোগভ্রষ্ট হইলেও শ্রীভগবান তোমায় ত্যাগ করিবেন না। তিনি তোমার দুঃসময়ে তোমার হাতে ধরিয়া সেই রমণীয় স্থানে লইয়া যাইবেন। হতাশ হইও না—নাম যপ, বা ক্রিয়া বা ধ্যান অভ্যাস বা আত্ম বিচার যাহা ধরিয়াছ তাহাতেই লাগিয়া থাক, হইবেই। সর্ব্বাপেক্ষা তত্ত্বাভ্যাস এবং মনোনাশ নামক অভ্যাস এবং বাসনাক্ষয় নামক বৈরাগ্য সমকালে কর, হইবেই। অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠে তত্ত্বাভ্যাস কর, যোগ ও উপাসনা অভ্যাসে মনোনাশ অভ্যাস কর এবং সর্ব্বদা বিষয় দোষ দর্শন ও মনকে উপদেশ দেওয়া রূপ কর্ম্মে বৈরাগ্য

অভ্যাস করেন। সমকালে এই তিনের অনুষ্ঠান লইয়া থাক—যখন জপ করিয়া করিয়া পরিশ্রান্ত হও তখন বিষয়-দোষ দর্শন ও নিজ চিত্তকে উপদেশ রূপ বৈরাগ্য অভ্যাস কর। ইহাতে পরিশ্রান্ত হইলে ধ্যান লইয়া থাক তাহাতে পরিশ্রান্ত হইলে আমি কে আমি চৈতন্য কিরূপে, ক্লেশও মনই সৃজন করে, আমি যখন মনের দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা যখন দৃশ্য হইতে পৃথক্ তখন আমি মন হইতে পৃথক ইহা অনুভব কর, সর্ব্বদা অভ্যাস কর—যদি দেহ হইতে পৃথক হইয়া একবারও দাঁড়াইতে পার তবেই তুমি স্বরূপ অবস্থান কি বুঝিতে পারিবে। এই সমস্ত কার্য্যে আমি সর্ব্বদা সহায়—সেই জন্য বলিতেছি যে শুভ কার্য্য করে, যে শাস্ত্রবিহিত মদাজ্ঞা পালন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট—সে যদি সিদ্ধি লাভ করিতে নাও পারে তথাপি তাহার দুর্গতি কখনও হইতে পারে না।

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভি জায়তে ॥ ৪১ ॥

[ম] যোগমার্গপ্রবৃত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদি কুর্ব্বন্নন্তরালে ম্রিয়মাণঃ [ম] কশ্চিৎ পূর্ব্বোপচিতভোগবাসনাপ্রাদুর্ভাবাৎ বিষয়েভ্যঃ স্পৃহয়তি। কশ্চিত্তু [ম] বৈরাগ্যভাবনাদার্ঢ্যান্ন স্পৃহয়তি, তয়োঃ প্রথমঃ। যোগভ্রষ্টঃ যোগপ্রচ্যুতঃ [বা] পুরুষঃ পুণ্যকৃতাং [শ্রী] [শ] পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ [ম] অর্চ্চিরাদি মার্গেণ ব্রহ্মলোকান্ প্রাপ্য [ম] তত্রচ শাশ্বতীঃ সমাঃ নিত্যান্ [শ নী] বৎসরান্ [ম] ব্রহ্মপরিমাণেনাক্ষয়াঃ সংবৎসরান্ উষিত্বা [শ্রী] বাসসুখমনুভূয় [ম] তদন্তে শুচীনাং [শ্রী] সদাচারাণাং [ম.] শুদ্ধানাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং [শ্রী] ধনিনাং [ম] মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং গেহে গৃহে কুলে অভিজায়তে [শ্রী] জন্মপ্রাপ্নোতি। [ম] ভোগবাসনাপ্রাবল্যাদ্ব্রহ্ম লোকান্তে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাযোগ্যা অজাতশত্রুজনকাদিবৎ মহারাজো ভবতীর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যোগভ্রষ্টব্যক্তি পুণ্য কর্ম্মাদিগের ভোগ্য লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া তথায় অনেক বৎসর সুখে বাস কলিয়া পরে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪১॥

অর্জ্জুন—ইহ বা পরলোকে যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই। কিন্তু মৃত্যুর পরে তাঁহারা কোথায় যান ?

ভগবান—কোন যোগী পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভোগ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মনের বিক্ষেপ জয়ে অসমর্থ হন এবং যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কেহবা বিষয় বৈরাগ্য সত্ত্বেও আয়ুর অল্পতা বশতঃ দেহ ত্যাগ করেন। এতন্মধ্যে যাঁহার বিষয় বাসনা সমূলে নষ্ট না হয় তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞকারী মহারাজচক্রবর্ত্তীগণ যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন অর্চ্চিরাদি মার্গে তাহাই প্রাপ্ত হন। তথায় বহু বৎসর সুখে বাস করিয়া জনকাদির ন্যায় সদাচার সম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন।

অর্জ্জুন—আর যাহাদের বিষয় বাসনা ছিল না কিন্তু আয়ুর অল্পতা বশতঃ যোগসিদ্ধির পূর্ব্বেই দেহত্যাগ হইয়াছে—এরূপ যোগভ্রষ্টের কি হয় ?

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

[যা] অথবা পক্ষান্তরং [ম] শ্রদ্ধাবৈরাগ্যাদিকল্যাণগুণাধিক্যেতু ভোগবাসনা-বিরহাৎ পুণ্যকৃতাং লোকানপ্রাপ্যৈব ধীমতাং [শ্রী] জ্ঞানিনাং যোগিনাং এব [শ্রী] যোগনিষ্ঠানাং [ম] দরিদ্রানাং ব্রাহ্মণানাং ন তু [ম] রাজ্ঞাং কুলে ভবতি [শ] জায়তে [ব] উৎপদ্যতে বা। ঈদৃশং এবম্বিধং [যা] যৎ জন্ম [ম] যৎ শুচীনাং শ্রীমতাং রাজ্ঞাং গেহে যোগভ্রষ্টজন্ম তদপি দুর্ল্লভং [ম] অনেকসুকৃতসাধ্যত্বাৎ মোক্ষপর্য্যা-বসায়িত্বাচ্চ। যত্তু শুচীনাং ব্রাহ্মণানাং [ম] ব্রহ্মবিদ্যাধতাং কুলে জন্ম লোকে এতৎ হি [ম] প্রসিদ্ধং [ম] শুকাদিবৎ দুর্ল্লভতরং [যা] অত্যন্তং দুর্ল্লভং [ম] দুর্ল্লভাদপি দুর্ল্লভম্।

অথবা [যোগভ্রষ্ট পুরুষ] জ্ঞানবান্ যোগিদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ [যোগিকুলে] যে জন্ম, তাহাও লোকে অধিকতর দুর্ল্লভ ॥ ৪২ ॥

ভগবান—যোগী শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার ভোগ বাসনাও ছিল না। এরূপ যোগী অল্পায়ু বশতঃ দেহত্যাগ করিয়া যোগনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কূলেজন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে বৈরাগ্যাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়াই এরূপ জন্ম হয়। শুচী শ্রীমান্ সম্রাটের গৃহে যে যোগভ্রষ্টের জন্ম ইহাও দুর্ল্লভ। কারণ মোক্ষেই এরূপ জন্মের পর্য্যবসান হয়। বিশেষ সুকৃতি না থাকিলেও ইহা হয় না। কিন্তু শুচী অথচ দরিদ্র ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণ কুলে যে জন্ম তাহা শুদ্ধ দুর্ল্লভ নহে দুর্ল্লভতর দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভ। দরিদ্র শুচী ব্রাহ্মণের কুলে কোন অসৎসঙ্গ নাই কিন্তু ধনীর কুলে বিষয় সঙ্গের অভাব নাই।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

ম
হে কুরুনন্দন! তবাপি শুচীনাং শ্রীমতাং কুলে যোগবিভ্রষ্টজন্ম
জাতমিতি পূর্ব্ববাসনাবশাদনায়াসেনৈব জ্ঞানলাভো ভবিষ্যতীতি সূচয়িতুং
রা
মহাপ্রভাবস্য কুরোঃ কীর্ত্তনম্। তত্র তস্মিন্‌জন্মনি পৌর্ব্বদৈহিকং
যা ম শ ম
পূর্ব্বদেহাভ্যস্তং তং বুদ্ধিসংযোগং ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং
ম ম ম
তং সাধনাকলাপমিতি লভতে প্রাপ্নোতি ন কেবলং লভত এব কিন্তু
ম শ যা
ততঃ তল্লাভানন্তরং তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাৎ ভূয়ঃ পুনরপি সুপ্ত-
যা শ্রী শ ম শ
প্রবুদ্ধ ইব অধিকং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধির্ম্মোক্ষঃ তন্নিমিত্তং ঊর্দ্ধ্বভূমি-
নী আ
ম
লাভার্থম্বা যততে চ প্রযত্নং করোতি চ। প্রযত্নঃ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠান-
আ
বিষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

হে কুরুনন্দন! [যোগভ্রষ্ট পুরুষ] সেই জন্মে পূর্ব্বদেহাভ্যস্ত [ব্রহ্ম ও আত্মা এক] এই বুদ্ধিসংযোগ [বা সাধন কলাপ] লাভ করেন। [কেবল লাভ

নহে কিন্তু] তদনন্তর পুনরায় [স্বপ্নোত্থিতেরন্যায়]অপ্রভূমিকা লাভ জন্য অধিকতর যত্ন করেন ॥ ৪৩ ॥

অর্জ্জুন—যোগভ্রষ্ট পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কার্য্য করেন ?

ভগবান—যোগভ্রষ্টের কর্ম্ম বলিতেছি কিন্তু এ স্থানে ধারণা কর যাহার বলে "আর জন্মাইতে হইবে না—শ্রীগুরুর আশ্রয় লইয়াছি আবার জন্ম হইবে কেন ?" অথচ ইহারা আলস্য অনিচ্ছা পরবশ হইয়া যোগ সিদ্ধির জন্য আদৌ কোন বিশেষ চেষ্টা করেন না—এইরূপ সাধক নামধারী বা সাধক নামধারিণী কতদূর ভ্রান্ত। যাঁহারা প্রাণপণে যোগমার্গে চলিতে প্রয়াস করেন সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া, লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধনা করেন তাঁহাদেও সিদ্ধি লাভ কত দুষ্কর, ইঁহারাও যোগ পথ হইতে বিচলিত হইয়া আবার জন্ম গ্রহণ করেন—আর উগ্র সাধন না করিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ না করিয়া শুধু গুরুকে দেখিলাম, চরণস্পর্শ করিলাম, আর দু এক ঘণ্টা যাহা পারি খাটিলাম—ইহাতে কি জন্ম নিবৃত্তি হয় ?

প্রকৃত সাধকও ভ্রষ্ট হইয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার কর্ম্ম শ্রবণ কর। যোগভ্র পুরুষের পূর্ব্ব দেহে যাহা অভ্যাস করা ছিল এই জন্মে সেই সমস্ত সাধনা শীঘ্র শীঘ্র লাভ হয়। পরে তিনি ইহার উপরের অবস্থা লাভ জন্য অধিকতর পরিশ্রম করিতে থাকেন।

অর্জ্জুন ! রামই আমি। রাম অবতারে আমিই স্বভক্ত বাক্যের সত্যতা সম্পাদনে স্বীয় হইয়া ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানী সাজিয়াছিলাম। "শাপব্যাজবশাদেব রাজবেশধরোহরিঃ আহৃতাজ্ঞানসম্পন্নঃ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞোহসৌ ভবৎ প্রভুঃ"। রাজবেশধারী শ্রীহরিই ভক্ত প্রদত্ত শাপ বাক্য সফল করিবার ছলনা করিয়া ইচ্ছা পরিগৃহীত অজ্ঞান বশে অল্পজ্ঞ রূপে অবতার হয়েন। কার্য্য উদ্ধার জন্য আমি অল্পজ্ঞ সজিয়া ছিলাম। সাজিয়া আমার গুরু শ্রীবশিষ্ঠ দেবকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম এবং তিনি যাহা উপদেশ করিয়া ছিলেন তাহাই লোক শিক্ষার্থ আবার বলিতেছি শ্রবণ কর।—

শ্রীরাম ঃ একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত।
আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবন্ গতিঃ ॥

তত্র বশিষ্ঠঃ যোগভূমিকয়োৎক্রান্ত জীবিতস্য শরীরিণঃ।
ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতম্ ॥
ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ।
মেরূপবর্ণনকুঞ্জেষু রমতে রমণী সখঃ।
ততঃ সুকৃত সম্ভারে দুষ্কৃতে চ পুরাকৃতে।
ভোগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে যায়ন্তে যোগিনোভুবি ॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্।
জনিত্বা যোগ মে বৈতে সেবন্তে যোগবাসিনঃ।
তত্র প্রাগ্‌ভাবনাভ্যস্তং,যোগভূমিক্রমং বুধাঃ।
দৃষ্টা পরিপতন্ত্যচ্চৈরুত্তরং ভূমিকাক্রমম্ ॥ ইতি

পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় সপ্তজ্ঞান ভূমিকার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি—আবার বলিতেছি মনোযোগ কর।

(১) গুরুমুখ হইতে এবং যিনি সমর্থ তিনি শাস্ত্র দেখিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি এবং বিহিত কর্ম্ম কি প্রথমেই তাহা অবগত হইবেন। পরে একদিকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে প্রাণপণ করিবেন—স্থূল স্থূল নিষিদ্ধ কর্ম্ম, যেমন চুরী করা, মিথ্যা কথা কহা, পরদার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি একেবারে ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ প্রাণপণে যত্ন করিবেন।

(২) বিহিত কর্ম্ম—সন্ধ্যা উপাসনা, সর্ব্বজীবে নারায়ণ স্মরণাদি কর্ম্ম নিয়ম মত করিবেন।

(৩) পূর্ব্ব পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত ও শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা অভ্যাস।

(৪) চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্ত ধারণা করিয়া শ্রীভগবানের ধ্যান অভ্যাস।

(৫) নিত্য বস্তু কি, অনিত্য বস্তু—কেন তাহারা নিত্য বা অনিত্য, এই বিচার।

(৬) ভোগ বাসনা ত্যাগ—ইহ জগতের ভোগ ও স্বর্গাদি লোকের ভোগও স্থূলে ত্যাগ এবং ভোগ সঙ্কল্পটি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ।

(৭) শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান অভ্যাস।

(৮) মুক্তি ইচ্ছা করা বা মুমুক্ষু হওয়া।

মুমুক্ষু হইলে তবে সপ্তজ্ঞান ভূমিকায় আরোহণে ইচ্ছা হইবে। সপ্ত ভূমিকা এই :—

(১) শুভেচ্ছা—সমস্ত ইচ্ছা ত্যাগ ভিন্ন জ্ঞান হইবে না। একবারে তাহা অসম্ভব বলিয়া অশুভ বিষয় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া শুভ ভগবৎ প্রাপ্তি ইচ্ছা করিতে হইবে। আমি বিষয় বাসনায় বদ্ধ, আমি বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া আপনাকে আপনি জানিব শ্রীভগবানকে জানিয়া তিনিই যে আমার স্বরূপ ইহা অনুভব করিবার জন্য জপ ধ্যান আত্মবিচার লইয়া থাকিব—ইহাই শুভেচ্ছা, এই প্রথমা ভূমিকার সম্পত্তি হইতেছে সাধন চতুষ্টয়, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং মুমুক্ষত্ব এই ৪টি সম্পত্তি।

(২) বিচারণা—গুরু নিকটে গিয়া বেদান্ত বাক্য বিচার—এই দ্বিতীয়া ভূমিকায় সম্পত্তি হইতেছে শ্রবণ ও মনন।

(৩) তনুমানসা—শ্রবণ পরে মনন করিতে পারিলেই তত্ত্বজ্ঞান লইয়া সর্ব্বদা অবস্থানে ইচ্ছা হইবে তখন বিষয় বাসনা ক্ষীণ হইবে মনের সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া যাইবে। নিদিধ্যাসন সম্পত্তি লাভ এই অবস্থায়। ধ্যান যখন হইবে তাহার পূর্ব্বে তনুমানসা হওয়া চাই।

(৪) সত্ত্বাপত্তি। এই ভূমিকার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইবে। এই অবস্থার আত্মতত্ত্বের বিকাশ হয় বলিয়া জগতটা মায়া মায়া ছায়া ছায়া মত মনে হইয়া যায়। জগৎ মিথ্যার ন্যায় স্ফুরণ হয় বলিয়া ইহা স্বপ্নাবস্থা। পঞ্চম ভূমিকা অসংসক্তি, ষষ্ঠ পদার্থাভাবনী, সপ্তম তুরীয় এই ভূমিকাগুলি জীবন্মুক্তের অবান্তর ভেদ মাত্র। শেষ তিন ভূমিকাতে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন

তাঁহারা জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত, কেবল প্রথমের চারি ভূমিকায় থাকা পর্য্যন্ত ভ্রষ্ট হইবার ভয় থাকে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম প্রথমা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া ভূমিকা লাভ করিয়া যদি কাহারও মৃত্যু হয় তাহার গতি কি হইবে? বশিষ্ঠ দেব উত্তর করিলেন—সর্ব্ব কর্ম্মন্যাস করিয়া মুমুক্ষু হইয়া যিনি শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে থাকিতে প্রাণ পণ করেন যিনি আত্মার উন্নতি লাভ লইয়াই থাকেন। দেহের উন্নতিতে তাঁহার কোন প্রয়োজন থাকে না। দেহ নাশ হইলেও আত্মার উন্নতি স্থগিত থাকে না। অন্য দেহ ধারণ করিয়া আত্মা মুক্তি পথেই চলিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সাধনা দ্বারা মুমুক্ষুত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন না তাহাদের আত্মা কখন চির উন্নতি লাভ করিতে পারে না।—একবার মানুষ হইলে আর তাহার পতন নাই এ কথা যাহারা বলে তাহারা মূর্খ বালক মাত্র।। সপ্তজ্ঞান জ্ঞান ভূমিকার মধ্যে চতুর্থ ভূমিকা পর্য্যন্ত যাঁহারা লাভ করিয়াছেন,—আত্মার উন্নতি ভিন্ন দেহের উন্নতি যাঁহারা উন্নতি বলিয়া মনে করেন না, এইরূপ ব্যক্তিরও দেহ ত্যাগ হয়। দেহত্যাগ হইলেও ইঁহারা উন্নতি পথে চলেন। কিন্তু তুমি বেশ খাইতেছ পারিতেছ, বেশ হজম হইতেছে, অন্নের ব্যায়রাম হইতেছে না, বেশ নিদ্রা যাইতে পার, ইহাকে যদি আত্মার উন্নতি বল তবে নিশ্চয়ই তুমি ভ্রান্ত। যে যোনীতে জন্মিলে শরীর ভাল হয় সেইরূপ পশুপক্ষী যোনিতেই তোমার জন্ম হইবে। আহার নিদ্রা লইয়া ছিলে বলিয়া যাহাতে আহার নিদ্রা স্বচ্ছন্দে চলে সেই পশুই তুমি হইয়া যাইবে। আর সপ্তজ্ঞান ভূমিকার শেষ তিন ভূমিকায় যদি যাইতে পার তবে এই জন্মেই তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া গেলে। এই জন্য পরে বলিতেছি যে ব্যক্তি দেহ লইয়া থাকেনা—আত্মা লইয়া থাকে তাহার বিনাশ কিছুতেই হয় না। চতুর্থ ভূমিকাতে যাহারা উঠিয়াছে অথচ অল্পায়ু বশতঃ দেহ ত্যাগ হইল তাহারা ভোগ বাসনার তারতম্যানুসারে কেহ পবিত্র ধনবানের কুলে কেহ বা দরিদ্র নিষ্ঠাবান যোগীর কুলে জন্ম গ্রহণ করিবে। জন্মিয়াই ইহারা পূর্ব্ব জন্মের আত্মোন্নতিকর কর্ম্ম শেষ করিতে প্রাণ পণ করিবে।৪৩।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

শ শ আ নী
হি যস্মাৎ সঃ যোগভ্রষ্টঃ অবশঃ অপি অনিচ্ছন্নপি অথবা প্রহ্লাদাদি
নী ম শ্রী
বৎ পিত্রাদিভিরন্যথা নীয়মানোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি তেন
শ শ
পূর্ব্বাভ্যাসেন এব যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসস্তেনৈব
আ ব আ
পূর্ব্বজন্মকৃত জ্ঞান সংস্কারেণ হ্রিয়তে আকৃষ্যতে যোগং প্রত্যেবাকৃষ্টো

আ ম ম
ভবতীত্যর্থঃ অকস্মাদেব ভোগবাসনাভ্যো ব্যুত্থাপ্য মোক্ষসাধনোন্মুখঃ
ম
ক্রিয়তে জ্ঞানবাসনয়া এবাল্পকালাভ্যস্তয়া অপি বস্তুবিষয়ত্বেনাবস্তু-
ম
বিষয়েভ্যো ভোগবাসনাভ্যঃ প্রাবল্যাৎ। পশ্য যথা ত্বমেব যুদ্ধে প্রবৃত্তো
ম
জ্ঞানায়াপ্রযতমনোঽপি পূর্ব্বসংস্কারপ্রাবল্যাদকস্মাদেব রণভূমৌ জ্ঞানো-
ম
ন্মুখোঽভূরিতি। অতএব প্রাগুক্তং "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" ইতি
ম
অনেক জন্ম সহস্রব্যবহিতোঽপি জ্ঞান সংস্কারঃ স্বকার্য্যং করোত্যেব
ম
সর্ব্ববিরোধ্যুপমর্দ্দেনেত্যভিপ্রায়ঃ। যোগস্য মোক্ষসাধনজ্ঞানস্য জিজ্ঞাসুঃ
ম ষা ম
অপি জ্ঞাতুমিচ্ছুরপি যোগস্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছুরপিপুরুষঃ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রথম-
ম
ভূমিকায়াং মৃতোঽন্তরালে বহূন্ বিষয়ান্ ভুক্ত্বা মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং কুলে
ম শ
সমুৎপন্নোঽপি যোগভ্রষ্টঃ প্রাগুপচিত জ্ঞান সংস্কারপ্রাবল্যাৎ অস্মিন্
ম শ, শ
জন্মনি শব্দব্রহ্ম বেদং কর্ম্মপ্রতিপাদকং বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলং অতি-
ম শ্রী শ্রী
বর্ত্ততে অতিক্রম্য তিষ্ঠতে তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্যমুচ্যত ইত্যর্থঃ।
ম ম
কর্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী ভবতীতি বা। এতেনাপি জ্ঞান-
ম
কর্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সমুচ্চয়ে হি জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্ম-
কাণ্ডাতিক্রমাভাবাৎ॥ ৪৪॥

[যোগভ্রষ্ট পুরুষ দেহান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ জন্য অধিকতর যত্ন করেন] কারণ তিনি [এইজন্মে অন্তরায় বশতঃ মোক্ষে] অনিচ্ছুক হইলেও সেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যোগাভ্যাস সংস্কার দ্বারা যোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। [এমন কি যিনি পূর্ব্বজন্মে যোগের স্বরূপ জানিতে যথার্থ অভিলাষ করিয়া সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করেন তিনি উপস্থিত জন্মে একবারেই] বেদের কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া জ্ঞানাধিকারী হয়েন ॥ ৪৪ ॥

অর্জ্জুন—যোগভ্রষ্ট পুরুষ আবার জন্মিয়া যোগ সিদ্ধি জন্য যে অত্যন্ত চেষ্টা করেন তাহার কারণ কি ? আর এক কথা শুকদেবের মত যোগভ্রষ্ট না হয় সমস্ত প্রলোভনের অভাব বশতঃ সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস লইয়া মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু জনকাদির মত যাঁহারা মহারাজ চক্রবর্ত্তী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন এরূপ যোগভ্রষ্ট ত নানা প্রলোভনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ এবং কামিনী কাঞ্চন ভোগের সামর্থও তাঁহার থাকে। তিনি কিরূপে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞান লাভ করিবেন ? বিশেষতঃ সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসের অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের জ্ঞান কিরূপে হইবে ?

ভগবান—পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস এরূপ যোগ ভ্রষ্টকে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যোগপথে আকৃষ্ট করিবেই। তুমি নিজেই ইহার প্রমান। যুদ্ধের জন্য সাজিয়া আসিয়া তোমার বৈরাগ্য আইসে কেন ? তুমি যোগ ভ্রষ্ট। পূর্ব্ব জন্ম কৃত সংস্কার তোমাকে জ্ঞান উপদেশের অধিকারী করিয়াছে। আরও দেখ প্রহ্লাদকে তাহার পিতা কৃষ্ণ ত্যাগ করাইতে শত চেষ্টা করিয়াও কি সক্ষম হইয়া ছিল ? ব্যাসদেব শুকদেবকে কি সংসারী করিতে পারিয়া ছিলেন ? তাই বলি এইরূপ যোগ ভ্রষ্ট বেদের কর্ম্মকাণ্ড ছাড়িয়া একেবারে জ্ঞান পথে ছুটিবেই।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রযত্নাৎ তু পূর্ব্বকৃতাদপি অধিকমধিকং যতমানঃ [ব]পূর্ব্ববিঘ্নভয়াৎ [যা]যোগবিবৃদ্ধৌ প্রযত্নাধিক্যং [ব]কুর্ব্বন্ যোগী [ম]পূর্ব্বোপচিত সংস্কারবান্ তেনৈব [ম]যোগপ্রযত্নপুন্যেন সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ বিধূত [যা]সমস্ত [ম]পাপমলঃ [ম]অতএব অনেক জন্মসংসিদ্ধ [ম]অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ অনেকজন্মকৃতেন্না [নী]প্রাপ্তযোগোভূত্বা ততঃ [ম]সাধনপরিপাকাৎ পরাং [ম]প্রকৃষ্টাং [শ্রী]শ্রেষ্ঠাং গতিং [নী]মোক্ষং যাতি ॥৪৫॥

পূর্ব্বকৃত যত্ন হইতেও অধিকতর যত্নবান্ যোগী বিধূতপাপ হইয়া অনেক জন্ম ধরিয়া যোগসিদ্ধি পাইয়া পরে শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫ ॥

অর্জ্জুন—যোগভ্রংশের কারণ হইতেছে যত্ন শৈথিল্য। শিথিল যত্ন যোগভ্রষ্ট জন্মান্তরে পুনরায় যোগ প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ব্বাভ্যাস বশে তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানে নিযুক্ত হন। "শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে"। কতদিনে ইঁহার মুক্তি হয় ?

ভগবান—এইরূপ যোগী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন যোগসিদ্ধির জন্য করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার সমস্ত পাপ দূর হয়। অনেক জন্মার্জ্জিত পুন্য বলে সাধনায় বিশেষ পক্ক হইয়া শেষে মুক্তি লাভ করেন। ৪৫।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যাশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

যোগী মত্তুক্তযোগানুষ্ঠাতা [ব] তপস্বিভ্যঃ [শ্রী] কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ অধিকঃ [ম] উৎকৃষ্টঃ। জ্ঞানিভ্যঃ জ্ঞানমত্র [শ] শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যং [শ] তদ্বদ্ভ্যোঽপি [ম] পরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ মতঃ [ম] মমসম্মতঃ। যোগী [ম] তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং [ম] মনোনাশবাসনাক্ষয়কারী কর্ম্মিভ্যঃ চ [ম] দক্ষিণাসহিতজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়িভ্যশ্চ [ম] অধিকঃ [ব] শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মিণাং তপস্বিনাঞ্চাজ্ঞত্বেন মোক্ষানর্হত্বাৎ [ম] যোগী শ্রেষ্ঠঃ। জ্ঞানিভ্যোঽপি পরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি অপরোক্ষজ্ঞানবান্ অধিকঃ। [ম] এবমপরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি মনোনাশবাসনাক্ষয়াভাবাদজীবন্মুক্তেভ্যো [ম] মনোনাশবাসনাক্ষয়বত্ত্বেন জীবন্মুক্তো যোগ্যধিক ইতি মম [ম] সম্মতঃ। [ম] যস্মাদেবং তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! ত্বং [ম] যোগভ্রষ্টঃ যোগী ভব যোগ নিষ্ঠোভব ॥ ৪৬ ॥

[গীতোক্ত] যোগী [কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপরায়ণ] তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যোগী [শাস্ত্রার্থ পাণ্ডিত্যবিশিষ্ট] জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইহা আমার অভিপ্রায়। যোগী [অগ্নিহোত্রাদিপরায়ণ] কর্ম্মী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। হে অর্জ্জুন! সেই হেতু তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

অর্জ্জুন—সমচিত্ত হওয়াই গীতোক্ত যোগ। "ত্বয়া সাম্যেন যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ" ৬।৩৩ এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালব্যাপিনীং স্থিতিং অহং চঞ্চলত্বাৎ ন পশ্যামি। আমি চঞ্চল বলিয়া যোগের এই চিরচিত্তস্থিতি লাভ করিতে পারিতেছি না। সর্ব্বদা চঞ্চল মনকে স্থির করা নিতান্ত কঠিন। আমি কাতর হইয়া ইহা জানাইলে তুমি বলিয়াছ চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় দুইটি। (১) অভ্যাস (২) বৈরাগ্য। অভ্যাসের মধ্যে দুইটি সাধনা আছে। একটি—চৈতন্য যে জড় হইতে পৃথক—আত্মা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, আমি যে চিত্ত হইতে ভিন্ন, সর্ব্বদা এই আত্মবিচার তত্ত্ব অভ্যাস। দ্বিতীয় সাধনাটি ক্রম অনুসারে নিষ্কাম-কর্ম্মী, আরুরুক্ষ এবং, যোগারূঢ় অবস্থা লাভ করিয়া মনকে আত্মসংস্থ করিয়া মনোনাশ করা। তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশ এই দুইটির সমকালে অভ্যাসকে তুমি অভ্যাস বলিতেছ। আবার এই সাধনার সঙ্গেই বৈরাগ্য রাখিতে বলিতেছ। বলিতেছ বিষয় দোষ দর্শন দ্বারা মন হইতে সঙ্কল্প প্রভব কাম দুর কর। গীতোক্ত যোগ ও তল্লাভ জন্য সাধনা কি তাহা তুমি এই ছয় অধ্যায় ধরিয়া বুঝাইয়াছ। আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যদি এই যোগ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আরম্ভ করিয়া কেহ ভ্রষ্ট হয় তাহার গতি কি? তুমি বলিয়াছ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার সেই যোগভ্রষ্ট যোগী অধিক উৎসাহে যোগানুষ্ঠানে রত হইবে। অগ্নিহোত্র, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি, এবং শাস্ত্র পাঠাদি না করিয়াও যোগভ্রষ্ট একবারে জ্ঞানানুষ্ঠানে সমর্থ হইবে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া যোগভ্রষ্ট জন থাকিতে পারিবেন। তুমি বলিতেছ আমিও যোগভ্রষ্ট। আমার যোগী হওয়াই উচিত। সাধক অনেক প্রকারের দেখা যায়। সকল সাধক অপেক্ষা যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছ কেন?

ভগবান—তপস্বী, জ্ঞানী, ও কর্ম্মী ইঁহারাও সাধক। যাঁহারা তপস্যা দ্বারা শরীর শোধন করেন তাঁহারা তপস্বী। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হওয়া, বর্ষায় অনাবৃত স্থানে শয়ন করা, হেমন্তে আর্দ্রবস্ত্রে থাকা সর্ব্বকালে নক্ত ভোজী হওয়া এইগুলি তপস্যা। যাঁহারা চান্দ্রায়ণ ব্রত করেন তাঁহাদিগকে ভোজনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কুক্কুটাণ্ডের মত ভোজ্যপিণ্ড শুক্লপক্ষে তিথিবৃদ্ধি অনুসারে বাড়াইতে হয় অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একগ্রাস, দ্বিতীয়ার দুই এইরূপ পূর্ণিমায় পঞ্চদশপিণ্ড ভোজন। আবার কৃষ্ণপক্ষে এক একটি করিয়া কমাইবে। শেষে অমাবস্যাতে উপবাস করিবে। যোগী এইরূপ তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন—শাস্ত্রপাণ্ডিত্য যাঁহাদের আছে তাঁহাদিগকে এখানে জ্ঞানী বলা যাইতেছে। শাস্ত্রে কোথায় কি আছে, আত্মা কি, জগৎ কি, রিপুজয় করিতে হয় কিরূপে

এই সমস্ত জানা হইয়াছে কিন্তু আত্মার অনুভব নাই, বিষয় বাসনা ত্যাগও নাই, রিপু জয়ও হয় নাই এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানী অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ।

আবার যাঁহারা অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন তাঁহারা কর্ম্মী। এইরূপ কর্ম্মী অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। কারণ জ্ঞানী তপস্বী ও কর্ম্মীগণ জ্ঞানানুষ্ঠান পরায়ণ নহেন—গীতোক্ত যোগী সমকালে নিষ্কাম কর্ম্মী, ঈশ্বর ভক্ত এবং আত্মবিচার পরায়ণ। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান ইঁহারা সমকালে সাধনা করেন বলিয়া গীতোক্ত যোগী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তোমাকে আত্মসংস্থ যোগ, ভক্তি যোগ ও জ্ঞানযোগ শুনাইয়া দিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যে যুদ্ধ তাহাই নিষ্কাম ভাবে করিতে বলিতেছি অর্থাৎ আত্মা অনাত্মা বুঝিয়া আমি কর্ত্তা নহি ইহা জানিয়া ঈশ্বর প্রীতি জন্য কর্ম্ম করা গীতোক্ত যোগীর নিষ্কাম কর্ম্ম। তুমি বুঝিতেছ যোগীকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছি কেন?

অর্জ্জুন—তুমি যাহা বলিলে তাহা আমার মত করিয়া একবার বলিব?

ভগবান—বল।

অর্জ্জুন—কর্ম্মী ও তপস্বী বহুবিধ ক্লেশ করেন সত্য কিন্তু ঐ সমস্ত দ্বারা পাপক্ষয় হইলেও উহাদের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না। যাঁহারা শাস্ত্রার্থবিৎ পণ্ডিত তাঁহারা ঈশ্বর আছেন, তাঁহার স্বরূপ এইরূপ, শাস্ত্রে বহু সাধনার কথা লেখা আছে—এই সমস্ত বিচার করিলেও কর্ম্মশূন্য জ্ঞানী বলিয়া বিশেষ কিছু নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাই বলিতেছ পরোক্ষ জ্ঞানী অপেক্ষা গীতোক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। এই যোগী নিষ্কামকর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ করেন। পরে সর্ব্বজীবে সর্ব্বদা আপন উপাস্যের স্মরণ অভ্যাস যখন হয় তখন স্মার্ত্তশ্রৌত কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম কুম্ভকাদি অভ্যাস করেন। এই অবস্থায় তিনি আরুরুক্ষু। পরে একান্তে গমন করিয়া ধ্যান অভ্যাস করেন। সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মসংস্থ করেন। শেষে যুক্ততম যোগী হইয়া গুরুর নিকটে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন অভ্যাস করেন। এই অবস্থায় একদিকে সংসারাড়ম্বর মিথ্যা অন্যদিকে আত্মাই সত্য ইহার আস্বাদন হইতে থাকে। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয়—এইগুলি সমকালে অভ্যাস করিতে হয়। একদিকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা যতই ভগবৎ অনুরাগ বাড়িতে থাকিবে এবং সংসার বৈরাগ্যও বৃদ্ধি পাইবে ততই সাধক একটির পর একটি করিয়া সমস্ত জ্ঞান ভূমিকা অতিক্রম করিতে থাকিবেন এবং শেষে জীবন্মুক্তি লাভ করিবেন।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭॥

শ
যা　যা
যঃ যোগী মদ্‌গতেন মদেকপ্রবণেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন
শ　শ　রা
অন্তরাত্মনা অন্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ সন্ অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন ক্ষণমাত্র-

রা রা
বিয়োগাসহনতয়া মৎপ্রাপ্তি প্রবৃত্তৌ ত্বরাবান্ সন্ মাং বিচিত্রানন্ত-
ভোগ্য ভোক্তৃবর্গভোগোপকরণভোগস্থানপরিপূর্ণনিখিলজগদুদয়বিভবলয়
রা যা
লীলমস্পৃষ্টাশেষদোষানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃ প্রভৃত্য-
রা
সঙ্খ্যেয় কল্যাণগুণগণনিধিং স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্য-
রা
নিরবদ্যনিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ্যসৌকুমার্য্যলাবণ্যবোধনাদ্যনন্ত-
রা
গুণনিধিং দিব্যরূপং বাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবমপারকারুণ্যসৌশীল্য-
রা
বাৎসল্যৌদার্য্যৈশ্বর্য্যমহোদধিমনালোচিতবিশেষাশেষ লোকশরণ্যং প্রণতার্ত্তি
রা
হরমাশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমখিলমনুজনয়নবিষয়তাং গতমজহৎস্বস্বভাবং
রা
বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণমনবধিকাতিশয়তেজসা নিখিলং জগদ্ভাসয়ন্তং আত্ম-
রা ম
ক্লান্ত্যাবিশ্বমাপ্যায়য়ন্তং যদ্বা নারায়ণমীশ্বরেশ্বরং সগুণং নির্গুণং বা
ম শ
মনুষ্যোঽয়মীশ্বরান্তর সাধারণোঽয়মিত্যাদি ভ্রমং হিত্বা ভজতে সেবতে
ম শ
সততং চিন্তয়তি সর্ব্বেষাং অপি যোগিনাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে
নী
অথবা "দৈব মেবাপরে যজ্ঞম্" ইত্যাদিনা চতুর্থাধ্যায় প্রোক্তাঃ দ্বাদশ
নী ম
যোগাঃ তদ্বতাং যোগিনাং সর্ব্বেষাং মধ্যে সঃ সএবমদ্ভক্তো যোগী যুক্ততমঃ

শ ম
যুক্তানং মধ্যে অতিশয়েন যুক্তঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমাহিতচিত্তেভ্যো যুক্তেভ্যঃ
ম শ শ
শ্রেষ্ঠঃ মে মম পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য মতঃ নিশ্চিতঃ অভিপ্রেতঃ।
ম
সমানেঽপি যোগাভ্যাসক্লেশে সমানেঽপি ভজনায়াসে মদ্ভক্তিশূন্যেভ্যো
ম
মদ্ভক্তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বাৎ ত্বং মদ্ভক্তঃ পরমোযুক্ততমোঽনায়াসেন ভবিতু
ম বি
শক্ষ্যসীতি ভাবঃ। কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানী চ যোগীমতঃ। অষ্টাঙ্গ যোগী
বি বি
যোগিতরঃ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং
বি
শ্রীভাগবতে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ
বি
প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে! ইতি ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বপ্রকার যোগিপুরুষের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভজনা করেন সেই যোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে॥ ৪৮॥

অর্জ্জুন—যোগী কি অনেক প্রকারের হয়?

ভগবান—উপাসক মাত্রকেই যোগী বলা যায়। তপস্বী, কর্ম্মী, পরোক্ষজ্ঞানী ইহাদিগকেও যোগী বলা যায়। আবার চতুর্থোঽধ্যায়ে যে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনুষ্ঠানকারী দিগকেও যোগী বলা যায়। এই সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যে যোগী আমার ভক্ত —যাঁহারা মদঙ্গভূত সূর্য্য রুদ্রাদি দেবতার ধ্যান না করিয়া আমাকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভজনা করেন, আমার ক্ষণমাত্র বিয়োগও যাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না সেই ভক্ত যোগীই যুক্ততম— সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মদ্ভক্তিশূন্য যোগী অপেক্ষা মৎভক্তি পরায়ণ যোগী সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট।

শ্রীভাগবত বলেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

সিদ্ধ দিগের মধ্যে যাঁহারা মুক্ত তাঁহাদের বহুর মধ্যে যাঁহারা শ্রীমন্নারায়ণের ভক্ত সেই প্রশান্তাত্মা সুদুর্লভ। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

কৃষ্ণো নিত্যঃ শরীরীচ তস্য তেজোঽহি বর্ত্ততে।
তেজোঽভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ॥
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তি পূর্ব্বকং।
সুপক্কভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ॥

ভাবার্থ এই যে—শ্রীভগবান নিত্য শরীরী। জগতে যে তেজ দৃষ্ট হয় তাহা তাঁহার শরীরেরই দীপ্তি। তেজের মধ্যে সনাতন কৃষ্ণমূর্ত্তি [বা রামমূর্ত্তি বা কালীমূর্ত্তি, বিন্দুস্থানে অর্দ্ধ-নারীশ্বর] সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে পুরুষই বল বা প্রকৃতিই বল ক্ষতি নাই। তিনি নিরাকার ব্রহ্মের আদি সাকার মূর্ত্তি] যোগিগণ তাঁহারই তেজকে ভক্তি পূর্ব্বক ধ্যান করেন। যোগীর ভক্তি যখন পরিপক্ক হয় তখন যোগী বৈষ্ণব হয়েন। সেই ভক্ত যোগীই পরম বৈষ্ণব। তিনিই যুক্ততম।

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ে কি কি বলা হইল ?

ভগবান—ভগবানের প্রসন্নতা লাভ জন্য প্রতি মনুষ্যসেবায় ভগবৎ সেবা হইতেছে স্মরণ রাখিয়া লোক হিতকর পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পাপক্ষয় কর। সঙ্গে সঙ্গে নিত্য কর্ম্ম কর। এই কর্ম্ম—যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি কর ইহাই প্রথম কথা। চিত্ত শুদ্ধির পরে শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া আরুরুক্ষ যোগী হও। এই অবস্থার কর্ম্ম প্রাণাপান সমান রূপ কুম্ভক অভ্যাস। তৎপরে একান্তে গিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া যোগারূঢ় হও। এই অবস্থার কর্ম্ম মনোনাশ, মনকে আত্মসংস্থ করা। তৎপরে যোগ ভ্রষ্টের গতির কথা বলা হইয়াছে। যোগভ্রষ্ট আবার জন্মিয়া একবারে কর্ম্ম কাণ্ডের অতীত-জ্ঞানানুষ্ঠান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ যিনি মদ্গত-প্রাণ—যিনি ক্ষণকালও আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যিনি সমস্ত বস্তুতে আমাকে দেখেন এবং সর্ব্বদা নিজ হৃদয়ে আমার সহিত থাকেন, কথা কহেন, স্তব করেন, পূজা করেন, আমার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যিনি যুগপৎ ভাবনা করা অভ্যাস করেন। যিনি নিজস্থানে (কূটস্থে) আমার নিকটে বসিয়া আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ,—এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, করিয়া এই স্পর্শ করিলাম ইহা ভাবনা করিয়া ধ্যান অভ্যাস করেন, যিনি বাহিরের জগতে আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—তুমিই আত্মা, তুমিই সূর্য্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই বরুণ, তুমিই যম, তুমিই সমস্ত। তিনি আমাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন দেখেন। আবার কখন প্রকৃতি রূপে আমি সাজিয়া আছি দেখেন। এইরূপ যিনি না পারেন তিনি আমার মায়া-মানুষ মূর্ত্তি ধ্যান করেন। এইরূপে এই অধ্যায়ে ত্বম্‌পদার্থ শোধন কিরূপে করিতে হয় বলা হইল। দ্বিতীয় ষট্‌কে তৎপদার্থরূপ ব্রহ্ম নিরূপণ হইবে। প্রথম ষট্‌ক কর্ম্মকাণ্ড। দ্বিতীয় ষট্‌ক উপাসনা কাণ্ড। শেষ ষট্‌ক ত্বম্ ও তৎ এর একত্বরূপ জ্ঞানকাণ্ড। বেদের মধ্যে যেমন কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে গীতাতেও সেইরূপ ঐ তিন কাণ্ডই আছে। তিনটিই আবশ্যক। যাঁহারা বলেন গীতা শুধু ভক্তি কাণ্ড—রত্নকে কাপড়

চোপড় জড়াইয়া যেমন পেঁটরার মধ্যে রাখা হয়, সেইরূপ ভক্তিকে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের বাক্সে রাখার মত রাখা হইয়াছে তাঁহাদের এই বাক্য অতিশয়োক্তি মাত্র।

অর্জ্জুন—এই অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ—কেহ কেহ ইহাকে অভ্যাস যোগ বলেন কেন?

ভগবান—দুই নামই দেওয়া হয়। ধ্যানের অভ্যাস বা সমাধি অভ্যাস এই অধ্যায়ের মুখ্য সাধনা। যোগারূঢ়ের সাধনা মনকে আত্মসংস্থ করা। ইহাই সমাধি অভ্যাস। ধ্যান না হইলে সমাধি হইতে পারে না। ধ্যান ও সমাধি—ইহাদের সম্বন্ধ বড় নিকট। যোগ, ধ্যান, ও সমাধি—অতি সহজে ইহা বুঝাইতেছি মনে রাখিও। আত্মা ও মনের সংযোগকে বলে যোগ। ভিতরে ভ্রূমধ্যে সূর্য্য ভাবনা করিয়া অন্তরে মন ও বাহিরে চক্ষুরাখা ধ্যান এবং আত্মা ও মনের একীভাব সমাধি। ধ্যান ও সমাধি এই অধ্যায়ের মুখ্য সাধনা বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে ধ্যানযোগ।

যাঁহারা এই অধ্যায়ের নাম দিতেছেন অভ্যাস যোগ তাঁহারা মন স্থিরের জন্য যে অভ্যাস ও বৈরাগ্য রূপ উপায় বলা হইয়াছে তাহার উপরেই বেশী লক্ষ্য করেন। সাধনা মার্গে অভ্যাসের স্থান অতি প্রশস্ত। অভ্যাস যত প্রকার হইতে পারে তন্মধ্যে প্রধান কতক গুলির নাম দেওয়া গেল। যাঁহার যেটি সুবিধা তিনি সর্ব্বদা আলোচনার জন্য তাহা রাখিয়া দিবেন, নতুবা ধর্ম্ম-জগতে স্থিতি লাভে সমর্থ হইবেন না।

(১) দ্রষ্টা ও দৃশ্যে পার্থক্য আছে। দ্রষ্টা চেতন, দৃশ্য জড়। জগতের যাহা কিছু আমরা দেখি শুনি বা অনুভব করি সমস্তই জড়; সমস্তই মায়া। যিনি দেখেন তিনি মাত্র চেতন। চেতন যিনি তিনি জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। চেতনই সৎ, অন্য যাহা তাহা চেতনের উপর মায়িক ইন্দ্রজাল মাত্র। এজন্য চেতন ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই অনাস্থার বস্তু। অন্য সমস্ত অনাস্থা করিয়া শুধু চেতনে অবস্থান করিতে অভ্যাস কর। সংঘাত পরার্থত্বাৎ। সংহত পদার্থ যেখানে আছে—কতকগুলি পদার্থের মিলন হইয়া যাহা হইয়াছে তাহা অপরের জন্য। কাজেই চেতনের জন্যই দেহ। (২) সাধনা দ্বারা মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া চেতনকে এই স্পর্শ করিলাম—খণ্ড চৈতন্য, এ অখণ্ড চৈতন্যকে এই স্পর্শ করিল ইহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস। ইহা ধ্যান অভ্যাস। অন্তরে মন ও বাহিরে চক্ষু রাখা যে ধ্যান ইহার স্মরণ কর। (৩) সেই চেতনেই জগৎরূপে বিবর্ত্ত হইয়াছেন। যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় সমস্তই সেই অখণ্ড চৈতন্যের উপর দণ্ডায়মান। আমার মধ্যে চৈতন্য উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বত্র সেই চৈতন্য অনুসন্ধান তৃতীয় প্রকারের অভ্যাস।

(৪) ভ্রূমধ্যে জ্যোতিরাশি বেষ্টিত প্রণব। প্রণবের উপরে নাদ বিন্দু, বিন্দু মধ্যে শক্তি ও শক্তিমান জড়িত অর্দ্ধ নারীশ্বর। ইনিই শিবশক্তি, সীতা রাম, রাধা কৃষ্ণ,—এবং ইনিই সৃষ্টির সমস্ত পদার্থে বিরাজিত ভিতরে বাহিরে ইষ্ট মূর্ত্তির ধ্যান ও সেবা চতুর্থ প্রকারের অভ্যাস জপ অভ্যাস ইহারই জন্য।

অন্যান্য অভ্যাসের কথা—যেমন কুম্ভক অভ্যাস, প্রাণায়াম অভ্যাস, অধ্যাত্ম গ্রন্থ চিন্তন অভ্যাস—এ গুলি উপরোক্ত অভ্যাস লাভের উপায় মাত্র।

এই অভ্যাসের মধ্যে যাহার যেটিতে রুচি সেইটিকে প্রধান ভাবে লইতে হইবে অন্যগুলিও চিত্তের অবস্থা বুঝিয়া আলোচনা করিতে হইবে আর সঙ্গে সঙ্গে মনকে বিষয়ের দোষ প্রদর্শন রূপ বৈরাগ্য দ্বারা বিষয় হইতে ছাড়াইতে হইবে। এই সাধনা দ্বারা জরা মরণ অতিক্রম করা যায়। যে সমস্ত অভ্যাসের কথা এইখানে বলা হইল তন্মধ্যে "অহং ব্রহ্ম" এবং "তত্ত্বমসি" এই দুইটি কর্ম্মসন্ন্যাস ভিন্ন হইতেই পারে না বলিয়া ৫ম অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাসযোগ। এক্ষণে ৭ম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত যে মধ্য ষট্‌ক তাহাতে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ, অক্ষর ব্রহ্মযোগ, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপদর্শন ও ভক্তি যোগের কথা বলিব।

ওঁ তৎসৎ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
ধ্যানযোগো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

ইতি প্রথম ষট্‌ক সমাপ্ত ॥